সীরাত বিশ্বকোষ

সপ্তম খণ্ড

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء
باللغة البنغالية
المجلد السابع

সীরাত বিশ্বকোষ

(সপ্তম খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ (সপ্তম খণ্ড; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩২)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
যুলকা'দা ১৪২৪
পৌষ ১৪১০
ডিসেম্বর ২০০৩

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪২
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৪৬
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN : ৯৮৪-০৬-০৭৬৪-৩
Classification No. : ২৯৭.২৪০৩

বিষয় ঃ জীবন-চরিত
আম্বিয়া ('আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 7th vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00 December 2003
web site : www. islamicfoundation-bd.org
E-mail L info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 350.00; US$: 15.00

লেখকবৃন্দ

- ডঃ আবদুল জলীল
- আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন
- ডঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম
- মুহাম্মদ আবদুল মুনায়েম
- আহমদ আলী
- মুহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
- মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
- মুহাম্মদ আবদুল মালেক
- মোহাম্মদ তালেব আলী
- মাস্উদুল করিম
- মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
- ডঃ আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম
- নূর মুহাম্মদ
- ফয়সল আহমদ জালালী
- কামরুল হাসান
- মুফাজ্জল হুসাইন খান
- রশীদ আহমদ
- আহমদ আবুল কালাম
- ডঃ আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন
- মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান
- খান মুহাম্মদ ইলিয়াস

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ৭ম খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের সাথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে করীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত ৫টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবনচরিত সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত। বর্তমান ৭ম খণ্ডটি তাহারই ধারাবাহিকতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২২ (বাইশ) খণ্ডে প্রকাশিতব্য যে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প হাতে নিয়াছে উহার দশ (১০) খণ্ডই এই মহামানবের জীবন-চরিত সম্পর্কিত। বর্তমান খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষের ৭ম খণ্ড হইলেও হযরত রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-চরিতের ৪র্থ খণ্ড। তাঁহার জীবন ও কর্মের উপর আরও আটটি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও দশটি খণ্ড প্রণয়নের পরিকল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে আন্তরিক দুআ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ৭ম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাঁহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাদের সকলকে আহ্সানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা তাহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। বহু আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযূত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন খাতিমুন নাবিয়্যীন শাফীউল মুয্‌নিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁহার ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার সফল সমাপ্তির পর্যায়ে ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্ত একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। আর ইহার অন্তর্গত হিসাবে ধরা হয় সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম, অতঃপর আম্বিয়াকুল সর্দার সায়্যিদুল মুরসালীন, আশরাফুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম, অতঃপর তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামগ্রিক জীবনচরিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ লক্ষাধিক নবী-রাসূলকে মানব সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্যই পৃথিবী বক্ষে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রাসূলের উপর অবতীর্ণ সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবনচরিতকেই বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ, অতঃপর সমগ্র মানবমণ্ডলীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহর জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (সূরা ইউনুস, ১৬ আয়াত) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হেদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে উম্মতের সামনে পেশ করিতে দেখি। আর কেনই বা করিবেন না, যাঁহার জীবনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমে দৃষ্টান্তমূলক অনুসরণীয় জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)।

ঠিক তেমনি মুসলিম মিল্লাতের জনক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন-চরিতের মধ্যে, কেবল তাহাই নয়, বরং তাঁহার অনুসারীদের মধ্যেও এই উম্মাহ্‌র জন্য আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া কুরআনুল কারীম ঘোষণা দিয়াছে। বলা হইয়াছে : "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৬০ : ৪)।

কুরআনুল কারীমে প্রতিনিধি স্থানীয় দুইজন নবী ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলা হইলেও মূলত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

অতএব আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সীরাত তথা জীবনচরিতকে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের স্বার্থেই উম্মাহ্র সচেতন আলিমগণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ, এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। ইহাদের মধ্যে ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্ন হায্ম, ইবন আবদিল বার্র, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-আনদালুসী, ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, ইবনুল কায়্যিম, ইব্ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাস্তাল্লানী, আল-হালাবী ও আয-যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাতবিগণের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ আল-মাওলা, ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ আতিয়্যা আল-আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইয্যাত দারওয়াযা, আবদুর রহমান আশ-শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাসরূর, কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী, আবদুর রউফ দানাপুরী, মানাজির আহসান গীলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, হিফযুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানধলাবী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ। সীরাত রচয়িতাদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষ রচনার প্রধানতম উৎস আল-কুরআন, অতঃপর ইহার বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থ ও ইহার বিবিধ ভাষ্য, সর্বশেষ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিপুল সীরাত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় সেইগুলি সংগ্রহ করিতে আমাদেরকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমনকি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহে সক্ষম হই নাই। তদুপরি বিষয়টি গবেষণা বহুল ও পরিশ্রম সাপেক্ষ বিধায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখক ও গবেষক পাইতেও আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ও হইতেছে। অধিকন্তু সীরাত বিশ্বকোষ-এর একজন লেখক ও গবেষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বাংলা কমপক্ষে এই চারিটি ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া কাজ করিতে চেষ্টিত হওয়ায় আমাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য নিরলস চেষ্টা-তদবীরের ফলে কাজের গতি পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমান গতি অব্যাহত থাকিলে ইনশাআল্লাহ আগামী জুন পর্যন্ত প্রকল্প নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিবে। যাহা হউক, কিছুটা বিলম্ব হইলেও অবশেষে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষের সপ্তম খণ্ডটিও আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হওয়ায় আমরা পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষের ১ম খণ্ডে হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ইয়াকূব (আ) পর্যন্ত ১১ জন, দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত ইউসুফ (আ) হইতে হযরত শামূঈল (আ) পর্যন্ত ১৩ জন

এবং তৃতীয় খণ্ডে হযরত দাউদ (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ৬ জন নবী এবং কুরআন উল্লিখিত ৩ জন মহাপুরুষ (হযরত লুকমান, হযরত মারয়াম ও যুলকারনায়ন)-সহ সর্বমোট ৩০ জন নবী-রাসূল ও ৩ জন মহাপুরুষের সীরাত স্থান পাইয়াছে। আর ইহার মাধ্যমে আম্বিয়া-ই সাবেকীন-এর অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নবী-রাসূলদের জীবনচরিত আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে নবীকুল শিরোমণি সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের সূত্রপাত ঘটিয়াছে, বর্তমান খণ্ডে যাহার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে এবং যাহা পরবর্তী অনেকগুলি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীনসহ পরিষদের অপরাপর সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, যাঁহারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইহার পিছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। সেই সংগে সীরাত বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও তাঁহাদের অমূল্য খেদমতের জন্য আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর শ্রদ্ধেয় মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি সীরাত বিশ্বকোষের ব্যাপারে আমাদিগকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। অতঃপর সচিব, অর্থ পরিচালক, পরিকল্পনা পরিচালক ও প্রকাশনা পরিচালক, লাইব্রেরীয়ান ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সংগে বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের সংগে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন এবং ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস বিধায় মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ যাহাতে সফলভাবে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট আমরা বিনীত দোআ প্রার্থী।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

সূচীপত্র

সীরাত বিশ্বকোষ

হযরত মুহাম্মাদ (স)

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا . وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

গাযওয়া মুরায়সী' বা বানুল মুসতালিক

গাযওয়া বানুল মুসতালিক (غزوة بنى المصطلق)-কে গাযওয়া মুরায়সী'ও বলা হয়। মুসতালিক গোত্রের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ইহা গাযওয়া বানুল মুসতালিক নামে অভিহিত। মুসতালিক শব্দের অর্থ সুকণ্ঠের অধিকারী। খুযা'আ গোত্রের জুযায়মা (মতান্তরে জাযীমা) ইব্ন কা'ব নামক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল বলিয়া তাহাকে মুসতালিক বলা হইত। ইহারই বংশধর বানুল মুসতালিক নামে পরিচিত। আর খুযা'আ গোত্রেরই মালিকানাধীন 'আল-মুরায়সী' নামক কূপের নিকট যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে গাযওয়া মুরায়সী' বলা হয় (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৬খ., পৃ. ৪২৮)।

সময়কাল ঃ এই যুদ্ধের সময়কাল সম্পর্কে সীরাতবিদ ও ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বুখারী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে ৬ষ্ঠ হি. এবং মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনামতে ৪র্থ হি. উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়া বানিল মুসতালিক মিন খুযা'আ, বাব নং ৩৩)। ইব্ন হিশাম-এর বর্ণনামতে ৬ষ্ঠ হি. শা'বান মাসে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ., পৃ. ২৩৫) এবং আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে ৫ম হি. ২ শা'বান ইহা সংঘটিত হয় (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪০৪)। আবদুর রাউফ দানাপুরী উল্লেখ করেন যে, ৪র্থ হি.-এর রিওয়ায়াত সঠিক নহে। কারণ সকলে এই ব্যাপারে একমত যে, ইফ্ক (দ্র.)-এর ঘটনা এই যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর ইফক-এর ঘটনা বুখারী ও মুসলিম-এ উল্লিখিত হইয়াছে। উহাতে হযরত আইশা (রা) বলেন, ইফ্ক-এর ঘটনা পর্দার আয়াত নাযিল হইবার পর সংঘটিত হয়। আর পর্দার আয়াত নাযিল হয় ৫ম হি.-তে। তাই ৫ম হি.-র পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে না (আবদুর রাউফ দানাপূরী, আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১২৯)। যূ-কারাদ (দ্র.) যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (স) জুমাদাল-আখিরা ও রজব মাসে মদীনায় রওয়ানা হন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৬)।

যুদ্ধের কারণ

এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল মুসতালিক গোত্রের কাফিরদের ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধোন্মাদনা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, বানূ মুসতালিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ ও জোরদার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। তাহাদের নেতা ছিল আল-হারিছ ইব্ন আবী দিরার, যিনি ছিলেন পরবর্তী কালে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর পিতা। এই যুদ্ধের পরপরই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বিবাহ করেন। আল-হারিছ ইব্ন আবী দিরার তাহার সম্প্রদায় ও আরবের সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করে। অতঃপর তাহারা বহু

সংখ্যক ঘোড়া ও অস্ত্রপাতি ক্রয় করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমনকি আরোহিগণ তাহাদের আঙ্গিনা হইতে বাহির হইয়া অন্যদের নিকট তাহাদের নিজেদের যাত্রার খবর জানাইয়া দেয়। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বুরায়দা ইব্‌নুল হুসায়ব আল-আসলামী (রা)-কে এই সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইবার জন্য প্রেরণ করেন। বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু (উল্টাপাল্টা) বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি আল-মুরায়সী' নামক পানির কূপের নিকট তাহাদের মধ্যে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি অহঙ্কারী এক কওমের সাক্ষাত পান যাহারা বিরাট এক জামা'আতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরই লোক। এই লোকটির (মুহাম্মাদ) বিরুদ্ধে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা শুনিয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি। তাই এখন আমি আমার কওম ও আমার অনুগত লোকদের নিকট গমন করিব যাহাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তি লইয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারি। আল-হারিছ ইব্‌ন আবী দিরার বলিলেন, আমরা এই অবস্থায় এখানেই আছি। তুমি দ্রুত আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হও। বুরায়দা (রা) বলিলেন, আমি এখনই সওয়ার হইয়া যাইতেছি এবং সত্বর আমার কওম ও অনুগতদের বিশাল একটি দল লইয়া আসিতেছি। ইহাতে তাহারা খুশী হইল (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪০৪-৪০৫)।

মুসলমানদের প্রস্তুতি

বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া কাফিরদের সকল সংবাদ অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া শত্রুদের প্রস্তুতির কথা জানাইয়া দিলেন। মুসলমানগণ তাহাদের মুকাবিলায় বাহির হইবার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। তাহাদের সঙ্গে ছিল ৩০টি ঘোড়াঃ মুহাজিরদের দশটি, তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ২টি, যাহার নাম ছিল লিযায (لزاز) ও আজ-জারিব (الظرب)। অবশিষ্ট ৮টির উপর আরোহী ছিলেন হযরত আবূ বাক্‌র (রা), হযরত 'উমার, হযরত উছমান, হযরত আলী, হযরত যুবায়র, হযরত আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ, হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ ও হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা)। আর আনসারদের ছিল ২০টি ঘোড়া, যাহার মালিক ও আরোহী ছিলেন হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয, উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র, আবূ 'আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র, কাতাদা ইবনুন-নু'মান, উওয়ায়ম ইব্‌ন সা'ইদা, মা'ন ইব্‌ন 'আদী, সা'দ ইব্‌ন যায়দ আল-আশহালী, আল-হারিছ ইব্‌ন হাযমা, মতান্তরে খাযমা, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, আবূ কাতাদা, উবাই ইব্‌ন কা'ব, আল-হুবাব ইবনুল মুনযির, যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ, ফারওয়া ইব্‌ন 'আমর ও মু'আয ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন রাফে' (রা) প্রমুখ (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত; সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৪)।

যুদ্ধে রওয়ানা

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আবূ যার্‌র আল-গিফারী (রা), মতান্তরে নুমায়লা ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া মুসলিম যোদ্ধাদের লইয়া রওয়ানা হইলেন। এই যুদ্ধের সফরে বহু মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যোগ দেয়, যাহারা ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করে নাই। তাহারা এই সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর

সহিত যোগ দিয়াছিল জিহাদে উৎসাহী হইয়া নহে, বরং দুনিয়াবী সম্পদ লাভের আশায়। উপরন্তু উক্ত সফরও ছিল নিকটবর্তী স্থানে। তাই সফরের কষ্টও ইহাতে কম ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার নিকটস্থ শস্য ও কূপ সমৃদ্ধ 'আল-হালায়েক'— মতান্তরে আল-খালায়েক নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে আবদুল কায়স গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, তোমার পরিবার কোথায়? সে বলিল, আর-রাওহা নামক স্থানে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? লোকটি বলিল, আপনার নিকটই আসিয়াছি। আমি এইজন্য আসিয়াছি যে, আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিব, আপনি যাহা লইয়া আগমন করিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিব এবং আপনার সঙ্গে থাকিয়া আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে খুশী হইয়া বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি তোমাকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ আমল আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি বলিলেন, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪০৫-৪০৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৪)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম বাহিনীসহ পুনরায় রওয়ানা হইলেন। তাহারা মদীনা হইতে ২৪ মাইল দূরে 'বাকআ' নামক স্থানে পৌঁছিলে মুশরিকদের এক গুপ্তচরের সাক্ষাত পাইলেন। মুসলমানগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিছনে কি? শত্রু সৈন্যগণ কোথায়? সে বলিল, আমি তাহাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাহার এই মিথ্যা কথা শুনিয়া উমার (রা) খুবই রাগান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তুমি সত্য কথা বল, নতুবা আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিব। এই হুমকিতে সে ভয় পাইয়া গেল এবং বলিল, আমি বানুল মুসতালিকের এক লোক। আল-হারিছ ইব্‌ন আবী দিরারকে এই অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি যে, সে তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল এক বাহিনী জড়ো করিয়াছে। আরও বহু লোকজন তাহার সহিত আসিয়া যোগ দিতেছে। সে আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছে তোমাদের খবর সংগ্রহ করিবার জন্য এবং তোমরা মদীনা হইতে বাহির হইয়াছ কিনা তাহা জানিবার জন্য।

অতঃপর উমার (রা) তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাকে যাবতীয় বিষয় অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, আমার কওম কি করে তাহা না দেখা পর্যন্ত আমি আপনাদের দীনের অনুসরণ করিব না। তাহারা যদি আপনাদের দীনে শামিল হয় তবে আমিও তাহাদের একজন হইব। আর যদি তাহারা তাহাদের দীনের উপর অটল থাকে তবে আমিও তাহাদের অন্যতম হইব। এই কথা শুনিয়া উমার (রা) বলিলেন, ইহা রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিই!লোকটি যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করিতে সরাসরি অস্বীকার করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া হত্যাযোগ্য অপরাধ করিয়াছিল, তাই উমার (রা)-এর প্রস্তাবের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সম্মুখে বাড়াইয়া দিলেন, অতঃপর তাহাকে হত্যা করা হইল। এই সংবাদ বানুল মুসতালিকের নিকট পৌঁছিয়া গেল। ইহাতে তাহারা ভীষণ ভয় পাইল। তাহাদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

এই সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তী কালে মুসলমান হওয়ার পর তিনি এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করিয়া বলিতেন, রাসূলুল্লাহ (স)

আমাদের নিকট আগমন করিবার পূর্বে যখন লোকটির নিহত হওয়ার এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিল তখন আমার পিতা ও তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল এবং তাহারা ভীষণভাবে ভীত হইয়া পড়িল। আরবের শহরতলী ও বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিয়া যাহারা আমাদের দলে যোগদান করিয়াছিল তাহারাও পৃথক হইয়া গেল। অতঃপর আমাদের নিজেদের দলের লোকজন ছাড়া আর একজন লোকও অবশিষ্ট রহিল না (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪০৬)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মুরায়সী' নামক স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে অবতরণ করিবার পর তাঁহার জন্য একটি চামড়ার তাঁবু নির্মাণ করা হইল। তাঁহার সঙ্গে উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে হযরত 'আইশা ও উম্মু সালামা (রা) ছিলেন। তাহারা পানির নিকটই সমবেত হইলেন এবং যুদ্ধের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সঙ্গীদের লাইন সোজা করিয়া দিলেন। অতঃপর মুহাজিরদের পতাকা হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর হাতে, মতান্তরে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর হাতে অর্পণ করিলেন এবং আনসারদের পতাকা অর্পণ করিলেন হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর হাতে (ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আল-মুনতাজাম, ৩খ., পৃ. ২১৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ১৫)। সেই দিন মুসলমানদের বিশেষ সংকেত ছিল, "ইয়া মানসূর! আমিত, আমিত" "হে সাহায্যপ্রাপ্ত! মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছাইয়া দাও, মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছাইয়া দাও" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৫)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন ঃ "তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বল, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের জান-মালের হেফাজত করিতে পারিবে।" কিন্তু বানুল মুসতালিক ইহা বলিতে অস্বীকার করিল এবং প্রথমে তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিল। ইহার প্রতিউত্তরে মুসলমানগণও কিছুক্ষণ তীর নিক্ষেপ করিলেন। ফলে উভয় পক্ষে তীর নিক্ষেপ শুরু হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম বাহিনী একযোগে আক্রমণ করিল। ফলে শত্রু সৈন্যদের একজনও পলায়ন করিতে পারিল না। বেশীক্ষণ যুদ্ধ করার প্রয়োজন হইল না, অল্পতেই শত্রুগণ কাবু হইয়া গেল। তাহাদের দশজন লোক নিহত হইল এবং সকলেই বন্দী হইল। নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলকেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে বন্দী করা হইল। উট, ঘোড়া ও বকরী গনীমতের সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করা হইল। দুই হাজার উট ও পাঁচ হাজার বকরী মুসলমানগণ গনীমত হিসাবে লাভ করিলেন। বন্দী মহিলার সংখ্যা ছিল দুই শত। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ নাদলা আত-তাঈকে এই যুদ্ধের বিজয় সংবাদ দিয়া মদীনায় প্রেরণ করেন (আল-মুনতাজাম, ৩খ., পৃ. ২১৯)। এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা) বনী মুসতালিকের মালিক নামে এক ব্যক্তি ও তাহার পুত্রকে হত্যা করেন। আর আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) একজন অশ্বারোহীকে হত্যা করেন যাহার নাম ছিল আহসার, মতান্তরে উহায়সির (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ., পৃ. ২৪০)।

এই যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন যাহা দেখিয়া শত্রু সৈন্যগণ ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল এবং সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারাইয়া ফেলিয়াছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা) বলেন, আমরা মুরায়সী'তে অবস্থানকালে

রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে আগমন করিলে আমার পিতাকে আমি বলিতে শুনিলাম, "তিনি এমন শক্তি লইয়া আসিয়াছেন যাহার মোকাবিলা করা আমাদের সাধ্য নাই"।

অতঃপর আমি মুসলমানদের সেনা সদস্য ও ঘোড়া এত অধিক সংখ্যক দেখিলাম যাহা বর্ণনাতীত। অতঃপর আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করিলাম আর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বিবাহ করিলেন এবং আমরা ফিরিয়া চলিলাম তখন আমি মুসলমানদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলাম; কিন্তু পূর্বে আমি যেরূপ দেখিয়াছিলাম সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, উহা ছিল মুশরিকদের অন্তরে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে দেওয়া ভীতি (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৫)।

ফেরেশতা অবতরণের বিষয়টি আর একটি রিওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। মুশরিক বাহিনীরই এক ব্যক্তি, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খাঁটি মুসলমানরূপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন, যুদ্ধের ময়দানে আমরা সাদা-কালো মিশ্রিত রংয়ের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণকারী সাদা পোশাক পরিহিত পুরুষ সৈন্যদেরকে দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগকে আমরা পূর্বেও কখনও দেখি নাই, পরেও না (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., ৪০৮-৪০৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৫)।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের একজন সৈন্যও কাফিরদের হাতে শাহাদাত বরণ করে নাই। কেবল হিশাম ইব্ন সুবাবা, মতান্তরে হাশিম ইব্ন দুবাবা নামক একজন মুহাজির সাহাবী, কালব ইব্ন আওফ ইব্ন আমের গোত্রের লোক, ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতে নিহত হন (তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ২খ., ৬০৪)। তিনি শত্রু সৈন্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং সেই সঙ্গে ধূলাবালু উড়িতেছিল। উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর দলের আওস নামক একজন আনসার সাহাবী তাঁহাকে শত্রুসৈন্য মনে করিয়া হত্যা করেন (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১খ., ৪০৭-৪০৮)।

হিশাম ইব্ন সুবাবার ভ্রাতা মিক্য়াস ইব্ন সুবাবার ধোঁকা ও তাহার পরিণাম

হিশাম ইব্ন সুবাবা (রা)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাহার কাফির ভ্রাতা মিক্য়াস ইব্ন সুবাবা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করিয়া মক্কা হইতে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট স্বীয় ভ্রাতার রক্তপণ (দিয়াত) দাবি করিয়া বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি আমার ভ্রাতার রক্তপণ দাবি করিতে আসিয়াছি, যে ভুলবশত নিহত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে তাহার ভ্রাতার রক্ত পণ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। উহা গ্রহণ করিয়া সে অল্প কয়েক দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অবস্থান করে। অতঃপর সুযোগ পাইয়া সে তাহার ভ্রাতার হত্যাকারীকে হত্যা এবং মুরতাদ্দ হইয়া পলায়ন করিয়া মক্কায় চলিয়া যায় (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৬০৯)। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার উপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন। এইজন্যই পরবর্তী কালে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) চার ব্যক্তিকে যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমনকি তাহাদেরকে কা'বা শরীফের গিলাফ আঁকড়াইয়া ধরা অবস্থায় পাওয়া গেলেও। এই মিক্য়াস ইব্ন সুবাবা ছিল উক্ত চারজনের অন্তর্ভুক্ত

(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ১৬৭)। অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিনই নুমায়লা (রা) তাহাকে হত্যা করেন (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১খ, ৪০৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ, ৩৪৫)।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ

এই যুদ্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে একটি হইল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সাময়িক বিবাদ। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর মুসলমানগণ মুরায়সী' কূপের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। কূপে পানি অল্প থাকায় সেখানে খুবই ভীড় ছিল। সকলেই বালতি দ্বারা পানি উঠাইতেছিল। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সহিত তাঁহার ভৃত্য ছিল গিফার গোত্রের জাহজাহ ইব্ন মাসউদ, মতান্তরে সা'দ (রা)। তিনি উমার (রা)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি কূপ হইতে বালতি দ্বারা পানি উঠাইতে গেলেন। অপরদিকে আওফ ইবনুল খাযরাজ গোত্রের মিত্র সিনান ইব্ন ওয়াব্র আল-জুহানী (রা)-ও পানি উঠাইবার জন্য তাহার বালতি কূপে ফেলিলেন। উভয়ের বালতি টক্কর লাগায় এক বালতিতে পানি উঠিল যাহা উভয়ে দাবি করিতে লাগিলেন। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে জাহজাহ (রা) হাত দ্বারা সিনান (রা)-কে আঘাত করিলেন এবং ইহাতে আহত হইয়া তাহার দেহ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল আল-জুহানী চীৎকার করিয়া বলিলেন, হে আনসার দল! আর জাহজাহ (রা) চীৎকার করিযা ডাকিলেন, হে মুহাজির দল!

এই চীৎকার শুনিয়া উভয় দলের লোকজন জড়ো হইয়া গেল। মুহাজিরদের কিছু লোক সিনান (রা)-কে তাহার দাবি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। অতঃপর উভয় দলের মধস্থতায় সে তাহার দাবি ত্যাগ করিল এবং বিষয়টির মীমাংসা হইয়া গেল।

এই অবস্থা দেখিয়া মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িল। তাহার নিকট তাহার কওমের কিছু লোক ছিল। তাহারা হইলঃ মালিক, দা'ইস, সুওয়ায়দ, আওস ইব্ন কায়জী, মু'আত্তিব ইব্ন কুশায়র, যায়দ ইব্নুল লুসায়ত বা সালত ও আবদুল্লাহ ইব্ন নাবতাল (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ২খ, ৪১৬)। ইহাদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান তরুণ যুবক যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-ও ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিল, উহারা এইরূপ আচরণ করিল! অথচ তাহারা আমাদের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমাদের দেশে আমাদের চাইতে সংখ্যায় বেশী হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আমি আমাদিগকে ও কুরায়শের এই ময়লা কাপড়গুলিকে সেইরূপই মনে করি যেমন পূর্বকালের কেহ বলিয়াছে, "তোমাদের কুকুরকে খাওয়াইয়া মোটাতাজা কর, সে তোমাকে খাইয়া ফেলিবে।" আল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় ফিরিয়া গেলে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তথা হইতে অপদস্থদেরকে তাড়াইয়া দিবে। উল্লেখ্য যে, উবাই এখানে সম্মানিত বলিতে নিজকে ও মদীনার আনসারদেরকে বুঝাইয়াছে এবং অপদস্থ বলিতে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুহাজির সাহাবীদেরকে বুঝাইয়াছে। অতঃপর সে তাহার কওমের যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, ইহা তোমদের কৃতকর্মেরই ফসল। তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের দেশে জায়গা দিয়াছ এবং তোমাদের সম্পদ তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া

দিয়াছ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা যদি তাহাদিগকে দেওয়া বন্ধ করিয়া দাও তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তোমাদের দেশ হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া সব কথা বলিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ অপছন্দ করিলেন। তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে বালক! তুমি হয়তো বা তাহার প্রতি রাগান্বিত হইয়াছ। সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আমি তাহার নিকট শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সম্ভবত তোমার কান ভুল শুনিয়াছে। সে বলিল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি বলিলেন তাহা হইলে অন্য কেহ উহা বলিয়াছে। সে বলিল, না, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ!

এই খবর সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কওমের সকলে কেবল এই আলোচনাই করিতে লাগিল।

আনসারদের একদল লোক যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে তিরস্কার করিতে লাগিল যে, তুমি গোত্রপতিকে অপমান করিয়াছ, সে যাহা বলে নাই তাহার অভিযোগ করিয়াছ। ইহার ফলে তুমি জুলুম করিয়াছ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছ। যায়দ ইব্‌ন আরকাম বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সে যাহা বলিয়াছে আমি তাহাই শুনিয়াছি। আল্লাহ্‌র কসম! খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার নিকট তদপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম! এই কথাগুলি যদি আমি আমার পিতার নিকট হইতে শুনিতাম তবুও আমি উহা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতাম। আমি আশা করি আল্লাহ তাঁহার রাসূলের উপর এমন কিছু নাযিল করিবেন যদ্দ্বারা আমার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ, ২৪৮-৪৯)।

যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিষয়টি অবহিত করেন তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁহার নিকট ছিলেন। ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্বাদ ইব্‌ন বিশরকে নির্দেশ দিন— সে তাহাকে হত্যা করুক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা কিভাবে হয়, হে উমর! লোকে বলিবে, মুহাম্মাদ তাঁহার সঙ্গীদিগকে হত্যা করে, ইহা হইতে পারে না। তুমি বরং এখান হইতে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা প্রদান কর। ইহা এমন একটি সময় ছিল যখন সাধারণত রাসূলুল্লাহ (স) কোথায়ও রওয়ানা হইতেন না।

অতঃপর লোকজন সকলেই রওয়ানা হইল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল যখন জানিতে পারিল যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু শুনিয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে তখন সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিয়া আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল, আমি উহা কখনও বলি নাই বা কোনরূপ আলোচনাও করি নাই। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই তাহার কওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী লোক ছিল। আনসারদের মধ্যে তাহার সঙ্গী যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিল তাহারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই-এর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বালকটি হয়তোবা তাহার কথা ভালোমত বুঝিতে পারে নাই এবং স্মরণ রাখিতে পারে নাই। কিন্তু যায়দ ইব্‌ন আরকাম সর্বদাই তাহার কথার উপর অটল ছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি ঠিক শুনিয়াছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) যখন রওয়ানা হইলেন তখন উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া ইসলামী কায়দায় স্বাগতম জানাইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অসময়ে রওয়ানা করিয়াছেন যখন আপনি সাধারণত রওয়ানা করেন না। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী কি বলিয়াছে সে খবর কি তোমার কাছে পৌছে নাই? উসায়দ (রা) বলিলেন, কোন সঙ্গী ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলিলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই। উসায়দ (রা) বলিলেন, সে কী বলিয়াছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে ধারণা করে যে, মদীনায় ফিরিয়া গেলে সম্মানী লোকেরা অপদস্থ লোকদের তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। উসায়দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম! সে-ই অপদস্থ এবং আপনি সম্মানিত। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর জন্য সুপারিশ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার প্রতি একটু সদয় হউন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এক সময় আমাদের কওমের লোকজন তাহাকে রাজমুকুট পরাইবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৩৬-৩৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) লোকজনসহ সারাদিন ও সারারাত্র পথ চলিলেন। পরদিন সকাল বেলাও তিনি চলিতে থাকিলেন। বেলা বাড়িয়া গেলে রৌদ্রের প্রখরতার কারণে চলিতে কষ্ট হওয়ায় তিনি যাত্রা বিরতি করিলেন। ভূমিতে অবতরণ করিতেই দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ এইজন্য করিয়াছিলেন যাহাতে লোকজনের মনোযোগ পূর্বদিনের আলোচিত আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর কথা হইতে অন্যদিকে ফিরিয়া যায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) লোকজনসহ আবার চলিতে শুরু করিলেন এবং হিজাযের মধ্য দিয়া চলিলেন। এই সময় তিনি হিজায-এর সামান্য উপরিভাগে অবতরণ করিলেন যাহাকে 'বাকআ', মতান্তরে 'নাকআ' বলা হইত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন সেখানে বিশ্রাম লইতেছিলেন তখন প্রচণ্ড এক ঝড় প্রবাহিত হইল। ইহাতে সকলের কষ্ট হইল এবং তাহারা ভীত হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা ভয় পাইও না। কাফিরদের বড় কোন এক নেতার মৃত্যুতে এই বাতাস প্রবাহিত হইয়াছে। পরে তাহারা মদীনায় পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, কায়নুকা নামক ইয়াহূদী গোত্রের বড় নেতা এবং মুনাফিকদের সাহায্যকারী রিফাআ ইব্ন যায়দ ইবনুত তাবূত যেদিন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ঠিক সেইদিন মারা গিয়াছে (ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৩৮; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., ৬০৭)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তাহার সঙ্গী মুনাফিকগণের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া একটি সূরা নাযিল করেন যাহা সূরা আল-মুনাফিকূন নামে পরিচিত। ইহার ফলে মুনাফিকদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং বালক যায়দ ইব্ন আরকাম-এর সততা প্রমাণিত হইল। এই সূরা নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (স) স্নেহভরে যায়দ ইব্ন আরকাম-এর কান ধরিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইহার কান রক্ষা করিয়াছেন।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর পুত্র, যাঁহার নামও ছিল আবদুল্লাহ, খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তাঁহার পিতার এই সংবাদ যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তিনি রাসূলুল্লাহ

(স)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুনিয়াছি যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই সম্পর্কে আপনার নিকট যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে তাহার কারণে আপনি তাহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আপনি যদি তাহাই করেন তবে সেই দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করুন। আমিই তাহার মস্তক আপনার নিকট আনিয়া দিব। আল্লাহ্‌র কসম! খাযরাজ গোত্র জানে যে, তাহাদের মধ্যে পিতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি আমার তুলনায় আর কেহ নাই। আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, আপনি তাহাকে হত্যা করার জন্য অন্যকে নির্দেশ দিলে সে যদি তাহাকে হত্যা করে তবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই-এর হত্যাকারীকে লোকের মধ্যে চলাফেরা করিতে দেখিয়া আমি নিজকে সংবরণ করিতে পারিব না। ফলে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। তখন কাফিরের বিনিময়ে একজন মুমিনকে হত্যা করার দায়ে আমি জাহান্নামের অধিবাসী হইব। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমরা তাহার সহিত নম্র আচরণ করিব এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিব যতদিন সে আমাদের সঙ্গে থাকে (ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত; আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬০৮; আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৪২০-২১)।

ইহার পর হইতে যখনই সে কোন অঘটন ঘটাইত তখন তাহার কওম উহার জন্য তাহাকেই দোষারোপ করিত এবং তিরস্কার করিত। তাহাদের এই অবস্থা অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে বলিয়াছিলেন, কেমন বুঝিতেছ হে উমার! তুমি সেদিন তাহাকে হত্যা করিতে বলিয়াছিলে। সেই দিন যদি আমি তাহাকে হত্যা করিতাম তবে অনেকেই তাহাতে শোকাহত হইত। আর আজ যদি আমি তাহাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তবে তাহার গোত্রের লোকজনই তাহাকে হত্যা করিবে। উমার (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদক্ষেপ আমার পদক্ষেপ হইতে বেশী বরকতময় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৮; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৬০৮-৬০৯)।

ইকরিমা ও ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) মদীনার সরু প্রবেশপথে তাঁহার পিতার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং পিতাকে বলিয়াছিলেন, এইখানে দাঁড়াইয়া থাকুন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (স) যতক্ষণ আপনাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান না করিবেন ততক্ষণ আপনি মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে পৌঁছিয়া তাহাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দিলে আবদুল্লাহ তাহার পথ ছাড়িয়া দেন এবং সে মদীনায় প্রবেশ করে (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৪খ., ১৫৮)।

গনীমত বণ্টন

যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) গনীমত সম্পদ মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দেন। বন্দীদের বণ্টনের দায়িত্ব প্রদান করেন বুরায়দা ইবনুল খাসীব (রা)-কে আসবাবপত্র, অস্ত্রপাতি, উট, বকরী প্রভৃতি বণ্টনের দায়িত্ব দেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্তদাস শুকরান (রা)-এর উপর, এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) বণ্টনের দায়িত্ব দেন মাহমিয়া ইব্‌ন জায্‌ই (রা)-এর উপর ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১২৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৬)।

জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহ

এই যুদ্ধে মুসলমানগণ গনীমত সম্পদ হিসাবে বহু দাস-দাসী লাভ করেন যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দাসীদের মধ্যে মুসতালিক গোত্রপতি আল-হারিছ ইব্‌ন আবী দিরারের কন্যা জুওয়ায়রিয়াও ছিলেন, যাহার নাম ছিল তখন বাররা। তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। গনীমত বন্টনের সময় তিনি ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা) বা তাহার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন, এক বর্ণনামতে উভয়ের ভাগে পড়েন। কিন্তু ছাবিত (রা) তাহার চাচাতো ভাইকে তাহার অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া উহার একচ্ছত্র মালিক হন। জুওয়ায়রিয়া (রা) তাহার সহিত ৯ উকিয়া স্বর্ণ মুক্তিপণ আদায় পূর্বক মুক্ত হইয়া যাওয়ার চুক্তি করেন।

উম্মু'ল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আমরা পানির নিকট থাকিতেই জুওয়ায়রিয়া তাহার অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য চাহিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিল এবং তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখন মুসলমান। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আর আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি গোত্রপতি আল-হারিছ ইব্‌ন আবী দিরারের কন্যা জুওয়ায়রিয়া। আমি কি বিপদে নিপতিত হইয়াছি তাহা আপনার অজানা নহে। আমি ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস-এর ভাগে পড়িয়াছি। অতঃপর আমি তাহার সহিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করিয়াছি। এখন আপনার নিকট আমার চুক্তির ব্যাপারে সাহায্য চাহিবার জন্য আগমন করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি ইহা হইতে উত্তম কিছু চাও? জুওয়ায়রিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি তোমার মুক্তিলাভের অর্থ পরিশোধ করিয়া দিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। তিনি সম্মতি দিলে রাসূলুল্লাহ (স) ছাবিতকে ডাকাইয়া তাহার অর্থ পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং জুওয়ায়রিয়া (রা)-কে আযাদ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা ৩খ., ২৪০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৯)।

অপর এক বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহার পিতার নিকট প্রস্তাব দিলে পিতাই তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বিবাহ প্রদান করেন। উহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

রাসূলুল্লাহ (স) যখন বনূ মুসতালিক যুদ্ধশেষে ফিরিয়া আসিলেন তখন জুওয়ায়রিয়া (রা)-ও বন্দী হিসাবে তাহাদের সহিত ছিলেন। জুওয়ায়রিয়াকে আনসারদের এক লোকের নিকট আমানতস্বরূপ রাখা হইল। তিনি আনসার সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন জুওয়ায়রিয়া (রা)-কে উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছিলে আল-হারিছ ইব্‌ন আবী দিরার স্বীয় কন্যা জুওয়ায়রিয়াকে মুক্ত করার জন্য বেশ কিছু উট লইয়া মদীনায় আগমন করিতেছিলেন। আল-'আকীক নামক স্থানে আসিবার পর উত্তম দুইটি উটের দিকে তাহার নজর পড়িল। তিনি উট দুইটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং উহা তাহার খুবই পছন্দ হইল। তিনি উট দুইটিকে আকীক-এর গুহায় লুকাইয়া রাখিলেন এবং অবশিষ্ট উটগুলি লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনারা আমার কন্যাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন। এই তাহার মুক্তিপণ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সেই দুইটি উট কোথায় যাহা তুমি আকীকের অমুক গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছ? তখন আল-হারিছ

বলিয়া উঠিলেন, اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল"। আল্লাহ্র কসম! এই বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানে না। এই বলিয়া আল-হারিছ মুসলমান হইয়া গেল। তাহার সহিত তাহার দুই পুত্র এবং তাহার গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিল। অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া সেই উট দুইটি লইয়া আসিলেন এবং তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পেশ করিলেন। অতপর তাহার কন্যা জুওয়ায়রিয়াকে তাঁহার নিকট সোপর্দ করা হইল। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার পিতার নিকট জুওয়ায়রিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে পিতা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বিবাহ দেন এবং চারি শত দিরহাম দেন-মোহর ধার্য করেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ., পৃ. ২৪১)। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে, বনী মুসতালিকের ৪০ জন, মতান্তরে সকল যুদ্ধবন্দীকে আযাদ করিয়া দেওয়া তাঁহার মোহররূপে ধার্য হয় (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪১২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৯)।

এই ব্যাপারে জুওয়ায়রিয়া (রা) হইতে আরও একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার পিতা ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস-এর নিকট হইতে মুক্তিপণ দিয়া আমাকে মুক্ত করেন। অন্যান্য মহিলাদের জন্য যে মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হইয়াছিল তিনি সেই পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমার পিতার নিকট আমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমার পিতা তাঁহার সহিত আমাকে বিবাহ দেন (আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪১২)। তবে এইসব বর্ণনার মধ্যে প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর সঠিক।

জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর স্বপ্ন

এই যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে জুওয়ায়রিয়া (রা) একটি স্বপ্ন দেখেন যাহার তাৎপর্য ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাঁহার সহিত বিবাহ। বলা যায়, স্বপ্নটি ছিল এই বিবাহেরই পূর্ব-সুসংবাদ। উরওয়া ইবনুয-যুবায়র হইতে বর্ণিত। জুওয়ায়রিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুরায়সীতে আগমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, ইয়াছরিব হইতে একটি চাঁদ আসিয়া আমার কোলের উপর পতিত হইল। এই স্বপ্ন আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করা পছন্দ করিলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিলেন। আমি আমার সম্প্রদায়ের কাহাকেও ইহা বলি নাই। এমনকি মুসলমানগণ তাহাদিগকে আযাদ করিয়া দিল। এই সংবাদ আমি অন্য কোন মাধ্যম হইতে জানিতে পারি নাই, কেবল আমার এক চাচাতো বোনই আমাকে এই সংবাদ দেয়। তখন আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৭; আল-ওয়াকিদী, মাগাযী, ১খ., ৪১২)।

বিবাহের এই সংবাদ মুসলমানদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহারা তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্বশুরের বংশ। তাহারা এই বলিয়া তাহাদের অধীনে যত দাস-দাসী ছিল সবাইকে মুক্ত করিয়া দিল। হযরত আইশা (রা) বলিতেন, তাঁহাকে

বিবাহের ফলে বনূ মুসতালিক গোত্রের প্রায় এক শত পরিবারকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। নিজ কওমের জন্য এমন বরকতসম্পন্না মহিলা আমি আর কখনও দেখি নাই (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ৩খ., পৃ. ২৪০-৪১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৫৯; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৬১০)।

প্রভাবশালী এই গোত্রের গোত্রপতির কন্যাকে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বিবাহের ফলে গোত্রের সকলেই মুসলমানদের প্রতি এবং মুসলমানগণও উক্ত গোত্রের প্রতি সদয় হইল। ফলে পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাইল এবং এই অঞ্চল হইতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার আশঙ্কা রহিল না। পরবর্তী কালে গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। এই সফরেই হযরত আইশা (রা)-এর গলার হার হারাইয়া যায় এবং তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয় (এই ব্যাপারে বিস্তারিত দ্র. 'ইফকের ঘটনা' শীর্ষক পরবর্তী নিবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-মুনাফিকূন; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৭/ ১৯৯৭, ১ম সং.; (৩) আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত তা.বি.; (৪) ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১২/ ১৯৯২, ১ম সং.; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক্র আল-আরাবী, জীযা, মিসর ১৩৫১/১৯৩২, ১ম সং.; (৬) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১ম সং.; (৭) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, দার ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২, ১ম সং.; (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ১ম সং.; (৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং.; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, 'আলামুল কুতুব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৩য় সং.; (১১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা.বি.; (১২) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত ১৪১২/১৯৯১, ১ম সং.; (১৩) মুহাম্মাদ আবূ যাহরা, খাতামুন-নাবিয়্যীন, কায়রো তা.বি.; (১৪) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দার ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি.; (১৫) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার, দারুল কালাম, বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং.; (১৬) ইব্ন আবদিল বার্র, আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, দারুল আন-দালুস আল-খাদরা, কায়রো ১৪১৫/১৯৯৪; (১৭) সাফিয়্যুর রাহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যা, বৈরূত ১৪১৭/১৯৯৬, ১ম সং.; (১৮) ড. মুহাম্মাদ সাঈদ রামাদান আল-বূতী, ফিকহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যা, দারুল ফিক্র আল-মু'আসির, বৈরূত ১৪১৭/১৯৯৬।

ড. আবদুল জলীল

আইশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা অপবাদ (ইফ্ক)

ইফ্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ অপবিত্র, মূল কথাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলা, উলটাইয়া দেওয়া, প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করা। এক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিনী হযরত আইশা (রা) -এর বিরুদ্ধে এক সাহাবীকে জড়াইয়া চরিত্রহীনতার অপবাদ দেয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইশা (রা)-র নির্দোষিতা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া পবিত্র কুরআনে দশটি আয়াত নাযিল করেন এবং কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে ইহ ও পরকালের সমূহ বিপদের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। এই অপবাদ রটানোর ঘটনাটি পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আছে (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., ৫৯৩-৬; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, ৮খ, ২৯৯-৩০১; সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, ৩৬৩)।

খুযা'আ গোত্রের শাখা মুস্তা'লিক গোত্রের সর্দার হারিছ ইব্ন আবূ দিরার মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এই গোত্রের লোকেরা লোহিত সাগরের সৈকতভূমি জেদ্দা ও রাবিগ-এর মধ্যবর্তী কুদায়দ এলাকায় বসবাস করিত । এই জায়গাটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ ইহা মক্কা গমনাগমনের মহাসড়কে অবস্থিত। পরিব্রাজক ও ব্যবসায়িগণ মক্কাতে যাতায়াতের জন্য এই পথটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিজরী পঞ্চম সালের শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) মুসতা'লিক গোত্রের সহিত মুরায়সী' নামক ঝর্নাধারার পাশে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, পৃ. ৪৫-৬; সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, ১খ., ২৭৩)।

এই যুদ্ধযাত্রায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। ইতোপূর্বে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ায় হযরত আইশা (রা)-এর জন্য উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আইশা (রা) বলেন, সাধারণত সেই যুগের মহিলারা হালকা খাবার গ্রহণ করিতেন, ভারী হইয়া যাইবার আশংকায় গোশত একেবারেই খাইতেন না। আর আমার জন্য হাওদা বাঁধা হইলে আমি আগেভাগেই গিয়া হাওদায় বসিয়া থাকিতাম। অতঃপর বাহকগণ আসিয়া তাহা উঠাইয়া লইত। তাহারা নিচ হইতে ইহাকে তুলিয়া উটের পিঠে স্থাপন করিত এবং মযবুত রশি দ্বারা বাঁধিয়া দিত। তাহার পর উটের মাথা ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইত এবং যাত্রা করিত (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ., পৃ. ১৮৮)।

ইব্ন সা'দ বলেন, রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত নাও হইতে পারে— ইহা আঁচ করিতে পারিয়া বিপুল সংখ্যক মুনাফিক এই যুদ্ধে অংশ নেয়। ইতোপূর্বে এত বিপুল সংখ্যক মুনাফিক কোন

যুদ্ধে শরীক হয় নাই (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, পৃ. ৪৫)। অল্পবিস্তর সংঘর্ষের পর রাসূলুল্লাহ (স) মুসতালিক গোত্রের ছয় শত লোককে তাহাদের আসবাবপত্রসহ গ্রেফতার করিতে সক্ষম হন। তেরজন শত্রু পক্ষের যোদ্ধা প্রাণ হারায়। এই যুদ্ধের আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব রহিয়াছ। দুই হাজার উট ও চার-পাঁচ হাজার ছাগল গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানরা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে সব যুদ্ধবন্দীকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি দেওয়া হয় (ড. রাউফা ইকবাল, আহ্‌দে নববী কে গাযওয়াত ওয়া সারায়া, পৃ. ১৪৮; শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, তারীখে ইসলাম, ১খ., ৫৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., ২৪২)।

প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্ঘটনা

মুস্‌তালিকের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর কাফেলা মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। উম্মুল মু'মিনীন্ হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) এই ঘটনার বিবরণ দিয়া বলেন ঃ অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) ঐ যুদ্ধ শেষ করিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। মাঝপথে এক মনযিলে কাফেলাসহ তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। শেষ রাত্রিতে ঘোষণা করা হইল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিবে। ঘোষণার পর আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পায়ে হাঁটিয়া সেনা ছাউনী পার হইয়া গেলাম এবং প্রয়োজন সারিয়া পুনরায় সওয়ারীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম । বুকে হাত দিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমার গলার হার ছিঁড়িয়া কোথায়ও পড়িয়া গিয়াছে। আমি ঐ স্থানে ফিরিয়া তাহা তালাশ করিতে শুরু করিলাম এবং ইহাতে দেরী হইয়া গেল। যেই লোকগুলি সওয়ারীর পিঠে আমার হাওদা উঠাইয়া দিত, তাহারা আসিয়া আমার উটের পিঠে হাওদা তুলিয়া দিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কারণ খাদ্যাভাবে মেয়েরা তখন হালকা-পাতলা হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের দেহ মেদবহুল ছিল না। অধিকন্তু আমি ছিলাম তখন অল্পবয়স্কা একজন কিশোরী। তাই তাহারা খালি হাওদা উটের পিঠে উঠানোর সময় বুঝিতে পারে নাই যে, আমি তাহার মধ্যে নাই। অতঃপর তাহারা উট হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। সেনাদল রওয়ানা হইবার পর আমি হার খুঁজিয়া পাইলাম এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, সেইখানে কেহ নাই। আমি মনে করিলাম, তাহারা আমাকে দেখিতে না পাইলে অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে।

অতএব, আমি যেইখানে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর আমি ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (স)- এর নির্দেশে সুলায়ম গোত্রের সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল সেনাদলের ফেলিয়া যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী কুড়াইয়া আনিবার জন্য সেখানে আসিলেন। আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া তিনি চিনিয়া ফেলিলেন। কারণ পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখিয়াছিলেন। তাই আমাকে চিনিতে পারিয়া তিনি 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়িলেন এবং আমি তাহা শুনিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠলাম আর চাদর টানিয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিলাম। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ

والله ما تكلمنا بكلمة ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعة.

"আল্লাহর কসম! সাফওয়ানের সহিত আমার কোন কথাবার্তাই হয় নাই। ' ইন্না লিল্লাহ' ছাড়া তাহার নিকট হইতে আর কোন কথাই শুনিতে পাই নাই"।

তিনি সওয়ারী হইতে অবতরণ করিলেন এবং সওয়ারীকে বসাইয়া উহার পা কষিয়া বাঁধিলে আমি গিয়া সওয়ার হইলাম। তিনি তখন সওয়ারীকে টানিয়া আগে আগে চলিতে থাকিলেন। অবশেষে আমরা ঠিক দুপুরবেলা প্রচণ্ড গরমের সময় সেনাদলের সহিত মিলিত হইলাম। সেই সময় তাহারা একটি জায়গায় অবস্থান করিতেছিল। ইহার পর যাহাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তাহারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়া) ধ্বংস হইয়া গেল। এই অপবাদ আরোপে নেতৃত্ব দিয়াছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল' (সহীহ আল- বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৪)।

অপবাদের ঝড়

মুনাফিক চক্র এই ঘটনাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর চরিত্রে কলংক আরোপ করিল। রটিত অপবাদ মুহূর্তে গোটা বাহিনীর মধ্যে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর শত্রু ও দুঃশ্চরিত্র ব্যক্তি। সে নিজে ও যায়দ ইবন রিফাআ এবং তাহার অপরাপর দোসরগণ অপবাদ রটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উটের লাগাম ধরিয়া সাফওয়ান (রা) যখন কাফেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিয়া উঠিল, "আল্লাহর শপথ! আইশা ও সাফওয়ান একে অপর হইতে বাঁচিতে পারে নাই। দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী পরপুরুষের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া প্রকাশ্যে ফিরিয়া আসিতেছে।" কতিপয় সরলপ্রাণ মুসলমান কান কথায় সাড়া দিয়া এই আলোচনায় মাতিয়া উঠিল। পুরুষদের মধ্যে কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত, মিস্তাহ ইব্ন উছাছা ও নারীদের মধ্যে হামনা বিনত জাহ্শ ছিল অপবাদ প্রচারে সোচ্চার (তাফসীর মাযহারী, ৮খ., ৩০১; তাফহীমুল কুরআন, ৩খ., ৩১২; মাআরিফুল কুরআন, মদীনা সংস্করণ, পৃ. ৯৩২)।

অপবাদ রটনার উদ্দেশ্য

বানূ মুস্তালিকের এই যুদ্ধে যাওয়া ও আসার পথে মুনাফিকরা বেশ কয়েকবার ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠে। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করিয়া দুই দলকে সশস্ত্র অবস্থায় মুখোমুখী করায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের ফলে বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটিতে পারে নাই। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই প্রকাশ্যে ঘোষণা দিল,

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاَعَزُّ مِنْهَا الاَذَلَّ.

"আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল অবশ্য দুর্বলকে বহিষ্কার করিবে" (৬৩ঃ৮)।

এইখানে 'প্রবল' দ্বারা মুনাফিক ও 'দুর্বল' দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হইয়াছে। মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে বহুবিধ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে।

এক ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আবূ বাক্র (রা)-র পরিবারকে জনসমক্ষে অসম্মানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা যাহাতে ইসলামের ধারক-বাহকদের প্রভাব নষ্ট হইয়া যায় (সীরাতে আয়েশা, পৃ. ৯২)।

দুইঃ নবী (স)-এর পারিবারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করা।

তিন ঃ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও সামজিক শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়া এবং সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা।

চার ঃ নৈতিকতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা ছিল মুসলমানদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। এই শক্তিই প্রতিপক্ষের উপর সর্বদা তাহাদের বিজয় সুনিশ্চিত করিয়াছে। মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ছিল অপবাদ রটনার মাধ্যমে নৈতিকতার ভিতকে ধ্বসাইয়া দেওয়া।

পাঁচ ঃ অপবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যদি সত্যিই কোন লড়াই বাঁধিয়া যাইত তাহা হইলে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর অসৎ উদ্দেশ্য সফল হইত।

ছয় ঃ নিজ স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কিত কুৎসা ছড়াইয়া আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করা যাহাতে তাঁহার সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

সাত ঃ কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত যে হযরত আইশা (রা)-র বিরুদ্ধে অপবাদ রটনায় যোগ দিলেন ইহার পিছনে হযরত সাফ্ওয়ানের বদনাম করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কারণ হাস্সান ছিলেন মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা আর সাফওয়ান অভিবাসী হইয়াও এত খ্যাতি ও সম্মান পাইতেছেন ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। শ্লেষাত্মক এক কবিতায় তিনি বলেন ঃ

أمسى الجلابيب قد محزوا وقد كثروا - ابن الفريعة أمسى بيضة البلد

قد ثكلت أمه من كنت صاحبه - أوكان منتشبا فى برثن الاسد.

"চাদর পরিহিত লোকেরা শক্তিশালী হইয়া গিয়াছে, সংখ্যায় তাহারা এখন প্রচুর। ফুরায়আর পুত্র এখন শহরের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তুমি যাহার সাথী তাহার মা নির্ঘাত সন্তানহারা অথবা সে পড়িয়াছে সিংহের পাঞ্জায়" (ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ,. পৃ. ২০৫)।

হামনা বিন্ত জাহ্শ উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব্ বিন্ত জাহশের বোন। হযরত যয়নাব (রা) যেহেতু হযরত আইশা (রা)-র সতীন, তাঁহার কুৎসা রটনা করিলে বোনের রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যাইবে, ইহাই তিনি মনে করিয়াছিলেন। মিস্তাহ্ হযরত আবু বাক্র (রা)-এর খালাত ভাই। আর্থিক দুরবস্থার কারণে হযরত আবু বাক্র (রা) তাহার ভরণ-পোষণ করিতেন (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৬১৪, ৬১৭)।

কেন তিনি হযরত আইশা (রা)-র মত আপনজনের দোষচর্চা করিতে গেলেন তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্ভবত মুনাফিকদের চক্রান্তের শিকার হইয়া তিনি এই ভুল করিয়াছিলেন (সায়্যিদ ওয়াদুদুল হাই নদবী, হায়াতে সিদ্দীকী, পৃ. ৫৫)।

অপবাদের প্রতিক্রিয়া

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পর অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অসুস্থতার মেয়াদ ছিল প্রায় একমাস। এইদিকে লোকমুখে অপবাদ চর্চা অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। এমনকি ইহা রাসূলুল্লাহ (স), হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও হযরত আইশা (রা)-র মাতা উম্মে রূমান (রা)-এর কানে পর্যন্ত পৌঁছিল। কিন্তু হযরত আইশা (রা) এই ব্যাপারে কিছুই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন, দিন দিন তাঁহার মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্বে হযরত আইশা (রা) রোগাক্রান্ত হইলে আল্লাহর রাসূল (স) যেইভাবে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতেন, এইবার যেন তাহার কিছুটা ব্যতিক্রম হইতেছে, আইশা (রা)-র ইহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আইশা (রা)-এর শুশ্রূষাকারীদের নিকট কেবল জিজ্ঞাসা করিতেন, সে কেমন আছে (كيف تيكم)। এমতাবস্থায় হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি লইয়া সেবা ও শুশ্রূষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে পিত্রালয়ে চলিয়া যান। এক রাত্রিতে হযরত আইশা (রা) ও মিসতাহের মা (যিনি হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর খালাত বোন ছিলেন) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য মদীনার দূর প্রান্তরে 'আল-মানাসী' নামক স্থানে যাইতেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আরবের লোকেরা প্রাচীন যুগে বাড়ীর অভ্যন্তরে শৌচাগার নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল না। হাঁটার সময় মিস্‌তাহের মা পরিধেয় বস্ত্রে হোঁচট খাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মিসতাহের সর্বনাশ হউক' (تعس مسطح)! হযরত আইশা (রা) বলেন, তুমি তাহার সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য কেন করিতেছ? সে তো হিজরতকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। বৃদ্ধা জবাব দিলেন, হায়রে আবূ বাক্‌রের সরল মেয়ে! তুমি কি সংবাদটি এখনও পাও নাই? হযরত আইশা (রা) সংবাদটি কি জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে বৃদ্ধা ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হযরত আইশা (রা) বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। প্রাকৃতিক প্রয়োজন না সারিয়াই তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মিথ্যা কলংকের এই সংবাদে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হইলেন। অপবাদের কথা জানিবার পর হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি অন্তরে এমন দুঃখ পাইয়াছিলাম যে, মাঝে মধ্যে ভাবিতাম, কোন কূপে ঝাপ দিয়া আত্মহত্যা করিলে বোধ হয় বাঁচি (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৪-৫)।

হযরত আইশা (রা) মা'কে বলিলেন, লোকেরা নানা কথা বলিতেছে, অথচ আপনারা তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানাইলেন না। মা জবাবে বলিলেন ঃ

يا بنية هونى عليك فو الله لقلما كانت إمراة قط وضية عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها.

"বেটী! এই বিষয়টি লইয়া বেশী দুশ্চিন্তা করিওনা। কারণ সতীন আছে এমন স্বামীর অতি প্রিয় সুন্দরী নারীকে তাহার সতীনেরা বদনাম করিবে না, এমন খুব কমই হইয়া থাকে" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৫)।

ক্ষোভে, দুঃখে ও বেদনায় হযরত আইশা (রা)-র শরীরে কম্পন দেখা দিল। মা তাঁহার গায়ের উপর কাপড় জড়াইয়া দিলেন। সারারাত ধরিয়া তিনি অপবাদের আঘাতে অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও অশ্রুধারা বন্ধ হইল না, পানাহার ত্যাগ করিলেন; এইভাবে ভোর হইয়া গেল (সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতে আইশা, পৃ. ৯০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এই কথা স্বীকৃত সত্য, তবুও অপবাদকারীদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য পরামর্শ ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। ওহী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) উসামা (রা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। উসামা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! তিনি তো আপনার সহধর্মিনী। আপনার নবুওয়াতের মর্যাদার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাঁহার চরিত্র। এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। আমি তাঁহার সম্পর্কে উত্তম বৈ কিছুই জানি না (أهلك وما نعلم إلا خيرا)। তাই আপনি তাঁহাকে নিজের কাছেই রাখুন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহার মত জানিতে চাহিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কথা বিবেচনা করিয়া বলিলেন ঃ

يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير سل الجارية تصدقك.

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেন নাই। তিনি ছাড়া তো মেয়েলোক আরও আছে। আপনি গৃহপরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করুন। সেই আপনাকে সত্য কথা বলিয়া দিবে" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৫)।

ইবন হাজার আসকালানী (র) এই প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ না করুন! হযরত আইশা (রা)-র পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্বন্ধে হযরত আলীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই মন্তব্য কেবল আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য করিয়াছিলেন। দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া যেন আল্লাহর রাসূল দাম্পত্য সম্পর্ক দ্রুত ছিন্ন না করেন, এইজন্য তিনি গৃহপরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে পরামর্শ দেন। কারণ হযরত আলী (রা)-র নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, গৃহপরিচারিকা তাঁহার চেয়ে হযরত আইশা (রা)- এর চারিত্রিক সততা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত" (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৩৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) গৃহপরিচারিকা বরীরাহকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন ঃ আমি যে আল্লাহ্র রাসূল এই কথার তুমি কি সাক্ষ্য দিতে পার? বরীরাহ জবাবে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার নিকট আমি কতিপয় বিষয়ে জানিতে আগ্রহী; তুমি কিন্তু কোন তথ্য গোপন করিবে না। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে সকল কিছু অবহিত করাইবেন। বরীরাহ বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রশ্ন করুন, আমি কোন কথা গোপন করিব না। রাসূলুল্লাহ (স) বারীরাহকে বলিলেন ঃ

ای بریرة هل رایت من ضیئ یریبك.

"হে বারীরাহ ! তোমার সন্দেহের উদ্রেক হয় এমন কোন কাজ আমার পরিবারকে করিতে দেখিয়াছ কি"?

বারীরাহ জবাব দিল ঃ

والذى بعثك بالحق ما رأيت عليها امرا قط اغمضه غير انها جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتاتى الداجن فتاكله.

"আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তো আইশার মধ্যে কখনও কোন দোষই খুঁজিয়া পাই না। তবে হাঁ, তিনি অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে রুটির জন্য খামির তৈয়ার করিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। তখন ছাগল আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলে" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৫)।

ইব্ন কায়্যিম (র) লিখিয়াছেন, নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের সম্মুখে বিষয়টি যখন আলোচিত হয় তখন হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা), যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-সহ অন্যান্যরা বলেন, আল্লাহ পবিত্র মহান। ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ(سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ)শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতামত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ও হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা) এই প্রসঙ্গে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক আপনার স্ত্রীকে এইরূপ গর্হিত ও অপবিত্র কর্মে সম্পৃক্ত করিবেন, ইহা তো হইতে পারে না (জালালুদ্দীন সুয়ূতী, দুররুল মানছূর, ৫খ., পৃ. ৩৪; আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৩৭)। ইব্ন কাছীর লিখিয়াছেন, আবূ আয়্যূব খালিদ ইব্ন যায়দ আল- আনসারীকে একদা তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, হে আয়্যূবের বাবা! শোন নাই, হযরত আইশার ব্যাপারে লোকেরা কি যেন কানাঘুষা করিতেছে? তিনি জবাবে বলিলেন,

نعم فذلك الكذب اكنت فاعلة ذلك يا ام ايوب قالت لا والله ماكنت لا فعله قال فعائشة والله خير منك.

"হাঁ শুনিয়াছি, সব মিথ্যা। তুমি কি এইরূপ গর্হিত কর্ম করিতে পার, হে আয়্যূবের মা? তিনি বলিলেন, না, আল্লাহ্র কসম! এমন কাজ আমি করিতে পারি না। আয়্যূবের বাবা বলিলেনঃ আল্লাহ্র কসম! আইশা (রা) তোমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম মহিলা" (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল-'আযীম, ৩খ, ৩০১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ

রাসূলুল্লাহ (স) অতঃপর মসজিদে নববীতে গেলেন এবং মিম্বরে দাঁড়াইয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই প্রসঙ্গে বলিলেন ঃ

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى اذاه فى اهل بيتى فوالله ما علمت على اهلى الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا لا يدخل بيتى قط الا وانا حاضر ولا غبت فى سفر الا غاب معى.

"হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে বদনাম ও অপবাদ রটাইয়া আমাকে কষ্ট দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিতে পার? আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পরিবার সম্বন্ধে উত্তম বৈ অন্য কিছু অবগত নই। যাহাকে জড়াইয়া কানাঘুষা চলিতেছে তাহার সম্পর্কেও ভাল ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। সে আমার সঙ্গে ছাড়া কখনও একাকী আমার ঘরে প্রবেশ করে নাই। আমি সফরে থাকিলে সেও আমার সফরসঙ্গী হইত" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৫; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ২৯৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণশেষে সা'দ ইব্ন মু'আয আনসারী (রা) দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি প্রস্তুত। অপবাদ রটনাকারী যদি আওস গোত্রীয় হয় তবে আমি নিজেই তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। আর সে যদি খাযরাজ গোত্রভুক্ত হয় তখন আপনি যেই আদেশ দিবেন আমরা তাহা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা) খাযরাজ গোত্রের সর্দার। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, অপরাধী খাযরাজ গোত্রীয় হওয়ায় সা'দ ইব্ন মু'আয এই উক্তি করিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সা'দ ইব্ন উবাদা বলিলেন, আল্লাহর কসম! আপনি তাহাকে কখনও হত্যা করিতে পারিবেন না। সা'দ ইব্ন মু'আযের চাচাত ভাই উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) দাঁড়াইয়া সা'দ ইব্ন 'উবাদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি ভুল বলিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ যখন হুকুম করিবেন, আমরা অবশ্য তাহাকে হত্যা করিব, অপরাধী খাযরাজ গোত্রের হউক অথবা অন্য কোন গোত্রের হউক। আমাদের কেহ বাঁধা দিতে পারিবে না। আপনি কি মুনাফিক! কেন মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন? এইভাবে কথা কাটাকাটিতে যখন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল, দাঙ্গা বাঁধিবার উপক্রম হইল আল্লাহ্র রাসূল তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করিয়া উভয় পক্ষকে শান্ত করিলেন (সহীহ বুখারী, ২খ, ৫৯৫; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ., পৃ. ২০২)।

আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরামর্শ

আইশা (রা) দিবা-রাত্রি কান্নাকাটি করিতেন। তাঁহার মনে হইতেছিল বেদনায় বুঝি হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ভোরবেলা হযরত আবূ বাক্‌র (রা) মেয়ের পাশে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে আনসারী এক মহিলা আগমন করিলেন। তিনিও তাহাদের সহিত কান্নায় শরীক হইলেন। ঠিক সেই সময় রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে প্রবেশ করিয়া সালাম দিলেন এবং আইশা (রা)-র পাশে বসিলেন। অপবাদ রটনার পর হইতে তিনি পাশে বসেন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিয়া বলেনঃ

يا عائشة انه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت برئية فيبرئك الله وان كنت الـمت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.

"হে আইশা! লোকেরা যে আজেবাজে কথা বলিতেছে তাহা আমার কানে পৌঁছিয়াছে। তুমি যদি নির্দোষ হও তাহা হইলে আল্লাহ তোমাকে নিশ্চিতভাবে দোষমুক্ত করিবেন। যদি তুমি কোন পাপ করিয়া থাক, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর এবং তাঁহার নিকট গুনাহ মাফ চাও। কারণ বান্দা যখন পাপ স্বীকার করিয়া তওবা করে, আল্লাহ তাহা কবূল করেন" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৬; তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৬১৫)।

হযরত আইশা (রা)-এর ধৈর্য ও দৃঢ়তা

আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল যখন তাঁহার কথা সমাপ্ত করিলেন তখন আমার কান্না থামিয়া গেল। চোখে এক বিন্দু অশ্রুও রহিল না। আমি আমার বাবাকে বলিলাম, আপনি আমার পক্ষে জবাব দিন। বাবা বলিলেন, আমার তো কিছু বুঝে আসিতেছে না, আমি কি জবাব দিব। এইবার মাকে বলিলাম জবাব দেওয়ার জন্য। মাও একই জবাব দিলেন। অগত্যা আমি নিজেই জবাব দিলাম ঃ 'আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন যে, আমি নির্দোষ। ঘটনাটি আপনাদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করিয়াছে যে, আমি যতই নিজেকে বলি নির্দোষ ও পবিত্র এবং আল্লাহ তাহা ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, আপনারা কিন্তু বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি অগত্যা আমি স্বীকার করিয়া লই, সেইটা হইবে মিথ্যা! অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং জানেন যে, আমি নিরপরাধ, আপনারা তাহা বিশ্বাস করিবেন'। আইশা (রা) কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

والله لا اتوب الى الله فما ذكرت ابدا.

"আল্লাহ্‌র কসম! আপনারা যেই ব্যাপার লইয়া বলাবলি করিতেছেন, আমি কখনও সেই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করিব না।" আমি কেবল এইটুকু বলিব যাহা ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলিয়াছিলেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

"সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যাহা বলিতেছ সেই বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ আমার সাহায্যস্থল" (১২ ঃ ১৮; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ, ১৯১; তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৬১৬)।

এই কথা বলিয়া আইশা (রা) মুখ ফিরাইয়া বিছানায় চুপচাপ শুইয়া পড়িলেন। আইশা (রা) বলেন, 'আল্লাহ্ তো জানেন যে, সেই মুহূর্তেও আমি পবিত্র। আর আমি ইহাও জানিতাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করিবেন। তবে আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও ধারণা করি নাই যে, আল্লাহ আমার বিষয়ে ওহী নাযিল করিবেন, যাহা পঠিত হইবে। আমার কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করিবেন, নিজেকে আমি এতখানি যোগ্য মনে করি নাই; বরং আমি এতটুকু আশা করিতাম যে, তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানাইয়া দিবেন'(সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৬)।

আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুসংবাদ

রাসূলুল্লাহ (স) স্থান ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, ওহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হইল, তাঁহার মাথার নিচে চামড়ার তৈরী বালিশ দেওয়া হইল। শীতের মৌসুমেও তাঁহার চেহারা মুবারক হইতে মুক্তার দানার মত ঘাম ঝরিতেছিল। আইশা (রা) বলেন ঃ

فاما انا فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت انى برئية وان الله غير ظالمى واما ابواى فما سرى عن رسول الله ﷺ حتى ظننت لتخرجن انفسهما خرقا من ان ياتى من الله تحقيق ما قال الناس.

"যেই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী নাযিল শুরু হইল, আল্লাহ্র কসম! আমি মোটেও ভীত হই নাই। কারণ আমি জানি যে, আমি দোষমুক্ত এবং আল্লাহ আমার উপর যুলুম করিবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেই বিশেষ অবস্থার অবসান না ঘটিতেছিল ততক্ষণ কিন্তু ভয়ে আমার মা-বাবার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, আমার আশংকা ছিল যদি তাঁহারা প্রাণ হারান। লোকেরা যাহা বলাবলি করিতেছে তাহার সত্যতা বর্ণনা করিয়া যদি আল্লাহ ওহী নাযিল করেন ইহাই ছিল তাঁহাদের ভয়ের কারণ" (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ, ১৯১; তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ৬১৬)।

হযরত আবূ বাক্র (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে, আরেকবার আইশা (র)-এর দিকে তাকাইতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে যখন তাকাইতেন তখন আশংকা করিতেন, না জানি আসমান হইতে কি ফয়সালা অবতীর্ণ হইতেছে, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে অম্লান ও অক্ষয়। আইশা (রা)-এর প্রতি তাকাইলে কিছুটা আশার আলো দেখিতেন। আইশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া ঘরের অন্যান্য মানুষেরা আশা- নিরাশার দোলায় হিমশিম খাইতে থাকেন। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে ওহী অবতরণ সমাপ্ত হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র চেহারায় আনন্দ ও খুশীর লক্ষণ পরিস্ফুটিত হইল। ললাটের ঘাম মুছিতে মুছিতে রাসূলুল্লাহ (স) আইশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ابشرى ياعائشة فقد انزل الله برائك.

"হে আইশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। মহান আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতার কথা নাযিল করিয়াছেন" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৭০০; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ, ১৯১-২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সূরা নূরের নিম্নলিখিত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেনঃ

انَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالافْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الاثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَه مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظِيْمٌ. لَوْلاَ اذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا افْكٌ مُّبِيْنٌ. لَوْلاَ جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. اذْ تَلَقَّوْنَه بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِه عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَه هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ. وَلَوْلاَ اذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِه اَبَدًا انْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الايٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. انَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে, তাহারাতো তোমাদেরই একটি দল। ইহাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর, উহাদের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। যখন তাহারা ইহা শুনিল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারিগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করিল না এবং বলিল না, 'ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।' তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমরা যাহাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করিত। যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নহে;

আল্লাহ পবিত্র মহান। ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না। আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যাহারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (২৪ঃ ১১-২০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন আইশা (রা)-র পবিত্রতা ও দোষমুক্তি সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত দশটি আয়াত তিলাওয়াত সমাপ্ত করিলেন, হযরত আবূ বাক্র (রা) আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় কন্যা আইশা (রা)-র কপালে চুমা দিলেন। আইশা (রা) বলেন, فلا عزرتنى "আপনি প্রথমেই আমাকে নিরপরাধ ও নির্দোষ মনে করেন নাই কেন"?

এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা), যিনি সততা ও ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, জবাব দিলেন ঃ

ای السماء تظلنی وای ارض تقلنی اذا قلت مالم اعلم واجیب.

"কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দান করিবে [illegible] যমীন আমাকে ধারণ করিবে, যদি আমি এমন কথা বলি যাহা আমি মোটেই জা[illegible] য়্যিদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদী, রূহুল মা'আনী, ১৮খ., পৃ. ১০৯)।

হযরত আইশা (রা)-র মা উম্ম র[illegible] লেন, উঠ, আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন কর। আইশা (রা) জ[illegible]

واللہ لا اقوم الیہ فا[illegible] [illegible]للہ وانزل اللہ تعالی العشر الایات فی براءتی.

"আল্লাহ্র কসম! আমি উঠিব না, [illegible] কাহারও শুকরিয়া আদায় করিব না। আল্লাহ আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া দ[illegible]ল করিয়াছেন" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯৬)।

মিস্তাহ সম্পর্কে হযরত আবূ বাক্র (রা)-[illegible] ভূমিকা

আত্মীয়তার বন্ধন ও দরিদ্রতার কারণে আবূ বাক্র (রা) মিসতাহ ইব্ন উছাছাকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করিতেন। নিজ মেয়ে সম্পর্কে কুৎসা রটনায় তিনি সংক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আর কখনও মিস্তাহকে আর্থিক সাহায্য করিব না। এই কথা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয় নাই। নিম্নোক্ত আয়াত তাহার সম্পর্কে নাযিল করা হয় ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْآ أُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না। তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষত্রুটি উপক্ষো করে । তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২৪ ঃ ২২)।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বাক্‌র (বা) বলিলেন, ' হাঁ আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।' তাই মিস্‌তাহের জন্য তিনি যে আর্থিক সাহায্য দিতেন তাহা আবার বহাল করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

والله لا انزعها منه ابدا.

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনও সেই অনুদান তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব না" (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৩খ., ১৯৩; তারীখ তাবারী, ২খ., ৬১৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পত্নী হযরত যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আইশা সম্পর্কে কি জান বা কি দেখিয়াছ? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ

يا رسول الله احمى سمعى وبصرى والله ما علمت الا خيرا.

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করিয়াছি (মিথ্যা বলা হইতে)। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাঁহার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ জানি না।"

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই (যয়নব) আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অথচ তাঁহার বোন হামনা বিন্‌ত জাহ্‌শ- তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কুৎসা ছড়াইতেছিল। আর এইভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সহিত ধ্বংস হইল (সহীহ বুখারী, ২খ, ৫৯৬)।

অপরাধীদের শাস্তি প্রদান

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে সূরা নূরের দশটি আয়াত সমবেত জনগণকে তিলাওয়াত করিয়া শোনান। হাস্‌সান ও তাঁহার সাথীদের ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আইশার বিরুদ্ধে তোমরা যে অভিযোগ আনিয়াছ তাহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর। তাঁহারা সবাই বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের নিকট কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। এই ব্যাপারে আমাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইতেছি। সতী-সাধ্বী মহিলার বিরুদ্ধে যাহারা মিথ্যা অপবাদ দেয় যাহা 'কাযাফ' নামে পরিচিত, পবিত্র কুরআনে তাহাদের শাস্তির বিধান রাখা হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সামনে সংশ্লিষ্ট আয়াত পড়িয়া শোনান ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

"যাহারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাহাদেরকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। ইহারাই তো সত্যত্যাগী" (২৪ ঃ ৪)।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে আশিটি করিয়া কশাঘাত করা হয়। ইহার পর আল্লাহ্র নিকট তাঁহারা তওবা করিয়া পবিত্র হইয়া যান (ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, ৭৭০; সায়্যিদ ওয়াদুদুল হাই নদবী, হায়াতে সিদ্দীকা, পৃ. ৪১)।

হাদীছের অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিক দলপতি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হয় নাই। অথচ এই দুর্বৃত্তই অপবাদ রটনায় শীর্ষস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও কেন শাস্তি দেওয়া হয় নাই এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, যাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে সেই শাস্তির পরিবর্তে তাহারা পরকালে ক্ষমা পাইয়া যাইবে। দুনিয়ার এই শাস্তি তাহাদের গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরকালে কঠোর শাস্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন, এই কারণে তাহাকে পার্থিব কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই (সহীহ বুখারী, ১খ, ৩৬৪, ২খ, ৬৯৬-৮; ইব্নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১৩-১ ৫)।

আসল রহস্য উদঘাটিত হইবার পর মদীনার মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়। আইশা (রা)- এর পূর্বেকার সম্মান ও মর্যাদা পূনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স)- এর নিকট তিনি পূর্বের মত স্নেহ-ভালবাসার পাত্রী হিসাবে পরিগণিত হন এবং পিত্রালয় হইতে রাসূলুল্লাহ (স) -এর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অপবাদের অবসান হওয়ায় আইশা (রা)-র স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে (Dr. Muhammed Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 334-9)।

ইফ্কের ঘটনার শিক্ষা ও তাৎপর্য

ইফ্কের ঘটনা কেবল দুর্ঘটনা নয়। ইহাতে রহিয়াছে বহুবিধ শিক্ষা, হিদায়াত ও তাৎপর্য যাহা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য পথনির্দেশিকার ভূমিকা পালন করিবে।

এক ঃ ইফ্কের ঘটনার মাধ্যমে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাহাত্ম্য ও আল্লাহ ভীতির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

দুইঃ এই সম্পর্কিত যে ১০টি আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পবিত্রতা ও সতীত্ব অনন্তকালের জন্য নিবন্ধিত হইয়া রহিল। দোষমুক্তির সংবাদ স্বয়ং আল্লাহ্র নিকট হইতে আসিয়াছে। হযরত আইশা (রা)-র পবিত্রতার ঘোষণা ও কুৎসা রটনাকারীদের নিন্দাবাদের বর্ণনা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতি মসজিদে, প্রতি ইবাদতগাহে, প্রতি ঘরে তিলাওয়াত হইতে থাকিবে। কত বড় মর্যাদা! কত বড় কৃতিত্ব (আল্লামা আশরাফ আলী থানবী, বয়ানুল কুরআন, ৮খ, পৃ. ৮)!

তিন ঃ ইফ্কের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যেসব আয়াত নাযিল হইয়াছে ইহার মধ্যে হযরত আবূ বাক্র (রা)-র ধৈর্য, সততা ও ফযীলতের স্বীকৃতি রহিয়াছে। মানবজাতির জন্য ইহা বড় শিক্ষা। নিজের মেয়ে হইয়াও ওহী নাযিল হওয়া পর্যন্ত তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, মেয়ের পক্ষাবলম্বন করেন নাই। প্রচণ্ড উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে একবার কেবল বলিয়াছিলেন ঃ

والله ما قيل لنا هذا فى الجاهلية فكيف بعد ما اعز الله بالاسلام.

"আল্লাহ্র কসম! এমনতর কথা জাহিলী যুগে পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কে কেহ বলে নাই। আর যখন আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের কারণে ইয্যত দান করিয়াছেন, তখন ইহা কি করিয়া সম্ভব" (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৩৬৯)?

ولا ياتل اولوا الفضل منكم এই আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী হযরত আবূ বাক্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ১৪টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭৭৩)।

চার ঃ ইফ্কের এই ঘটনা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের জন্য ঈমান ও ইখলাসের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় মু'মিনগণ সফলকাম হইয়াছেন।

পাঁচঃ ইফ্কের ঘটনার মাধ্যমে মুনাফিকদের অন্তরের কদর্যতা ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ জনসমক্ষে উন্মোচিত হইয়া যায়। ফলে সমাজের সচেতন মানুষের নিকট তাহারা হেয় প্রতিপন্ন হয়। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এমনভাবে নাজেহাল হইল যে, সে আর কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৬৯)।

ছয় ঃ মহান আল্লাহ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সূরা নূরের ১০টি আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মানিতা স্ত্রীদের ইয্যত, সতীত্ব, নৈতিক দৃঢ়তা, চারিত্রিক সততা সম্পর্কে আল-কুরআনে উল্লেখ আছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত আবৃত্তি হইতে থাকিবে। আল্লাহ্র রাসূলের সহধর্মিনীদের চরিত্র লইয়া যাহারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করিয়া বিরূপ মন্তব্য করিবে তাহারা মুনাফিক অভিধায় চিহ্নিত হইবে।

সাত ঃ ইফকের ঘটনা সংঘটিত হইবার পর প্রায় এক মাস ওহী অবতরণে বিলম্ব ঘটে। ফলে এই এক মাস হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) ভগ্নহৃদয়ে কান্নাকাটি করিয়াছেন, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করিয়াছেন, আল্লাহ ছাড়া কাহারও উপর তিনি ভরসা রাখেন নাই। ইহাতে তাঁহার মর্যাদা পূর্ণতা লাভ করে।

আট ঃ ইফকের ঘটনা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া গায়েবের সংবাদ আর কেহ জানে না। এক মাস রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিধাগ্রস্ত ও উদ্বেগাকুল ছিলেন। ওহী অবতরণের পর তাঁহার সংশয় ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে।

নয় ঃ ইফকের ঘটনার দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, রাগের বশবর্তী হইয়া গোত্র ও গোষ্ঠীপ্রীতি অবলম্বন অবৈধ। যেমন সা'দ ইব্ন মু'আয সা'দ ইব্ন উবাদাহ্কে বলিয়াছিলেন, আপনি মুনাফিক, মুনাফিকদের পক্ষাবলম্বন করিবেন না।

দশ ঃ ইফকের ঘটনা-পরম্পরায় এই কথা স্পষ্টত পরিষ্কার হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারবর্গ সবাই সতী, সাধ্বী ও পুণ্যবতী। তাঁহাদের সম্পর্কে কেহ যদি কোন কটূক্তি করে তাহা হইলে আল্লাহ্র রাসূল অন্তরে কষ্ট পান। আর আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দিলে সমূহ বিপদের আশংকা রহিয়াছে। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রা) এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من آذى الرسول فقد آذى الله ثم ومن اذى الله فهو كافر حلال الدم لان موذى النبى ﷺ لا تقبل توبته اذا تاب من القذف حتى يسلم اسلاما جديدا.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে কষ্ট দিল সে আল্লাহ্কে কষ্ট দিল। আর আল্লাহ্কে যে কষ্ট দিল সে কাফির ও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী। রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্টদানকারী যদি অপবাদ হইতে তওবাও করে তবুও তাহার তওবা কবুল হইবে না যতক্ষণ না নূতনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে"।

এগার ঃ ইয়াহূদীরা যেমন হযরত মারয়াম সিদ্দীকা (আ)-এর প্রতি চারিত্রিক অপবাদ দেওয়ার কারণে অভিশপ্ত হইয়াছে, তেমনি রাফেযীগণ হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-র প্রতি কুৎসা রটনার কারণে অভিশপ্ত।

বার ঃ কাযী আবুস সাইব বলেন, আহলে বায়তের কতিপয় ইমামের সম্মুখে একজন রাফেযী উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) সম্পর্কে কটূক্তি ও অশালীন মন্তব্য করিলে তাঁহারা ঐ লোকটিকে হত্যা করার জন্য জনৈক ভৃত্যকে হুকুম করেন এবং বলেন ঃ

هذا رجل طعن على النبى ﷺ قال الله ثم اَلْخَبِيْثَتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَتِ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبت فان كانت عائشة خبيثة فالنبى ﷺ خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضر.

"এই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি অশালীন মন্তব্য করিয়াছে, অথচ আল্লাহ বলেন, "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য ; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য"। হযরত আইশা যদি দুশ্চরিত্রা হন তাহা হইলে নবী করীম (স) হইবেন দুশ্চরিত্র। সুতরাং মন্তব্যকারী এই ব্যক্তি কাফির। তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর আমার উপস্থিতিতেই তাহাকে হত্যা করা হইল"।

এমনিভাবে হাসান ইব্ন যায়দ-এর সম্মুখে এক ইরাকী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-র শানে অশালীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করিলে হযরত হাসান তাঁহার হস্তে রক্ষিত লাঠি

দিয়া রটনাকারীর মাথায় এমন জোরে আঘাত হানেন যে, তখনই তাহার মৃত্যু ঘটে (ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া, আস-সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল, পৃ. ৫৬৬-৬৭)।

তের ঃ এই কারণে উলামায়ে কিরাম ঐকমত্যে পৌছিয়াছেন যে, সাধারণ মুসলমানের স্ত্রীর উপর যদি কেহ মিথ্যা অপবাদ দেয় সেই ব্যক্তি ফাসিক হইয়া যাইবে। আর নবীদের সম্মানিতা স্ত্রীদের চরিত্রে কলংক আরোপ করিলে মুরতাদ ও কাফির হইয়া যাইবে। আমর ইব্‌ন কায়স বলেন, সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি যাহারা কলংক আরোপ করে তাহাদের নব্বই বৎসরের আমল নষ্ট হইয়া যাইবে (আস-সারিমুল মাসলূল, পৃ. ৫০; মাআরিফুল-কুরআন, মদীনা সংস্করণ, পৃ. ১০৯৬)।

চৌদ্দ ঃ ইব্‌ন কাছীর বলেন, হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-র বিরুদ্ধে রটিত অপবাদ যে তাহা মিথ্যা তাহার প্রমাণ এই যে, কোন অপরাধী এইভাবে কাফেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরবর্তী দিবালোকে দুইজন একই সঙ্গে জনসমক্ষে হাযির হয় না। দুনিয়ায় সাধারণত অপরাধীরা অপরাধ কর্ম চুপিসারে এবং যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকে (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ৩০১-২)।

পনের ঃ আল্লাহ না করুন! হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত সাফওয়ান (রা) যদি আদৌ অপরাধী হইতেন, একমাস পর হযরত আইশা (রা) পবিত্রতা ও দোষমুক্তির ঘোষণা দিয়া যখন কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এই দুইজন আল্লাহ্‌র ওহীর উপর আস্থা হারাইতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ হইয়া পড়িত।

ষোল ঃ ইফ্‌কের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সূরা নূরে এমন বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যেগুলিতে তমদ্দুনিক রীতি, সুস্থ সমাজ গঠন, নৈতিক চরিত্র দৃঢ়করণ, অশ্লীলতা প্রতিরোধ, অপবাদ ও ব্যভিচারের বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশিকা রহিয়াছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে হিদায়াত দান করিবে।

সতের ঃ মুসলিম সমাজে কোন মতলববাজ ও ফাসিক সম্মানিত কোন ব্যক্তির পরিবারের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ ছড়াইলে তাহা চক্ষু বন্ধ করিয়া মানিয়া লওয়া উচিৎ হইবে না। ভিত্তিহীন কথা যাহাতে বেশী দূর ছড়াইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা নিতে হইবে, অপবাদকারীকে তাহার অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করিতে হইবে। অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারিলে সে শরীআতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সামাজিক মর্যাদা ভোগ করিবার অধিকার রাখিবেন (হিফযুর রহমান সিওয়াহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ৫০৫; তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩১৪-৮)।

আঠার ঃ ইফ্‌কের ঘটনায় হযরত আইশা (রা)-র সতীনরা কোনরূপ কটূক্তি বা আপত্তিকর মন্তব্য করেন নাই, বরং ভাল উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-র চারিত্রিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

উনিশ ঃ কোন ব্যক্তি যদি ভুলবশত কোন অপরাধ করিয়া থাকে, অপরাধের কারণে তাহার প্রতি যে সাহায্য-সহানুভূতি পূর্বে করা হইত তাহা যেন বন্ধ না হয়। কারণ মিস্তাহ হযরত আইশা (রা)-র বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালাইলেও হযরত আবূ বাক্র (রা) তাঁহার প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য আল্লাহ্র নির্দেশে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

বিশ ঃ মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী বলেন, নবী জীবনের এক একটি দিক উম্মতের জন্য হিদায়াতের উৎস। মুসলিম সমাজের নেককার ও সাধ্বী মহিলাদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে কলংক আরোপের বহু ঘটনা দেখা যায়। এই বেচারীদিগকে ইফ্কের ঘটনা ধৈর্য ও সান্ত্বনা দান করিবে (তাফসীর মাজেদী, পৃ. ৭১২)।

একুশ ঃ প্রাচ্যবিদগণ (Orientalist) অনেকে ইফকের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্যার উইলিয়াম মুরের মত পণ্ডিতের প্রদত্ত বিবরণ হইতে তাহা প্রমাণিত সত্য। ইফকের ঘটনা বর্ণনায় তিনি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারেন নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

The whole career and life of Aisha before that event as well as after it furnishes unqustionable evidence that she was sincere and innocent. There should, therefore be no hesitancy in rejecting every report of malconduct impute to her.

"এই ঘটনার পূর্বাপর আইশার পূর্ণাঙ্গ জীবন ও কর্ম সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি ছিলেন সরল ও নিষ্পাপ। তাঁহার প্রতি আরোপিত অসদাচরণের অপবাদ প্রত্যাখ্যানে কোনরূপ ইতস্ততা থাকা উচিৎ নয়" (Sir William Muir, The Life of Muhammad, pp. 303-4)।

বাইশ ঃ হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) ছিলেন মহৎ ও উদার হৃদয়ের অধিকারী এক বিদূষী মহিলা। তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে বিখ্যাত কবি হাসসান ইব্ন ছাবিতও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে হাস্সানকে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং তিনি তওবা করেন। মাঝেমধ্যে কবি হাস্সান হযরত আইশা (রা)-র নিকট আসিতেন। আইশা (রা) অতীতের তিক্ত স্মৃতির কথা ভুলিয়া তাঁহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জীবনের এক পর্যায়ে কবি হাস্সান দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অন্ধ হইয়া যান। কবি হাস্সানকে কেহ গালি দিলে আইশা (রা) বলিতেন, তাহাকে গালি দিও না। তিনি রাসূলের পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। একদা তাঁহার সম্মুখে কবি হাসসান একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যাহার একটি শ্লোক হইল ঃ

حصان رزان ما تزن بريبة - وتصبح غرثى عن لحوم الغوافل.

"তিনি সতীত্ব ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। তাঁহার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ শোভা পায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশ্ত খান না অর্থাৎ গীবত করেন না"।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) কবিতা শুনিয়া মন্তব্য করেন, لكنك لست كذالك, "কিন্তু আপনি যাহা বলিতেছেন নিজে তো তেমন নহেন" (সহীহ বুখারী, ২খ, ৫৯৭)।

মাসরূক (র) বর্ণনা করেন যে, আইশা (রা)-র সম্মুখে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতকে একবার কবিতা আবৃত্তি করিতে দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতকে আপনার নিকট আসিতে অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন ঃ তাহাদের মধ্যে যে অপবাদ রটনার ব্যাপারে বেশী তৎপর হইয়াছে তাহার জন্য বড় শাস্তি অপেক্ষা করিতেছে। তিনি জবাবে বলিলেন ঃ

ای عذاب اشد من العمی انه کان ینافح او یهاجی عن رسول الله ﷺ.

"অন্ধত্ব হইতে বড় শাস্তি আর কী হইতে পারে? হাস্‌সান রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পক্ষে কাফিরদের মুকাবিলা করিয়াছেন এবং কাফিরদের কুৎসার (কবিতার মাধ্যমে) জবাব দিয়াছেন" (সহীহ্ বুখারী, ২খ, ৫৯৭)।

তেইশ ঃ নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও অপবাদ আরোপ করা অতি বড় পাপ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা এইজন্য অপবাদকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করিবার বিধান জারি ক'রিয়াছেন যাহাতে সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পুনারাবৃত্তি না ঘটে (কাসাসুল কুরআন, ৪খ, ৫০৫)।

চব্বিশ ঃ ইফকের ঘটনায় হযরত আইশা (রা)-র সহিত যিনি সবচাইতে বেশী যুলুমের শিকার হন তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ, শান্ত ও আবেগহীন আচরণ দ্বারা যে উদারতা, মহানুভবতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তাহা এক অনুপম চারিত্রিক গুণ। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারীদের জন্য ইহা একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত (নাঈম সিদ্দীকী, মুহসিনে ইনসানিয়াত, পৃ. ২৭১)।

পচিশ ঃ কুচক্রী মুনাফিক নেতা কর্তৃক আরোপিত অপবাদ ও অপপ্রচারের এই নোংরা অভিযান দ্বারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠন একদিক দিয়া উপকৃত হইয়াছে এবং ইহার পরিণতিতে তাহা পূর্বের চাইতে আরও শক্তিশালী ও সচেতন হইয়াছে (মুহসিনে ইনসানিয়াত, পৃ. ২৭০)।

ছাব্বিশ ঃ পত্নীদের মধ্যে হযরত আইশা (রা) অধিক প্রিয়তমা হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) বিনা প্রমাণে ও বিনা অনুসন্ধানে গ্রহণ করেন নাই। তিনি তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই লোকমুখে শুনিয়া স্ত্রীকে বিসর্জন দিয়া নারীর প্রতি অবিচারও করেন নাই। বিশ্বস্ত সূত্রে ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহার সতীত্ব প্রমাণিত হওয়ায় নিঃসংকোচে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারীর প্রতি কত বড় মর্যাদা (মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, ড. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬০১)।

সাতাইশ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আইশা (রা)-র ব্যাপারে আলী (রা)-র পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেন নাই। মেয়েলোক তো আরও আছে। আসলে এই কথা আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্বেগ নিরসনের জন্য ভাল নিয়তেই বলিয়াছিলেন, আইশা (রা)-র প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত হইয়া নয়। কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গবেষক হযরত আলী ও হযরত আইশার মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের বর্ণনা দিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে উষ্ট্রের যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া দুইজনের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝি হইলেও তাহা নিরসন হইয়া যায়। আইশা সিদ্দীকা (রা) আলী (রা)-কে সম্মান ও মর্যাদার চক্ষে দেখিতেন। জনৈক ব্যক্তি আইশা (রা)-র নিকট জানিতে চাহিল, আল্লাহ্র রাসূলের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? আইশা (রা) বলেন, ফাতিমা। লোকটি আবারও বলে, পুরুষদের মধ্যে কে? আইশা (রা) বলেন, তাঁহার জামাতা যিনি অধিকতর নামাযী ও রোযাদার বান্দা (সীরাতে আইশা, পৃ. ১৪৭)। খারিজীদের হস্তে হযরত আলী (রা)-র শাহাদতের খবর শুনিয়া আইশা সিদ্দীকা (রা) শোকাভিভূত হইয়া বলেন, আল্লাহ্ তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। ইরাকীরা তাঁহার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে (আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ১খ, ৮৬-৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সহী আল-বুখারী, সাহারানপুর, ভারত, ২খ., ৫৯৩-৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৭০০, ৫৭৯, ৫৯৮; (২) ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখ তাবারী, কায়রো তা. বি., ২খ., পৃ. ৬১৪-১৮; (৩) ইব্ন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, লাইডেন, পৃ. ৪৫-৬; (৪) ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ৩খ., পৃ. ১৮৮-১৯৩; (৫) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, লেবানন, ৮খ, ৩৫৪, ৩৮৭. ৩৬৯. ৩৬৬; (৬) আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯খ., ২৪০; (৭) ইব্ন কাছীর, তাফসীরু কুরআনিল আযীম, বৈরূত ১৯৯২ খৃ., ৩খ., ৩০১-২, ২৯৮; (৮) ইমাম ইব্ন তায়মিয়া, আস-সারিমুল মাসলূল 'আলা শাতিমির রাসূল, সঊদী আরব, পৃ. ৪০-৫১; (৯) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, করাচী ১৯৮০ খৃ., ৮খ., পৃ. ৩০১; (১০) মুফতী মুহাম্মাদ শফী', মাআরিফুল কুরআন, মদীনা ১৪১৩ হি., পৃ. ৯৩২, ১০৯৬; (১১) শিবলী নু'মানী, সীরাতে আইশা, করাচী ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৯২, ৯০; (১২) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, করাচী, পৃ. ২৭৩; (১৩) সায়্যিদ ওয়াদুদুল হাই নদবী, হায়াতে সিদ্দীকা, করাচী, ১৯৭৮খৃ., পৃ. ৫৪, ৪১; (১৪) সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, লাহোর ১৯৮৪ খৃ., ৩খ, ৩১২; (১৫) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তফা, দিল্লী, ১খ, ৭৭০; (১৬) Dr. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, USA 1976, pp. 33-7; (১৭) সফিউর রহমান মুবারকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা, ঢাকা ১৯৯৯ খৃ., পৃ. ৩৬৯; (১৮) আশরাফ আলী থানবী, বয়ানুল, কুরআন ৮খ., পৃ. ৮; (১৯) Sir William Muir, The Life of Muhammad, Usa, pp. 303-4; (২০) আবদুল মাজেদ দারিয়াবাদী, তাফসীরে মাজিদী, লাহোর, পৃ. ৭১২; (২১) হিফযুর রহমান সিওহারবী, কাসাসুল কুরআন,

করাচী, ৪খ, ৫০৫; (২২) নাঈম সিদ্দীকী, মুহসিনে ইনসানিয়াত, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ২৭০-১; (২৩) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১খ, ৮৬-৭; (২৪) মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোছাইন ও ড. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা ১৯৯০ খৃ., পৃ. ৬০১; (২৫) ড. রাউফা ইকবাল, আহদে নববী কে গাযাওয়াত ওয়া সারায়া, লাহোর ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ২৪৮; (২৬) শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, তারীখে ইসলাম, করাচী ১৯৭৩ খৃ., ১খ, ৫৩; (২৭) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, করাচী ১৯৮৪ খৃ., ১খ, ২৪২; (২৮) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, দুররুল মানছূর, ৫খ, ৩৪ ; (২৯) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপূরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, কলিকাতা ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৩৭; (৩০) সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদী, রূহুল মা'আনী, দামেশ্‌ক, ১৮খ., পৃ. ১০৯; (৩১) ইব্‌ন কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ, ১১৩-৫।

আ. ক.ম. খালিদ হোসেন

গাযওয়া খন্দক (আহযাব)

খন্দক (خندق) আরবীকৃত একটি শব্দ, যাহার মূল আর্য-হিন্দী বলিয়া গণ্য করা হয়। উর্দূ শব্দ খূদ (كهود), বাংলা শব্দ খাড়া এবং ফারসী শব্দ কান্দাহ-এর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুরয়ানী ভাষায় রচিত কিতাবুল হিময়ারিয়্যীন (মাওবুর্গ সং, পৃ. ৩০) গ্রন্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন শহর বা ছাউনির নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে উহার চতুর্দিকে যে পরিখা খনন করা হয় তাহাকে খন্দক বলে (দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ১খ., পৃ. ৬৯; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১খ., ৪১৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫০৮)।

এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পারস্যের ইস্পাহান এলাকার অধিবাসী সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শক্রমে যুদ্ধের অভিনব কৌশল হিসাবে মদীনার সম্ভাব্য শত্রু প্রবেশপথের বিস্তৃত এলাকায় খন্দক তথা পরিখা খনন করিয়াছিলেন বিধায় এই যুদ্ধকে "খন্দকের যুদ্ধ" নামে অভিহিত করা হয় (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৭১; ফাতহুল-বারী, ৮খ., পৃ. ৩৯৫; উমদাতুল-কারী, ১২খ., পৃ. ১৩৬; আশ-শাওকানী, ফাতহুল-কাদীর, ৪খ., পৃ. ৩২৮; তাফসীর ২খ., পৃ. ১৬৩)।

এই যুদ্ধে ইয়াহূদী ও কুরায়শদের বিভিন্ন গোত্র ও দল ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুসলমানদের নির্মূল করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া মদীনা আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধকে গাযওয়া আহযাব বা সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ নামকরণ করা হইয়াছে (দ্র. ৩৩ ঃ ২০)। আহযাব আরবী শব্দ হিযবুন (حزب)-এর বহুবচন, যাহার অর্থ বহু দল বা বাহিনী (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪০২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫০৮)।

খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকরী ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর মুসলমান ও মক্কার কুরায়শ বাহিনীর সাথে উপর্যুপরি সামরিক অভিযান ও আক্রমণ কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে আরব উপদ্বীপে মুসলমানদের অনেকটা অনুকূল ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যেই সকল ইয়াহূদী নিজেদের দুষ্কর্ম ও চক্রান্তের কারণে বিবিধ অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইয়াছিল তখনও তাহাদের চৈতন্যদয় হয় নাই। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, ধোঁকাবাজি, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মের অশুভ পরিণতি হইতে কোন শিক্ষাই তাহারা গ্রহণ করে নাই। কাজেই মদীনা শরীফ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইয়াহূদী গোত্র বনূ নাযীর খায়বারে অবস্থানের পর মুসলমান ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে যে সামরিক টানাপড়েন বা বিদ্বেষ চলিতেছিল তাহার ফলাফল কি দাঁড়ায় তাহা জানিবার জন্য তাহারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, পরিস্থিতি ক্রমেই

মুসলমানদের অনুকূলে ধাবিত হইতেছে এবং তাহাদের শাসন ক্ষমতা দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তখন তাহারা হিংসার ক্রোধানলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিল এবং নানা প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। শেষবারের মত মুসলমানদের উপর এমন এক চরম আঘাত হানার জন্য তাহারা প্রস্তুতি শুরু করিল যাহাতে মুসলমানদের জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হইয়া যায় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০১)।

দীর্ঘ কাল যাবৎ পরাধীন থাকিবার ফলে নীচ প্রবৃত্তি ও কাপুরুষতা ইয়াহূদী জাতির মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য তাহারা কোন দিনই মুসলমানদে বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই-এ অগ্রসর হওয়ার সাহস করে নাই। কিন্তু লোকদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া উত্তেজিত করিতে এবং গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইতে তাহারা ছিল যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। শেষচেষ্টা হিসাবে তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরায়শ ও অন্যান্য বিধর্মী গোত্রকে উত্তেজিত ও সংঘবদ্ধ করার বক্র পথটি বাছিয়া নেয়। এই প্রেক্ষাপটেই মুসলমান ও সম্মিলিত মুশরিক বাহিনীর সাথে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খন্দকের যুদ্ধের সন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন উরওয়া, ইব্ন যুবায়র, কাতাদা, বায়হাকীসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাস মুতাবিক ফেব্রুয়ারী ৬২৬ খৃ. ইহা সংঘটিত হয় (ফাতহুল বারী, ৮খ., ৩৯৭; সীরাতে ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৩৪৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২খ., পৃ. ১২৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ৯৫)। ইমাম যাহাবী ও ইবনুল কায়্যিম (র) ইহাকে সঠিক অভিমত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩০৯)। মূসা ইব্ন উকবা বলেন, খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। ইমাম বুখারীও এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪০৩)। ঐতিহাসিক বালাযুরী চতুর্থ হিজরী যুল-কা'দা মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (আনসাবুল আশরাফ, ১খ., পৃ. ৩৪৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫০৮)। ইব্ন সা'দ ও ওয়াকিদীর মতে পঞ্চম হিজরীর যুল-কা'দা মাসে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৫; শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১০৩)। ইব্ন ইসহাকসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে উহুদ যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে এবং খন্দকের যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয় এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৯৫)। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (র) মূসা ইব্ন উকবার মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন, আমি উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যুদ্ধে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন নাই। খন্দক যুদ্ধের দিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে এই যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., ৫৮৮)।

উক্ত বর্ণনার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধের মধ্যে এক বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীতে হইলে খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে হওয়ারই কথা। অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, খন্দক যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইমাম বায়হাকী ইহার সমাধানকল্পে বলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) উহুদ যুদ্ধের সময় পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ছিলেন না, বরং তখন চৌদ্দ বৎসরে কেবল পদার্পণ করিয়াছিলেন। আর খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি পূর্ণ ১৫ (পনের) বৎসরে উপনীত হন। এই হিসাবমতে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মধ্যে দুই বৎসরের ব্যবধান হয় (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৩; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ২১৮; সীরাতে মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩০৯-৩১০)। সুতরাং খন্দকের যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসেই সংঘটিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল নির্বাসিত ইয়াহূদী গোত্র বানূ নাযীরের বিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যথা সালাম ইব্‌ন আবিল হুকায়ক, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব, কিনানা ইব্‌নুর রবী', হাওযা ইব্‌ন কায়স আল-ওয়াইলী, আবূ আম্মার আল-ওয়াইলী এবং বানূ ওয়াইলের আরও কিছু সংখ্যক লোক ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগকে সমূলে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্রে একটি শক্তিশালী সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ২৩৩; আল-কামিল ফিত-তারীখ, ২খ., পৃ. ১৭৮)।

উহুদ যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আবূ সুফ্‌য়ান ঘোষণ করিয়াছিল যে, আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে আবার দেখা হইবে। কিন্তু পরে অনুধাবন করিল যে, একটি শক্তিশালী সুদৃঢ় বাহিনী ব্যতীত মুসলমানদের মুকাবিলা করা অসম্ভব। তাই পরবর্তী বৎসর বদর প্রান্তরে তাহারা যুদ্ধের জন্য যায় নাই। উহুদ যুদ্ধে কুরায়শদের আংশিক বিজয় ও পুনরায় যুদ্ধের হুমকি খয়বারের ইয়াহূদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহারা পরিকল্পনামত প্রথমে মক্কায় গিয়া কুরায়শদের সহিত সাক্ষাত করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করে। তাহারা বলে, তোমাদের সার্বিক সহযোগিতা পাইলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুহাম্মদ (স)-কে সমূলে উৎখাত করিতে পারিব (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ১২৫; নবীয়ে-রহমত, পৃ. ২৫০)। যেহেতু উহুদ যুদ্ধের দিন কুরায়শরা পুনরায় মুসলমানদের সঙ্গে বদরে মুকাবিলা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা পালন করিতে ব্যর্থ হয় এবং ইহার ফলে যোদ্ধা হিসাবে তাহাদের সুখ্যাতির যে হানি হয় তাহা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বানূ নাযীরের এই প্রস্তাব তাহাদিগকে উৎসাহিত করে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০১)। কুরায়শরা তাহাদিগকে বলিল, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা প্রথম কিতাবধারী, মুহাম্মাদের সাথে আমাদের বিরোধের কারণ তোমাদের অজানা নয়। আচ্ছা তোমরা বল, আমাদের ধর্ম উত্তম, না মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্ম উত্তম? তাহারা বলিল, তোমাদের ধর্মই তাঁহার ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তোমরাই সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৪৪২; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ১২৫-১২৬)। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا.

"তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিব্‌ত ও তাগূতে (প্রতিমার নাম) বিশ্বাস করে? তাহারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, ইহাদের পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ লা'নত করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাকে লা'নত করেন তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না" (৪ ঃ ৫১-৫২)।

তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া কুরায়শরা ভীষণ খুশী হইল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধ প্রস্তাবও তাহারা সানন্দে গ্রহণ করিল। অতঃপর সকলে একমত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ১২৬)।

ইয়াহূদীদের এই দলটি বনী গাতাফান গোত্রের নিকট গমন করে এবং কুরায়শদের ন্যায় তাহাদিগকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০১, ৩০৮)। গাতাফান গোত্রের লোকেরা পূর্ব হইতেই মুসলমানদের শত্রু ছিল। উপরন্তু ইয়াহূদীরা বনূ গাতাফানের কাছে তাহাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের নিদর্শনস্বরূপ খায়বারের উৎপাদিত এক বৎসরের খেজুর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিল। ইহাতে তাহারা সাগ্রহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ২৪৪; ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৩৯৫)। আসাদ গোত্রের সহিত গাতাফানীদের মিত্রতা ছিল। সুলায়ম গোত্রের সহিত কুরায়শদের আত্মীয়তা ছিল এবং সা'দ গোত্র ইয়াহূদীদের মিত্র ছিল। ফলে এই গোত্রগুলিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে যোগদান করিল (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৪৪২)।

সিদ্ধান্ত মুতাবিক সর্বপ্রথম আবূ সুফয়ান তিন শত ঘোড়া, এক হাজার পাঁচ শত উট এবং চার হাজার সুদক্ষ কুরায়শ সেনা লইয়া মক্কা হইতে বাহির হইল। দারুন-নদওয়ায় কুরায়শদের পতাকা তৈরী করা হইল এবং উছমান ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবী তালহাকে পতাকা প্রদান করা হইল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৬; আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তফা, পৃ. ৬৯২)। তাহার পিতা তালহা উহুদ যুদ্ধে কুরায়শদের পতাকা বহনকালে মুসলমাদের হাতে নিহত হইয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধে তাহার পুত্র উছমানকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। কুরায়শ ও ইয়াহূদী দলের আহবানে সাড়া দিয়া সুফয়ান ইব্‌ন আবদ্ শামসের নেতৃত্বে বনূ সুলায়মের সাত শত সৈন্য, উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন-এর নেতৃত্বে বনূ ফাযারার এক হাজার উষ্ট্রসহ কয়েক শত অনুচর, মাসউদ ইব্‌ন রুখায়লার নেতৃত্বে আশজা গোত্রের চার শত সৈন্য, আল-হারিছ ইব্‌ন আওফের নেতৃত্বে বনূ মুররার চার শত সৈন্য, তালহা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ-এর নেতৃত্বে বনূ আসাদের বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য, জুরফ্ ও মাগাবার মধ্যবর্তী রুমা-এর মুজতামিউল

আছিয়ালে সমবেত হয় (উমদাতুল কারী, ১২খ., পৃ. ১৩৬; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৬; রূহুল মা'আনী, ১২খ., পৃ. ১৫৫; ফাতহুল কাদীর, ৪খ., পৃ. ৩২৮; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৭১; জালাল মাজহার, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা), পৃ. ২৩৫)।

আবূ সুফয়ান ইব্‌ন হারব-এর নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনীর দশ হাজার সৈন্য (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ২৩৬; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৪৪৪), মতান্তরে ১২ (বার) বা ১৫ (পনের) হাজার সৈন্যের (জামিউল-বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ২খ., পৃ. ১৬৩; জিহাদের ময়দানে রাসূল মুহাম্মদ (স), পৃ. ৭৫) বিশাল বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে রুমাহ্-এর পশ্চিমে জুরফ ও যাগা-এর সংযোগ স্থলে অবস্থান গ্রহণ করে (মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ৩৩৬; মুফরাদাতুত তারীখিল উমাম আল-ইসলামিয়্যা, ১খ., পৃ. ১১৯; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৪৪৪)।

আবূ সুফয়ানের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা অভিমুখে যাত্রা সম্পর্কে খুযা'আ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) অবহিত হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) উদ্ভূত পরিস্থিতি লইয়া সাহাবীদের সহিত পরামর্শ বৈঠকে বসিলেন। শত্রুবাহিনীর প্রতিরোধকল্পে মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে কিনা এই বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষের আলোচনা শেষে বিগত উহুদ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে মদীনার ভিতরে থাকিয়া শহর প্রতিরক্ষার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হইল। সাথে সাথে শত্রু প্রতিরোধের অভিনব পদ্ধতি হিসাবে সালমান ফারসী (রা) -এর খন্দক খননের প্রস্তাবও গৃহীত হইল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৬; দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ৮খ., পৃ. ৪৬৩)। সালমান ফারসী (রা)-এর প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ

يارسول الله انا كنا بأرض فارس اذا حوصرنا خندقنا علينا.

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পারস্যে যখন আমাদিগকে অবরোধ করা হইত তখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে পরিখা খনন করিতাম" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০৩; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ২৩৪)।

খন্দক খননের এই কৌশল ছিল তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) তাহা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন। মদীনার তিনদিক পাহাড়, খেজুর বাগান, টিলা ও বাড়ি-ঘর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ সমস্ত খেজুর বাগান প্রাচীরের কাজ করিতেছিল। অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ইহার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অভ্যন্তরস্থ রাস্তাগুলি এতই সরু ও সংকীর্ণ ছিল যে, শত্রুসৈন্যদের ঐদিক দিয়া আক্রমণ করা ছিল অসম্ভব। শুধু মদীনার উত্তরাঞ্চল তথা সিরিয়ার দিকটি ছিল উন্মুক্ত (আহমদ বাশমীল, গাযওয়া আহযাব, পৃ. ৪৫; আল-কাশ্‌শাফ, ৩খ., পৃ. ৫২৬; ফী যিলালিল কুরআন, ৫খ., পৃ. ২৮৩৩; মাদারিকুত তানযীল, ৩খ., পৃ. ৪৮৫)। কাজেই শুধু এইদিকে পরিখা খনন করিলে অতি সহজে শহর ও শহরবাসীকে অক্ষত অবস্থায় রাখা যাইবে।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার অদূরে সালা' পাহাড়ের সম্মুখে হাররাতুল-ওয়াকিম ও হাররাতুল-ওয়াবরার মধ্যস্থলে পরিখা খনন করিবার নির্দেশ দিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৪৪৫)।

খননকার্যে তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি দশজনের উপর চল্লিশ হাত দীর্ঘ পরিখা খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিন শত ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেক দল বিশ গজ বা চল্লিশ হাত করিয়া মোট ছয় হাজার গজ বা বার হাজার হাত তথা প্রায় সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ পরিখা খনন করেন। ঐতিহাসিকগণ পরিখার প্রস্থের কোন বর্ণনা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু "ঘোড়া লাফ দিয়া অতিক্রম করিতে পারিবে না" এই ব্যাখ্যা দ্বারা সম্ভবত ইহা বলা যাইতে পারে যে, পরিখা দশ গজ চওড়া এবং পাঁচ গজ গভীর ছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫১০)। ইব্ন হাজার (র) বলেন, পরিখা এত পরিমাণ গভীর ছিল যে, ইহাতে সাতার কাটা যাইত (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩০৫)। এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা না থাকিলেও বলা যায় যে, পরিখাটি ঐ পরিমাণ গভীর ও প্রশস্ত ছিল যাহাতে শত্রুসৈন্য সহজে তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম না হয় (হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬০৭)।

সালমান ফারসী (রা) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, তাই তাঁহাকে নিজ নিজ দলভুক্ত করিবার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইহার সমাধান করিতে গিয়া বলেন, "সালমান আমার পরিবারভুক্ত" (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৩১; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৪৪৬)।

পরিখা খননের সময়পর্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন সা'দ (র)-এর বর্ণনামতে ছয় দিনে এই পরিখা খননকার্য সম্পন্ন হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৭)। মূসা ইব্ন উকবা বলেন, বিশ দিনে খন্দক খননকার্য সম্পন্ন হয় (সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪০৭)। আল্লামা সাম্হূদী বলেন, সঠিক মত হইল, খন্দক খনন ছয় দিনেই সম্পন্ন হয়। বিশ দিন ছিল সর্বমোট অবরোধের সময় (শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১১০)। রাসূলুল্লাহ (স) খন্দক খননকার্যে স্বয়ং মুসলিম সৈন্যদের সহিত অংশগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। মুহাজিরদের পতাকা যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-র হাতে এবং আনসারগণের পতাকা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-র হাতে ছিল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ, ৬৭)। রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম যমিনে কোদাল মারিয়া খননকার্যের শুভ সূচনা করেন এবং আবৃত্তি করেন ঃ

بسم الله وبه بدينا + ولو عبدنا غيره شقينا

حبذا ربا وحبذا دينا.

"আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও উপাসনা করিলে আমাদের বদ্নসীব। অথচ তিনিই উত্তম প্রভু এবং তাঁহার মনোনীত ধর্মই উত্তম ধর্ম" (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩০৪; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩)।

মুসলিম বাহিনী পূর্ণ উদ্যম ও নিষ্ঠার সাথে খননকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু কতিপয় মুনাফিক ইহাতে গড়িমসি শুরু করিল। তাহারা ছোটখাট অজুহাত দেখাইয়া খননকার্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিনা অনুমতিতে তাহারা ফাঁকি দিয়া স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট চলিয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করিয়া দিয়া ইরশাদ করেন ঃ

لاَ تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করিও না; তোমাদের মধ্যে যাহারা চুপি চুপি সরিয়া পড়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইবে তাহাদের উপর মর্মান্তিক শাস্তি" (২৪ ঃ ৬৩)।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ও পরকালে ছওয়াবের আশায় মুসলিম সৈন্যগণ সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়া আন্তরিকতার সাথে খননকার্যে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কোন জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরীভূত করিতেন এবং মহানবী (স)-এর অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন সারিয়া পুনরায় কার্যে যোগদান করিতেন। তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"তাহারাই মু'মিন যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হইলে তাঁহারা অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না। যাহারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা তাহাদের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২৪ ঃ ৬২)।

রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং সাহাবীগণের সঙ্গে পরিখা খনন করেন। শৈত্যপ্রবাহ ছিল খুব তীব্র এবং ঐ বৎসরটি ছিল দুর্ভিক্ষের। আর্থিক দৈন্যতার দরুন খাদ্যের পরিমাণও ছিল তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েত অল্প (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০৩)। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, পরিখা খননরত মুসলমানদের জন্য যে সামান্য পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আনা হইয়াছিল তাহা ছিল খুব নিম্নমানের। উহাই তাহারা ভক্ষণ করিয়াছিলেন (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ.

৫৮৮)। মুসলমানগণ অত্যন্ত কষ্টক্লেশ ও ক্ষুধার যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া খন্দক খননে আত্মনিয়োগ করেন। আবূ তালহা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ক্ষুধার কথা বলিলাম এবং নিজেদের পেট দেখাইলাম। পেটে তখন পাথর বাধা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহার পেটের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া দিলেন, দেখিলাম তাহাতে দুইটি পাথর বাঁধা আছে (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., পৃ. ৪৪৮)। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিলেন মহানবী (স) খন্দক খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া। মাটির ঝুড়ি কাঁধে লইয়া অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন ঃ

اللهم لولا انت ما اهتدينا + ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنـزل سـكينة علينا + وثبت الاقدام ان لاقينا
ان الاولى قد بغوا علينـا + وان ارادوا فـتنة أبيـنا

"হে আল্লাহ! তুমি না হইলে আমরা হিদায়াত লাভ করিতে পারিতাম না, সাদাকা দিতে এবং সালাত আদায় করিতে জানিতাম না। হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ কর এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে আমাদিগকে অটল ও দৃঢ় রাখ। মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। আর তাহারা বিপর্যয় সৃষ্টির সংকল্প করিলে আমরা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করি" (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৪৯; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১২)।

ক্ষুধার্ত সাহাবীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া পড়িত। এই মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য দেখিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে তিনি বলিয়া উঠেন ঃ

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة + فاغفرالانصار والمهاجرة

"হে আল্লাহ্! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদিগকে ক্ষমা কর" (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৮; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই দু'আ শ্রবণ করিয়া সাহাবীগণ সান্ত্বনা পাইতেন এবং দ্রুতবেগে মাটির ঝুড়ি মাথায় লইয়া দৌড়াইতেন আর আবৃত্তি করিতেন ঃ

نحن الذين بايعوا محمدا + على الجهاد ما بقينا ابدا.

"আমরা তো মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে আজীবন জিহাদ করিবার শপথ গ্রহণ করিয়াছি" (সহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১৩)।

কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

اللهم انه لاخير الا خيرالا خرة + فبارك فى الانصار والمهاجرة.

"হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই আসল কল্যাণ। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদিগকে বরকত দান কর" (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪; উমদাতুল কারী, ১৪খ., পৃ. ১৩২)।

মুসলমানদের ঈমান সুদৃঢ়করণ ও নবুওয়াতের প্রত্যয়ন হিসাবে খন্দক খননকালে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে কিছু মু'জিযার প্রকাশ ঘটে।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খন্দক খননকালে আমি নবী করীম (স)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। আমি বাড়ি গিয়া স্ত্রীকে বলিলাম ঃ তোমার কাছে কি খাওয়ার মত কিছু আছে? রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তখন সে একটা চামড়ার পাত্র আনিয়া তাহা হইতে এক সা' পরিমাণ যব বাহির করিল। আমাদের একটা বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি বকরীর বাচ্চাটি যবেহ্ করিলাম এবং গোশত ডেকচিতে উঠাইলাম। আমার স্ত্রীও যব পিষিয়া আটা তৈরি করিল। আমরা একইসাথে কাজ দুইটি সম্পন্ন করিলাম। অতঃপর নবী (স)-এর কাছে ফিরিয়া গেলাম। আমার স্ত্রী বলিল, আমাকে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করিও না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গোপনে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বাড়ীতে আমরা ছোট একটি বকরীর বাচ্চা যবাহ্ করিয়াছি। ঘরে এক সা'পরিমাণ যব ছিল। আমার স্ত্রী তাহা পিষিয়া আটা তৈরি করিয়াছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে লইয়া চলুন। এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) উচ্চস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে পরিখা খননকারিগণ! তাড়াতাড়ি চল। জাবির তোমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়াছে। অতঃপ রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন ঃ তুমি যাও, তবে আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেকচি চুলা হইতে নামাইবে না এবং খামীর হইতে রুটিও তৈরি করিবে না। অতঃপর আমি বাড়িতে আসিলাম। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (স)-ও সাহাবীগণকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলে সে বলিল, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি ইহা কি করিলে? আমি বলিলাম, তুমি যাহা বলিয়াছিলে আমি তাহাই করিয়াছি। অর্থাৎ তোমার আশংকা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিয়াছি। অতঃপর আমার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আটার খামীর আগাইয়া দিলে তিনি তাহাতে মুখের লালা মিশাইলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর ডেকচির কাছে আগাইয়া গিয়া তাহাতেও লালা মিশাইলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে জাবির! রুটি প্রস্তুতকারীকে ডাক। সে আমার পাশে থাকিয়া রুটি তৈরি করুক এবং চুলার উপর হইতে ডেকচি না নামাইয়া গোশ্ত পরিবেশন করুক। জাবির (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিতেছি, সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও ডেকচি ভর্তি গোশ্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল এবং আটার খামীর হইতেও রুটি প্রস্তুত হইতেছিল (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৮-৫৮৯)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সাঈদ ইব্ন মীনা আমার নিকট বর্ণনা করেন, বাশীর ইব্ন সা'দের জনৈকা কন্যা অর্থাৎ নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) -এর বোন বলেন, আমার মাতা আমরাহ্ বিন্ত রাওয়াহা আমাকে ডাকিয়া আমার কাপড়ে এক মুষ্টি খেজুর ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, বৎস! তুমি এইগুলি তোমার পিতা ও তোমার মামা আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার কাছে নিয়া যাও, তাহারা সকালের খাবার খাইবেন। আমি সেইগুলি নিয়া রওয়ানা হইলাম। আমি তাহাদের খোঁজাখুঁজি করিতেছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে আমার দেখা হইল। তিনি বলিলেনঃ

বৎস, এইদিকে আস! তোমার কাছে এইগুলি কি? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এইগুলি খেজুর। আমার পিতা বাশীর ইব্‌ন সা'দ ও মামা আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার আহারের জন্য আমার মা এইগুলি পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ আমার কাছে নিয়া আস। আমি সেইগুলি তাঁহার হাতে দিলাম। কিন্তু তাহা পরিমাণে এতই কম ছিল যে, তাঁহার হাত ভরে নাই। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) একটি কাপড় বিছাইতে বলিলেন। তাহা বিছানো হইল। তিনি খেজুরগুলি সেই কাপড়ের উপর ছড়াইয়া দিলেন। অতঃপর পার্শ্বে উপস্থিত একজনকে বলিলেন, খন্দক খননকারীদেরকে দুপুরের খাবারের জন্য আহ্বান কর। সকলে আসিয়া খেজুর খাওয়া শুরু করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! তাহারা যতই খান, খেজুর ততই বাড়িতে থাকে। অবশেষে খন্দক খননকারিগণের তৃপ্তিসহ খাওয়া শেষ হইলেও কাপড়ের চারপাশ হইতে খেজুর তখনও উপচাইয়া পড়িতেছিল (সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৩৬)।

সালমান ফারসী (রা) বলেন, আমি পরিখার এক প্রান্তে খননকার্যে লিপ্ত ছিলাম। ঘটনাক্রমে একটি কঠিন পাথর আমার সামনে পড়িল। রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাছেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, আমি উপর্যুপরি কোদাল মারিতেছি, কিন্তু পাথরটি ভাঙ্গিতে পারিতেছি না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে কোদাল মারিলেন, ফলে পাথরটি বালুকায় পরিণত হইল (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৮)।

সুনান আন্‌-নাসাঈর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত পাথরের উপর তিনবার কোদাল মারিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারই বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় আলো বাহির হইয়াছিল এবং সেই আলোতে যথাক্রমে সিরিয়া, পারস্য ও ইয়ামানের প্রাসাদসমূহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল এবং তিনি উক্ত রাজ্যত্রয় মুসলমানদের অধীনস্থ হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন (ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৬৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৪২)।

তারীখে তাবারীর অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় ঃ আম্‌র ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন,'আমি সালমান ফারসী, হুযায়ফা ইব্‌নুল-ইয়ামান, নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (مقرن) আল-মুযানী এবং আনসারদের আর ছয় ব্যক্তি, এই দশজনের একটি ক্ষুদ্র দলের উপরও ৪০ গজ খন্দক খননের দায়িত্ব পড়ে। আমরা যুবাব নামক স্থানের নিম্নদেশ হইতে খন্দক খনন শুরু করিয়া নাদা নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলাম। আল্লাহ তা'আলা খন্দকের ভিতর হইতে একটি চকচকে সাদা পাথর বাহির করিয়া দিলেন। চেষ্টা করিয়াও পাথরটি আমরা ভাঙ্গিতে পারিলাম না। সালমান ফারসী (রা)-কে বিষয়টি নবী করীম (স)-কে অবহিত করিতে বলিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাথরের বিষয়টি অবহিত করিলেন এবং বলিলেন, আমরা যথাশক্তি প্রয়োগ করিয়া উপর্যুপরি উহার উপর আঘাত করিয়াছি, কিন্তু পাথরটি ভাঙ্গিতে পারি নাই। আপনি আমাদিগকে সাহায্য করুন। রাসূলুল্লাহ (স) সালমান ফারসীর সাথেই খন্দকে নামিয়া আসিলেন। আমরা বাকী নয়জন খন্দকের কিনারায় ছিলাম। নবী করীম (স) সালমান (রা)-এর নিকট হইতে কোদাল

লইয়া পাথরে আঘাত করিলেন, ফলে উহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং উহা হইতে বিদ্যুৎ চমকাইয়া মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত হইয়া গেল। গভীর অন্ধকার ঘরে যেন সকালের শুভ্র আলো পতিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহু আকবার বলিলেন, মুসলমানগণও তাকবীর দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) দ্বিতীয়বার ঐ পাথরে আঘাত করিলেন। এইবার উহার একটি অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং বিদ্যুৎ চমকাইয়া পূর্বের ন্যায় দুই পাহাড়ের মধ্যখানে আলো ছড়াইয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ্ (স) আল্লাহু আকবার বলিলেন, মুসলমানগণও তাকবীর ধ্বনি দিলেন। তৃতীয়বার নবী করীম (স) পাথরে আঘাত করিলেন। পাথর ভাঙ্গিয়া এইবারও উহা হইতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইল। মহানবী (স) আল্লাহু আকবার বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণও তাকবীর দিলেন।

অতঃপর মহানবী (স) সালমান (রা)-এর হাত ধরিলে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক। আমি এমন কিছু দেখিয়াছি, যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ সালমান যাহা বলিল, তাহা কি তোমরা দেখিয়াছ? সাহাবীগণ বলিলেন ঃ হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। আমরা আপনাকে পাথরে আঘাত করিতে এবং উহা হইতে তরঙ্গের ন্যায় বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি তাকবীর দিয়াছেন এবং আমরাও তাকবীর দিয়াছি। ইহা ছাড়া আর কিছু আমরা দেখি নাই। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ তোমরা সত্য বলিয়াছ। আমি প্রথম যখন পাথরে আঘাত করি তখন উহা হইতে বিদ্যুৎ চমকায় যাহা তোমরা দেখিয়াছ। উহাতে আমাকে হীরা এবং কিস্রার রাজপ্রসাদ দেখান হয়। তাহা যেন কুকুরের দন্তের ন্যায়। অতঃপর জিবরাঈল (আ) আমাকে সংবাদ দেন যে, আমার উম্মত কর্তৃক উহা বিজিত হইবে।

অতঃপর দ্বিতীয়বার ঐ পাথরে আঘাত করিলে উহা হইতে আলো চমকাইয়া উঠে এবং উহাতে আমি রোমের রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাই যেন তাহা কুকুরের দন্তের ন্যায়। জিবরাঈল (আ) সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের হাতে ইহাও বিজিত হইবে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করিলে পাথর ভাঙ্গিয়া আলো চমকায় এবং সান'আর রাজপ্রাসাদ ভাসিয়া উঠে, যেন তাহা কুকুরের দন্তের ন্যায়। জিবরাঈল (আ) আমাকে জানইলেন যে, আমার উম্মত এই সাম্রাজ্য জয় করিবে। তোমরা আনন্দিত হও যে, মুসলমানদের বিজয় সমাগত। ইহাতে মুসলমানগণ আনন্দিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞস্বরে বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই। ইহা সত্য প্রতিশ্রুতি যাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না (তারীখ তাবারী, ২খ, পৃ. ২৩৫-৩৬)। ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا.

"মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আমাদের সঙ্গে যাহার ওয়াদা করিয়াছেন। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছেন। আর ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল" (৩৩ ঃ ২২)।

ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, কোন কাজই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। আর মুনাফিকরা বলিল, তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হইতেছ না যে, মুহাম্মাদ তোমাদেরকে মিথ্যা সংবাদ ও প্রতিশ্রুতি দিতেছে এবং বলিতেছে যে, মদীনায় থাকিয়াই তিনি হীরা ও কিসরার রাজপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর তোমরা তাহা জয় করিবে। অথচ তোমরা খন্দক খনন করিতেছ এবং ইহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছ না (তারীখে তাবারী, ২খ., পৃ. ২৩৬)। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا.

"আর স্মরণ কর মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে" (৩৩ ঃ ১২)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি উমার ও উছমান (রা)-এর শাসনামলে উল্লিখিত সাম্রাজ্যগুলি বিজয় হইলে বলিতেন, সেই আল্লাহ্র কসম, যাঁহার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! তোমরা সেই সকল শহর বিজয় করিয়াছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহা তোমরা বিজয় করিবে, এই সকল কিছুর চাবি অনেক পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেওয়া হইয়াছে (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ২৩৬)। ইব্ন ইসহাক বলেন, অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর মুসলমানগণ পরিখা খননকার্য শেষ করিলেন। জু'আয়ল নামক একজন মুসলিমকে নিয়া এই দিন তাহারা সমবেত কণ্ঠে রণোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জু'আয়ল-এর নাম পরিবর্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন আমর। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আবৃত্তিকৃত কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

سماه من بعد جعيل عمروا + وكان للبائس يوما ظهرا.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) জু'আয়লের নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন আমর, সেদিন তিনি দুর্বলদের জন্য শক্তিতে পরিণত হন।" যখন সাহাবীগণ "আমরান" বলিতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-ও তাহাদের সঙ্গে "আমরান" বলিতেন। আর যখন তাঁহারা "যাহরান" বলিতেন, তখন তিনিও "যাহরান" বলিতেন (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ২৩৫; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২১০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৯৫)।

কাফির বাহিনী মদীনায় পৌছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) নারী ও শিশুদেরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ একটি দুর্গে রাখেন। এই সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক নিযুক্ত করেন। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীদের উপর মুসলমানগণ ইতোমধ্যে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বনূ কায়নুকা ও বনূ নাযীরকে দেশান্তরিত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু

বনূ কুরায়যা তখনও মদীনায় অবস্থান করিতেছিল। ইতোপূর্বে একাধিকবার তাহারা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করিয়াছে। এইবারও সুযোগ পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, সতত এই সন্দেহ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মনে উদ্রেক হইতেছিল। আবার অন্যান্য গোত্রের মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সুতরাং ইহার প্রতিরোধকল্পে এবং নারী ও শিশুদের রক্ষার্থে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে তিন শত এবং মাসলামা ইব্ন আস্লামের নেতৃত্বে দুই শত সৈন্য নিযুক্ত করিলেন (খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১৩৮)।

তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের বাকী আড়াই হাজার সৈন্য লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) সালা পাহাড়কে পশ্চাতে এবং পরিখাকে সামনে রাখিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিলেন। মুসলমানদের সাংকেতিক চিহ্ন (কোড) ছিল حم لا ينصـرون "হামীম! তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।" অপরদিকে কাফির বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইল। কিনানা গোত্র এবং তিহামাবাসীদের সমন্বয়ে কুরায়শগণ জুরফ ও যিআবার মধ্যবর্তী উপত্যকা রুমাহ্-এ অবতরণ করিল। বনূ গাতাফান নাজদীদিগকে লইয়া উহুদ প্রান্তরের পাদদেশে তাঁবু স্থাপন করিল। শত্রুবাহিনীর দশ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য মহা পরাক্রমে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল (নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২১৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০৬)।

তাহাদের সাথে ছিল সাড়ে চার হাজার উট এবং তিন শত ঘোড়া (আকবর শাহ খান নজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, ১খ., পৃ. ১৫৯)। অপরপক্ষে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (স)-এর উপর দৃঢ় প্রত্যয়ী আড়াই হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী ঈমানের বলে বলীয়ান হইয়া শত্রুদের মুকাবিলায় পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু কিছু দুর্বল ঈমানদার ও কপট মুনাফিক বিশাল কুরায়শ বাহিনীর ভয়ে শংকিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইবার বাহানা তালাশ করিতে লাগিল। ভীত-বিহ্বল হৃদয়ে তাহারা যেন মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। তাহাদের এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْداً. وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْراً. وَاِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَاراً.

"যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং

তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে। আর উহাদের একদল বলিয়াছিল, হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদিগের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল এবং উহাদিগের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদিগের উদ্দেশ্য" (৩৩ ঃ ১০-১৩)।

অথচ যাহারা খাঁটি ঈমানদার ছিলেন তাহারা মোটেও ভীত-সন্ত্রস্ত হন নাই। তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا رَاَى الْمُوْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا.

"মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল উহারা বলিয়া উঠিল, ইহা তো তাহাই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন। আর ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল" (৩৩ ঃ ২২)।

এই সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানদের সহিত চুক্তিবদ্ধ ইয়াহূদী গোত্র বনূ কুরায়যাও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সম্মিলিত বাহিনীর সহিত হাত মিলাইল। আল্লাহ্‌র দুশমন হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের উপর্যুপরি প্ররোচনায় বনূ কুরায়যা সর্দার কাব ইব্‌ন আশরাফ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কাফির বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করিল। মুসলমানদের নিকট কা'বের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ (স) ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আওস গোত্রের নেতা সা'দ ইব্‌ন মু'আয, খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা), যিনি বনূ সা'দ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজের লোক ছিলেন এবং তাহাদের সাথে হারিছ ইব্‌ন খায্‌রাজ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ও আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের খাওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ঘটনা তদন্ত করিয়া দেখ, যদি সত্য হয় তবে এমন এক সংকেতে তাহা আমাকে জানাইবে যাহা কেবল আমিই বুঝিতে পারিব। সাবধান! মানুষের মনোবল নষ্ট করিবে না। আর সে যদি চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তাহা হইলে সকলের সামনে প্রকাশ্যে এই সংবাদ বর্ণনা করিবে। প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়া দেখিলেন, যাহা শুনিয়াছেন বাস্তব অবস্থা তাহার চেয়ে খারাপ। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে তাহারা নানারূপ কটূক্তি পর্যন্ত করিতেছে। তাহারা অবজ্ঞাভরে বলে, রাসূল আবার কে? মুহাম্মাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি বা অংগীকার হয় নাই (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৮; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ২খ., ১৩২; আন-নাদবী, সীরাতুন-নাববিয়্যা, পৃ. ২১৭)। বিশ্বাসঘাতক বনূ কুরায়জা সদলবলে শত্রুবাহিনীতে যোগ দিল (আসাহহুস্ সিয়ার, পৃ. ১৪৬; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৭২)।
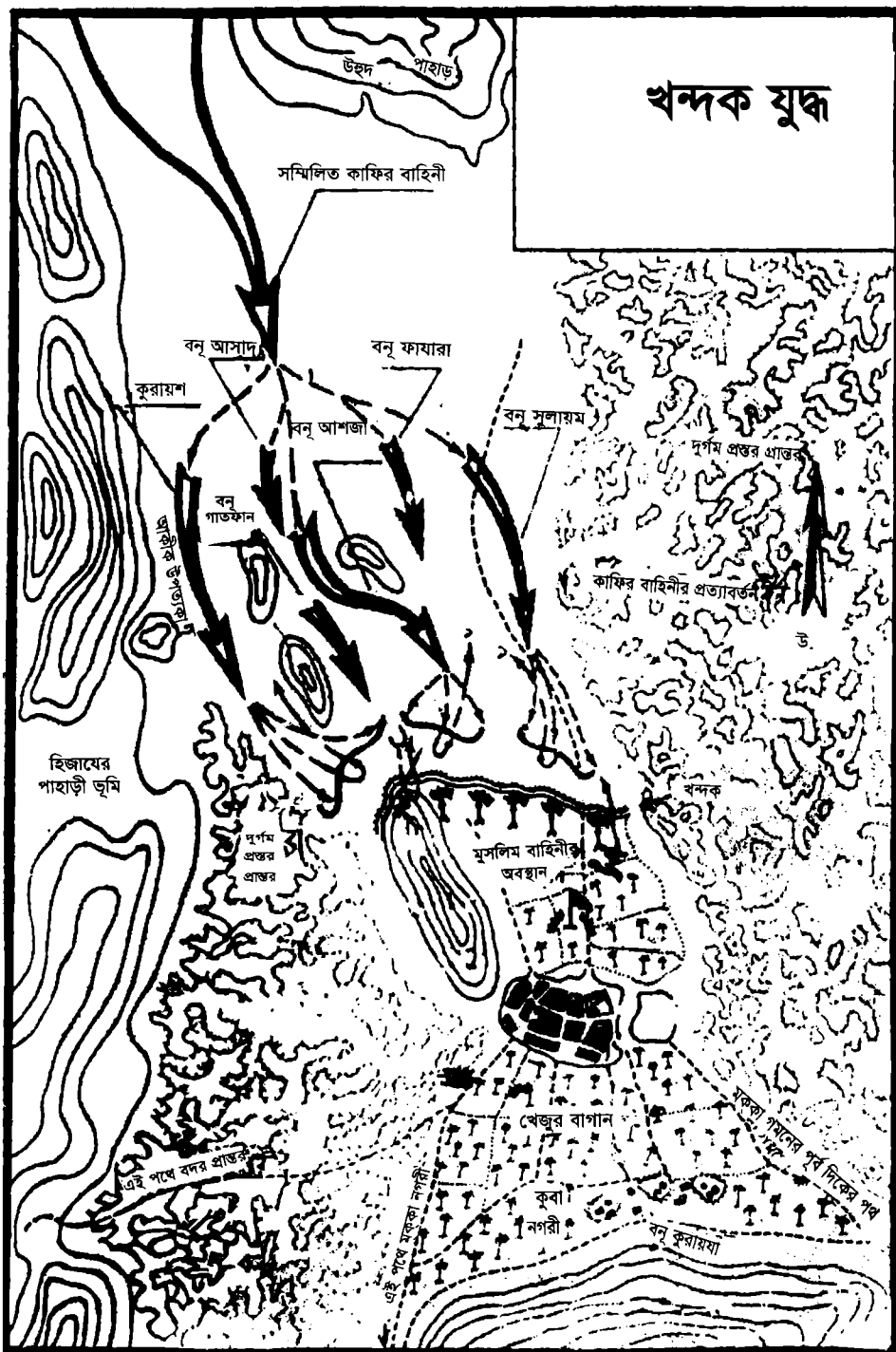
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬১১ হইতে গৃহীত।

খন্দক ময়দানের বর্তমান দৃশ্য ঃ ছবির বৃত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ছয়টি মসজিদ দেখা যাইতেছে।
সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।
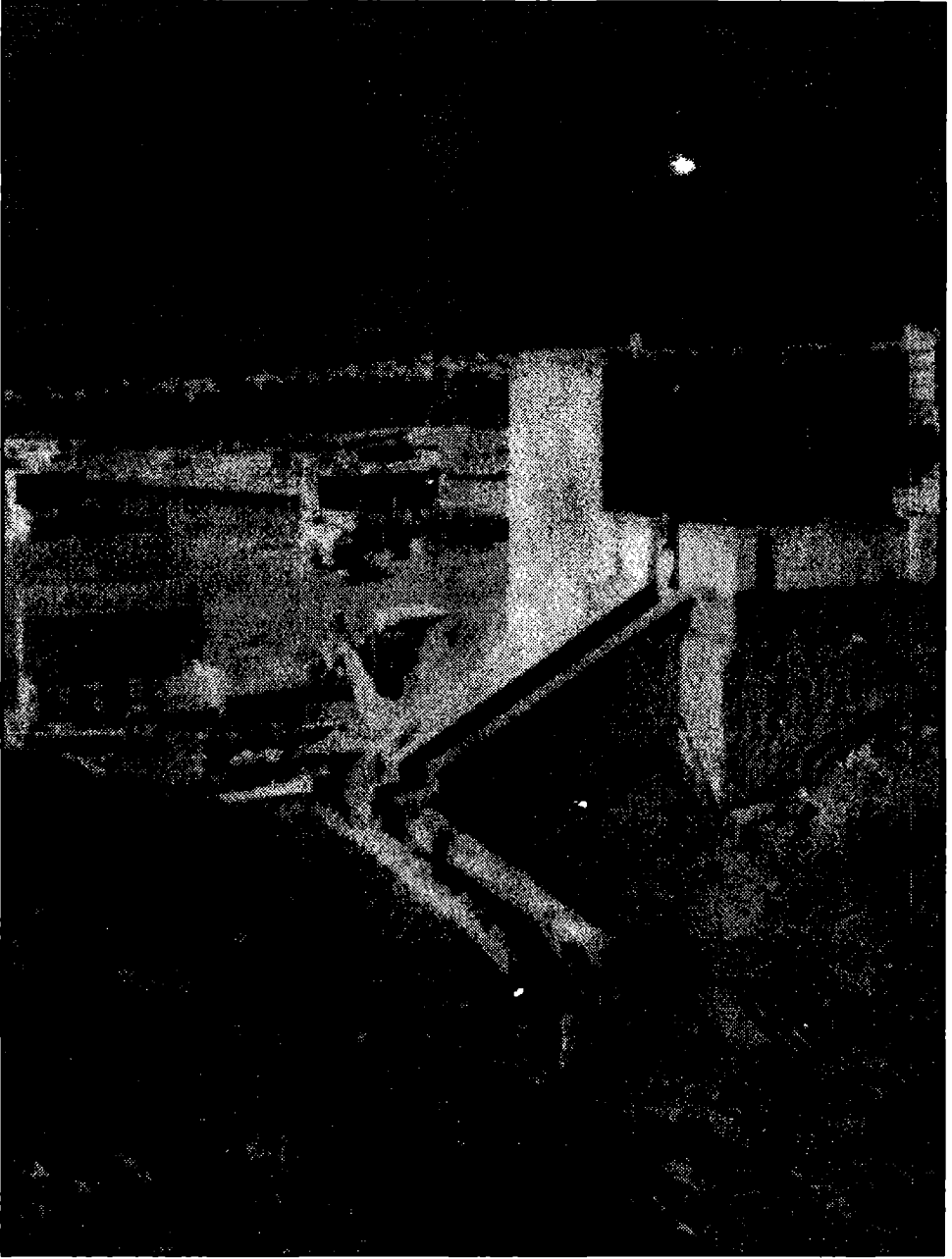
খন্দক (আহ্‌যাব) যুদ্ধের ময়দান ঃ ছবিতে যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত 'মসজিদে আরবাআ' (চারটি ঐতিহাসিক মসজিদ) দেখা যাইতেছে। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

যায়দ ও মাসলামা (রা)-এর অধীনস্থ বাহিনীদ্বয়ের তৎপরতার দরুন নারী ও শিশুদের দুর্গ আক্রমণ করা কিংবা অন্য কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করা তাহাদের জন্য সম্ভবপর হইল না। সুতরাং তাহারা শত্রুদলের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিল। সমস্ত শত্রু তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সুপরিকল্পিতভাবে একযোগে মদীনার তিনদিক দিয়া প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু শহরের নিকটবর্তী হইলে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর খননকৃত পরিখা তাহাদের অগ্রযাত্রা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিল। শত্রুবাহিনী এই অভিনব কৌশলের সাথে পূর্ব হইতে পরিচিত ছিল না বিধায় ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। তাহাদের ঔদ্ধত্য ও তর্জন-গর্জন নিমিষের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহারা সেখানেই তাঁবু স্থাপন করিল এবং মুসলমানদের লক্ষ্য করিয়া তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন আশাপ্রদ ফলোদয় হইল না। মুসলমানগণও পরিখার অপর পারে থাকিয়া তাহাদের এই বিচ্ছিন্ন আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬১৫)। মুশরিক বাহিনী প্রায় এক মাস মদীনা অবরোধ করিয়া রাখে। তাহারা কোন দুর্বল ও সংকীর্ণ স্থানের অনুসন্ধান করিতে থাকে, যে স্থান দিয়া খন্দক অতিক্রম করা যায়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাহাদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিলেন শত্রু বাহিনী যেন কোনক্রমেই খন্দক অতিক্রম করিতে কিংবা উহার অংশবিশেষ ভরাট করিয়া রাস্তা তৈরি করিতে না পারে। সেইজন্য মাঝেমধ্যে তাহারা শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এইদিকে বিশাল শত্রুবাহিনীর রসদ-সম্ভারও দিনে দিনে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন কুরায়শ ও সম্মিলিত বাহিনী খন্দক অতিক্রম করিয়া মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল (নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২১৭)।

প্রথমে দিরার ইব্‌ন আল-খাত্তাব, হুবায়রা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব, ইকরিমা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল, আমর ইব্‌ন আবদে উদ্দ প্রমুখ যোদ্ধা খন্দক অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে তাহারা পরিখা অতিক্রম করিতে ব্যর্থ হয় (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৭২; সীরাত ইবনে হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০৩; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১৪৭)।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় নওফাল ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আল-মাখযুমী, ইকরিমা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল, আমর ইব্‌ন আবদে উদ্দ প্রমুখ সেনার একটি অশ্বারোহী দল পরিখার একটি অপ্রশস্ত অংশে আসিয়া তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়। ঘোড়াগুলি পার হইয়া পরিখা ও সালা পর্বতের মাঝখানে একটি জলাভূমিতে আসিয়া পড়ে। আলী (রা) কয়েকজন সৈন্যসহ পরিখার যে অংশ দিয়া তাহারা প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে অবস্থান নেন এবং তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়ান (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৪৫)। আমর ইব্‌ন আবদে উদ্দ বদর যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছিল বিধায় উহুদ যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। খন্দকের যুদ্ধে সে তাহার বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য একটি চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। সে তাহার ঘোড়াসহ মুসলিম সৈন্যদের মুখামুখি হইয়া প্রতিপক্ষের যে কোন একজনকে মল্লযুদ্ধে আহবান জানাইল (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ২খ.,

পৃ. ১৩৪)। আলী (রা) আমর-এর ডাকে সাড়া দিয়া বলিলেন, হে আমর! তুমি না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কুরায়শদের কোম ব্যক্তি তোমার সামনে দুইটি বিকল্প প্রস্তাব করিলে তুমি তাহার একটি অবশ্যই পূরণ করিবে? সে বলিল, হাঁ, করিয়াছিলাম। আলী (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (স) এবং ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতেছি। সে উত্তরে বলিল, তাহা আমার আর প্রয়োজন নাই। তখন আলী (রা) বলিলেন, তবে আমি তোমাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহবান করিতেছি। সে বলিল, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমাকে হত্যা করিতে আগ্রহী নহি। আলী (রা) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাকে হত্যা করিতে চাই। ইহা শুনিয়া আমর ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। রাগে উত্তেজিত হইয়া সে আলী (রা)-এর দিকে আগাইয়া আসিল। ফলে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। পালাক্রমে একে অপরকে আঘাত করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কথিত বীরশ্রেষ্ঠ, যাহাকে এক হাজার সেনার সমকক্ষ বলা হইত, সেই আমর ইব্ন আব্দে উদ্দকে আলী (রা) হত্যা করেন। পরাজয়ের গ্লানিতে তাহাদের অশ্বারোহী দল পালাইয়া আত্মরক্ষা করিল (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ১৩৪-৩৫; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৭২)। আমর নিহত হওয়ার পর ইক্রিমা ইব্ন আবী জাহ্ল স্বীয় বর্শা রাখিয়া পলায়ন করে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৪৫)। তাহার সম্পর্কেই হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

فـر والـقـى لـنـا رمـحـــه + لـعلك عـكرم لم تفعل

ووليت تعدو كعدو الظليم + ما ان تجـوز عن المعول

ولـم تـلق ظـهرك مستانا + كـأن قـفـاك قفا فرعل

"সে প্রাণ লইয়া পালাইল, আর আমাদের জন্য রাখিয়া গেল স্বীয় বর্শাটিও। হে ইকরিমা! এমন কাজ হয়ত তুমি আর কখন কর নাই। তুমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে উটপাখির মত। তুমি সাহস করিয়া একবারও পশ্চাতে তাকাইলে না। তোমার ঘোড়া যেন হায়েনার ঘাড়ের সদৃশ (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৩৫)।

আলী (রা)-এর প্রবল রণোদ্দীপনা এবং বিশেষত তরবারি যুলফিকারের চাকচিক্য দেখিয়া আমরের সহযোগী অশ্বারোহী দল পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু পলায়নোদ্যত নাওফাল পরিখা অতিক্রম করিতে যাইয়া ঘাড় মোচড়াইয়া পরিখার ভিতরে পতিত হইল। সাহাবীগণ শর ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নাওফাল চিৎকার করিয়া বলিল, তোমরা আমাকে কুকুরের ন্যায় মারিও না, আমি তোমাদের নিকট সম্মানজনক মৃত্যু প্রত্যাশা করিতেছি। আলী (রা) তাহার শেষ বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন এবং পরিখার ভিতরে অবতরণ করিয়া তরবারির আঘাতে তাহাকে নিঃশেষ করিয়া দিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ৪২৮)।

অপর বর্ণনামতে নাওফাল অশ্বে আরোহণ পূর্বক খন্দক অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে ঘোড়া তাহাকে লইয়া খন্দকে পড়িয়া যায়। ফলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে সেখানেই

নিহত হয়। মুশরিকরা দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাহার লাশ তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার আবেদন জানাইলে নবী (স) বলিলেন ঃ নাওফাল অপবিত্র (মুশরিক), তাহার বিনিময়ও অপবিত্র। এই রক্তপণের কোন প্রয়োজন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নাওফালের লাশ তাহাদিগকে ফেরত দিলেন (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১১৪; ইদরীস কানদেহলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩১৯)। মল্লযুদ্ধে কাফিরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখিয়া তাহারা সমবেতভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ করিল এবং বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। সারাদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ এক মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করিতে পারেন নাই বিধায় চার ওয়াক্ত (যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা) নামায কাযা হইয়াছিল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৮; ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ১খ., পৃ. ২২৭; মুখতাসার সীরাতির রাসূল, পৃ. ৮৬; ফিকহুস সীরাত, পৃ. ৩২৫; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ২৩৯)।

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। খন্দকের যুদ্ধের দিনে উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) আগমন করেন এবং কাফিরদের সম্পর্কে গালমন্দ করিবার পর আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অদ্য সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমি সালাত আদায় করিতে সক্ষম হই নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আমিও সালাত আদায় করিতে পারি নাই। অতঃপর আমরা নবী (স)-এর সহিত বুত্‌হান নামক স্থানে অবতরণ করি। নবী (স) সেখানে উযু করেন। আমরাও উযু করি। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করেন। ইহা ছিল সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরের ঘটনা। ইহার পর মাগরিবের সালাত আদায় করা হয় (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)।

রাসূলুল্লাহ (স) নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করিতে না পারার কারণে এতই মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি বদ্‌দু'আ করিয়াছিলেন। মুসনাদে আহ্‌মাদ-এর বর্ণনামতে, মুশরিকগণ নবী (স)-কে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করা হইতে বিরত রাখিয়াছিল। ফলে একত্রে তিনি এই সকল সালাতের কাযা আদায় করেন। মুশরিকদের পক্ষ হইতে খন্দক অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা এবং মুসলমানদের পক্ষ হইতে অব্যাহত প্রতিরোধ কয়েক দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু যেহেতু দুই দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমরে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে খন্দক ছিল বিরাট প্রতিবন্ধক, এইজন্য সামনাসামনি সংগ্রামের সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই; বরং যুদ্ধের গতিধারা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ব্যতীত তীর ও বর্শা নিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য তীর নিক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েক ব্যক্তিকে প্রাণ হারাইতে হয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। মুসলমানদের পক্ষে ছয়জন শহীদ হন এবং মুশরিকদের পক্ষে দশজন নিহত হয়। ইহার মধ্যে এক কিংবা দুইজন তরবারির আঘাতে নিহত হইয়াছিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৪৬)।

মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে তীব্র গতিতে তীর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর বাহুর মধ্যবর্তী মূল শিরায় তীরবিদ্ধ হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হয়। হিব্বান ইব্‌ন আরিকা

নামক জনৈক কুরায়শীর তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। অতঃপর তিনি প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয় অবগত আছ যে, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, স্বীয় জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার বিষয়টি আমার নিকট যতটা প্রিয়, অন্য কোন যুদ্ধ ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমার বিশ্বাস, তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধকে শেষ পর্যায়ে উপনীত করিয়াছ। কিন্তু যুদ্ধের বিষয়ে এখনও যদি কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমাকে তাহাদের জন্য জীবিত রাখিও যাহাতে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া থাক, তাহা হইলে এই আঘাতকে বাকী রাখিয়া ইহাকে আমার মৃত্যুর কারণ করিয়া দাও (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১)। তাঁহার দু'আর শেষের অংশটুকু এই ছিল যে, কিন্তু সেই পর্যন্ত আমার মৃত্যু দিও না, যেই পর্যন্ত না বনূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু পরিতৃপ্তি করিয়া লই (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দু'আ কবুল করিয়াছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের শেষে বনূ কুরায়যা'র শাস্তিপ্রাপ্তির পর তাঁহার ইন্তিকাল হয় (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ১৫২)

শক্রবাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মুসলমানগণ পরিখার পার্শ্বে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সমগ্র মদীনা প্রায় জনমানব শূন্য ছিল। বনূ কুরায়যার মহল্লা সংলগ্ন দুর্গে মুসলিম শিশু ও নারীদেরকে নিরাপদ প্রহরায় রাখা হইয়াছিল। ইয়াহূদীরা এই সুযোগে দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা করিল। তাহারা আক্রমণোদ্যত হইয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) ব্যতীত (রা) আর কোন পুরুষ সেখানে ছিল না। জনৈক ইয়াহূদী দুর্গ আক্রমণের পূর্ব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সুযোগ সন্ধানের জন্য দুর্গের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া উপনীত হইল। সাফিয়্যা (রা) ইহা দেখিয়া হাস্সান (রা)-কে বলিলেন, আপনি অবতরণ করিয়া শক্রদের এই গুপ্তচরটিকে হত্যা করিয়া ফেলুন। হাস্সান (রা) বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিব তনয়া! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি তো জানেন, ইহা আমার কাজ নয়। তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া সাফিয়্যা (রা) বুঝিতে পারিলেন তাহাকে দিয়া কিছু হইবে না। তখন তিনি নিচে নামিয়া আসিলেন এবং তাঁবুর একটি খুঁটি উঠাইয়া ইয়াহূদীর মাথায় এত জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। তিনি উপরে উঠিয়া হাস্সান (রা)-কে বলিলেন, ইয়াহূদীর মস্তক কর্তন করিয়া দুর্গের উপর হইতে শক্রবাহিনীর সম্মুখে নিক্ষেপ করুন। হাস্সান (রা) ইহাতেও অপারগতা প্রকাশ করিলে বীরাঙ্গনা সাফিয়্যা (রা) নিজেই এই কার্য সমাধা করিলেন। গুপ্তচরের কর্তিত মস্তক দেখিয়া ইয়াহূদীগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিল, দুর্গের অভ্যন্তরে মনে হয় অনেক সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে। সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া দুর্গ আক্রমণ না করিয়া প্রাণভয়ে পালাইয়া গেল (শারহুল মাওয়াহিব, পৃ. ১২৯)।

এই যুদ্ধে রুফায়দা (রা) নাম্নী একজন সম্মানিতা মহিলা সাহাবীও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধপত্র ছিল। তিনি আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা

করিতেন। সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) আহত হইলে তাহারও তিনি চিকিৎসা করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫০৯; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ২৫২)।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে এমন এক কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল যাহার মাধ্যমে শত্রুদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা যায় এবং তাহাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়। এই প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (স) গাতাফান গোত্রের দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব উয়ায়না ইব্ন হিস্ন এবং হারিছ ইব্ন আওফের সঙ্গে মদীনায় উৎপাদিত খেজুর এক-তৃতীয়াংশ দেওয়ার শর্তে এমন একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা করিলেন যাহার ফলে এই নেতৃদ্বয় নিজ নিজ গোত্রের লোকজন লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারে এবং এই অবস্থায় মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন কুরায়শ বাহিনীকে সহজেই পর্যুদস্ত করিতে পারেন।

উক্ত কূটনৈতিক কৌশল সম্পর্কে সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) যখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) এবং সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা)-এর সহিত আলোচনা করেন তখন তাঁহারা উভয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই নির্দেশ লাভ করিয়া থাকেন তবে বিনা বাক্যে তাহা স্বীকৃত হইবে। আর যদি আপনি আমাদের জন্যই ইহা করিতে চাহেন তাহা হইলে আমাদের এর কোন প্রয়োজন নাই। যখন এই সকল লোকজন এবং আমরা মুশরিক প্রতিমা পূজারী ছিলাম তখন ইহারা অতিথিসেবা ও ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমাদের একটি শস্যকণারও লোভ করিতে পারে নাই। আর এখন আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সত্য দীনের নূর দ্বারা আলোকিত করিয়াছেন এবং আপনার মাধ্যমে সম্মান দান করিয়াছেন। আমরা কখনও তাহাদিগেকে নিজ সম্পদ দান করিব না। আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাহাদিগকে শুধু তরবারির আঘাতই করিব, অন্য কিছু দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের মতামতের অনুকূলেই রায় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন ঃ সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে বলিয়া শুধু তোমাদের কারণেই আমি এই রূপ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১১)।

আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় মুসলমানদের হিফাযতকারী। তিনি এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, শত্রুদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইয়া গেল। ফলে তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রখরতা স্তিমিত হইয়া পড়িল। মূসা ইব্ন উক্বার বর্ণনামতে তিন সপ্তাহের অধিক সময় অবরোধের পরও যখন আশাপ্রদ কোন ফল হইল না, রসদপত্রও শেষ হইবার পথে; আবূ সুফ্য়ান ও তাহার সৈন্যদল চিন্তিত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। বনূ কুরায়যা উপায়ান্তর না দেখিয়া নূতনভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সন্ধি স্থাপনের পরিকল্পনা করিল। ঠিক এই সময় নু'আয়ম ইব্ন মাস্‌উদ আশ্‌জাঈ নামক একজন গাতাফানী, যিনি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তখনও তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানাজানি হয় নাই, গোপনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা জানে না। সুতরাং আপনি আমায়

আদেশ করুন দীনের জন্য আমি কি উপকার করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ব্যক্তি হিসাবে যেহেতু তুমি একা, সেহেতু কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তবে তাহাদের ঐক্যে ফাটল ধরানো, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মনোবল ক্ষীণ ও দুর্বল করিয়া দেওয়ার মত কোন কৌশল তুমি অবলম্বন করিতে পার। কারণ শত্রুবাহিনী বিধ্বস্ত করিবার ব্যাপারে এইসব কূটকৌশল অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধ অর্থ হচ্ছে কূটকৌশলের খেলা। পরামর্শ মুতাবিক নু'আয়ম কূটকৌশল অবলম্বন করিয়া ফাটল সৃষ্টির লক্ষে প্রথমে বনূ কুরায়যার দিকে গমন করিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১২; ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২১৩)।

ইব্ন হিশাম-এর বর্ণনামতে তখন রাসূলুল্লাহ (স) নু'আয়ম (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ তুমি যদি পার শত্রুদের মধ্যে গিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দাও। কেননা প্রতারণা করা যুদ্ধেরই অংশ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরামর্শ মুতাবিক নু'আয়ম (রা) প্রথমে বনূ কুরায়জার নিকট গমন করিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা ছিল। তাহারা বলিল, তুমি সত্যবাদী, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। তিনি বলিলেন, কুরায়শ, গাতাফান এবং তোমাদের অবস্থান এক পর্যায়ের নয়। ইহা তোমাদের আবাসভূমি, এখানেই তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অবলা নারীরা রহিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। কুরায়শ ও গাতাফানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়িতে আসিয়াছে। তোমরা তাহাদের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করিয়াছ। তাহাদের ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়-পরিজন এখানে নাই। কাজেই তাহাদের অবস্থা তোমাদের মত নয়। তাহারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে। পক্ষান্তরে অবস্থা প্রতিকূল হইলে তোমাদেরকে শত্রুর কাছে রাখিয়া তাহারা কাটিয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোককে তোমাদের নিকট বন্ধক না রাখা পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবে না। তাহারা এই পরামর্শকে উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিল।

অতঃপর তিনি কুরায়শদের সহিত সাক্ষাত করিয়া একই কায়দায় আবূ সুফ্য়ান ও অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবর্গকে বলিলেন, আপনাদের সহিত আমার মিত্রতা এবং আন্তরিকতার কথা তো আপনারা জানেন। তাহারা বলিল, হাঁ। নু'আয়ম বলিলেন, ইতোমধ্যে আমার নিকট একটি সংবাদ পৌঁছিয়াছে যাহা একজন শুভানুধ্যায়ী হিসাবে আপনাদিগকে অবহিত করা সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি। তবে আমার কথা আপনাদিগকে গোপন রাখিতে হইবে। তাহারা ইহাতে সম্মত হইলে তিনি বলিলেন, আপনারা হয়ত জানেন না, বনূ কুরায়যা মুহাম্মাদের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া এখন অনুতপ্ত। তাহারা লোক মারফত মুহাম্মদ (স)-কে অবহিত করিয়াছে যে, ইহার প্রতিবিধানস্বরূপ এখন আমরা সুকৌশলে কুরায়শ ও গাতাফানদের পদস্থ নেতৃবৃন্দকে ধরিয়া যদি আপনার হাতে সমর্পণ করি তবে আপনি কি খুশী হইবেন? আপনি তাহাদিগকে ইচ্ছামত হত্যা করিতে পারিবেন। অতঃপর আমরা যৌথ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের অবশিষ্টদের মূলোৎপাটন

করিব। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কাজেই ইয়াহূদীরা আপনাদের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিবর্গকে যিম্মীস্বরূপ রাখিবার জন্য লোক পাঠাইতে পারে। সাবধান! আপনারা একটি লোককেও তাহাদের হাতে অর্পণ করিবেন না।

অতঃপর তিনি গাতাফান গোত্রের কাছে গিয়া বলিলেন, তোমরা আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং কাছের লোক। আমার প্রতি তোমাদের সন্দেহ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। তাহারা বলিল, সত্য বলিয়াছ। তুমি আমাদের কাছে অতি বিশ্বাসী। তিনি বলিলেন, তোমাদের হিতাকাংখী হিসাবে বলিতেছি, তবে আমার কথা গোপন রাখিবে। অতঃপর তিনি কুরায়শদেরকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাদেরকেও তদনুরূপ কথা বলিলেন এবং তাহাদেরকেও সাবধান করিয়া দিলেন (সীরাতু ইব্ন হিশাম, ২খ, পৃ. ১৩৯)।

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের এক শনিবার রাত্রে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও মহিমা এইভাবে প্রকাশ পায় যে, আবূ সুফ্য়ান ও গাতফান গোত্রের নেতৃবৃন্দ বনূ কুরায়যার নিকট ইক্রিমা ইব্ন আবী জাহ্লকে কুরায়শ ও গাতাফানের কতিপয় প্রতিনিধিসহ প্রেরণ করেন। তাহারা বনূ কুরায়যাকে বলিল, আমরা তো এখানকার বাসিন্দা নই। আমাদের রসদ সম্ভার ও আরোহণের জীবজন্তু ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া চল মুহাম্মাদের সহিত চূড়ান্ত ফয়সালা অর্থাৎ তাহাকে শেষ করিয়া ফেলি। ইয়াহূদীরা বলিল, অদ্য শনিবার; এই দিন আমরা কোন কিছু করি না। আমাদের পূর্বসূরিগণ এই দিনের অশ্রদ্ধা করিয়া শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করিব না যতক্ষণ না তোমাদের কতিপয় লোককে আমাদের নিকট যিম্মী রাখিবে। মুসলমানদের সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত তাহারা আমাদের হাতে বন্দী থাকিবে। কারণ যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিলে এবং তোমাদের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িলে তোমরা আমাদিগকে শত্রুর কবলে রাখিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবে বলিয়া আমরা শংকিত। অথচ মুসলমানদের সহিত লড়িবার শক্তি ও জনবল আমাদের নাই।

প্রতিনিধিবর্গ বনূ কুরায়যার এই বার্তা লইয়া কুরায়শ ও বানূ গাতাফানের নিকট ফিরিয়া গেল। সংবাদ শুনিয়া তাহারা বলিল, আল্লাহ্র শপথ! নু'আয়ম ইব্ন মাস্‌উদের কথা সত্যে পরিণত হইয়াছে। তাহারা বানূ কুরায়যার নিকট এই বলিয়া বার্তা পাঠাইল, আমরা আমাদের একটা লোকও তোমাদের হাতে সমর্পণ করিব না। তোমাদের ইচ্ছা হইলে যুদ্ধ করিতে পার। এই সংবাদ শুনিয়া বনূ কুরায়যা ভাবিল, নু'আয়ম যাহা বলিয়াছিল সবই সত্য। যুদ্ধ করিতে তাহারা আসিয়াছে বটে, তবে যুদ্ধে সুবিধা করিতে অক্ষম হইলে তাহারা চলিয়া যাইবে এবং আমাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে। সুতরাং তাহারা কুরায়শ ও গাতাফান গোত্রকে জানাইয়া দিল, আমাদের নিকট তোমাদের কিছু লোক যিম্মী না রাখিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাদের পক্ষ অবলম্বন করিব না। এইভাবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার পথ রুদ্ধ হইয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙন সৃষ্টি হইল এবং সম্মিলিত

বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরিল। ফলে তাহাদের সাহস ও মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১২; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৫০; কিতাবুল মাগাযী, ২খ, পৃ. ৪৮১-৮৩)।

এই সময় মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিম্ন লিখিত দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا.

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দোষত্রুটিগুলি ঢাকিয়া রাখুন এবং আমাদিগকে ভয়ভীতি ও বিপদাপদ হইতে নিরাপত্তা দান করুন" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১২)।

অপরদিকে এই কঠিন ও নাযুক পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.

"হে কুরআন নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! তুমি শত্রু বাহিনীসমূহকে পরাজিত কর। হে আল্লাহ! তুমি তাহাদিগকে পরাভূত কর এবং আতঙ্কিত কর" (সহীহ আল-বুখারী, ১খ., পৃ. ৪১১; ২খ., পৃ. ৫৯০ ; উমদাতুল কারী, ১২ খ, পৃ. ১৫১; মুনতাকা আন-নুকূল, পৃ. ২৮৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের দু'আ আল্লাহ কবুল করিলেন। মুশরিকদিগের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা দ্বিধাবিভক্ত হইল। অপরদিকে শীতের স্বচ্ছ আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। শুরু হইল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। মরু ঝটিকা তাহাদের সমুদয় ছাউনি উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে তাহারা কাবু হইয়া পড়িল। এমনিভাবে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইল (শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১১৬; নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২২০)। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা পাঠাইয়া তাহাদের হৃদয়ে এইরূপ ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, তাহারা মনে করিল, না জানি এই কঠিন বিপদের মুহূর্তে মুসলমানগণ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে। না জানি ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনকি আবূ সুফ্য়ান ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, হয়ত মুসলমানগণ গভীর আঁধারে আমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ চালাইতে পারে। কাজেই প্রত্যেকের নিকটস্থ লোকটি নিজ দলের কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া লও এবং পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া রাখ। এই সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءُوْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী, যাহা তোমরা দেখ নাই" (৩৩ ঃ ৯)।

ريحا বলিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু উদ্দেশ্য, যাহা মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর তাঁবুর খুটি ও রসদসম্ভার উড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ফলে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। جنود বলিতে এখানে মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার (আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১৪খ., পৃ. ১২০; রূহুল মা'আনী, ১১খ, পৃ. ১৫৫; আয়সারুত তাফসীর, ৪খ., পৃ. ২৪৮-৪৯; ফাতহুল কাদীর, ৪খ., পৃ. ৩২৮-২৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) জানিতে পারিলেন আল্লাহ্‌র অপার রহমতে শত্রুবাহিনী হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন ঃ দেখিয়া আস, রাত্রে ইহারা কি করিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া আসিবে এবং আমার নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কাহারও সহিত কোন কথা বলিবে না। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জন্য এই দু'আ করিয়াছেন যে, তিনি যেন জান্নাতে তাঁহার সাথী হন (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৭; মাক্‌তাবা তাওফীকিয়া, মিসর সং.)।

হুযায়ফা (রা) শত্রুবাহিনীর শিবিরের সন্নিকটে গিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে, সবকিছু তছনছ হইয়া গিয়াছে। শত্রুদের প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় সম্পন্ন। হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া শত্রুদের ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১৩)।

অন্য বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আছে যে গোপনে শত্রুবাহিনীর অবস্থা জানিয়া আমাকে অবহিত করিতে পারে? এই কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। পরিশেষে যুবায়র (রা) এই কঠিন কাজের জন্য সম্মত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে হাওয়ারী তথা সাহায্যকারী উপাধি দান করিলেন (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, অবরোধকারিগণ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ অত্যন্ত খুশী হইলেন (আশ-শায়বানী, হাদাইকুল আন্‌ওয়ার, ২খ., পৃ. ৫৯১)।

আবূ সুফ্‌য়ান এত শংকিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাই অশ্বে আরোহণ করিয়া মক্কার পথে রওয়ানার প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা তাহাকে ডাকিয়া বলিল অধীনস্থদের বিপদে রাখিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করা কোন নেতার জন্য শোভনীয় নয়। ইহাতে লজ্জিত হইয়া আবূ সুফ্‌য়ান অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রস্থানবাদ্য বাজাইবার নির্দেশ দিল। অতঃপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে ডাকিয়া বলিল, তুমি অশ্বারোহী

সৈন্যদলকে লইয়া পিছনে থাক এবং পশ্চাৎ হইতে মুসলমানগণ যেন আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার প্রতি নজর রাখ। সমস্ত বিক্ষিপ্ত রসদ-সম্ভার পরিত্যাগ করিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া সম্মিলিত এই বিশাল শত্রুবাহিনী রাত্রের অন্ধকারে মক্কার পথে পাড়ি জমাইল (নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২২০)। প্রভাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রত্যক্ষ করিলেন যে, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের কোন নামগন্ধও নাই, আছে শুধু তাহাদের সকরুণ স্মৃতি, ভগ্ন ও লণ্ডভণ্ড রসদ-সম্ভার, ছিন্নভিন্ন তাঁবু এবং নির্বাপিত উনুনের ভস্মস্তূপ। মুসলমানগণ এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইলেন। কোন প্রকার সাফল্য ছাড়াই গভীর অসন্তোষ এবং ক্রোধসহ ইসলামের শত্রুদের আল্লাহ তা'আলা ফেরত পাঠাইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য একাই যথেষ্ট হইয়াছেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১৩)। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ.

"আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৩৩ ঃ ২৫)।

শত্রুসৈন্য প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানগণ এই বিশাল বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র শোকর আদায় করিলেন এবং তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবীগণকে লইয়া সকালে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে এই দু'আ পড়িতে লাগিলেন ঃ

لا إله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই, সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাঁহার জন্যই এবং তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রশংসিত প্রভুর সিজদাকারী। আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন" (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯০)।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। তবে বিক্ষিপ্ত আক্রমণে শত্রুদের তীর ও তলোয়ারের আঘাতে আওস গোত্রের দলপতি বিশিষ্ট সাহাবী সা'দ ইব্ন মু'আয (রা), আনাস ইব্ন উয়ায়স (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল (রা), তুফায়ল ইব্ন নু'মান (রা), ছা'লাবা ইব্ন গানম (রা) এবং কা'ব ইব্ন যায়দ (রা)—এই ছয়জন সাহাবী শাহাদাত লাভ করেন। অপরদিকে শত্রুপক্ষের তিন, মতান্তরে আটজন নিহত হয়। ইহার মধ্যে এক বা দুইজন তরবারির আঘাতে নিহত হইয়াছিল (সীরাতে মুস্তফা, ২খ., পৃ. ৩২৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫০১; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩০০)।

অন্য বর্ণনামতে কুরায়শ বাহিনীর মধ্য হইতে নাওফাল ইব্ন আবদিল্লাহ, আমর ইব্ন আব্দে উদ্দ্ এবং মুনাব্বিহ্ ইব্ন উবায়দ এই তিনজন নিহত হয় (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩২৩)।

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকরী ঘটনা। ইহা মূলত একটা স্নায়ুযুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে বড় ধরনের কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় নাই। ইহার পরও ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

এই যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের ঈমানী তেজ আরো বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে কাফির-মুশরিকদের মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। সকলের সামনে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, আরবের কোন শক্তির পক্ষেই মুসলমানদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে দমাইয়া রাখা অসম্ভব। কারণ আহযাব যুদ্ধের জন্য বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ইহার চেয়ে অধিক শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করা ঐ সময়ে আরবদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

খন্দকের যুদ্ধকে বলা যাইতে পারে সমগ্র আরবের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত। মূলত ঐ সকল আঘাতের উদ্দেশ্য ছিল মদীনাকে বিধ্বস্ত করা এবং ইসলামের নাম-নিশানা পৃথিবী হইতে চিরতরে মুছিয়া দেওয়া। কিন্তু তাহারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়াও ব্যর্থ হইল। তাহারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিজয়কে কোনক্রমেই প্রতিহত করিতে পারিল না। মদীনা শত্রুমুক্ত হইল এবং ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আর বিধ্বস্ত মুশরিক বাহিনী দুর্বল, অপদস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই যুদ্ধ কাফিরদের জন্য মহাপরাজয়ের গ্লানি এবং মুসলমানদের জন্য মহা বিজয়ের বার্তা বহন করিয়া আনিল। এই অভিযানের পর হইতে মদীনার চতুষ্পার্শ্বে শত্রু বাহিনীর আনাগোনা বন্ধ হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) আহযাব যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় বলিয়াছিলেন ঃ

الان نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم.

"এখন হইতে আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিব। তাহারা আর কখনও অভিযান পরিচালনা করিতে পারিবে না। আমরা উহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব" (সহীহ আল-বুখারী, ২খ, পৃ. ৫৯০)।

পরবর্তী ইতিহাস তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। ইহার পর কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন আক্রমণ পরিচালনা করিতে পারে নাই। এই যুদ্ধ ছিল এক মহা পরীক্ষা। ইহাতে মুসলমানদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এই যুদ্ধে সম্মিলিত কুরায়শ বাহিনীর পরাজয় ও ব্যর্থতার মূলে একাধিক কারণ ছিল।

প্রথমত, পরিখার মাধ্যমে তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অভিনব কৌশল সম্পর্কে তাহারা পূর্ব হইতে অবহিত ছিল না। কুরায়শদের ধারণা ছিল, উহুদের যুদ্ধের ন্যায় সংখ্যাধিক্যে তাহারা মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিবে।

দ্বিতীয়ত, বেদুঈন, কুরায়শ ও ইয়াহূদীদের দ্বারা গঠিত ত্রি-শক্তির মধ্যে এক পর্যায়ে ঐক্য ও বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হইলে আক্রমণ শিথিল হইয়া পড়ে। আবার আরব বেদুঈন গোত্র, বানূ গাতাফান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় ও বানূ কুরায়যার সঙ্গে আবূ সুফয়ানের মতানৈক্য হইলে শত্রুশক্তি খর্ব হইয়া পড়ে।

তৃতীয়ত, মুসলমানদের সাহায্যকল্পে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসা শৈত্যপ্রবাহ ও প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার আঘাতে ত্রি-শক্তির তাঁবু ও খাদ্যসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদের অশ্বরাজি, উট প্রভৃতি জীবজন্তু পলায়ন করে কিংবা মারা যায়। এহেন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সৈন্যদের মধ্যে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিলে কুরায়শ বাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়।

চতুর্থত, উহুদের যুদ্ধের শিক্ষাকে (সর্বাবস্থায় নেতার আদেশ মান্য করা) কার্যকর করিবার জন্য মুসলিম বাহিনী এমন ইস্পাত-কঠিন শপথ গ্রহণ করে যে, তাঁহারা যে কোন বিপদে ধৈর্য, ঐক্য ও শৃংখলা হারাইবে না। ইহার ফলে দ্বিধাবিভক্ত ত্রি-শক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করা মুসলমানদের পক্ষে সহজতর হয়।

খন্দকের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীতে ভাঙ্গন সৃষ্টির ফলে মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় প্রতিভাত হইয়া উঠে এবং ইহা মদীনায় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করে। দীন ইসলাম অল্প সময়ের ব্যবধানে সমগ্র আরব তথা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী ও আত্মসমর্পণকারীদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, সকল বিপদে তিনিই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, খন্দকের যুদ্ধে এই মহাসত্যটি আবারও প্রমাণিত হইল। যুগে যুগে এই সকল যুদ্ধের ইতিহাস মুসলমানদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও ঈমানী উদ্দীপনা বৃদ্ধি করিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, (২) আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি' আস্-সাহীহ্, ১ম ও ২য় খণ্ড, মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি.; (৩) আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সহীহ্, ২য় খণ্ড, মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি.; (৪) ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ২য় খণ্ড, মাকতাবায়ে রাশীদিয়া দিল্লী, তা. বি.; (৫) আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি আস্-সুনান, মাকতাবায়ে বাশিদীয়া দিল্লী, তা. বি.; (৬) ওয়ালীউদ্দীন আত-তাবরিযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ্, ২য় খণ্ড, দিল্লী, আসাহহুল-মাতাবি, ১৩৫০/১৯৩২; (৭) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, তা. বি.; (৮) ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., মুয়াস্‌সাসাতুল-আলামী, বৈরূত, তা. বি.; (৯) ইব্‌নুল-আসীর, আল্-কামিল ফিত্-তারীখ, ২য় খন্ড, বৈরূত, দারুসাদির, ১৩৮৫/১৯৬৫; (১০) ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি; (১১) ঐ লেখক, আস্-সীরাতুন

নাবাবিয়্যা, ৩য় খণ্ড, দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (১২) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২য় খণ্ড, দারুল ফিক্র, বৈরূত, তা. বি.; (১৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ২য় খণ্ড, তাহকীক ড. মার্সডিন্জোন্স, মুয়াস্সাসাতুল আলামী লিল্-মাতবূ'আত, বৈরূত, ১৯৬৬ খৃ.; (১৪) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, দারু-ইয়াহ্ইয়া আত্-তুরাছ আল্-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (১৫) ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, দারুল ইল্ম বৈরূত, ১৯৮৭ খৃ.; (১৬) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলিল্লাহ, অনু. শহীদ আখন্দ, ৩য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২ খৃ.; (১৭) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১ম খণ্ড, দারুল-ইশাআত, ১ম সং, করাচী, ১৯৮৫; (১৮) আবুল হাসান আল্-বালাযুরী, আন্সাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, দারুল-মা'আরিফা, মিস্র, তা. বি.; (১৯) খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, দারুল-জায়ল, কায়রো, তা. বি.; (২০) ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল মুস্তফা, মাতবাআতুস সা'আদা, মিসর, ১৯৬৬ খৃ.; (২১) মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, ১৪খ., দারু ইয়াহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (২২) আবুল কাসিম জারুল্লাহ্ আয-যামা খশারী, আল-কাশ্শাফ আন হাকাইকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল, ৩য় খণ্ড, কুতুবখানা মাযহারী, ভারত, তা. বি.; (২৩) শিহাবুদ্দীন আলূসী, রূহুল মা'আনী, ১২শ খণ্ড, মাক্তাবায়ে ইমদাদিয়া, পাকিস্তান, তা. বি.; (২৪) আবূ বাক্র জাবির আল-জাযাইরী, আয়সারুত-তাফাসীর, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সং সৌদি আরব, রিয়াদ, তা. বি.; (২৫) ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআন আল্-আযীম, কাদিমী কুতুবখানা, করাচী, তা. বি.; (২৬) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ২য় খণ্ড, বৈরূত ১৯৮৭খৃ.; (২৭) নাসীরুদ্দীন আল্-বায়দাবী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল, মিসর, তা. বি.; (২৮) মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আশ্-শাওকানী, ফাত্হুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, বৈরূত ১৪১৭/ ১৯৯৬; (২৯) আলাউদ্দীন আল্-খাযিন, মাদারিকুত তান্যীল, ৩খ., পাকিস্তান তা. বি.; (৩০) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, ফাত্হুল-বারী, ৭খ., বৈরূত, দারুল মা'আরিফা, তা. বি.; (৩১) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারাফুদ্দীন আন-নাওয়াবী, সহীহ্ মুসলিম বি শারহিন-নাবাবী, দারুল-ফিকর, বৈরূত, তা. বি.; (৩২) বদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল কারী, ১২খ., বৈরূত ১৯৯৮ খৃ.; (৩৩) শায়খ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-খাতীব আল-কাস্তাল্লানী, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, উর্দু অনু. মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার খান আসাফী, ১খ., মুহাম্মদ আলী কারখানা, করাচী, ১৩৩৮ হি.; (৩৪) মোল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা, দিল্লী কুতুবখানা রশিদীয়া, ১৯৫৭ খৃ.; (৩৫) আবুল বারাকাত আবদুর-রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, কুতুবখানা রশিদীয়া, ঢাকা, ১৯৯০ খৃ.; (৩৬) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ.,

দেওবন্দ, আশরাফ বুক ডিপো, তা. বি.; (৩৭) আবদুল বাকী যারকানী, শারহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., কায়রো, মাকতাবা আযহারিয়্যা, কায়রো ১৩২৮ হি.; (৩৮) আহমাদ বাশমীল, গাযওয়া আহযাব, দারুল-ফিকর, মিসর ১৯৭১খৃ.; (৩৯) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ২খ., দারুসাদির, বৈরূত, তা. বি.; (৪০) ইবনুদ দায়ব আশ্-শায়বানী, হাদাইকুল আনওয়ার, ২খ., সৌদি আরব, আল্-মাকতাবুল-মাক্কিয়্যা, ১৯৯৩ খৃ.; (৪১) হামীদ মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মাদ, মুন্তাকান নুকূল, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা, ১৯৮২ খৃ.; (৪২) মুহাম্মাদ আবদুল হাই আল-গাযালী, ফিকহুস সীরাত, দারুল-কুতুবিল-আরাবী, মিসর, ১৯৫৫ খৃ.; (৪৩) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুস-সালাম, রিয়াদ, ১৪১৪ / ১৯৯৪; (৪৪) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসার সীরাতির রাসূল, কাতার, ১৯৮৫ খৃ.; (৪৫) মাওলানা তাফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, সম্পা. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, ১ম প্রকাশ, ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ ১৪১৯ / ১৯৯৮; (৪৬) খন্দক, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৯খৃ.; (৪৭) আব্দুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সং, ঢাকা ১৯০৬ / ১৯৯১; (৪৮) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, ২য় সং, দারুল উলূম, লাখনৌ, ১৪০১/ ১৯৮১; (৪৯) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, ভারত, আযমগড় ১৯৫৬; (৫০) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়া, ৮খ., দারুল ফিকর, বৈরূত ঃ তা. বি.; (৫১) আকবর শাহ্ খান নজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, ১খ., দেওবন্দ, তাজ উসমানী, তা. বি.; (৫২) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., মাকতাবায়ে উসমানীয়া, লাহোর, ১৪০৬/ ১৯৮৫।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

গাযওয়া বানূ কুরায়যা

পটভূমিঃ আওস ও খাযরাজ আনসারের এই দুই সম্প্রদায় ছাড়াও মদীনায় বানূ কুরায়যা, বানূ নাযীর, বানূ কায়নুকা, বানূ ছা'লাবা ও বানূ আওফ প্রভৃতি ইয়াহূদী সম্প্রদায় বসবাস করিত। তবে তাহাদের মধ্যে বানূ কুরায়যা, বানূ নাযীর ও বানূ কায়নুকা সম্প্রদায় ছিল বিশেষভাবে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য। বানূ কায়নুকা খাযরাজ গোত্রের সহিত এবং বানূ কুরায়যা আওস গোত্রের সহিত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আগমনের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি মুসলমানদের নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নে জীবন যাপন ও সর্বোপরি মদীনাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সেখানে বসবাসরত ইয়াহূদীদের সহিতও একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যাহাতে তাহাদের জীবন, ধনসম্পদ ও ধর্মীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা প্রদান করা হয় (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), ১খ., পৃ. ২৫৩)। এই চুক্তিনামার বিশেষ দিক ছিল, ইয়াহূদীদেরকে মুসলমানদের সহযোগী হইয়া থাকিতে হইবে। একই জাতি-গোষ্ঠীর ন্যায় তাহাদের সহিত বসবাস করিতে হইবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যেমন অস্ত্র ধরিতে পারিবে না, কোন ইয়াহূদী কোন কুরায়শী কাফিরের সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিবে না এবং কোন মুসলমানের বিপক্ষে কুরায়শীদের সে সাহায্যও করিবে না। সমবেতভাবে যুদ্ধরত অবস্থায় মুসলমানদের মত তাহাদিগকেও যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, বহিঃশত্রু কর্তৃক ইয়াছরিব (يثرب) অর্থাৎ মদীনা আক্রান্ত হইলে সম্মিলিতভাবে তাহার মুকাবিলা করিবে (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫০৩-৪; আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭১)। মদীনাবাসীদের কল্যাণে এই চুক্তির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষায় এই অঙ্গীকারনামা ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত যাহা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে খ্যাত।

কুরায়শগণ পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইয়াহূদীগণকে এই চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য প্ররোচিত করিতে থাকিলে তাহারা প্রভাবিত হইয়া বিদ্রোহ করিতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সহিত চুক্তি নবায়ন করিতে চাহিলে বানূ নাযীর তাহা অস্বীকার করে। ফলে তাহাদেরকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করা হয়। অপরদিকে বানূ কুরায়যা নূতন করিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে তাহাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এই ঘটনা মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্ন ইম্রান-এর বরাতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছেঃ 'বানূ নাযীর ও কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বিদ্রোহ করিলে বানূ নাযীরকে দেশান্তরিত করা হয় এবং বানূ কুরায়যাকে বসবনস করিতে দেওয়া হয় ও

তাহাদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়" (মুসলিম শরীফ, ২খ., পৃ. ৯৪ যিকরু ইসরাঈল ইয়াহূদ মিনাল-হিজায অধ্যায়)। মদীনা হইতে বানূ নাযীর বহিষ্কৃত হওয়ার পর খায়বারে গিয়া বসতি স্থাপন করে এবং সেখানকার নেতৃত্ব অর্জন করে। তাহাদের সরদার হুয়াই (হুয়ায়্যি) ইব্‌ন আখতাব প্রতিশোধের নেশায় কুরায়শসহ অন্যান্য আরব গোত্রসমূহে অব্যাহত প্রচারণা চালাইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া মদীনা আক্রমণের ক্ষেত্র রচনা করে। খন্দকের যুদ্ধ মূলত তাহারই চেষ্টার ফল ছিল। ইসলাম বিরোধী এই সংঘবদ্ধ বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ হইতে মদীনাকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) যখন মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া পরিখা খনন করত রণপ্রস্তুতি নিতেছিলেন তখন পর্যন্তও বানূ কুরায়যা চুক্তির উপর বহাল থাকিয়া আলাদা অবস্থান করিতেছিল (সীরাতুন্নবী (স), ১খ., পৃ. ২৫৩)।

বানূ নাযীর তাহাদেরকে একত্র করিবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। নাযীর গোত্রপতি হুয়াই ইব্‌ন আখতাব কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব ইব্‌ন আসাদ আল-কুরাজীকে মুসলমানদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কুরায়শদের নেতৃত্বে ইসলাম বিরোধী মিত্রজোটে যোগ দিতে প্ররোচিত করার লক্ষ্যে বানূ কুরায়যা এলাকায় গমন করে এবং গোত্রপতি কা'ব-এর সাক্ষাতপ্রার্থী হয়। রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধাক্রান্ত হইলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বানূ কুরায়যা যেহেতু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, তাই হুয়াই দরজার নিকট উপস্থিত হইলে কা'ব তাহাকে দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, অনেক পীড়াপীড়ির পর তাহা খুলিয়া দেয়। কা'বকে উদ্দেশ্য করিয়া হুয়াই বলে, বর্তমানে কুরায়শসহ গোটা আরব মুহাম্মাদের রক্তপিপাসু। তাহারা ইসলাম ও মুসলিম শক্তির মূলোৎপটনের লক্ষ্যে সম্মিলিত বাহিনী লইয়া মদীনার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করিতেছে। তাহারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, মুহাম্মাদ ও তাঁহার সঙ্গীদেরকে সমূলে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ঘরে ফিরিয়া যাইবে না। যুদ্ধের জন্য আমার বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখিয়াছি। ইসলামের মূলোৎপটনের ইহাই মোক্ষম সময়। এই সুযোগ হাতছাড়া করা মোটেও উচিৎ নহে। কা'ব বলিল, "তোমার দুর্ভাগ্য হউক হে হুয়াই! সত্যই তুমি এক অশুভ কুলাঙ্গার। আমি তো মুহাম্মাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ আছি। আমাদের পারস্পরিক এই চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারিব না। কারণ আমি তাঁহার মধ্যে সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩১৫)। তাঁহাকে সর্বদা প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হিসাবে পাইয়াছি। কাজেই অযথা আমার পিছে সময় নষ্ট করিও না। আমাকে আমার অবস্থায় থাকিতে দাও" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৩)।

হুয়াই তবুও নাছোড়বান্দা। তাহাকে নানাভাবে বুঝাইতে ও বাগে আনিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকিল। এমনকি তাহাকে আল্লাহ্‌র নামে এই প্রতিশ্রুতি দিল যে, 'কুরায়শ এবং গাতাফান যদি আল্লাহ না করুন আক্রমণ হইতে হাত গুটাইয়া লয় এবং মুহাম্মাদকে কোনরূপ আঘাত না করিয়াই মক্কা প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে খায়বার ছাড়িয়া আমি তোমার সহিত তোমার দুর্গেই থাকিব। তখন তোমার যাহা হইবে আমারও তাহাই হইবে' (আর-রাহীকুল

মাখতূম, পৃ. ২৮৩)। হুয়াই-এর অব্যাহত প্রচেষ্টা ও তাহার সর্বশেষ এই আকর্ষণীয় বক্তব্যে প্রভাবিত হইয়া কা'ব ইব্ন আসাদ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং তাহার ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে যেইসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইতে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৩৮-৩৯; আর-রাহীক, পৃ. ২৮৩; নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭১; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩১৫)।

তাহাদের এই চুক্তিভঙ্গের সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছামাত্রই তিনি ইহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আওস গোত্রপতি সা'দ ইব্ন মু'আয (রা), খাযরাজ গোত্রপতি সা'দ ইব্ন উবাদা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা ও খাওয়াত ইব্ন জুবায়র (রা)-কে এই নির্দেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন যে, সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হইলে সরাসরি আমার নিকট আসিয়া অস্পষ্ট শব্দে তাহা প্রকাশ করিবে যাহাতে কেবল আমিই বুঝিতে পারি, অন্যরা নহে। আর অসত্য হইলে এবং তাহারা প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির উপর বহাল থাকিলে তাহা স্পষ্ট ভাষায় জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখিবার জন্যই তিনি এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

তাহারা সেখানে গিয়া খুবই খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। বানূ কুরায়যার লোকেরা তাহাদেরকে দেখিয়া প্রকাশ্যে শত্রুতা, বাড়াবাড়ি ও গালিগালাজ করে। রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে অমার্জিত ভাষায় অশোভন কথাবার্তা বলে এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে বলিতে থাকে, আল্লাহ্র রাসূল আবার কে? আমাদের এবং মুহাম্মাদের মধ্যে কোন চুক্তি নাই (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৩৯; আর-রাহীক, পৃ. ২৮৪; নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭১; সীরাতুন্নবী (স), পৃ. ২৪৬)। তাহারা কা'ব ইব্ন আসাদের নিকট গিয়া চুক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিলে কা'ব বলে, উহা কেমন চুক্তি! মুহাম্মাদ আবার কে? তাহার সহিত আমার কোন চুক্তি নাই (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., ৩১৬)। তাহারা রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দেয় (নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭১; আর-রাহীক, পৃ. ২৮৩)।

মোটকথা তাহারা যতটা শুনিয়াছিলেন সেখানে গিয়া প্রকৃত অবস্থা তাহার চাইতেও ভয়ানক দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পূর্ব নির্দেশিত পন্থায় ইঙ্গিতে তাহা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইলেন, আসহাবে রাজী' তথা খুবায়ব (রা)-র সহিত আদাল ও কারা গোত্র যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, আপনার সহিত ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতাও অনুরূপ (আর-রাহীক, পৃ. ২৮৪; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪০; যুরকানী, ১২খ., পৃ. ১১১; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩১৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। মুসলিম বাহিনী যেন মানসিকভাবে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেইজন্য প্রথমদিকে এই ব্যাপারটি গোপন করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বানূ কুরায়যা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করিতে থাকায় পরবর্তীতে তাহা আর গোপন রহিল না। অচিরেই মুসলমানগণ তাহা জানিতে পারিলেন। খন্দকের যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনী রাত্রির কনকনে শীত ও একাধারে কয়েক দিনের ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে চরম কষ্টসাধ্য বিশাল

পরিখা খনন করিয়া এই যাবৎ কালের সর্ববৃহৎ বহিঃশত্রুর সংঘবদ্ধ বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ক্লান্ত, এমনি এক নাযুক অবস্থায় মদীনার ভিতর থাকিয়া বানূ কুরায়যার আকস্মিক চুক্তিভঙ্গ ও শত্রুদের পক্ষাবলম্বন মুসলমানদিগকে অত্যন্ত সঙ্কটময় অবস্থায় ফেলিয়া দেয়। কারণ এই বিশ্বাসঘাতকদের অদূরেই সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় মুসলিম নারী ও শিশুগণ অবস্থান করিতেছিল। পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। আবার সম্মুখ ভাগের বিশাল বাহিনীকে ফেলিয়া পিছনে আসাও সম্ভব ছিল না। এক কথায় মুসলমানদের জন্য ইহা ছিল এক কঠিন মুহূর্ত। কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে ঐ অবস্থাকে এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ

اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا.

“যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল, উচ্চ ও নিম্নাঞ্চল হইতে তোমাদের তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে। সেই সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল” (৩৩ ঃ ১০-১১)।

বানূ কুরায়যার আচরণ মুসলমানদের জন্য কত যে কষ্টকর ও বেদনাদায়ক ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতেও অনুমান করা যায়।

হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা), যিনি তাহাদের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, বিপদাপদে সর্বদা সাহায্যকারী, সহানুভূতিশীল ও কল্যাণকামী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হিব্বান ইব্নুল আরাকা (حبان بن العرقة) নামক এক কুরায়শীর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১২৪) নিক্ষিপ্ত তীরে মারাত্মকভাবে আহত হইয়া যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখন তিনি বিনীতভাবে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিয়াছিলেন যাহার শেষবাক্য ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না আমার চক্ষু বানূ কুরায়যার ধ্বংস দেখিয়া শীতল হয়” (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৩; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩১৯; আর-রাহীক, পৃ. ২৮৩)।

বানূ কুরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা করে (আর-রাহীক, পৃ. ২৮৩) এবং ইসলামের বড় শত্রু হুয়াই ইব্ন আখ্তাবকে স্বীয় দুর্গে আশ্রয় দান করে (সীরাতুন্নবী (স), ১খ., পৃ. ২৫৩)। সঙ্গত কারণেই বানূ কুরায়যার এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

বানূ কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযান

খন্দকের যুদ্ধে কুরায়শ, গাতাফান ও ইয়াহূদীদের সম্মিলিত বিশাল বাহিনীর ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে রাত্রির অন্ধকারে পলায়নের সংবাদ সাহাবী হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত

হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) পরের দিন অর্থাৎ ৫ম হিজরীর যুল-কা'দা মাসের ২২/২৩ তারিখ (ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, আর-রাহীক, পৃ. ২৮৭) বুধবার ফজর নামাযের পর (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৩) মুসলমানদের লইয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মদীনায় পৌঁছিয়া সবাই যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করেন (যুরকানী, ২খ., পৃ. ১২৬; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৩)।

দ্বিপ্রহরে রাসূলুল্লাহ (স) যখন উম্মু সালামা (রা)-র গৃহে গোসলখানায় গোসল করিতে উদলা শরীরে একদিকে কেবল পানি ঢালিয়াছেন এমন সময় (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৫৩) জিবরাঈল (আ) ঘন, পুরু ও মনোরম রেশমী কাপড়ের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মখমল আচ্ছাদিত জিনবিশিষ্ট এক বাহনে আরোহণ করিয়া আগমন করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১১৮)। তিনি (মসজিদে নববী সংলগ্ন) জানাযা নামাযের জন্য নির্ধারিত জায়গার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়ান (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৫৩) এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) সালাম দেন (বিদায়া, পৃ. ১২০)। ইমাম আহ্মাদ ও বায়হাকী বর্ণিত দুইটি হাদীছ অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাকে সেই দিন গৃহের অভ্যন্তর হইতে সাহাবী দিহ্য়া কালবীর আকৃতিতে ধুলি ধুসরিত অবস্থায় দেখিতে পান যাহাতে তাঁহার কর্মব্যস্ততার চিত্রই ফুটিয়া উঠিতেছিল (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১১৯-১২০)।

জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আমরা ফেরেশ্তাগণ এখনও অস্ত্র পরিত্যাগ করি নাই। আমরা তো মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে হাম্রাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১১৯-২০)। একটা কওমের সন্ধানেই এখন আবার ফিরিয়া আসিলাম। আল্লাহ আপনাকে বানূ কুরায়যা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। আমি আমার সহযাত্রী ফেরেশতাদের লইয়া আপনার আগেই সেই দিকে অগ্রসর হইতেছি যাহাতে তাহাদের ভিতর অস্থিরতা ও ভীতি সৃষ্টি করিতে পারি। আপনি আপনার সহচরদের লইয়া দ্রুত বাহির হউন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৫)। রাসূলুল্লাহ (স) খন্দকের দীর্ঘ যুদ্ধ হইতে সদ্য প্রত্যাগত সাহাবাদের ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তির কথা উত্থাপন করিলে জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে উহার চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাত বানূ কুরায়যার উদ্দেশে যাত্রার ইঙ্গিত দান করেন (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৪)। মদীনার নিকটবর্তী আল-বাকী' নামক এলাকায় অবস্থিত (খাযরাজের এক শাখাগোত্র) গানম গোত্রের পল্লী 'আস্-সূরীন" (الصورين) হইয়া তাঁহার (জিবরাঈল) যাওয়ার সময় সেখানকার অলি-গলি ধুলা-বালিতে ভরিয়া যায়। হযরত আনাস (রা) বলেন, "বানূ গানম-এর সরু মেঠো পথ অতিক্রমকালে জিবরাঈল (আ)-এর বাহন হইতে যেই ধূলাবালি উঠিতেছিল সেই দৃশ্য যেন আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১)।

জিবরাঈল (আ) চলিয়া যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-এর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দ্রুত রওয়ানা হইতে এবং বানূ কুরায়বায় পৌঁছিয়া

আসরের নামায আদায় করার জন্য বলেন (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৮; আর-রাহীক, পৃ. ২৮৮)। তিনি হযরত আলী (র)-এর হস্তে ইসলামের পতাকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে বানূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে অগ্রে পাঠাইয়া দেন। তিনি তাহাদের দুর্গের নিকটবর্তী হইলে দুর্গাভ্যন্তর হইতে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে ইয়াহূদীদের প্রকাশ্য কটূক্তি ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনিতে পান (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৯; আর রাহীক, পৃ. ২৮৮) যাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মদীনার দায়িত্বে হযরত ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে নিয়োগ করিয়া এইবার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) আনসার ও মুহাজিরগণকে লইয়া বাহির হন (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১১৮)। তিনি বানূ গানমের বসতি 'আস্ সূরীন' অতিক্রমকালে রাস্তায় অপেক্ষমাণ দর্শনার্থীদের নিকট হইতে কারুকার্য খচিত রেশমী বস্ত্রের মখমল সজ্জিত এক সাদা বাহনে সাহাবী দিহ্‌য়া ইব্‌ন খলীফা আল-কালবী-র আকৃতিতে কিছুক্ষণ আগে জিবরাঈল (আ)-এর গমনের ব্যাপারে নিশ্চিত হন (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৯; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১২১)। তিনি তাহাদিগকেও বানূ কুরায়যার এলাকায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেখানেই আসরের নামায পড়িবার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে সেখান হইতেও একদল মুসলমান বানূ কুরায়যার উদ্দেশে গমন করেন (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১২১)। রাসূলুল্লাহ (স) বানূ কুরায়যার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও জীবিকা উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত 'বিরে আনা' (بئر أنا) নামক তাহাদের এক কূপের নিকট আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী একের পর এক দলে দলে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত মিলিত হয়। এমনকি কিছু সংখ্যক লোক ইশার নামাযের পরও আসিয়া উপস্থিত হন (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৯; বিদায়া, ৪খ, পৃ. ১২২)। এই অভিযানে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার; আর অশ্ব ছিল তিরিশটি (আর-রাহীক, পৃ. ২৮৮), ইব্‌ন সা'দ-এর মতে ছত্রিশটি (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৭৪)।

আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে মতভেদ

বানূ কুরায়যা অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জারীকৃত নির্দেশ "কেহ যেন বানূ কুরায়যা ছাড়া অন্য কোথাও আসরের নামাযা না পড়ে" –এর ফলে পথিমধ্যে উক্ত নামাযের ওয়াক্ত হইলে মুসলমানদের মধ্যে তাহা আদায়ের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। একদল বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশানুযায়ী আমরা বানূ কুরায়যায় পৌছার পরই কেবল আসর পড়ি, উহার পূর্বে নহে। আরেক দল বলেন, ঐ নির্দেশ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য তো ইহা ছিল না যে, নামায কাযা বা বিলম্বে আদায় করিতে হইবে বরং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বানূ কুরায়যায় দ্রুত গমন যাহাতে সেখানে পৌছিয়া আসর পড়া যায়। এই বলিয়া তাহারা পথেই নামায পড়িয়া লন। পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই বিষয় উত্থাপন করা হইলে তিনি কোন দলকেই ভর্ৎসনা করেন নাই (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১; আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১২১; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৪)।

কারণ উভয় দলের নিয়াত ভাল ছিল। মূলত সেই দিন একদল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশকে আক্ষরিক অর্থে মানিয়াছিলেন, আরেক দল ঐ নির্দেশের মধ্যে রাসূলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়া তাঁহার হুকুম পালনে সচেষ্ট হন।

বাহ্যিক শব্দ ও অর্থানযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বিলম্বে নামায আদায়ের ঐ বিশেষ আদেশকে প্রথম দল শরী'আত নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের সাধারণ হুকুম ও আদেশের উপর অগ্রাধিকার দিয়া সূর্যাস্তের পর (বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১২১), এমনকি কেহ কেহ রাত্রে ইশার সময় বানূ কুরায়যাতে পৌঁছিয়া আসর নামায আদায় করেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৮)।

তবে হাফিজ ইব্ন কায়্যিম-এর মতে প্রথম দল শুধু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হুকুম পালনের ছওয়াব লাভ করিয়াছেন আর দ্বিতীয় দল যেহেতু (ক) ইজতিহাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হুকুম পালন এবং (খ) আসরের ন্যায় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ নামায সময়মত আদায় করিয়াছেন যাহার সংরক্ষণ ও যত্নের ব্যাপারে কুরআন করীমে বিশেষ নির্দেশ ও তাকীদ আসিয়াছে (দ্র. ২ঃ ২৩৮) এবং হাদীছ শরীফে সেই নামায সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ যাহার আসর ছুটিয়াছে তাহার আমল ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়াছে, তাই উপরিউক্ত দুই কারণে তাহারা দ্বিগুণ ছওয়াব ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন (ফাত্হুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩১৬; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৫)।

অবরোধ

মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদে বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীগণ যদি নিজেদের কৃত অপরাধে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া সন্ধি ও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিত তাহা হইলে তাহাদের নিরাপত্তা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। উহাই ছিল সবেচেয়ে সহজ ও নিরাপদ পন্থা। কিন্তু এই দুরাচার হতভাগ্য সম্প্রদায় ঐ পথে না গিয়া বরং মুকাবিলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (সীরাতুন্নবী ১খ., পৃ. ২৫৩)। মুসলমানগণ নিকটবর্তী হইলে তাহারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে (তারীখে ইসলাম, পৃ. ৬৯)। মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী ইসলামের পতাকাবাহী হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম তাহা শ্রবণ করা মাত্রই সেখান হইতে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিনীতভাবে তাঁহার গতিরোধ করার চেষ্টা করেন। ইয়াহূদীদের অশ্লীল ও নোংরা গালি সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (স) শুনিলে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে সম্মুখে অগ্রসর না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই অবাধ্য লম্পটদের নিকটবর্তী হওয়া আপনার জন্য সমীচীন নহে। আপনি বরং প্রত্যাবর্তন করুন। ইহাদের অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

"সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া প্রত্যাবর্তন কেন করিতে হইবে" ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আলী (রা) দুর্গভ্যন্তর হইতে রাসূলুল্লাহ (স) সম্বন্ধে তাহাদের যেইসব অশ্লীল কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন তিনি উহা তাহার নিকট গোপন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, মনে হইতেছে

তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে আমার সম্বন্ধে কষ্টদায়ক কিছু শুনিয়াছ? আলী (রা) ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "তাহারা আমাকে দেখিতে পাইলে তুমি যাহা শুনিয়াছ উহার কোন কিছুই বলিতে পারিত না।" এই বলিয়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া দুর্গশীর্ষে অবস্থানরত তাহাদের কয়েকজন নেতৃস্থায়ী ব্যক্তিদের নাম ধরিয়া তাহারা শুনিতে পায় এমন উচ্চস্বরে ডাক দিয়া বলিলেন, উত্তর দাও হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! হে বানরের জ্ঞাতি! আল্লাহ কি তোমাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন? তোমাদের উপর কি তাঁহার শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন? বস্তুত তোমাদের জন্য আল্লাহ্র লাঞ্ছনা ও অপমানই অবধারিত।" ইহা শুনিয়া তাহারা উত্তর করিল, হে আবুল কাসিম! তুমি তো এইরূপ মূর্খের মত কথা বলিতে না (ইব্ন হিশাম, ৩খ, ১৪৯; আল-বিদায়া, ৪খ, ১২০)। যাহা হউক রাসূলুল্লাহ (স) বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অশালীন কথাবার্তার সমুচিৎ শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে উপরিউক্ত কথোপকথনের পর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের উপর অবরোধ আরোপ করেন। এই অবরোধ চলে একাধারে ২৫ দিন। অবশেষে দীর্ঘ অবরোধে তাহারা দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৪৯)।

অবরোধের তীব্রতায় এক পর্যায়ে যখন বানূ কুরায়যার হৃদয়ে এই বিশ্বাস ও ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে সমুচিৎ শিক্ষা না দিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া যাইবেন না, তখন তাহাদের গোত্রপতি কা'ব ইব্ন আসাদ উদ্ভূত সঙ্কট হইতে উত্তরণের লক্ষ্যে সবাইকে একত্র করিয়া বলিল, আমি তোমাদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করিতেছি। ইহার যে কোন একটি গ্রহণ করিয়া তোমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পার।

১. ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুহাম্মাদের ধর্মে প্রবেশ করা এবং তাঁহার পরিপূর্ণ অনুসারী হইয়া যাওয়া। আল্লাহ্র শপথ! ইহা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে একজন নবী ও রাসূল। নিশ্চয় তিনিই সেই নবী যাঁহার আলোচনা তোমরা তাওরাতে দেখিতে পাও। সুতরাং তাঁহার উপর ঈমান আনিলে তোমাদের জীবন, সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র সকল কিছু নিরাপদ থাকিবে। তাহারা বলিল, আমাদের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। আমরা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিব না, তাওরাতের বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানই মানিব না। কা'ব বলিল, তাহা হইলে আস–

২. "আমরা আমাদের সন্তান ও স্ত্রীগণকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া একেবারে চিন্তামুক্ত হইয়া যাই এবং কোষমুক্ত তরবারি হস্তে বাহির হইয়া পূর্ণ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে মুহাম্মাদ ও তাঁহার সাথীদের মুকাবিলা করি। ইহাতে পরাজিত হইলে স্ত্রী-পুত্রের কোন বাড়তি চিন্তা থাকিবে না। আর বিজয় লাভ করিলে নূতন স্ত্রীর অভাব হইবে না। তাহাদের মাধ্যমে পুনরায় সন্তান লাভ করিতে পারিব।" তাহারা বলিল, অযথা এই অসহায় নারী-শিশুদিগকে হত্যার পর নিজেদের বাঁচিয়া থাকার মধ্যে কী স্বাদ ও সার্থকতা রহিয়াছে?

কা'ব ঃ ঠিক আছে তোমাদের নিকট ইহাও যখন গ্রহণযোগ্য নহে তাহা হইলে আমার সর্বশেষ প্রস্তাব হইলঃ

৩. "আমাদের এই সঙ্কট হইতে উত্তরণের জন্য শনিবারের রাত্রিই হইবে উপযুক্ত সময়। যেহেতু শনিবার ইয়াহূদীদের নিকট পবিত্র ও তাঁহার সঙ্গীগণ ঐ রাত্রে আমাদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাঁহাদের এই অসতকর্তা ও অন্যমনস্কতার সুযোগে তাঁহাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া তাহাদেরকে পর্যুদস্ত করা খুবই সহজ হইবে।"

তাহারা এই প্রস্তাবের উত্তরে বলিল, কা'ব! তোমার ভালভাবেই জানা আছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই দিনকে কলঙ্কিত করার অপরাধে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তাহার পরও তুমি আমাদিগকে উহার নির্দেশ প্রদান করিতেছ!

বানূ কুরায়যা একে একে যখন সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিল তখন তাহাদের উপর ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কা'ব বলিল, "জন্মলগ্ন হইতে অদ্যাবধি তোমাদের কেহই দৃঢ় সংকল্প ও বিচক্ষণতার সহিত একটা রাত্রিও অতিবাহিত কর নাই" (আল-বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১২২; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৫০)।

অনুশোচনার এক অভিনব দৃষ্টান্ত ঃ আবূ লুবাবা (রা)

অবরোধের শৃংখল হইতে মুক্তির জন্য উপস্থাপিত কা'ব-এর প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বানূ কুরায়যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকিল না। তবে তাহার পূর্বে তাঁহার সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মানিয়া লইলে তাহাদের কী অবস্থা হইবে, কোন ধরনের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা অবগত হওয়ার জন্য তাহারা তাহাদের কতক মুসলিম মিত্রের সহিত মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিল। আওস গোত্রের মিত্র বানূ আমর ইব্ন 'আওফ বংশের নেতৃস্থানীয় আনসার সাহাবী আবূ লুবাবা (রা), যাহার আসল নাম রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযির, ছিলেন বানূ কুরায়যার এক ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাঁহার সন্তান ও ধন-সম্পদও থাকিত তাহাদের এলাকাতে (আর-রাহীক, পৃ. ২৮৯)। সুতরাং সঙ্গত কারণেই তাহাদের হৃদয়ে এই আশার সঞ্চার হইল যে, সম্ভবত এই বিপদের সময় তিনি অন্তত সুপরামর্শ দিয়া তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারিবেন।

তাহারা তাহার সঙ্গে সরাসরি কথা বলিবার জন্য চিৎকার করিয়া ডাকিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট যাইব না যতক্ষণ না আল্লাহ্র রাসূল (স) আমাকে অনুমতি প্রদান করিবেন (আল-বিদায়া, ৪খ, পৃ. ১২১)। তাহারা নিজেদের ব্যাপারে পরামর্শাদির জন্য আবূ লুবাবা (রা)-কে তাহাদের নিকট পাঠাইবার আবেদন জানাইয়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট বার্তা পাঠাইল। তিনি তাহাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে পাঠাইয়া দেন। আবূ লুবাবাকে দেখিয়া বানূ কুরায়যার পুরুষগণ ছুটিয়া আসিল। তাহার সম্মুখে তাহাদের শিশু ও মহিলাগণ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহাতে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তাহাদের প্রতি তিনি দয়ার্দ হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাহাকে বলিল, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সিদ্ধান্ত কি

মানিয়া লইব? তাঁহার ফয়সালার উপর কি সন্তুষ্ট থাকিব? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হস্ত দ্বারা কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাদের যবাহ্ করা হইবে। ইহার পর তিনি সেখান হইতে প্রস্থানের জন্য পা উঠানোর পূর্বেই বুঝিতে পারিলেন যে, গোপনীয়তা ফাঁস করিয়া তিনি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছেন। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন ঃ (ক) "যেই ভূমিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে সেইখানে তিনি থাকিবেন না (আল-কামিল ফি'ত তারীখ, পৃ.৭৫); (খ) আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজের চেহারা দেখাইবেন না যতক্ষণ না এমন খাঁটি তওবা করিবেন যাহা কেবল আল্লাহই জানেন (বিদায়া, ৪খ, পৃ. ১২১) (গ) তিনি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমার তওবা কবুল করিবেন ততক্ষণ আমি পানাহার করিব না। এমনকি এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হইয়া গেলেও না" (রূহুল মা'আনী, ৯খ., পৃ. ১৯৫)।

আবূ লুবাবা (রা)-এর উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মু'মিনদের সতর্কীকরণার্থে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিবে না এবং তোমাদিগের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না" (৮ ঃ ২৭)।

যাহা হউক, তিনি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক কালবিলম্ব না করিয়া দুর্গ হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত না হইয়া সরাসরি মসজিদে নববীতে আসিয়া উহার এক খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, (ক) যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ততক্ষণ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিবেন না; (খ) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করিলেন যে, ভবিষ্যতে বানূ কুরায়যার এলাকায় প্রবেশ করিবেন না (বিদায়া, ৪খ., ১২২; সীরাতুল মুসতাফা, পৃ. ৩২৬-২৭; ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৫১); (গ) তিনি ইহাও শপথ করিলেন যে, যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল নিজ হাতে তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিবেন ততক্ষণ তিনি উহা খুলিবেন না বা কাহাকেও খুলিতে দিবেন না (আল-কামিল, পৃ.৭৫; ইব্ন হিশাম, টীকা ১৫)।

আল্লাহ্র রাসূলের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল তখন তিনি বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিতে আবূ লুবাবা ফেতনায় পতিত হইয়াছে (বিদায়া, পৃ. ১২১)। সরাসরি সে আমার নিকট আসিলে তাহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। যখন সে নিজ বুদ্ধিতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই ফেলিয়াছে তখন আমিও তাহাকে স্বহস্তে মুক্ত করিব না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তওবা কবুল করেন" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৫১; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১১৯)। মসজিদে নববীতে খুঁটির সঙ্গে বন্ধনাবস্থায় ছয় দিন (আল-বিদায়া, ১২২; ইব্ন হিশাম, ঐ ১৫২), মতান্তরে ২০ দিন ছিলেন। প্রত্যেক নামাযের সময় তাহার স্ত্রী আসিয়া নামায আদায়ের জন্য তাহার বন্ধন খুলিয়া দিতেন। নামায শেষ হইতেই তিনি পুনরায় নিজেকে বাঁধিয়া

লইতেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁহার তওবা কবুল করেন এবং উম্মু সালামার গৃহে অবস্থানরত আল্লাহ্র রাসূলকে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সাহরীর সময় তাহা অবহিত করেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

“এবং অপর কতক লোক নিজদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎ কর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (৯ ঃ ১০২; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৫২; বিদায়া, ৪খ., পৃ. ১২২)।

এই সংবাদে আল্লাহ্র রাসূল হাসিতে লাগিলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) তাঁহাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আবূ লুবাবার তওবা কবুল হইয়াছে। উম্মু সালামা (রা) স্বয়ং এই সংবাদ আবূ লুবাবাকে দেওয়ার জন্য রাসূলের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁহাকে অনুমতি দিলে তিনি সানন্দ চিত্তে বাহির হইয়া আবূ লুবাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সুসংবাদ লও! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।” সাহাবাদের মধ্যে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহারা তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। তখন আবূ লুবাবা বলিলেন, কখনও না, আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ না আল্লাহ্র রাসূল স্বয়ং তাঁহার মুবারক হস্তে আমাকে মুক্ত করিবেন ততক্ষণ আমি এই অবস্থায় থাকিব, কাহারও মাধ্যমেই মুক্ত হইব না। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (স) ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশে তাঁহার পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম কালে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন (বিদায়া, ঐ, পৃ. ১২২-১২৩; ইব্ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫২)।

ভীত-সন্ত্রস্ত বানূ কুরায়যার নমনীয় মনোভাব

বিশ্বাসঘাতকতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে কেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা আবূ লুবাবার মাধ্যমে অবগত হওয়ার পরও বানূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। অথচ তাহারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক অনুকূল ও ভাল অবস্থানে ছিল। দীর্ঘ অবরোধের ধকল সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তাহাদের ছিল। কারণ তাহাদের পর্যাপ্ত কূপ, পানি ও খাদ্যসামগ্রী মওজুদ ছিল। দুর্গও ছিল বেশ সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। অপরদিকে মুসলমানগণ খন্দকের যুদ্ধের পূর্ব হইতে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যাবলী চালাইয়া আসার কারণে যেমন চরম ক্লান্ত অবস্থায় ছিলেন, আবার বানূ কুরায়যাকে অবরোধকালে দুর্গের বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে অবস্থানের ফলে তাহাদেরকে তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং প্রচণ্ড শীতের কষ্টও ভোগ করিতে হইতেছিল। ইহার পরও এমন কী ঘটিয়াছিল যাহার কারণে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফয়সালা শিরধার্য করিয়া লইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাহারা যুদ্ধ করার সাহস হারাইয়া ফেলে।

কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ভগ্ন দুর্গ। তাফহীমুল কুরআনের সৌজন্যে (আধুনিক প্রকাশনী)

তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই ভাঙ্গন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন আলী (রা) ও যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) উচ্চস্বরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যান এবং আলী (রা) বলিতে থাকেন, হে ঈমানদার বাহিনী! আল্লাহ্‌র কসম, হয় হামযা (রা)-র ন্যায় শাহাদাতের স্বাদ আস্বাদন করিব অথবা তাহাদের দুর্গ জয় করিয়া উহাতে আমাদের বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করিব। আলী (রা)-এর বীরোচিত ঐ ঘোষণায় তাহারা অতিমাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যে কোন সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে মানিয়া লইতে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এই ঘটনা অবহিত হইয়া বানূ কুরায়যার পুরুষদিগকে বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তাহাদিগকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম আল-আনসারী সাহাবীর তত্ত্বাবধানে বাঁধিয়া ফেলা হয়। তাহাদের নারী ও শিশুদিগকে পুরুষদিগের নিকট হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া একপার্শ্বে রাখা হয় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৯)।

সা'দ ইব্‌ন মু'আয (র)-এর ফায়সালা

খাযরাজ ও বানূ কায়নুকা'-এর মধ্যে যেমন মৈত্রী চুক্তির সম্পর্ক ছিল, খাযরাজের মুকাবিলায় আওস বানূ কুরায়যার মধ্যেও তেমন ইসলাম-পূর্ব কাল হইতে মৈত্রী চুক্তির বন্ধন ছিল। সুতরাং বানূ কুরায়যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) যেই নির্দেশ দিবেন তাহাই তাহারা মানিয়া লইবে, এমন কথা জানার পর আওস গোত্র তাহাদের সাহায্যার্থে রাসূলের নিকট ছুটিয়া আসিয়া আবেদন করিল, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের মিত্র বানূ কায়নুকা-এর সঙ্গে ইতোপূর্বে যেমন ক্ষমার আচরণ করিয়াছিলেন, আমাদের মিত্র বানূ কুরায়যার সহিতও অনুরূপ আচরণ করার বিনীত অনুরোধ করিতেছি।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদের মধ্য হইতেই একজন তাহাদের ব্যাপারে ফয়সালা দিবেন? তাহারা জি হাঁ বলিয়া স্বতস্ফূর্ত সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেনঃ তোমাদের গোত্রপতি সা'দ ইব্‌ন মু'আযকেই এই দায়িত্ব প্রদান করা হইল। তিনিই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা দিবেন। ইহাতে তাহারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিল, তিনি (সা'দ) যেই রায় প্রদান করিবেন আমরা তাহা মানিয়া লইব (আল-কামিল, পৃ. ৭৫; বিদায়া, পৃ. ১২৩)।

হযরত সা'দ (রা) খন্দকের যুদ্ধে হিববান ইব্‌ন আল-আরকা নামক এক কুরায়শ সৈন্যের নিক্ষিপ্ত তীরে মারাত্মকভাবে আহত হইয়া রাসূলের নির্দেশে মসজিদে নববীতে যুদ্ধাহত মুসলমানদের জন্য সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা শিবিরে রুফায়দা নাম্নী এক মুসলিম মহিলার তত্ত্বাবধানে তখন পর্যন্ত চিকিৎসার্থে অবস্থান করিতেছিলেন (বিদায়া, পৃ. ১২৩; ইব্‌ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫৩)। তিনি ছিলেন সুন্দর ও বলিষ্ঠদেহী। বানূ কুরায়যা সম্বন্ধে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বিচারক মনোনীত হইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য তাঁহার কওমের কয়েকজন লোক সেখানে গমন করে।

অতঃপর তাহারা একটা গাধার পৃষ্ঠে চামড়ার বালিশ স্থাপন করিয়া উহার উপর তাহাদের অসুস্থ নেতাকে আরোহণ করাইয়া রাসূলের দরবারে লইয়া আসেন। পথিমধ্যে তাঁহার দুই পার্শ্বে চলমান আওস গোত্রের লোকজন তাঁহাকে বলিতে থাকে, হে আবূ আমর! আপন মিত্রদের সহিত ভাল আচরণ করিবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের সঙ্গে সদাচরণের জন্যই আপনাকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের এই আবেদনের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া তিনি নীরব থাকেন। কিন্তু তাহারা যখন একই কথা বারবার বলিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, ভাগ্যক্রমে সা'দের জন্য আজ যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রদানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মুকাবিলায় কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া না করার সুযোগ আসিয়াছে (ইব্ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫৩; বিদায়া, ঐ, পৃ. ১২৩; আল-কামিল, পৃ. ৭৬)।

এতদশ্রবণে তাহাদের অনেকেই বুঝিয়া ফেলিল যে, তিনি হত্যারই নির্দেশ প্রদান করিবেন (কামিল, পৃ. ৭৬)। ফলে সেখান হইতেই তাহাদের কিছু লোক হতাশ হইয়া বানূ আবদিল আশহাল-এর আবাসস্থালে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের নিকট সা'দের ঐ উক্তি শ্রবণ করিয়া বানূ কুরায়যার পুরুষগণ বিলাপ করিতে শুরু করিল।

যাহা হউক, সা'দ (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পৌছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের সরদারের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১; আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৩৯১; মুসলিম, ২খ., ৯৫; কামিল, পৃ. ৭৬; বিদায়া, পৃ. ১২৩; ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৫৩)। মুহাজিরগণ মনে করিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আনসারগণকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই নির্দেশ দিয়াছেন। আনসারগণ ভাবিলেন, তিনি উপস্থিত সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়াই উহা বলিয়াছেন (বিদায়া, পৃ. ১২৩)। অনন্তর তাহারা দাঁড়াইয়া গেলেন।

যখন তাঁহাকে অবতরণ করাইয়া নির্দিষ্ট আসনে বসান হইল তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই সকল লোক নিজেদের ফায়সালার ভার তোমার উপর অর্পণ করিয়াছে। সাহাবাগণ বলিলেন, ইহারা (বানূ কুরায়যা) আপনার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত রহিয়াছে। আপনার যে কোন আদেশ তাহারা শিরোধার্য করিয়া লইবে। তিনি বলিলেন, আমার হুকুম কি তাহাদের উপর কার্যকর হইবে? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, মুসলমানগণের ক্ষেত্রে? তাহারা বলিলেন, হাঁ, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও। এবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার সম্মানার্থে স্বীয় চেহারা অন্যদিকে ঘুরাইয়া বলিলেন, এখানে যিনি আছেন তাঁহার ক্ষেত্রেও কি আমার ফয়সালা গ্রহণযোগ্য হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হাঁ, আমার ক্ষেত্রেও।" এবার সা'দ (রা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহাদের ব্যাপারে নিজের রায় ঘোষণা করিলেন ঃ (ক) "যোদ্ধা পুরুষদিগকে হত্যা করা হইবে; (খ) তাহাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করা হইবে; (গ) তাহাদের শিশু ও মহিলাদিগকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হইবে।" এই রায় শ্রবণ

করিয়া আল্লাহ্র রাসূল (স) বলিলেন, তুমি তাহাদের ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক ফয়সালা দিয়াছ (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৫৩; বিদায়া, পৃ. ১২৩)।

তাওরাতের বিধান মুতাবিক ফায়সালা

বানূ কুরায়যা সম্বন্ধে সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর উপরিউক্ত রায় ছিল হুবহু তাওরাতের বিধান অনুযায়ী, যাহা সম্পর্কে তাহারা ছিল পুরাপুরি ওয়াকিফহাল। তাওরাতে বর্ণিত সেই বিধান ছিল নিম্নরূপ ঃ

"যখন তুমি কোন শহরের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে উহার নিকটে আসিয়া উপনীত হইবে তখন প্রথমে সেই শহরের কর্ণধারের নিকট সন্ধির বার্তা পাঠাইবে। যদি সে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তোমার জন্য শহরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাহা হইলে সেথায় (সেই শহরে) যত লোককে পাওয়া যাইবে তাহারা সবাই তোমার করদাতা (প্রজা) ও দাস হইয়া যাইবে। আর যদি সন্ধি না করে, বরং তোমার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ শহর অবরোধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু উহা তোমার করায়ত্তে করিয়া দিবেন তখন সেখানকার সকল পুরুষকে খড়গ দ্বারা হত্যা করিবে। অবশিষ্ট নারী, শিশু, জীবজন্তু এবং শহরের সকল জিনিস গণিমতের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইবে। সুতরাং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু প্রদত্ত ঐ শত্রুসম্পদ লুট ভোগ করিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২০, পদ ১০-১৪; পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা-১৯৭৩; সীরাতুন্নবী (স), পৃ. ২৫৩)।

প্রাচীন কাল হইতেই ঐ বিধান বানূ ইসরাঈলের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন তাওরাতের এক বর্ণনানুসারে তাহারা (বানূ ইসরাঈল) মূসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ অনুসারে মাদয়ানবাসীর সহিত যুদ্ধ করিয়া সেখানকার সকল পুরুষকে বধ করে। তাহাদের সহিত মাদয়ানের ইবি, রেশম, সূর, হূর ও রেবা নামক পাঁচ রাজাকে হত্যা করে। খড়গ দ্বারা হত্যা করে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকেও। তাহারা মাদয়ানের সকল স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের সমস্ত পশু, মেষপাল ও সকল সম্পত্তি লুট করিয়া লয়। পোড়াইয়া ফেলে তাহাদের সমস্ত ছাউনী, বাসস্থান ও শহর (পবিত্র বাইবেল, গণনা পুস্তক, ৩১ অধ্যায়, ৭-১০ পদ, বাইবেল সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৭৩; নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭৫)।

সুতরাং বানূ কুরায়যার সম্বন্ধে সা'দ (রা)-এর ফায়সালা তাওরাতের ঐ বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যাহা তাহাদের পূর্বপুরুষ হইতেই প্রচলিত ও অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল। উক্ত ফয়সালাকে রাসূলুল্লাহ্ (স) আসমানী ফায়সালা হিসাবে আখ্যা দিয়াছেন। ঐ রায় শোনার পর স্বয়ং ইয়াহূদীদের মুখ হইতে যাহা উচ্চারিত হয় তাহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাহারা নিজেরাও উহাকে খোদায়ী বিধানের মতই মনে করিয়াছিল। নিম্নে উহার দৃষ্টান্ত পেশ করা হইলঃ বানূ কুরায়যা ফিতনার মূল হোতা হুয়াই ইব্ন আখতাবকে ফয়সালা অনুযায়ী বধ করার জন্য উপস্থিত করা হইলে সে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিল, "আল্লাহ্র শপথ!

তোমার সহিত যেই বৈরী আচরণ ও শত্রুতা করিয়াছি সেইজন্য আমি আদৌ অনুতপ্ত নহি। নিজেকে আমি ঐজন্য বিন্দুমাত্রও ভর্ৎসনা করি না, দেইনা সামান্যতমও ধিক্কার। তবে যেই ব্যক্তি আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ও তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করিয়া সে বলে, আল্লাহ্র বিধান পালনে আমার কোন অসুবিধা নাই, নাই কোন আপত্তি। ইহাতো (সা'দ-এর ফায়সালা) পূর্ব নির্ধারিত এক খোদায়ী বিধান এবং আল্লাহ্ কর্তৃক বানূ ইসরাঈলের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ এক অলঙ্ঘনীয় শাস্তি" (সীরাতুন্নবী ১খ., পৃ. ২৫৪; আর-রাহীকুল মাখতূম পৃ. ২৯১)।

দণ্ডাদেশ কার্যকর

সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর ঘোষিত রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশক্রমে প্রথমত বানূ কুরায়যার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণকে মদীনার বানূ নাজ্জার গোত্রের এক আনসার মহিলা হারিছ-কন্যা কানীসা (كنيسة)-এর বাড়িতে বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহাদের জন্য খনন করা হয় কতেক পরিখা। অতঃপর উক্ত পরিখাসমূহে একের পর এক লইয়া গিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করা হইতে থাকে। এক পর্যায়ে বন্দীশালার অবশিষ্ট বন্দীগণ তাহাদের নেতা কা'ব ইব্ন আসাদকে বলিল, "আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হইবে বলিয়া আপনার মনে হয়?" উত্তরে সে বলিল, "তোমরা কি সর্বক্ষেত্রেই নির্বোধ? কিছুই বুঝ না? দেখিতেছ না যে, আহবানকারী তোমাদের যাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে সে আর ফিরিয়া আসিতেছে না? আল্লাহ্র কসম! আমাদেরকে হত্যাই করা হইবে" (আর-রাহীক, পৃ. ২৯০)।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী বানূ কুরায়যার গোত্রপতি কা'ব ইব্ন আসাদসহ তাহাদের ছয় হইতে সাত, মতান্তরে আট হইতে নয় শত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শিরশ্ছেদ করা হয় (আর-রাহীক, পৃ. ২৯০; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৫৪)। তবে তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে চারি শত এবং ইব্ন আসাকির-এ তিন শত যোদ্ধাকে হত্যা করা হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (মাওলানা তাফাজ্জুল হোসেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, পৃ. ৬৩১; মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃ. ৭১৩-৭১৫)।

এই সংখ্যা আরো অনেক কম ছিল বলিয়া মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে বানূ নাযীর গোত্রপতি, আহযাব যুদ্ধের শীর্ষ পর্যায়ের এক অপরাধী, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (صفية) (রা)-র পিতা হুয়াই ইব্ন আখতাব, যাহার প্ররোচনায় বানূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া খন্দক যুদ্ধে আরব মুশরিকদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, কুরায়যা গোত্রপতি কা'বকে প্ররোচিত করার সময় বিপদে তাহার পার্শ্বেই থাকিবার যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা রক্ষার্থে অবরোধের পূর্ব হইতেই সে বানূ কুরায়যার সঙ্গে তাহাদের দুর্গেই অবস্থান করিয়া আসিতেছিল, তাহাকেও হত্যা করা হয়। হত্যার পূর্বে স্কন্ধের সঙ্গে দুই হাত রশি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় বন্দীশালা হইতে বাহির করিয়া

পরিখার পার্শ্বে উপস্থিত করা হইলে সে (হুয়াই) রাসূলের নিকট কৃত অপরাধে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই। সে পূর্বেই নিজের পরিধেয় বস্ত্র চতুর্দিক হইতে এক বিঘত পরিমাণ ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল যাহাতে উহা কেহ লুণ্ঠন করিতে না পারে (আর-রাহীক, পৃ. ২৯১)।

খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ (خلاد بن سويد) নামক একজন মুসলমানকে পেষণযন্ত্র বা প্রস্তর নির্মিত জাতা নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার অপরাধে "বুনানা" (بنانة) নামক বানূ কুরায়যার কেবল একজন নারীকে হত্যা করা হয় (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৯; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৯১)। তাহার স্বামীর নাম ছিল হাকাম আল-কুরাজী (حكم القرظى) ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৭৮)।

উক্ত মহিলা যেই সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণ দেয়, বিস্ময়কর ভাব-লেশহীন চিত্তে যেইভাবে মৃত্যুকে বরণ করে তাহা আবূ দাউদ ও সীরাতে ইব্ন হিশামে নিম্নোল্লেখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদিগকে হত্যা করা হইবে তাহাদের তালিকায় নিজের নাম থাকার কথা ঐ নারী পূর্ব হইতে জানিত। হত্যাস্থানে একেকজন অপরাধী নামানুসারে পর্যায়ক্রমে যাইতেছিল এবং মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করিতেছিল। ঘোষক একেকজনের নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল, উক্ত ধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তাহার পরও একান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সে আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিল এবং কথায় কথায় হাসিতেছিল, কখনও সশব্দে— আবার কখনও মুখ চাপিয়া। হঠাৎ তাহার নামের ডাক পড়িলে সে ভাবলেশহীন চিত্তে উঠিয়া দাঁড়ায়। হযরত আয়েশা (র) বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার! তোমার কী হইল? কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, আমি এক ঘটনা ঘটাইয়াছিলাম, করিয়াছিলাম এক অপরাধ, উহার শাস্তি ভোগ করিতে যাইতেছি। আমাকে এখন হত্যা করা হইবে। এই বলিয়া সে প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট চিত্তে হত্যাস্থলে আসিয়া তরবারির নিচে মাথা রাখে। আয়েশা (রা) এই ঘটনা যখনই বর্ণনা করিতেন, ভাষায় ও বর্ণনায় তাহার বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটিত। তিনি বলিতেন, আল্লাহ্র শপথ! অচিরেই হত্যার সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা জানা সত্ত্বেও পূর্বক্ষণে আমার সম্মুখে অধিক হাস্য, প্রফুল্লতা ও আনন্দোচ্ছলতার যেই বিস্ময়কর স্মৃতি উক্ত নারী রাখিয়া গিয়াছে তাহা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই (আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ১৪; ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ১৫৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণকে হত্যা করার। এইজন্য কিশোর 'আতিয়্যা আল-কুরাজী অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে মৃত্যুদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করে। জীবিত ছাড়া পাইয়া সে ইসলাম গ্রহণ করে (ইব্ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫৭)। অপরদিকে রিফা'আ ইব্ন সামওয়াল আল-কুরাজী (رفاعة بن سموأل القرظى) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বাঁচিয়া যায়, প্রাণে রক্ষা পায়— শুধু সালমা বিনত কায়স নামক রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক খালার একান্ত আবেদনের ভিত্তিতে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে উভয় কিবলামুখী হইয়া সালাত আদায় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাহার আবেদনের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) রিফাআকে

তাঁহার যিম্মায় ছাড়িয়া দিলে সে প্রাণে রক্ষা পায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে (ইব্‌ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫৭)।

ছাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-এর নিকট যুবায়র ইব্‌ন বাতা (الزبير بن باطا) -র প্রাপ্য সম্পত্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যুবায়র, তাহার পরিবার ও সম্পত্তির মালিকানা ছাবিতকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে তিনি তাহার সব কিছুর মালিক হইয়াছিলেন। অতঃপর যুবায়র ছাবিতের নিকট সব কিছুর উপর হইতে মালিকানা ছাড়িয়া দেওয়ার বিনীত আবেদন করিলে তিনি স্বীয় মালিকানা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল আমার নিকট তোমাকে, তোমার সম্পদ ও পরিবারকে দান করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে আমি তোমাদের সব কিছুর মালিক হইয়াছিলাম। এখন সবই তোমার।" যুবায়র যখন তাহার কওমের (বানূ কুরায়যা) লোকজনকে হত্যার ব্যাপারে অবহিত হইল, তখন অত্যন্ত মর্মাহত ও নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া বলিল, হে ছাবিত! তুমি যদি আমাকে আমার প্রিয়জনদিগের সহিত হত্যার মাধ্যমে মিলিত না কর তাহা হইলে তোমার নিকট আমি আমার সম্পদও চাহিব। অনন্তর তাহার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ছাবিত (রা) তাহাকে শিরশ্ছেদের স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। ছাবিত এই ব্যাপারে যুবায়র-পুত্র আবদুর রাহমান্ ইব্‌ন বাতার নিকট তাহার পিতাকে বাঁচাইতে ব্যর্থ হওয়ার কথা জানান। ইহাতে প্রভাবিত হইয়া সে ইসলাম গ্রহণ করে (আর-রাহীক, পৃ. ২৯১)।

হযরত সা'দ ইব্‌ন যায়দ আল-আন্‌সারী (রা)-র তত্ত্বাবধানে বানূ কুরায়যার বন্দী মহিলা ও শিশুদিগকে বিক্রয়ের জন্য নজদ-এ পাঠান হয়। সা'দ উহাদের বিনিময়ে অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করেন (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৫৭; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৩২৯)।

অবশ্য আমর ইব্‌ন খুনাফার কন্যা রায়হানার আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়যার মহিলাদের মধ্য হইতে কেবল তাহাকেই উপরিউক্ত দল হইতে পৃথক করিয়া নিজের মালিকানায় রাখিয়া দেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহার প্রতি তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার মালিকানায় ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাহাকে স্বীয় দাসী অবস্থায় রাখিয়াই ইন্তিকাল করেন (ইব্‌ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫৭)। আর কালবীর বর্ণনানুযায়ী তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিদায় হজ্জ সম্পাদন করিয়া মক্কা হইতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রত্যাবর্তনের পর হযরত রায়হানা ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁহাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেন (আর-রাহীক, পৃ. ২৯১)। অপর এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের সহিত বসবাসের জন্য মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পরিবারের নিকট চলিয়া যান (ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৪০৯)। ইব্‌ন হিশামের বর্ননানুযায়ী বানূ কুরায়যার কিছু সংখ্যক শিশু ও মহিলাকে মুসলমানগণের মধ্যেও বণ্টন করা হইয়াছিল।

বানূ কুরায়যা হইতে প্রাপ্ত সকল সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (স) মুসলমানগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তবে প্রথমে উক্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করেন। অতঃপর অশ্বারোহী সৈন্যের

জন্য তিন অংশ অর্থাৎ অশ্বের দুই অংশ এবং অশ্বারোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেন। পদাতিক সৈন্যের জন্য এক অংশ ধার্য করেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে দুই অংশ নির্ধারণ এবং পঞ্চমাংশ পৃথক করার ইহাই ছিল প্রথম ঘটনা। বণ্টনের ঐ নিয়মই তখন হইতে প্রবর্তিত হয় এবং ঐ ধারাই পরবর্তীতে চালু থাকে (ইব্ন হিশাম, ঐ, পৃ. ১৫৭; আর-রাহীক, পৃ. ২৯১; যুরকানী, ২খ., পৃ. ১৩৭)। প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি ৩ হাজার ৭২ অংশে বিভক্ত হয় (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৭৫)।

বানূ কুরায়যার অধিবাসীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় এমন কিছু লোক ছিল যাহারা অবরোধের শেষ প্রান্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে কোন নির্দেশ মানিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব রাত্রেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তাহাদের জীবন, সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রদিগকে রক্ষা করা হয়। তাহারা যাবতীয় ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পায়। আমর ইব্ন সূদা নামে তাহাদের মধ্যে এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তিও ছিল যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় বানূ কুরায়যার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা উক্ত রাত্রে দুর্গ হইতে তাহাকে বাহির হইতে দেখেন এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া ছাড়িয়া দেন। তিনি জানিতে পারেন নাই তাহার গন্তব্যস্থল (আর-রাহীক, পৃ. ২৯১)। এইভাবে বানূ কুরায়যার কিছু সংখ্যক লোক শাস্তি হইতে রক্ষা পায়। বানূ কুরায়যার ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا.

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন। এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী। আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি, ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদের এবং এমন ভূমির যাহা তোমরা এখনও পদানত কর নাই। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৩৩ ঃ ২৬, ২৭)।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

ইসলাম বিরোধী শিবির বানূ কুরায়যাকে শাস্তি সম্বন্ধে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের জোর আপত্তি তুলিয়াছে। তাহারা শুধু ঘটনার খোলস তথা বাহিরের দিকটাই দেখিয়াছে। উহার অভ্যন্তরে তলাইয়া দেখে নাই, শাস্তির রূপকেই প্রাধান্য দিয়াছে, উহার কারণ লইয়া পর্যালোচনা করে নাই। যদি তাহারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বানূ কুরায়যার আচরণ

গভীরভাবে পর্যালোচনা করিত তাহা হইলে কোনভাবেই নিষ্ঠুরতার অপবাদ উত্থাপন করিত না। নিম্নে প্রকৃত ব্যাপার তুলিয়া ধরা হইতেছে যাহার দ্বারা বুঝা যাইবে, কেন তাহাদের বিরুদ্ধে সা'দ (রা) উপরিউক্ত রায় প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বানূ কুরায়যার সঙ্গে সদয় আচরণ করেন এবং মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করেন।

(২) তিনি তাহাদের সঙ্গে যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জানমাল রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছিল।

(৩) বানূ কুরায়যা বানূ নাযীর অপেক্ষা কম মর্যাদাসম্পন্ন হিসাবে বিবেচিত ছিল। বানূ নাযীরের কাহারও দ্বারা বানূ কুরায়যার কেহ নিহত হইলে তাহার রক্তপণ ছিল অর্ধেক। অপরদিকে বানূ কুরায়যার দ্বারা বানূ নাযীরের কেহ নিহত হইলে কুরায়যার ইয়াহূদীদিগকে পূর্ণ রক্তপণ পরিশোধ করিতে হইত। মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূলুল্লাহ (স) বানূ কুরায়যাকে এই সামাজিক বৈষম্যের শৃংখল হইতে মুক্ত করেন। তিনি তাহাদের মর্যাদা বানূ নাযীরের সমান করিয়া দেন (আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ২৭৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (স) বানূ নাযীর কে মদীনা হইতে বহিষ্কার করার পর বানূ কুরায়যার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেন। পুনঃ চুক্তির মাধ্যমে তিনি তাহাদিগকে স্বীয় বাসস্থানে অবস্থানের সুযোগ দেন।

(৫) তাহাদের সঙ্গে এত ভাল আচরণ করার পরও মুসলমানগণ যখন তাহাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন মুহূর্ত অতিক্রম করিতেছিলেন, ইসলাম বিরোধী বহিঃ শত্রুর সম্মিলিত আক্রমণ হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে একাধারে কয়েক দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীর্ঘ পরিখা খননের মাধ্যমে রণপ্রস্তুতিতে যখন একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্নপ্রায় ঠিক এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতি ও নাযুক অবস্থায় তাহারা মদীনার ভিতরে থাকিয়াই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মুসলমানগণকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ইয়াহূদী-কুরায়শ সামরিক শক্তির পক্ষাবলম্বন করে।

(৬) মুসলিম নারী ও শিশুগণকে হেফাজতের জন্য তাঁবুতে প্রেরণ করা হইলে তাহারা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় (সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ২৫৪)।

(৭) জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও এই অকৃতজ্ঞ গোষ্ঠী মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পনর শত তরবারি, দুই হাজার বর্শা-বল্লম, তিন শত বর্ম ও পনর শত ঢাল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল যাহা তাহাদের দুর্গ বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয় (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, পৃ.৭৫)।

(৮) খন্দক যুদ্ধের মূল উস্কানীদাতা "হুয়াই ইব্‌ন আখতাব", যাহাকে বিদ্রোহের অপরাধে মদীনা হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল এবং যে গোটা আরবকে উস্কানী দিয়া আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল, বানূ কুরায়যা এমন রাষ্ট্রদ্রোহী শত্রু নিজেদের সঙ্গে রাখিয়া গাদ্দারী ও হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা দেখায়।

এমতাবস্থায় তাহাদের সঙ্গে উপরিউক্ত আচরণ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তাহারা নিজেদের কুকর্মের ফলে সর্বাপেক্ষা জঘন্য যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, যাহাদের প্রাপ্য কেবল মৃত্যুদণ্ডই (আর-রাহীক, পৃ. ২৯০)।

আরবে চুক্তির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মৈত্রী চুক্তিকে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের সমতুল্য মনে করা হইত। মৈত্রী বন্ধনের ফলে রক্তের সম্পর্কের ন্যায় অনেক সময় গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হইত। বানূ কুরায়যার মিত্র আওসের অবস্থা ছিল ঠিক অনুরূপ। তাহারা মনে-প্রাণে চাহিতেছিল, বানূ কুরায়যা যেন কোনরূপ শাস্তির সম্মুখীন না হয়। তাহাদের সঙ্গে যেন ক্ষমা সুন্দর আচরণ করা হয়। তাহাদের ব্যাপারে আওস গোত্রপতি সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-র পেরেশানীও কম ছিল না। চুক্তির ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রকৃত যিম্মাদার। তাহাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন তাহাদের বড় হিতাকাঙ্খী। কিন্তু এই হতভাগ্য জাতির অপরাধ এতই মারাত্মক ছিল যে, এত কিছুর পরও তাঁহার (সা'দ) পক্ষে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা (সীরাতুন নবী, পৃ. ২৫৫)। অপরাধ অনুপাতে সা'দ (রা)-র ফয়সালা ছিল পুরাপুরি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই ঘটনার উপর আলোকপাত করিতে গিয়া R.V.C Bodley তাহার The Messenger The life of Muhammad নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

"মুহাম্মাদ আরবে একা ছিলেন। এই ভূখণ্ড আকার-আয়তনের দিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং ইহার লোকসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লাখ। তাহাদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না যাহারা জনসাধারণকে আদেশ পালনে ও আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করিতে পারে, কেবল একটা ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া, যাহার সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। এই বাহিনীও আবার পরিপূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। এমতাবস্থায় যদি মুহাম্মাদ (স) কোনরূপ শৈথিল্য কিংবা গাফলতিকে প্রশ্রয় দিতেন এবং বানূ কুরায়যাকে তাহাদের বিশ্বাস ভঙ্গের কোনরূপ শাস্তি দান ব্যতিরেকে ছাড়িয়া দিতেন তাহা হইলে আরব উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইয়াহূদীদের হত্যার ব্যাপার খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু ইয়াহূদীদের ধর্মীয় ইতিহাসে উহা কোন নূতন ব্যাপার ছিল না। আবার মুসলমানগণের দিক হইতে ঐ কাজের পিছনে পূর্ণ বৈধতা ও অনুমোদন বর্তমান ছিল (The Messenger The life of Muhammad, London 1946, P. 202-3; নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭৭)। স্যার স্টানলী লেনপুল বলেন, "মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদের অপরাধ ছিল দেশের সঙ্গে গাদ্দারী এবং তাহাও আবার অবরোধের মত সংকটময় অবস্থায় (Selection from the Quran, P. IXV।

সদূরপ্রসারী প্রভাব

উদীয়মান ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-র উপরিউক্ত রায়ের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। উক্ত ফয়সালা কার্যকর হওয়ার ফলে মদীনা ইয়াহূদী ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশৃংখলা, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতা হইতে মুক্ত ও নিরাপদ হইয়া যায়। মুসলমানগণের জন্য পিছন হইতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। এই ঘটনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন রকম অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে তাহারা পূর্বাপেক্ষা নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদন করিতে শুরু করেন। ইহার পর ভিতর ও বাহির শত্রুর আক্রমণের থাবা হইতে মদীনা অধিকতর নিরাপদ ও সুরক্ষিত হইয়া উঠে।

সা'দ (রা)-এর ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে অপরাপর আরব গোত্রসমূহও কোনরূপ চুক্তি ভঙ্গ ও গাদ্দারী করার পূর্বে বারবার চিন্তা-ভাবনা করিতে বাধ্য হয়। কেননা ইহার পরিণতি কত মারাত্মক হইতে পারে তাহা তাহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছিল যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁহার ফয়সালা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন (The Messenger The life of Muhammad, London 1946, P. 202-3; নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭৭)।

মদীনার ইয়াহূদীদের সর্বশেষ ঘাঁটি বানূ কুরায়যার দুর্গ পতনের পর মুনাফিক শিবির স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হইয়া যায়। তাহাদের তৎপরতায় ভাটা পড়ে ও মনোবল ভাঙ্গিয়া যায়। ড. ইসরাঈল ওয়েলফিন্সন-এর মতে, "বানূ কুরায়যার পতনের পর মুনাফিকদিগের আওয়াজ উচ্চগ্রাম হইতে নিম্নগ্রামে নামিয়া আসে"(নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭৭)।

কুরায়যার যুদ্ধে নিহত ইয়াহূদীদের সংখ্যা

হযরত সা'দ (রা)-র সিদ্ধান্ত অনুসারে বানূ কুরায়যার একদলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং আরেক দলকে বন্দী করা হয় (দ্র. ৩৩ ঃ ২৬)। কিন্তু সেই দিন ঠিক কতজন ইয়াহূদীকে হত্যা করা হয়, সেই ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাহাদের সংখ্যা ছয় শত হইতে নয় শত পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন যাহা ইউরোপীয় লেখকগণকে মহানবী (স)-এর চরিত্রে কালিমা লেপনে রসদ যোগাইয়াছে। নিম্নোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিহতদের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

কুরায়যা গোত্রে অভিযানকালে তাহাদের পুরুষলোকদিগের সংখ্যা কত ছিল তাহা তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বিশ্বস্ত সূত্রে হযরত জাবির (রা) কর্তৃক এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ كانوا اربع مائة فلمافرغت من قتلهم الخ الحديث (তাহাদের (পুরুষদের) সংখ্যা ছিল চারি শত)। অতঃপর তাহাদিগকে হত্যার পর হযরত সা'দ (রা) ইনতিকাল করেন। এই চারি শত পুরুষের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সমর্থ কেবল তাহাদিগকে সা'দ (রা) হত্যার আদেশ দেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সা'দের এতদসংক্রান্ত উক্তিই উহার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি বলিয়াছিলেন, إني احكم فيهم أن تقتل المقاتلة (আমি যুদ্ধে নিযুক্ত বা যুদ্ধ করিতে সক্ষম পুরুষদিগকে হত্যার আদেশ করিতেছি)। সা'দ (রা)-র এই উক্তিতে প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষ যোদ্ধাকে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, যাহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু নবী (স) তাহাদের মধ্য হইতে কেবল প্রাপ্তবয়স্কদিগকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৩২; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৪০৪; তিরমিযী, পৃ. ১৫৪৮; নাসাঈ, ৬খ.; ইব্ন মাজা, পৃ. ৪৫৪১)। অপ্রাপ্ত-বয়স্কদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয় (প্রাগুক্ত)। অতঃপর তাহাদিগকে নবী (স) মুক্ত করিয়া দেন। ইহাদের মধ্য হইতে আতিয়া আল-কুরাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাহার কয়েকজন সঙ্গী প্রাণে রক্ষা পাইয়া মুসলমান হন (আর-রাহীক, পৃ. ২৯১)। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইব্নে আসাকির কুরায়যার ঘটনা প্রসঙ্গে একখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদিগের তিন শত পুরুষ হত্যা করিলেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যাও। অবশ্য আমি তোমাদের গতিবিধির সন্ধান রাখিব। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সিরিয়াতে পাঠাইয়া দিলেন (মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃ. ৪৭১-৪৭২; কানযুল 'উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৮২)।

সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-র শাহাদাতবরণ

খন্দক যুদ্ধে আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ (রা) আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি ভালভাবেই জান যে, আমার নিকট ইহা অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই যে, আমি তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ঐ কওমের সঙ্গে জিহাদ করিব যাহারা তোমার রাসূল (স)-কে অস্বীকার করিয়াছে। হে আল্লাহ্! আমার মনে হয় তুমি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের উপসংহার টানিয়াছ। যদি কুরায়শদের সঙ্গে এখনও যুদ্ধের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে আমাকে জীবিত রাখ যাহাতে তোমার রাস্তায় তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধ শেষ করিয়া থাক তাহা হইলে আমার এই ক্ষত হইতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং ইহাকে আমার শাহাদাতের উসীলা বানাইয়া দাও" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১; মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৫)।

শাহাদাতের আকাঙ্খা ব্যক্ত করিয়া তিনি যেই দু'আ করিয়াছিলেন তাহা কবুল হয়, বানূ কুরায়যার যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াব পর তাহার ফলাফল প্রকাশ পায়। তাহাদের করুণ পরিণতি অবলোকন করিয়া তাঁহার চক্ষু শীতল হয়। অতঃপর তাঁহার জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার বক্ষ হইতে প্রবলবেগে রক্ত বাহির হয়। তিনি তখন মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত মসজিদে তাঁহার পার্শ্বেই ছিল বানূ গিফার-এর একটি তাঁবু। সা'দ (রা)-এর দিক হইতে হঠাৎ রক্তের স্রোতধারা নিজেদের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তাহারা হত-বিহ্বল চিত্তে

শিবিরস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের দিক হইতে ইহা কী আসিতেছে? অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানা যায় যে, হযরত সা'দ (রা)-র দেহের ক্ষত হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। প্রচুর রক্ত ক্ষরণে তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১; মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৫; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৬৩)।

হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পান। জাবির (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ সা'দ ইব্ন মু'আযের মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কাঁপিয়া উঠে (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৩৬; মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৯৪; তিরমিযী ২খ., পৃ. ২২৫)।

এই ব্যাপারে এক আনসারী (রা)-এর নিম্নলিখিত কবিতাংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

ما اهتز عرش الله موت هالك - سمعنا به الا لسعد ابى عمر

"আমরা আবূ উমার সা'দ ছাড়া কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশের কম্পনের কথা শুনি নাই" (ইস্তী'আব, ২খ., পৃ. ৩২; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৬৩)।

বানূ কুরায়যাকে অবরোধকালে খালিদ ইব্ন সুওয়ায়দ (রা) নামক একজন সাহাবী বুনানা নামক কুরায়যার এক নারীর নিক্ষিপ্ত যাতা (চাকতি)-র আঘাতে নিহত হন। তাঁহাকে তিনি দুইজন শহীদের মর্যাদা পাইবেন বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) সুসংবাদ দেন (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১৬৪)। অবরোধকালে উক্কাশার ভ্রাতা আবূ সিনান ইব্ন মিহসান নামক অপর এক সাহাবীও ইনতিকাল করেন। বানূ কুরায়যার কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয় (প্রাগুক্ত; আর-রাহীক্ব, পৃ. ১৯২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দেওবন্দ, ভারত ১৩৮৪-১৩৮৭ হি., ১খ., পৃ. ৫৩৬, ২খ., পৃ. ৫৯০-৯১; (২) মুসলিম, আস-সাহীহ, দিল্লী, ভারত ১৩৭৬ হি., ২খ., পৃ. ৯৫, ২৯৪; (৩) আত-তিরমিযী, আল-জামি, দিল্লী, ভারত, তা. বি., ২খ., পৃ. ২২৫; (৪) আবূ দাউদ, আস-সুনান, দেওবন্দ, ভারত, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৪, ২৭৭; বৈরূত, লেবানন ১৩৯৪ হি./ ১৯৭৪ খৃ., ৫খ., পৃ. ৩৯০-৯১; (৫) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাত্হুল বারী, বৈরূত, লেবানন ১৪০২ হি., ৭খ., পৃ. ১২২-২৩, ১১খ., পৃ. ৪১; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি., ৩খ., পৃ. ১৪৮-৬৪; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর ১৯৩২ খৃ., ৪খ., পৃ. ১১৮-১২৬; (৮) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফীত তারিখ, বৈরূত, লেবানন, ২খ., পৃ. ৭৫-৭৭; (৯) আবদুর রাউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দেওবন্দ, ভারত, তা. বি., পৃ. ১৫১; (১০) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, বৈরূত, লেবানন, ২খ., পৃ. ৭২-৭৪; (১১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, লেবানন, তা. বি., ২খ., পৃ. ৭৪-৭৮; (১২) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, বৈরূত, লেবানন, ২খ., পৃ. ৬৮-৭৮;

(১৩) ইব্ন আবদিল বার্র, আল-ইসতীআব, কায়রো তা. বি., ২খ., পৃ. ৩২; (১৪) সাফীউর রাহমান মুবারাকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ২৮৮-২৯২; (১৫) ইবনুল জাওযী, তালকীহু ফুহূলি আহলিল আছার, দিল্লী, ভারত, পৃ. ১২; (১৬) সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল মা'আনী, বৈরূত, লেবানন, তা. বি., ৯খ., পৃ. ১৯৫; (১৭) আত্-তাসহীল ফী 'উলূমিত তানযীল, ৩খ., পৃ. ১৩৬; (১৮) মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবূনী, সাফ্ওয়াতুত তাফাসীর, বৈরূত ১৪০২ হি. ১৯৮১ খৃ., ১খ., পৃ. ৫০০, ২খ., পৃ. ৫২২; (১৯) আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী (স), ভারত, ১৯৯৫ খৃ., ১খ., পৃ. ২৫৩-৫৫; (২০) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা (স), ভারত তা. বি., ২খ., পৃ. ৩২৩-৩৩১; (২১) শাহ্ মু'ঈনুদ্দীন আহমাদ নদবী, তারীখ ইসলাম, লাহোর, পাকিস্তান, ১খ., ৬৯; (২২) আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, অনু. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ২৭০-২৭৭; (২৩) পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ. গণনা পুস্তক, অধ্যায় ৩১, আয়াত ৭-১০; দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২০, আয়াত ১০-১৪; (২৪) R.V.C. Bodley, The Messenger, The life of Muhammad, London, 1964 Page 202-3; (২৫) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খৃ., পৃ. ৪৬৮-৪৭৩; (২৬) আলী মুত্তাকী জৌনপুরী, কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৮২।

মুহাম্মদ আব্দুল মুনায়েম

গায্ওয়া বানূ লিহ্য়ান

বানূ লিহ্য়ান (বা লাহ্য়ান) কুরায়শের অন্যতম পূর্বপুরুষ মুদার ইব্ন নিযারের প্রপৌত্র হুযায়লের বংশধর (ইব্ন হায্ম, জামহারাতু আনসাবিল আরাব, ৩খ., পৃ. ১৯৬)। আরব বংশবিশারদ হামদানীর মতে, তাহারা মূলত জুরহুমের সন্তান-সন্ততি। কিন্তু হুযায়ল গোত্রে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদেরকেও হুযায়লের দিকে সম্বন্ধ করা হইত (আল-আয়নী, উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৬৯)। বানূ লিহ্য়ান হিজাযের বিস্তীর্ণ উপত্যকা গুরানে (غران) বসবাস করিত। ইহা ওয়াদিল-আযরাক (وادى الازرق) নামেও পরিচিত ছিল। ইহা মক্কার নিকটে আম্জ (أمج) ও 'উসফানের (عسفان) মধ্যে সায়াহ (ساية) পর্যন্ত বিস্তৃত ৫ মাইল ব্যাপী একটি বিশাল জনপদ (ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ১৯১)। তাহারা হিজরী ৪র্থ সালের সফর মাসে (মে ৬২৫ খৃ.) আর-রাজী' নামক স্থানে প্রতারণার মাধ্যমে হযরত 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা) ও তাঁহার সফর সঙ্গীকে গ্রেফতার করে, হযরত যায়দ ও খুবায়বকে বন্দী করিয়া মক্কায় লইয়া যায় এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরে ঐ দুইজনকেও হত্যা করে। ইহার অব্যবহিত পরে সেই একই মাসে, মতান্তরে ইহার পূর্ববর্তী (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ২৪৩) মুহাররম মাসে হুযায়ল গোত্রের এলাকার অন্তর্গত বি'রে মা'উনায় (بئر معونة)-ও ৭০ জন কুরআন বিশেষজ্ঞ সাহাবী অনুরূপভাবে প্রতারণার শিকার হইয়া নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ করেন (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১৪৭)। মহানবী (স) এই দুইটি ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাই তিনি এই শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য মদীনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু উম্মে মাকতূম (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া নিজেই বিশজন অশ্বারোহীসহ দুই শতজন আনসার ও মুহাজির সমভিব্যাহারে বানূ লিহ্য়ানের উদ্দেশে অভিযানে বাহির হন (প্রাগুক্ত)।

এই অভিযান কোন সালে এবং কোন মাসে সংঘটিত হয় সেই সম্পর্কে সীরাতবিশারদ ও ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। ইবন সা'দের মতে রাসূলুল্লাহ (স) ৬ষ্ঠ হিজরীর ১ রাবীউল আওয়াল (জুলাই ৬২৭ খৃ.) বানূ লিহ্য়ানের উদ্দেশে বাহির হন (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১৪৬)। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইবনুল আছীর, তাবারী ও ইবন 'আবদুল-বারর প্রমুখ প্রসিদ্ধ সীরাতবেত্তাদের মতে, ইহা হিজরী ৫ম সালের যুল-হিজ্জা মাসে (এপ্রিল-মে ৬২৭ খৃ.) সংঘটিত বানূ কুরায়যার যুদ্ধে জয়লাভ করার ছয়মাস পর হিজরী ৬ষ্ঠ সালের জুমাদাল-উলায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৬২৭ খৃ.) সংঘটিত হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা)। হাফিজ ইবন হাযম বলেন, "বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে ইহা হিজরী ৫ম সালে

সংঘটিত হয়" (প্রাগুক্ত; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৮৮)। যুরকানী বলেন, "কাহারো কাহারো মতে ইহা হিজরী ৪র্থ সালে সংঘটিত হয়। কাহারো মতে ইহা রজব মাসে, আর কাহারো মতে শা'বান মাসে সংঘটিত হয়" (প্রাগুক্ত)।

এই সফরে রাসূলুল্লাহ (স) কোনদিকে রওয়ানা হইবেন, যুদ্ধকৌশল হিসাবে তাহা প্রথমে প্রকাশ করেন নাই। কারণ, ইহাতে শত্রুরা তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য জানিয়া ফেলার আশংকা ছিল। তাই তিনি মদীনা হইতে বাহির হওয়ার সময় মদীনার উত্তর প্রান্তে সিরিয়ার রাস্তায় অবস্থিত গুরাব (غراب) পর্বতের পথ ধরিয়া অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি মাহীস (محيص) হইয়া রাত্রা (بتراء)-য় আসেন। এখানে পৌঁছিয়া তিনি বামদিকে গতি পরিবর্তন করেন এবং মদীনার বায়ন (بين) উপত্যকা হইয়া সুখায়রাতুল ইয়ামামে (صخيرات اليمام) গিয়া পৌঁছেন এখানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দক্ষিণে সোজা মক্কার দিকে দ্রুত গতিতে চলিতে শুরু করেন। এইভাবে তিনি তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বানূ লিহ্‌য়ানদের আবাসভূমি গুরান উপত্যকায় পৌঁছেন (ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩)। এইখানেই রাজী' নামক প্রস্রবণের পাশে আসিম ইব্‌ন ছাবিত (রা) ও তাঁহার সাথীগণ প্রতারণার শিকার হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এখানে পৌঁছিয়া তাঁহাদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করেন (ইব্‌ন কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১১৯)।

ঘটনাক্রমে বানূ লিহ্‌য়ান গোত্রের লোকেরা অনেক আগে হইতেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের সংবাদ পাইয়া যায় (তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫)। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স) যেই স্থান হইতে গতি পরিবর্তন করিয়া উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হন সেখানে বানূ লিহ্‌য়ান গোত্রের কোন লোক তাহা দেখিয়া ফেলে। সে অতি দ্রুত আসিয়া তাহার গোত্রের লোকদেরকে এই খবর দেয়। তাহারা এই খবর পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে এবং নিজেদের গবাদিপশু ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র লইয়া বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া আত্মগোপন করে (ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, বাংলা অনু. মহানবীর জীবন চরিত, পৃ. ৪৫৯)। তিনি তাহাদের এলাকায় দুই দিন (হালাবী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৬৭৭), মতান্তরে একদিন (কান্‌ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২৯) অবস্থান করেন এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে এখান হইতে বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু কোথাও তাহাদের খোঁজ পাওয়া যায় নাই (দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১৫৩)।

অবশেষে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হন এবং উসফান উপত্যকায় গিয়া পৌঁছেন। ইহার পিছনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল, মক্কাবাসীরা দেখিবে যে, মুসলমানগণ মক্কায় আসিয়াছেন এবং ইহার ফলে তাহারা বিচলিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে (ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৮৮)। উসফান হইতে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ বাক্‌র (রা) (যুরকানী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৭) কিংবা হযরত সা'দ ইবন উবাদা'র নেতৃত্বে দুইজন (ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩৩৩), মতান্তরে দশজন (ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত,

২খ., পৃ. ১১৯) অশ্বারোহীকে অথবা দুইজনেরই নেতৃত্বে দুইটি পৃথক অশ্বারোহী দলকে আরও সম্মুখে প্রেরণ করেন (যুরকানী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৭)। তাহারা নির্বিঘ্নে কুরা'উল গামীম (كراع الغميم) পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসেন (মুখতাসার তারীখির রাসূল, পৃ. ২৯২)। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায় সৈন্যবাহিনীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন (কান্ধলবী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২৯)। এই সফরে রাসূলুল্লাহ (স) ১৪ দিন মদীনার বাহিরে অবস্থান করেন, (দানাপুরী, প্রাগুক্ত, ১৫৪)। হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই দু'আ পাঠ করিতে শুনিয়াছি ঃ

آئبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر فى الأهل والمال.

"আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি। আল্লাহ চাহিলে আমরা ফিরিয়া গমন করিব। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করিতেছি। আমি সফরের দুঃখ-কষ্ট, খারাপ পরিণাম এবং পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বেহাল অবস্থা দর্শন হইতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" (ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩৩৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হায্ম আল-আন্দালুসী, জামহারাতু আন্সাবিল আরাব, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ.; (২) আল-'আয়নী বাদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ, 'উমদাতুল কারী, বৈরূত, ১৭খ.; (৩) আবূ 'আবদুল্লাহ ইয়াকূত, আল-হামাবী মু'জামুল বুলদান, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., ৪খ.; (৪) আয-যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ., ২খ., (৫) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ২৪৩; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (অনু. 'আবদুল জলীল সিদ্দীকী ও অন্যান্য), দিল্লী ১৯৯৫ খৃ., ২খ.; (৭) আত-তাবারী, তারীখু তাবারী (অনু. সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম নাদবী), করাচী ১৯৮৭ খৃ., ১খ. (সীরাতুন্নবী), পৃ. ৩০৫; (৮) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ২খ. পৃ. ১৮৮; (৯) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, বৈরূত তা. বি, ২খ, পৃ. ১১৯; (১০) হায়কাল ডঃ মুহাম্মাদ হোসায়ন, The Life of Muhammad (বাংলা অনু. মহানবীর জীবন চরিত), বাংলাদেশ (ই. ফা.বা), ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ৪৫৯; (১১) কান্ধলাবী, মুহাম্মাদ ইদ্রীস, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৯৫ খৃ., ২খ.; (১২) আবুল বারাকাত আবদুর রাউফ, আসাহ্হুস সিয়ার, কলিকাতা ১৯৮২ খৃ.; (১৩) আবদুল্লাহ, মুখতাসারু সীরাতির রাসূল, লাহোর ১৯৭৯খৃ., পৃ. ২৯২।

আহমদ আলী

গাযওয়া যী-কারাদ বা গাযওয়া গাবা

নামকরন্ঃ কারাদ শব্দটি পানিবিশিষ্ট একটি গিরিপথের নাম। উহা সেই স্থান যেইখানে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং শত্রুদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল (মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৬৩)। সম্ভবত এই কারণেই গাযওয়াটির 'যূ-কারাদ' নামকরণ করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী এই গাযওয়াকে 'বাবু গাযওয়াতি যাতিল-কারাদ' শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং উকূল ও উরায়না-এর ঘটনার পরে ইহাকে স্থান দিয়াছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী লিখিয়াছেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সম্ভবত ইমাম বুখারী ইহার মাধ্যমে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই উভয় ঘটনা একই ছিল। যদিও ইহার বিপরীত মতটিই অধিক শক্তিশালী (ফাতহুল-বারী, ৭খ., পৃ. ৫২৫)।

ইব্ন হাজার আরও লিখিয়াছেন যে, কারাদ (قرد) শব্দটি'কাফ' ও 'রা' বর্ণে যবর অথবা এই উভয় বর্ণে পেশ কিংবা প্রথমটিতে পেশ ও দ্বিতীয়টিতে যবর দিয়া পড়া যায়। হাযিমী (حازمى) বলেন, প্রথমটি হাদীছ বিশারদগণের মত এবং দ্বিতীয়টি ভাষাবিদগণের মত। বালাযুরীর মতে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। আর সেই হিসাবে ঐ স্থানটি হইল গাতাফান অঞ্চলের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকা যেখানে কূপ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, গাতাফান হইতে ইহার দূরত্ব এক দিনের পথ (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৫২৬)।

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা 'ফাসলুন ফী গাযওয়াতিল-গাবা' শিরোনামে এই গাযওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কারণ এই গাযওয়ার সূত্রপাত হয় মদীনার নিকটবর্তী 'গাবা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটপালের উপর আক্রমণের ঘটনা হইতে। আর তাই এই গাযওয়ার নামকরণ করা হইয়াছে 'গাযওয়াতুল গাবা' (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৭৮)।

মোটকথা, গাযওয়াটির প্রারম্ভ বা সূচনার দিক বিবেচনা করিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'গাযওয়াতুল গাবা' এবং ইহার সমাপ্তিকালে মুসলিম বাহিনীর অবস্থানস্থল বিবেচনা করিয়া ইহার নামকরণ করা হইয়াছে 'গাযওয়া যূ-কারাদ' বা 'গাযওয়া যাতিল কারাদ'।

সময়-কালঃ এই গাযওয়ার সময়কাল সম্পর্কে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইল ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম-এর অভিমত। ইমাম বুখারী বলেন, ইহা হইল সেই গাযওয়া যাহাতে খায়বারের তিন দিন আগে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উটপালের উপর আক্রমণ করা হয় (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতি যাতিল কারাদ, হাদীছ নং ৪১৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ১৮০৭)। আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, গাযওয়া যূ-কারাদ সংঘটিত হইয়াছিল হুদায়বিয়ার পূর্বে (মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতির রাসূল, পৃ. ৩২৭)। হাফিজ ইব্ন হাজার 'আসকালানী বলেন, বুখারীর মতই এই ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৫২৬)।

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলেন, এই গাযওয়া সংঘটিত হইয়াছিল হুদায়বিয়ার পর। অনেক ঐতিহাসিক ইহাকে হুদায়বিয়ার পূর্বে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে (যাদুল মা'আদ, ৩খ, ২৭৯)। তিনি তাঁহার মতটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহ্মাদ এবং হাসান ইব্ন সুফ্য়ানের বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দুইজন এই হাদীছ ইকরামা ইব্ন আম্মার সূত্রে সালামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত মদীনায় আগমন করি। আমি এবং রাবাহ্ হযরত তাল্হার একটি ঘোড়া নিয়া চলিলাম যাহাতে উষ্ট্রপালের সহিত ইহাকেও মাঠে চরাইয়া আনিতে পারি। ঘটনাক্রমে সেই দিন শেষরাত্রির অন্ধকারে আবদুর রহামন ইব্ন উয়ায়না রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রপালের উপর আক্রমণ চালায় এবং উহার রাখালকে হত্যা করে"। অবশিষ্ট ঘটনাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন (আল-মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ৫২-৫৪)।

সফিউর রহমান মুবারকপুরী লিখিয়াছেন যে, হুদায়বিয়ার পরে এবং খায়বারের পূর্বে ইহাই প্রথম গাযওয়া যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) অংশগ্রহণ করিয়াছেন (মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৬২)। সুতরাং এই গাযওয়া খায়বারের পূর্বে এবং হুদায়বিয়ার পরে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্ট।

তবে ইহা ছাড়াও এই গাযওয়ার দিন-ক্ষণের ব্যাপারে আরও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইব্ন সা'দ ও আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে, গাযওয়া যূ কারাদ ছিল ষষ্ঠ হিজরী সালের রবীউ'ল আওয়াল মাসে। আর কুরতুবী (র)-এর মতে, ইহা ছিল ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (বদরুদ্দীন 'আয়নী, উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ২৩২)। ইব্ন ইসহাকের মতে, ইহা ছিল ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে (ফাতহুল বারী, ৭খ, ৫২৬)।

যূ-কারাদের ঘটনা সম্ভবত একাধিকবার সংঘটিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উষ্ট্রপালের উপরও হয়ত দুইবার আক্রমণ হইয়াছে। একবার হুদায়বিয়ার পূর্বে, যাহা ইব্ন সা'দ এবং ইব্ন ইসহাক প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন। আরেকবার হুদায়বিয়ার পর খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যাহা অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা হাকিম 'আল-ইকলীল' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যূ-কারাদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়াটা একাধিক বার সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথমটি ছিল উহুদের পূর্বে, যেইটিতে যায়দ ইব্ন হারিছা গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি পঞ্চম হিজরীর রবীউ'ল-আখির মাসে, যেইটিতে রাসূলুল্লাহ্ (স) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তৃতীয়টি হইল ইতিপূর্বে আলোচিত ঘটনা (ফাতহুল বারী, ৭খ. ৫২৬)।

ঘটনার উৎপত্তি ঃ মহানবী (স)-এর বিশটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী ছিল। মদীনার নিকটবর্তী 'গাবা' নামক স্থানে এইগুলিকে চরানো হইত। সেইখানে বুধবার রাত্রিবেলা উয়ায়না ইব্ন হিস্ন আল-ফাযারী 'গাতাফান' গোত্রের চল্লিশজন অশ্বারোহী লইয়া আক্রমণ চালায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উষ্ট্রীপালের রাখাল ছিল বানূ গিফার গোত্রের একজন লোক। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রীও ছিল। তাহারা লোকটিকে হত্যা করে এবং তাহার স্ত্রীকে বন্দী করিয়া উষ্ট্রীপালের সহিত লইয়া যায়। আর অমনি জীবন বাজি রাখিয়া সর্বপ্রথম যিনি শত্রু বাহিনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন

তিনি হইলেন সালামা ইব্ন আমর ইবনুল আকওয়া' আল-আসলামী (মুখতাসার সীরাতি-রাসূল (স), পৃ. ৩২৭)। তিনি বলেন, আমি তখন يا صباحاه (শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের আহ্বান) বলিয়া তিনবার জোরে চীৎকার করিয়া মদীনাবাসীদের কানে পৌঁছাইয়া দিলাম। অতঃপর তিনি 'গাবা'-এর দিকে চলিলেন। তখন তাঁহার সহিত ছিল হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-র এক ক্রীতদাস। সে তাহার মনিবের একটি ঘোড়া চরাইতেছিল। অতঃপর তিনি "ছানিয়াতুল-ওয়াদা' নামক পাহাড়ে আরোহণ করিয়া কাফিরদের বাহিনীকে দেখিতে পাইলেন, শত্রুদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। অবশেষে শত্রুদের নিকট হইতে তিনি ছিনতাইকৃত উটগুলি এবং তাহাদের ত্রিশখানা চাদর ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হইলেন (বুখারী, হাদীছ নং ৩৮৭৪)। ইত্যবসরে মদীনায় এই খবর ছড়াইয়া পড়িল এবং মহানবী (স) তাঁহার অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার উটগুলি দেখিয়া আসিবার জন্য হযরত রাবাহ্কে প্রেরণ করিলেন। হযরত সালামা ইব্ন আকওয়া' (রা) হযরত তালহার একটি ঘোড়া লইয়া রাবাহ-এর সহিত গেলেন। তাঁহারা পৌঁছিবার পূর্বেই ফাযারা গোত্রের একদল লুণ্ঠনকারী হানা দিয়া রাখালকে হত্যা করে এবং সমস্ত উট লইয়া রওয়ানা হয়। ঐ দলে আবদুর রহমান ইব্ন উয়ায়নার নেতৃত্বে চল্লিশজন লুণ্ঠনকারী ছিল। গাবার নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা যখন দেখিতে পাইলেন যে, লুণ্ঠনকারীরা উট লইয়া যাইতেছে তখন হযরত সালামা আপন সঙ্গী রাবাহকে বলিলেন, আমি তীর নিক্ষেপ করিয়া লুণ্ঠনকারীদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিব। আর তুমি এই ঘোড়াটি লইয়া মদীনায় যাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সংবাদ জানাও (তফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬৪৩)।

মাত্র তিনদিন হইল রাসূলুল্লাহ্ (স) হুদায়বিয়া হইতে মদীনায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এইদিকে মদীনার অলিতে-গলিতে খবর পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উষ্ট্রপাল আক্রান্ত হইয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে সাহাবীগণ দলে দলে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে এই সংবাদ লইয়া আসিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন তিনি হইলেন হযরত মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা)। ইব্ন ইসহাক বলেন, মিকদাদের ঘোড়ার নাম ছিল 'বা' যাজাহ' অর্থাৎ আক্রমণের ক্ষেত্রে দ্রুতগামী (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ. ১৮১)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তাহার বর্শার অগ্রভাবে পতাকা বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি রওয়ানা হইয়া যাও। অশ্বারোহী বাহিনী গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবে। আমরাও তোমার পিছনে আসিতেছি" (যাদুল মা'আদ, ৩খ., ২৭৮)। মিকদাদের পরপর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিয়াছিলেন 'আব্বাদ ইব্ন বিশ্র আল-আশহালী, সা'দ ইব্ন যায়দ, উসায়দ ইব্ন যুহায়র, উক্কাশা ইব্ন মিহসান, মুহরিয ইব্ন নাদ্লাহ আল-আসাদী আল-আখরাম, আবূ কাতাদা আল-হারিছ ইবনুর্ রাবী' এবং আবূ আয়্যাশ উবায়দ ইব্ন যায়দ ইবনুস সামিত আয-যুরায়কী প্রমুখ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত সা'দ ইব্ন যায়দ আল-আশহালীকে তাঁহাদের আমীর বানাইয়া দিয়া বলিলেন, শত্রুর খোঁজে বাহির

হইয়া পড়। আমিও আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭৯)।

ইব্ন হিশাম আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সেই দিন হযরত আবূ আয়্যাশ (রা)-এর ঘোড়াটি মু'আয ইব্ন মাইস অথবা আইয ইব্ন মাইসকে দিয়াছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন অশ্ব পরিচালনায় আবূ আয়্যাশের তুলনায় অধিক পারদর্শী।

এই গাযওয়ায় হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) অশ্বরোহী ছিলেন না, পদাতিক ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এই গাযওয়ার অগ্নিপুরুষ। তীর নিক্ষেপে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। ঘোড়াটি হযরত রাবাহকে দিয়া তিনি পদব্রজে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইতোমধ্যে শত্রুবাহিনীর কাছে পৌঁছিয়া তিনি তাহাদের উপর তীরের পর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং প্রতি তীরের আঘাতেই কোন না কোন শত্রু আহত হইতে লাগিল। অবস্থা এমন হইল যে, তিনি একাই চল্লিশজন লুণ্ঠনকারীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাহারা ফিরিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কখনও বা গাছের আড়ালে, কখনও বা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া শত্রুদের নাকেমুখে তীর নিক্ষেপ করিতেন এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বীরগর্বে বলিতেন ঃ

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ - الْيَوْمُ الرُّضَّعِ.

"এই লও আমার তীর। আমি আকওয়া'-এর সুযোগ্য পুত্র। আজকের এই দিন কঠিন পরীক্ষার দিন; যে বেশী মাতৃদুগ্ধ পান করিয়াছে তাহার দিন।"

এইভাবে তিনি শত্রুবাহিনীর তাড়া খাইয়া নিজেকে লুকাইয়া ফেলেন এবং পুনরায় সুযোগ বুঝিয়া আক্রমণ চালাইতে থাকেন (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ১৭৯)।

লুণ্ঠনকারীরা দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রবেশ করিল। এইবার হযরত সালামা (রা) পাহাড়ের উপরে আরোহণ করিয়া তাহাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ডাকাতরা তাঁহার আক্রমণ হইতে কোন প্রকারেই নিস্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটগুলি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। হযরত সালামা (রা) বলেন, আমি উটগুলিকে মদীনাভিমুখে তাড়াইয়া দিয়া শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম এবং পর্যায়ক্রমে তীর নিক্ষেপ করিয়া চলিলাম। শত্রুরা পালাইতে না পারিয়া এক একটি করিয়া গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া হালকা হইতে লাগিল এবং প্রাণপণে দৌঁড়াইতে লাগিল। আমি চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেকটি চাদরের উপর একটি পাথর রাখিয়া দিয়া শত্রুদের পিছনে পিছনে ধাবিত হইয়া তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলাম। অবশেষে তাহারা নিজেদের হাতের বর্শাগুলিও ফেলিয়া দিয়া বোঝা আরও হালকা করিতে লাগিল। তাহারা প্রায় ত্রিশটির বেশী চাদর এবং সম সংখ্যক বর্শা ফেলিয়া গেল। কিন্তু আমি ফিরিয়া না আসিয়া তাহাদিগকে পেছন হইতে তাড়া করিতে লাগিলাম (তফাজ্জল হোছাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৪)।

ইতিমধ্যে হযরত রাবাহ (রা)-এর নিকট সংবাদ পাইয়া সেইখানে মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী আসিয়া পৌছিল। মহানবী (স) নিজেও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মদীনার দায়িত্বে

রাখিয়া রওয়ানা হইলেন। হযরত সালামা বলেন, আমি শত্রুদের পিছনে তীর নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। এমন সময় ফাযারা গোত্রের একটি লোক আসিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল এবং তাহারা সকলে মিলিয়া আহার করিতে বসিল। এই সুযোগে আমিও তাহাদের অনতিদূরে বসিয়া নিজের সঙ্গের রুটি খাইতে লাগিলাম। আগন্তুক লোকটি সম্ভবত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদিগকে এত অস্থির দেখিতেছি কেন? তাহারা আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, এই লোকটি আজ আমাদিগকে তীর নিক্ষেপ করিতে করিতে অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সাথে যাহা কিছু ছিল সব ফেলিয়া আসিয়াছি। তথাপি সে আমাদের পিছন ছাড়িতেছে না।

এই কথা বলিতে না বলিতেই তাহারা দেখিতে পাইল যে, মুসলমান সৈন্যগণ আসিতেছে। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই লুণ্ঠনকারীরা উঠিয়া পালাইতে লাগিল। হযরত সালামা (রা) বলেন, সর্বাগ্রে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর মুহরিয ইব্‌ন নাদলা আল-আখরাম (রা) আমাকে অতিক্রম করিয়া লুণ্ঠনকারীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। আমি তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া বলিলাম, আপনি একা যাইবেন না, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে আসিতে দিন। তিনি বলিলেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়া থাক এবং বেহেশত ও দোযখকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর তবে আমাকে বাধা দিও না। শহীদ হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দাও। এই কথা শুনিয়া আমি ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিলাম। তিনি অগ্রসর হইয়া লুণ্ঠনকারীদের দলপতি 'আবদুর-রহমানকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করিয়া তিনি স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হইলেন।

এইবার আবূ কাতাদা (রা) অগ্রসর হইয়া আখরামের (রা) হত্যাকারী আবদুর রহমানকে তরবারির এক আঘাতেই হত্যা করিলেন। ইহাতে মুশরিক বাহিনী মনোবল হারাইয়া পিছু হটিতে লাগিল। হযরত সালামা বলেন, 'আমি আবার পূর্ণোদ্যমে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। অবশেষে তাহারা পিপাসায় কাতর হইয়া যু-কারাদ জলাশয় হইতে পানি পান করিতে চাহিল। কিন্তু আমার বিরামহীন তীর বর্ষণের ফলে তাহারা পানিও পান করিতে পারিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা তাহাদিগকে তাড়া করিতে থাকিলাম এবং আরও দুইটি অশ্ব তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলাম।

সন্ধ্যার পরক্ষণে রাসূলুল্লাহ্ (স) আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! শত্রুগণ ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আপনি আমাকে এক শত সৈন্য দিন। আমি শত্রুদলের সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের বাহনগুলি ছিনাইয়া লই। রাসূলুল্লাহ (স) হাসিয়া বলিলেনঃ

إذا ملكت فاسجح

"তুমি যখন জয়ী হইয়াছ তখন সদয় হও।"

তৎসঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেনঃ নিশ্চয় তাহারা এতক্ষণে গাতাফানে পৌঁছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৬৩)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এই গাযওয়ায় আটজন অশ্বারোহী মুজাহিদ ছিলেন। নিজ নিজ ঘোড়ার নামসহ তাঁহাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(১) মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা। তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল যাল-লাম্মাহ্ বা কঠোর। (২) সা'দ ইব্‌ন যায়দ; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'লাহিক' বা অগ্রবর্তী বস্তুর পশ্চাদ অনুসরণকারী। (৩) মিকদাদ ইব্‌ন 'আমর; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'আযজা' বা দ্রুত আক্রমণকারী। উহাকে সাবহা (سبحة) -ও বলা হইত। (৪) উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'যুল-লাম্মাহ' বা কঠোর। (৫) আবূ কাতাদা হারিছ ইব্‌ন রিব'ঈ; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'হাযরাহ' বা যে শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। (৬) 'আব্বাদ ইব্‌ন বিশর; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'লুম্মা' বা উজ্জল। (৭) উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'মাসনূন' বা তীক্ষ্ণ। (৮) আবূ আয়্যাশ 'উবায়দ ইব্‌ন যায়দ; তাঁহার ঘোড়ার নাম ছিল 'জালওয়াহ্' বা যে তাহার প্রভুর দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ১৮১)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার উদ্ধারকৃত উষ্ট্রীপাল হইতে একটি উষ্ট্রী যবেহ করিলেন এবং সেই স্থানে একদিন একরাত্রি অবস্থান করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। উষ্ট্রীপালের রাখাল গিফারীর স্ত্রী মদীনায় আসিয়া তথা হইতে একটি উষ্ট্রী যবেহ করিবার মানত করিল। কিন্তু উষ্ট্রীর প্রকৃত মালিক সে ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া কাহারও কোন মানত করিবার সুযোগ নাই এবং যে বস্তুর সে মালিক নহে, তাহাতেও কোন মানত চলিবে না।

মহানবী (স) এই গাযওয়ায় প্রাপ্ত 'মাল' মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে দুইটি অংশ দিয়াছেনঃ একটি পদাতিক যোদ্ধার অংশ এবং অপরটি অশ্বরোহী যোদ্ধার অংশ। মদীনায় ফিরিবার সময় তিনি আমাকে তাঁহার সহিত তাঁহার 'আদবা' নামক বাহনে চড়াইয়া সম্মানিত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আজিকার দিন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা হইল আবূ কাতাদা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ পদাতিক যোদ্ধা হইল সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) (মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী , আস-সাহীহ, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ইস্তাম্বুল, ১৯৮১ খৃ., ৫খ.; (২) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সাহীহ, দারুল হাদীছ, কায়রো ১৯৯১ খৃ, ৩খ.; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহুল বারী, দারুর রায়্যান লিত-তুরাছ, কায়রো ১৯৮৬ খৃ., ৭খ.; (৪) বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, উমদাতুল কারী, ইহ্‌য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি., ১৭খ.; (৫) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল রায়্যান লিত-তুরাছ, কায়রো ১৯৮৮ খৃ., ৪খ.; (৬) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল মানার, কায়রো ১৯৯০ খৃ., ৩খ.; (৭) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., ৩খ.; (৮) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মুআস্‌সাসাতুর রায়্যান, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ.; (৯)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আবদ্রিল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতির রাসূল (স), মাকতাবাতু দারিস সালাম, রিয়াদ ১৯৯৭ খৃ.; (১০) মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১ খৃ.।

মুহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

সারিয়্যা উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা)

ইহা ৬ষ্ঠ হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান আল-আসাদী (রা)-কে চল্লিশজনের একটি দলসহ বানূ আসাদের মুকাবিলায় গামার নামক স্থানে প্রেরণ করেন। গামার বানূ আসাদের কূপের নাম। মদীনা হইতে তাহা দুই রাত্রের দূরত্বে অবস্থিত ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১০৩-৪; শারহু মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৫৩-৫৪)। এই অভিযানে ছাবিত ইব্ন আকরাম, সিবা' ইব্ন ওয়াহ্ব (মতান্তরে শুয়া ইব্ন ওয়াহ্ব) ও ইয়াযীদ ইব্ন রুকায়শও ছিলেন (কিতাবুল-মাগাযী ২খ., পৃ. ৫৫০; 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১০৪)। তাহারা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত গামার অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু বানূ আসাদের লোকেরা তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া স্বীয় ঘরবাড়ি শূন্য করিয়া পাহাড়ের দিকে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী তথায় পৌঁছিয়া বানূ আসাদের ঘরবাড়ি শূন্য দেখিতে পান এবং কাহাকেও খুঁজিয়া না পাইয়া শুজা' ইব্ন ওয়াহ্বকে প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদের কাহাকেও পাইলেন না, তবে এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন এবং তাহাদের গৃহপালিত পশু ও উহার চারণভূমির সন্ধান পান। আর সেই ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। অতঃপর তাহাকে লইয়া বানূ আসাদের চারণভূমিতে গিয়া দুই শত উট গনীমত হিসাবে লাভ করেন। পরে সেইগুলি মদীনায় লইয়া আসেন এবং রাসুলুল্লাহ (স)-এর নিকট পেশ করেন। পথে তাহারা আর কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হন নাই (উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১০৩-৪; শারহু মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৫৩-৫৪; তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৮৪-৮৫; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৫০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৯৪)।

ইব্ন আয়্যুব বলেন, এই সারিয়ার আমীর ছিলেন ছাবিত ইব্ন আকরাম (রা) এবং তাঁহার সঙ্গে উককাশা ইব্ন মিহ্সান আল-আসাদী (রা)। সম্ভবত তাঁহারা উভয়ে আমীর ছিলেনঃ অভিযানের শুরুতে ছিলেন একজন এবং অভিযানের শেষদিকে ছিলেন আরেকজন আমীর (শারহু মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৫৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সারিয়্যা আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)

অষ্টম হিজরীর রজব মাসে এই অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। এই অভিযানের প্রসিদ্ধ নাম সারিয়্যাতুল-খাব্ত। খাব্ত কাঁটাযুক্ত গাছ, শুষ্ক পাতা, অর্থ বাবুল গাছের পাতা। রসদের অভাবে মুজাহিদগণকে বাবুল গাছের পাতা ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া উক্ত নামকরণ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে এই অভিযান 'সায়ফুল বাহ্র' বা 'সীফুল বাহ্র' নামে পরিচিত। ইহা মদীনা হইতে পাঁচ দিনের পথের দূরত্বে সমুদ্রোপকূলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া এই নামকরণ করা হয়। সেখানে জুহায়না কবিলার একটি গোত্র বাস করিত। কাহারও অভিমত এই যে, কুরায়শ কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য উক্ত অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। মুজাহিদগণ সেখানে এক পক্ষকাল অবস্থান করেন। বাহিনীর আমীর ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)।

জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) সমুদ্র সৈকতের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তাহারা সংখ্যায় ছিল তিন শত, তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা যুদ্ধের জন্য বাহির হইলাম। আমরা পথ চলিতেছিলাম; পথিমধ্যে আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হইয়া গেল। তাই আবূ উবায়দা (রা) সমগ্র সেনাদলের অবশিষ্ট পাথেয় একত্র করিতে আদেশ দিলেন। অতএব সকল খাদ্যসামগ্রী একত্র করা হইল। দেখা গেল, মাত্র দুই থলে খেজুর রহিয়াছে। ইহার পর তিনি অল্প অল্প করিয়া আমাদের মধ্যে খাদ্য বণ্টন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহাও শেষ হইয়া গেল। তখন আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি মাত্র খেজুর রহিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলিলাম, একটি করিয়া খেজুর খাইয়া আপনাদের কতটুকু ক্ষুধা নিবারণ হইত? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! একটি খেজুর পাওয়াও বন্ধ হইয়া গেলে আমরা একটির কদরও অনুভব করিতে লাগিলাম। ইহার পর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলাম। তখন আমরা পাহাড়ের মত বড় মাছ পাইয়া গেলাম। আমরা সকলে আঠার দিন পর্যন্ত তাহা খাইলাম। তারপর আবূ উবায়দা (রা) মাছটির পাঁজরের দুইটি হাড় আনিতে হুকুম দিলেন। দুইটি হাড় আনা হইলে সেগুলি দাঁড় করানো হইল। ইহার পর তিনি একটি সওয়ারী তৈয়ার করিতে বলিলেন; সওয়ারী তৈয়ার হইল এবং হাড় দুইটির নিচে দিয়া সওয়ারীটি অতিক্রম করিল, কিন্তু হাড় দুইটি স্পর্শ করিল না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩১৪, ৩১৫; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬২৫)।

জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের তিন শত সওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরায়শদের একটি কাফেলার উপর সুযোগমত আক্রমণ করার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে অবস্থান করিলাম। ইতোমধ্যে রসদপত্র নিঃশেষ হইয়া গেল। আমরা ভীষণ দুর্ভিক্ষের শিকার হইলাম। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা গাছের পাতা পর্যন্ত

খাইতে থাকিলাম। এইজন্যই এই সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হইয়াছে জায়শুল খাবাত অর্থাৎ পাতাওয়ালা সেনাদল। ইহার পর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর (তিমি মাছ) নামক একটি প্রাণী নিক্ষেপ করিল। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত তাহা খাইলাম। ইহার চর্বি শরীরে লাগাইলাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া গেল।

জাবির (রা) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি খাদ্যের অভাব দেখিয়া প্রথমে তিনটি উট যবেহ করিলেন, তারপর আরও তিনটি উট যবেহ্ করিলেন, তারপর আরও তিনটি উট যবেহ করিলেন। ইহার পর আবূ উবায়দা (রা) তাহাকে উট যবেহ্ করিতে নিষেধ করিলেন। আমর ইব্ন দীনার (রা) বলিতেন, আবূ সালিহ্ (র) আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ (রা) অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেনাদলে আমিও ছিলাম। এক সময় সমগ্র সেনাদল ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িল। কথাটি শুনিবামাত্র কায়সের পিতা সা'দ (রা) বলিলেন, এমতাবস্থায় তুমি উট যবেহ্ করিয়া দিতে। কায়স বলিলেন , হাঁ, আমি উট যবেহ্ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, তারপর আবার সবাই খাদ্যসংকটে পড়িল। আবারও পিতা বলিলেন, তুমি উট যবেহ্ করিতে। তিনি বলিলেন, হাঁ, করিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইহার পরও সবাই খাদ্যসংকটে পড়িল। সা'দ (রা) বলিলেন, উট যবেহ্ করিতে। তখন কায়স ইব্ন সা'দ (রা) বলিলেন, সেনাপতি আমাকে উট যবেহ করিতে নিষেধ করিলেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬২৫-৬২৬)।

সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা)-কে রাসূলাল্লাহ (স) রসদ হিসাবে দিয়াছিলেন মাত্র এক থলি খেজুর। তাহা হইতেই সমগ্র বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ হইত। এক থলি খেজুরে আর কত দিন চলে! তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল। খাদ্যসংকট চরমে পৌঁছিল; কিন্তু বীর মুজাহিদগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কাহারও মুখে প্রতিবাদের কোন শব্দ নাই। হযরত উমার (রা) এই বাহিনীর অন্যতম মুজাহিদ। খাদ্য পরিস্থিতি এত জটিল হইল যে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক মুজাহিদকে একটিমাত্র খেজুর চুষিতে দেওয়া হইত। তারপর তাহারা পেট ভরিয়া পানি পান করিতেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতেও সমস্যার সমাধান হইল না। এমন একদিন আসিল যখন শেষ খেজুরটি পর্যন্ত নিঃশেষ হইল। নিরুপায় হইয়া তাহারা বাবুল পাতা ভিজাইয়া খাইতে লাগিলেন। ফলে মুজাহিদগণের চোয়াল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতি দেখিয়া জনৈক সাহাবী বলিলেন, এখন শত্রুর সম্মুখীন হইবার শক্তি আমাদের কাহারও নাই। এই উক্তি শ্রবণে হযরত কায়স ইব্ন সা'দ (রা) অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি স্থানীয় লোকদের নিট গিয়া বলিলেন, কে এখানে আমার নিকট উট বিক্রয় করিবে? মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে খেজুর দেওয়া হইবে। জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমি তোমার পরিচয় পাইলে দিতে পারি। তিনি পরিচয় দিলেন। ঐ ব্যক্তি তিনটি, মতান্তরে নয়টি উট দিলেন। প্রত্যেকটির মূল্য এক ওয়াসাক বা ষাট সা' খেজুর। কায়স প্রত্যহ একটি উট যবেহ করিতে লাগিলেন। আমীর (অধিনায়ক) তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। কারণ তিনি নিজে নিঃস্ব এবং পিতাও জীবিত। সদাশয় কায়স (রা) বলিলেন, আমার পিতা মানুষকে ঋণের দায় হইতে মুক্ত করেন,

ক্ষুধার্তকে আহার দান করেন। আমি আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদগণের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছি তাহা কি তিনি আদায় করিবেন না (আবদুল খালেক এম. এ., সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৮৫০-৫১)?

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা জায়শুল খাবাতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আবূ উবায়দা (রা)-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পথে আমরা ভীষণ খাদ্যাভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামের একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করিল। আমীর দেখিলেন, ক্ষুধা নিবৃত্তির একটা অভাবনীয় উপায় হইয়া গিয়াছে। তিনি মুজাহিদগণকে বলিলেন, "তাহা মৃত অথচ তোমরাও নিরুপায়। কাজেই তোমরা তাহা ভক্ষণ কর।" আমীরের নির্দেশ পাইয়া তাহারা তাহা ভক্ষণ করিতে শুরু করিলেন। মাছটি আমরা অর্ধমাস আহার করিলাম। আবূ উবায়দা (রা) বলেন, আমরা মদীনায় ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বিষয়টি অবগত করিলাম। তিনি বলিলেন, উহা তোমাদের জন্য রিযিক; আল্লাহই তোমাদের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমাদের নিকট উহার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে আমাদিগকেও উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে দাও। একজন সাহাবী মাছটির কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হাদিয়া পেশ করিলেন। তিনি তাহা খাইলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩১৫; বুখারী , কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬২৬)।

হযরত জাবির (রা) আরো বলেন, মাছটি ছিল বিশালাকার। আমরা উহার চোখের গর্ত হইতে সূর্য তাপে উহার গলিত তৈল কলস ভরিয়া ভরিয়া উঠাইতাম এবং এত এত কলস উঠাইয়াছিলাম। একদা আমাদের আমীর আবূ উবায়দা (রা) আমাদের মধ্য হইতে তেরজন লোককে উহার চোখের গর্তের মধ্যে বসাইয়া দিলেন (বুখারী, কিতাবুশ শিরকা, ১খ., পৃ. ৩৩৭)। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, তাহা এক প্রকার সামুদ্রিক জীব। কেহ বলিয়াছেন, আম্বর সামুদ্রিক মৎস।

আরো উল্লেখ্য রহিয়াছে যে, বাহিনী মদীনায় পৌঁছিবার পূর্বেই নিদারুণ খাদ্য সংকটের কথা হযরত সা'দ (রা)-এর কর্ণগোচর হইল। হযরত সা'দ (রা) তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে দান-খয়রাতের কথা শ্রবণ করিয়া চারটি খেজুর বাগান দান করিয়া দিলেন। সর্বাপেক্ষা ছোটটি হইতে উটের মূল্য পরিশোধ হইল। কায়স (রা)-এর দানশীলতার কথা অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, দানশীল বংশে তাহার জন্ম। দানশীলতাই ঐ বংশের বৈশিষ্ট্য (সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৮৫২)।

ইবনুল কায়্যিম ও ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী বলেন, অষ্টম হিজরীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথাটি সঠিক নয়। এইজন্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ্ (স) কোন যুদ্ধ অভিযান কুরায়শ বা তাহাদের কোন চুক্তিবদ্ধ বন্ধু গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। রসূলুল্লাহ্ (স) কখনও তাঁহার পক্ষ হইতে কোন চুক্তি ভঙ্গ করিতেন না, বরং এই জাতীয় চুক্তিভঙ্গকে তিনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এই ঘটনাটি

সম্ভবত হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু মাওলানা শাহ আবদুল হক শায়খুল ইসলাম ইবনুল ইরাকীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বে এবং কুরায়শদের চুক্তিভঙ্গের পরই সংঘটিত হয়। তাই ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য নাই। বাহ্যত ইহাই বিশুদ্ধ মত। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের জন্য রমযান মাসেই বাহির হইয়াছিলেন। আর রজব মাসে তিনি এই অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাঝখানে থাকে কেবল শা'বান মাস। তাই কুরায়শদের চুক্তিভঙ্গের অব্যবহিত পরেই মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি রজব মাসেই শুরু করিয়া থাকিবেন। আর সেই প্রস্তুতিরই একটি অংশ হয়ত এই অভিযানটি (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৬২-৬৩)।

এই যুদ্ধ এই কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে হারাম (নিষিদ্ধ) মাসেও যুদ্ধ করা জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) রজব মাসে এই অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রের মাছ মৃত হইলেও তাহা খাওয়া জায়েয। কেননা সাহাবীগণ যদিও তাহা নিরুপায় হইয়া খাইয়াছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) একান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, যে ব্যাপারে শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান না পাওয়া যায়, প্রয়োজনে সেখানে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হয়। সাহাবীগণ এই ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাহা অনুমোদনও করিয়াছেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৬৪)।

শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুদ্ধি অভিযান শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পর রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়শ কাফিরদের বাণিজ্যিক কাফেলাকেও হেফাযত করিতেন। হিজরী অষ্টম সালে কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। পথিমধ্যে জুহায়না গোত্র সম্পর্কে তাহাদের ভয় ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (স) অর্থাৎ আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহের নেতৃত্বে তিন শত মুসলমানের এক বাহিনীকে তাঁহাদের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। এই বাহিনীতে হযরত উমার (রা)-ও ছিলেন (শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৩৪১)।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। (১) মূল রাবী হযরত জাবির (রা) খোদ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এই বাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছিল। (২) কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য এই বাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ইহা দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলা লুণ্ঠন করা। কিন্তু ইহা গুরতর ভুল। কারণ ইহা ছিল হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তির পরবর্তী সময়। এইজন্য উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মর্ম এই হইবে যে, এই অভিযান কুরায়শদের বাণিজ্যিক কাফেলা হেফাজতকল্পে এবং জুহায়না গোত্রের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে প্রেরিত হইয়াছিল। হাফেজ ইব্ন হাজার এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৬১-৬২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, আসাহ্হুল মাতাবি', দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ., ২খ., কিতাবুল মাগাযী; (২) আবুল বারাকাত আবদুর রঊফ দানাপুরী, 'আসাহ্হুস সিয়ার, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ ১৯৩২ খৃ.; (৩) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৮ খ., মাতবা' সালাফিয়া, ৮৫২ হি.; (৪) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., দারুল-ইশা'আত, করাচী ১৯৮৪ খৃ.; (৫) আবদুল খালেক এম. এ; সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ২খ., ইফাবা, ১৯৮৬ খৃ. ১৪০৬ হি.; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা. বি., ২খ.; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭৭/১৪০৮; (৮) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪ খৃ. ১৪০৪ হি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

সারিয়্যা জামূম / জামূহ

৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখির মাস। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-র নেতৃত্বে বানূ সুলায়মের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা মদীনা হইতে ৪ মাইল দূরে বাতনে নাখলার উত্তর পার্শ্বে জামূম নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করিলেন। হালীমা নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাত হইল। তাহারই দিকনির্দেশনায় বানূ সুলায়মের জনপদের সন্ধান মিলিল। হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বানূ সুলায়ম-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন। শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী ও বন্দী হস্তগত হইল। হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী লইয়া রাত্রেই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। বন্দীদের মধ্যে হালীমার স্বামীও ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) উভয়কে ক্ষমা করিয়াছেন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৬৮; শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন নুবুওয়াহ, ২খ., পৃ. ৩৩২; মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩৬৩ ২০০০ সাল; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ২খ., প. ২৭; হাফেজ ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৮০; ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১৪৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., দারু সাদির, বৈরূত তা. বি.; (২) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী, মাদারিজুন নুবুওয়াহ (উর্দু) ২খ., আদবী দুনিয়া, ৫১০, মাটিয়া মহল, ১৯৯২ খৃ.; (৩) মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., দারুল ওয়ানীলা প্রকাশনী, ঢাকা; (৪) ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ২খ., ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৮২; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো, তা. বি.; (৬) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.)।

তালেব আলী

সারিয়্যা আল-ঈস

৬ষ্ঠ হিজরী জুমাদাল উলা মাস। মহানবী (স) জানিতে পারিলেন, কুরায়শদের একটি কাফেলা সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। তিনি হযরত যায়দ ইব্ন হারিছার নেতৃত্বে একশত সত্তরজন উষ্ট্রারোহী সাহাবীর একটি দল উক্ত কুরায়শ কাফেলাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। মদীনা হইতে চারি দিনের পথ অতিক্রম করিলে আল-ঈস নামক স্থানে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছার বাহিনী কুরায়শদের মুখামুখী হইল। ঝটিকা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী কুরায়শদিগকে পর্যুদস্ত করিল। প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী ও বন্দী মুসলমানগণের হস্তগত হইল। যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর মধ্যে রৌপ্য ছিল প্রচুর পরিমাণে। আর সেই রৌপের মালিক ছিল কুরায়শ ধনকুবের সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা।

মহানবী (স)-এর কন্যা হযরত যয়নাবের স্বামী ছিল আবুল আস ইব্নুর রবী'। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আবুল আস বসবাস করিতেন মক্কা নগরীতে। মহানবী (স) স্বীয় কন্যা হযরত যয়নাবকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর ধর্মীয় বিধানানুসারে আবুল আস ও হযরত যয়নাবের বৈবাহিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। হযরত যয়নাব মহানবী (স)-এর নিকট মদীনাতে ফিরিয়া যান।

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে আবুল আস বাণিজ্য উপলক্ষ্যে কুরায়শ কাফেলার সহিত সিরিয়া গমন করেন। তাহার নিজস্ব পণ্যসামগ্রী ব্যতীত অন্যান্যদের পণ্যসামগ্রীও তাহার তত্ত্বাবধানে ছিল। বাণিজ্যিক কার্যক্রম সমাপ্তির পর সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কুরায়শ কাফেলা হযরত যায়দ ইব্ন হারিছার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তিনি রাত্রির অন্ধকারে বাহিনীর অগোচরে পালাইয়া প্রাণে রক্ষা পান। তাহার মালামাল বাহিনী কতৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী মদীনায় আনয়ন করা হইল। আবুল আস রাত্রির অন্ধকারে মহানবী (স)-এর কন্যা হযরত যয়নাবের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয়প্রর্থী হন। তিনি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

ইয়াযীদ ইব্ন রুমমানের বর্ণনানুসারে জানা যায়, হযরত যয়নাব ফজর নামায সমাপনান্তে মহিলাগণের নামায আদায়ের স্থান হইতে উচ্চস্বরে ঘোষণা দেন, ' হে জনতা ! তোমরা জানিয়া রাখ, আমি আবুল আসকে আশ্রয় প্রদান করিলাম।' নামায শেষে মহানবী (স) উপস্থিত জনতাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, 'আমি যাহা শুনিয়াছি তোমরাও কি তাহা শুনিয়াছ?' জনগণ সমস্বরে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'ওহে জনতা! তোমরা জানিয়া রাখ, যাঁহার হস্তে

আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, "মুসলমানদের যে কোন ব্যক্তির জন্য অপর একজনকে আশ্রয় প্রাদানের অধিকার রহিয়াছে"। অতঃপর তিনি তাঁহার কন্যার নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, যয়নাব! আবুল আস তোমার সৌজন্যের অধিকার রাখে। তবে সে তোমার ঐকান্তিকতার অধিকার হইতে বঞ্চিত। এখন সে আর তোমার জন্য হালাল নহে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাকর-এর উদ্ধৃতিতে ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যাহারা আবুল আসের সম্পদগুলী বণ্টন করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া মহানবী (স) বলিলেন, "তোমরা উত্তমরূপে জান যে, আবুল আসের সহিত আমার কিরূপ সম্পর্ক। আজ তোমরা তাহার সম্পদগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছ। যদি তোমরা তাহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া সম্পদগুলি তাহাকে প্রত্যর্পণ কর, তাহা হইলে বিষয়টি আমার খুবই মনঃপুত হইবে। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর সেই ক্ষেত্রেও তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। কারণ যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীতে তোমাদের অবশ্যই অধিকার রহিয়াছে। সকল সাহাবা কিরামই তাহার সমুদয় সম্পদ ফেরত দিলেন।

ইহার পর আবুল আস তাহার যাবতীয় মালামালসহ মক্কায় পৌছিলেন! অপরের যাহা কিছু তাহার নিকট ছিল তাহাদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর তিনি কুরায়শদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে কুরায়শগণ! আমার নিকট তোমাদের আর কোন দাবি আছে কি?" তাহারা সমস্বরে বলিল, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তোমার নিকট আমাদের আর কোন প্রাপ্য নাই। এইবার আবুল আস সজোরে ঘোষণা দিলেন, 'এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁহার প্রেরিত রাসূল।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাসের সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পর আবুল আস মুসলমান হইলে মহানবী (স) তাঁহার কন্যা যয়নাব ও আবুল আসের পূর্বের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখেন। হযরত যয়নাব পুনরায় স্বামীগৃহে গমন করেন।

একটি বিধান

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি দারুল হারবের (শত্রু রাষ্ট্রের) অধিবাসী হয় এবং স্বামীর পূর্বে স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে স্ত্রীর ইদ্দতকালের মধ্যে স্বামী মুসলমান হইলে উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন অটুট থাকিবে। আর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হইলে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে, ইহাই সর্বসম্মত অভিমত।

হযরত যয়নব (রা) সংক্রান্ত দুইটি হাদীছের একটি হযরত আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ও অপরটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কতৃক বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স)

তাঁহার কন্যা যয়নাবকে আবুল আসের নিকট দেনমোহর ধার্যপূর্বক পুনর্বিবাহের মাধ্যমে সমর্পণ করিয়াছিলেন"। এই হাদীছের আলোকে ফকীহগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্বামীর পূর্বে স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রীর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই স্বামীও মুসলমান হয় তবে এই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার অধিক থাকিবে, পূর্ব বিবাহ বহাল থাকিবে। এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন মালেক ইব্ন আনাস, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র) প্রমুখ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, "রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কন্যা যয়নবকে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পর আবুল আসের নিকট সমর্পন করিয়াছিলেন, নতুন ভাবে কোন বিবাহ চুক্তি করেন নাই"। ইমাম তিরমিযী বলেন, হযরত আমর ইব্ন শু'আয়বের হাদীছ অপেক্ষা হযরত ইবন আব্বাসের হাদীছ সমধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ফকীহগণ হযরত আমর ইব্ন শু'আয়বের হাদীছকেই বিধানের উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত যয়নবের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার ইদ্দতকালের সময়সীমা পর্যন্ত আবুল আস অমুসলিম অবস্থায় দারুল হারব মক্কায় অতিবাহিত করেন। সুতরাং হযরত যয়নবের ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ অনিবার্য হইয়া পড়ে। মুসলমান হওয়ার পর মহানবী (স)-ও তাঁহাকে নূতন মোহর ধার্য ও পুনর্বিবাহের মাধ্যমে হযরত আবুল আসের নিকট সমর্পণ করেন। হযরত ইব্ন আব্বাসের হাদীছে উল্লেখ আছে, "উভয়ের মধ্যে নূতনভাবে কোন বিবাহ চুক্তি করেন নাই"। এই জটিলতা নিরসনে ফকীহগণ বলিয়াছেন, 'সুদীর্ঘ এই ছয় বৎসরের মধ্যে মহানবী (স) তাঁহার কন্যাকে অপর কাহারও সহিত বিবাহ দেন নাই অথবা বলা যায়, উভয়ের মধ্যে নূতন কোন বিবাহ চুক্তি করেন নাই' কথাটি বর্ণনাকারীর মূল হাদীছের অংশ নহে।

আর যদি ধরিয়া লওয়া হয়, মহানবী (স) তাঁহার কন্যাকে পুনর্বিবাহ ব্যতিরেকে আবুল আসকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষেত্রে খাত্তাবী বলেন, হযরত যয়নব সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলিতে উভয়ের বিচ্ছেদের সময়সীমা ছয় বৎসর, তিন বৎসর ও দুই বৎসর কয়েক মাস উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, বর্ণনা বৈষম্যের সামঞ্জস্যে বলা যায়, হযরত যয়নব ও আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের মধ্যকার ব্যবধানে ছিল ছয় বৎসর। 'মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ নহে' বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ তিন বৎসর অথবা দুই বৎসর কয়েক মাস পরে হইয়াছিল। এই প্রেক্ষাপটে খাত্তাবী বলেন, সম্ভবত হযরত যয়নব ইদ্দাতকালের মধ্যেই ছিলেন। কারণ মহিলাদের বিলম্বিত ঋতুকালের জন্য তিন ঋতুকালের সময়সীমা সর্বোচ্চ দুই বৎসর কয়েক মাস নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বে বিবাহ বহাল রাখাতে কোনই জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই। কেহ বলেন, 'মুসলিম মহিলার জন্য অমুসলমান পুরুষ বৈধ নহে' বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহানবী (স) তাঁহার কন্যার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটান নাই। বিধানটি অবতীর্ণ হইলে সম্ভবত তিনি তাঁহার কন্যাকে বলেন, এখন

তুমি আর আবুল আসের জন্য বৈধ নও। এখন তুমি ইদ্দত পালন কর। তাঁহার ইদ্দতকাল পূরণ হওয়ার পূর্বেই আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বিধায় মহানবী (স)-ও তাহাদের বিবাহ বন্ধন অটুট রাখিয়াছিলেন (আত্-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৭; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৭৫৭; মাদারিজুন নুবুওয়াহ, ২খ., পৃ. ৩৩২; মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩৬৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২০৩; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১৪৫; জামিউত্ তিরমিযী, তাকরীরুত তিরমিযী, পৃ. ৩৬; তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, ৪খ., পৃ. ২৬৮- ৪৫২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকতুল কুবরা, দারু সাদের, বৈরূত, তা. বি.; (২) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ইতেকাদ পাবলিশিং হাউস, সুইওয়ালান, দিল্লী, ১৯৮২ খৃ.; (৩) হাফিজ ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহয়াইত তুরাছ, কায়রো তা. বি.; (৪) শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন নুবুওয়াহ, আদবী দুনিয়া, ১৫০ মিটিয়ামহল, ১৯৯২ খৃ.; (৫) মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, দারুল ওয়াসীলা প্রকাশনী, ঢাকা ২০০০; (৬) ইব্‌ন সায়্যিদিন্ নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল কলম, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (৭) আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা, জামিউত্ তিরমিযী, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি.; (৮) শায়খুল হিন্দ, তাকরীরুত্ তিরমিযী; (৯) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুর রহীম মুবারকপুরী, তুহ্ফাতুল আহওয়াযী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত।

মোহাম্মদ তালেব আলী

সারিয়্যা তারাফ

৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ্ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে তুর্ক বা তারাফ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারাফ বানূ সালামার একটি কূপের নাম। ইহা মদীনা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর আগমন টের পাইয়া কাফিরগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। তাহাদের সম্পদের মধ্যে কুড়িটি উট পাওয়া যায়। তাহা লইয়া যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মদীনায় চলিয়া আসেন (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৫৫; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৯১)।

যাদুল মা'আদ প্রণেতা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর অধিনায়কত্বে পনর জন সাহাবীকে প্রেরণ করেন। অনেক বকরী ও বিশটি উট মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয় (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৫৫; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১২০-২১)।

আর-রাহীকুল মাখতূম প্রণেতা বলেন, এই অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল জুমাদাছ ছানীতে তারাফ বা তারাক নামক এলাকায়। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইহা ছিল নাখল-এর নিকটবর্তী তারাফ নামক স্থানে। ইহা ইরাকগামী রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। বেদুঈনরা ধারণা করিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাহারা ভয়ে পালাইয়া যায়। হযরত যায়দ (রা) সেখান হইতে চারটি উট অধিকার করেন এবং চারিদিন পর মদীনায় ফিরিয়া আসেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ, ১৯৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা অনু. পৃ. ৩৫৭, ৩৫৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.; (২) হাফিজ ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (৩) আবুল বারাকাত আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ ১৯৩২ খৃ. ১৩৫২ হি.; (৪) ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়; (৫) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪/১৪০৪ হি.; (৬) ইব্ন সা'দ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৮৭, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

সারিয়্যা হিসমী

ইবনুল আছীর উল্লেখ করেন যে, 'হা' ও 'সীন' হরফবিশিষ্ট বনী জুযামের একটি নগরের নাম। আর "মাদারিজুন নুবূওয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহা ওয়াদিল কুরার পূর্ববর্তী একটি স্থানের নাম। আল-ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে হিসমী অভিমুখে প্রেরণ করেন।

অভিযানের কারণ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) দিহ্য়া ইব্ন খলীফা আল-কালবী (রা)-কে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্রসহ রোম সম্রাট কায়সারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি পত্র হস্তান্তর করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সহিত ছিল রোম সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত উপঢৌকন সামগ্রী। পথিমধ্যে হাসমীগণ তাঁহার সবকিছু লুণ্ঠন করে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই সংবাদ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে হিসমী অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং দিহ্য়া ইব্ন খলীফা আল-কালবী (রা)-কেও তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন। তাঁহারা সেখানে পৌঁছিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং উপঢৌকন সামগ্রী উদ্ধার করেন। তাহারা তাহাদের গবাদিপশু ও বন্দীদের লইয়া আসেন।

এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (স) হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সপ্তম হিজরী সনে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত সংক্রান্ত পত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দিহ্য়া ইব্ন খলীফা আল-কালবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি রোম সম্রাটের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র প্রদানের নিমিত্ত গমন করেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৯৪-৯৫)।

ইব্ন হিশাম উল্লেখ করেন, ইব্ন ইসহাক বলেন, জুযাম-এর কতিপয় লোক, যাহাদের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই এবং যাহারা এই অভিযান সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাহারা বর্ণনা দিয়াছেন, রিফাআ ইব্ন যায়দ আল-জুযামী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে যখন তাঁহার পত্র নিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন, তখন তাহারা তাহাতে সাড়া দিল। ইহার মধ্যে দিহ্য়া ইব্ন খলীফা আল-কালবী (রা) রোম সম্রাট কায়সারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে রোম সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। দিহ্য়ার সহিত ছিল তাঁহার বাণিজ্যিক মালপত্র। তিনি যখন শানার নামক উপত্যকায় পৌছিলেন, তখন হুনায়দ ইব্ন 'উস ও তাহার পুত্র 'উস ইব্ন হুনায়দ তাঁহার উপর হামলা করিয়াছিল। হুনায়দ ও 'উস ছিল দুলায় গোত্রের লোক, যাহা

জুযাম গোত্রের একটি উপ-শাখা। তাহারা দিহ্য়া (রা)-এর সমস্ত মালামাল লুট করিয়া নিল। এই সংবাদ পৌঁছিল বানূ দুবায়বের নিকট। রিফাআ ইব্ন যায়দ, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ডাকে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন দুবায়ব গোত্রেরই লোক। নু'মান ইব্ন আবূ জি'আলসহ এই গোত্রের লোকজন হুনায়দ ও তাহার পুত্রকে ধাওয়া করিল এবং তাহাদের মুখামুখী হইয়া যুদ্ধ করিল। এই সময় বানূ দুলায়-এর কুরবা ইব্ন আশকার দাফাবী নিজের বংশপরিচয় দিয়া গর্ব করিয়া বলিল, 'আমি লুবনার পুত্র'। এই বলিয়া সে নু'মান ইব্ন আবূ জিআলের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিল। উহা তাহার হাঁটুতে লাগিল। তখন আবাব বলিয়া উঠিল, ইহা লও, আমি লুবনার বেটা। লুবনা ছিল তাহার মায়ের ডাকনাম। ইহার আগে দুবায়ব গোত্রের হাস্‌সান ইব্ন মিল্লা দিহ্য়া ইব্ন খলীফার সাহচার্য লাভ করিয়াছিল এবং তিনি তাহাকে সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, কুররা ইব্ন আশকারকে কুররা ইব্ন আশকার যাফাগ্নী এবং হাসসান ইব্ন মিল্লাকে হায়্যান ইব্ন মিল্লাও বলা হইয়া থাকে। ইব্ন ইসহাক আরও বলেন, আমি যাহাকে সন্দেহ করি না এমন এক ব্যক্তি জুযাম গোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি হইতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তাহারা হুনায়দ ও তাহার পুত্রের হাত হইতে সমস্ত মালামাল ছাড়াইয়া দিহ্য়ার নিকট ফেরত দেন। দিহ্য়া (রা) তাহা লইয়া চলিয়া যান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হন। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করেন এবং হুনায়দ ও তাহার পুত্রকে হত্যা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইহাই ছিল হিসম নামক স্থানে জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে যায়দ ইব্ন হারিছার অভিযান পরিচালনার প্রেক্ষাপট।

রাসূলুল্লাহ্ (স) যায়দের সহিত একটি বাহিনীও প্রেরণ করেন। রিফাআ ইব্ন যায়দ যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র নিয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন, তখন বনূ জুযামের শাখা বনূ গাতাফান এবং বনূ ওয়াইল, বনূ সালামানের লোকজন ও বনূ সা'দ ইব্ন হুযায়ম সেখান হইতে বাহির হইয়া হাররায় গিয়া অবস্থান নেয়। ইহা ছিল রাজলার হাররা। তখন রিফাআ ইবন যায়দ ছিলেন কুরাউ রিব্বাতে। তিনি ইহা জানিতেন না। তাহার সহিত বনূ দুবায়বের কতিপয় লোকও ছিল। বনূ দুবায়বের অন্য সকল লোক ছিল হাররার প্রান্তে মাদান উপত্যকায়। ইব্ন হারিছার (রা) বাহিনী আওলাজের দিক হইতে আগাইয়া আসিয়া হাররার দিক হইতে মাকিসে আক্রমণ চালায়। তাহারা ধন-সম্পদ ও মানুষ যাহা কিছু পাইল সব করায়ত্ত করিল এবং হুনায়দ ও তাহার পুত্র এবং বনূ আজনাফের দুইজন লোককে হত্যা করিল। ইব্ন হিশাম বলেন, লোক দুইটি ছিল বনূ আজনাফের।

ইব্ন ইসহাক তাঁহার বর্ণনায় বলেন, ইহা ছাড়া তাহারা বনূ খাসীবের এক ব্যক্তিকেও হত্যা করিল। বনূ দুবায়বের লোকেরা যখন এই সংবাদ পাইল, তখন তাহাদের একদল লোক প্রস্তুত হইয়া গেল। যায়দ ইব্ন হারিছা (র)-এর বাহিনী তখন মাদানের প্রান্তরে। বনূ দুবায়বের সহিত

যাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ছিল হাস্সান ইব্ন মাল্লা। সে সুওয়ায়দ ইব্ন যায়দের একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ঘোড়াটির নাম ছিল 'আজাজা'। তাহার ভাই উনায়ফ ইব্ন মাল্লা তাহাদের পিতা মাল্লার ঘোড়া রিগলের উপর সওয়ার ছিল। তাহাদের সহিত আরও ছিল আবূ যায়দ ইব্ন আমর। সে শামির নামক একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। তাহারা বাহির হইয়া যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর বাহিনীর নিকটবর্তী হইলে আবূ যায়দ ও হাস্সান উনায়ফ ইব্ন মাল্লাকে বলিল, তুমি আমাদের নিকটবর্তী হইও না, বরং ফিরিয়া যাও। কেননা আমরা তোমার মুখটাকে ভয় করি। কাজেই সে থামিয়া গেল। কিন্তু তাহারা দুইজন কিছু দূরে যাইতে না যাইতেই ঘোড়াটি পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল এবং লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল, 'তুই ঘোড়া দুইটির প্রতি যত না আসক্ত আমি তাহা হইতে লোক দুইটির প্রতি অনেক বেশী আসক্ত। এই বলিয়া সে লাগাম ঢিলা দিল এবং তাহাদের ধরিয়া ফেলিল। তাহারা তাহাকে বলিল, 'অগত্যা যখন তুমি আসিলেই, তখন অন্তত আমাদের হইতে তোমার জিহ্বাটা সংযত রাখিও। আজিকের জন্য অন্তত আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হইও না।'

তাহারা আলোচনা করিয়া ঠিক করিল যে, হাস্সান ইব্ন মাল্লা ছাড়া তাহাদের মধ্যে কেহ কথা বলিবে না। প্রাক-ইসলামী যুগে তাহাদের মাঝে একটি শব্দ প্রচলিত ছিল। তাহারা পরস্পর তাহার অর্থ বুঝিত। তাহাদের মধ্যে কেহ যখন তরবারি দ্বারা আঘাত করিতে চাহিত তখন বলিত بوری বূরী বা ثوری ছূরী। মোটকথা, তাহারা যায়দ ইব্ন হারিছা (র)-এর বাহিনীর নিকটবর্তী হইতেই বাহিনীর লোকেরা তাহাদের দিকে ছুটিল। হাসসান তাহাদিগকে বলিল, আমরা মুসলমান। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাহাদের সামনে উপস্থিত হয় সে একটি কালো ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। সে তাহাদিগকে পিছনের দিক হইতে হাঁকাইয়া আনিতে লাগিল। তখন উনায়ফ বলিল, بوری 'বূরী'। হাস্সান বলিল, আস্তে। এইভাবে তাহারা যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হাস্সানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমরা মুসলমান। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা সূরা ফাতিহা পড়িয়া শুনাও। হাস্সান সূরা ফাতিহা পাঠ করিল। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বলিলেন, সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, এই সম্প্রদায় যে সীমান্তে বাস করে, সে সীমান্তকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তবে যে ব্যক্তি অংগীকার লংঘন করিবে তাহার কথা আলাদা।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হাসসান ইব্ন মাল্লাহ্র বোন ছিল বন্দীদের মধ্যে। সে ছিল আবূ ওয়াবার ইব্ন আদী ইব্ন উমায়্যা ইব্ন দুবায়বের স্ত্রী। যায়দ ইব্ন হারিছা (র) হাস্সানকে বলিলেন, তোমার বোনকে লইয়া যাও। সে তখন ভাইয়ের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। উম্মুল ফিযর নাম্নী তাহাদের এক মহিলা বলিল, তোমরা তোমাদের বোনদের লইয়া যাইতেছ, আর আমাদের রাখিয়া যাইতেছ? তখন বনূ খাসীবের একজন মন্তব্য করিল, তাহারা হইতেছে বনূ দুবায়ব, তাহাদের জিহ্বার যাদু সর্বকালেই কার্যকর। সৈন্যদের একজন এই কথা শুনিয়া ফেলিল এবং যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে জানাইয়া দিল। তিনি হাস্সানের বোনকে রাখিয়া

যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন ভাইয়ের কোমর হইতে তাহার হাত ছাড়াইয়া লওয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার চাচাতো বোনদের সহিত থাক যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে কোন ফায়সালা করেন। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) তাঁহার বাহিনীকে তাহাদের সেই উপত্যকায় অবতরণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, যেখান হইতে তাহারা আসিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া গিয়া তাহাদের পরিবারবর্গের মাঝে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইল এবং সুওয়ায়দ ইব্ন যায়দের উটের দুধ কখন আসিবে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করিল। দুধ পান করার পর তাহারা রিফাআ ইব্ন যায়দের নিকট আসিল। এই রাত্রে রিফাআর সহিত আরও সাক্ষাত করেন আবূ যায়দ ইব্ন আমর, আবূ শামমাস ইব্ন আমর, সুওয়ায়দ ইব্ন যায়দ, বাজা ইব্ন যায়দ, বারযা ইব্ন যায়দ, ছা'লাবা ইব্ন যায়দ, মুখাররিবা ইব্ন আদী, উনায়ফ ইব্ন মাল্লা ও হাস্সান ইব্ন মাল্লা। তাহারা কুরাউ রাব্বার' নামক স্থানে রিফাআর সহিত রাত কাটাইয়াছিল। এই জায়গাটা ছিল হাররার মাঝামাঝি। হাররাতু লায়লার একটি কুয়ার পাশে। হাস্সান ইব্ন মাল্লা রিফাআকে বলিল, জুযামের নারীরা অপরের হাতে বন্দী, আর তুমি বসিয়া বসিয়া উটের দুধ দোহন করিতেছ? তুমি যে পত্র নিয়া আসিয়াছ, তাহা জুযামবাসীর সহিত প্রতারণা করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রিফাআ ইব্ন যায়দ একটি উট আনিলেন এবং তাহার পিঠে হাওদা স্থাপন করিতে করিতে আবৃত্তি করিলেন ঃ

هل انت حی او تنادی حیا.

"তুমি কি জীবিত, না কোন জীবিতকে ডাকিতেছ" ?

ইহার পর তিনি তাহার সঙ্গী-সাথীদের লইয়া খাসীব গোত্রের নিহত ব্যক্তির ভাই উমায়্যা ইব্ন দাফারার নিকট পৌঁছিলেন। সেই সময় ঊষার আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ক্রমাগত তিন দিন পথ চলার পর তাহারা মদীনায় পৌঁছিল। মদীনায় প্রবেশ করিয়া যখন তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী হইল, তখন জনৈক ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, তোমরা এখানে উট বসাইও না। অগত্যা তাহারা উট দাঁড় করাইয়া নামিয়া আসিল। ইহার পর তাহারা মসজিদের ভিতরে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট প্রবেশ করিল। তিনি তাহাদের দেখিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, লোকদের পিছনের দিক হইতে আস। রিফাআ ইব্ন যায়দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কথা বলা শুরু করিলে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা যাদুকর সম্প্রদায়! এই কথা সে দুইবার বলিল। তখন রিফা'আ ইব্ন যায়দ বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর কৃপা করুন, যিনি আমাদিগকে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেয় নাই। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেই পত্র তাঁহার হাতেই ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পত্র ফেরত নিন যাহা আমার জন্য লিখাইয়াছিলেন। এই পত্রের লেখা পুরাতন কিন্তু ইহার বিরোধিতা নূতন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হে যুবক! ইহা উচ্চ স্বরে পাঠ কর। তিনি যখন পত্রটি পড়িয়া শেষ করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘটনা জানিতে চাহিলেন। আগন্তুক দল বলিল, আমরা মুসলমান। তাহা সত্ত্বেও হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) আমাদের কতিপয় লোককে হত্যা করিয়াছেন এবং

আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আমি নিহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কি করিব? রিফাআ (রা) বলিলেন, যাহারা জীবিত রহিয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিন। যাহারা নিহত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আর কি করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "তাহা সত্য।" তাহারা বলিল, "আমাদের সহিত কাহাকেও পাঠাইয়া দিন যাহাতে তিনি আমাদের লুণ্ঠিত বস্ত্রগুলি ফেরত দেন।" রাসূলুল্লাহ্ (স) আলী (রা)-কে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। একখানা তলোয়ারও তাঁহার সঙ্গে দিলেন। আলী (রা) যায়দ (রা)-এর নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনাটি জ্ঞাপন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার প্রমাণ কি? হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তলোয়ারখানা দেখাইলেন। ইহাতে হযরত যায়দ (রা) বন্দীদেরকে মুক্তি দান করিলেন এবং তাহাদের মালপত্র ফিরাইয়া দিলেন। তাহাদের যাহা কিছু ছিল, সব তাহারা বুঝিয়া নিল। এমনকি স্ত্রীলোকের হাওদার নিচের কাপড় পর্যন্ত তাহার খুলিয়া লইল। তাহাদের এই কাজ শেষ হইয়া গেলে আবূ জিআল আবৃত্তি করিলেন ঃ

وعـــاذلـــة ولـــم تـعــذل بـطـب ولو نحـــن حـش بها السعير

تدافـع فـــى الاســارى بـابـنـتـيهـا ولا يـرجـى لـهـا عـتـق يسـير

ولـــو وكـلت الـى عــوص وأوس لـحـاربهـا عـن الـعـتـق الامـور

ولـــو شـــهـدت ركـــائـبـنـا بمـصـر تـحــاذر ان يـعـل بـهـا المسير

وردنـــا مـــاء يـشـرب عـن حفاظ لـــو بـــع انـــه قـــرب ضـــريـــر

بـكـل مـجـرب كـالسـيد نـهـد عـلى اقـتـاد ناجيـه صبـور

فـدى لابـى سـليـمـى كـل جيـش بيثرب اذ تناطحت النحور

غـداة تـرى الـمجرب مستكـينـا خلاف الـقـوم ما منـه تـدور

"কতই নিন্দাকারিনী আছে যাহাদের নিন্দার ভাষা
কোমল নয় মোটেই। আমরা না হইলে তো
তাহাদের জ্বালাইয়া দেওয়া হইত সমরানলে।
সে নারী তাহার দুই মেয়েসহ কয়েদীদের মধ্য হইতে
চেষ্টা তো করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তির আশা ছিল না মোটে।
যদি সে পড়িত উস ও আওস-এর হাতে,
তাহা হইলে তো পরিস্থিতি মুক্তি ভিন্ন মোড় নিত অন্যদিকে।
সে যদি শহরে আমাদের সওয়ারীগুলি দেখিত,
তাহা হইলে পুনরায় তাহাদের নিয়া সফর করিত
ভীষণ উদ্বিগ্ন হইত সে।

আমরা ইয়াছরিবের পানিতে আসিয়া নামিলাম
ক্রোধবশে চার দিনের মাথায়। পানির সন্ধানে
এই সফর ভীষণ কষ্টদায়ক সেই সব অভিজ্ঞজনদের
জন্যও, যাহারা চিতার মত রুক্ষ আর উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত,
কঠোর চরিত্র উটের হাওদার ভিতর।
আবূ সুলায়মার প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ সকল সৈন্যের,
যখন ইয়াছরিবে ঠোকাঠুকি লাগিল বুকে বুকে,
যেদিন তুমি অভিজ্ঞজনদেরও দেখিতে পাইতে শত্রুর সামনে
নিতান্ত অসহায়, মাথা ঘুরিতেছে তাহার এদিক ওদিক" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৯১-১৯৫)।

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম বলেন, এই ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, দিহ্য়া ইব্ন খলীফাতুল-কালবী রোম সম্রাটের নিকট হইতে ফিরার সময় রোম সম্রাট তাহাকে বহু সম্পদ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করেন। যখন তিনি হিমসে পৌঁছিলেন তখন জুযাম-এর একদল ডাকাত তাহার সবকিছু লুটিয়া নিয়াছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে সেখানে এক অভিযান প্রেরণ করেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১২২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., বৈরুত, ১৯৭৫; (২) হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী (র), আসাহ্হুস সিয়ার, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ ১৯৩২/১৩৫১ হি.; (৩) হাফিজ ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (৪) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., জোনাস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪ খৃ. ১৪০৪ হি.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

সারিয়্যা ফাদাক

ফাদাক (فَدَكْ) উত্তর হিজাযের উচ্চতর অংশের একটি প্রাচীন জনপদ (কসবা)। ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দুই শত মাইল উত্তরে খায়বারের নিকটে অবস্থিত (নিহায়াতুল আরাব, ১৭খ., পৃ. ২০৯)। বর্তমান নাম আল-হুওয়ায়িত (الحويط) (জাযীরাতুল আরাব ফিল কারনিল 'ইশরীন, প্রথম সং., ১৩৫৪ হি., পৃ. ১৭)। ইহা ছিল কৃষিপ্রধান এলাকা। এইখানে প্রচুর খেজুর ও সজী উৎপন্ন হইত। কম্বল বুনন ও হস্তশিল্পের জন্যও এলাকাটি বিখ্যাত ছিল।

এই পল্লীতে ইয়াহূদী বানূ মুররা ও বানূ সা'দ ইব্‌ন বাক্‌রের জনবসতি ছিল। হিজরী ষষ্ঠ সনের শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) এই মর্মে সংবাদ পাইলেন যে, ফাদাকনিবাসী বানূ সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র গোত্র খায়বারের ইয়াহূদীদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদিগকে এই সংকল্প হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স) দুই শত সৈন্যসহ (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৬৪), মতান্তরে এক শত সৈন্যসহ (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৪৪) হযরত আলী (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া ফাদাক অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

খায়বাবের ইয়াহূদীগণ তথাকার উৎপন্ন খেজুরের একাংশ বানূ সা'দকে প্রদান করিবে, এই শর্তে বানূ সা'দ খায়বারের ইয়াহূদীদের নিকট একজন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে পথে সেই গুপ্তচরের সহিত মুসলিম সৈন্যদের সাক্ষাত হয়। মুসলিম সৈন্যগণ তাহাকে পাকড়াও করিয়া সেনাপতি হযরত আলী (রা)-এর নিকট নিয়া আসিল। আলী (রা) তাহাকে অভয় দিয়া সঙ্গে লইলেন। সে সন্তুষ্ট হইয়া কাফেলাকে ফাদাকের রাস্তাঘাট, পশুশালা, চারণভূমি সব কিছু দেখাইয়া দিল। যুদ্ধকৌশল হিসাবে আলী (রা) সসৈন্যে রাতের বেলা পথ চলিতেন এবং দিনের বেলা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। অবশেষে মুসলিম সৈন্যবাহিনী ফাদাকের প্রসিদ্ধ কূপ হামাজ-এর নিকট একটি চারণভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল।

হামাজ খায়বার ও ফাদাকের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। এইখানে বানূ সাদের পশুশালা ও চারণভূমি ছিল। মুসলমানগণ প্রথমে চারণভূমিতে আক্রমণ করিলেন। রাখালগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া দৌঁড়াইয়া গিয়া মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ জানাইল। কিন্তু ফাদাকবাসীরা প্রতিরোধে না আসিয়া ভয়ে বাড়িঘর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সেনাপতি হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুদ্ধনীতি অনুযায়ী সেইখানে তিনদিন অবস্থান করিয়া শত্রুর প্রতি-আক্রমণের অপেক্ষা করিলেন। সেনাগণ গনীমত হিসাবে পশুশালা হইতে পাঁচ শত উট ও দুই হাজার মেষ হস্তগত করিয়া নির্বিঘ্নে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করিল (যুরকানী, ২খ., পৃ.

৬৩; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৫; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৬৩; আর-রাহীকুল-মাখতূম, ৩৩৪)।

ঈসা ইব্ন আলীনাহ্ তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, সেই দিন আমি হামাজ পল্লী হইতে বাদী পল্লীর দিকে যাইতেছিলাম। দেখিলাম, বানূ সাদের নেতা ওয়াবার ইব্ন উলায়ম (وبر بن علیم) লোকজনসহ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। আমি বলিলাম, কি হইল, পালাইতেছ কেন? সে বলিল, আরে মুহাম্মাদের বাহিনী আসিতেছে! তাহাদিগকে মুকাবিলা করিবার শক্তি আমাদের নাই (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৬৩)। এই অভিযানে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। ইহার পরও ফাদাক অভিমুখে আরও তিনটি সারিয়্যা প্রেরিত হয়— যথাক্রমে হিজরী সপ্তম সনের মুহাররম ও শা'বান মাসে এবং অষ্টম সনের সফর মাসে।

ফাদাকে ২য় অভিযান

হিজরী সপ্তম সনের মুহাররম মাস মুতাবিক আগস্ট ৬২৮ খৃ. রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার অভিযানে বাহির হইলেন। খায়বারের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুহায়্যাসা ইব্ন মাসউদ (محيصة بن مسعود) (রা)-কে ফাদাকবাসীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৭৭)। ইব্ন হায্মের মতে হযরত আলী (র)-কেও পাঠানো হইয়াছিল (ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ সম্পাদিত, পৃ. ১১৪৫)। ফাদাকের দাম্ভিক ইয়াহূদীরা তাঁহার কথায় বর্ণপাত করিল না। তাহারা বলিল, খায়বারে দশ সহস্র বীর যোদ্ধা আছে। তাহাদের ধারণা এই যে, খায়বারের প্রাসিদ্ধ বীর আমের, মারহাব প্রমুখের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (স) দাঁড়াইতেই পারিবেন না। হযরত মুহায়্যাসা ইব্ন মাসউদ (রা) সেইখানে দুই দিন অবস্থান করিলেন। তাহাদিগকে বারবার ইসলামের আহ্বান জানাইলেন।

অবশেষে খায়বারের মুসলিম কাফেলা ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, খায়বার বিজিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া ফাদাক বাসীগণ প্রমাদ গুনিল এবং সন্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমীপে তাহাদের নেতা ইউশা ইব্ন নূনকে পাঠাইল। ইউশা ইব্ন নূন খায়বারে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া বলিল, আমরা আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না, আপনি অনুগ্রহপূর্বক অনুরূপ শর্তে আমাদের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হউন, যেইরূপ শর্তে খায়বারবাসীদের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করে সন্ধির বিষয়ে মধ্যস্থতা করিবার জন্য হযরত মুহায়্যাসা ইব্ন মাসউদ (রা)-কে পুনরায় ফাদাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ফাদাকবাসীদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর অনুরূপ শর্তে সন্ধি করিয়া খায়বার প্রত্যাবর্তন করিলেন। শর্তগুলি ছিল এই ঃ

১. রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদিগকে হত্যা করিবেন না; (২) ফাদাকের ভূ-সম্পত্তির মালিক রাসূলুল্লাহ্ (স)। যখন তিনি চাহিবেন তখনই তাহাদিগকে নির্বাসিত করিতে পারিবেন; (৩)

ফাদাকবাসিগণ বর্গা হিসাবে ফাদাকের জমি চাষাবাদ করিবে এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রদান করিবে।

যেহেতু বিনা যুদ্ধে ফাদাক অধিকৃত হইয়াছিল, তাই রাসূলুল্লাহ্ (স) এককভাবে ফাদাকের ভূ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করেন নাই। তিনি ইহার আমদানী নিজের কাজে এবং বনূ হাশিমের ইয়াতীম ও বিধবাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ এবং মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করিতেন (ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৪)।

তবে ফাদাকবাসীদের সহিত সন্ধির মধ্যস্থতার কাজে বিশেষ ভূমিকার কারণে সৌজন্য স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত মুহায়্যাসা ইবন মাসঊদ (রা)-এর জন্য ফাদাকের আমদানী হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর এবং ত্রিশ ওয়াসাক যব বরাদ্দ করিয়াছিলেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৯৬)। ফাদাক বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত হাকাম ইব্ন সাঈদ (রা)-কে ফাদাক ও তৎসংলগ্ন এলাকার (উরায়নার জনপদসমূহ) প্রশাসক নিয়োগ করেন (জাওয়ামিউস সীরা, পৃ. ২৪)।

ফাদাকের ভূমি সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত রিওয়ায়াতের বিপরীত আর একটি রিওয়ায়াত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) সন্ধির মাধ্যমে ফাদাকের ভূ-সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হইয়াছিলেন। বাকী অর্ধেক তাহাদের মালিকানায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আবদুর রঊফ দানাপুরী লিখিয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় রিওয়ায়াতটিই বিশুদ্ধতর। ইহার প্রমাণ এই যে, হযরত উমার (রা) তাঁহার খেলাফত আমলে যখন ইয়াহূদীদিগকে হিজায হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন তখন খায়বারের ইয়াহূদীদিগকে তাহাদের ভূ-সম্পত্তির কোন মূল্য পরিশোধ করেন নাই। কিন্তু ফাদাক বাসীদিগকে তাহাদের অর্ধেক ভূ-সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ করিয়াছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২১০)। পরিশোধিত মূল্যের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিরহাম (কিতাবুল মাগাযী, ২খৃ., পৃ. ৭০০)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইন্তিকালের পর ফাদাকের যমীন ও বাগান সম্পর্কে সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর মধ্যে মতপার্থক সৃষ্টি হয়। একদিকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্ত্রীগণ খলীফা হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট দাবি উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের মীরাছী অংশ প্রদান করা হউক। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব এবং রাসূলের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) দাবি করেন যে, খায়বার ও ফাদাকের ভূ-সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে যেন বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। পরে হযরত আলী (রা)-ও হযরত ফাতিমার দাবি সমর্থন করিয়া খলীফা হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) সমীপে আবেদন পেশ করেন। অধিকাংশ হাদীছ ও ইতিহাস সূত্রে প্রমাণিত যে, হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) একটি শারঈ মূলনীতির ভিত্তিতে [মূলনীতির ভিত্তি ছিল এই হাদীছ : نحن الا نبياء لا نورث ولا نورث ما تركنا صدقة "আমরা আম্বিয়া-ই কিরাম

(আলায়হিমুস্ সালাম) কাহারও ওয়ারিছ হই না এবং আমাদেরও কেহ ওয়ারিছ হয় না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই, উহা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়" (আল-বুখারী, আস-সহীহ্, বাবু ফারদিল খুমূস, ১খ., পৃ. ৪৩৫] তাঁহাদের দাবি অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলিলেন, এইসব যমীন দ্বারা এমন ধরনের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে যেই ধরনের ব্যয় রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার জীবদ্দশায় নিজেও করিতেন। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) পূর্বের ন্যায় এইসব যমীনের উৎপন্ন ফসল নবী-পত্নীগণ ও নবী-পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গৃহীত অন্যান্য খাতে ব্যয় করিতেন। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মতই হযরত ফাতিমা (রা)-সহ সকল আহলে বায়তের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করাও তাঁহার একটি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রা) তাঁহার এই দাবি পরিত্যাগ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রশ্ন আর কখনও উত্থাপন করেন নাই (ফুতূহুল বুলদান, ২খ., পৃ. ৩৩)।

হযরত উমার (রা) ও হযরত উছমান (রা)-সহ অধিকাংশ সাহাবা হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর এই মূলনীতি সমর্থন করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা) এবং হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) তাঁহাদের খেলাফত আমলেও এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন (ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৭)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক কালে নবী (সা)-এর মীরাছ সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিলেও পরবর্তীতে বিষয়টি ইজমায় রূপান্তরিত হয় এবং তাহা সাহাবা-ই কিরামের যুগেই। কাজেই সাহাবা-পরবর্তী যুগ হইতে অদ্যাবধি নবীর মীরাছ সম্পর্কে শী'আ সম্প্রদায়ের আপত্তি-অভিযোগ এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমার ফারূক (রা)-কে দোষারোপ করা অর্থহীন ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী।

উপরে উল্লিখিত এই বিষয়টির কারণে হযরত ফাতিমা (রা) প্রথমত হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) -এর উপর সাময়িক অসন্তুষ্ট হইলেও পরবর্তীতে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন এবং অসুস্থ থাকাকালীন তিনি হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমি তো ঘর-বাড়ি, ধন সম্পদ, বংশ-গোত্র সবকিছুই কেবল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য এবং হে আহলে বায়ত! আপনাদের সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করিয়াছি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., পৃ. ৩৩৩)।

ফাদাকে ৩য় অভিযান

হিজরী সপ্তম সনের শা'বান মাস। হযরত বাশীর ইব্ন সা'দ আল-আনসারী (র)-এর নেতৃত্বে এই সারিয়্যা পরিচালিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ত্রিশজন সৈন্যের একটি বাহিনীসহ বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-কে ফাদাকের বানূ মুররা গোত্রের প্রতি প্রেরণ করিলেন। তাহারা ফাদাকে বানূ মুররার চারণভূমিতে পৌঁছিয়া প্রথমেই তাহাদের পশুপালে হানা দিয়া বেশ কিছু উট ও মেষ

হস্তগত করেন। বানূ মুররা সংগঠিত হইয়া প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পথে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হইল। কতিপয় শত্রুসৈন্য বন্দী হইল, কতিপয় পলায়ন করে। মুসলমানগণ গনীমত লইয়া মদীনায় ফিরিলেন। তবে সেনাপতি বাশীর ইব্ন সা'দ (রা) গুরুতর আহত হইয়া ফাদাকের এক ইয়াহূদীর পরিচর্যায় রহিয়া গেলেন। পরে তিনি সুস্থ হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২১৭)।

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থের বর্ণনা এই যে, এই অভিযানে মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হইয়াছিল। কতিপয় মুসলমান শহীদ হইয়াছিলেন, কতিপয় পলায়ন করিতে সক্ষম হন। অবশিষ্ট সাহাবী কাফিরদের হাতে বন্দী হন (মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্, দারুল কুতুব, বৈরূত, পৃ. ২৮৫)।

ফাদাকে ৪র্থ অভিযান

হিজরী অষ্টম সনের সফর মাস। হযরত গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে বাশীর ইব্ন সাদের সারিয়্যার বিপর্যয়ের পর উহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে দুই শত সৈন্যসহ ফাদাকের বানূ মুররার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাপতি গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর হাতে একটি পতাকা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে বিজয় দান করেন তাহা হইলে সেইখানে যুদ্ধের পর আর অবস্থান করিবে না (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭২৫)।

মুসলমানগণ শত্রু ভূখণ্ডে গিয়া পৌছিলে কাফিরগণ উলবাহ ইব্ন যায়দ-এর নেতৃত্বে প্রতিরোধে আগাইয়া আসিল। প্রচণ্ড লড়াই হইল। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মুসলমানগণ বিজয়ী হইলেন। বিপুল পরিমাণ গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হইল। বহু কাফির সৈন্য নিহত হইল।

এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যতম সাহাবী হযরত মুহায়্যাসা ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর সাথে আমাকেও ফাদাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রত্যূষে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম। আল্লাহ আমাদিগকে বিজয় দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা মতবিরোধ করিও না, আমার অবাধ্য হইও না। কেননা আমি আল্লাহ্র রাসূল। শোন! যেই ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরকে মানিয়া চলিল, সে আমাকেই মানিয়া চলিল। আর যেই ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্য হইল, সে আমারই অবাধ্য হইল (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬)।

এই যুদ্ধে হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) নাহীক ইব্ন মিরদাস নামক এক কাফির শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। লোকটি উচ্চস্বরে কলেমা শাহাদাত পড়িতে লাগিল। কিন্তু হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) এই মুহূর্তে তাহার কলেমা পড়াকে চতুরতা ও প্রতারণা মনে করিয়া তাহার উপর হামলা করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। এই সংবাদ সেনাপতি গালিব ইব্ন আব্দিল্লাহ (রা)

অবহিত হইয়া উসামা ইব্‌ন যায়দকে তিরস্কার করিলেন এবং যুদ্ধ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিবার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থাপন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়া হযরত উসামা (রা)-কে খুব ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন, কলেমা পড়িবার পর তুমি একজন লোককে হত্যা করিলে! তুমি তাহার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর কী জবাব দিবে? হযরত উসামা (রা) আরয করিলেন, হযরত! সেই লোক তো খাঁটি অন্তরে কালেমা পড়ে নাই, শুধু প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, সে আন্তরিকভাবে পড়িল কিনা তাহা অবগত হওয়ার জন্য তুমি কি তাহার অন্তর ফাড়িয়া দেখিয়াছ? তখন হযরত উসামা (রা) ভীত হইয়া বলিলেন, হুযুর! আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (স) পুন পুন বলিতে লাগিলেন, তুমি তাহার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর কী জবাব দিবে? হযরত উসামা (রা) ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, হায় পরিতাপ! আমি যদি অদ্যকার পূর্বে মুসলমান না হইতাম। কৃতকর্মের অনুশোচনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া বলিলেন, হুযূর! আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না (কিতাবুল মাগাযী, ২খ, পৃ. ৭২৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুত-তাদমুরিয়্যা, পৃ. ৩৮৩)।

এই যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ হইল। প্রত্যেক মুজাহিদ দশটি উট এবং সম-পরিমাণ মেষ ও বকরী ভাগে পাইয়াছিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭২৫)।

ফাদাকবাসীদের ইসলাম গ্রহণ

ফাদাকের বাসিন্দা বানূ সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র এবং বানূ মুররা হিজরী নবম বৎসরে ইসলাম গ্রহণ করে। হিজরতের নবম বৎসরকে 'আমূল উফূদ (প্রতিনিধি দলের সমাগমের বৎসর) বলা হয়। এই বৎসর বানূ সা'দ ইব্‌ন বাক্‌র যিমাম ইব্‌ন ছা'লাবাকে প্রতিনিধি বানাইয়া মদীনায় প্রেরণ করিল। যিমাম মদীনা হইতে স্বগোত্রে ফিরিয়া সকলকে বলিলেন, লাত ও 'উযযার কোন ক্ষমতা নাই। ইহারা কোন ক্ষতি করিতে পারে না, কোন উপকারও করিতে পারে না। তাহার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ফলে গোত্রের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মুসলমান হইয়া গেল (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ৫৭৫)।

এই বৎসর বানূ মুররার তেরজনের একটি প্রতিনিধি দল হারিছ ইবন 'আওফের নেতৃত্বে মদীনায় আগমন করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের এলাকার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, হযরত! অনাবৃষ্টি আর খরায় দেশ ধ্বংসপ্রায়। আপনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) দু'আ করিলেন। তাহারা কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নবী করীম (স)-এর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল। নবী করীম (স) বিলাল (রা)-কে বলিলেন, ইহাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া (৪০ দিরহাম অর্থাৎ ১০ তোলা) পরিমাণ রৌপ্য দাও। তাহারা দেশে পৌঁছিয়া জানিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) ঠিক যেই দিন বৃষ্টির দু'আ করিয়াছিলেন, সেই দিনই বৃষ্টি বর্ষিয়াছিল (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৪৪৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আল-জামি'উস সাহীহ, ১, ৩ ও ৪খ., কায়রো ১৩৭২ হি.; (২) মুসলিম, আল-জামিউস্ সাহীহ, ২খ., কায়রো; (৩) আত-তিরমিযী, আল-জামি', কায়রো, ৪খ.; (৪) আত-তিরমিযী, আশ-শামাইলুন নাবিয়্যী (স), দিল্লী ১৩০২ হি.; (৫) আবূ দাউদ, আস-সুনান, কায়রো, ৩খ.; (৬) আহমাদ, আল-মুসনাদ, মিসর ১৩৬৫ হি.; (৭) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৬খ., কায়রো ১৩৪৮ হি.; (৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., কায়রো ১৮৬০ খৃ.; (৯) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মাআদ, ২খ., কায়রো ১৩২৪ হি.; (১০) হাফিয ওয়াহ্বা, জাযীরাতুল আরাব ফিল কারনিল ইশরীন, প্রথম সং, ১৩৫৪ হি.; (১১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ., বার্লিন ১৩৩০ হি.; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৯৬৬ খৃ., ৬খ., পৃ. ৩৩৩; (১৩) আত-তাবারী, তারীখুর রাসূল ওয়াল-মুলূক, ৩খ., কায়রো ১৩৬২ হি.; (১৪) আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, কায়রো, ১খ.; (১৫) বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১৫খ., কায়রো ১৯৫৬ খৃ.; (১৬) শিবলী নু'মানী, আল-ফারূক, ২খ., লাহোর; (১৭) সা'ঈদ আহমাদ আকবারাবাদী, সিদ্দীকে আকবার, দিল্লী ১৯৪৭ খৃ.; (১৮) আহমাদ শাহ বুখারী, তাহকীকু ফাদাক, ৩য় সং, সারতাদায় মুদ্রিত; (১৯) ইব্ন হায্ম, জাওয়ামিউস সীরা, পৃ. ১৮-২৪-২১৮; (২০) মাহমূদ আহমাদ রিদবী, মাসআলায়ে ফাদাক, লাহোর সং.; (২১) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪খ., পৃ. ৬১৮, শিরো. ফাদাক; (২২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, মাকতাবা-ই থানবী, দেওবন্দ ১৩৫১ হি., পৃ. ১৬৪, ১৯৬, ২১০, ২১৭, ৩৬৯; (২৩) ইদরীস কান্দলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., আশরাফী বুক ডিপো, দিল্লী, পৃ. ৪২৪, ৪৪৯, ৩৪৪, ৩খ., পৃ. ১৩৫, ১২৮, ২৩৮, ২৪২; (২৪) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুত তাদমূরিয়্যা, সউদী আরাব, পৃ. ২৮৯, ৩৭৭, ৩৮৩; (২৫) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ২৮৯, ৩৩৮; (২৬) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, ২খ, পৃ. ১০৪; (২৭) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৬২, ৫৬৩, ৭০৭, ৭২৫; (২৮) আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওয়া, আদাবী দুনিয়া, দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ২খ., পৃ. ৩৩৬, ৪৪০, ৪৫২।

মাসউদুল করীম

সারিয়্যা উম্মু কিরফা

রাসূলুল্লাহ (স) পঞ্চম হিজরী সনে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে কিছু সাহাবীসহ ওয়াদিল কূরা অঞ্চলে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা সেখানে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরং অধিকাংশই শাহাদাত বরণ করেন। ইহার পর দ্বিতীয়বার যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে কিছু সংখ্যক সাহাবীসহ উম্মু কিরফা নাম্নী মহিলাকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা এইবার উম্মু কিরফাকে হত্যা করেন (তারীখুল খুলাফা, ১খ., পৃ. ৭৭)। এই সম্পর্কে আবূ নু'আয়ম ধারাবাহিক সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বানূ ফাযারা -এর উম্মু কিরফা নাম্নী এক নারী ত্রিশজন অশ্বারোহী প্রস্তুত করিল। ইহাতে তাহার সন্তানাদি ও প্রপৌত্রগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে উহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের চক্রান্ত ও অভিযানের সংবাদ পাইয়া দু'আ করেন, ঃ

اَللّٰهُمَّ اَثْقِلْهَا بِوَلَدِهَا.

"হে আল্লাহ! তাহার সন্তানসহ তাহাকে কঠিন অবস্থায় নিপতিত করুন"।

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি উম্মু কিরফাকে হত্যা করেন এবং তাহার সন্তানদিগকেও হত্যা করেন (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৪২৯)।

এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে, ওয়াদিল কুরা অঞ্চলের পাশে ছিল উম্মু কিরফা-এর আবাসস্থল। ষষ্ঠ হিজরীর ৬ রমাযান যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) নবী করীম (স)-এর একদল সাহাবীসহ ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনা শরীফ হইতে সাত রাত্রির পথ ওয়াদিল কুরা নামক স্থানে ফাযারা গোত্রের কিছু লোক আকস্মিকভাবে তাহাদেরকে আক্রমণ করিল, তাহাদেরকে প্রহার করিয়া আহত করিল এবং তাহাদের পণ্যসম্ভার ছিনাইয়া নিল। তাহার পর সর্বাগ্রে হযরত যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন এবং প্রতিকার কামনা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকেই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনয়ন দেন। যায়দ (রা) একদল সাহাবী-কে লইয়া 'ওয়াদিল কুরা' অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহারা দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন এবং রাত্রে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে বানূ বাদ্‌রও আসিয়া যোগ দেয়। একদিন প্রত্যূষে যায়দ (রা) ও তাঁহার সঙ্গীগণ উম্মু কিরফার আবাসস্থলের নিকট আসেন এবং তাকবীর ধ্বনি করেন। তাঁহারা তাহাদের এলাকাকে ঘিরিয়া ফেলেন এবং উম্মু কিরফাকে বন্দী করেন। তাহার কন্যা জারিয়া বিন্‌ত মালিক ইবন হুযায়ফা

ইব্‌ন বাদ্‌রকও বন্দী করা হয়। উম্মু কিরফাকে কায়স ইব্‌নুল মুহাস্‌সার গ্রেফতার করেন। সে ছিল জীর্ণ-শীর্ণকায় বৃদ্ধা। তাহার দুই পা রশি দ্বারা দুইটি উটের সহিত বাঁধা হয়, তারপর উট দুইটিকে দুইদিকে হাঁকানো হয়। ইহাতে তাহার শরীর দুই টুকরা হয় এবং সে নিহত হয়। এ অভিযানে নু'মান ও 'উবায়দুল্লাহ নামক মাস'আদা ইব্‌ন হিকমাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বাদ্‌র-এর দুই সন্তানও নিহত হন।

অভিযানশেষে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহিত দেখা করিতে তাঁহার দরজায় করাঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত ছিল। তিনি চাদর টানিতে টানিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দেন এবং যায়দ (রা)-কে আলিঙ্গন করেন ও চুমা দেন। যায়দ (রা) আল্লাহ্‌র সাহায্যে বিজয়ের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৯০)।

উম্মু কিরফা সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে ছিল হিংসাপরায়ণা ব্যভিচারিনী। সে তাহার ঘরে ৫০টি উন্মুক্ত তরবারি প্রস্তুত রাখিত। তাহার নাম ছিল ফাতিমা বিনতু হুযায়ফা ইব্‌ন বাদ্‌র। তাহার ছেলে কিরফা-এর নামানুসারে তাহাকে উম্মু কিরফা (কিরফা-এর মাতা) উপনামে ডাকা হইত। তাহার ৯জন পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে কয়জনের নাম হইল কিরফা, হিকমা, খিরাশা, শুরায়ক, ওয়ালান, রামুল ও হুসায়ন। দাওলাবীর মতে, যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর অভিযানে উম্মু কিরফা নিহত হয়। তাহাকে দুইটি ঘোড়ার সহিত বাধিয়া দেয়া হয়। ইহার পর ঘোড়াদ্বয় তাহাকে লইয়া লাফালাফি শুরু করিলে সে নিহত হয়। তাহার এই শাস্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেওয়ার অপরাধে। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আক্রমণ করার চক্রান্তেও বহুদূর আগাইয়া গিয়াছিল। তাই এই শাস্তি ছিল তাহার প্রাপ্য (আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ৪.০৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ উমার খলীফা ইব্‌ন খায়্যাত আল-সায়ছী আল-আসফারী, তারীখুল, খলীফা, দারুল কালাম-মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, দামিশ্‌ক-বৈরূত ১৩৯৭ হি., ২য় সংস্করণ; (২) আবূ বাক্‌র আবদুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাই'সুল কুবরা (কিফায়াতুত তালিবিল লাবীব ফী খাসাইসিল-হাবীব স.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ., ১ম সংস্করণ; (৩) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ আল-বাসরী, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি.; (৪) 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-খাছ'আমী, আর-রাওদুল উনুফ ফী তাফসীরিস্ সীরাতিন নাবাবিয়্যা লিইব্‌নি হিশাম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা বৈরূত ১৯৯৭/১৪১৮, ১ম সংস্করণ।

মুহাঃ মুজিবুর রহমান

সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক

ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফে'-এর হত্যা অভিযান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অর্পিত দায়িত্বসমূহের অন্যতম ছিল ইসলাম নামক এই শাশ্বত দীনকে সমস্ত জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করা। ইরশাদ হইতেছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه.

"তিনিই তাঁহার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি এই দীনকে অন্যান্য দীনের উপর বিজয়ী করিতে পারেন" (৯ ঃ ৩৩; ৪৮ ঃ ২৮, ৬১ ঃ ৯)।

তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন নির্বিঘ্নে ও বাধা-বিপত্তিহীনভাবে সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন প্রকারের অজস্র শত্রু তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়াছে। মহান আল্লাহ্র এই পৃথিবীতে যাহাতে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে সেজন্য তাহারা তাহাদের সার্বিক শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাইয়াছে। ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফে' ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর এইসব শত্রুর অন্যতম।

আবূ রাফে'-এর পরিচয়

সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী তাহার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল হুকায়ক। কুন্য়া (ডাকনাম) আবূ রাফে' (সাহীহুল বুখারী, ৫ খ., পৃ. ২১০; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫)। আল্লামা হায়ছামীও তাহার নাম আবদুল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৪)। বুখারী শরীফে 'আবদুল্লাহকে যে সাল্লাম ইব্ন আবিল হুকায়ক বলা হইয়াছে, ইব্ন হিশামের কোথাও তাহার নাম যে আবদুল্লাহ উহার কোন উল্লেখ নাই। এমনকি ইব্ন হিশাম এই ঘটনা যে শিরোনামে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইল, "মাকতাল সাল্লাম ইব্ন আবিল হুকায়ক" (সাল্লাম ইব্ন আবিল হুকায়কের হত্যাকাণ্ড, ইব্ন হিশাম, আস-সীরা আন-নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৩৪)। বলা হইয়াছে, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স তাহার নাম আবদুল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৪; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৬)। তবে একই ব্যক্তির দুই নামে পরিচিত হওয়া অসম্ভব নয়। আবূ রাফে' রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন দলকে একতাবদ্ধ করিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরা আন-নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১০৯৪)। সে গাতাফান ও অন্যান্য গোত্রকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিল ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৬; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৮)।

খায়বার মদীনা হইতে ছয় মনযিল দূরে অবস্থিত। ইয়াহূদীদের ভাষায় খায়বার শব্দের অর্থ 'দুর্গ'। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ার পর ইসলামের প্রথম যুগে ইহা ছিল ইয়াহূদী বানূ নাযীরও বানূ কুরায়যা গোত্রদ্বয়ের আবাসস্থল ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৪)। উক্ত ইয়াহূদী নেতা সেখানেই বসবাস করিত। পরবর্তীতে তাহারা সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

আবূ রাফে'-এর আরও দুই ভাই ছিল। একজন কিনানা ইব্ন আবিল হুকায়ক। সে ছিল উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই ইব্ন আখতাবের পূর্বস্বামী। অপরজন আর-রাবী' ইব্ন আবিল হুকায়ক। খায়বার বিজয়ের দিন তাহাদের দুইজনকেও হত্যা করা হয় (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৭)। আবূ রাফে'-এর কোন সন্তান ছিল কিনা উহা জানা যায় নাই।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আলোচ্য ঘটনা

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে আল-মাগাযী অধ্যায়ে সাল্লাম ইব্ন আবিল হুকায়কের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। উহা এই অধ্যায়ের ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ। তাহার শিরোনাম হইল ঃ

باب قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق ويقال سلام بن أبى الحقيق كان بخيبر ويقال فى حصن له بأرض الحجاز وقال الزهرى هو بعد كعب بن الأشرف.

"খায়বারে অবস্থানরত সাল্লাম ইব্ন আবিল হুকায়ক নামে পরিচিত আবূ রাফে' আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল হুকায়ক-এর হত্যা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। কথিত আছে যে, হিজায ভূখণ্ডে তাহার একটি দুর্গ ছিল। যুহরী বলিয়াছেন, এই ঘটনা কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে সংঘটিত হইয়াছিল" (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১০)।

ইমাম বুখারী (র) এই পরিচ্ছেদে তিনটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত হইলেও এইগুলিতে উল্লিখিত ঘটনাপ্রবাহ ও এইগুলির বর্ণনাকারী একইজন। তবে শব্দের কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। উল্লিখিত এই তিনটি হাদীছের মধ্যে দুইটি কিছুটা বিস্তৃত। একটি হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله ﷺ إلى أبى رافع اليهودى رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذى رسول الله ﷺ ويعين عليه وكان فى حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فأنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن اغلق الباب فدخلت

فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان فى علالى له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل قلت إن القوم لو نذروا بى لم يخلصوا إلى حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أين هو من البيت فقلت ياأبا رافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسيف قال فأضربه ضربة اثخنته ولم أقتله ثم وضعت ضبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره فعرفت أنى قتلته فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت ساقى فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم اقتلته فلما صاح الديك قام الناعى على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابى فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبى ﷺ فحدثته فقال لى ابسط رجلك فبسطت رجلى. فمسحها فكأنها لم اشتكها قط.

"আল-বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বলেন, "আবূ রাফে' ইয়াহূদীকে হত্যা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আনসারদের মধ্য হইতে কিছু লোককে পাঠাইলেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন 'আতীককে তাহাদের দলপতি নিয়োগ করিলেন। আবূ রাফে' রাসূলুল্লাহ (স)-কে কষ্ট দিত এবং তাঁহার শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিত। হিজাযে তাহার একটি দুর্গ ছিল এবং সে সেখানে অবস্থান করিত। যখন তাহারা এই দুর্গের নিকট পৌঁছাইল তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছিল এবং জনগণ তাহাদের গৃহপালিত পশু চরানোশেষে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। এই অবস্থায় দলপতি আবদুল্লাহ তাহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন, আপনারা আপনাদের স্থানে বসিয়া থাকুন। আমি যাইতেছি এবং দুর্গের পাহারাদারদের কাছে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি কিনা দেখি। তিনি দরজার নিকট পৌঁছিয়া ও নিজেকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করিবার অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন। দুর্গের অধিবাসীরা ভিতরে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে দারওয়ান (আমাকে দেখিয়া) চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমি দরজা বন্ধ করিব। তুমি চাহিলে ভিতরে প্রবেশ কর। অতএব আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং

আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। যখন সকলেই প্রবেশ করিল, সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং চাবি একটি পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল। তিনি বলেন, আমি চাবির ছড়ার দিকে গেলাম ও তাহা লইয়া দরজা খুলিয়া রাখিলাম। এ সময় আবূ রাফে'-এর কামরায় নৈশ আলাপ চলিতেছিল। যাহারা তাহার সেখানে কথাবার্তা বলিতেছিল যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমি উপরে উঠিয়া প্রতিটি দরজাই খুলিলাম এবং সবকটি দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, যদি তাহারা আমার সম্পর্কে অবহিত হয় তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই আমি তাহাকে হত্যা করিব। আমি আবূ রাফে'-এর কাছে পৌঁছিলাম। অনুমান করিলাম যে, সে একটি অন্ধকার কক্ষে তাহার পরিবার-পরিজন বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। অন্ধকারের কারণে সে কক্ষে কোন স্থানে (অবস্থান করিতেছে) তাহা দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমি আবূ রাফে' বলিয়া তাহাকে ডাকিলাম। সে প্রতিউত্তরে বলিল, কে ? আমি তাহার কণ্ঠের শব্দকে অনুমান করিয়া লক্ষ্যবস্তুতে তরবারির আঘাত হানিলাম। আমি এই অবস্থায় খুব বিচলিত ছিলাম। আমার এই আঘাত ফলপ্রসূ হইল না। সে চিৎকার ছাড়িল। আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং নিকটেই অবস্থান গ্রহণ করিলাম। আমি পুনরায় তাহার নিকট প্রবেশ করিলাম এবং বলিলাম, হে আবূ রাফে'! এই শব্দটি কিসের ? সে বলিল, তোমার মায়ের জন্য ধ্বংস অনিবার্য হউক, ঘরের মধ্যে একজন পুরুষ এই মুহূর্তে আমাকে তরবারির আঘাত করিয়াছে। তিনি (ইহা শুনিয়া) বলিলেন, আমি তাহাকে আরও একটি আঘাত করিলাম। আমি এই আঘাতে তাহাকে পরিপূর্ণভাবে হত্যা করিতে পারিলাম না। ইহার পর তরবারির তীক্ষ্ণ মাথা তাহার পেটে বসাইয়া দিলাম যাহা তাহার পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি তাহাকে নিশ্চিত হত্যা করিতে পারিয়াছি। ইহার পর আমি প্রতিটি দরজা এক এক করিয়া খুলিতে খুলিতে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইলাম এবং সিঁড়ি বাহিয়া মাটির নিকট আসিয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া চাঁদনী রাত হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আমার পা পাগড়ী দ্বারা বাধিয়া লইয়া হাঁটা শুরু করিলাম এবং (দুর্গের শেষ) দরজার কাছে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি (মনে মনে) বলিতে লাগিলাম, আবূ রাফে'কে নিশ্চিত হত্যা করিয়াছি, এই খবর যতক্ষণ জানিতে পারিব না ততক্ষণ এই স্থান হইতে বাহির হইব না। ইহার পর যখন মোরগ ডাকা শুরু করিল তখন মৃত্যু সংবাদ ঘোষণাকারী পাঁচিলের উপরে উঠিল এবং ঘোষণা করিল, "আমি হিজাযের ব্যবসায়ী আবূ রাফে'-এর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতেছি"। আমি এই কথা শুনিয়া আমার সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং বলিলাম, তাড়াতাড়ি এই স্থান ত্যাগ করুন, আল্লাহ আবূ রাফে'-এর হত্যা নিশ্চিত করিয়াছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছিলাম এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বর্ণনা করিলাম। তিনি আমার পা বিছাইয়া দিতে বলিলে আমি তাহা বিছাইয়া দিলাম। তিনি হাত বুলাইয়া দিলেন। ফলে পা এমন সুস্থ গেল যে, আমি যেন কখনও এই পায়ের ব্যথা অনুভব করি নাই" (সাহীহুল বুখারী, ৫খ., পৃ. ২০-২১, নং ৪০৩৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-কর্তৃক হত্যার অনুমতি দান

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করিবার পূর্বে এখানকার প্রভাবশালী দুই গোত্র আওস ও খাযরাজ-এর মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক বিরাজ করিতেছিল। তাহারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। ইসলামের অমীয় সুধা পান করিবার পর তাহারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইল এবং কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আল্লাহ্র এই জীবনবিধানকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জানবাজি লাগাইয়া প্রচেষ্টা শুরু করিল। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে উভয় গোত্র প্রতিযোগিতামূলক মন লইয়া কাজ করিতে লাগিল। আওস গোত্রের লোকেরা ইসলামের জন্য কোন ভাল কাজ করিলে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ঐরূপ অথবা উহা অপেক্ষা আরও ভাল কাজ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইত (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০৯৫; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৩৯-১৪০)।

আওস গোত্রের মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন সালামা ইব্ন খালিদ (রা) মহান আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত জঘন্য ব্যঙ্গ কবিতার কবি ইয়াহূদী দলনেতা কা'ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করেন (আল-'আয়নী, ১৭খ., পৃ. ১৩২)। আওস গোত্রের এই উত্তম কাজের প্রতিযোগিতায় অন্য উত্তম কাজ করিবার লক্ষ্যে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সমবেত হইল। তাহারা কা'বের মত ইসলামের আর এক নিকৃষ্টতম শত্রু খায়বারের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফে'কে হত্যা করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিযোগিতায় সমপর্যায়ে অবদান রাখিবার চিন্তা করিল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি সাপেক্ষেই সম্পাদন করা সম্ভব। সেইজন্য তাহারা তাঁহার নিকট ইসলামের এই নিকৃষ্টতমশত্রু খায়বারে বসবাসরত আবূ রাফে' আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল হুকায়ককে হত্যা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। আল্লাহ্র এই ঘৃণিত পাপিষ্ঠ দুশমনকে ইসলামের স্বার্থে হত্যা করা ছিল খুবই জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স) এই সত্য উপলব্ধি করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য খাযরাজ গোত্রকে অনুমতি দান করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১০৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)।

হত্যা অভিযানের সময়কাল

এই হত্যা অভিযান কোন্ সময় অনুষ্ঠিত হয় সেই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল" (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১০)। ইমাম যুহরী (র)-এর মতে, এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় হিজরীর রমযান মাসে ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৪)। কেহ কেহ এই অভিযান তৃতীয় হিজরীর রজব মাসে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়াছেন ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৪; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৭)। আল-ওয়াকিদীর মতে, এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীরা হিজরতের ৪৫ মাস পর যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখ সোমবার রাত্রিতে মদীনা হইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা এই অভিযান পরিচালনায় দশদিন সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ.

৩৯১)। তাহা হইলে এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই অভিযান ৪র্থ হিজরীর শেষদিকে যিলহজ্জ মাসে পরিচালিত হইয়াছিল। তবে আল-আয়নী আল-ওয়াকিদী হইতে অন্য একটি বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে আল-ওয়াকিদী এই ঘটনা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হইবার পক্ষে মতামত দিয়াছেন ('উমদাতুল কারী, ১৭ খ., পৃ. ১৩৪)।

কাযী সুলায়মান মানসূরপূরীর মতে, এই অভিযান পঞ্চম হিজরীর যিলকা'দ অথবা যিলহজ্জ মাসেই পরিচালিত হইয়াছিল (রাহমাতুললিল-আলামীন, ৩খ., পৃ. ২১৫)। কোন কোন গ্রন্থে কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া এই অভিযান পঞ্চম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৪; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৭)। ইব্ন সা'দ-এর মতে, ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে ইহা সংঘটিত হয় (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৫; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৭; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫)।

উপরে উল্লিখিত সকল মতামতের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এই অভিযান তৃতীয় হিজরীর রমযান মাস হইতে ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসের মধ্যে পরিচালিত হইয়াছিল। সম্ভবত এইজন্যই ইমাম বুখারী (র) এই প্রসঙ্গে নির্ধারিত কোন তারিখ বা নির্দিষ্ট কোন সন উল্লেখ করেন নাই।

অভিযানে অংশগ্রহণকারিগণ

এই অভিযানে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৬-৩৯৭)। আল-হাকেম-এর মতে, এই অভিযানে পাঁচ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচজন কে কে সেই সম্পর্কেও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। তবে বর্ণনাকারিগণ একমত যে, তাহারা ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বানূ সালামা উপগোত্রের লোক (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০; ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫)। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারিগণ হইলেন— (১) আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক ইব্ন মালিক ইব্ন আওস (রা) (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫; 'উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৫)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন উতায়ক ইব্নুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন হাবাসা ইব্ন হারিছ ইব্ন উমায়্যা ইব্ন যায়দ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস আল-আনসারী ('উমদাতুল কারী, ১৭ খ., পৃ. ১৩৪)। তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন কিনা সে বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে ('উমদাতুল কারী, ১৭ খ., পৃ. ১৩৫)। আল-আসকালানী বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন বানূ সালামার 'উতায়ক ইব্ন কায়স ইব্ন আসওয়াদ (ফাতহুল বারী, ৭ খ., পৃ. ১৩৮)।

এখানে এই ব্যক্তির নাম লইয়া তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক ইব্ন মালিক, যেমনটি ইব্ন হিশাম ও আল-আয়নী উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন 'উতায়ক ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স, যেমনটি আল-আয়নী কেহ কেহ বলিয়াছেন বলিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি ছিলেন 'উতায়ক ইব্ন কায়স ইব্ন আসওয়াদ, যেমনটি বলিয়াছেন

আল-'আসকালানী। তবে গ্রহণযোগ্য মত হইল, তাহার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আতীক। তিনিই ছিলেন এই অভিযানের দলপতি। যেমন বলা হইয়াছে ঃ

فأمر عليهم رسول الله ﷺ عبد الله بن عتيق.

"রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ ইব্ন 'আতীককে তাহাদের আমীর বানাইয়াছিলেন" (বুখারী ৫খ., পৃ. ২১০; ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ১০৯৫)।

(২) মাসউদ ইব্ন সিনান (রা) (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯)। তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন (উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৬; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৮)।

(৩) আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫), আল-জুহানী আল-আনসারী (ইবনুল আছীর, আত-তাতিম্মাহ, ১খ., পৃ. ৫৬৪) ইব্ন আস'আদ ইব্ন হারাম ইব্ন হাবীব ইব্ন আল-বারক ইব্ন ওয়াবরাহ ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৫)। কথিত আছে যে, তাঁহার পরিচয় হইল, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স ইব্ন আস'আদ ইব্ন হারাম ইব্ন মালিক ইব্ন গানাম ইব্ন কা'ব ইব্ন তামীম ইব্ন নাফাছাহ ইব্ন উনায়স ইব্ন যারবু' ইবনুল বারক ইব্ন ওয়াবরাহ (আত-তাতিম্মাহ, ২খ., পৃ. ৫৬৪)। তিনি উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৫৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৬)।

আল-মুনযিরী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স আল-জুহানী ও আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স আল-আনসারী একই ব্যক্তি নন, বরং তাহারা ভিন্ন দুই ব্যক্তি। তাহার দৃষ্টিতে যিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স আল-আনসারী, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স আল-জুহানী নহেন। তবে মুনযিরী ব্যতীত অন্যান্যরা এই দুই নাম একজনেরই বলিয়া মনে করেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৮)।

(৪) আবুল কাতাদা আল-হারিছ ইব্ন রিব্'ঈ আবূ কাতাদা (রা)। তিনি فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ (স) -এর অশ্বারোহী) বিশেষণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার নাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পাঁচটি মত পাওয়া যায়।

ক) হারিছ ইব্ন রিব্'ঈ ইব্ন বালতা'আ।

খ) বালদামাহ ইব্ন খান্নাস ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ ইব্ন আদী ইব্ন গানাম ইব্ন কা'ব সালামা আল-আনসারী ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৬)।

গ) আন-নু'মান আর-রাবী'

ঘ) আন-নু'মান ইব্ন 'আমর

ঙ) আমর ইব্ন রাবী' ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৬)।

তিনি ৪০ হিজরীতে ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন ('উমদাতুল কারী, ১৭ খ., পৃ. ১৩৬)।

(৫) খুযা'ঈ ইব্ন আসওয়াদ (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫) ইব্ন খুযা'ঈ আল-আসলামী। তিনি আনসারদের সহিত সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। ইকলীলের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার নাম আসওয়াদ ইব্ন হারাম। তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা সেই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা তাঁহাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আবূ 'উমার তাঁহাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেন নাই (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯১)। আদ-দালাইলিল বায়হাকীতে তাহার নাম আসওয়াদ ইব্ন খুযা'ঈ না আসওয়াদ ইব্ন হারাম এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে (আল-'আসকালানী, ৭খ., পৃ. ৩৯৮)। আয-যুহরী উপরোল্লিখিত পাঁচজনের নামই উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫)। অন্য বর্ণনামতে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ছয় জন। উপরিউক্ত পাঁচজনসহ আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতবা। তাঁহার নাম প্রসঙ্গে দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ক) আবূ 'আমেরের বর্ণনায় আছে, যিনি আবূ রাফে'-এর হত্যার অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতবা আবূ কায়স আয-যাকওয়ানী। ইমাম যাহাবীর মতে, তিনি ছিলেন একজন সাহাবী ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৬)।

খ) ইবনুল আছীর বলিয়াছেন, যিনি আবূ রাফে'-এর হত্যার অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নাম আবূ 'ইনাবাহ আবদুল্লাহ ইব্ন 'ইনাবাহ আল-খাওলানী (আত-তাতিম্মাহ, ২খ., পৃ. ৫৮১)। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই অভিযানে আবূ 'ইনাবাহ নামক সাহাবীর অংশগ্রহণের যে ইঙ্গিত ইবনুল আছীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় তাহা কোনক্রমেই ঠিক নয়। কেননা গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী যাহারা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন আনসারীদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইব্ন 'ইনাবাহ সর্বসম্মতিক্রমে আনসারী ছিলেন না ('উমদাতুল কারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৭)। তাহা ছাড়াও অন্য একটি বর্ণনায় তিনি যে আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতবা ছিলেন, সেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ হইয়াছে।

بعث النبى ﷺ إلى أبى رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة وناس معهم.

"রাসূলুল্লাহ (স) আবূ রাফে'-এর নিকট আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক ও আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতবা এবং তাহাদের সহিত কতিপয় লোককে পাঠাইয়াছিলেন"।

উল্লিখিত অভিযানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সম্পর্কে এখানে 'পাঁচজন' ও ছয়জন' এই দুইটি মত উল্লেখ করা হইল। এই বিষয়ে তৃতীয় মত এই যে, তাহারা ছিলেন চারজন। যেমন আল-'আসকালানী আল-হাকেম-এর 'আল-ইকলীল' গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই অভিযানে আবদুল্লাহ ইব্ন 'আতীক, আবদুল্লাহ ইব্ন উনাস, আবূ কাতাদাহ, সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ তাহাদের এক সাথী ও একজন আনসারী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৬)। সুতরাং এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সম্পর্কে যে তিনটি বর্ণনা পাওয়া গেল

তাহা হইল চার, পাঁচ ও ছয়জনের। তাহা হইলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই অভিযানে সর্বনিম্ন চার ও সর্বোচ্চ ছয় ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

অভিযানের ঘটনাপ্রবাহ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে অনুমতি লাভের পর আবূ রাফে' হত্যা অভিযানে অংশগ্রহণকারিগণ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন। মহান আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

"আমি তোমাকে নিখিল বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি" (আল-কুরআন, ২১ ঃ ১০৭)।

রহমতের এই প্রবাদ পুরুষ নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময়ও যাহাতে কোন প্রকার অকল্যাণ কিছু সংঘটিত না হয় সেই বিষয়ে ছিলেন খুবই সচেতন। কাহারও প্রতি যাহাতে সামান্য পরিমাণও যুলুম না হয় তিনি সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার এই সুষমা সুন্দর অভ্যাস অনুযায়ী তিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ ঃ

ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة

"তিনি তাহাদিগকে শিশু অথবা নারীকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)।

আবূ রাফে' হত্যার অভিযানে অংশগ্রহণকারিগণ যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। আবূ রাফে' মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ১৮৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত খেজুরবৃক্ষ সুরভিত খায়বারের এক দুর্গে বাস করিত (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, উর্দূ দাইরায়ে মা'আরিফ ইসলামিয়া, ৯খ., পৃ. ৬৬)। তাঁহারা খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। এই অভিযানের অন্যতম সৈনিক আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক (রা)-এর ইয়াহূদী দুগ্ধমাতা পূর্ব হইতেই খায়বারে বসবাস করিতেছিলেন। 'আতীয়াহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উনায়স (রা) তাহার পিতার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ

"আমরা ছিলাম পাঁচজন। আমি, আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক, আবূ কাতাদা, আল-আসওয়াদ ইব্ন খুযাঈ এবং মাস'উদ ইব্ন সিনান। আমরা খায়বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক সেখানে অবস্থানকারিণী তাহার ইয়াহূদী দুগ্ধমাতার নিকট গেলেন। তিনি আমাদের আতিথেয়তার জন্য কাবিস' নামক একপ্রকার খেজুর ও রুটি লইয়া আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়কের সহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা তাহার আতিথেয়তা গ্রহণ করিলাম এবং পরিতৃপ্তির সাথে তাহার আনীত খাদ্য খাইলাম। তাহারই অনুরোধে তাহার বাড়ীতে আমরা

রাত্রিযাপন করিলাম। যখন সকাল হইল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতায়ক তাহাকে বলিলেন, আমরা খায়বার দুর্গে যাইতে চাই। আপনি আমাদিগকে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলিলেন, তোমরা মুহাম্মাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ। খায়বার দুর্গে তোমাদের প্রতিপক্ষ ইয়াহূদীদের চার হাজার সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে। তোমরা সেখানে সহজে যাইতে পারিবে না। তোমরা কেন সেখানে যাইতে চাও? সেখানে তোমাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতায়ক তাহাকে বলিলেন, আমরা সেখানকার ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফে'-এর উদ্দেশ্যে সেখানে যাইতে চাই। তিনি বলিলেন, ইহা সম্ভব নয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতায়ক বলিলেন, আমি আবূ রাফে'কে হত্যা করিব। তাহার নিকট পৌঁছিতে যাহারা আমাকে বাঁধা সৃষ্টি করিবে আমি তাহাদিগকেও হত্যা করিব (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯১-৩৯২)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতায়কের দুগ্ধমাতা বলিলেন, ইয়াহূদীগণ খুবই অতিথিপরায়ণ। আগন্তুক অতিথিগণ যাহাতে নির্দ্বিধায় তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য তাহারা তাহাদের ঘরের দরজা রাত্রিতে দরজা রাত্রিতে খুলিয়া রাখে। রাত্র গভীর হইলে যখন সাধারণ মানুষের আনগোনা বন্ধ হইবে, তখন তোমরা সন্তর্পণে নির্বিঘ্নে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবে (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯২)। তিনি তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা আবূ রাফে'-এর জন্য লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু উপঢৌকন লইয়া যাইবে। তাহা হইলে কেহ তোমাদের ব্যাপারে সন্দেহ করিতে পারিবে না। তোমরা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯২)।

আবূ রাফে'-এর বাড়ীটি ছিল দুর্গম দুর্গের ভিতর অবস্থিত (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩১৯)। ঘরটি ছিল বেশ উঁচু। খেজুর গাছের সিঁড়ির মাধ্যমেই সেখানে উঠানামা করিতে হইত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)। রাত্রি যখন গভীর হইল তখন দুর্গের অধিবাসীরা তাহাদের স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতায়ক দারওয়ান দুর্গের যে স্থানে চাবি রাখিয়াছিল সেখান হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া দুর্গের দ্বারা খুলিয়া দিলেন (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১১)। তখন অভিযানে অংশগ্রহণকারিগণ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তাহারা নিরাপত্তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া সকল গৃহের দরজা বাহিরের দিক হইতে আটকাইয়া দিলেন যাহাতে কেহ নিজেদের গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫; কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯২)।

বুখারী শরীফের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, প্রত্যেক সাহাবী একই সাথে দুর্গে প্রবেশ করেন নাই। সকলকে দুর্গের বাহিরে রাখিয়া শুধু আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উতায়কই প্রথমে একা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি দরজা খুলিয়া দিলে অন্যান্যরা সেখানে প্রবেশ করেন।

সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়ক দুর্গের বাহির হইতে কিভাবে ভিতর প্রবেশ করা যায়, বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া সেই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি এইদিক সেইদিক ঘোরাফেরা করিতেছেন, এমন সময় দুর্গের অধিবাসীরা তাহাদের একটি গাধা হারাইয়া যাইবার কারণে বাতি লইয়া তাহা খুঁজিবার জন্য বাহির হইল। আকস্মিক এই অবস্থায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়ক সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। যাহাতে তাহারা তাহাকে চিনিতে না পারে সেইজন্য তিনি মাথা হইতে পা পর্যন্ত কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১০)। তিনি প্রাকৃতিক কার্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহা বুঝিয়া তাহারা যেন তাহার নিকট আসিতে লজ্জা পায়, সেইজন্য মূলত তিনি এই ছদ্মবেশ ধারণ করেন। তিনি সফল হইলেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া চলিয়া গেল। কেহ প্রাকৃতিক কর্ম সারিতেছে ভাবিয়া তাহারা বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দিল না। তিনি সুযোগ বুঝিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য সাথীর জন্য তিনি দুর্গ খুলিয়া দিলে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে তাঁহারাও দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আবূ রাফে'-এর উঁচু গৃহে উঠানামার জন্য যে খেজুর গাছের সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল, তাঁহারা উহার সাহায্যে উপরে উঠিলেন। যখন দুর্গের অধিবাসীরা আবূ রাফে'র মজলিসের নৈশকালীন গল্প-গুজব শেষ করিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আতীক আবূ রাফে'র গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১২)। অন্য বর্ণনামতে, তাঁহারা তাহার গৃহের দরজার নিকট পৌঁছিলেন। আরবদের নিয়ম-নীতি, যাহা ইসলামী নিয়ম-নীতিও বটে, সেই অনুযায়ী তাঁহারা তাহার গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিলেন। আবূ রাফে'-এর স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল এবং অনুমতিপ্রার্থীদের পরিচয় জানিতে চাহিল। তাঁহারা বলিলেন, আমরা বহু দূর হইতে আসিয়াছি। আমরা নেতা আবূ রাফে'-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আগ্রহী। আমরা আবূ রাফে'-এর জন্য কিছু উপহার-সামগ্রী লইয়া আসিয়াছি (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫)। উক্ত মহিলা বলিল, তিনি এইখানেই রহিয়াছেন। আপনারা প্রবেশ করিলেই তাহার সাক্ষাত পাইবেন। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আবূ রাফে'-এর গৃহে প্রবেশ করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)।

ইব্‌ন সা'দের বর্ণনায় ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়ক ইয়াহূদীদের নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করিয়া আবূ রাফে'-এর ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়ার জন্য নির্ধারিত শব্দ উচ্চারণ করিলেন। আবূ রাফে'-এর স্ত্রী তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিল। পরিচয় দান না করিয়া তিনি বলিলেন, আবূ রাফে'-এর জন্য কিছু মূল্যবান উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছি। উহা পৌঁছানোর জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে চাই ('উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ১৩৭)।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আবূ রাফে'-এর স্ত্রী পূর্ব হইতেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতায়ককে চিনিত। সে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিল, হে আবূ রাফে'! ইহা তো আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আতীকের কণ্ঠস্বর। আবূ রাফে' বিরক্তিবোধ করিয়া বলিল, তোমার মাতা ধ্বংস হউক! এইখানে আবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়ক কোথা হইতে আসিবে! এই কণ্ঠস্বর আবদুল্লাহ

ইব্ন 'উতায়কের নয়, সম্ভবত অন্য কাহারও হইবে (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৯)। আবূ রাফে' তাহার স্ত্রীকে বলিল, তুমি দরজা খুলিয়া দাও। কোন সম্মানিত ব্যক্তির দরজা হইতে কাহারও এই রাত্রিতে ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন নহে (আল-হায়ছামী, বুগ্য়াতুর রায়িদ, ৬খ., পৃ. ২৯২)। এই পরিস্থিতিতে মহিলাটি দরজা খুলিয়া দিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)। সে দরজা খুলিয়াই আগন্তুকের হাতে অস্ত্র দেখিতে পাইল। ভীত-বিহবল হইয়া সে চিৎকার দেওয়ার উপক্রম করিল। আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক তাহাকে তরবারির মাধ্যমে ইংগিত দান করিয়া চিৎকার করিতে নিষেধ করিলেন। আর আবূ রাফে' কেথায় অবস্থান করিতেছে তিনি তাহা তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। এই ব্যাপারে তাহাকে সহযোগিতা না করিলে তিনি তাহাকে হত্যা করিবার ভয়ও দেখাইলেন। মহিলাটি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যেই ঘরে আবূ রাফে' অবস্থান করিতেছিল তাহা আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ককে দেখাইয়া দিল (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯২)। তাঁহারা সকলেই আবূ রাফে'-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাহির হইতে যেন কেহ সাহায্য-সহযোগিতা না করিতে পারে সেইজন্য তাঁহারা ভিতর হইতে দরজা এমনভাবে আটকাইয়া দিলেন যাহাতে কোন ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬)।

ঘরটিতে সূচীভেদ্য অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আবূ রাফে'-এর চেহারা ছিল ধবধবে পরিষ্কার। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে তাহার চেহারা জ্বলজ্বল করিতেছিল। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) বলেন, আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল খুবই দুর্বল। আমি রাত্রিতে তেমন দেখিতে পাইতাম না। তাহার পরও যখন আবূ রাফে'-এর দিকে মনোবিবেশ করিলাম তাহার চেহারা অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে দেখিলাম (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৩)।

সাহাবীগণ কালবিলম্ব না করিয়া আবূ রাফে'-এর উপর তরবারি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহার স্ত্রী আকস্মিক এই ঘটনায় ভীত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯২)। তাহাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহাবীগণ তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। পরক্ষণে তাহাদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপদেশ স্মরণ হইল। রাসূলুল্লাহ (স) নারী হত্যাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আবূ রাফে'-এর স্ত্রীকে কিছুই বলিলেন না। তাঁহারা আবূ রাফে'কে তরবারি আঘাত করিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) তাহার পেটে তরবারি ঢুকাইয়া তাহার পেট দ্বিকোড় করিয়া ফেলিলেন। তরবারি তাহার হাড়ে যাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইল। তিনি হাড়ে তরবারির আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৯৯; কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৩)। ইহার পর আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়সের অন্যান্য সাথীরাও তাহাকে আঘাত করিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৩)। আবূ রাফে' আঘাতের যন্ত্রণায় আহা আহা করিয়া কাতরাইতে শুরু করিল। সে এই আঘাত নিহত হইবে এই আশা লইয়া সাহাবীগণ (রা) তাহার ঘর ত্যাগ করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬)।

স্থান ত্যাগের সময় আবূ কাতাদা সেখানে ভুল করিয়া তাহার তীর ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। যখন তাহার মনে পড়িল তখন তিনি পুনরায় উক্ত তীর আনিতে চাহিলেন। আসন্ন কোন বিপদের ভয়ে তাঁহার সাথীরা তাঁহাকে পুনরায় সেখানে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী। তাই তিনি ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় ঘটনাস্থল গমন করিলেন এবং ভুলে ফেলিয়া আসা তীরটি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৩)। তাঁহারা এই সময় সকলে মিলিয়া নিরাপদ দূরত্বে যাইবার জন্য রওয়ানা হইলেন। দলপতি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়ক (রা) ছিলেন দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিতে পথ ভালভাবে দেখিতে পাইলেন না। সেইজন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইয়া তিনি হঠাৎ পড়িয়া গেলেন এবং পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পাইলেন। ব্যথায় তিনি আর হাঁটিতে পারিলেন না। তাঁহার সাথীরা তাঁহাকে কাঁধে বহন করিয়া নিরাপদ দূরত্বে পৌছাইলেন। সেই স্থানে তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬)। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আবূ রাফে'-এর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হইবেন ততক্ষণ এই স্থান ত্যাগ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ইতোমধ্যে গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক আবূ রাফে'-এর মারাত্মক আহত হইবার সংবাদ বিদ্যুতবেগে দুর্গের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। দুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় শুরু হইল। কিন্তু পূর্ব হইতেই সাহাবীগণ দুর্গের ভিতরের সকল ঘরের দরজা বাহির হইতে আটকাইয়া দেওয়ার কারণে দীর্ঘক্ষণ যাবত কেহ বাহিরে আসিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা দরজা খুলিয়া ফেলিল। যখন তাহারা আবূ রাফে'-এর নিকট সমবেত হইল তাহার স্ত্রী বলিল, এই তো কিছুক্ষণ হইল মাত্র, ঘাতকরা আঘাত হানিয়া পালাইয়া গিয়াছে। আল-হারিছ আবূ যায়নাব নামক এক ব্যক্তি তিন হাজার সৈন্য লইয়া ঘাতকদের খোঁজে বাহির হইল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া কাহাকেও না পাইয়া ব্যর্থ হইয়া তাহারা পুনরায় দুর্গে ফিরিয়া গেল (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫)। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, দুর্গের অধিবাসীরা নিজেরাই আগুনের মশাল লইয়া সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে ঘাতকদের খুঁজিয়া ফিরিল। কাহাকেও না পাইয়া তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া আহত আবূ রাফে'-এর নিকট ফিরিয়া গেল (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪৯)। তাহারা আবূ রাফে'-এর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি কোন ঘাতককে চিনিতে পারিয়াছে? সে বলিল, আমি তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়কের কথা শুনিয়াছি (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৩)।

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের এই দুশমনের মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত হইবার জন্য আসওয়াদ ইব্‌ন খুযা'ঈ (রা) পুনরায় অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আবূ রাফে'-এর আশেপাশে সমবেত লোকজনের সাথে এমনভাবে মিশিয়া গেলেন যে, কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। এমনকি সামান্য সন্দেহ পর্যন্ত করিল না। তিনি আবূ রাফে'-এর স্ত্রী ও

অন্যান্য ইয়াহূদীদিগকে তাহার পাশে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, তাহার স্ত্রীর হাতে একটি বাতি শোভা পাইতেছে। সে অত্যন্ত বিষণ্ন মনে নিষ্প্রাণ স্বামীর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে অত্যন্ত আবেগ জড়িত কণ্ঠে ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল, আল্লাহ্র শপথ! আমি ইব্ন 'উতায়কের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি। আমি কিন্তু মোটেও মিথ্যা বলিতেছি না। আসওয়াদ মহিলার কণ্ঠে এই কথা শুনিয়া নিজেই ইয়াহূদীদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য বলিলেন, ইহা একটি বাজে কথা। এখানে ইব্ন 'আতীক কোন স্থান হইতে আসিবেন ? মূলত এই কথা দ্বারা ইব্ন 'উতায়কের এইখানে আসার সম্ভাবনাকে তিনি নাকচ করিয়া দিলেন। মহিলাটি আবূ রাফে-এর আরও নিকটে উপস্থিত হইল। সে তাহার মুখমণ্ডল বিচক্ষণতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ইয়াহূদীদের ইলাহার শপথ (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৬-১০৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)! মূসার ইলাহার শপথ! (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৪) সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে আবূ রাফে'-এর মৃত্যুসংবাদই ছিল আসওয়াদ ইব্ন খুযাঈ (রা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়। তিনি আনন্দের আতিশয্যে উল্লসিত হইয়া আবূ রাফে'-এর মৃত্যুসংবাদ লইয়া নিজের সাথীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন (ইব্ন হিশাম ৩খ., পৃ. ১০৯৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)। আবদুল্লাহ ইব্ন 'উনায়স (রা) আসওয়াদ (রা)-এর নিকট হইতে এই সংবাদ শুনিবার পর আরও নিশ্চিত হইবার জন্য নিজেই পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তিনি আবূ রাফে'-এর স্পন্দনহীন নিথর দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া সাথীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৩৯৪)।

অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন

মহান আল্লাহর অপার করুণায় কোন সমস্যা ছাড়াই এই অভিযান সমাপ্ত হইল। ইসলামের ঘোর শত্রু আবূ রাফে' হত্যা মিশন সফল হইল। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবী মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা দুই দিন অপেক্ষা করিলেন। যখন শত্রুদের খোঁজাখুঁজি বন্ধ হইল তখন তাঁহারা রওয়ানা হইলেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫)। শত্রুপক্ষের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পথ চলিতেন। তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে পথ অতিক্রম করিতেন আর দিনের বেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত সন্তর্পণে লুকাইয়া থাকিতেন। তাঁহারা পালাক্রমে একজন করিয়া নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালন করিতেন। উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী কোন সমস্যার মুখামুখী হইলে অথবা কোন সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ কিছু দেখিলে সাথে সাথে অন্যদিগকে সতর্ক করিতেন। এইভাবে তাঁহারা মদীনার নিকট পৌঁছিলেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স বলেন, 'আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিবার কিছু পূর্বে নিরাপত্তামূলক পাহারার দায়িত্বের পালা আমার উপরই অর্পিত হইয়াছিল। আমি শত্রুদের আনাগোনা অনুমান করিলাম এবং সাথে সাথে আমার সাথীদিগকে সতর্ক করিলাম। তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা আরও সতর্ক অবস্থায় পথ চলিতে লাগিলেন। আমি

তাঁহাদের পিছনে পিছনে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমিও তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম। আমরা এইভাবে পথ চলিতে চলিতে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছাইয়া গেলাম (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪০০)।

একটি অলৌকিক ঘটনা

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়কের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইবার কারণে তিনি পড়িয়া যান এবং পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচণ্ড ব্যথার কারণে হাঁটিতে পারিতেছিলেন না। এক বর্ণনামতে, অল্প সময়ের ব্যবধানে এই পা এমনভাবে ভাল হইয়া গেল যে, তিনি সারা জীবন ঐ পায়ে আর কখন কোন সমস্যা অনুভব করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন ঃ

فلما كان فى وجه الصبح صعد الناعية فقال انعى أبا رافع قال فقمت أمشى ما بى قلبة.

"যখন প্রভাত হইল, মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণাকারী উপরে উঠিল এবং বলিল, আমি আবূ রাফে'-এর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতেছি। আমি (আবদুল্লাহ) আমি তখন দাঁড়াইলাম এবং কোন ব্যথা অনুভূত হইল না" (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১৩)।

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি প্রচণ্ড ব্যথা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হইলে তাহার পায়ে রাসূলুল্লাহ (স) হাত বুলাইয়া দিলেন এবং তাহা সুস্থ হইয়া গেল। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

فانتهيت إلى النبى ﷺ فحدثته فقال لى ابسط رجلك فبسطت رجلى فمسحها فكأنها لم أشتكها قط.

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার পা বিছাইয়া দাও। আমি আমার পা বিছাইয়া দিলাম, তিনি তাহার উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। ইহাতে পা এমন সুস্থ হইয়া গেল যে, কোন সমস্যাই হয় নাই" (সাহীহুল বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১১)।

উপরে উল্লিখিত প্রথম বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়কের আঘাতপ্রাপ্ত পা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই ভাল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় যাহা মূলত দ্বিতীয় বর্ণনার সহিত বাহ্যিক সাংঘর্ষিক মনে হয়। কেননা দ্বিতীয় বর্ণনায় তাঁহার পা রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্পর্শে সুস্থ হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয় বর্ণনার মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব যে, তিনি পায়ে ব্যথা পাইবার পর অভিযানের কাজ সম্পন্ন করা লইয়া শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া এত বেশী পেরেশানীতে ছিলেন যে, পায়ে ব্যথাটুকু উপলব্ধি পর্যন্ত করেন নাই। মহান আল্লাহর নিকৃষ্টতম শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করিবার জিহাদে স্বয়ং আল্লাহ তাহার পায়ের ব্যথা ভুলিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর যখন তিনি তাঁহার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া মানসিক প্রশান্তি লাভ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন পূর্বোক্ত

ব্যথা পুনরায় অনুভূত হইল। তিনি বিষয়টি মহানবী (স)-এর নিকট পেশ করিলেন। তিনি তাহার আঘাতপ্রাপ্তস্থান হাত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। মহান আল্লাহর অফুরন্ত কুদরতে তাঁহার পাটি পরিপূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হইয়া সুস্থতা লাভ করিল। সুতরাং উভয় বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

উবায়্য ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিয়াছেন, তাঁহারা যখন (অভিযান সমাপ্ত করিয়া) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছিলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (স) মিম্বরের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি (তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দের অতিশয্যে) বলিয়া উঠিলেন ঃ

أفلحت الوجوه قال أفلح وجهك يا رسول الله قال أفتكتموه قالوا نعم قال ناولنى السيف فسله فقال أجل هذا طعامه فى ذباب السيف.

"মুখমণ্ডলসমূহ সফলতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উতায়ক বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চেহারা মুবারকও সফলতা লাভে ধন্য হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঘটনাটি কি তোমরা গোপন রাখিয়াছ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমাকে তরবারিখানা দাও। তিনি উহা কোষমুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, হাঁ, এই তো তরবারির ধারে উহার খাদ্য লাগিয়া রহিয়াছে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৯৫; আল-ওয়াকিদী, ১খ., পৃ. ৩৯৪)।

এই বর্ণনায় এই কথাই প্রতীয়মান হইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র এই দুশমন নিহত হইবার সুসংবাদে দারুণ খুশী হইলেন। তিনি আন্তরিকভাবেই এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দু'আ করিলেন এবং যে তরবারি দ্বারা আবূ রাফে'কে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা পরম আত্মতৃপ্তির সহিত অবলোকন করিলেন।

আবূ রাফে'-এর হত্যাকারী

অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহার তরবারির আঘাতে আল্লাহ্‌র এই দুশমন নিহত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীই নিজেদের তাহার হত্যাকারী বলিয়া দাবি করিলেন। মূলত তাঁহারা সকলেই যেহেতু একই সাথে তাহাকে আঘাত করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদের দাবি ছিল যথার্থ। তাহার পরও কোন ব্যক্তির সরাসরি আঘাতে আল্লাহর এই দুশমন নিহত হইয়াছিল সূক্ষ্মভাবে তাহা নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের সকলকে তাঁহাদের তরবারি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত করিবার আহবান জানাইলেন। তাঁহাদের সকলেই তাঁহাদের তরবারি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স-এর তরবারি তাহাকে হত্যা করিয়াছে। কেননা এই তরবারিতে উহার খাদ্যচিহ্ন পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতেছে (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪০)।

সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত অভিযানে অংশগ্রহণকারী ছয়জন সাহাবীই আবূ রাফে'-এর হত্যাকাণ্ডে অবদান রাখিয়াছেন, তবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়সের আঘাতেই সে নিহত হয়।

কা'ব ইবনুল আশরাফ ও আবূ রাফে' সাল্লাম ইব্‌ন 'আবিল হুকায়ক নামক এই দুই ঘৃণিত শত্রুর নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) কবিতা রচনা করেন ঃ

لله در عــصابـة لاقـيتــهم + يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف

يسرون بالبيض الخفاف إليكم + مـرحـا كـأسد فـى عرين مغرف

حتى أتوكم فى محل بلادكم + فـسقــوكـم حتـفا ببيـض ذفّف

مستنصرين لنصر دين نبيهم + مـستصـغـرين لـكل أمـر مجحف.

"হে আবুল হুকায়ক ও আশরাফ তনয়! তোমরা যে দলের মুখামুখি হইয়াছ, আল্লাহ তাহাদের মঙ্গল করিয়াছেন।

"তাহারা তীক্ষ্ণ তলোয়ার লইয়া ঘন জঙ্গলের হিংস্র বাঘের মত রাত্রিতে তোমাদের নিকট উপনীত হইয়াছেন।'

"তাহারা তোমাদের অবস্থানরত স্থানে অবতরণ করিয়াছে, তাহাদের নবী (স)-এর দীনের সাহায্যকারী হইয়া ও জানমাল বিধ্বংসী বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া তাহারা নিরবিচ্ছিন্ন আঘাত দ্বারা তোমাদিগকে আকস্মিক মৃত্যুর পিয়ালা পান করাইয়াছে" (ইব্‌ন হিশাম, ৩/১০৯৭-১০৯৮)।

ইসলামে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা ও গুপ্তহত্যা

ইমাম বুখারী (র) আবূ রাফে' হত্যার ঘটনাসম্বলিত দুইটি বর্ণনা একটি বিশেষ শিরোনামের অধীন উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত শিরোনামটি হইল ঃ "বাব কাতলিন না'ইমিল মুশরিক" (অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা)।

আবূ রাফে'কে মূলত ঘুমাইতে যাইবার পূর্ব মুহূর্তে হত্যা করা হইয়াছিল। অথবা যখন বলা হইল, আবূ রাফে' কোথায়, তখন সে উত্তরও দিয়াছিল। ইহাতে বুঝা গেল যে, তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয় নাই। অন্যথায় সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইত না। ইসলামের দৃষ্টিতে দুইটি অবস্থায় ঘুমন্ত থাকিলেও কাফিরকে হত্যা করা বৈধ। (এক) উক্ত কাফিরকে পূর্ব হইতে ইসলামের দাওয়াত দানের পরও সে ইসলাম গ্রহণ না করিলে তাহাকে পুনরায় ঘুম হইতে জাগাইয়া ইসলামের দাওয়াত দান করার কোন প্রয়োজন নাই। এই পরিস্থিতিতে তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করায় কোন দোষ নাই। (দুই) উক্ত কাফির যদি কুফরীর মধ্যে এমন আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে যে, এই কুফরী হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হিদায়াত লাভের সামান্য আশাটুকু নাই, তখনও তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা বৈধ (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৮০)।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকীস্বরূপ, তাহা হইলে এই ফিতনা নিরসনের লক্ষ্যে তিনি তাহাকে গুপ্তহত্যা করাইবার এখতিয়ার রাখেন। ইসলামে এই পরিস্থিতিতে গুপ্তহত্যা বৈধ (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৮০)। কা'ব ইব্‌ন আশরাফ-এর গুপ্তহত্যার ঘটনা (বুখারী, ৫খ., পৃ. ২১০-২১৩) ও আবূ রাফে'-এর গুপ্তহত্যা এই মানদণ্ডে সন্দেহাতীতভাবেই বৈধ ছিল। এই বিষয়ে সামান্য সন্দেহ-সংশয়েরও কোন অবকাশ নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের আরও অনেক শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিলেও তিনি তাহাদিগকে এইভাবে গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করান নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, একটি বিশেষ পর্যায়ে ইসলাম এই গুপ্তহত্যাকে অনুমোদন করিয়াছে।

এ ঘটনার শিক্ষণীয় দিক

(১) বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুকে গুপ্তহত্যা বৈধ ঃ মুশরিককে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান হইলে সে যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করে, নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করিয়া ইসলামের বিরোধিতা করে ও নিজের সম্পদ ইসলামকে প্রতিহত করিবার জন্য উৎসর্গ করে— এমন অবস্থায় তাহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা ইসলামে বৈধ (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪০০)। এমনকি পূর্বে যদি তাহাকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হইয়া থাকে তাহা হইলে হত্যার পূর্বে তাহাকে পুনরায় দাওয়াত দানের প্রয়োজন নাই। ওহীর মাধ্যমে অথবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে যদি বুঝা যায় হিদায়াত লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাহাকেও হত্যা অবৈধ নহে (ফতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ১৮০)।

(২) শত্রুনিধনে সুযোগ সন্ধানের বৈধতা ঃ ইসলাম বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই শত্রুদের খবরাখবর গোপনে সংগ্রহ করা বৈধ। তাহাদিগকে পরাজিত করা কিংবা হত্যার জন্য গোপনে সুযোগ সন্ধান আপত্তিকর নয়। মূলত ইব্‌ন 'উতায়ক এই অভিযানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

(৩) শত্রুদের সাথে কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন বৈধ ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়কের প্রথম আঘাত ব্যর্থ হইল। তিনি সাহায্যকারীর কণ্ঠ অবলম্বন করিলেন। নিজের কণ্ঠ স্বর পরিবর্তন করিলেন। কি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা তিনি আবূ রাফে'-এর নিকট জানিতে চাহিলেন। নিজের কণ্ঠস্বর গোপন করিয়া জানা ঘটনাকে না জানার ভান করা শত্রুনিধনের জন্য ইসলামে বৈধ। প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের কৃত্রিম দৃশ্যও তিনি তৈরি করিয়াছিলেন। কারণ যাহাতে শত্রুপক্ষ তাহাকে চিনিতে না পারে। ইসলামে ইহাও আপত্তিকর নয়।

(৪) শত্রুর মৃত্যুসংবাদ জানার জন্য অপেক্ষা করা ঃ শত্রু পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে তৃপ্তি। সেইজন্য শত্রু ধ্বংস হইবার নিশ্চিত সংবাদ লাভের জন্য গোপনে অপেক্ষা করা আপত্তিকর নহে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতায়ক ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই সংবাদের জন্যই দুর্গের নিকট অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

(৫) যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অভিযানের ফলাফল দায়িত্বশীলকে অবহিত করা ঃ আবূ রাফে'-এর নিহত হইবার খবর সম্পর্কে সাহাবীগণ নিশ্চিত হওয়ার পর দলপতি তাহাদিগকে এই শুভসংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে পৌঁছাইবার নির্দেশ দিলেন। যথাশীঘ্র তাঁহাকে এই সংবাদ পৌঁছানো হইল।

(৬) সাহাবীগণ প্রাথমিক চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং পায়ে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। এমন অবস্থায় তিনি পাগড়ী দ্বারা আহত স্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান কাপড় দ্বারা বাঁধার নিয়ম আজও প্রচলিত রহিয়াছে যাহা সেই প্রাচীন আরবেও যে প্রচলিত ছিল, এই বর্ণনা তাহারই প্রমাণ বহন করে।

(৭) রাসূলুল্লাহ (স) -এর মু'জিযা ঃ পায়ে প্রচণ্ড আঘাত, ব্যথায় খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছেন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক। এই অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকাশে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিলেন এবং তাঁহার পা ছড়াইয়া দিতে বলিলেন। তিনি পা ছড়াইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পায়ে পবিত্র হাত বুলাইয়া দিলেন। ফলে তাঁহার পা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মু'জিযা।

(৮) সাহাবীগণ ছিলেন খুবই সচেতন ও বুদ্ধিমান ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি ছিলেন ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন সাহাবীগণ। যোগ্য সেনাধ্যক্ষের যোগ্য সৈন্য ছিলেন তাঁহারা। এই অভিযানে তাঁহারা সেই বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্তহীন সাক্ষ্য রাখিয়াছেন। দুর্গের পাহারাদার কোথায় চাবির ছড়া রাখে তাহা সাহাবীদের চক্ষু এড়ায় নাই। তাঁহারা দুর্গের ভিতর সকল ঘরের দরজা বাহির হইতে আটকাইয়া দিলেন। নির্বিঘ্নে অভিযান সমাপ্ত হইল। প্রতিরোধের জন্য তাহাদের কেহই বাহিরে আসিতে পারিল না। আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতায়ক গাধার খোঁয়াড়ে আত্মগোপন করিয়া মোক্ষম সুযোগের অনুসন্ধান করিয়াছেন। বাতি নিভিয়া গেল। রাত্রের গালগল্প শেষ করিয়া সবাই স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার পর শুরু হইল অভিযান। মূলত এই ঘটনাগুলি সাহাবীদের বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(৯) আধুনিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন ঃ যে কোন বিচারে রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পদ্ধতিতে তিনি অভিনব কৌশল অবলম্বন করিতেন। এইগুলি আধুনিক সমরবিদদিগকে আজও হতবাক করে। সেনাবাহিনীকে কোথাও অবস্থান করিতে হইলে তাহাদের নিরাপত্তা বিধান অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে তিনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই-একজনকে পাহারাদার নিযুক্ত করিতেন। এই পদ্ধতি আধুনিক বাহিনীতে অনুসৃত হইয়া থাকে। মহান এই সমরবিদের সংস্পর্শে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রিয় সাহাবীগণ। আবূ রাফে' হত্যা অভিযানে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিনের বেলায় তাহারা আত্মগোপন করিতেন। তাহাদের মধ্য হইতে এই সময় পালাক্রমে একজনকে তাহারা পাহারাদার নিযুক্ত করিতেন। উদ্দেশ্য হইল প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪০০)।

(১০) আনুগত্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত ঃ সাহাবীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর শর্তহীন আনুগ্যতের বাস্তব নমুনা। যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করিয়াও তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্যের প্রতি অটল থাকিতেন। আবূ রাফে' হত্যা অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে মহিলা ও শিশুদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ১০৯৫)। তাঁহাদের একমাত্র মিশন ছিল আবূ রাফে'কে হত্যা করা। তাহার স্ত্রী চিৎকার করিয়া উঠিল। পাছে মিশন অকৃতকার্য হয়, সেইজন্য তাহার চিৎকার বন্ধ করানো ছিল অত্যন্ত জরুরী। তাহাকে থামাইয়া দেওয়ার জন্য তরবারি উপরে উঠান হইল। ইত্যবসরে উক্ত সাহাবীর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষেধাজ্ঞা মনে পড়িল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্যের জ্বলন্ত উদাহরণ এই সাহাবী এই কঠিন পরিস্থিতিতেও তরবারি নামাইয়া ফেলিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল -কুরআনুল কারীম; (২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ , দারুল ফিকর, কায়রো, তা.বি., ৩খ.; (৩) মানসূরপুরী, কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান , রাহমাতুল লিল-'আলামীন, দারুল ইশায়াত, করাচী ১৪১১ হি., ৩খ.; (৪) বুখারী, আস-সাহীহুল বুখারী, আলীমুল কুতুব, ৫ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৬ হি., ৫খ.; (৫) আল-'আয়নী, বদরুদ্দীন ইব্ন আহমাদ, 'উমদাতুল কারী শারহু সাহীহিল বুখারী, দারুল ফিকর, তা.বি., ১৭খ.; (৬) ইবনুল আছীর, জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল, দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৩ হি., ৮খ.; (৭) ইবনুল আছীর. আত-আতিম্মাহ, দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৩ হি., ২খ.; (৮) আল-'আসকালানী, ইব্ন হাজার, ফাতহুল বারী শারহি সহীহুল বুখারী, দারুর-রায়্যান লিত-তুরাছ, প্রথম প্রকাশ, কায়রো ১৪০৭ হি., ৭খ.; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭ হিজরী, ৩খ.; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, আলামুল কুতুব, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৮ হি.; (১১) উর্দূ দাইরা মা'আরিফে ইসলামিয়্যা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় মুদ্রণ, লাহোর, ১৯৮৬ খৃ., ৯খ.; (১২) আল-হায়ছামী নুরুদ্দীন আলী ইব্ন আবি বাক্র, বুগয়াতুর রাইদ ফী তাহকীকি মাজমাইয-যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪১৪ হি., ৬খ.; (১৩) ইব্ন সা'দ আয-যুহরী, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু ইহয়া' আত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ.।

ড. আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম

সারিয়্যা কুর্য ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রী
বা সারিয়্যা 'উরায়না

ইব্ন হাজার আসকালানী ওয়াকিদীর বরাতে ও ইব্ন কাছীর ইব্ন মারদুবিয়্যার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইয়াসার নামে একটি দাস ছিল। সে খুবই ভীত হইয়াও বিনীতভাবে নামায আদায় করিত। তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং মদীনার সীমান্ত এলাকায় তাঁহার উষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট কয়েকজন লোক আগমন করিল (আল-ইসাবা ৬ খ., পৃ. ৫৩৫; ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২ খ., পৃ. ৪৭; উস্দুল গাবা, ৫ খ., পৃ. ৪৭৯-৮০)।

বুখারী শরীফের জিহাদ ও দিয়াত অধ্যায়ে হযরত আনাস (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'উক্ল (عكل) ও 'উরায়না (عرينة) গোত্রদ্বয়ের আটজন লোক আসিল। ইব্ন আওয়ানা-এর বর্ণনানুযায়ী উরায়নার ছিল চারজন আর উক্ল-এর ছিল তিনজন, অষ্টম ব্যক্তি ভিন্ন গোত্রের। তাহারা নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করিয়া দীন ইসলাম সম্পর্কে জানিতে চাহিল। অপর বর্ণনামতে মুসলমান হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে দুরারোগ্য একটি ব্যাধি ছিল। ইব্ন আওয়ানার বর্ণনায়, তাহাদের ছিল প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতা, মারাত্মক হরিদ্রা রোগ ও পেটফুলা রোগ। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আশ্রয় ও খাবার প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে সুফ্ফায় অবস্থান করিতে বলিলেন। অতঃপর তাহারা সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাহাদের অনুকূল হইল না। ইব্ন ইস্হাকের বর্ণনায়, তাহারা ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িল। অন্য বর্ণনামতে মদীনায় মূম (موم) অর্থাৎ বিরসাম (برصام) নামের একটি ব্যাধি (ব্যাখ্যাকারদের মতে দুই ধরনের রোগে এই শব্দ দুইটি প্রয়োগ হয়)। ১. মস্তিষ্কে বিভ্রাট ঘটা ২. মস্তক বা বক্ষে স্ফীতি, ব্যাপকাকারে দেখা দিয়াছিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এই মর্মে আবেদন জানাইল যে, বিরসামের ব্যাপকতা আপনি লক্ষ করিয়াছেন। মদীনার আবহাওয়াও আমাদের প্রতিকূল। ইহা ছাড়া আমাদের প্রধান খাদ্য হইল গবাদি পশুর দুধ; শস্য ও ফলমূল নয়। কাজেই আমাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করুন।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য আমাদের উষ্ট্রপালের নিকট অবস্থান করা ভাল মনে করি। আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি তাহাদিগকে ফায়ফাউল খাবার (فيفاء الخبار) নামক স্থানে উট চরাইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। অন্য বর্ণনামতে তিনি তাহাদিগকে

সাদাকার উষ্ট্রপালের নিকট থাকিয়া উহাদের দুধ ও মূত্র পান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা সেখানে অবস্থান করিয়া উটের দুধ ও মূত্র পান করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পর তাহারা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল এবং শরীর ও পেট পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাফির হইয়া গেল এবং অন্যায়ভাবে উটের পাল লইয়া পালাইতে লাগিল। নবী করীম (স)-এর মুক্ত দাস ইয়াসার অল্প সংখ্যক লোকসহ তাহাদিগের নিকট গেলে উভয় দলে সংঘর্ষ হইল। এক পর্যায়ে তাহারা ইয়াসারকে ধরিয়া তাহার হাত-পা কাটিয়া দিল, জিহ্বা ও চক্ষুদ্বয়ে কাঁটা ঢুকাইয়া দিল। এইরূপ নিষ্ঠুর ও নির্মম নির্যাতন করিয়া নৃশংসভাবে তাঁহাকে শহীদ করিল। হযরত আনাস (র)-এর সূত্রে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা ইয়াসারকে হত্যা করিয়া অন্যান্য রাখালদের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকেও হত্যা করিয়াছিল। আবূ আওয়ানা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা দুইজন রাখালকে কতল করিলে তৃতীয়জন আসিয়া চিৎকার করিয়া এই সংবাদ দিল, তাহারা আমার দুই সঙ্গীকে হত্যা করিয়া উষ্ট্রপাল লইয়া পালাইতেছে। মুহাম্মাদ ইব্ন উমার-এর বর্ণনামতে আমর ইব্ন আওফ গোত্রের জনৈকা মহিলা গর্দভে আরোহণ করিয়া কোথাও যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি বৃক্ষের নিচে ইয়াসারকে মৃতপ্রায় দেখিতে পাইয়া স্বীয় সম্প্রদায়কে অবহিত করিল। ইহাতে তাহারা দ্রুত আসিয়া ইয়াসারের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহারা তাঁহার লাশ কুবায় লইয়া গেল।

মুসলিম শরীফে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তখন আনসারদের প্রায় বিশজন যুবক উপস্থিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে মুকাবিলার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। অপর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) ঘাতকদের পাকড়াও করিবার জন্য বিশজন অশ্বারোহী পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশজনের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহারা হইলেন ঃ সালামা ইব্নুল আকওয়া, আবূ রুহ্ম গিফারী, আবূ যার গিফারী, বুরায়দা ইব্নুল হুসায়ব, রাফে' ইব্ন মাকীছ এবং তাঁহার ভাই জুনদুব, বিলাল ইব্নুল হারিছ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ আল-মুযানী, জিআল ইব্ন সুরাকা আছ-ছা'লাবী এবং সুওয়ায়দ ইব্ন সাখ্র আল-জুহানী। ইঁহারা সকলেই ছিলেন মুহাজির।

উল্লিখিত দুইটি পরস্পর বিরোধী বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় কল্পে হাদীছ বিশারদগণ বলেন যে, দ্বিতীয় বর্ণনায় যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই তাঁহারা আনসারী ছিলেন। আর প্রথম বর্ণনায় মুহাজিরদের উপর আনসারদের প্রাধান্য দিয়া সকলকে একসাথে আনসার বলা হইয়াছে। অথবা এইরূপ বলা হইবে যে, আনসার শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে অর্থাৎ দীনের সাহায্যকারী। এই অর্থ অনুযায়ী মুহাজিরও আনসারের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

নবী করীম (স) উক্ত অভিযানের সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন কুর্য ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রীর উপর। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘাতকদের পশ্চাতে অনুসন্ধানী

লোক পাঠাইলেন যাহাতে উহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া উহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে। তাহাদেরকে তিনি এই মর্মে বদ্‌দুআ করিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহ্! তাহাদের পথভ্রষ্ট করিয়া দিন এবং পথকে তাহাদের জন্য উটের চর্মের মত অধিক সংকীর্ণ করিয়া দিন'। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া দিলেন যদ্দরুন তাহারা সেই দিনই গ্রেফতার হইল এবং পরদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাহাদিগকে হাযির করা হইল।

অন্য বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার বলেন, হযরত কুর্‌য (রা) সাথীদের লইয়া বিদ্রোহীদের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। তালাশ করিতে করিতে রাত হইয়া গেল। তাহারা হাররায় (মদীনায় পার্শ্ববর্তী প্রস্তরময় প্রান্তর) রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিলেন। প্রভাত হইলে তাহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোথায় যাওয়া যায়? ইতোমধ্যে তাহারা জনৈকা মহিলাকে দেখিতে পাইলেন যে, সে উটের একটি স্কন্ধ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথায় পাইয়াছ? সে বলিল, আমি পথে কিছু লোককে উট যবেহ করিতে দেখিতে পাইলাম, তাহারা আমাকে দান করিয়াছে। তাহারা ঐ ময়দানে অবস্থানরত আছে। তোমরা উহার উপকণ্ঠে গেলেই তাহাদের রান্নার ধোঁয়া দেখিতে পাইবে। সাহাবীগণ দ্রুতবেগে তাহাদের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। অল্পক্ষণে সেখানে পৌঁছাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বিদ্রোহীরা মাত্র খাদ্য গ্রহণ হইতে অবসর হইয়াছে। সাহাবীগণ তাহাদের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিলেন, বন্দী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। তাহারা সকলেই প্রস্তুত হইয়া গেল, একজনও পালাইবার চেষ্টা করিল না। তাহারা বিদ্রোহীদেরকে বাঁধিয়া নিজেদের ঘোড়ার পিছনে উঠাইয়া মদীনায় লইয়া আসিলেন।

তাহারা মদীনায় পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) রিগাবাহ্ (আল-জুরুফ সংলগ্ন মদীনার বাহিরের একটি এলাকা) গমন করিয়াছেন। তখন তাহারা বন্দীদেরকে লইয়া তাঁহার উদ্দেশে রওয়ানা করিলেন। আনাস (র) বলেন, আমি কয়েকজন যুবকসহ তাহাদের পিছনে দৌড়াইয়া ছুটিলাম। আমরা গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, নবী করীম (স) তাহাদের সাথে রিগাবাহ-এর কয়েকটি খালের সঙ্গমস্থলে মিলিত হইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) লোহার পেরেক আনিতে বলিলেন। অতঃপর উহা গরম করিয়া তাহাদের চোখে সুরমা লাগানোর মত দাগ দেওয়া হইল। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, তাহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলা হইল। আনাস (রা) কর্তৃক মুসলিম শরীফের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের চক্ষু এইজন্য উৎপাটন করিলেন, যেহেতু তাহারা রাখালদের চোখ উৎপাটন করিয়াছিল। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, তাহাদিগকে আনা হইলে তাহাদের একদিকের হাত ও অন্যদিকের পা কাটিয়া দেওয়া হইল এবং চক্ষু উপড়াইয়া ফেলা হইল। অতঃপর হার্‌রার উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর করিয়া ফেলিয়া রাখা হইল। এইভাবেই তাহারা নিহত হইল। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া হার্‌রার রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে তাহারা পানি প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহাদিগকে পানি দেওয়া হয় নাই। আনাস (রা) বলেন, আমি তাহাদের একজনকে দেখিলাম,

সে পিপাসায় কাতর হইয়া মুখ দিয়া মাটি কামড়াইতেছে। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, বিপদের প্রচণ্ডতা ও রৌদ্রের প্রখরতাকে কিছুটা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সে মাটি কামড়াইতেছিল। আবূ কিলাবা বলেন, ইহারা হত্যা, ডাকাতি ও ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করিয়াছিল।

ইব্ন সীরীন বলেন, উরানীদের এই ঘটনা কুরআনে হুদূদ সংক্রান্ত নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বের। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْيُصَلَّبُوْٓا اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (বিদ্রোহ) করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় তাহাদের শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে" (৫ ঃ ৩৩)।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) কাহারও চক্ষু উপড়াইয়া বা জিহ্বা কাটিয়া শাস্তি দেন নাই এবং হাত-পা কর্তনের অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। ইহার পর তিনি যখনই কোন অভিযান পাঠাইয়াছেন, নাক-কান কর্তন করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার পর তিনি সাদাকাহ্-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং মুছলা (নাক-কান কর্তন করা) হইতে নিষেধ করিতেন। মুহাম্মাদ ইব্ন উমার ও ইব্ন সা'দ বলেন, উরানীরা যেই কয়টি উট লইয়া পালাইতেছিল উহার সংখ্যা পনর (ফাতহুল বারী, ১ খৃ., পৃ. ৪০০-৭ (২৩৩); ইকমালু ইকমালিল মু'আল্লিম, ৬ খৃ., পৃ. ৯০-১০১; মুফতী তকী উছমানী, তাকমিলাহ ফাতহুল মুলহিম, ২ খ., পৃ. ২৯৪-৩২৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬ খ., পৃ. ১১৫-২২; শারহুল আল্লামা যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ১৫৫-৬৭)।

উরায়না ও উকল কি ভিন্ন দুইটি গোত্র ?

উল্লেখ্য যে, পূর্বের আলোচনায় উক্ল এবং উরায়নাকে ভিন্ন দুইটি গোত্র বলা হইয়াছে। হাফেয ইব্ন হাজার বলেন, ইহাই সঠিক এবং ইহাই বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীর অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইব্নুততীন দাউদীর অনুসরণে এইরূপ ধারণা করেন যে, উরায়না হইল উক্ল গোত্রের অপর নাম। ইব্ন হাজার বলেন, ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা উকল হইল

তায়মুর রিবাব (تيم الرباب)-এর একটি শাখা যাহার মূল হইল আদনান (عدنان), অথচ উরায়নার মূল হইল কাহ্তান (قحطان)। উরায়না গোত্র আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ বাজীলা (بجيلة) ও কু'দাআ (قضاعة)। উল্লিখিত ঘটনায় উরায়না দ্বারা বাজীলা শাখার হওয়া উদ্দেশ্য। উরায়নার বংশ-পরম্পরা এইরূপঃ উরায়না ইব্ন নাযীর ইব্ন কাশ্র ইব্ন আবকার (عرينة بن نذير بن قشر بن عبقر)। আবকারের মাতার নাম ছিল বাজীলা। উরায়নার মূল ধাতু হইল عَرَنٌ (আরান), যাহার অর্থ উট ও গরুর পায়ের খোস পাঁচড়া। আব্দুর রায্যাক-এর বর্ণনায় একটি অগ্রহণযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে, উক্ল ও উরায়না উভয়টি বানূ ফাযারা (بنو فزارة) হইতে উদ্ভূত, ইহা সঠিক নয়। কেননা বানূ ফাযারা মুদার (مضر) গোত্রের একটি শাখা। ইহা কখনও উকল ও উরায়নার সহিত একত্র হইতে পারে না (ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৪০২ (২৩৩); তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম, ২খ., পৃ. ১৯৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬খ., পৃ. ১১৫-২২; আল্লামা যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ১৫৫-৬৭)।

কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ

ইব্ন ইসহাক বলেন, এই গোত্রদ্বয়ের মদীনা আগমনের ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরী সনে যী-কারাদ (ذى قرد) যুদ্ধের পর জুমাদাল উখরা মাসে ঘটিয়াছিল। ইমাম বুখারীর মতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকাদা মাসে, মুহাম্মাদ ইব্ন উমার বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওওয়াল মাসে। ইব্ন সা'দ ইব্ন হিব্বান ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ শেষোক্ত মতই পোষণ করেন (প্রাগুক্ত)।

এই সারিয়্যার সেনাপতি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইব্ন ইস্হাকসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুযায়ী কুরয ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রী (রা), পক্ষান্তরে মূসা ইব্ন উকবা বলেন, সাঈদ ইব্ন যায়দ আল-আনসারী আল-আশহালী (রা), অন্যান্যরা সাঈদ-এর পরিবর্তে সা'দ বলিয়াছেন। উল্লিখিত পরস্পরবিরোধী দুই বর্ণনার জট নিরসনে হাফিয ইব্ন হাজার বলেন, সম্ভবত কুরয পূর্ণ দলের আমীর ছিলেন, আর সাঈদ বা সা'দ দলের আনসারী সাহাবাদের নেতা ছিলেন। কেহ কেহ জারীর ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল-বাজালী (রা)-কে সেনাপতি বলিয়া ধারণা করেন। অথচ এই মত প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কেননা তিনি উক্ত সারিয়্যার প্রায় চার বৎসর পর ইসলাম গ্রহণ করেন (প্রাগুক্ত)।

বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা দৃশ্যত ইহা বুঝা যায় যে, উষ্ট্রসমূহ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মালিকানাভুক্ত ছিল। বুখারী শরীফের এক বর্ণনায়ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, 'তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উটের সহিত অবস্থান করিতে থাক'। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, 'তোমরা সাদাকার উষ্ট্রসমূহের নিকট অবস্থান কর'। এই বিরোধী দুই বর্ণনায় সমাধান এই যে, সাদাকার উষ্ট্রসমূহ পূর্ব হইতেই মদীনার উপকণ্ঠে চরানো হইত এবং উক্ল ও উরায়নার লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রপালসহ সাদাকার উষ্ট্রসমূহের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এইভাবে উভয় বর্ণনার বৈষম্য দূরীভূত হইয়া যায় (প্রাগুক্ত)।

বুখারী শরীফের সমস্ত বর্ণনায় এই বিষয়ে অভিন্ন বক্তব্য রহিয়াছে যে, বিদ্রোহীরা শুধু রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাখালকেই হত্যা করিয়াছিল। মুসলিম শরীফের বর্ণনাসমূহের বক্তব্যও অনুরূপ। তবে আব্দুল আযীয ইব্ন সুহায়ব আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, "অতঃপর তাহারা রাখালদের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল"। এই সূত্রে রাখালের বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ের বৈপরীত্ব সমাধানকল্পে বলা যায়, সম্ভবত সাদাকার উষ্ট্রপালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকজন রাখাল ছিল, তন্মধ্যে কতককে হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন বর্ণনাকারী শুধু রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাখাল হত্যার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনাকারী সাদাকার রাখাল হত্যার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিংবা এইরূপ বলা যায় যে, যাহারা বহুবচনে বর্ণনা করিয়াছেন তাহারা মূলত অর্থের (رواية بالمعنى) দিকে লক্ষ করিয়া করিয়াছেন। কেননা কোন সময় বহুবচন বলিয়া পরোক্ষভাবে একবচন উদ্দেশ্য করা হয়। হাফিজ ইব্ন হাজার বলেন, ইহাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বক্তব্য। কেননা মাগাযীর (যুদ্ধ সংক্রান্ত) হাদীছের পণ্ডিতগণ কেহই ইয়াসার ব্যতীত অন্যের নিহত হওয়ার বিষয়টি জোর দিয়া বলেন নাই (প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস্-সাহীহ্; (২) মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, আস্-সাহীহ্, দারুল ওয়াফা ১৯৯৮; (৩) আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, আস্-সুনান (মুহাম্মাদ আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, মাকতাবা হাক্কানিয়্যা, পেশোয়ার ১খ., পৃ. ২০২-৭ ; (৪) আস্-সুনান লি আবী দাউদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১২খ.; (৫) আস্-সুনান লিন্-নাসাঈ (শরাহ সুয়ূতী ও সিন্ধী, মাকতাবাতুল মাতবূআত আল-ইসলামিয়্যা, হালাব ১৯৯৪, ১খ.; (৬) আস্-সুনান লি ইব্ন মাজা, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছ আল-আরাবী, ২খ.; (৭) মুসনাদ ইমাম আহমাদ, আল-মাওসূআতুল হাদীছিয়্যা, শায়খ সুআইব আল-আরনাউত, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৯৯; (৮) হাফিয তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ ১৯৮৬, ২খ.; (৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস্-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৩, ৬খ.; (১০) আল্লামা কাসতাল্লানী, শারহুল আল্লামা যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬; (১১) আবূ বাক্র আহমাদ আল-বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ্, দারুল আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৮৫, ৪খ.; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া মাআ নিহায়াতুল বিদায়া, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৯৯৬, ৩খ.; (১৩) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত ১৯৯৮ খৃ., ৩খ.)।

নূর মুহাম্মদ

সারিয়্যা 'আম্র ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা)

আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব একদা মক্কায় কুরাশদের কয়েকজনকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি নাই, যে মদীনায় গিয়া মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করিতে পারে? কারণ তাঁহার কোন দেহরক্ষী নাই। তিনি বাজারে চলাফেরা করিয়া থাকেন। এক বেদুঈন আবূ সুফ্য়ানের ঘরে আসিয়া বলিল, আমাকে তুমি সহযোগিতা করিলে আমি মদীনায় গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া আসিতে পারি। আমার নিকট একখানা খঞ্জর আছে। ইহার সাহায্যেই আমি তাঁহাকে হত্যা করিব। আবূ সুফ্য়ান তাহাকে একটি উট ও রাহাখরচ দিয়া দিল এবং তাহাকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল, আর বলিয়া দিল, কেহ যাহাতে ইহা জানিতে না পারে। সেই বেদুঈন তাহাকে আশ্বস্ত করিল যে, কেহ ইহা জানিবে না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪খ., পৃ. ৭৬)।

অতঃপর সেই বেদুঈন পাঁচ দিন সফর করিয়া ষষ্ঠ দিবস সকালে মদীনায় পৌঁছিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ একজন বলিল, বানূ আবদুল আশহালে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখ। সে তাহার সওয়ারীতে চড়িয়া বানূ আবদুল আশহালে পৌঁছিল এবং তাহার সওয়ারী বাঁধিয়া রাখিল। তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সেখানকার মসজিদে দেখিতে পাইল। তিনি মসজিদে বসিয়া সাহাবায়ে কিরামের সহিত কোন বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে অগ্রসর হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখিবামাত্র সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন,

ان هذا الرجل يريد غررا والله حائل بينه وبين ما يريده.

"এই লোক নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্রমূলক অভিপ্রায় লইয়া আসিয়াছে। মহান আল্লাহ্ই তাহার এই ষড়যন্ত্রমূলক অভিপ্রায় ও তাহার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া দিবেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬৯)।

সে সেখানে দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে ইবন আবদুল মুত্তালিব কে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, انا ابن عبد المطلب "আমিই ইব্ন আবদিল মুত্তালিব"। সে তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছাকাছি যাইয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিল, কিন্তু হযরত উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) তাহাকে টানিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, নবী করীম (স)-এর কাছে তুই ঘেঁষবি না। তিনি তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার জামার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া উহার ভিতর হইতে খঞ্জরটি উদ্ধার করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোক তো এক বিশ্বাসঘাতক। বেদুঈনটি বলিল, ইয়া মুহাম্মাদ! আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন,

اصدقنى ما انت وما اقدمك فان صدقتنى نفعك الصدق وان كذبتنى فقد اطلعت على ماهممت به.

"আগে আমাকে সত্য সত্য বল, তুমি কে এবং কেনইবা এখানে আসিয়াছ? আমার সহিত যদি সত্য বল তবে উহাতে তোমার উপকার হইবে। আর যদি আমার সহিত মিথ্যা বল তাহা হইলে মনে রাখিও, আমি কিন্তু তোমার ষড়যন্ত্রমূলক অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৭৬-৭৭)।

বেদুঈন আরয করিল, তাহা হইলে কি আমি নিরাপত্তা পাইব? নবী করীম (স) বলিলেন, وانت امن "হাঁ তুমি নিরাপদ।" সে তখন আবূ সুফ্‌য়ান তাহাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছে সেসব কথা খুলিয়া বলিল। নবী করীম (স) তাহাকে হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা)-এর নিকট আটক রাখিতে নির্দেশ দিলেন এবং পরদিন বেদুঈনকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন। নবী করীম (স)-এর নিকট তাহাকে হাযির করা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, قد افتك فاذهب حيث شئت اوخيرلك من ذالك "তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তুমি চলিয়া যাইতে পার। তোমাকে ইহার চেয়ে উত্তম কোন বিষয়ের কথা কি বলিয়া দিব?"

সে জিজ্ঞাসা করিল, সেই উত্তম বিষয়টা কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ان تشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله "তুমি এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।" সে তখন বলিল,

اشهد ان لا اله الا الله وانك انت رسول الله والله يامحمد ماكنت افرق من الرجال فما هو الا ان رأيتك فذهب عقلى وضعفت ثم اطلعت على ما هممت به فما سبقت به الركبان ولم يطلع عليه احد فعرفت انك ممنوع وانك على حق وأن حزب ابي سفيان حزب الشيطان.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল। হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কাহাকেও ভয় পাইবার পাত্র ছিলাম না। কিন্তু আপনাকে দেখিতেই আমার অবস্থা এমন হইল যে, আমার জ্ঞানবুদ্ধি সব স্থবির হইয়া গেল এবং আমার মনের সকল জোর উবিয়া গেল। উপরন্তু আপনি আমার দুরভিসন্ধির কথাও (অলৌকিকভাবে) জানিয়া ফেলিয়াছেন। আর ইহাও জানিয়াছেন আমি সওয়ারীতে থাকা অবস্থাতেই। অথচ এই কথা আর কেহ জানিত না। ইহার দ্বারাই আমি বুঝিয়া লইলাম যে, আপনি সার্বিকভাবেই নিরাপদ। আর ইহাতেও সন্দেহ রহিল না যে, আপনিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আবূ সুফ্‌য়ানের দল শয়তানের দল" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৭৭; শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ১৭৭-৭৮)।"

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিতে থাকেন। অতঃপর সেই লোকটি কয়েক দিন সেখানেই অবস্থান করে, তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ইহার পর তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৭০)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) ও সালামা ইব্ন আসলাম ইব্ন হারীশ (রা)-কে বলিলেন, তোমরা মক্কায় চলিয়া যাও এবং সুযোগ পাইলে আবূ সুফয়ানকে হত্যা করিয়া আস (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৭৭)। ইবনে হিশামের রিওয়ায়াতে আছে, আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন জাব্বার ইব্ন সাখ্র আল-আনসারী (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৭৯)।

হযরত আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) বলেন, আমি ও আমার সঙ্গী মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। কিন্তু যখন ইয়াজাজ নামক স্থানে আসি তখন আমাদের উট আর সামনে অগ্রসর হইতে চাহিল না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৭৭)। তাঁহারা উভয়ে রাত্রে মক্কায় প্রবেশ করেন (সীরাত ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ২৭৯)। আমর ইব্ন উমায়্যা বলেন, আমার সঙ্গী আমাকে বলিল, হে আমর! আমরা যেহেতু মক্কায় যাইতেছি, তাই চলো আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়া বায়তুল্লাহ্র সম্মুখে দুই রাক্আত নামায পড়িয়া লই। আমি বলিলাম, দেখ, মক্কাবাসী সম্পর্কে আমি তোমার চাইতে ভাল জানি। তাহারা কোন ব্যাপারে ব্যর্থ হইলে তাহার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করিতে বসিয়া যায় (তাই তাহারা চোখ-কান খোলা রাখিয়া বসিয়া আছে)। আর আমি একটি ঘোড়ার চাইতেও মক্কাকে আরো অধিক চিনি।

কিন্তু আমার সঙ্গী আমার কোন কথাই শুনিল না। অগত্যা আমরা মক্কায় আসিয়া বায়তুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করিলাম এবং দুই রাক্আত নামায পড়িলাম। তাওয়াফ ও নামায শেষ করিয়া যখন পথে নামিলাম তখন মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্য়ানের সহিত আমার সাক্ষাত হইল। সে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং বলিল, আমর ইব্ন উমায়্যার আগমন তো আমাদেরকে চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। তারপর সে মক্কাবাসীকে আমাদের সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিল। ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা বলিল, আমর নিশ্চয় কোন ভাল উদ্দেশ্যে আসে নাই। আর 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) জাহিলী যুগে কোন কিছু হইলে অতর্কিত হামলা করিয়া বসিতেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৭৭; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৭৯)।

আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) বলেন, আমি তখন আমার সঙ্গীকে বলিলাম, এখন চলো আমরা নিজেদের আত্মরক্ষা করি। এই বলিয়া আমরা দ্রুত পাহাড়ে উঠিয়া উহার চূড়ায় আরোহণ করিলাম। তাহারাও আমাদের অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু আমরা যখন পাহাড়ের আরো উঁচুতে আরোহণ করিলাম তাহারা তখন নিরাশ হইয়া গেল (সীরাত ইবনে হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৭৯)। পরে আমরা পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিলাম এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করিলাম। তাহারাও আমাদের অনুসন্ধানে রাত্রে পাহাড়েই কাটাইল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৭৭)।

পরদিন সকালে দেখা গেল, উছমান ইব্ন মালিক ইব্ন উবায়দিল্লাহ্ আত-তায়মীকে তাহার ঘোড়ায় করিয়া শস্যদানা বহিয়া এইদিকেই আসিতেছে। আমি সালমা ইব্ন আসলামকে বলিলাম, সে যদি আমাদেরকে দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে মক্কাবাসীকে আমাদের অবস্থান

সম্পর্কে জানাইয়া দিবে। তাই তাহার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের গুহার নিকট তাহার আগমনের অপেক্ষা করিয়া আমরা বসিয়া রহিলাম। আমার নিকট একটি খঞ্জর ছিল, যাহা আমি আবূ সুফ্য়ানকে হত্যার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি খঞ্জরটি বাহির করিলাম। সে যখন কাছাকাছি চলিয়া আসিল তখন আমার খঞ্জরটি তাহার বুকের নিচের অংশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার দিয়া পড়িয়া গেল।

তাহার চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া মক্কার লোকজন তাহার চারিপাশে জমা হইল। আমি আমার পূর্ব স্থানে ফিরিয়া গিয়া আমার সঙ্গীকে বলিলাম, নড়াচড়া করিও না, স্থির হইয়া বসিয়া থাক। অতঃপর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমাকে মারিয়াছে? সে বলিল, আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী। আবূ সুফয়ান তখন বলিল, আমি জানিতাম, আমর কোন সৎ উদ্দেশ্যে আসে নাই। কিন্তু সে আর আমাদের অবস্থান সম্পর্কে তাহাদিগকে অবগত করিতে পারিল না। কারণ তখন তাহার এক মুহূর্তের নিঃশ্বাস মাত্র অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অতঃপর তাহারা তাহাকে উঠাইয়া নিয়া গেল এবং আমাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাই আমরা সেখানে দুই রাত্র আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। তারপর যখন তাহারা আমাদের অনুসন্ধান হইতে বিরত হইল তখন আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৭৭; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৮০)।

পরে তাহারা রাত্রিবেলা মদীনার পথে রওয়ানা হন। আমর ইব্ন উমায়্যা বলিলেন, আমরা শেষরাত্রে মদীনার পথে রওয়ানা হইলাম। পথে আমরা খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা)-এর লাশের পাহারাদারদের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম (খুবায়ব ইব্ন আদী রজীর ঘটনার কিছু দিন পর বা কয়েক মাস পর কাফিরদের হাতে শহীদ হন, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৭৪)। তাহাদের একজনকে বলিতে শুনিলাম, আল্লাহ্র কসম! আজ রাত্রিতে মনে হয় আমর ইব্ন উমায়্যা এই স্থানে দিয়া যাইবে। সে যদি মদীনায় না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চিত করিয়াই বলিতাম, ইহা 'আমর ইব্ন উমায়্যা। তখন 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) তাহাদের তীর-ধনুক ছিনাইয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াইতে শুরু করিলেন। তাহার সঙ্গীও দৌড়াইতে লাগিলেন। তাহারাও তাহাদের পিছু ধাওয়া করিল। অবশেষে তাহারা আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় তাহাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। 'আমর ইব্ন উমায়্যা বলিলেন, আমি আমার সঙ্গীকে বলিলাম, তুমি তোমার উটে সওয়ার হইয়া মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া যাও। আর আমি তাহাদের দৃষ্টি তোমার দিক হইতে ফিরাইয়া রাখিতেছি। আর ইনি পদব্রজে চলিতে সক্ষম ছিলেন না (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৮০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৭৭-৭৮)।

'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) বলিলেন, পরে আমি যাজ্নান নামক স্থানে আসিয়া এক পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। আমার সঙ্গে তখন তীর-ধনুক ও খঞ্জর ছিল। হঠাৎ বনী দীল ইব্ন বাক্রের এক অন্ধ (একচক্ষু) লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তুমি? আমি বলিলাম, বানূ বকরের

লোক আমি। তুমি কে? সে বলিল, আমিও বানূ বাক্‌রের লোক। আমি তাহাকে স্বাগত জানাইলাম। অতঃপর সে শায়িত অবস্থায় নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তিটি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল ঃ

ولست بمسلم مادمت حيا - ولست ادين دين المسلمينا.

"যে পর্যন্ত আমার জীবন আছে সে পর্যন্ত আমি কখনও মুসলমান হইব না এবং কখনও মুসলমানগণের দীন গ্রহণ করিব না।"

আমি তখন মনে মনে বলিলাম, অচিরেই টের পাইবে। আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করিব। সে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, আমি তখন তাহার সুস্থ চোখে আমার ধনুক ঢুকাইয়া দিলাম এবং উহা তাহার হাড় পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম। এইভাবে তাহাকে হত্যা করিলাম (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৮০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৭৮)।

অতঃপর আমি পাহাড় হইতে নামিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলাম। পথে দুইজন গুপ্তচরকে পাইলাম। কুরায়শরা তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা জানিবার জন্য পাঠাইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা উভয়ে আত্মসমর্পণ কর। কিন্তু তাহাদের একজন আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে আমি তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিলাম। দ্বিতীয়জন এই অবস্থা দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল। আমি তাহাকে গ্রেফতার করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিয়া হাসিয়া দিলেন এবং আমার কল্যাণ কামনায় দু'আ করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৭৮; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ২৮০-৮১; শারহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া, ২খ., পৃ. ১৭৭-৭৯; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১খ., পৃ. ১২৫; 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১১২; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৯৩-৯৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৭৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৫ সং, বৈরূত, ১৪১৬ হি., ১৯৯৬ ইং ;(২) আবুল ফিদা হাফিয ইব্‌ন কাছীর আদ-দিমাশকী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, ১ম সং, ১৪২১ হি./ ২০০১ খৃ.; (৩) আয-যুরকানী, শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, দারুল মা'রিফা, ২ সং, বৈরূত, ১৯৯৩ হি. ১৯৭৩ খৃ.; (৪) আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ খতীব কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (৫) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি.; (৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (৭) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুল ইনান, তা. বি.।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

হুদায়বিয়ার সন্ধি

ভৌগোলিক অবস্থান

হুদায়বিয়া মসজিদুল হারাম হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে এক মনযিল তথা বিশ কিলোমিটার দূরে একটি প্রাচীন কূপের নাম। উক্ত কূপ সংলগ্ন স্থানসমূহও হুদায়বিয়া নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কাভূমিকে পরিবেশষ্টনকারী পাহাড় হুদায়বিয়াতে আসিয়া শেষ হইয়াছে এবং এখান হইতে উপকূলীয় প্রান্তর শুরু হইয়াছে।

বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করার পর হযরত ইবরাহীম (আ) "হারাম"-ই মক্কা -এর চতুষ্পার্শ্বে সীমানা মহান আল্লাহ্র নির্দেশনায় নির্ধারণ করিয়া দেন এবং বিভিন্ন দিকে হারাম শরীফের সীমানা স্তম্ভ তৈয়ার করান। উহার মধ্য হইতে একটি সীমানা হইল হুদায়বিয়া। ইহা হারাম-ই মক্কার পশ্চিম সীমানা। রাসূলুল্লাহ (স) এই সকল প্রাচীন সীমানা স্তম্ভগুলিকে যথাযথ সংরক্ষণ করেন এবং পুনঃ মেরামত করেন (দা. মা. ই, ৭খ., পৃ. ৯৫৭)।

হুদায়বিয়ার পূর্ণ এলাকা হারাম-ই মক্কার অন্তর্ভুক্ত কি না এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইমাম তাবারী (র)-এর মতে হুদায়বিয়ার বেশীর ভাগ অংশ হারাম-ই মক্কার অন্তর্ভুক্ত আর কিছু অংশ হারামের বাহিরে (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৪৯)।

ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতে এইখানে একটি কূপ ছিল যাহা মুসাফির ও হাজ্জীগণ ব্যবহার করিতেন। এখানে কোন মানববসতি ছিল না। ভূ-গর্ভে যথেষ্ট মিঠা পানি ছিল। এই কারণে এই অঞ্চলটি ছিল সবুজ-শ্যামল। তুর্কী যুগে এইখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এখন উন্নয়ন ও সাজ-সজ্জার পর উহাতে সুলতান 'আবদুল-আযীয ইব্ন সাঊদ নামের একটি উৎকীর্ণ ফলক দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদ বর্তমানে সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত।

খিলাফাতে রাশিদার কিছু কাল পরে এই স্থানটি হাজ্জীদের প্রয়োজনে আবাদ হওয়া আরম্ভ হয়। বর্তমানে উহা পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁড়ি। হারাম-ই মক্কার সীমানা স্তম্ভের বাহিরে একটি হাম্মাম রহিয়াছে। উহাতে তুর্কী যুগের উৎকীর্ণ ফলক পরিদৃষ্ট হয়।

হিজরী অষ্টম শতাব্দী হইতে হুদায়রিয়াকে শুমায়সিয়্যা (شُمَيْسِيَّة), শুমায়সী (شميسى) এবং অধুনা সামীসা বলা হয় (দা. ই. মা. ই, উর্দূ, ৭খ., পৃ. ৯৫৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৬খ., পৃ. ১০৩)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সন-তারিখ

৬ষ্ঠ হিজরারী যুল-কা'দা মাসের পহেলা তারিখ সোমবার (৬ মার্চ, ৬২৮ খৃ.) রাসূলুল্লাহ (স) এই সফরে রওয়ানা হন। ইমাম যুহরী, মূসা ইব্ন উকবা ও কাতাদা প্রমুখ (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াত, ৩খ., পৃ. ৯১)। কিন্তু হিশাম ইব্ন উরওয়া হযরত উরওয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা মুনাওয়ারা হইতে রমযান মাসে রওয়ানা হন এবং শাওওয়াল মাসে হুদায়বিয়াতে গিয়া পৌঁছেন। কিতাবুল খারাজে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দস্তখতের তারিখ ছিল রমযান মাস। মাওলানা আবদুর-রউফ দানাপুরী লিখিয়াছেন, হিশামের এই রিওয়ায়াত শুদ্ধ নহে, কারণ স্বয়ং উরওয়া হইতেই আবুল আসওয়াদ যুল-কা'দা মাসের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) চারটি উমরা করিয়াছেন। ইহার সব কয়টি যুল-কা'দা মাসে। তিনি ইহার মধ্যে হুদায়বিয়ার (মূলতবী) উমরাহও উল্লেখ করিয়াছেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৬৭)।

এই মতপার্থক্যের আরও একটি ব্যাখ্যা এই যে, আরবগণ জাহিলী যুগে হারাম মাসকে পিছাইয়া দিত (দ্র. আল-কুরআন, ৯ ঃ ৩৭)। ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত মাসকে পিছাইয়া দেওয়া সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয় নাই। তাই ৬ষ্ঠ হিজরী এবং ৯ম হিজরীর সমাপ্তিতে লীপ ইয়ারের একটি মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। দশম হিজরীতে মাসকে পিছাইয়া দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। এখন যদি খাঁটি চান্দ্র বৎসর হইতে উপরের দিকে গণনা করা হয় তবে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাস ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাস হইয়া যায় (যাহা ইমাম আবূ ইউসুফ গ্রহণ করিয়াছেন এবং উরওয়া হইতে এক রিওয়ায়াত রহিয়াছে)। সম্ভবত সন্ধির আলোচনা সমাপ্তি পর্যন্ত উক্ত মাস শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাই দস্তখতের তারিখ ছিল শাওওয়াল মাস যাহা উরওয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৬খ., পৃ. ১০৩)।

হুদায়াবিয়া সফর

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার উমরাহতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত পনর শত এবং এক রিওয়ায়াতে চৌদ্দ শত সাহাবী ছিলেন। অপরদিকে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে-ই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা) হইতে তের শত সংখ্যাও উল্লেখ রাহিয়াছে। চৌদ্দ শতের রিওয়ায়াতটি প্রসিদ্ধ (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৭; যুরকানী, ২খ., পৃ. ১৮০)।

মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরীও চৌদ্দ শতের রিওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। যেহেতু হযরত জাবির (রা) ছাড়াও হযরত মা'কিল ইবন ইয়াসার, হযরত বারা'আ ইব্ন আযিব, হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতেও উক্ত সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৬৭)। উল্লেখ্য যে, মাত্র এক বৎসর পূর্বে খন্দক খননকার্যে তিন হাজার সাহাবী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন আর এই সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী হইয়াছিলেন মাত্র

চৌদ্দ শত অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক যুদ্ধক্ষম লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফরসঙ্গী হন নাই। সম্ভবত মদীনার নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে মদীনায় রাখিয়া গিয়াছিলেন।

প্রেক্ষাপট

(এক) কুরায়শগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রে এই অপপ্রচার করিতেছিল যে, মুসলমানদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্র প্রেম-ভক্তি বলিতে কিছুই নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, তাহারা এই বায়তুল্লাহ অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়িয়া মদীনায় হিজরত করিয়াছে এবং কখনও হজ্জ ও উমরাহ করিতে আসে নাই (মহানবী (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৪৬৭)।

প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ মদীনায় আসিবার পর হইতেই কাফির মুশরিকদের উপর্যুপরি আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বারংবার বিশ্বাসঘাতকতা, আর্থিক অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি কারণে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার সুযোগ পান নাই। অন্যথায় সদাসর্বদা মাতৃভূমি মক্কা এবং আল্লাহর ঘর কা'বার বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁহাদের অন্তর পীড়িত হইতেছিল। তাঁহাদের অন্তর মাতৃভূমি মক্কার জন্য কি পরিমাণ ব্যথিত ছিল, ইহা হযরত বিলাল (রা)-এর একটি আবৃত্তি হইতে অনুমান করা যায়। যখনই তাঁহার মক্কার কথা স্মরণ হইত তখনই তিনি অস্থির হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন এবং উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতেন ঃ

الا ليت شعرى هل أبيتن ليلة + بـواد وحـولى اذخـر وجـليل

هـل أردن يـوما مـياه مـجنـة + وهل يبدون لى شامة وطفيل.

"আহা! এমন দিন কি আবার আসিবে যে, আমি মক্কার উপত্যকায় একটি রাত যাপন করিতে পারিব এবং ইযখির ও জালীল ঘাস আমার পার্শ্বে থাকিবে! এমন দিনও কি আসিবে যে, আমি মাজান্নার জলাশয়ে নামিব এবং শামা ও তাফীল পাহাড়দ্বয় আমার দৃষ্টিগোচর হইবে" (বুখারী, সাহীহ, ১খ., পৃ. ৫৫৮)!

খন্দক ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধের পর যখন রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণ আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের শত্রুদের আক্রমণ হইতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন তখন আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার জন্য তাঁহাদের অন্তর অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পর হইতেই কুরায়শগণ ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাহাদের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া মুসলমানগণ প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র নির্দেশে নিজেও মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর মক্কার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। ফলে বদর, উহুদ ও খন্দকের ন্যায় বড় বড় যুদ্ধও সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে কুরায়শগণ চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধকৌশল হিসাবে কুরায়শদের বাণিজ্যিক পথগুলি একরকম প্রায় অবরুদ্ধ করিয়া দেন। সিরিয়ার বাণিজ্যিক পথ তো বদরের যুদ্ধের পর বন্ধ হইয়াই যায়।

বাকী ছিল নজদের পথ। খন্দকের যুদ্ধের পর নজদের প্রভাবশালী নেতা ছুমামা ইব্ন উছাল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন পর্যন্ত মক্কার কুরায়শগণ ইসলামের বিরোধিতা হইতে বিরত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদেরকে নজদ হইতে একটি শস্যদানাও মক্কায় নিতে দেওয়া হইবে না। ইহার ফলে মক্কায় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এখন মক্কাবাসী বাধ্য হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাণিজ্য অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন-অনুরোধ করিতে আসিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ছুমামা ইব্ন উছাল (রা)-কে বাণিজ্য অবরোধ তুলিয়া লইতে নির্দেশ দেন এবং মক্কাবাসীর প্রতি সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ানের নিকট পাঁচ শত আশরাফী সাহায্যও পাঠান।

এই সকল কারণে মক্কাবাসীর মধ্যেও চিন্তার উদ্রেক হয় যে, মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত শান্তিচুক্তি করিয়া লইতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইভ। কিন্তু নিজেদের শৌর্য-বীর্য ও গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের কারণে এবং মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্র ও সম্প্রদায়ের নিকট নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হইবার আশংকায় তাহারা এই কথা মুখে প্রকাশ করিত না (ডঃ হামীদুল্লাহ্‌র 'রাসূলুল্লাহ (স) কী সিয়াসী যিন্দিগী' শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.)।

(তিন) পবিত্র কা'বাগৃহ আল্লাহ্‌র ইবাদাতকেন্দ্র। এই গৃহের উপর কাহারও কোন প্রকার স্বত্বাধিকার ছিল না। কুরায়শগণ শুধু এই গৃহের রক্ষক ও সেবায়েত ছিল। শত্রুকেও আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত করিতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার তাহাদের ছিল না। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা দিল মুসলমানদের বেলায়। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণ মক্কা হইতে হিজরত করার পর কুরায়শগণ শপথ করিল যে, তাহারা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার সঙ্গীগণকে কা'বাঘর যিয়ারতের সুযোগ দিবে না। প্রয়োজনে তাহারা যুদ্ধ করিবে (দ্র. ২ ঃ ২১৭ এবং ৮ ঃ ৩৪, ৩৫, ৩৩৬)।

তবে মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে বিজয় দান করিবেন এবং তাহারা নির্বিঘ্নে মক্কায় যাইতে সক্ষম হইবেন এবং কা'বাঘর যিয়ারত করিয়া ধন্য হইবেন। তাই তাঁহারা সদা সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলেন।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, 'তিনি সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় মসজিদুল হারামে গিয়াছেন। সেখানে কা'বাঘর তাওয়াফ করিয়াছেন। ইহার পর তাঁহার সহযাত্রী সাহাবীগণের কেহ কেহ মাথার চুল ছাটাইয়া ফেলিয়াছেন, আবার কেহ কেহ মাথা মুণ্ডন করিয়াছেন'। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই স্বপ্নের কথা সূরা আল-ফাত্‌হে উক্ত হইয়াছে (দ্র. ৪৮ ঃ ২৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে এই স্বপ্নের কথা জানাইলেন। নবী-রাসূলগণের স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভুক্ত। এই সুসংবাদ শ্রবণে সকলেই উৎফুল্ল হইলেন। যদিও ইহাতে সময়, মাস কিংবা বৎসরের কোন উল্লেখ ছিল না, তথাপি তাঁহাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই যে, এই স্বপ্ন এই বৎসরই বাস্তবে ফলিবে। সুতরাং সকলেই বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য প্রস্তুতি

গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও যথারীতি পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৫-১৮৪)।

মদীনা হইতে রওয়ানা

রাসূলুল্লাহ (স) গৃহাভ্যন্তরে গোসল সমাপন করিবার পর দুইখানা ইহরামের কাপড় পরিধান করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা (রা)ও তাঁহার সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কাভিমুখে রওয়ানা করিবার উদ্দেশে মুহাজির-আনসারগণের চৌদ্দ শতের এক বিরাট কাফেলা তাঁহার সফরসঙ্গী হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা ছাড়াও আরও তিনজন মহিলা সাহাবী তাঁহাদের মাহরামদের সহিত এই কাফেলায় শরীক হইয়াছিলেন, যথা উম্মু উমারা, উম্মু মানী' ও উম্মু আমের (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) সকলকে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন, আমরা উমরা পালনার্থে যাত্রা করিতেছি, যুদ্ধ করিতে নয়। কাজেই যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। শুধু কোষবদ্ধ তরবারি ও তীর লইতে পার। উল্লেখ্য যে, বিদেশে যাত্রা করিলে তরবারি ও তীর রাখা আরবদের সাধারণ নিয়ম ছিল। এমনকি মেষ চরাইতে গেলেও কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে মাঠে বাহির হইলেও আকস্মিক বিপদ-আপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহারা সঙ্গে তীর-তরবারি রাখিত (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৭৮)। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে কিছু দূর যাওয়ার পর হযরত উমার (রা)-এর পরামর্শক্রমে সাবধানতাবশত অস্ত্রের সরকারী ভাণ্ডার আনয়ন করা হয়, কিন্তু উহা বন্ধও রাখা হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৬খ., ১০৪)।

আল-কাস্ওয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আগে আগে চলিলেন। সাহাবাগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হযরত 'আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা)-এর নেতৃত্বে বিশজনের একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে কাফেলার সম্মুখে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিন্তকরণের জন্য অগ্রে চলিতে নির্দেশ দেন। এই অগ্রবর্তী দলে মিকদাদ, খাব্বাব ও মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) প্রমুখ সাহাবী শরীক ছিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৭৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর জন্য সাথে সত্তরটি উট লইলেন। তন্মধ্যে আবূ জাহলের সেই উটটিও ছিল যাহা বদর যুদ্ধে গনীতমরূপে তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। উটটির নাকে একটি চাঁদির রিং ছিল। সাহাবীগণের মধ্যে সামর্থবান অনেকেই সাথে কুরবানীর পশু লইয়াছিলেন। যথা হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক, উছমান, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, সা'দ ইব্ন উবাদা, তালহা ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) প্রমুখ (কিবতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৭৩; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৮৫)।

এই সফরকালে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার অবর্তমানে মদীনার প্রশাসন ও নামাযের ইমামতির জন্য আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে দায়িত্ব প্রদান করেন (কিতাবুল-মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৭৪)। কেহ কেহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, এই সফরকালে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত

হইয়াছিলেন হযরত নুমায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ আল-লায়ছী (রা) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫২)।

যুল-হুলায়ফায় যাত্রাবিরতি

মদীনার বাহিরে পাঁচ-ছয় মাইল দূরের একটি মরু এলাকা যুল-হুলায়ফা। রাসূলুল্লাহ (স) কাফেলাসহ এইখানে অবতরণ করিলেন এবং ইহরাম বাঁধিবার নির্দেশ দিলেন। সকলেই ইহরাম বাঁধিলেন এবং তালবিয়ার (লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক) ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত করিলেন।

তৎপর রাসূলুল্লাহ্ (স) কুরবানীর উটগুলিকে কুরবানীর নিদর্শন লাগাইতে আদেশ করিলেন। সাহাবীগণ কতিপয় উটের গলায় ফিতা, চামড়া বা জীর্ণ পাদুকা ঝুলাইয়া দিলেন। ইহাকে আরবীতে কালাদা বলা হয়। আর কুরবানীর নিদর্শনস্বরূপ উটের পিঠের উপর কবরাকৃতির ঝুঁটির উভয় পার্শ্বে ক্ষতচিহ্ন করিয়া দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজহাতে কিছু উটের গায়ে এবং অবশিষ্টগুলিতে হযরত নাজিয়া ইব্ন জুনদুব (রা) তাঁহার নির্দেশে চিহ্ন লাগাইয়া দেন। উদ্দেশ্য ছিল, কেহ দূর হইতে দেখিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে যে, ইহা কুরবানীর উট এবং এই কাফেলা হজ্জের কাফেলা (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৭৪)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) কুরবানীর পশুগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার নাজিয়া ইব্ন জুনদুব (রা)-এর উপর অর্পণ করিলেন। তিনি উটগুলি লইয়া কাফেলার আগে আগে চলিতে লাগিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৭৯)।

মক্কাভিমুখে গোয়েন্দা প্রেরণ

মক্কার বানূ খুযা'আ গোত্রের বিশর ইব্ন সুফ্য়ান নামক একজন নও-মুসলিমও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলেন। তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন একথা মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। কুরায়শদের হাবভাব অবগত হওয়ার জন্য যুল-হুলায়ফা হইতেই রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে গোয়েন্দারূপে মক্কায় প্রেরণ করিলেন।

কাফেলা যখন উসফান নামক স্থানে পৌঁছিল, তখন হযরত বিশর ইব্ন সুফ্য়ান মক্কা হইতে ফেরৎ আসিলেন। উসফান মক্কা হইতে দুই মনযিল দূরে মক্কা-মদীনার পথে একটি জনপদের নাম। তিনি খবর দিলেন যে, কুরায়শগণ আপনার আগমনের সংবাদ পাইয়া সকল গোত্রের লোকজনকে সমবেত করিয়া যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহারা আপনাকে কোন অবস্থাতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহাদের বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী মক্কার বাহিরে ইয়ালদাহ নামক স্থানে আপনাদের অপেক্ষা করিতেছে। ওয়ালীদের পুত্র খালিদ এবং আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া রাবিগ ও জুহফার মধ্যবর্তী কুরাউল গামীম পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮০)। এই স্থানটি ছিল উসফান হইতে আট মাইল দূরে।

গোয়েন্দা আরও জানাইলেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে কুরায়শদের সহযোগী পুরাতন মিত্র কা'ব ইব্ন লুওয়াই গোত্র আপনাকে প্রতিরোধ করার জন্য আহাবীশকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে (আহাবীশ হইল কতিপয় যুদ্ধবাজ লোক, যাহারা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল)। তাহারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফৌজ একত্র করিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা হইল, যুদ্ধ করিয়া হইলেও আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীগণকে মক্কায় পৌঁছিতে বাধা প্রদান করা (আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ১৬৮)।

সাহাবীগণের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরামর্শ

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, এখন আমাদের কী করা উচিৎ? আমরা কি ঐ সকল গোত্রগুলির বসতি আক্রমণ করিব, যাহারা কুরায়শদের সহযোগিতা করার জন্য বাহির হইয়াছে? ইহা হইলে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিরোধ হইতে পশ্চাদপদ হইতে পারে। অথবা আমরা মক্কাভিমুখে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখিব, কেহ প্রতিরোধে আগাইয়া আসিলে তাহাকে প্রতিহত করিব? তোমরা পরামর্শ দাও, এই দুইটির কোন পথ আমরা অবলম্বন করিব? হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিলেন, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। কিন্তু যদি কেহ আমাদেরকে কা'বাগৃহে গমন করিতে বাধা প্রদান করে, তবে নিশ্চয় আমরা তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (স) অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিবার সিদ্ধান্ত দিয়া বলিলেন, খালিদের সৈন্যদল কুরাউল গামীমে আমাদের অপেক্ষা করিতেছে। কাজেই সোজা পথে না গিয়া শত্রুদের চোখ এড়াইয়া ডানদিকে পথ চল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আছে আমাদেরকে নিরাপদ রাস্তায় পথ দেখাইয়া মক্কায় লইয়া যাইবে? বানূ আসলাম গোত্রের এক লোক বলিল, আমি প্রস্তুত আছি (আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৩)।

মক্কাভিমুখে পুনযাত্রা

বানূ আসলাম গোত্রের রাহবার দুর্গম আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে কাফেলা লইয়া অগ্রসর হইল। দুর্গম শিলাময় গিরিপথে চলিতে সাহাবা-ই কিরামের চরম কষ্ট হইতেছিল। বেশ কিছু সময় পথ চলার পর তাঁহারা একটি প্রান্তরের শেষ সীমান্তে আসিয়া একটি সমতল ভূমিতে উপনীত হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমরা বল, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আসতাগ্ফিরুল্লাহ, ওয়া আতূবু ইলায়হি' (আমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি)। তিনি আরও বলিলেন, বনী ইসরাঈলকে ইহা পাঠ করিতে বলা হইলে তাহারা ইহা পাঠ করে নাই (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৮৫)।

কাফেলা মক্কাভিমুখে চলিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমরা হাম্সকে পশ্চাতে রাখিয়া ছানিয়াতুল মিরার-এর দিকে অগ্রসর হও। ইহা ছিল হুদায়বিয়ার অবতরণভূমি, মক্কার নিম্নদেশে অবস্থিত। কুরায়শগণ যখন দেখিল, মুসলমানগণ রাজপথ ছাড়িয়া গিরিপথে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাহারা দ্রুত মক্কায় ফিরিয়া গেল যাহাতে মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারে।

সালাতুল খাওফ আদায়

রাসূলুল্লাহ্ (স) ছানিয়াতুল মিরার-এ অবস্থানকালে যুহরের নামাযের সময় হইল। তিনি সাহাবীগণকে সাথে লইয়া জামাআতে নামায আদায় করিলেন। ইকরিমা ও খালিদের নেতৃত্বাধীন কুরায়শ বাহিনী বিষয়টি লক্ষ্য করিল এবং পরবর্তী নামায আদায়কালে মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। কিন্তু আসরের নামাযের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে কাফিরদের এই দুরভিসন্ধির কথা অবহিত করিলেন এবং সালাতুল খাওফের নির্দেশ নাযিল করিলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً.

"তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সহিত নামায আদায় করিবে, তখন তাহাদের একদল তোমার সহিত যেন নামাযে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাহাদের সিজদা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। আর অপর একদল যাহারা নামাযে শরীক হয় নাই, তাহারা তোমার সহিত যেন নামাযে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে (৪ ঃ ১০২)।

এই বিধান নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) আসরের নামায উক্ত পদ্ধতিতে আদায় করেন। ফলে কাফিরদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায় (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৫৮২)।

ইব্ন কাছীর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) দুইবার সালাতুল খাওফ আদায় করেনঃ একবার উসফানে, আরেকবার বনী সুলায়ম গোত্রের এলাকায় (তাফসীর, ১খ., ৪৩২; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আসাহহুস সিয়ার)।

কুরায়শদের প্রতিরোধের কারণ

প্রথমত, তাহারা ইতোপূর্বে মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় অপপ্রচার করিতেছিল যে, মুসলমানদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্র প্রতি কোন শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। অতঃপর যখন তাহারা এই সংবাদ শুনিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) সদলবলে 'উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন, তখন তাহারা এক মহাসংকটে পড়িয়া গেল। কারণ ইহাতে তাহাদের পূর্বের প্রচারণা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে।

দ্বিতীয়ত, মাত্র কয়েক মাস আগে তাহারা মদীনাকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত বাহিনীসহ মদীনা অবরোধ করিয়াছিল। তখন মুসলমানগণ খন্দক খননের মাধ্যমে তাহাদের সেই স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা সম্মিলিত বাহিনী লইয়াও মদীনায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, বরং চরম অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। এই সকল কারণে কুরায়শগণ মক্কার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্র ও সম্প্রদায়ের নিকট লজ্জিত ছিল। তাই এখন যদি তাহারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহারা আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, যে কোন মূল্যে মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ প্রতিহত করিতেই হইবে।

তৃতীয়ত, মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিলে সাধারণ মক্কাবাসীদের নিকট মুসলমানগণের শৌর্য-বীর্য এবং কুরায়শদের দুর্বলতা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের প্রতি দুর্বল ও অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। ফল এই দাঁড়াইবে যে, সাধারণ জনগোষ্ঠী আজ কুরায়শদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সাহায্য-সহযোগিতা করিতেছে তাহা আর করিবে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁহার অনুসারিগণের মক্কায় প্রবেশ প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ইহার জন্য সমরায়োজন করিয়া রাখে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উট বসিয়া পড়িল

সানিয়াতুল মিরার হইতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (স) সামনে অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তখন তাঁহার কাস্ওয়া নামক উটটি বসিয়া পড়িল। সাহাবীগণ উটটিকে উঠাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চালাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ বলিতে শুরু করিলেন, উটটি বাঁকিয়া বসিয়াছে, "উটটি ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।" রাসূলুল্লাহ্ (স) সকলের ধারণা নাকচ করিয়া বলিলেন ঃ 'কাস্ওয়া' বাঁকিয়া বসে নাই, বাঁকিয়া বসা তাহার অভ্যাস নহে। যিনি আসহাবে ফীলের হাতীগুলিকে বাধা দিয়াছিলেন, তিনিই কাসওয়ার গতিরোধ করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনক্রমেই যেন পবিত্র কা'বাঘরের মর্যাদাহানি না ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই সে আল্লাহ্র হুকুমে কা'বার দিকে অগ্রসর হইতে অসম্মতি প্রকাশার্থে বসিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম! যাহাতে যুদ্ধ-সংঘাত না ঘটে এবং কা'বার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে, তৎসম্পর্কে তাহারা যে কোন শর্ত পেশ করে, আমি তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলিয়া তিনি উটটিকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। তৎক্ষণাৎ উটটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পথ চলা শুরু করিল, তবে ইহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া হুদায়বিয়ার দিকে চলিল। সাহাবীগণ ইহার অনুগমন করিলেন।

হুদায়বিয়ায় অবতরণ

উটটি চলিতে চলিতে হুদাবিয়ার শেষ প্রান্তে আসিয়া পানির একটি অগভীর কূপের নিকট বসিয়া পড়িল। কূপটিতে যৎসামান্য পানি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) কাস্ওয়া হইতে অবতরণ

করিয়া তাঁবু গাড়িলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সাহাবীগণ পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। কূপ হইতে পানি উঠাইয়া তাঁহারা পিপাসা নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা পৌঁছিলেন তাঁহারা পানি উঠাইবার পরই কূপের পানি নিঃশেষ হইয়া গেল। অবশিষ্ট সাহাবীগণ পিপাসায় কাতর হইয়া অস্থির হইয়া গেলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কয়েকটি মু'জিযা

১. রাসূলুল্লাহ্ (স) কূপের পানি নিঃশেষ হওয়ার সংবাদ পাইয়া নিজের তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন ঃ তীরটি উক্ত কূপের ভিতর নিক্ষেপ কর। ইব্ন ইসহাক রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, হযরত নাজিয়া ইব্ন জুনদুব (রা) তীরটি লইয়া কূপের ভিতর অবতরণ করেন এবং তাহা গাড়িয়া দেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই সাহাবী হইলেন হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৩)। তীর গাড়িয়া দেওয়ামাত্র পানিতে কূপ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা নিজেরা পান করিলেন, পশুদিগকে পান করাইলেন। যতদিন তাঁহারা সেখানে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই পানি তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু কূপের পানি আর কখনও কমে নাই (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৮০; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৫)।

২. হুদায়বিয়ার যাত্রাপথে এক স্থানে কাফেলার উযূ ও খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিল। একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট একটি চামড়ার পাত্রে সামান্য পানি ছিল। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাহাদের পানির অভাবের কথা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করাইলেন। আর তখনই তাঁহার আঙ্গুলসমূহের ফাঁক হইতে ঝর্ণার মত পানি উৎসারিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। জাবির (রা) বলেন, আমরা সেদিন প্রায় পনর শত লোক ছিলাম, সকলেই তৃপ্তিসহকারে পানি পান করিলাম এবং আমাদের উযু, গোসল ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইলাম। এক লক্ষ লোক হইলেও ঐ পানিতে তাহাদের প্রয়োজন মিটিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৯)।

৩. পথিমধ্যে আরেক স্থানে কাফেলা তাঁবূ গাড়িল। সেখানে প্রায় পানিশূন্য একটি কূপ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) কূপের পাড়ে বসিয়া উযু করিলেন এবং কুলি করিয়া উহার পানি কূপের ভিতরে ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ কূপটির তলদেশ হইতে এত প্রচুর পানি উৎসারিত হইতে লাগিল যে, সাহাবীগণ উহার পাড়ে বসিয়াই সরাসরি হাতে পানি উঠাইয়া লইতে সক্ষম হইলেন, বালতির প্রয়োজন হইল না (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৮)।

কুরায়শদের নিকট দূত প্রেরণ

হুদায়বিয়ায় তাঁবূ গাড়িয়া অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত খিরাশ ইব্ন উমায়্যা (রা)-কে দূতরূপে কুরায়শদের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার নিদর্শনস্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সা'লাব নামক উটটিতে তাহাকে আরোহণ করান। তিনি খিরাশকে বলিলেন, তুমি আমার পক্ষ হইতে মক্কাবাসীদেরকে বল, "আমরা শুধু 'উমরাহ পালনের উদ্দেশে আসিয়াছি, যুদ্ধ করিতে

আসি নাই। কিন্তু দূত মক্কায় পৌঁছিতেই ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহল উটের পা কাটিয়া দিল এবং দূতকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তবে কুরায়শদেরই কিছু লোকের বাধায় দূত প্রাণে রক্ষা পাইলেন এবং হুদায়বিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বিস্তারিত তথ্য অবহিত করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৫; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫০)।

হযরত উছমান (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ

ইহার পরও রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কুরায়শদেরকে অবহিত করার জন্য একজন বিশিষ্ট সাহাবীকে মক্কায় প্রেরণ করার সংকল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হযরত উমার (রা)-কে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মক্কায় বনী আদিয়্যি ইব্ন কা'ব গোত্রের এমন একটি লোকও নাই যাহারা আমাকে কুরায়শদের আক্রোশ হইতে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিতে পারে। আপনি বরং উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে পাঠাইতে পারেন। কেননা সেখানে তাঁহার গোটা খান্দানই বর্তমান রহিয়াছে। তিনি বার্তা বহনের দায়িত্ব বেশ ভালভাবেই আঞ্জাম দিতে পারিবেন। তাঁহার এই পরামর্শ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মনঃপূত হইল। তিনি হযরত উছমান (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি মক্কায় যাও। কুরায়শদেরকে বল, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসি নাই। আমরা একমাত্র 'উমরাহ-এর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আর মক্কার দুর্বল ও পীড়িত লোকদেরকে বলিও, শীঘ্রই মক্কা নগরীতে ইসলামের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে। তোমরা আর কিছু দিন ধৈর্য ধারণ কর।"

হযরত উছমান (রা) মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া গেলেন। পথে তাঁহার সহিত আবান ইব্ন সাঈদ নামক জনৈক পূর্ব-পরিচিত মক্কাবাসীর সাক্ষাত হইল। আবান তাঁহার নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অশ্বের পৃষ্ঠে বসাইয়া মক্কায় লইয়া গেল। তিনি মক্কায় পৌঁছিয়া কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পয়গাম শুনাইলেন। তাহারা বলিল, "আমরা মুহাম্মাদকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিব না। হে উছমান! যদি তোমার তাওয়াফ করিবার স্পৃহা থাকে তবে তুমি তওয়াফ করিয়া লও।" উছমান (রা) বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ছাড়িয়া আমি একা তাওয়াফ করিব, ইহা কখনও হইতে পারে না।" তৎপর কুরায়শগণ হযরত উছমান (রা)-কে মক্কায় আটক করিয়া রাখিল। তাহারা তিন দিন পর্যন্ত তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিল। তাঁহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কাফেলার মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, সম্ভবত হযরত উছমান আমাদেরকে রাখিয়াই তাওয়াফ করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "আমরা এখানে বাধাগ্রস্ত। আর সে আমাদের রাখিয়া তাওয়াফ করিবে বলিয়া মনে হয় না"। তাঁহার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইতোমধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, হযরত উছমান (রা) কুরায়শদের হাতে নিহত হইয়াছেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৮৩)।

বায়'আতে রিদওয়ান

"হযরত উছমান (রা) কুরায়শদের হাতে নিহত হইয়াছেন" এই দুঃসংবাদে মুসলমানগণ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) একটি বাবলা গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম

করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সাহাবীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, উছমানের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেই হইবে। যতক্ষণ না তাহাদের সহিত লড়িব, এখান হইতে ফিরিয়া যাইব না। আইস, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য আল্লাহ্‌র নামে জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও"। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বায়'আতের জন্য লোকজনকে আহ্বান করিলেন। চৌদ্দ শত সাহাবী আওয়াজ শুনিবামাত্র চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া আল্লাহ্‌র রাসূলকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করিলেন (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৮)।

বায়'আতের জন্য সর্বপ্রথম হাত বাড়াইয়া দিলেন হযরত আবূ সিনান (রা); তাঁহার প্রকৃত নাম ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মিহ্‌সান। ইনি হইলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা)-এর সহোদর। অবশ্য কেহ কেহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবী হইলেন হযরত সিনান ইব্‌ন আবী সিনান (রা) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৬১)। এই শপথই ইসলামী ইতিহাসে "বায়'আতে রিদওয়ান" নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"মু'মিনগণ যখন বৃক্ষের নিচে আপনার হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে, তখন আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাহাদের হৃদয়ে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাহাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয়" (৪৮ ঃ ১৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"যাহারা তোমার হাতে বায়'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতেব উপর। অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দেন" (৪৮ ঃ ১০)।

হুদায়বিয়ায় উপস্থিত নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান প্রবল উদ্দীপনার সহিত এই বায়'আতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু বানূ সালামা গোত্রের "জাদ্দ ইব্‌ন কায়স" নামক এক মুনাফিক বায়'আত গ্রহণ হইতে বিরত রহিল। জাবির (রা) বলেন, আমি জাদ্দ ইব্‌ন কায়সকে দেখিলাম সে বায়'আতের সময় একটি উটের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে (আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৬)।

হযরত জাবির (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, এই বৃক্ষের নিচে যাহারা বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তবে লাল উটের মালিক নহে। তাঁহার এ কথার পর আমরা তালাশ করিয়া দেখিলাম এক ব্যক্তি তাহার উট হারাইয়া তাহা খোঁজ করিতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, তুমি বায়'আত গ্রহণ করিয়াছ কি? সে বলিল, "বায়'আতের চাইতে আমার হারানো উট খুঁজিয়া পাওয়া আমার নিকট শ্রেয়" (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭০)।

হযরত উছমান (রা) উপস্থিত থাকিলে তিনিও নিঃসন্দেহে বায়'আতে যোগদান করিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবীগণকে তাঁহার একটি হাত দেখাইয়া বলিলেন, ইহা উছমানের হাত। তৎপর এই হাতটি অপর হাতের উপর রাখিয়া হযরত উছমানের পক্ষে বায়'আত করিলেন (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮২)। হযরত উছমান (রা)-এর প্রতি আল্লাহ্র রাসূলের এতই গভীর আস্থা ছিল যে, স্বীয় হাতকে উছমানের হাত এবং স্বীয় অঙ্গীকারকে উছমানের অঙ্গীকার বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

বায়'আতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) আহ্বান জানাইলে হযরত আবূ সিনান আল-আসাদী (রা) সর্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বায়'আত করুন। আল্লাহ্র রাসূল বলিলেন, কিসের উপর বায়'আত করিবে? আবূ সিনান বলিলেন, আমার মনে যাহা জাগিতেছে তাহার উপর আমি বায়'আত করিব। আল্লাহ্র রাসূল বলিলেন, তোমার মনে কি জাগিতেছে? আবূ সিনান বলিলেন, আমার মনে জাগিতেছে, "আল্লাহ্ আপনাকে বিজয়ী না করা পর্যন্ত আপনার অগ্রে থাকিয়া তরবারি চালনা করিব অথবা শহীদ হইব।" রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে একথার উপর বায়'আত করিলে একথার উপরই বাকী সকলে বায়'আত করিলেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫২)।

হযরত সালামা ইবনুল আক্ওয়া' (রা) তিনবার বায়'আত করেনঃ একবার প্রারম্ভে, একবার মধ্যে আর একবার সর্বশেষে। হযরত মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, বায়'আতের সময় রাসূলে কারীম (স) একটি বাবলা গাছের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি পিছনে দাঁড়াইয়া গাছের ঝুলিয়া পড়া ডালাগুলি উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৯)।

বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলাত

যাঁহারা বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ফযীলাত ও মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেন ঃ

لايدخل احد النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها.

"ইনশাআল্লাহ্! এই বৃক্ষের নিচে যাহারা বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৯)।

একথা শুনিয়া হযরত হাফ্সা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.

"তোমাদের প্রত্যে কেই উহা অতিক্রম করিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (১৯ ঃ ৭১)।

সুতরাং বায়'আতে রিদওয়ানের কাহাকেও জাহান্নাম অতিক্রম করিতে হইবে না- কথাটির তাৎপর্য কি? আল্লাহ্র রাসূল বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তো ইহাও বলিয়াছেন,

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا.

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করিব" (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭০)।

হযরত জাবির (রা) রিওয়ায়াত করিয়াছেন, হযরত হাতিব (রা)-এর এক ক্রীতদাস একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমীপে হাযির হইয়া হযরত হাতিব সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া ক্ষোভের সহিত বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে যাইবে। আল্লাহ্র রাসূল বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। সে জাহান্নামে যাইবে না। সে তো বদর ও হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৯)।

যাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে বায়'আতে রিদওয়ানে শরীক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সন্তুষ্টি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"যাহারা গাছের নিচে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে, আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন" (৪৮ ঃ ১৮)।

আল্লাহ্ তাঁহাদের ইখ্লাস ও নিষ্ঠার সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন, فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ. "তিনি তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন" (৪৮ ঃ ১৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের ঈমান ও ইয়াকীনের স্বীকৃতি দিয়াছেন, فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ "আল্লাহ্ তাহাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করিয়াছেন"। ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাঁহারা আমৃত্যু ঈমান, ইখ্লাস ও ইয়াকীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৭৫)।

হযরত উছমান (রা)-এর প্রত্যাবর্তন

দারুণ উদ্দীপনার মধ্য দিয়া বায়'আত সমাপ্ত হইয়া গেল। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে সকলে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এমন সময় সকলেই দেখিতে পাইলেন হযরত উছমান রো) মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া সাহাবীগণের অশান্তি ও উদ্বেগ দূর হইল।

হযরত উছমান (রা) একাকী 'উমরাহ করিতে অস্বীকার করায় কুরায়শগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। পরে যখন তাহারা শুনিতে পাইল যে, মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া মরণপণ জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করিতেছে, তখন তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৭০)।

হযরত উছমান (রা) উপস্থিত হইলে সাহাবীগণ উৎসুক্যবশত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তাওয়াফ করিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, কুরায়শগণ আমাকে তাওয়াফ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। যাঁহার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমাকে এক বৎসরও মক্কায় থাকিতে হইত তবুও রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে ছাড়িয়া আমি একা কখনও তাওয়াফ করিতে রাযী হইতাম না (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৬৯)।

বায়'আতে রিদওয়ানের সেই বৃক্ষটি

যেই বৃক্ষের নিচে "বায়আতে রিদওয়ান" অনুষ্ঠিত হয় উহা ছিল একটি বাবলা বৃক্ষ। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করিতে এবং পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা লইয়া উহাকে যিয়ারত করিতে আরম্ভ করে। তখন হযরত উমার ফারূক (রা) আশঙ্কা করিলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মাতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করিয়া দিতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলেন। পরে সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। তুর্কী শাসনামলে মসজিদটি পুনঃসংস্কার করা হয়। বর্তমানে "গারদেপুশ" সড়কের পাশে মসজিদটি অবস্থিত (দা. মা. ই., উর্দূ, ৭খ., পৃ. ৯৫৮)।

কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াতে হযরত তারিক ইব্ন আবদুর রহমান বলেন, আমি একবার হজ্জে যাওয়ার পথে এক জায়গায় দেখিলাম, কিছু লোক একত্র হইয়া নামায পড়িতেছে। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন মসজিদ? তাহারা বলিল, ইহা সেই বৃক্ষ, যাহার নিচে আল্লাহ্র রাসূল বায়'আতে রিদওয়ান গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি পরে হযরত সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র)-এর নিকট উপস্থিত হই এবং এই ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি বলিলেন, আমার পিতা বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমরা যখন পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ 'উমরাতুল-কাযার বৎসর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাই নাই। অতঃপর হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব বলিলেন, রাসলুল্লাহ (স)-এর যে সকল সাহাবী এই বায়'আতে শরীক ছিলেন তাঁহারা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাইলেন না, আর তুমি কিনা সেই বৃক্ষের সন্ধান জানিয়া ফেলিয়াছ? আশ্চর্যের বিষয় বটে! তুমি কি তাঁহাদের চাইতেও অধিক জ্ঞাত? (তাফসীর রূহুল মা'আনী, ১৪খ., পৃ. ১৬২)।

ইহা হইতে জানা গেল যে, পরবর্তী কালে লোকেরা নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন একটি বৃক্ষকে বায়'আতে রিদওয়ানের বৃক্ষ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল এবং উহার নিচে জমায়েত হইয়া নামায পড়া শুরু করিয়াছিল। হযরত উমার ফারূক (রা) জানিতেন যে,

ইহা সেই বৃক্ষটি নহে। তাই ইহা সম্ভব যে, তিনি একটি ভ্রান্তি ও শিরকের আশঙ্কাবোধ করিয়া সেই বৃক্ষটিও কাটিয়া ফেলেন (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, ৮খ., পৃ. ৮১)।

কুরায়শদের দুরভিসন্ধি

কুরায়শগণ ভাবিল, রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণ মক্কায় প্রবেশ করিবার আশায় অপ্রস্তুত অবস্থায় আছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের অলক্ষ্যে একদল সৈন্য গিয়া আকস্মিক আক্রমণ করিয়া মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত করা খুব সহজ হইবে। তাই তাহারা আশিজন, মতান্তরে সত্তরজন অথবা পঞ্চাশজন সৈন্যের একটি দলকে প্রেরণ করিল। সৈন্যদল তান'ঈম পাহাড়ের পথ দিয়া হুদায়বিয়ার দিকে যাত্রা করিল। মুসলমানদের অলক্ষ্যে তাঁহাদের পিছন দিক হইতে আকস্মিক আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা চুপে চুপে এই পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু মুসলমানগণ অপ্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁহারা শত্রুদের চোরা গোপ্তা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও সজাগ ছিলেন। কাফেলার চতুর্দিকে যথারীতি পাহারা মোতায়েন ছিল। দুরাচারগণ কাফেলার নিকটবর্তী পৌঁছামাত্রই পাহারারত বাহিনীর নেতা মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) দলবলসহ তাহাদেরকে অনায়াসেই বন্দী করিয়া ফেলিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে এই সময় উভয় বাহিনীর মধ্যে কিছু তীর নিক্ষেপ ও পাথর ছোড়াছুড়ি হইয়াছিল। কুরায়শ বাহিনীর সকলেই বন্দী হইল। তবে তাহাদের সেনাপতি মিকরায কোনভাবে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বন্দীদেরকে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করিয়া বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। তাঁহার এই মহানুভবতা কুরায়শদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইল ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

"তিনি মক্কা উপত্যকায় তাহাদের (কুরায়শদের) হাত তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাত তাহাদের হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পরও" (৪৮ ঃ ২৪; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৩)।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত উছমান (রা)-এর বন্দী বিনিময় হিসাবে তাহাদেরকে মুক্তি দিয়াছিলেন, ইহা সঠিক নহে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৭৮)।

সালিশী আলোচনা ও সন্ধির প্রয়াস

এই পরিস্থিতিতেই বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা খুযা'আ গোত্রের কিছু লোকজনসহ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হইলেন। খুযা'আ গোত্র যদিও তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তাহারা চিরদিনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর মঙ্গলাকাংখী ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষগণও তাঁহার সহিত অকৃত্রিম ভালবাসা রাখিতেন। মক্কার কাফিরগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যখন যেই ষড়যন্ত্র করিত, তাহারা তৎসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সতর্ক করিয়া দিতেন। উক্ত গোত্রের প্রধান দলপতি ছিলেন বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা।

বুদায়ল আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিলেন, কুরায়শগণ বিশাল বাহিনী লইয়া আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহারা আপনাকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। এখন আপনি কি করিতে চান? মহানবী (স) বলিলেন, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই, 'উমরাহ করিতে আসিয়াছি। বুদায়ল! তুমি গিয়া কুরায়শদের বলিয়া দাও, তাহারা যেন অযথা আমাদেরকে আক্রমণ না করে। এই পবিত্র মাসে পবিত্র কা'বা শরীফে কেহ কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা চাই শান্তি। যুদ্ধ করিতে করিতে কুরায়শদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখন যুদ্ধ করা তাহাদের জন্য সমীচীন নহে। তাহাদের উচিৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার সহিত সন্ধি করিয়া লওয়া যাহাতে তাহারা শান্তির নিঃশ্বাস লইতে পারে, আর আমাকে অন্যান্য আরব গোত্রের সহিত বুঝাপড়া করার সুযোগ দেওয়া। যদি আমি পরাজিত হই, তবে বিনাশ্রমে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে। অন্যথায় তখন তাহারা যাহা ভাল মনে করে তাহাই করিতে পারিবে। কুরায়শগণ যদি আমার এই প্রস্তাবে রাযী না হয়, তবে আল্লাহ্র যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। যে পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবে সে পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেই থাকিব (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৪)।

বুদায়ল মক্কায় ফিরিয়া গিয়া কুরায়শদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পয়গাম শুনাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ইকরিমা ইব্ন আবী জাহল ও হাকাম ইবনুল 'আস-সহ কতিপয় হঠকারী কুরায়শ বলিল, আমরা মুহাম্মাদের পয়গাম শুনিতে চাহি না। কিন্তু দুই-একজন বিচক্ষণ লোক বলিল, আচ্ছা! বলুন দেখি, আপনি কি পয়গাম লইয়া আসিয়াছেন? বুদায়ল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পয়গাম শুনাইলেন যে, তিনি শুধু 'উমরাহ্র উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। তিনি তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে চাহেন। কুরায়শগণ বলিল, আচ্ছা! তিনি যুদ্ধ করিতে আসেন নাই মানিলাম, তবে মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫৪)। ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে তাহারা আরও বলে, আরবরা এই কথা জানে যে, মক্কাবাসী কখনও কাহাকেও এই শহরে জোরপূর্বক ঢুকিতে দেয় নাই (সীরাত ইব্ন হিশাম)।

কুরায়শ প্রতিনিধি উরওয়া ও তাহার অসংযত উক্তি

এই সময় উরওয়া ইব্ন মাসউদ আছ্-ছাকাফী নামক জনৈক তায়েফবাসী সরদার কুরায়শদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনারা কি আমার পিতৃস্থানীয়? কুরায়শগণ উত্তর করিল, নিশ্চয়। সে আবার বলিল, আমি কি আপনাদের সন্তানতুল্য নহি? তাহারা বলিল, অবশ্যই। তখন সে বলিল, আমার প্রতি কি আপনারা পূর্ণমাত্রায় আস্থাবান নহেন? তাহারা বলিল, নিশ্চয়। সে বলিল, তবে শুনুন! মুহাম্মাদ তোমাদেরকে যে প্রস্তাব দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, আমি সরাসরি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া সবিস্তার আলোচনা করিয়া আসি। উরওয়ার এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করিল (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৩)।

তখন উরওয়া ইব্‌ন মাসউ'দ আছ-ছাকাফী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি কুরায়শদের পক্ষ হইতে আপনার মতামত জানিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার নিকট ঐ কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহা বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকার নিকট বলিয়াছিলেন।

উরওয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি নিজ বংশের লোকদেরকে ধ্বংস করেন, তবে তাহা কি কোন ভাল কাজ হইবে? কেহ নিজ বংশকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? আর যদি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায় তবে যে সমস্ত তবঘুরে আপনার চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিয়া আছে তাহারা ধুলিবৎ উড়িয়া যাইবে। তখন আপনি তাহাদের নাম-নিশানাও দেখিতে পাইবেন না (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৮)।

তাহার এই অসংলগ্ন উক্তি শুনিয়া সাহাবীগণ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইলেন, এমনকি ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তাহাকে গালি দিয়া বলিলেন, কি বলিস পাষণ্ড! আমরা রাসূলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? উরওয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল, ইনি কে? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, ইনি আবূ বাক্‌র। উরওয়া বলিল, হে আবূ বাক্‌র! তুমি একবার আমার উপকার করিয়াছিলে; আমি উহার প্রতিদান দিতে পারি নাই। তাই তোমার কথার উত্তর দিলাম না। সেই উপকার ছিল এই যে, উরওয়া কোন এক সময় রক্তপণ আদায় করিতে অক্ষম হইলে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তাহাকে দশটি উট দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৩)।

উরওয়া যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছিল তখন তাহার চাচাতো ভাই হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) একটি খোলা তরবারি হাতে লইয়া রাসূলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। আরবের সাধারণ নিয়ম অনুসারে উরওয়া কথা বলার সময় বারবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাঁড়ি মুবারকে হাত লাগাইতেছিল। হযরত মুগীরা (রা) তরবারির বাট দ্বারা তাহার হাতে চাপ দিয়া বলিলেন, "সাবধান! রাসূলের দাঁড়ি মুবারক হইতে হাত হঠাও। কোন মুশরিকের জন্য ইহা সংগত নহে যে, সে রাসূলের দাঁড়ি মুবারক স্পর্শ করিবে।" উরওয়া ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মুগীরা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওরে বিশ্বাসঘাতক! আমি কি অর্থ-কড়ি দিয়া তোর কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ করি নাই? আজ তুই আমার সাথে এমন ব্যবহার করছিস?" উরওয়ার ইঙ্গিতের বিষয়টি ছিল এই যে, হযরত মুগীরা (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কিছু লোককে হত্যা করিয়াছিলেন। নিহতদের আত্মীয়-স্বজন তখন হত্যার প্রতিশোধকল্পে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। এই সময় উরওয়া নিজের পক্ষ হইতে নিহতদের রক্তপণ পরিশোধ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল এবং যুদ্ধের দাবানল নির্বাপিত করিয়াছিল (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫৫)।

উরওয়া ছিল অতি বিচক্ষণ প্রবীণ ব্যক্তি। সে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে মনোযোগ সহকারে সাহাবা-ই কিরামের আচার-ব্যবহার, চালচলন ও কথাবার্তা

পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। রাসূলের প্রতি সাহাবীগণের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও অসামান্য আনুগত্যবোধ দেখিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়ে। উরওয়া মক্কায় ফিরিয়া কুরায়শদেরকে বলিল, "আমি বড় বড় রাজা-বাদশাহর দরবারে গিয়াছি। রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার সম্রাটদের শান-শওকতও দেখিয়াছি। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদের সাহাবীগণ তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, বিশ্বজগতে কোথাও উহার দৃষ্টান্ত দেখি নাই। তিনি যখন কথা বলেন, তখন এই বিশাল কাফেলা একেবারে নীরব থাকে। কেহই তাঁহার দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া তাকাইতে সাহস পায় না। তাঁহার সহিত যখন কেহ কিছু বলেন, তখন অতি বিনয় সহকারে মৃদুস্বরে কথা বলেন। তাঁহার আজ্ঞা পালন করার জন্য তাহাদের প্রত্যেকেই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি থু থু ফেলিলে তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা লইয়া নিজেদের মুখমণ্ডলে এবং শরীরে মাখে। তিনি উযু করিলে তাঁহার পানি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়।"

অতঃপর উরওয়া বলিল, "হে কুরায়শগণ! মুহাম্মাদ তোমাদেরকে অতি ন্যায়সংগত কথাই বলিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কথা মানিয়া লও। ইহাতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে" (যাদুল-মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৮; যুরকানী, ২খ., পৃ. ১৯২)। উরওয়া সাহাবীগণ সম্বন্ধে যেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছে, ইহা যেন সাহাবীগণ সম্বন্ধে তাহার প্রথম উক্তির কুদরতী প্রতিউত্তর যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মুখেই ব্যক্ত করাইয়াছিলেন।

কুরায়শ প্রতিনিধি হুলায়স

উরওয়ার কথা শুনিয়া বানূ কিনানার সরদার হুলায়স ইব্ন আলকামা আল-কিনানী বলিল, হে কুরায়শ! তোমরা আমাকে একবার অনুমতি দাও, আমি মুহাম্মাদের সহিত আলোচনা করিয়া আসি। তাহারা বলিল, আচ্ছা, যাইতে চাও যাও। রাসূলুল্লাহ্ (স) হুলায়সকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, এই লোকটি বানূ কিনানার দলপতি। কুরবানী করা ইহাদের অন্যতম প্রিয় কাজ। আমাদের কুরবানীর পশুগুলি তাহাকে দেখাইয়া দাও। সাহাবীগণ কুরবানীর চিহ্নযুক্ত উটগুলি লইয়া 'লাব্বায়ক, লাব্বায়ক' বলিতে বলিতে হুলায়সের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন। কুরবানীর উটের বিরাট কাফেলা দেখিয়া হুলায়স আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আহা! ইহারা বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত প্রত্যাশী। ইহারা কেবল 'উমরাহ্র উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে। ইহাদেরকে বাধা দেওয়া কি ঠিক? এই কথা বলিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মক্কায় ফিরিয়া গেল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৭৩)।

কুরায়শদের নিকট গিয়া হুলায়স বলিল, "তাহারা যুদ্ধ করিতে আসে নাই, 'উমরাহ করিতে এবং কুরবানী করিতে আসিয়াছে। তাহাদেরকে তোমরা বাধা দিও না। তাহাদেরকে তাহাদের পূণ্যকর্ম সম্পাদন করিতে অনুমতি দাও।" কুরায়শগণ বলিল, তুমি গ্রাম্য লোক, তোমার

বুদ্ধি-জ্ঞান কম। তুমি কথা বলিও না, চুপ করিয়া বসিয়া থাক। হুলায়স অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমাদের সহিত এইজন্য চুক্তি করি নাই যে, যাহারা বায়তুল্লাহ যিয়ারত করিতে আসিবে তোমরা তাহাদেরকে বাধা দিবে, আর আমরা কিছুই বলিব না। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, "যদি তোমরা এখন মুসলমানদের বায়তুল্লাহ যিয়ারত করিতে অনুমতি না দাও তবে আমরা তোমাদের সহিত কৃত মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইব"।

হুলায়সের চুক্তি ভঙ্গের হুমকিতে কুরায়শগণ বিচলিত হইয়া তাহাকে তোষামোদ করিতে লাগিল এবং বলিল, আচ্ছা, বসুন। আমরা একটু বুঝাপড়া করিয়া লই (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫৬)।

কুরায়শ প্রতিনিধি মিক্রায

কুরায়শ নেতাগণ বসিয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা ও শলা-পরামর্শ করিল। এক পর্যায়ে মিকরায ইব্ন হাফ্স নামক জনৈক সরদার উঠিয়া বলিল, তোমরা আমাকে অনুমতি দিলে আমিও একবার মুহাম্মাদের সহিত কথা বলিয়া আসিতাম। কুরায়শদের অনুমতি পাইয়া মিকরায রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিতেছিল। মিকরাযকে দেখিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "এই লোকটি দুষ্ট প্রকৃতির।" তিনি এই কথা বলিয়া তাহার অতীতের একটি দুরভিসন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইতোপূর্বে পঞ্চাশজন, মতান্তরে সত্তর অথবা আশিজনের যেই কুরায়শ বাহিনী হুদায়বিয়ায় চোরাগোপ্তা হামলা করার প্রস্তুতি লইয়াছিল এবং পরে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়িয়াছিল, সেই বাহিনীর প্রধান ছিল এই মিকরায। কিন্তু সে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। মুসলমানগণ তাহার কথা জানিতেন না, তাই রাসূলুল্লাহ (স) এই মন্তব্য করিয়াছিলেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫৭; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৬; প্রতিনিধিদের আগমন ক্রমধারায় কিছু ব্যতিক্রমের জন্য দ্র: ইব্ন হিশাম ও দানাপুরী)।

কুরায়শ প্রতিনিধিরূপে সুহায়ল

মিকরায রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় দেখা গেল কুরায়শদের অন্যতম সরদার সুহায়ল আসিতেছে। কুরায়শগণ অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সন্ধি করিতে রাযী হইল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সুহায়ল ইব্ন আমরকে চূড়ান্ত সন্ধির মধ্যস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে প্রেরণ করিল। তাহারা সুহায়লকে বলিল, যাও, মুহাম্মাদের সহিত সন্ধি করিয়া আইস। তবে সন্ধির শর্তের মধ্যে কোন প্রকার শিথিলতা করিবে না। আর বলিও, "মুহাম্মাদ এই বৎসর মক্কায় প্রবেশের অনুমতি পাইবে না। আগামী বৎসর তাঁহাকে 'উমরাহ করার সুযোগ দেওয়া হইবে।" অন্যথায় আরবগণ বলিবে, মুহাম্মাদ কুরায়শদেরকে পরাভূত করিয়াছে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৬)।

সুহায়ল ছিল কুরায়শদের মধ্যে অতিশয় বাগ্মী ও সুবক্তা। কুরায়শদের মধ্যে সে খতীবে কুরায়শ নামে সুপরিচিত ছিল। সুহায়লকে আসিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহারা

সুহায়লকে পাঠাইয়াছে। ইহাতে মনে হয় তাহারা যেন সত্যি সত্যিই সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, قَدْ سهل لكم من امركم "আল্লাহ তোমাদের বিষয়টি তোমাদের জন্য কিছুটা সহজ করিয়া দিয়াছেন"। বস্তুত ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভ লক্ষণমূলক উক্তি যাহা সুহায়লের নাম হইতে তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। এই ধরনের "নেকফাল" (শুভ লক্ষণ গ্রহণ বৈধ) (যুরকানী, ২খ., পৃ. ১৯৪)।

সুহায়ল আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং সন্ধির আলোচনা আরম্ভ করিল। সুহায়ল বলিল, আপনাদেরকে এইবার এখান হইতেই মদীনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। মক্কার প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না। অন্যথায় লোকেরা মনে করিবে, মুসলমানগণ বলপূর্বক 'উমরাহ করিয়া গিয়াছে। ইহা কুরায়শদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। এইবার এখান হইতে মদীনায় ফিরিয়া যাওয়া যদি কবুল করেন, তবেই কেবল আমি আপনার সহিত সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিব, ইহাই আমার প্রথম ও প্রধান শর্ত।

সাহাবায়ে কিরাম এই শর্তে সন্ধি করিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, ইহা আমাদের জন্য পরাজয় নহে। ইহার মধ্য দিয়াই আমরা মহাবিজয়ের দিকে অগ্রসর হইব এবং মহাবিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইব।" অতঃপর সুহায়লকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, সুহায়ল! কা'বাঘরের মর্যাদা রক্ষার্থে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরায়শগণ আজ আমার নিকট যাহা কিছু চাহিবে, আমি তাহাই দিব। তোমাদের শর্তেই আমি সন্ধি করিতে রাযী আছি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৬)। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত শর্তে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত হইল ঃ

১. মুসলমানগণ এই বৎসর 'উমরাহ না করিয়াই মদীনায় ফিরিয়া যাইবেন।

২. আগামী বৎসর তাহারা তাহাদের এই মূলতবী 'উমরাহ কাযা করিতে পারিবেন। তবে তিন দিনের বেশি মক্কায় থাকিতে পারিবেন না।

৩. 'উমরাহ করিবার সময় তাহারা কোন প্রকার অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না, শুধু কোষবদ্ধ তরবারি আনিতে পরিবেন।

৪. যে সমস্ত মুসলমান মক্কায় অবস্থান করিতেছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহই মুসলমানদের সহিত মদীনায় যাইতে পারিবে না। আর মুসলমান কাফেলা হইতে কেহ মক্কায় থাকিয়া যাইতে চাহিলে তাহাকে রাখিয়া যাইতে হইবে। অনুরূপ মক্কা হইতে কেহ মদীনায় চলিয়া গেলে তাহাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। কিন্তু মদীনা হইতে কেহ মক্কায় চলিয়া আসিলে তাহাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হইবে না।

৫. উভয় পক্ষ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বন্ধুত্ব ভাব পোষণ করিবে। এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে যুদ্ধের প্রেরণা যোগাইবে না।

৬. আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহ স্বেচ্ছায় সন্ধিভুক্ত যে কোন পক্ষের সহিত স্বাধীনভাবে মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে।

৭. এই সন্ধি দশ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৬৪)।

সন্ধিপত্র লিখার জন্য আলী (রা)-কে নির্দেশ

সন্ধির শর্তাবলী স্থিরীকৃত হওয়ার পর তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে তিনি সন্ধিপত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি লিখিলেন, بسم الله الرحمن الرحيم (পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। কুরায়শ-প্রতিনিধি সুহায়ল আপত্তি করিয়া বলিল, থামুন! এই কথা লিখিতে পারিবেন না। রহমান ও রাহীম কি তাহা আমরা জানি না। আপনি বরং লিখুন, باسمك اللهم (হে আল্লাহ! তোমার নামে)। কারণ, আমরা ইহাই লিখিয়া থাকি। ইহাই আমাদের চিরাচরিত নিয়ম। ইহাই লিখুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই লিখ। তারপর লিখা হইল ঃ

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله ﷺ.

"ইহা সেই চুক্তিপত্র যাহার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (স) স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।"

সুহায়ল আবার বাধা দিয়া বলিল, থামুন! মুহাম্মাদ যে আল্লাহ্‌র রাসূল ইহা যদি আমরা মানিতাম, তবে আর আপনাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ সংঘাত হইত কিজন্য? এই কথা লিখিতে পারিবেন না; বরং লিখুন, محمد بن عبد الله (আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা যদিও অস্বীকার কর, কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আচ্ছা, তুমি যাহা বল তাহাই লিখা হইবে। তৎপর নবী করীম (স) হযরত আলীকে বলিলেন, তুমি رسول الله শব্দটি কাটিয়া দিয়া তদস্থলে محمد بن عبد الله শব্দটি লিখিয়া দাও। হযরত আলী (রা) বলিলেন, আমাকে মাফ করুন! আমি কিছুতেই আপনার নাম হইতে "রাসূলুল্লাহ" শব্দটি মুছিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, শব্দটি কোথায় আমাকে দেখাইয়া দাও। হযরত আলী দেখাইয়া দিলে তিনি নিজেই "রাসূলুল্লাহ" শব্দটি কাটিয়া দিলেন। তৎপর হযরত আলী সেই স্থানে ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ শব্দটি লিখিয়া দেন।

কিন্তু ইমাম মুসলিমের রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই "আবদুল্লাহ" শব্দটি লিখিয়াছিলেন। প্রশ্ন হয় যে, তিনি উম্মী (নিরক্ষর) হইয়া লিখিলেন কিরূপে? আল্লামা কাযী ইয়াদ বলেন, ইহা তাঁহার মু'জিযা ছিল। ইব্‌ন হাজার (র) বলেন, 'তিনি লিখিয়াছেন' অর্থ তিনি লিখিতে আদেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া শুধু নাম লিখিতে জানিলেই উম্মী হওয়ার গুণ বিলুপ্ত হইয়া যায় না (আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ১৭৫)।

বন্দী আবূ জান্দাল (রা)-এর আগমন

এখনও সন্ধিপত্র লিখা শেষ হয় নাই। এমন সময় কুরায়শ দূত সুহায়লের পুত্র আবূ জান্দাল (রা) শৃংখল বেষ্টিত অবস্থায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। ইসলাম

গ্রহণ করার অপরাধে দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিয়া আসিতেছিল। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তাঁহাকে শৃংখলবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু আবূ জান্দাল (রা) ইসলাম ত্যাগ করিতে রাযী হন নাই। তিনি আজ অতি কৌশলে কুরায়শদের বন্দীশালা হইতে পালাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হন।

হযরত আবূ জান্দাল (রা)-কে দেখিয়াই তাঁহার পিতা সুহায়ল ত্রস্তপদে তাঁহার দিকে আগাইয়া গেল এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিল (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৭)।

অতঃপর সুহায়ল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! এই চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে এখনই আমার পুত্র আবূ জান্দালকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, সুহায়ল! এখনও তো সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ হয় নাই, ইহার উপর স্বাক্ষর হয় নাই। সুতরাং শর্ত পালনের কোন কথা আসিতে পারে না। সুহায়ল বলিল, যদি তাহাই হয়, তবে ইহার পর আমি কোন ব্যাপারেই আপনার সহিত কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। তিনি বলিলেন, সুহায়ল! আর না হয় আমার খাতিরেই আবূ জান্দালকে আমাদের সহিত মদীনায় যাইতে দাও। সুহায়ল বলিল, ইহা কখনও হইতে পারে না।

তখন মিকরায বলিল, আচ্ছা, আমি অনুমতি দিতেছি। আপনারা আবূ জান্দালকে লইয়া যান। কিন্তু সুহায়ল মিকরাযের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, ইহা কখনও হইতে দিব না। অতঃপর সে আবূ জান্দাল (রা)-র শৃংখল ধরিয়া টানিয়া নিজের দিকে লইয়া গেল।

হযরত আবূ জান্দাল (রা) চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আমার মুসলমান ভাইগণ! আমি মুসলমান হইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি। ইহার পরও আমাকে এই যালিম মুশরিকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। তোমরা কি দেখিতেছ না তাহারা আমাকে কী অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে! এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার দেহের ক্ষতসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) সুহায়লের দাবির প্রেক্ষিতে আবূ জান্দালকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিলেন এবং আবূ জান্দালকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৩; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৭, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৫৯)। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিলেন, দেখ, আবূ জান্দাল! আমরা তাহাদের সহিত একটি সন্ধিতে উপনীত হইয়াছি। আমরা তাহাদেরকে কতিপয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। তাহারাও আমাদেরকে কতিপয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তাই আমরা বিশ্বাসভঙ্গ করিতে পারি না। তুমি সবর কর, ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশী হও। দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ অতিসত্বর তোমার জন্য মুক্তির কোন একটি পথ খুলিয়া দিবেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৭)।

এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া মুসলমানগণ ভীষণ দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্যের কারণে কিছুই বলিলেন না। শুধু দৃষ্টি নত করিয়া দুঃখ ও ক্ষোভ সংবরণ করিলেন এবং অশ্রু বিসর্জন দিলেন।

হযরত আবূ জান্দাল (রা)-কে যখন টানিয়া হেঁচড়াইয়া মক্কাভিমুখে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন হযরত উমার (রা) তাঁহার সহিত কিছু দূর হাঁটিলেন এবং বলিলেন, "আবূ জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর। তাহারা মুশরিক, তাহাদের রক্ত আল্লাহ্র নিকট কুকুরের রক্তুতুল্য" (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭৭)।

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর

সন্ধিপত্র লেখা সমাপ্ত হইল। উভয় পক্ষ উহাতে স্বাক্ষর করিল। কয়েকজন সাক্ষীও উহাতে স্বাক্ষর করিলেন। মুসলমানদের মধ্য হইতে সাক্ষী হইলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমার ফারূক, হযরত উছমান, হযরত আলী, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা, আবূ উবায়দা, ইবনুল জাররাহ (রা) প্রমুখ সাহাবীও। মুশরিক পক্ষ হইতে সাক্ষী হইল মিকরায ইব্ন হাফ্স, হুয়ায়তিব ইব্ন আবদুল উয্যা প্রমুখ সরদার (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৭)। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর উহার একটি কপি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সোপর্দ করা হইল এবং আরেকটি কপি সুহায়ল ইব্ন আমর লইয়া গেল (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৭১)। সন্ধি চুক্তির পরপরই আরবের বানূ খুযা'আ গোত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এবং বানূ বাক্র গোত্র কুরায়শদের সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৭৭)।

সন্ধির শর্তাবলীর ব্যাপারে সাহাবীগণের প্রতিক্রিয়া

সন্ধির কতিপয় শর্তের ব্যাপারে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) ব্যতীত প্রায় সকল সাহাবায়ে কিরাম দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। কারণ এই সন্ধির শর্তগুলি বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত হীনতাজনক ছিল। হযরত উমার (রা) কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, আপনি যে আল্লাহ্র রাসূল, ইহা কি সত্য নহে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রাসূল। উমার বলিলেন, আমরা যে পথে আছি তাহা কি ন্যায় ও সত্যের পথ নহে? আর কাফিরগণ যে পথে আছে উহা কি অন্যায় ও অসত্যের পথ নহে? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়। উমার বলিলেন, তবে দীনের কাজে আমরা এত দুর্বলতা দেখাই কেন? এত অপমান কেন সহ্য করিব? মহানবী (স) বলিলেন, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী। তিনিই আমার সাহায্য করিবেন। আমি কিছুতেই তাঁহার আদেশ অমান্য করিব না। উমার বলিলেন, আপনি কি বলেন নাই যে, আমরা কা'বাঘর তাওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই বলিয়াছি। কিন্তু এই কথা তো বলি নাই যে, এই বৎসরই তাওয়াফ করিব। উমার বলিলেন, না, তাহা বলেন নাই। মহানবী (স) বলিলেন, তাহা হইলে কিছুকাল ধৈর্য ধর। অচিরেই আমরা সকলে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিব (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৭৬)।

হযরত উমার (রা) বলেন, ইহার পর আমি হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট গেলাম এবং ঠিক ঐ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিলাম। তিনিও আমাকে অবিকল তদ্রূপ উত্তরই দিলেন। তৎপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে উমার! রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্যে অটল

থাকিও, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি যাহা কিছু করেন, আল্লাহ্র নির্দেশেই করেন। মৃত্যু পর্যন্ত কখনও তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচারণ করিও না (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৩)।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের নিকট আমাদের কেহ চলিয়া গেলে তাহারা তাহাকে আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে না, অথচ তাহাদের কেহ আমাদের নিকট মুসলমান হইয়া আসিলে আমরা তাহাকে এই যালিম মুশরিকদের হাতে সোপর্দ করিতে বাধ্য থাকিব, এই শর্তও কি আপনি মানিয়া লইলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, যে কেহ তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সে মুসলমান নহে, সে মুনাফিক। তাহার চলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর যে সকল খাঁটি মুসলমান তাহাদের নিকট আবদ্ধ থাকিবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৬০)।

হযরত উমার (রা) দুঃখে ও ক্ষোভে ইসলাম ও মুসলমানদের বাহ্যত অবমাননায় মর্মপীড়ায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন ইহার জন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। আজীবন তিনি ইহার জন্য অনুশোচনা করিতে থাকেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি বহু নফল নামায পড়েন, অনেক রোযা রাখেন, প্রচুর দান-খয়রাত করেন, গোলাম আযাদ করেন এবং আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৬)।

উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত উমার (রা)-এর এই সকল প্রশ্ন রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাত ও আল্লাহ্র ওয়াদার প্রতি আস্থাহীনতা বা সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে ছিল না, বরং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহার প্রকৃত কারণ ও রহস্য উদ্ঘাটন। আর ইহাও ছিল কাফিরদের প্রতি তাঁহার তীব্র ঘৃণা এবং ইসলামের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবোধ হইতে উৎসারিত (হাশিয়া-ই সাবী, ৪খ., পৃ. ৯১)।

কুরবানী করিয়া ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ

যেহেতু সন্ধির শর্তানুযায়ী এই বৎসর মক্কায় প্রবেশ এবং মীনায় কুরবানী করা সম্ভব হইবে না, তাই রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে কুরবানীর উটগুলি যবেহ করিবার নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটাইয়া ইহরাম হইতে মুক্ত হইয়া যাও। কিন্তু সন্ধির শর্তাবলীর কারণে সকলের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সকলেই মাথা নত করিয়া নিথর, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কুরবানী করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইলেন না। রাসূলুল্লাহ (স) তিনবার এই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করিলেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৬০)।

হযরত উম্মু সালামা (রা)-র সুপরামর্শ

রাসূলুল্লাহ (স) কুরবানী করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, কিন্তু কেহই কুরবানী করার জন্য অগ্রসর হইতেছে না। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। তিনি তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। উম্মু সালামা (রা)

বলিলেন, সাহাবীগণ দুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে মর্মাহত হইয়া আছেন। তাই আপনি তাহাদেরকে কিছু না বলিয়া স্বয়ং বাহির হইয়া নিজেই কুরবানী করুন এবং মাথা মুণ্ডন করাইয়া 'উমরাহ্র ইহ্রাম ভাঙ্গিয়া ফেলুন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাই করিলেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই হুকুম আর রদবদল হইবে না। তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ করিলেন। কেহ কেহ মাথা মুণ্ডন করাইলেন আর কিছু সাহাবী মাথার চুল ছাটাইলেন। মহানবী (স) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য এই বলিয়া তিনবার দু'আ করিলেন, اللهم ارحم المحلقين (হে আল্লাহ্! মাথা মুণ্ডনকারীদের রহম কর)। সাহাবীগণ আরয করিলেন, চুল ছাটাইকারীদের জন্যও। তিনি একবার দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ চুল ছাটাইকারীদের উপর রহমত কর।

কুরবানীর পশুর গোশ্ত দরিদ্র সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। দশটি উট হযরত নাজিয়া ইব্ন জুনদুবের মাধ্যমে মারওয়ায় প্রেরিত হইল এবং সেখানে কুরবানী করিয়া তথাকার লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হইল (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৩; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৮১)।

সাহাবী হযরত খিরাশ ইব্ন উমায়্যা ইবনিল ফাদল আল-খুযা'ঈ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা মুণ্ডন করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫৮)।

ফাতহুম মুবীন (সুস্পষ্ট বিজয়)

রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির পর তিন দিন হুদায়বিয়ায় অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার সর্বমোট অবস্থানকাল ছিল উনিশ দিন অথবা বিশ দিন। তৎপর তিনি মদীনায় রওয়ানা দিলেন। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীর অন্তঃকরণেই উত্তেজনা ও অসন্তোষ উদ্বেলিত হইতেছিল। মুসলমানগণ পথ চলেন আর ভাবেন, সন্ধি করিয়া আমরা দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছি, পরাজিত হইয়াছি। কাফেলা চলিতে চলিতে কুরাউল গামীমে আসিয়া পৌঁছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূলে কারীম (স)-এর মুখমণ্ডলে ওহী অবতীর্ণকালীন নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হইল। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে সাহাবীগণ! তোমাদের রব অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়" (৪৮ ঃ ১; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৫)।

যে সন্ধিকে মুসলমানগণ অপমান ও পরাজয় বলিয়া মনে করিতেছিলেন, এই আয়াতে সেই সন্ধিকে আল্লাহ তা'আলা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলিয়া ঘোষণা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উমার (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। উমার (রা) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ইহা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ (স) প্রশান্ত স্বরে প্রফুল্ল চিত্তে উত্তর দিলেন, হাঁ, ইহাই বিজয়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তখন উমার (রা)-এর মনে শান্তি আসিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই সন্ধিই আমাদের মহা বিজয়ের কারণ হইবে (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১০৬)।

হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি এবং বায়'আত রিদওয়ান এই স্থানে সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার বর্তমান নাম শুমায়সী। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।
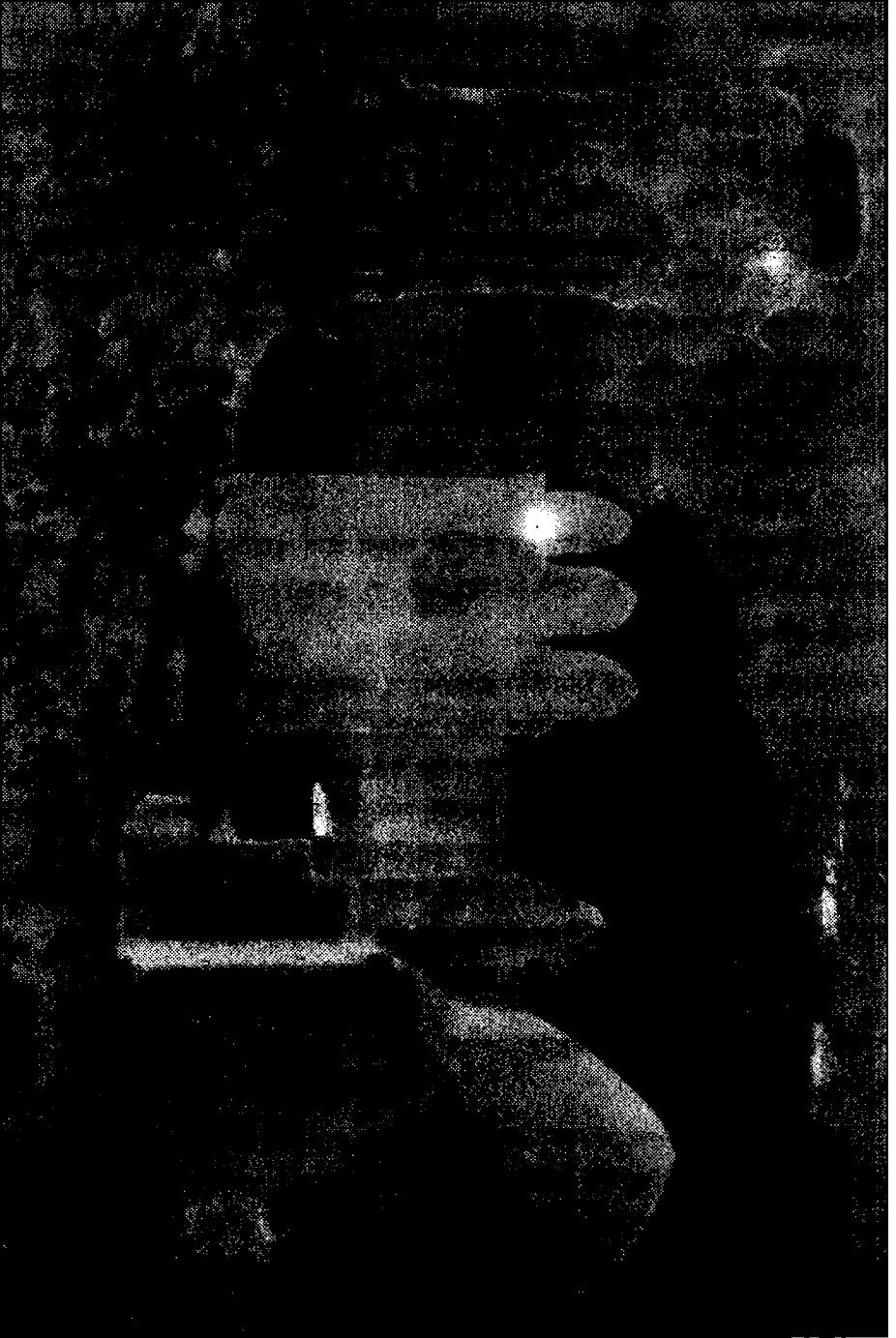
সাহাবীগণের শানে অবতীর্ণ হইল ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْآ اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ.

“তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করিলেন যেন তাহারা তাহাদের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়” (৪৮ ঃ ৪)।

মক্কার মুসলিম মহিলাগণের মদীনায় আগমন

মক্কার একদল মহিলা দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া স্বামী, পুত্র-কন্যা ও সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া যাইবেন, কুরায়শগণ ইহা ধারণাও করিতে পারে নাই। তাই তাহারা সন্ধিপত্রে মহিলাগণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করে নাই (সীরাতুন্নবী, পৃ. ৪৫৯)। কিন্তু সন্ধির পরপরই বহু কুরায়শ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইতে লাগিলেন। সর্বপ্রথম হযরত উকবা ইব্‌ন আবূ মু'ঈতের কন্যা উম্মে কুলছূম (রা) একাকিনী পদব্রজে মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া আসেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে, পাছে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে মক্কায় ফিরাইয়া দেন। এইদিকে তাঁহার ভ্রাতা 'উমারা ও ওলীদ মদীনায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু উম্মে কুলছূম তাহাদের নির্যাতনের ভয়ে ফেরত যাইতে অস্বীকার করিলেন। তখন কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

“হে মুমিনগণ! ঈমানদার নারীগণ হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করিলে তোমরা তাহাদের পরীক্ষা করিও। আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা ঈমানদার তবে তাহাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরৎ পাঠাইও না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদেরকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদেরকে তাহাদের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরৎ চাহিবে এবং কাফিররা ফেরৎ চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” (৬০ ঃ ১০; তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭১)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণের জন্য মুক্তির পথ খুলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে হযরত উমার (রা) হযরত উম্মে কুলছুমকে পরীক্ষা করার পর মদীনায় অবস্থানের অনুমতি দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা উমারা ও ওলীদ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেল। কুরায়শগণ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া কোন উচ্চবাচ্য করিল না। হযরত উম্মে কুলছুম (রা) বিধবা ছিলেন। হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) তাঁহাকে বিবাহ করিলেন (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭১)।

সন্ধিচুক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্তরিকতা

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছামাত্র আবূ বাসীর উৎবা ইব্‌ন উসায়দ (রা) কুরায়শের বন্দীখানা হইতে পলায়ন করিয়া মদীনায় আসিয়া হাযির হইলেন। সন্ধির শর্তানুসারে তাঁহাকে মক্কায় ফেরৎ দেওয়ার জন্য কুরায়শগণ বানূ আমের গোত্রের খুনায়স আমেরীকে একজন রাহবারসহ একটি পত্রসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পাঠাইল। কুরায়শ দূত মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহার নিকট হাযির হইলে তিনি আবূ বাসীরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, তুমি সন্ধির শর্ত সবিশেষ অবগত আছ। আমাদের ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতা বৈধ নহে। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং মক্কার সকল মযলুম মুসলমানদের জন্য মুক্তির কোন পথ খুলিয়া দিবেন। তাই এখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া আমরা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি না। তুমি তাহাদের সহিত মক্কায় ফিরিয়া যাও। আবূ বাসীর বলিলেন, আপনি আমাকে দুশমনদের হাতে সোপর্দ করিবেন? তিনি বলিলেন, "যাও, আল্লাহ তোমার ব্যবস্থা করিবেন"।

আবূ বাসীর (রা) তাহাদের সহিত মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা বিশ্রাম ও পানাহার করিতে বসিল। হযরত আবূ বাসীর খোশগল্প করিতে করিতে খুনায়সকে বলিলেন, তোমার তরবারিটি তো বড় সুন্দর! এই প্রশংশায় লোকটির মন গলিয়া গেল। সে গর্বভরে তরবারিটি কোষমুক্ত করিয়া আবূ বাসীরের হাতে দিয়া বলিল, হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আমি ইহা বহু লোকের উপর পরীক্ষা করিয়াছি। সুযোগ বুঝিয়া আবূ বাসীর এইবার মালিকের উপরই উহার পরীক্ষা করিলেন এবং এক আঘাতে খুনায়সকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অপর লোকটি ভীত হইয়া মদীনার দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। লোকটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে মদীনায় হাযির হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর আশ্রয়প্রার্থী হইল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। পিছনে পিছনে উলঙ্গ তরবারি হাতে আবূ বাসীরও পৌঁছিলেন।

আবূ বাসীর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ফেরৎ দিয়া আপনি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমি যদি স্বীয় বাহু বলে তাহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তবে তাহাতে দোষের কি আছে? কারণ ইসলাম হইতে বিচ্যুত হওয়া আমি পসন্দ করি না। আমি জানি, তাহারা আমাকে কোন প্রকারে মক্কায় ফিরাইয়া নিতে পারিলে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করিবে। উপরন্তু আমার ও তাহাদের মধ্যে কোন সন্ধির অঙ্গীকার নাই (কাজেই আমি

যাহা করিয়াছি, তাহা একান্তই আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহাতে আপনার সন্ধির কোন লংঘন হয় নাই)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

ويل لامه مسعر حرب لوكان له رجال.

" তাহার মায়ের সর্বনাশ! কিছু সঙ্গী পাইলে সে তো সমরানল প্রজ্জ্বলনকারী হইবে" (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৪; যুরকানী, ২খ., পৃ. ২০৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনিয়া আবূ বাসীর বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাহাকে পুনরায় কুরায়শদের হাতে সোপর্দ করিবেন। সুতরাং আমার এখন আর এখানে থাকা সমীচীন নহে। তাই তিনি আত্মগোপন করিয়া 'ঈস' নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। এই স্থানটি লোহিত সাগরের উপকূলে সিরিয়ায় যাওয়ার পথে অবস্থিত।

আবূ বাসীরের হাতে নিহত খুনায়স ছিল সুহায়ল ইব্ন আমর-এর বংশীয়। তাই সুহায়ল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই খুনের রক্তপণ (দিয়াত) দাবি করার জন্য কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ানকে প্ররোচিত করিল। কিন্তু আবূ সুফ্য়ান বলিল, "মুহাম্মাদের নিকট এই দাবি করা সংগত নহে। কারণ তিনি তাঁহার অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন। আবূ বাসীর স্ব-উদ্যোগে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে। ইহার জন্য মুহাম্মাদ দায়ী নহেন" (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৬৪)।

মক্কার মযলুম মুসলমানদের নূতন আশ্রয়

মক্কার উৎপীড়িত ও নির্যাতিত মুসলমানগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, হযরত আবূ বাসীর (রা) সমুদ্র উপকূলীয় 'ঈস' এলাকায় একটি নিরাপদ আশ্রয়ে রহিয়াছেন, তখন তাহারা পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ইহার পর হইতে সুযোগ বুঝিয়া মক্কার বহু নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলমান নর-নারী ক্রমান্বয়ে পলায়ন করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লইতে শুরু করিলেন। এইরূপে সেখানে মুসলমানদের একটি বৃহৎ দল গঠিত হইল। হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাখ্যাত হযরত আবূ জান্দাল (রা) কোনভাবে কুরায়শদের বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়া আবূ বাসীরের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইলেন। এভাবে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় সত্তরজন হইয়া গেল। আল্লামা সুহায়লীর বর্ণনামতে, এই সংখ্যা তিন শত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল (যুরকানী, ২খ., পৃ. ২০৩)।

মক্কাবাসী কাফির মুশরিকগণ এই পথেই পণ্যদ্রব্য লইয়া সিরিয়া যাতায়াত করিত। হযরত আবূ বাসীর সাথীদেরকে লইয়া মক্কার বণিকদের উপর আক্রমণ করিতেন এবং মালপত্র কাড়িয়া লইতেন। ক্রমান্বয়ে হযরত আবূ বাসীরের এই দল শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, মক্কাবাসী কোন বণিক কাফেলাই নিরাপদ রহিল না। ফলে কুরায়শদের বাণিজ্য পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৪)।

এখানে লক্ষণীয় যে, মুসলমানগণ যে শর্তটি নিজেদের জন্য সবচাইতে বেশি মারাত্মক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আজ তাহা শত্রুদের জন্য মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। অবশেষে গত্যন্তর

না দেখিয়া কুরায়শগণ দূত পাঠাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রার্থনা করিল যে, সন্ধিপত্রের চতুর্থ নম্বর শর্তটি বাতিল করিয়া দেওয়া হউক। আজ হইতে আমরা আর কাহাকেও মদীনায় আশ্রয় লইতে বাধা দিব না। আর আপনি দয়া করিয়া আবূ বাসীর ও তাঁহার সাথীদেরকে ডাকিয়া মদীনায় লইয়া আসুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং আবূ বাসীর ও তাঁহার সাথীদের মদীনায় চলিয়া আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। হযরত আবূ বাসীর (রা) অসুস্থ ছিলেন। যে মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রটি তাঁহার নিকট পৌঁছিল সেই মুহূর্তেই তিনি ইনতিকাল করেন। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি তাঁহার পত্রটি পড়িতেছিলেন এমতাবস্থায় তাঁহার ইন্তিকাল হয়। নিথর হস্ত হইতে পত্রটি তাঁহার বুকের উপর স্থান পাইল। রাসূলের পত্র বুকে লইয়া তিনি আখিরাতের পথে যাত্রা করিলেন (যুরকানী, ২খ., পৃ. ২০৩)।

হযরত আবূ জান্দাল (রা) তাঁহাকে দাফন করিলেন এবং তাঁহার কবরের পার্শ্বে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর সাথীদেরকে লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩৮৪; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৬৪)।

পরবর্তী কালে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি হইতেই মূলত মুসলমানদের বিজয় ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং ইহার ফলেই ইসলাম আরব উপদ্বীপে দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে। এই সন্ধি মক্কা বিজয়ের দ্বারও খুলিয়া দেয়। ইহার পরিণতিতেই বিশ্বময় ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, তোমরা ইসলামের বিজয় বলিতে মক্কা বিজয়কে বুঝিয়া থাক, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকৃত বিজয় বলিয়া গণ্য করিতাম। হযরত বারাআ ইব্‌ন 'আযিব (রা) বলেন, তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর। হাঁ, নিঃসন্দেহে উহা বিজয়। তবে উহার পূর্বে একটি মহাবিজয় অর্জিত হইয়াছিল, তাহা হইল হুদায়বিয়ার সন্ধি (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৪)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলাফল

১। এই সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিজয়। কারণ এই সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে একজন বিদ্রোহীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দিত না। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহাদের এমন একজন প্রতিপক্ষ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল যাঁহার সহিত সন্ধি করিতে হয়। প্রকারান্তরে ইহা ছিল "ইসলামকে একটি নূতন আবির্ভূত শক্তি" হিসাবে তাহাদের স্বীকৃতি।

২। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আগামীতে মুসলমানদের জন্য কা'বাঘর যিয়ারত, তাওয়াফ ও হজ্জ পালনের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থ হইল ঃ মক্কাবাসীর নিকট ইসলামও একটি দীন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করা। অথচ ইতিপূর্বে তাহারা ইসলামকে দীন হিসাবে স্বীকারই করিত না।

৩। এই সন্ধির একটি ধারায় "দশ বৎসর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে" "যুদ্ধ নহে, শান্তি" প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে মুসলমানগণ মদীনার দক্ষিণ দিক তথা মক্কা ও তৎসংলগ্ন এলাকার সকল শত্রুদের আক্রমণ আশংকা হইতে উদ্বেগমুক্ত হইলেন। শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হইল, যাহার ফলে মুসলমানগণ (দীর্ঘকাল ধরিয়া যেসব যুদ্ধ তাহাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিংড়াইয়া লাইতেছিল) তাহা হইতে স্বস্তির নিঃশ্বাস লইবার সুযোগ পাইলেন। অধিকন্তু এই শান্তি ও স্বস্তিকর পরিবেশে পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগ সহকারে ইসলামের দাওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সর্বোত্তম সুযোগ মিলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্বময় ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করিলেন। পারস্য ও রোমের ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটদেরকে পত্র লিখিয়া ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন।

৪। দীর্ঘকাল ধরিয়া মক্কার কাফির-মুশরিকদের সহিত ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোরতর বিরোধ ও শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। ফলে অবাধ মেলামেশা ও পরস্পর আলোচনা করার সুযোগ হয় নাই বা পরস্পরকে নিকট হইতে জানিবার অবকাশও হয় নাই। এই সন্ধির ফলে উভয় পক্ষের উদারভাবে মেলামেশার সুযোগ ঘটিল। সুতরাং মক্কার মুশরিক ও কাফিরগণ ইসলামের সৌন্দর্য এবং মুসলমানদের বিনম্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার-আচরণ ও চরিত্র মহিমা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা লক্ষ্য করিল যে, নিকৃষ্ট ধাতু যেমন পরশমণির সংস্পর্শে স্বর্ণে পরিণত হয়, তদ্রুপ তাহাদের গোত্রের ও সমাজের সেই লোকগুলিও যেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া সোনার মানুষে পরিণত হইয়াছে। শালীনতা, নম্রতা ও ভদ্রতার উচ্চ শিখরে তাহারা অধিষ্ঠিত। যাহারা ছিল চরিত্রহীন ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত, তাহারা আজ ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া ফেরেশতার ন্যায় অতি পূতঃপবিত্র চরিত্রের এবং জ্ঞান-গরিমার অধিকারী। মক্কাবাসীর অনেকেই ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্যে এবং মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। সন্ধির পর মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক আরব ইসলাম গ্রহণ করিল যাহা বিগত পনর বৎসরেও হয় নাই। ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, "ইহার পূর্বে ইসলামের এত বড় বিজয় আর অর্জিত হয় নাই। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। যুদ্ধবিরতি হইল, লোকজন নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে একজন অপরজনের সহিত মেলামেশার সুযোগ পাইল। ফলে যে কোন রুচিবান, সমঝদার লোক ইসলাম ও মুসলমানদের সান্নিধ্যে আসিয়া ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইল। কেবল দুই বৎসরেই এত লোক ইসলাম গ্রহণ করিল যাহা অতীতের কয়েক গুণ বেশী" (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩২২)।

ইমাম যুহরীর বক্তব্যের সমর্থনে দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে চৌদ্দ শত সাহাবী ছিলেন। আর ইহার দুই বৎসর পর মক্কা বিজয়ের সময় তাঁহার সহিত সফরসঙ্গী হইয়াছিলেন দশ হাজার মুসলমানের এক বিশাল কাফেলা।

কুরায়শদের প্রসিদ্ধ সেনাপতি খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ এবং আমর ইবনুল আস এই সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই বলা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল অন্তর-রাজ্য বিজয়ী এক "মহা বিজয়"।

৫। এত দিন ইসলামী শক্তি কুরায়শদের প্রতিরোধেই নিয়োজিত ছিল। এই সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়শ পক্ষ হইতে শংকামুক্ত হইয়া তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ লাভ করিলেন। ফলে সন্ধি-উত্তর মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজ রাষ্ট্রকে প্রায় দশ গুণ সম্প্রসারিত করিয়া গোটা আরব উপদ্বীপকে অনুগত করিয়া লইয়াছিলেন। আরব হইতে রোমক ও ইরানী প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া তিনি এমন একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করিলেন যাহা তাঁহার পর পনর বৎসরের মধ্যেই গোটা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের তিন মহাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

৬। যে সকল মুসলমান অপারগতা ও অসহায়ত্বের দরুন তখনও মক্কায় থাকিয়া গিয়াছিলেন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার ছিলেন, এই সন্ধির বদৌলতে তাহারাও মুশরিকদের সকল প্রকার যুলুম ও নিপীড়ন হইতে স্বস্তি পাইলেন। আল্লাহ তাআলা অতি সত্বর তাহাদের মুক্তির পথ খুলিয়া দিলেন।

৭। এই সন্ধির মাধ্যমে আরব সমাজে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উন্নত চরিত্রের কতিপয় অপ্রকাশিত দিক প্রকাশ পাইল। যথা ঃ যুদ্ধের প্রতি তাঁহার নিস্পৃহ মানসিকতা, সন্ধি ও শান্তির প্রতি তাঁহার আবেগোদ্দীপ্ত প্রেরণা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রীতি, কা'বা ঘরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অপর দিকে আরবের জনগোষ্ঠী দেখিল, কুরায়শগণ অন্যায় জিদের বশবর্তী হইয়া এই নিরস্ত্র শান্তিকামী হজ্জযাত্রীদলকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিল না, আল্লাহর ঘর যিয়ারত হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিল। ফলে একদিকে কুরায়শদের বিরুদ্ধে সারা আরবের জনমনে ক্ষোভ দানা বাঁধিতে লাগিল। অপরদিকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি এবং রাসূলের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহা ছিল একটি দুর্লভ অর্জন।

৮। এই সন্ধির ফলে মক্কায় কাফির-মুশরিকদের অধীনে থাকা মুসলিম নারীদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল। বহু সংখ্যক নারী নূতনভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরত করিতে শুরু করিলেন। বহু মুসলিম নারী ইসলাম গ্রহণের অপরাধে দীর্ঘদিন যাবৎ তাহাদের স্বামী, পিতা কিংবা ভাইয়ের নির্যাতন ও নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছিলেন। যেহেতু এই সন্ধিতে নারীদের বিরুদ্ধে কোন ধারা সন্নিবেশিত ছিল না, তাই সন্ধির পরপরই মুসলিম নারীগণ মদীনায় আশ্রয়ের সুযোগ পাইয়া গেলেন। কুরায়শগণ প্রথম প্রথম আপত্তি করিলেও যেহেতু সন্ধিতে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বাধা-নিষেধ ছিল না তাই তাহারা তাহাদের দাবি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়।

৯। উল্লেখ্য যে, কুরায়শ ও খায়বারের ইয়াহূদীদের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি ছিল যে, মুহাম্মাদ (স) যদি তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক পক্ষের উপর আক্রমণ করেন, তবে অপর পক্ষ মদীনায় সৈন্য পরিচালনা করিবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) কার্যত

কুরায়শ ও খায়বারের ইয়াহূদীদের প্রত্যেককে অপর পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষে খায়বার আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি হুদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া এক মাসের মধ্যেই খায়বার অবরোধ করিলেন এবং বিজয় লাভ করিলেন।

হুদায়বিয়া হইতে ফিরিবার পথে নাযিলকৃত সূরা আল্-ফাতহে আল্লাহ্ তা'আলা এই খায়বার বিজয়েরও সুসংবাদ প্রদান করেন। ইরশাদ হইল ঃ

فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا. وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"অনন্তর তিনি তাহাদের দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদেরকে দিলেন একটি আসন্ন বিজয় এবং আরও বহু গনীমত যাহা তাহারা হস্তগত করিবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪৮ ঃ ১৮-১৯)।

উক্ত আয়াতে আসন্ন বিজয় দ্বারা সর্বসম্মতভাবে খায়বার বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৭২)।

'উমরাতুল কাযা

হুদায়বিয়ার সন্ধির এক বৎসর পর যুল-কা'দা মাসের চাঁদ উদিত হইলেই রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির শর্তানুসারে সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে লইয়া গত বৎসরের মুলতবী 'উমরাহ্‌র কাযা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করিয়া দিলেন ঃ "যাহারা গত বৎসর হুদায়বিয়ায় গমন করিয়াছিল, এবার তাহাদের প্রত্যেকেই গত বৎসরের মুলতবী 'উমরাহ আদায় করিবার জন্য আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।" তাঁহার এই ঘোষণায় মদীনায় আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। মুসলমানগণ খুশীমনে মক্কায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন মুহাজির। বিগত কয়েক বৎসর হইতে তাহারা মাতৃভূমি মক্কায় যাইতে পারিতেছিলেন না। এবার এই সুযোগে গত বৎসর যাহারা হুদায়বিয়ায় শরীক ছিলেন না এমন অনেকেই 'উমরাহ পালন করিতে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদেরকেও অনুমতি দিলেন। ফলে গত বৎসর যেই চৌদ্দ শত সাহাবী হুদায়বিয়ায় গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা গত এক বৎসর ইন্তিকাল করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত এবং নারী ও শিশু ছাড়াই এবার তাঁহার সফরসঙ্গী হইলেন প্রায় দুই হাজার মুসলমান (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৮৭; যুরকানী, ২খ., পৃ. ২৫৪)। উমরাতুল কাযাকে উমরতুস্-সুল্‌হ এবং উমরাতুল-কিসাসও বলা হয় (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লিখিত ঘোষণা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোন কারণে যদি ইহরাম বাঁধিবার পর 'উমরাহ বা হজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তী বৎসর উহা কাযা

করিতে হইবে। ইহাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৪৬)। রাসূলুল্লাহ (স) এই সফরকালীন মদীনার রাষ্ট্রীয় কার্যাদি দেখাশুনার জন্য তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে হযরত 'উয়ায়ফ ইবনুল আদবাত আদ-দুআলী (عويف بن الاضبط الدئلى)-কে নিযুক্ত করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৭)। কিন্তু শায়খ আবদুল হক দিহলাবী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উমরাতুল-কাযার সফরকালে হযরত আবূ রুহ্ম আল-গিফারী (রা)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২২৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) হিজরী সপ্তম সনের যুল-কা'দা মাসে উমরাতুল কাযার উদ্দেশে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন দুই হাজার সাহাবী, কিছু শিশু ও নারী এবং এক শত অশ্বারোহী। কুরবানীর জন্য ষাটটি, মতান্তরে সত্তর বা আশিটি উট। রাসূলুল্লাহ (স) কাসওয়া নামক উটে আরোহণ করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার উটের রশি ধরিয়া কাফেলার আগে আগে যাইতেছিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন। যুল-হুলায়ফায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স) অবতরণ করিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া যথারীতি ইহরাম বাঁধিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার অনুসরণ করিলেন। লাব্বায়ক, লাব্বায়ক ধ্বনিতে যুল-হুলায়ফার আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে সাহাবীগণের প্রত্যেকে শুধু একখানা তরবারি সঙ্গে লইলেন, তাহাও কোষবদ্ধ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) মক্কাবাসীর সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এইজন্য মাররায্ যাহরানের নিকট আসিয়া তিনি সতর্কতা হিসাবে নিরাপত্তার জন্য দুই শত বীর সাহসী সাহাবীকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রসহ অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাকে অশ্বারোহী দলের এবং বশীর ইব্ন সা'দ (রা)-কে অস্ত্র রক্ষীদলের নেতা নিযুক্ত করিলেন। তবে তাহাদেরকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তাহারা যেন মক্কার হারাফ শরীফে প্রবেশ না করেন এবং মক্কার অদূরে "মাররায্ যাহরান" উপত্যকার ইয়াজাজ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন।

জি'রানা নামক স্থানে এই যুদ্ধরক্ষী দলের সহিত কতিপয় কুরায়শের সাক্ষাৎ হয়। তাহারা মক্কায় গিয়া কুরায়শ সরদারদেরকে বিষয়টি অবহিত করিল। কুরায়শগণ এইরূপ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেল এবং প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মিকরায ইব্ন হাফস্-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন ঃ সন্ধির শর্ত যথাযথ প্রতিপালিত হইবে এবং অস্ত্রশস্ত্র হারামে প্রবেশ করানো হইবে না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ঃ ৬২০)। কাফেলা লাব্বায়ক বলিতে বলিতে মক্কা অভিমুখে চলিতে লাগিল। সাহাবীগণসহ রাসূলুল্লাহ (স) হারাম শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৮৭)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা মহানবী (স)-এর উটের রশি ধরিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে কাফেলার অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকিলেন ঃ

خلوا بنى الكفار عن سـبيله + خـلوا فكل الخير فى رسوله

يا ربانـى مـؤمـن بـقبـله + انـى رايـت الحق بـقـبوله

بـان خـيـر القتل فى سبيله + اليـوم نـضربكم على بتنزيله

ضـربا يزيل الهام عن نصيله + ويـذهـل الخـليـل عن خليله

"হে কাফিরগণ! সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াও। তাঁহার বাণীর উপর আমরা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করি, তাহার শর্তানুসারে যেভাবে যুদ্ধ করি কুরআনের নির্দেশমত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। সরিয়া দাঁড়াও, সব কল্যাণ তাঁহার রাসূলের আনুগত্যে নিহিত। আর বল, আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। আজ যদি মক্কায় অবতরণে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কর, তবে প্রচণ্ড বেগে তরবারির আঘাত করিব। সে আঘাতে মাথার খুলি স্থানচ্যুত হইবে এবং বন্ধু বন্ধুর কথা ভুলিয়া যাইবে" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৩১-৪৩২)।

হযরত উমার (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, হে ইব্ন রাওয়াহা! রাসূলের সামনে আল্লাহর হারামে মক্কায় কবিতা আবৃত্তি করিতেছ ? রাসূলুল্লাহ (স) উমারকে বলিলেন ঃ উমার! তাহাকে আবৃত্তি করিতে দাও। এই কবিতাগুলি কাফিরদের প্রতি তীরের আগাতের চাইতেও তীব্রতর আঘাত (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৩; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., পৃ. ৩৫৩-৫৪)। ইব্ন সা'দের বর্ণনায় আসিয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইব্ন রাওয়াহা! বল ঃ

اللهم لا اله الا الله وحده + نصر عبده واعز جنده

وهزم الاحزاب وحده

"এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনিই তাঁহার বান্দা (রাসূল)-কে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার বাহিনীকে বিজয়ের সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন এবং আরবের সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাজিত করিয়াছেন"।

আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) এই কথাগুলি আবৃত্তি করিলেন, অন্যান্য সাহাবীগণও তাঁহার সুরে সুর মিলাইলেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৪৭)।

কুরায়শদের কতিপয় লোক মুসলমানদের আগমন সংবাদ শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইল। তাহাদের কেহ কেহ বলিতে লাগিল, একদিন আমরা অত্যাচার করিয়া তাহদেরকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি। তাহারা আজ সদলবলে তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে, এই অসহনীয় দৃশ্য আমরা কেমন করিয়া দেখিব ? ইহা তো দস্তরমত আমাদের পরাজয়। লজ্জা, অপমান ও উৎকণ্ঠায় তাহারা তিন দিনের জন্য মক্কা ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। সেমতে কেহ শহরের বাহিরে বিভিন্ন পর্বত চূড়ায় তাঁবু টানাইয়া আশ্রয় লইল। কেহ কেহ বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। আবার অনেকে আবূ কুবায়স ও

কু'আয়কি'আন পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করিল (যুরকানী, ২খ., পৃ. ২৫৫)। অবশিষ্ট কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সঙ্গীদের কর্মকাণ্ড দেখিবার উদ্দেশে দারুন-নাদওয়ার সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল (আসাহহুস্ সিয়ার, পৃ. ২২৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার উত্তর দিক দিয়া হারাম শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন।

হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়া কা'বাগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাহাবীগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কা'বাগৃহ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ

لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لكِ والملك لا شريك لك.

"হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই প্রভু হে! আমি হাযির, সকল স্তুতি ও প্রশংসার যোগ্য তুমিই, সকল দান-অনুদান তোমারই আজ্ঞাধীন। রাজত্ব তোমারই কর্তৃত্বাধীন; তোমার কোন শরীক নাই।"

রাসূলুল্লাহ (স)-এর লাব্বায়ক ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হইল সাহাবীগণের কণ্ঠস্বর। মক্কা নগরী লাব্বায়ক-এর হৃদয়স্পর্শী ধ্বনিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ (স) ও মুহাজির সাহাবীগণ আজ সুদীর্ঘ সাত বৎসর পর জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। তাহাদের কি যে আনন্দ, কত যে আবেগ!

ধীর গতিতে বায়তুল্লাহর পূর্ণ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) কাসওয়া হইতে কা'বার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৪৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৮)। তিনি মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করিয়া দু'আ করিলেন ঃ

اللهم ارحم امرا اراهم اليوم من نفسه قوة.

হে আল্লাহ ! যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখে শক্তি প্রদর্শন করিবে তাহাকে তুমি দয়া কর" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৮)।

অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার প্রস্তুতি লইলেন। মুসলমানগণের বীরত্ব-ভীতি দূর করিবার এবং তাহাদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্যে মুশরিকরা মক্কায় এই কথা প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, মুহাম্মাদ ও তাঁহার সাহাবীগণ মদীনার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই মক্কার কৌতুহলপ্রিয় জনগণ মুসলমানদের এই দুরবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী কু'আয়কি'আন পাহাড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা যে স্থানটিতে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে কা'বা ঘরের ইয়ামানী স্তম্ভ এবং হাজারে আসওয়াদ স্তম্ভদ্বয়ের (ركن اسود-ركن يمانى) মধ্যবর্তী স্থানটুকু দৃষ্টিগোচর হইত না।

রাসূলুল্লাহ (স)-র কুরায়শদের এই অপপ্রচার ও তাহাদের আজকের উদগ্রীব অপেক্ষার বিষয়টি অবিদিত ছিল না। তাই তিনি সাহাবীগণকে বলিলেন ঃ তোমরা তোমাদের ইহ্রামের চাদরগুলিকে ডান হাতের নিচ দিয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর ঝুলাইয়া দাও এবং ডান হাত খোলা রাখিয়া (ইহাকে ইদতিবা বলা হয়) বুক টান করিয়া দুলকি চালে শক্তি প্রদর্শন পূর্বক বীরের ন্যায় কা'বাঘর তাওয়াফ কর (ইহাকে রমল বলা হয়), কিন্তু কা'বা ঘরের যে পার্শ্ব কাফিরগণ দেখিতে পাইতেছিল না, সে পার্শ্বে তিনি সাধারণভাবে চলিয়া তাওয়াফ করিতে নির্দেশ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম তিন চক্করে রমল করিলেন। আর অবশিষ্ট চার চক্করে সাধারণভাবে চলিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার যথাযথ অনুসরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার উটের উপর চড়িয়া তাওয়াফ করিলেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করিলেন (ইহাকে ইস্তিলাম বলা হয়)। তিনি যে ছড়িটি সেদিন ব্যবহার করিয়াছিলেন উহার নাম ছিল মিহ্জান।

কুরায়শগণ কু'আয়কি'আন পাহাড় হইতে নিবিষ্ট মনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুসলমানদের তাওয়াফ দেখিতেছিল। মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য ও সৌন্দর্য দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। ইতোপূর্বে আরবময় যে অপপ্রচার শুনিয়াছিল, তাওয়াফে মুসলমানদের দ্রুতগতি ও শক্তি-সামর্থ্য দেখিয়া তাহাদের সেই ধারণার ও বিভ্রান্তির অপনোদন হইল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সাহাবীগণ মনে করিয়াছিলেন যে, কাফিরদেরকে বীরত্ব প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) এই বৎসর 'উমরার তাওয়াফের প্রথম ৩টি চক্করে রমল করিয়াছেন। ইহা স্থায়ী বিধান নহে। কিন্তু বিদায় হজ্জের সময় তিনি যখন ঐ একই পদ্ধতিতে তাওয়াফ করিলেন, তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, চির দিনের জন্যই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল সুন্নাত। অদ্যাবধি হাজ্জীগণ তাওয়াফের মধ্যে এই সুন্নাত যথারীতি পালন করিয়া থাকেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৮; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২২৪)।

সাত চক্কর তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে লইয়া সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাত চক্কর সা'ঈ করিলেন। সা'ঈ অর্থ দৌড়ানো। তৎপর মারওয়া পাহাড়ের নিকটে কুরবানী করিলেন এবং বলিলেন, এইগুলি সবই কুরবানীর স্থান (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২২৪)।

কুরবানী করার পর রাসূলুল্লাহ (স) মাথা মুণ্ডন করিয়া ইহ্রামমুক্ত হইলেন, সাহাবীগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। 'উমরার কার্যাদি সমাধা করার পর তিনি একদল সাহাবীকে ইয়াজুজ উপত্যকায় পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, তোমরা যুদ্ধাস্ত্র পাহারা দিও। আর সেখানে যাহারা আছে তাহাদেরকে পাঠাইয়া দিও যাহাতে তাহারা 'উমরাহ্ পালন করিতে পারে।

এইভাবে মহানবী (স)-এর প্রথম দিন অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিন তিনি কা'বাঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং যুহর পর্যন্ত ভিতরেই ইবাদতে মশগুল রহিলেন। যুহরের সময়

হইলে তিনি বিলালকে বলিলেন, কাবা ঘরের ছাদে উঠিয়া উচ্চস্বরে আযান দাও। বিলাল আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে সাথে লইয়া জামাআতে যুহরের নামায আদায় করিলেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ৮৮)।

সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলমানগণ তিনদিন মক্কায় স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার সুযোগ পাইলেন। বিশেষত মুহাজিরগণ দীর্ঘ সাত বৎসর পর নিজ ভিটা ও বাড়ি-ঘর দেখার সুযোগ পাইলেন। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর লইলেন। কেহ তাঁহাদেরকে কোনরূপ বাধা দেয় নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৮)।

মায়মূনা (রা)-এর সাথ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী হযরত উম্মুল ফাদ্‌ল তাঁহার বোন হযরত মায়মূনার অভিভাবিকা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ছিলেন হারিছের কন্যা। বিখ্যাত বীর খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ-এর মা ছিলেন ইহাদের সহোদরা। হযরত মায়মূনা (রা)-এর বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর। হযরত উম্মুল ফাদল তাঁহার বোনকে উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করার দায়িত্বভার ন্যস্ত করিলেন তাঁহার স্বামী হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর।

উমরাতুল-কাযার সময় মুসলমানদের চালচলন দেখিয়া হযরত মায়মূনা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং মনে মনে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে হযরত মায়মূনার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা অবহিত করিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করিলেন। তিনি চাচা আব্বাসের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। চার শত দিরহামের মহরের বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন হইল। মহর স্বয়ং হযরত আব্বাস (রা) পরিশোধ করিলেন। কোন কোন বর্ণনানুসারে বিবাহের প্রস্তাব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হযরত জাফর-এর মাধ্যমে পাঠাইয়াছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিবাহ পড়াইয়া দেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬১৯)।

এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, হযরত মায়মূনা (রা)-র সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বিবাহ 'উমরাহ সমাপ্ত করিয়া ইহরামমুক্ত হওয়ার পর না ইহরাম অবস্থায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল? সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর একাধিক বর্ণনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বিবাহ ইহরাম অবস্থায়, পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় ইহরাম হইতে হালাল হওয়ার পর সম্পন্ন হইয়াছিল। হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী বুখারীর বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৩৮৫)।

সন্ধির শর্তাযায়ী তিন দিন পূর্ণ হইল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত মায়মূনা (রা)-এর ওয়ালীমা (বিবাহোত্তর বিবাহভোজ) করার জন্য কুরায়শদের নিকট আরও কিছু সময় থাকার অনুমতি চাওয়ার মনস্থ করিলেন। কুরায়শদের পক্ষ হইতে সুহায়ল ইব্‌ন আমর ও হুওয়ায়তিব্‌ ইব্‌ন

আবদুল উয্যা আসিয়া হযরত আলী (রা)-কে বলিল, তিন দিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনি মুহাম্মাদকে বলুন, তিনি যেন মক্কা হইতে সঙ্গী-সাথীসহ চলিয়া যান। অপর রিওয়ায়াতে আসিয়াছে, মহানবী (স) আনসারদের সাথে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় কুরায়শ প্রতিনিধিদ্বয় আসিয়া বলিল, তিন দিন পূর্ণ হইয়া যাইতেছে; আপনি যথাসময়ে আমাদের ভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বলিলেন, তুমি অসত্য বলিয়াছ। ভূমি তোমার নহে, তোমার পূর্বপুরুষদেরও নহে। ভূমি হইল আল্লাহ্র, আমরা যাইব না। তাঁহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) হাসিয়া বলিলেন, সা'দ! তুমি আমার গোত্রের লোকজনকে কষ্ট দিও না (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৭২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬২০)।

তৎপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি মায়মূনার ওয়ালীমা করার ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি আপনারাও তাহাতে যোগদান করিবেন। এইজন্য কিছু সময় চাহিতেছি। তাহারা অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, আপনি সময়মত শহর হইতে বাহির হইয়া যান। আমরা আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬২০; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৪৮)।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কুরায়শদের মক্কা ত্যাগের দাবির ব্যাপারে আর কোন প্রকার আপত্তি করিলেন না। তিনি হযরত আবূ রাফে' (রা)-র মাধ্যমে সাহাবীগণকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিলেন। যেরূপ শান-শওকতের সহিত তিনি সহাবীগণকে লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনুরূপভাবেই মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দুই হাজার সাহাবী দল বাঁধিয়া আগাইয়া চলিলেন। মহানবী (স) হযরত মায়মূনা (রা)-কে সন্ধ্যার পর কাফেলায় লইয়া আসিবার জন্য স্বীয় দাস হযরত আবূ রাফে' (রা)-কে প্রেরণ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত সারিফ (سرف) নামক স্থানে পৌছিয়া কাফেলা বিশ্রামের জন্য তাঁবু গাড়িল। হযরত আবূ রাফে এখানে হযরত মায়মূনা (রা) লইয়া আসিলেন। এখানেই মায়মূনার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রথম রাত্রিযাপন হইল। উল্লেখ্য যে, হযরত মায়মূনা (রা) ছিলেন তাঁহার সর্বশেষ স্ত্রী। তিনি মহানবী (স) ইন্তিকালের পর পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। আল্লাহর অপার মহিমা! যে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাহার প্রথম রজনী যাপিত হইয়াছিল, হিজরী ৬৩ সালে, মতান্তরে ৬০ সালে ঠিক সেই স্থানেই তাঁহার ইন্তিকাল হয় এবং সেখানেই তাঁহার কবর বিদ্যমান (যাদুল মাআদ, ১খ., পৃ. ১৭২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬২৪)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা) মদীনায় আসিবার সময় তাঁহার সহিত তাহার দুই বোনকেও লইয়া আসেন। তাঁহাদের একজনের নাম হযরত সালমা (রা)। তিনি ছিলেন সয়্যেদুশ

শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর বিধবা স্ত্রী। অপরজন হযরত আম্মারাহ (রা); তখনও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) 'উমরাহর দীর্ঘ সফর শেষ করিয়া যিলহজ্জ মাসে মদীনায় ফিরিয়া আসেন।

হামযা (রা)-এর কন্যা উমামার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কা হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নিলেন তখন হযরত হামযা (রা)-এর শিশু মেয়ে 'উমামা' চাচাজান, চাচাজান বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইল। হযরত আলী (রা) তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া হযরত ফাতিমা (রা)-কে দিলেন এবং বলিলেন, দেখ, এই আমার চাচার মেয়ে। সর্বপ্রথম সে আমার ক্রোড়ে আসিয়াছে। কাজেই আমরা তাহাকে লালন-পালন করিব। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর ভ্রাতা হযরত জা'ফার ইব্ন আবু তালিব (রা) বলিলেন, উমামা আমার চাচার মেয়ে। উপরন্তু তাহার খালা আমার স্ত্রী। সুতরাং আমিই তাহার লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিব। এদিকে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) বলিলেন, দেখুন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে হযরত হামযার সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য উমামা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, আমিই তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিব। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হইয়া গেল। মহানবী (স) সর্বদিক বিবেচনা করিয়া হযরত জা'ফরের স্ত্রী হযরত আসমার অনুকূলে রায় প্রদান করিলেন। যেহেতু মেয়ের খালা জা'ফরের ঘরে এবং খালা মাতৃতুল্য বিধায় সে সেখানে বেশী আদর পাইবে। উপরন্তু সে মেয়ে হওয়ার কারণে তাহার খালার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৬২০)।

উমামার লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণের দাবি করিয়াছিল তিনজন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) সর্বদিক বিবেচনা করিয়া ফয়সালা করিয়াছেন চতুর্থ একজনের অনুকূলে। তাই আকাংখা বঞ্চিত হইয়া তাহারা মনক্ষুণ্ন হইতে পারেন এই ভাবিয়া রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আলী! জামাতা ও চাচাত ভাই হওয়ার কারণে তুমি আমার এবং আমি তোমার। হযরত জা'ফর (র)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ঃ হে জা'ফর! চারিত্রিক ও দৈহিক আকৃতিতে তুমি আমার সদৃশ। হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন ঃ হে যায়দ! তুমি আমার (ধর্মীয়) ভাই ও বন্ধু (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ১৫২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ৬২৬)।

উক্ত ঘটনায় হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) ভ্রাতৃত্বের দাবি করিয়াছেন। তাহা ছিল এই যে, মহানবী (স) হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়িয়া দিয়াছিলেন। তবে এই ভ্রাতৃত্ব কেবল মুহাজিরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিজরতের পর মদীনায় তিনি পুনরায় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুহাজির ও আসনারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩১)।

উল্লেখিত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রভাবে মুসলিম মন-মস্তিষ্কে কত বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছিল। এত দিন যাহারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিত, কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে নিজেদের ও বংশের জন্য কলংকজনক মনে করিত, কন্যার পিতা হওয়াকে লজ্জার বিষয় বলিয়া গণ্য করিত, আজ ইসলামের শিক্ষার প্রভাবে তাহারাই একটি কন্যা সন্তানের লালন-পালনের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পর্যন্ত করিতেছেন।

মক্কায় উমরাতুল কাযার প্রভাব

মুসলমানদের প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাহারা জামাআতবদ্ধ হইয়া নামায আদায় করিতেছিলেন। এই নামাযের মাধ্যমে তাহাদের সকল গর্ব-অহমিকা দূর হইয়া যাইতেছিল। তাহাদের স্বাস্থ্যবানগণ দুর্বলদের সহায়তা করিতেছিলেন। বিত্তবানগণ বিত্তহীনদের সাহায্য করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) একজন দয়ালু পিতার মত তাহাদের মধ্যে চলাফেরা করিতেছিলেন। কাহারও সাথে স্মিত হাস্যে কথা বলিতে ছিলেন, আবার কাহারও সাথে কৌতুক করিতেছিলেন। তবে সে কৌতুকও ছিল অর্থপূর্ণ।

কুরায়শগণ পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া ও বসিয়া এক মনে এক দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সাথে এ দৃশ্যগুলি দেখিতেছিল। সত্যিই ইহা ছিল ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্য। তাহারা দেখিতেছিল, মুসলমানগণ মদ পান করেন না। কোন অবৈধ বস্তুই তাহারা স্পর্শ করেন না। কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদে তাহারা লিপ্ত হন না। তাহারা আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ অমান্য করেন না, বরং তাহা পালনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এই দৃশ্য কুরায়শদের অন্তরে কী পরিমাণ রেখাপাত করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। উমরাতুল-কাযা পালনের পরবর্তী ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ বহন করে।

খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ ছিলেন কুরায়শদের শ্রেষ্ঠতম বীর। উহুদ প্রান্তরে তিনিই যুদ্ধের গতি পাল্টাইয়া দিয়াছিলেন কুরায়শদের অনুকূলে। উমরাতুল-কাযার কিছু দিন পর তিনি কুরায়শদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়া বলিলেন, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট একথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মুহাম্মাদ (স) কবি কিংবা যাদুকর নহেন। তাঁহার বাণী বিশ্ব-প্রতিপালকেরই ওহী। তাঁহাকে অনুসরণ করা প্রত্যেক লোকের একান্ত কর্তব্য। সমাবেশের লোকজন তাঁহার বক্তব্যে আপত্তি জানাইল। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, তোমাদের আপত্তিই হইল অজ্ঞতা-প্রসূত। এখন আমার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। হযরত খালিদের পর বহু সংখ্যক কুরায়শ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এসবই ছিল উমরাতুল-কাযা পালনের সময় রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানগণকে অতি নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করার ও জানার প্রভাব ও সুফল।

স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল

হুদায়বিয়ার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স) স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে মক্কায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিয়াছেন,

উমরাহ্ সম্পাদন করিয়া মাথা মুণ্ডন করিয়াছেন এবং বায়তুল্লাহর চাবি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। নবীগণের স্বপ্নও এক প্রকার ওহী। আর ওহী ধ্রুব সত্য, উহার বাস্তবতা অনিবার্য। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বৎসর উমরাতুল-কাযার মাধ্যমে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইল। তিনি দুই হাজারেরও অধিক সঙ্গী লইয়া মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিলেন, উমরাহ্ করিলেন এবং মাথা মুণ্ডন করিলেন। ইহার এক বৎসর পর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি তাঁহার হস্তগত হইল। এই সময় তিনি সাহাবায়ে কিরামকে, বিশেষত হযরত উমার (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই কথাই আমি তোমাদেরকে বলিয়াছিলাম। হযরত উমার (রা) বলিলেন, নিঃসন্দেহে কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নহে। রাসূলুল্লাহ (স) উমরাতুল-কাযা আদায় করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে, তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে, আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যাহা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়" (৪৮ ঃ ২৭; সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন, সূরা আল-ফাতহ্, পৃ. ১২৬৫)।

হুদায়বিয়ার শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি পদক্ষেপ মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শ ও জীবন চলার পথের দিশা। ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি ও উমরাতুল-কাযার ঘটনায়ও উম্মতের জন্য রহিয়াছে অসংখ্য হিদায়াত ও শিক্ষা। নিম্নে হুদায়বিয়ার শিক্ষা সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হইল ঃ

১। মুসলমানদের খলীফা যদি লক্ষ্য করেন যে, কাফিরদের সহিত শান্তিচুক্তিতে উপনীত হইলে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ হইবে, তবে এই জাতীয় সন্ধিচুক্তি করা ইসলামে বৈধ ও অনুমোদিত। ইহাও জিহাদের সমতুল্য গণ্য হইবে। কারণ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল কাফিরদের অনিষ্ট হইতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা; সন্ধির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। পবিত্র কুরআনে এই প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"তাহারা যদি সন্ধির প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ" (৮ ঃ ৬১)।

২। পক্ষান্তরে সন্ধি করার মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ না থাকিলে এই জাতীয় সন্ধি করা ইসলামে অনুমোদিত নহে। কারণ, এই জাতীয় সন্ধি প্রকারান্তরে ইসলাম ও মুসলমানগণকে শত্রুদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা, এমনকি জিহাদের বিধানকে অকার্যকর করিয়া দেওয়া। পবিত্র কুরআনে এই সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

فَلاَ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ.

"সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না। তোমরাই প্রবল বিজয়ী। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না" (৪৭ ঃ ৩৫)।

৩। প্রয়োজন হইলে কাফিরদের সহিত কোন প্রকার বিনিময় ছাড়াও সন্ধি করা যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল এই প্রকারের।

৪। মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে কোন মেয়াদী চুক্তি হইলে তাহা লিখিয়া রাখা উচিৎ। কেননা এই চুক্তি যেহেতু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে, তাই লিখিত না থাকিলে ভুল বুঝাবুঝির অথবা বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা থাকিয়া যায়।

৫। উভয় পক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকার জন্য চুক্তিপত্রের অন্তত দুইটি কপি হওয়া চাই।

৬। চুক্তি-পত্রে উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর ও সীলমোহর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭। চুক্তি-পত্রে উভয় পক্ষের শীর্ষ নেতৃদ্বয়ের স্বাক্ষর ছাড়াও উভয় পক্ষ হইতে কিছু সাক্ষী রাখিতে হইবে।

৮। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত চুক্তির কোন ধারা বা শর্ত ভঙ্গ করা অন্যায়। সন্ধির প্রতিটি ধারা ও শর্ত বাস্তবায়নে ও সংরক্ষণে আন্তরিক হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ (স) এই কারণে আবূ জান্দাল ও আবূ বাসীর (রা)-কে ফেরৎ দিয়াছিলেন।

৯। এক এলাকার সহিত সন্ধি চুক্তি হইলে তাহা কেবল সেই এলাকার জন্যই কার্যকর হইবে। অপর এলাকর উপর তাহা কার্যকর হইবে না। এই কারণে যে সকল মুসলমান মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া মদীনায় আশ্রয় লইবে, তাহাদেরকে কেবল মক্কাবাসীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) চুক্তিবদ্ধ হন। সুতরাং কোন মুসলমান মক্কা হইতে মদীনায় না আসিয়া অন্য কোথাও আশ্রয় লইলে তাহা চুক্তির পরিপন্থী নয়। যেমন আবূ বাসীর (রা)-এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক মক্কাবাসী মুসলমান ঈস নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

১০। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বাসীর (রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুসলমান ঈস অঞ্চলে অবস্থান করিয়া সন্ধিকালীন মেয়াদের মধ্যে কুরায়শ কাফেলার উপর যে হামলা করিতেছিলেন তাহাও সন্ধি ভঙ্গের মধ্যে গণ্য নহে। কারণ ঈস মদীনার সীমান্ত বহির্ভূত এলাকা।

১১। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে তাঁহার মুণ্ডিত চুল মুবারক কাড়াকাড়ি করিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন এবং তাহা নিজেদের সংরক্ষণে রাখিয়াছিলেন।

১৩। রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধি চুক্তির পর সকলকে কুরবানী করিয়া ইহ্রামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু চরম মর্মপীড়া ও মানসিক যাতনার দরুণ তাঁহারা সকলেই ছিলেন নির্বাক, হতবিহ্বল। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের এই পরিস্থিতি দেখিয়া মনক্ষুণ্ন হন।তখন হযরত উম্মে সালামা (রা) তাঁহাকে পরামর্শ দান করেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে মহিলাদের পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। তবে শর্ত হইল, তাঁহারা যেন বুদ্ধিমতী, আল্লাহভীরু ও বিশ্বাসভাজন হন।

১৪। সুহায়ল ইব্ন আমরের উপর্যুপরি আপত্তির কারণে রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর স্থলে বি-ইসমিকাল্লাহুম্মা লিখিতে এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ-এর স্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ লিখিতে সম্মত হন যদিও বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ লিখাই শ্রেয় ও উত্তম ছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, দীনের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের খাতিরে সাধারণ শ্রেয় ও উত্তম বিষয় লইয়া জিদ করা অনুচিৎ।

১৫। ইসলাম গ্রহণের পরও বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিশেষ কথা বা কাজের উপর বায়'আত করা যাইতে পারে।

১৬। হযরত উছমান (রা)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁহার নামে বায়আত গ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, গায়েবানা বায়'আত বৈধ ও অনুমোদিত।

১৭। হযরত সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা)-র তিনবার বায়'আত গ্রহণ এবং হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর দুইবার বায়'আত গ্রহণ হইতে বুঝা যায় যে, বায়আত নবায়ন ও বারবার বায়'আত গ্রহণ বৈধ ও অনুমোদিত।

১৮। বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রকাশ প্রমাণ করে যে, তাঁহারা নিষ্ঠাবান ঈমানদার ছিলেন। এই গুণ তাঁহাদের আমৃত্যু বহাল ছিল। অতএব কতিপয় প্রখ্যাত সাহাবী প্রাণ রক্ষার্থে গোপন কৌশল (তাকিয়া) অবলম্বনকারী ছিলেন, শীআদের এই কল্পিত ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রষ্টতাপ্রসূত।

১৯। বায়আতে রিদওয়ান ছিল জিহাদের উপর। কুরআনের ৬৬ ঃ ১২ আয়াতে দেখা যায় যে, ঈমান, তাক্ওয়া এবং বিশেষ আমলের উপর বায়আত গ্রহণের কথা আসিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়আত কয়েক প্রকারের ছিল। এক প্রকার হইল, তিনি খলীফাতুল্লাহ হিসাবে জিহাদের বায়আত করাইতেন। আরেক প্রকার হইল যে, তিনি নৈতিক সংশোধনকারী হিসাবে তাযকিয়া ও ইহসানের উপরও বায়আত করাইতেন। সুতরাং

তাসাওউফের তরীকায় মাশায়েখগণ যেই বায়আত করাইয়া থাকেন, তাহা শুধু শরীআত অনুমোদিতই নহে, বরং সুন্নতও বটে।

২০। রণাঙ্গণে শত্রুর হামলার আশংকা প্রবল হইলে সালাতুল খাওফ-এর অনুমতি রহিয়াছে।

২১। উমরাতুল-কাযার বৎসর মহানবী (স)-এর ঘোষণা ঃ যাহারা গত বৎসর হুদায়বিয়ায় গমন করিয়াছিল, এবার তাহাদের প্রত্যেককে উমরাহ্ আদায় করার জন্য যাইতে হইবে। ইহার দ্বারা প্রামণিত হয় যে, ইহরাম বাঁধার পর উমরাহ্ করিতে সক্ষম না হইলে পরে তাহা কাযা করিতে হইবে।

২২। হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা উমামা-এর লালন-পালন সম্বন্ধে সাহাবীদের প্রতিযোগিতা ও মহানবী (স)-এর ফয়সালা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মাতার অবর্তমানে শিশুদের লালন-পালন সম্পর্কে খালার দাবিই অগ্রগণ্য।

২৩। উক্ত ঘটনা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ন্যায়বিচার করিয়া যাহার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়, বিচারকের তাহাকে প্রবোধ ও সান্তনা দেওয়া সুন্নত।

২৪। হযরত মায়মূনা (রা)-এর বিবাহের ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ-শাদী বৈধ, তবে নির্জনবাস বৈধ নহে।

২৫। বরের পক্ষ হইতে অন্য কেহ মহর আদায় করিলে তাহা আদায় হইয়া যাইবে।

২৬। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি প্রমাণ করে যে, কাব্যচর্চা নিন্দনীয় নহে, বরং প্রশংসনীয়। তবে শর্ত হইল তাহা অশ্লীলতা ও মিথ্যা মুক্ত হইতে হইবে।

২৭। হুদায়বিয়ার কিছু ভূখণ্ড ছিল হারাম শরীফের বাহিরে, যাহাকে হিল্ল (حل) বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের সময় হইলে হিল্ল হইতে হারামে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িতেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি হারামের এলাকার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে তাহার জন্য হারামে নামায আদায় করা উত্তম ও মুস্তাহাব (দ্র. সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৬৬-৩৭৫; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৪খ., পৃ. ১৬৫, সূরা ফাত্হ-এর তাফসীর)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ২ ঃ ১১৪, ১৯১, ১৯৪, ১৯৬; ৯ ঃ ১-৩, ৪৮ ঃ ১-৯, ১০-১৮, ২২-২৭; (২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬, ২খ., সংস্করণ, ৪খ., পৃ. ১৬৪-১৮৪, ১খ., পৃ. ১৩৬-১৩৭, ১৯৮-২০৬, (৩) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, মাকতাবা-ই মুস্তাফাবিয়্যা, দেওবন্দ, ৮খ., পৃ. ৫২-৮৫; (৪)মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, এম. বশীর হাসান এডিশন, কলিকাতা, ২খ., পৃ. ৫৯৭-৬০১, ৬১০; (৫) মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, মাকতাবা রহীমিয়া, দিল্লী, ১৩৭৬ হি., ২খ., পৃ. ১০৪-১০৬, ১১৬; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মাকতাবাতুত-তাওফকিয়্যা, মিসর, তা. বি.,

৩খ., পৃ. ২০৯-২২৪; (৭) ইবনুল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মাআদ; মিসর, মাতবা মুস্তাফাল বাবিল হালাবী, ১৯৫০ খৃ. ১খ., পৃ. ১৫০-১৫২; পৃ. ৩৮০-৩৮৪; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-মা'রিফাহ, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ., ৪খ., পৃ. ৫৫২-৫৬৬, ৬১৬-৬২৬; (৯) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, আলামুল-কুতুব, বৈরূত ১৯৮৪ খৃ., ২খ., পৃ. ৫৭১-৬৩৩, ৭৩১-৭৪০; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৬৯-৭৬; (১১) বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, মাতবা দারুল-মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৫৯ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৪৯-৩৫২; (১২) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুত তাবারী, দারুল-মা'আরিফ, মিসর, ১৯৬৭ খৃ., ২খ., পৃ. ৬২০-৬৪৪; (১৩) সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, মাতবাআ জামালিয়া, মিসর, ১৯১৪ খৃ., ৬খ., পৃ. ৪৫২-৪৫৮; (১৪) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল-মুস্তাফা, মাতবাআতু সাআদা, মিসর, ১৯৬৬ খৃ., ২খ., পৃ. ৬৯৭-৬৯৯; (১৫) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ, মাকতাবা-ই থানভী, তা. বি., পৃ. ১৬৬-১৮৩, ২৬৬-২৩২; (১৬) সফীউর রাহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৭৮-৩৮৬; (১৭) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, আশরাফ বুক ডিপো, দিল্লী, ২খ., পৃ. ৩৪৯-৩৭৫, ৪৪৫-৪৪৮; (১৮) ইব্ন হায্ম, জাওয়ামিউস সীরাহ, পৃ. ২০৭-৯১১; (১৯) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১১৩; (২০) ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, শিরো. হুদায়বিয়্যা; (২১) ইব্ন জারীর, তাফসীর, ২খ., পৃ. ৬১; (২২) আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩খ., পৃ. ১৩৯; (২৩) শাব্বীর আহমাদ উছমানী, ফাওয়াইদে উছমানী, দারুত-তাসনীফ, করাচী, পৃ. ৩৭, ২২, ২৩৪, ২৪২, ৬৬৭, ৬৬৫, ৬৬৩; (২৪) আলূসী, তাফসীর রূহুল মাআনী, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ., ১৪খ., পৃ. ১২৬-১৯৭; (২৫) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ (স), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, পৃ. ২৫২-২৬১।

মাসউদুল করীম

গাযওয়া খায়বার

খায়বার পরিচিতি ঃ খেজুরবৃক্ষ বহুল একটি জনপদ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতা দুই হাজার আট শত ফুট এবং মদীনা হইতে এক শত চুরাশি কি. মি. (আনু. এক শত পঁচিশ মাইল) উত্তরে, স্থলপথ দিয়া আগমনকারী হাজ্জীদের প্রধান যাতায়াত পথে অবস্থিত। মহানবী (স)-এর যুগে হাজ্জীগণ উহুদ পাহাড়ের পশ্চিম অর্থাৎ আল-গাবা হইয়া হজ্জে গমন করিতে· অধুনা নব নির্মিত বিমান বন্দরে যাইতে উহার পূর্ব পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। মদীনা হইতে খায়বারের পথে সালসাল জনপদটি অবস্থিত, মদীনা হইতে যাহার দূরত্ব এক শত আটাশ কি. মি.। এই জনপদ বেশ সবুজ-শ্যামল। স্থানীয় অধিবাসীদের বর্ণনামতে এই জনপদের অর্ধাংশের পানি লবণাক্ত এবং অপর অর্ধাংশের পানি সুপেয়-সুমিষ্ট। সম্ভবত এই জনপদই ফাদাক নামে অভিহিত।

খায়বার একটি প্রস্তরময় অঞ্চল। মদীনা হইতে খায়বার গমন পথে ১৫/২০ কি. মি. দূরত্বে শুভ্র ও আবাদযোগ্য ভূখণ্ড রহিয়াছে যাহা ১০/১২ কি. মি. প্রশস্ত, অথচ উহা পতিত জমি হিসাবে পরিত্যক্ত ছিল। উহার পর পুনরায় প্রস্তরময় অঞ্চল আরম্ভ হয়। এই অঞ্চলের ডান পার্শ্বে কয়েক মাইল জুড়িয়া প্রাচীন ইয়াহূদী জনপদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এই স্থানে কতকগুলি পাকা জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে পানি শুকাইয়া যাইবার পর জলাশয়গুলির তলায় অনেক দূর পর্যন্ত মাটির পাতলা স্তর দেখা যায়। মার্কিন প্রকৌশলী Twitchell সাউদী আরবের কৃষি জরীপের রিপোর্টে এই স্থানে সাদ্দুল হাসীদ এবং আরও পাঁচটি জলাধারের উল্লেখ করিয়াছেন।

খায়বার যুদ্ধে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ (স) "সাদ্দুস সাহাবা" নামক একটি জলাশয়ের নিকট যাত্রাবিরতি করিয়াছিলেন। এই জলাশয়ও সম্ভবত ঐ স্থানের কোথায়ও অবস্থিত ছিল। এই স্থানের পর একটি বিস্তীর্ণ নিম্ন উপত্যকা রহিয়াছে যাহাতে খায়বার শহর অবস্থিত। শহরটি খেজুর বাগান দ্বারা এতই আবৃত যে, কোনও উচ্চ স্থান হইতে উহার ঘরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এই শহরের "আল-কাতীবা" মহল্লায় চল্লিশ হাজার খেজুরগাছ ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানে শহরের দক্ষিণে একটি উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে কয়েক মাইল বিস্তৃত একটি ঘন খেজুর বাগান আছে। খায়বার শহরে বর্তমানে (১৯৬৪ খৃ.) 'উনায়যা গোত্রের আরবগণ বাস করে। কথিত আছে যে, খায়বারের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইলেও খেজুর ফসল উত্তোলনের সময় উহার অস্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ হাজারে বৃদ্ধি পায়। খায়বার শহরে কয়েকটি উচ্চ টিলা ও পাহাড়

রহিয়াছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫৭৮)। খায়বার মদীনা হইতে সিরিয়া অভিমুখে আট "বারীদ" (৯৬ মাইল) দূরবর্তী একটি জনপদ (আল-হামাবীল, মু'জামুল বুলদান, ২খ., ৪০৯; আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৭খ., পৃ. ৫০৮)।

ইয়াহূদীদের ভাষায় 'খায়বার" শব্দের অর্থ দুর্গ। খায়বার যেহেতু কতিপয় দুর্গের সমষ্টি তাই উহাকে খায়াবির ও (বহুবচন হিসাবে) বলা হয় (মু'জামুল বুলদান, ২খ., পৃ. ৪০৯; মারাসিদুল ইত্তিলা', ১খ., পৃ. ৪৯৪)।

আহমাদ আলী সাহারানপুরী আল-হালাবীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, আমালিক গোত্রের খায়বার নামক এক ব্যক্তি এই শহরে বসবাস করিত। তাহারই নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়। তাহার আর এক ভাই ইয়াছরিব মদীনায় বসবাস করিত। তাহার নামানুসারে মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াছরিব (বুখারী, কলিকাতা, ২খ., পৃ. ৬০৩, পার্শ্বটীকা নং ৫)। ঐতিহাসিক আল-বাকরী সাহ্ল ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাতিব-এর সূত্রে এবং ইয়াকূত আয-যাজ্জাজীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খায়বার শহরটির নামকরণ হইয়াছে উহার প্রতিষ্ঠাতা খায়বার ইব্ন কানিয়া ইব্ন মাহ্লাঈল-এর নামানুসারে (দাইরা মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, লাহোর, ৯খ., পৃ. ৬৭)।

প্রাচীন ইতিহাস

ব্যাবিলনের সর্বশেষ কালদীয় সম্রাট নাবূ না'ইদ [নাবূনীদ] (খৃ. পূ. ৫৫৬ অথবা ৫৩৯)-এর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে খায়বারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শিলালিপি হাররান-এর বিধ্বস্ত জামে' মসজিদের মেঝেতে স্থাপিত একটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ (দ্র. মিউনিখের বিশ্ব প্রাচ্যবিদ পরিষদ-এর প্রকাশিত কার্যবিবরণী, ১৩২)। উহাতে লেখা আছে যে, সম্রাট নাবূ না'ইদ যখন তায়মা নামক স্থানে তাহার উপ-রাজধানী স্থাপন করেন তখন তিনি খায়বার, ফাদাক প্রভৃতি স্থান হইয়া ইয়াছরিব (মদীনা) পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

হাররানের নিকট অবস্থিত লাজা নামক স্থানে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে আবজাদের হিসাব অনুযায়ী (সংখ্যা ভিত্তিক কৌশলসহ) আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ রহিয়াছেঃ "আমি অর্থাৎ শারাহীল ইব্ন তালামূ যাল-মারতূল শহরটি ৪৬৩ সনে খায়বারের ধ্বংসের এক বৎসর পর নির্মাণ করিলাম"। E. Littmann (R. S. O., ১৯১১ এবং ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৯৩)-এর বর্ণনা অনুসারে উক্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত ৪৬৩ সন দ্বারা ৫৬৮ খৃ. বুঝিতে হইবে।

ইব্ন কুতায়বার বর্ণনা অনুসারে (দ্র. কিতাবুল-মা'আরিফ, পৃ. ৩১৩) গাসসান গোত্রীয় শাসনকর্তা হারিছ ইব্ন আবী শামির জাবালা (৫২৮-৫৭০) উক্ত অঞ্চলের দিকে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।খায়বারের অধিবাসিগণ সম্ভবত ইরানীদের ও হীরার শাসনকর্তাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। ফলে বায়যান্টাইন সম্রাট সামন্ত গাসসানী শাসনকর্তাকে এইদিকে অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন খায়বার অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে ষাট বৎসর পর যখন রাসূলুল্লাহ (স) তথায় পদার্পণ করেন, তখন সেখানে শুধু

ইয়াহূদীরাই বসবাস করিত। উহাদিগের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে মক্কাবাসীরা তাহাদিগকে বিবাহ উপলক্ষে খায়বার হইতে ডেগ ও অংলকারাদি ভাড়া করিত। এক অনুষ্ঠানে কোন মক্কাবাসী ভাড়াতে যে অংলকার আনিয়াছিল তাহা হারাইয়া গেলে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল (দ্র. তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ১/২খ., পৃ. ৮১; শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ১খ., পৃ. ১৮৬)।

খুব সম্ভব বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে আরব পৌত্তলিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের রেওয়াজ ছিল এবং ইয়াহূদী রমণীরা নির্দ্বিধায় আরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিত (দ্র. ইব্‌ন হাবীব, আল-মুনাম্মাক, লাখনৌ, পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩২৫)। খায়বারে বিপুল পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হইত। জাহিলী যুগে এই স্থানে জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-কায্‌বীনী, আল-আছার, ২খ., পৃ. ৬০, ৬১; ইব্‌ন কুতায়বা, আল-আনওয়া, পৃ. ৩০-৩১; দামাই, ৯খ., পৃ. ৬৮)। খায়বারের ইয়াহূদীদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে "তায়লাসান" (এক প্রকার সবুজ চাদর) অত্যন্ত প্রসিদ্ধ (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতু খায়বার, হাদীছ নং ১২)। ইয়াকূত মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে খায়বারের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ইবনুল কাহির আল-খায়বারী আল-লাখমী মুহাদ্দিছের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইসলামী যুগের ভূগোলবিদদের মধ্যে আল-বাকরীর (মু'জাম, পৃ. ৩৩১, ৩৩২) মতে, মদীনা মুনাওয়ারা হইতে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে প্রথমে গাবাতুল 'উলয়া, অতঃপর গাবাতুস সুফলা এবং তৎপর নাকাব য়ারদাউজ্জ নামক স্থান। অতঃপর আদ-দূমা নামক উপত্যকায় কতকগুলি কূপ আছে। ইহার পর উশমুয পর্বত, অতঃপর হাররা আশ-শুক্কা এবং তৎপর নুমার নামক স্থান যাহা আট মাইল দূরত্বে খায়বারের সীমান্তে অবস্থিত। নুমা-র পরে খায়বার অঞ্চল ও উহার দুর্গসমূহ রহিয়াছে। খায়বারের বাজারের নাম আল-মুরতালা যাহা উছমান (রা) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুর্গসমূহে কিছু সংখ্যক প্রাচীন অধিবাসী বাস করে। উহারা উমার (রা)-এর বংশধর।

আরও সামনে হিস্‌ন-ই ওয়াজদা যাহাতে খেজুর ইত্যাদির বাগান আছে। এই বাগান রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ইহার পর আল-আহ্‌ওয়াল পাহাড় যাহার উপর ইয়াহূদীদের দুর্গ (আতাস) অবস্থিত। উহার উপর কতকগুলি শস্যক্ষেত্র ও ফলের বাগান রহিয়াছে। আল-ওয়াতীহ নামক এই স্থানের আয় হইতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের এবং মুত্তালিব বংশীয়দের নির্দিষ্ট ভাতা প্রদান করা হইত। আল-ওয়াতীহের সহিত সংযুক্ত খালাস নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত একটি উপত্যকা আল-কাতীবা নামে পরিচিত যাহার সমুদয় অংশই রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্ধারিত ছিল। উপত্যকাটি খায়বার অঞ্চলের দুর্গ বেষ্টিত স্থানসমূহের অন্যতম।

আস-সাহ্‌বা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স) ছাউনী স্থাপন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। ইহা খায়বার হইতে এক বারীদ (১২ মাইল) দূরে অবস্থিত। খায়বারের বৃহত্তম দুর্গের নাম আল-কামূস যাহা আলী (রা) জয় করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্ববর্তী স্থানে রাসূলুল্লাহ (স) সালাত

আদায় করিয়াছিলেন যেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানে আন-নাতা ও আশ-শিকক নামক দুইটি উপত্যকা রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যবর্তী এলাকা আস-সাবখা ও আল-মাখাদা নামে পরিচিত। ইহা সেই মসজিদ পর্যন্ত বিস্তৃত যেখানে খায়বারে রাসূলুল্লাহ (স) অবস্থান করিয়াছিলেন। ঈসা ইব্‌ন মূসা বিপুল অর্থব্যয়ে এইখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। উহার ভিত্তি পরস্পর সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ডের (طاقات) উপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদের সহিত বড় একটি চত্বরও রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) যেই পাথরটিকে সুতরারূপে গ্রহণ করিয়া এখানে সালাত আদায় করিতেন, বর্তমানে উহাও উক্ত স্থানে রক্ষিত আছে। আজকাল এই মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বোক্ত আন-নাতা নামক স্থানে মারহাব-এর দুর্গ ও প্রাসাদ রহিয়াছে। খায়বার বিজয়ের পর উক্ত প্রাসাদ যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর ভাগে পড়িয়াছিল।

বিস্ময়কর ঝর্ণা

পূর্বোক্ত আশ-শিকক দুর্গে আল-হুম্মার নামক একটি নির্ঝরনী আছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইহার নাম দিয়াছিলেন কিসমাতু মালাইকা। উক্ত নির্ঝরনী হইতে নির্গত পানির দুই-তৃতীয়াংশ একটি নালায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অন্য একটি নালায় প্রবাহিত হয়, ব্যতিক্রম কখনও হয় না। এই বিস্ময়কর ব্যাপার রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। যদি কেহ উক্ত ফোয়ারায় ৩টি খেজুর অথবা ৩টি কাষ্ঠ খণ্ড নিক্ষেপ করে, তবে উহাদের দুইটি সেই নালায় যায় যাহাতে দুই-তৃতীয়াংশ পানি প্রবাহিত হয় এবং একটি যাইবে ঐ নালায় যাহাতে এক-তৃতীয়াংশ পানি চলে। কোন উপায়েই দ্বিতীয় নালায় এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক পানি প্রবাহিত করানো যায় না। যদি কেহ দ্বিতীয় নালায় অধিক পানি প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত নালার মুখে দাঁড়াইয়া যায় তথাপি তাহা সম্ভব হয় না; বরং পানি স্ফীত হইয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া প্রথমোক্ত নালায় গিয়া পড়ে (দা.মা.ই., ১৯৭২ খৃ., ৯খ., পৃ. ৬৯)। আন-নাতা-এ অবস্থিত বৃহত্তম ফোয়ারা আল-লুহায়হা নামে পরিচিত।

খায়বারে সর্বপ্রথম দারু বানী কিম্মা নামক স্থানটি বিজিত হয় যাহা আন-নাতা-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত স্থানেই মারহাব-এর ভ্রাতা ইলয়াস বাস করিত। উক্ত স্থান সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) বলিয়াছেন, "দারু বানী কিম্মা বিজিত হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) কোন দিন পেট ভরিয়া যবের রুটি ও খেজুর ভক্ষণ করেন নাই।" বর্তমানে মারহাব-এর প্রাসাদের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ রহিয়াছে। উহার অদূরে পানির যে ফোয়ারাটি রহিয়াছে উহার সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী আছে যে, আলী (রা) মারহাবের উপর আক্রমণ করিলে এক সময় তরবারি তাহার হস্ত হইতে যেই স্থানে পতিত হয় সেখানে একটি পানির ফোয়ারা উৎসারিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে এই ফোয়ারা তাহার নামের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া যায়। তাহার অনতিদূরে আরেকটি বৃহৎ ফোয়ারা আছে। উক্ত ফোয়ারার পানি দ্বারাই খেজুর বাগানসমূহে সেচকার্য চলিয়া থাকে (সম্পাদনা পরিষদ, দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, লাহোর ১৩৯২ হি., ৯খ., পৃ.৬৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, খায়বার নিবন্ধ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খৃ., ৯খ., পৃ. ৫৭৮)।

খায়বারের দুর্গসমূহ

খায়বারের যুদ্ধ ছিল দুর্গ কেন্দ্রিক। একটির পর একটি দুর্গ বিজিত হইয়াছিল। এইগুলির সংখ্যা, এমনকি অনেকটির নাম সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। প্রতিটি দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে প্রমাণসিদ্ধ রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রাহমাত, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৪০৪)।

খায়বারে ছয়টি দুর্গ ছিল। তাহা হইলঃ সালিম (সম্ভবত সুলালিম), কামূস, নাতা, কাসসারা, শিক্ক ও আরবাতা (নদবী, সীরাতুন-নবী, করাচী ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ২৮০)। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, এখানে না'ঈম দুর্গের উল্লেখ নাই। অথচ যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়া সর্বপ্রথম না'ঈম দুর্গের দিকে সেনা অভিযানের কথা বলা হইয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১)। আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে উল্লেখ আছে, খায়বার আটটি দুর্গবেষ্টিত ছিল। তাহা হইল ঃ (১) আন-নাতা, (২) আশ-শিক্ক, (৩) আন নাইম, এই তিনটি এক পার্শ্বে অবস্থিত ছিল; (৪) আল-কাতীবা, (৫) আল-ওয়াতীহ, (৬) আস-সালামি; এইগুলি অন্য পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সর্বাধিক মজবুত দুর্গ ছিল (৭) আল-কামূস. যাহা আবুল হুকায়কের অধিকারে ছিল। আন-নাতার পার্শ্বস্থিত (৮) সা'ব ইব্ন মু'আযের দুর্গ (আসাহহুস সিয়ার পৃ. ১৮৪)। ইব্ন সা'দ নিম্নোক্ত দুর্গরাজির কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (১) আন-নাতা, (২) সাব ইব্ন মু'আয, (৩) আন-নাঈম, (৪) আয-যুবায়র, (৫) আশ-শিক্ক, (৬) উবায়, (৭) আন-নাযার এবং আল-কাতীবাস্থিত দুর্গসমূহ যথাক্রমে (৮) আল-কামূস, (৯) আল-ওয়াতীহ ও (১০) সুলালিম (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১০৬)।

মাওলানা আযাদ বলেন, কাযী সুলায়মান মানসূরপুরী দুর্গের সংখ্যা দশটি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে দুর্গসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) নাঈম, নাতা, সাব ইব্ন মু'আয ও যুবায়র; এই বাড়িটিকে এক কথায় নাতা বলা হয়। (২) শিকক, নাযার ও উবায়- এই তিনটিকে একত্রে শিক্ক বলা হয়। (৩) কামূস, ওয়াতীহ ও সুলালিম- এই তিনটিকে আল-কাতীবা বলা হয় (রাসূলে রাহমাত, পৃ. ৪০৫)। মুহাম্মাদ সায়্যিদ কিলানীর মতে, খায়বারবাসীরা দুর্গমালার শৃংখলে জীবন যাপন করিত। এই দুর্গসমূহ তিনের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। একটি হইতে অপরটি পৃথক ছিল। প্রথম সমষ্টি হইল আন-নাতা দুর্গমালা। ইহার অধীন ছিল উবায় ও আল-বারী' দুর্গ। তৃতীয় সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল আল-কামূস, আল-ওয়াতীহ ও আস-সুলালিম (আয়নুল ইয়াকীন, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১০৩-১০৪)। মুহাম্মাদ আল খিদরীর কথার অনেক ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সায়্যিদ কিলানীর কথার সহিত মিল আছে। কিন্তু প্রধান প্রধান তিন দুর্গ সমষ্টির বিবরণে অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। খিদরীর মতে, খায়বারে প্রধানত তিনটি দুর্গ ছিল আন-নাতা, আল-কাতীবা ও আশ-শিকক। প্রথমটির অধীনে ছিল তিনটি উপদুর্গ ঃ (১) নাঈম; (২) আস-সাব ও (৩) কুল্লা। দ্বিতীয় দুর্গের অধীনে ছিল দুইটি উপদুর্গ ঃ (১) উবায় ও (২) আল-বারী। তৃতীয় দুর্গের অধীনে ছিল তিনটি উপদুর্গ ঃ (১) আল-কামূস. (২) আল-ওয়াতীহ ও (৩) আস-সুলালিম (নূরুল ইয়াকীন, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ২০৯)।

যুদ্ধের সূচনা

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

"আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, যেন ইহা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে" (৪৮ ঃ ২০)।

রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সূরা আল-ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষত বায়আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে, তোমরা অনেক বিজয় অর্জন করিবে এবং যুদ্ধে লভ্য সম্পদের অধিকারী হইবে। কার্যত তিনি এই বায়'আতুর রিদওয়ানের পুরস্কার হিসাবে খায়বারের বিজয় দান করিলেন এবং মক্কা বিজয় অর্জিত হইবে।

فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ (ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন)। এমনকি উক্ত সূরার ১৮ আয়াতের শেষাংশ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا (এবং তাহাদিগকে পুরষ্কার দিলেন আসন্ন বিজয়) ইহাতেও আসন্ন বিজয় দ্বারা খায়বারের বিজয় বুঝানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনায় পৌঁছিলেন। তিনি যিলহজ্জ ও মুহাররামের প্রথমদিকের দিনগুলিতে মদীনাতেই অবস্থান করিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে খায়বারের উদ্দেশে অভিযান চালানোর আদেশ দেওয়া হইল। ইহা বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীদিগের আবাস স্থল। ইহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া আহযাব যুদ্ধে মক্কার কাফিরদিগকে মদীনা আক্রমণে উদ্যত করিয়াছিল। মহান আল্লাহ এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইয়া দিলেন যে, খায়বারের বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মুনাফিকরাও আপনার পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার আবেদন করিবে। আপনি কোন অবস্থাতেই ইহাদিগকে এই অভিযানে আপনার সংগে অংশগ্রহণ করিতে দিবেন না। এই ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا.

"তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, আমাদিগকে তোমাদের সংগে যাইতে দাও। উহারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়। বলুন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। উহারা অবশ্যই বলিবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ

পোষণ করিতেছ। বস্তুত উহাদের বোধশক্তি সামান্য" (৪৮ ঃ ১৫; সীরাতে মুহসিনি কাইনাত, পৃ. ২৮৬; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪৬৪)।

মূসা ইব্ন উকবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া মদীনায় বিশ দিন অথবা বিশের কাছাকাছি সময়কাল অবস্থান করিবার পর খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খায়বার যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল হিজরী ষষ্ঠ সনে। কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হইল খায়বারের যুদ্ধ হিজরী সপ্তম সনের সূচনাক্ষণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪ খ.,পৃ. ১৮৩)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের উদ্দেশে ৭ম হিজরী সনের মুহাররাম মাসের শেষ দিকে রওয়ানা করিয়া দশের অধিক দিবস পর্যন্ত ইহা অবরোধ করিয়া রাখেন এবং ইহা সফর মাসে বিজিত হয়। আল-মিসওয়ার ও মারওয়ান হইতে ইব্ন ইসহাকের বরাতে ইউনুস ইব্ন বুকায়র অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। তিনি মদীনায় যিলহজ্জ মাসে আগমন করেন এবং মাস অবধি তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর মুহাররাম মাসে খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীছ সূত্রে ইব্ন আইয-এর অভিমত হইল, রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়া হইতে ফিরিবার পর মদীনায় দশদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সুলায়মান আত-তায়সীর মাগাযীতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) পনের দিন মদীনায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ইবনুত-তীন ইবনুল হিসার-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খায়বার যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪৬৪)। ইব্ন হায্ম এই অভিমতের উপর কঠোর মনোভাব পোষণ করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাকের অভিমত যে, খায়বার ৭ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উহা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত।

সবগুলি অভিমতের মধ্যে এইরূপে সমন্বয় সাধন সম্ভব যে, যাহারা ৬ষ্ঠ হিজরী সনের অভিমত পোষণ করেন তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের মাস রবীউল আওয়াল হইতে হিজরী সাল গণনা করেন। আল-হাকেম ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন সা'দও অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, খায়বার যুদ্ধ জুমাদাল উলা মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আল-ওয়াকিদীর মাগাযীতে আছে যে, এই যুদ্ধ সফর মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাবীউল আওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হইল, ইব্ন সা'দ ও ইব্ন আবী শায়বা আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত খায়বার অভিমুখে রমযানের ১৮ তারিখে রওয়ানা করিয়াছিলাম। আবূ সাঈদ (রা)-এর এই হাদীছের সনদ হাসান পর্যায়ের হইলেও ইহা ক্রটিপূর্ণ। সম্ভবত ইহাতে হুনায়নের কথা বলা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে শব্দ চয়নে ক্রটি হইয়াছে। কারণ হুনায়ন যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের পরে সংঘটিত হইয়াছিল, আর মক্কা বিজয় অভিযানে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে বাহির হইয়াছিলেন। আশ-শায়খ আবূ হামিদ আত-তা'লীকা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, খায়বার যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহা একটি ভুল ধারণা। সম্ভবত তিনি ইহা দ্বারা খন্দক বুঝাইয়াছেন (ফাতহুল-বারী, ৭খ., পৃ. ৪৬৪)।

খায়বার অভিযানের কারণ

মদীনা মুনাওয়ারা হইতে বহিষ্কৃত বানূ নাদীর গোত্রের ইয়াহূদীরা খায়বারে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। খন্‌দকের যুদ্ধ ইহাদিগের প্ররোচনায় সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল ইয়াহূদী নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়াতে কুরায়শদের চাহিদা মুতাবিক শর্তসমূহ মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণের যুদ্ধে কুরায়শ নিরপেক্ষ থাকিবে। এই চুক্তি সম্পাদনের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন। মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে তিনি পনের শত সাহাবীর একটি বাহিনী লইয়া মদীনা হইতে যাত্রা করেন (দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা, লাহোর, ৯খ, পৃ. ৬৯)।

খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছুদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (স) একটি ফরমান জারী করিয়াছিলেন যে, যাহারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল তাহারাই এই অভিযানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, অন্য কেহ নয়। কারণ খায়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইল বায়আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারিগণের পুরস্কারস্বরূপ যাহা পূর্বোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৮৪)।

মদীনা হইতে যাত্রা

যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় নুমায়লা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-কে শাসক নিযুক্ত করেন, অতঃপর 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে যুদ্ধের পতাকা হস্তান্তর করেন। পতাকাটি ছিল শ্বেত বর্ণের (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২২৪)। ভিন্নমতে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় সিবা ইব্‌ন উরফুতা (রা)-কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৮৫; মাদারিজুন নুবূওয়াত, উরদূ অনুবাদ ঃ গোলাম মুঈনুদ্দীন ২খ., পৃ. ৪০১; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৩৩)। ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী বলেন, সিবা ইব্‌ন উরফুতা (রা)-কে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করার অভিমত অধিকতর শুদ্ধ ও ইহাই প্রসিদ্ধ (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪৬৫)। এই ব্যাপারে ইমাম আহ্‌মাদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখযোগ্য। 'ইরাক ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

নবী (স) যখন খায়বারে ছিলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার গোত্রীয় একদল লোকের সহিত মদীনা আগমন করিলেন। এই সময় সিবা ইব্‌ন উরফুতা আল-গাতাফানী (রা)-কে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আবূ হুরায়রা (রা) সিবা ইব্‌ন উরফুতা (রা)-কে ফজরের সালাত আদায়রত পাইলেন। তিনি প্রথম রাক'আতে কাফ-হা ইয়া 'আয়ন-সা'দ (كهيعص) ও দ্বিতীয় রাক'আতে ওয়ায়লুল্লিল মুতাফ্‌ফিফীন (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ)

পড়িতেছিলেন। তাঁহার এই কিরাআত শুনিয়া আবূ হুরায়রা (রা) মনে মনে বলিলেন, অমুক ব্যক্তির সর্বনাশ হউক! তাহার দুইটি মাপযন্ত্র রহিয়াছে। সে যখন নিজের জন্য মাপে তখন পুরাপুরি গ্রহণ করে আর অন্যকে মাপিয়া দিবার সময় কম দেয়। সালাত সমাপ্ত করার পর তিনি সিবা ইব্ন উরফুতা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিলেন এবং মুসলমানগণের সহিত কথা বলিলেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গী-সাথীসহ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অংশীদার করিয়া লইলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ., পৃ. ১৮৩; যাদুল মা'আদ, ১/২খ., পৃ. ১৩৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বার শত মুসলিম পদাতিক বাহিনী এবং দুই শত, মতান্তরে তিন শত অশ্বারোহী ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক উটও ছিল। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা)-ও এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। উমায়মা বিন্তুস-সাল্ত গিফারিয়্যা বানূ গিফারের কয়েকজন মহিলাসহ সঙ্গে ছিলেন। তাহাদের কাজ ছিল পীড়িতদের সেবা করা। অন্য গোত্রের কিছু মহিলাও এই সেবিকা দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, আমরা রাত্রিকালে পথ অতিক্রম করিতেছিলাম আর আমার চাচা আমর ইবনুল আকওয়া (রা) এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী আমার ভ্রাতা আমের নিম্নোক্ত কবিতার চরণগুলি পুন পুন আবৃত্তি করিতে থাকেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اَبْقَيْنَا + وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا + اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا تَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا + وَاِنْ اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا.

"হে আল্লাহ ! যদি তোমার আশীষ না হইত তাহা হইলে আমরা সৎপথের দিশা পাইতাম না; না আমরা সাদাকা (যাকাত) আদায় করিতাম, না সালাত আদায় করিতাম। অতএব, হে মহান প্রভু! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা ভূপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তোমার জন্য কুরবান। তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ কর, শত্রুদের মুকাবিলায় আমাদের দৃঢ়পদ রাখ, আর যখন শত্রুরা মুকাবিলার জন্য আহ্বান করিবে তখন যেন আমরা অগ্রসর হইতে পারি, তাহাদিগের আহ্বানের সময় আমরা নিজেদের উপর আস্থাশীল হইতে পারি, আমাদিগকে ফেতনায় জড়াইতে চাহিলে যেন আমরা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি"।

এই কবিতাগুচ্ছের রচয়িতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) খোদ এই কবিতার ছন্দ মিলাইয়া খনদকের যুদ্ধে আবৃত্তি করিয়াছেন। আমের (রা)-এর কণ্ঠ ছিল খুবই সুমধুর। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? লোকজন উত্তর দিল, আমের ইবনুল আকওয়া (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ তাহার উপর রহম

করুন কিম্বা আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (স) কাহাকেও এই দু'আ করিলে তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করিতেন। এই কারণে উমার ইবনুল খাত্তাব কিংবা অন্য কোন সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাঁহার শাহাদাত অবধারিত হইয়া গিয়াছে। আহ! যদি তিনি আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতেন এবং আমাদেরকে তাহার সুমধুর সুরে কাব্যগাঁথা শুনাইতেন তাহা হইলে উপকৃত হইতে পারিতাম। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বারের নিকটবর্তী আস-সাহবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন তখন আসরের সালাত আদায় করেন, অতঃপর আহার গ্রহণ করেন। খাদ্য হিসাবে ছিল শুধু ছাতু। রাসূলুল্লাহ (স) ও সকল সাহাবী উহাই আহার করেন। তাহার পরে সকলে কুলি করিয়া মাগরিবের সালাত আদায় করেন, কেহই (আহার গ্রহণ জনিত কারণে) উযু করেন নাই (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৮৫,১৮৬; যাদুল মা'আদ, ১/২ খ., পৃ. ১৩৩)।

'আমের ইবনুল আকওয়া (রা)-এর শাহাদাতবরণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধেই আমের (রা) শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে তাঁহার নিজের তরবারি তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং ইহার ফলেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তাঁহার শাহাদাতের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাহারা বলাবলি করিতে থাকেন, নিজ তরবারির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাই তিনি কী করিয়া শহীদ হইবেন ? এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সালামা ইব্ন আম্র ইবনুল আকওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার ব্যাপারে লোকদের জল্পনা-কল্পনার কথাও তাঁহাকে অবহিত করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিলেন, انَّهُ لَشَهِيْدٌ (নিশ্চয় সে শহীদ)। তিনি যথারীতি তাঁহার জানাযার সালাত আদায় করেন। ইহার ফলে তাঁহার ব্যাপারে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, অনুবাদ ইফাবা, ৩খ., পৃ. ৩৪৭, ১৯৯৫ খৃ.)। বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রহিয়াছে। সে কর্মতৎপর জিহাদকারী (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬০৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ

ইব্ন ইসহাক তদীয় সূত্রে আবূ মুআত্তাব ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া তাঁহার সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ তোমরা থাক! অতঃপর বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰاتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَيْنَ فَانَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

"হে আল্লাহ! আসমান ও তাহার ছায়াতলে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহার প্রতিপালক, যমীন ও তাহার মধ্যে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার প্রতিপালক, শয়তান ও তাহার দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রতিপালক এবং বায়ুসমূহ ও তাহার দ্বারা উড়াইয়া নেওয়া বস্তুর প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ঐ জনপদের এবং উহার বাসিন্দাদের এবং উহার মধ্যে নিহিত সকল অমঙ্গল হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা ও বঙ্গানুবাদ, ই. ফা. বা., ৩খ., পৃ. ৩৪৮)।

খায়বারবাসীদের পলায়ন

মুনাফিক নেতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূল খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবেদন করিয়াছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই অভিযানে এমন কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না যাহার মধ্যে পার্থিব লোভ-লালসা রহিয়াছে। উহার ফলে মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য খায়বারবাসীকে পূর্বেই অবহিত করিয়াছিল যে, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মূলোৎপাটনের ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন। সাবধান! নিজেদের দুর্গে প্রবেশ করিবে না। খোলামাঠে বাহির হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কারণ যুদ্ধের জন্য তোমাদের অগাধ রসদপত্র ও পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবক রহিয়াছে (মাদারিজুন নুবুওয়াত, উরদূ অনুবাদঃ গোলাম মুঈনুদ্দিন, ২খ., পৃ. ৪০১)। যেই রাত্রিশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খায়বারবাসীদের উপর আক্রমণ চালাইবার কথা ঐ রাত্রিতে আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাহারা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, যদিও তাহারা ঐ আক্রমণ সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবগত ছিল। আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্তির পর হইতে তাহারা স্ব-স্ব বসতিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাহারা মোতায়েন করিয়াছিল। কিন্তু আক্রমণের রাত্রে তাহারা নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের মোরগের ডাক শোনা যায় নাই, এমনকি তাহাদের পশুগুলিও নিশ্চুপ ছিল (মাদারিজুন নুবুওয়া, উরদূ অনুবাদ ২খ., ৪০৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নীতি ছিল যে, যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে মনস্থ করিতেন, তখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ চালাইতেন না। যদি কোন জনপদে পৌঁছিয়া তিনি ফজরের আযান শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতেন। আর যদি আযান শুনিতে না পাইতেন তাহা হইলে আক্রমণ করিতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা রাত্রিবেলা খায়বারে গিয়া অবতরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রত্যুষে তিনি আযান শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি বাহনে আরোহণ করিলেন এবং আমরাও বাহনে আরোহণ করিলাম। আমি আবূ তালহার সহযাত্রী হইলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশাপাশি আগাইতেছিলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র পদযুগল স্পর্শ করিতেছিল। আমরা লক্ষ্য করিলাম, খায়বারের কর্মজীবী লোকেরা প্রত্যুষেই গৃহ হইতে কর্মস্থলের দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে তাহাদের বেলচা ও টুকরি ছিল। তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পূর্ণাঙ্গ বাহিনীকে প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিয়া উঠিল, ঐ যে মুহাম্মাদ ও তাঁহার সেনাবাহিনী দেখা যাইতেছে। তখন তাহারা

পশ্চাৎ দিকে পালাইয়া গেল। তাহাদের পালানোর এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

"আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হইয়া গেল। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি তখন ঐ সতর্ককৃতদের প্রভাত হইবে কতই না অশুভ"।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বারের উদ্দেশে যাত্রা করেন তখন তিনি 'আসীর পাহাড়ের পথ ধরিয়া অগ্রসর হন। সেখানে তাঁহার আগমন উপলক্ষে নির্মাণ করা হয় একটি মসজিদ। অতঃপর তিনি আস-সাহবায় গিয়া পৌঁছেন। ইহার পর বাহিনীসহ তিনি আর-রাজী' নামক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। ইহা খায়বার ও গাতাফানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে অবস্থানের উদ্দেশ্য ছিল গাতাফান ও খায়বারবাসীদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা। ফলে গাতাফানীরা খায়বারবাসীদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিল না, যদিও তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে খায়বারবাসীদের সমর্থক ছিল (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২২৬)।

গাতাফানীদের খায়বারবাসীদিগকে সাহায্য দানের ব্যর্থ চেষ্টা

ইব্‌ন হিশাম বলেন, গাতাফানীরা যখন সংবাদ পাইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারে শিবির স্থাপন করিয়াছেন, তখন তাহারা লোকজনকে সমবেত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের সাহায্য করার মানসে বাহির হয়। কিন্তু এক মনযিল (১৬ মাইল প্রায়) পথ অতিক্রম করিতেই তাহাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে গাতাফানবাসীদের ধারণা হইল যে, এই উদ্যোগ তাহাদের জন্য শুভ হইতেছে না এবং ইহাও ধারণা হইল যে, মুসলমানগণ পিছন হইতে তাহাদের আক্রমণ করিতেছে। তখন তাহারা ফিরিয়া যায় এবং নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের নিকটেই অবস্থান গ্রহণ করে। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স) ও খায়বারবাসীদের ব্যাপারটি তাহাদের উপর ছাড়িয়া দেয় (পূ. গ্র.)।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের দিকে যখন রওয়ানা হইয়াছিলেন তখন লোকজন একটি উপত্যকায় উপনীত হইয়া উচ্চস্বরে তাকবীর বলিলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ নিজেদেরকে সংযত রাখ। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করিতেছ না। যাহাকে ডাকিতেছ তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং তোমাদের সঙ্গে আছেন।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাহনে পিছন দিকে উপবিষ্ট ছিলাম। আমি لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ পড়িতেছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা শুনিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স! আমি উত্তর দিলাম, আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব কি যাহা জান্নাতের অন্যতম ভাণ্ডার। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অবশ্যই শিক্ষা দিন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হউক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ বাক্যটি হইল ঃ

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতি খায়বার; মাদারিজুন নুবূওয়াত, উরদূ অনুবাদ, ২খ., ৪০৬)।

আন-নাতা দুর্গ

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদিগকে যুদ্ধের উৎসাহ দান করিলেন এবং পরিণামে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন, অতঃপর সাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। অভিজ্ঞ যোদ্ধা হুবাব ইবনুল মুনযির-এর পরামর্শে আর-রাজী'তে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান স্থল নির্ধারিত হয়। 'নাতা' দুর্গ হইতে ইয়াহূদীগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উহারা দুর্গের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিত। প্রথম দিন মুকাবিলার পর রাত্রি হইয়া গেলে মুসলমানগণ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় দিন উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে অবস্থান স্থলের দেখাশুনা এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সকল কাজের তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দুর্গের পাদদেশে রণস্থলে আসিলেন। এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে নাতা দুর্গটি বিজিত হইল। ঐ দুর্গে অভিযান পরিচালনার সময় পঞ্চাশজন মুসলমান আহত হইয়াছিলেন (মাদারিজুন নুবূওয়া, উরদূ অনুবাদ, ২খ., পৃ. ৪০৭)।

সর্বপ্রথম আন-নাতা দুর্গে আক্রমণের কারণ হইল, ইয়াহূদীগণ স্বীয় পরিবার-পরিজনকে একটি পুরাতন দুর্গে রাখিয়াছিল এবং পানাহারের দ্রব্যাদি নাঈমও সা'আব দুর্গদ্বয়ে একত্র করিয়া যুদ্ধে সক্ষম পুরুষরা নাতা দুর্গে সমবেত হইয়াছিল। উহাতে ইয়াহূদীদের দলপতি সাল্লাম ইব্‌ন মিশকামও অবস্থানরত ছিল (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১৮৭)।

মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-এর শাহাদাত

এই সময় প্রচণ্ড গরম ছিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামার ভ্রাতা মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা গরমের প্রচণ্ডতায় এবং ভারী অস্ত্র বহনের ফলে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তিনি নাঈম দুর্গের প্রাচীরের পাদদেশে নির্জন ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য শয়ন করেন। কিন্তু কিনানা ইব্‌ন হুকায়ক অথবা মারহাব টের পাইয়া দুর্গের প্রাচীরের উপর হইতে বিরাট একটি পাথর নিক্ষেপ করে। উহার ফলে তাহার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি শাহাদাত লাভ করেন (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১৮৭-৮৮)।

খেজুর বৃক্ষ কর্তনের অনুমতি প্রত্যাহার

হুবাব আল-মুনযির (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবেদন করিলেন, "খেজুর বৃক্ষ ইয়াহূদীগণের নিকট নিজেদের সন্তানদের চেয়ে অধিক প্রিয়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি

আদেশ করেন তাহা হইলে বৃক্ষরাজি কাটিয়া ফেলি। উহার ফলে উহাদিগের জ্বালা তীব্রতর হইতে থাকিবে।" অতঃপর কিছু সংখ্যক সাহাবী কর্তন কাজ শুরু করিলেন। কোমল হৃদয়ের সাহাবী আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) এই অবস্থা দেখিয়া আবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে খায়বার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সুতরাং এই বৃক্ষরাজি কর্তনে লাভ কি? আদেশ হইলে ঐ কর্তনকাজ হইতে হস্তগুলিকে বারণ করা হইবে এবং উহা একটি শুভ কাজ হইবে।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ঠিক আছে, নিষেধ কর। সীরাতবিদগণ বলেন, আনুমানিক চার শত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। নাতা ব্যতীত অন্য কোথায়ও এই বৃক্ষ কর্তন কাজ অনুষ্ঠিত হয় নাই।

হাবশী রাখাল

কৃষ্ণকায় এক রাখালের ঘটনা সহীহ হাদীছসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঘটনাটি এই দুর্গ বিজয়ের সময় সংঘটিত হয়। ইয়াহূদীগণ যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন সে জিজ্ঞাসা করে, উহা কি ব্যাপার! তাহারা জবাব দেয়, ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করিব যে নিজকে আল্লাহ্র নবী বলিয়া দাবি করে। ইহা শুনিবামাত্র তাহার হৃদয়ে ইসলামের জযবা সৃষ্টি হয়। সে তাহার সকল বকরীসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া আসে এবং প্রশ্ন করে, আপনি কি বলেন এবং দাওয়াত দেন? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমি দীন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাই এবং এই দাওয়াত দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও দাসত্ব করিও না এবং আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। সে বলিল, আমি যদি আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আপনার নবূওয়াত স্বীকার করি তাহা হইলে কি হইবে এবং ঐসব বকরী যাহা আমার নিকট আমানত রাখা হইয়াছে আমি ঐগুলি কি করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া সকল বকরীকে তাড়া কর এবং ঢিল নিক্ষেপ কর যাহাতে সকল বকরী নিজ নিজ মালিকের নিকট চলিয়া যায়।

অন্য একট বর্ণনায় রহিয়াছে যে, সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, আমার চেহারা কুৎসিত, শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং আমর নিকট কোন সম্পদও নাই। এই অবস্থায় আমি যদি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিয়া নিহত হই তাহা হইলে কি আমি জান্নাত পাইব? রাসূলুল্লাহ (স) জওয়াব দিলেন, হাঁ, জান্নাত পাইবে। তারপর সে যুদ্ধ করে এবং শাহাদত লাভ করে। তাহার লাশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নীত হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাহার চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, তাহার শরীর সুগন্ধযুক্ত করিয়াছেন এবং সে জান্নাতের দুইজন হূর প্রাপ্ত হইয়াছে। সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ ব্যতীত আর কোন আমল করে নাই, এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করে নাই, কিন্তু ঈমান এবং সত্যবাদিতার ফলে সে এই মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৮৮)।

জনৈক ইয়াহূদীর ইসলাম গ্রহণ

এক রাত্রিতে 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা) সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তামূলক পাহারায় রত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এইভাবে প্রতি রাত্রে মুসলিম বহিনীর প্রহরায় কোনও এক সাহাবীকে

নিয়োজিত রাখিতেন। ঐ রাত্রে মুসলমানগণ এক ইয়াহূদীকে পাকড়াও করিয়া উমার (রা)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ইয়াহূদী ঐ সময় বলিল, আমাকে তোমাদের নবীর কাছে লইয়া চল। তাঁহার সহিত আমার একটি কথা আছে। 'উমার (রা) তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিল, "আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, হে আবুল কাসিম! তাহা হইলে আমি আপনার কাছে তথ্য উপস্থাপন করিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিরাপত্তা দান করিলেন। ইয়াহূদী বলিল, খায়বারবাসিগণ মুসলিম বাহিনীর ভয়ে খুবই সন্ত্রস্ত। বিশেষত আজিকার যুদ্ধের জন্য ইহারা খুবই ভয়-ভীতি বিহ্বল। তাহারা আজ রাত্রে শিক্ক দুর্গে স্থানান্তরিত হইতে চায়। যুদ্ধাস্ত্র ও খাদ্য-পানীয় একটি গোপন স্থানে তাহারা লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমি ঐ স্থানটি চিনি। আগামী কল্য যখন এই দুর্গ বিজিত হইবে তখন আমি আপনার অনুগত লোকদিগকে তাহা দেখাইয়া দিব।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইনশাআল্লাহ তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হইল। ইয়াহূদী বলিল, আমার পরিবার-পরিজন ঐ দুর্গে অবস্থানরত, ইহাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) উহাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দিলেন। পরবর্তী দিন নাতা অঞ্চল বিজিত হইল এবং ইহার দুর্গও বিজিত হইল। ইয়াহূদীটি নিজ পরিবার-পরিজনসহ ঈমান আনিল (মাদারিজুন নুবূওয়া, উরদু অনুবাদ, ২খ., পৃ. ৪০৮)।

সা'আব দুর্গ আক্রমণ ও আমের ইবনুল আকওয়া (রা)-এর শাহাদাতবরণ

ইহার পর সা'আব দুর্গ অবরোধ করা হয়। ইয়াহূদীদের নেতা মারহাব অগ্রসর হইয়া সম্মুখ সমরের আহ্বান জানায়। 'আমের ইবনুল আকওয়া, যিনি কবিতা আবৃত্তি করিলে রাসূলুল্লাহ (স) "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলিয়া দু'আ করিয়াছিলেন, তিনি মুকাবিলায় অগ্রসর হন। মারহাব তাহার তরবারি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলে তিনি স্বীয় ঢালের সহায়তায় আত্মরক্ষা করেন। তাহার তরবারি 'আমের (রা)-এর ঢালে আটকা পড়ে। অতঃপর 'আমের (রা) শত্রুর পা লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত হানেন। কিন্তু তরবারি শত্রুর পা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই এবং হেচকা টানের কারণে তাহার তরবারি তাহার স্বীয় উরু বা হাঁটুতে সজোরে আঘাত করে। ফলে তিনি শহীদ হন। এই ঘটনার পর সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, সাহাবীগণ বলিতেছেন, 'আমেরের সকল আমল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ তিনি স্বীয় তরবারির আঘাতে নিহত হইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ তাহারা ভুল বলিতেছে। সে জিহাদ করিয়াছে; সে আল্লাহ্র পথের একজন মুজাহিদ। তিনি আমের (রা)-এর জানাযা পড়েন এবং সাহাবীগণও তাঁহার সহিত জানাযা পড়েন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ সুহায়ম গোত্রের লোকজন পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ক্ষুধার

তাড়নায় আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের মৃত্যুর উপক্রম হইয়াছে। আমাদের নিকট খাদ্য বলিতে কিছুই নাই। এদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটও তাহাদিগকে দেওয়ার মত কোন জিনিস ছিল না। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলেন, "হে জগতের প্রতিপালক! তুমি এই অভাবী লোকজনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং আমার নিকটও তাহাদিগকে দেওয়ার মত কিছুই নাই। হে প্রভু! তুমি আমাদের হস্তে এমন একটি দুর্গের পতন ঘটাও যাহাতে ঐ অভাবীদের দুর্দশা লাঘব হয়।" ইহার পরই সা'আব দুর্গ বিজিত হয়, সেখানে রসদপত্রের বিপুল সম্ভার মওজুদ ছিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৮৯)।

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের পতাকাটি মুনযির ইবনুল খাব্বাব (রা)-কে দান করিলেন। ইসলামী বাহিনী অতর্কিত অক্রমণ করিল এবং স্বয়ং তিনি সা'আব দুর্গের দ্বারপ্রান্তে চলিয়া গিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এইভাবেই সা'আব দুর্গ বিজিত হয়। এই দুর্গে লব্ধ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য নিয়া আসা হইল এবং প্রচুর পরিমাণ মদ মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হইল। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিমার (রা) নামক জনৈক মুসলমান মাঝেমধ্যে সূরা পানে আসক্ত ছিলেন। ঐ দিন তিনি খায়বারবাসীদের সুরা হইতে কয়েক চুমুক পান করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সুরাপানে বিরত থাকার নসীহত করিলেন, কিন্তু সাহাবীগণ তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ভর্ৎসনাকারীদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে উমার! তাহাকে ভর্ৎসনা করিও না। কারণ সে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালবাসে। এই ঘটনাটি মদ চূড়ান্তভাবে হারাম হওয়ার পূর্বের (মাদারিজুন নুবূওয়া, উরদূ অনুবাদ, ২খ., ৪১০)।

কামূস দুর্গ

কামূস দুর্গ যখন অবরোধ করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ (স) প্রচন্ড শিরপীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। ফলে রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই অবস্থায় মুহাজির কিংবা আনসারদের মধ্য হইতে একজনকে তিনি সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন। ইহা ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও দুর্জয় কিল্লা। ফলে অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বিজয় বিলম্বিত হইতে থাকে। একদিন রণাঙ্গনে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) গমন করেন এবং দুর্গ বিজয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্গ জয় হইল না। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন, আগামী কল্য আমি রণাঙ্গনের পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিব অথবা বলিলেন, আগামী কল্য এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করিবে যে আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও রাসূলও তাহাকে ভালবাসেন। তাহাকেই মহান আল্লাহ এই দুর্গ বিজয়ের গৌরব প্রদান করিবেন।

সকল সাহাবী রাত্রিতে পরস্পর আলোচনা করেন যে, কাহার ভাগ্যে আগামী কল্য রণ-পতাকা জুটিবে? সকালে সাহাবীগণের সকলেই এই দুর্লভ ভাগ্যের প্রত্যাশায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আলী কোথায়? সকলে বলিলেন, চোখ উঠা রোগের কারণে তাহার চক্ষুতে দারুণ ব্যথা। তিনি আসিতে সক্ষম হইবেন

না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে ডাকিয়া আন। অতঃপর তিনি উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় মুখ নিঃসৃত লালা তাহার চক্ষুতে লাগাইয়া দিলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু এমনভাবে নিরাময় হয় যেন পূর্বে কখনও চক্ষুর কোন রোগই ছিল না। অতঃপর 'আলী (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ শত্রুর নিকট যাও। প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত দাও এবং আল্লাহর অধিকারসমূহ সম্পর্কে তাহাদিগকে বুঝাও। হে 'আলী! যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিও হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা হইবে তোমার জন্য এক বিরাট নি'মত ও সাফল্য (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯০)। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে ইমাম বুখারীর উক্ত বর্ণনার সাথে এই কথাও আছে, 'আলী বলিলেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে পিছনে পড়িয়া থাকিব? সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইলেন (বুখারী, ২খ, ৬০৫)।

ইমাম নাসাঈ ও মুসলিম সূত্রে বর্ণিত এক হাদীছে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক উপরিউক্ত ঘোষণা শ্রবণ করিবার পর উমার (রা) বলেনঃ আমি ঐ দিন ব্যতীত আর কোন দিনই নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা করি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) 'আলী (রা)-কে এই অভিযানে প্রেরণ করিয়া বলিলেনঃ "যাও, যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না বিজয় লাভ করিবে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিও না।" 'আলী (রা) বলিলেন, কতক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ ইহাদিগের সহিত লড়াই করিতে থাকিবে যেই পর্যন্ত না ইহারা সাক্ষী দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। উহারা যখন এই সাক্ষ্য দিবে তখন আমাদিগের হাত হইতে তাহাদের রক্ত ও সম্পদ রক্ষা পাইবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ., পৃ. ২১)। দিহলাবী বলেন, 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সুসংবাদ শুনিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ مَا نِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ.

"হে আল্লাহ! তুমি যাহা দান করিবে উহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না এবং তুমি দিতে না চাহিলে কেহ দিতে পারিবে না।"

প্রথমে চক্ষুর রোগজনিত কারণে 'আলী (রা) খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ হইতে বিরত ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেন, আমি যুদ্ধে উপস্থিত না হইয়া ভাল কাজ করি নাই। সুতরাং তিনি সফরের প্রস্তুতি লইয়া মদীনা হইতে রওয়ানা করিলেন। পথিমধ্যে অথবা খায়বার পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার আগমনী বার্তা পাইলেন। পরবর্তী দিনের সূচনাপর্বে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আলীকে ডাক। সাহাবীগণ বলিলেন, তিনি এখানেই আছেন, কিন্তু তাহার চক্ষুর অসুস্থতার কারণে তিনি কাছের বস্তুও দেখিতে পান না। আদেশ হইল, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার মাথা নিজ উরুর উপর রাখিলেন এবং নিজ মুখের লালা তাহার চক্ষুতে লাগাইয়া দিলেন ও দু'আ করিলেন। এই সময়

তাঁহার চক্ষু হইতে ব্যথা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গেল। ইহার পর আর কোন দিনই তাঁহার চক্ষু ও মাথাব্যথা হয় নাই। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (স) এই দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْقَرَّ.

"হে আল্লাহ! তাহাকে গরম ও ঠাণ্ডার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিও"।

ইব্ন আবী লায়লা বলেন, ইহার ফলে 'আলী (রা) অসহনীয় গরমের দিনে পশমী কাপড় পরিতেন এবং হিমেল শীতে হালকা-পাতলা কাপড় পরিধান করিতেন। ইহাতে তাঁহার শারীরিক কোন ক্ষতি হইত না। 'আলী (রা) শারীরিকভাবে সুস্থ হইয়া উঠিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) নিজের খাস বর্ম তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন এবং যুল-ফিকার তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "যাও, পিছপা হইও না যতক্ষণ না তোমার হাতে দুর্গ বিজিত হয়"।

অতঃপর 'আলী (রা) সামরিক পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া রওয়ানা হইলেন এবং উহা একটি প্রস্তরময় টিলায় স্থাপন করিলেন। জনৈক ইয়াহূদী শান্ত্রক দুর্গের উপর দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওহে পতাকাধারী ব্যক্তি! আপনি কে? আপনার নাম কি? তিনি বলিলেন, আমি 'আলী ইব্ন আবী তালিব। অতঃপর ঐ ব্যক্তি স্বগোত্রীয়দেরকে বলিল, "তাওরাতের শপথ! তোমরা এই ব্যক্তির নিকট পরাজয় বরণ করিবে। সে বিজয়লাভ ব্যতিরেকে প্রত্যাবর্তন করিবে না"। সে আলী (রা)-এর গুণাবলী ও বীরত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল।

'আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে দুর্গ হইতে সর্বপ্রথম বীর ইয়াহূদী মারহাবের ভাই হারিছ বাহির হইয়াছিল। তাহার বর্শা ছিল অত্যন্ত ভারী। বাহির হইবামাত্র সে যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করিল। অতঃপর 'আলী (রা) তাহার নিকটে পৌঁছিয়া গেলেন এবং একটিমাত্র আঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন। মারহাব তাহার ভ্রাতার হত্যার খবর শুনিয়া খায়বারের বীরদিগের একটি দল লইয়া অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রতিশোধ লইতে বাহির হইল। কথিত আছে যে, মারহাব খায়বারবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত পরাক্রমশালী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুদ্ধবাজ ব্যক্তি ছিল। বীরত্বে সে খায়বারবাসীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ঐদিন সে দুইটি বর্ম পরিধান করিয়া দুইটি পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া দুইখানা তরবারি হস্তে লইয়া বীরদর্পে রণক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিতে করিতে বাহির হয় ঃ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ مَرْحَبُ + شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ.

"খায়বারবাসী জানে আমি মারহাব, যে রণনিপুণ এবং মহাবীর হিসাবে পরীক্ষিত"।

'আলী (রা) এতদশ্রবণে আবৃত্তি করিলেনঃ

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِى اُمِّىْ حَيْدَرَهْ + ضَرْغَامُ اٰجَامٍ وَكَيْثٍ قَسْوَرَهْ.

"আমি সেই বীর যাহার মাতা তাহার নাম রাখিয়াছেন হায়দার। আমি গভীর বনের সিংহ" (মাদারিজুন-নুবুওয়াত, পৃ. ৪১৩, ৪১৪)।

'আলী (রা) ও মারহাব কর্তৃক আবৃত্তিকৃত এই কবিতা বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। দানাপুরীর গ্রন্থে মারহাব আবৃত্তি করিতে করিতে বাহির হয় নিম্নরূপঃ

أَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّى مَرْحَبُ + شَاكِ السِّلاَحِ بَلْ مُجَرَّبُ.

"আমি সেই বীর যাহার মাতা তাহার নাম রাখিয়াছেন মারহাব। যিনি রণনিপুণ এবং মহা বীরবর হিসাবে পরীক্ষিত"।

'আলী (রা) এতদশ্রবণে আবৃত্তি করিলেন ঃ

أَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ أُمِّىْ حَيْدَرَةَ + كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَه.

"আমি সেই বীরবর যাহার মাতা তাহার নাম রাখিয়াছেন হায়দার, যে বন্য হিংস্র সিংহতুল্য এবং যাহার চেহারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর" (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯১)।

ইব্‌ন কাছীর এই কবিতাদ্বয়ে আরও কিছু বৃদ্ধি করিয়া উল্লেখ করিয়াছেনঃ মারহাব এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাহির হইল ঃ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّىْ مَرْحَبُ - شَاكُّ السِلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

اِذَ اللُّيُـوْثُ اَقْبَـلَتْ تَلَهَّبُ - وَاحْجَمَتْ عَنْ صَوْلَةِ الْمُغَلَّبِ.

উত্তরে আলী (রা) আবৃত্তি করিলেন ঃ

أَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ أُمِّى حَيْدَرَهْ + كَلَيْثِ غَابتٍ شَدِيدُ الْقَسْوَرَةَ

اَكِيْلُكُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ-

(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ., পৃ. ১৮৮, ১৮৯)।

মারহাব সংকল্প করিল, সে আগেই 'আলী (রা)-এর মাথায় আঘাত হানিবে। কিন্তু 'আলী (রা) লাফ দিয়া উঠিয়া যুল-ফিকার দিয়া তাহার মাথায় এত জোরে আঘাত হানেন যে, বর্মসহ মারহাবের মাথা কাটিয় গলদেশ পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এক বর্ণনায় আছে, উরু পর্যন্ত দুই টুকরা হইয়া যায়। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তাহার বাহনের গদি পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। অতঃপর মুসলিম বাহিনী তাঁহার নেতৃত্বে রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ইয়াহূদীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। সাতজন ইয়াহূদী বীরকে ঐ সময় হত্যা করা হয়। অবশিষ্টরা পরাজয় মানিয়া দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। আলী (রা) তাহাদিগকে ধাওয়া করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ইয়াহূদী তাঁহার হাতে আঘাত হানিল। ফলে তাঁহার ঢাল ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং অপর এক ইয়াহূদী তাহা উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করিল। এই প্রেক্ষিতে আলী (রা)-এর মধ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এমনই রূহানী শক্তি সঞ্চারিত হইল যে, তিনি দুর্গ পার্শ্বস্থিত গর্ত অতিক্রম করিয়া একেবারে দুর্গের দরজায় পৌঁছিয়া গেলেন এবং লৌহ নির্মিত দরজার একাংশ উপড়াইয়া ইহাকে ঢাল বানাইয়া যুদ্ধ অব্যাহত রাখিলেন।

ইমাম বাকির হইতে বর্ণিত আছে যে, আলী (রা) যখন কপাট উপড়াইবার জন্য টান দেন তখন সমগ্র দুর্গ হেলিয়া উঠে। এমন কি সাফিয়্যা বিনৃত হুয়ায় ইব্‌ন আখতাব খাট হইতে পড়িয়া যান এবং মুখমণ্ডলে আঘাত পান।

সীরাতবিদগণ বলেন ঃ যুদ্ধশেষে 'আলী (রা) বেশ দূরে এই দরজা নিক্ষেপ করিলেন। ইহাও কথিত আছে যে, যুদ্ধশেষে আটজন শক্তিশালী ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইয়া দরজাটি উল্টাইতে পারেন নাই। এমনকি চল্লিশজন মিলিয়া উহা উঠাইতে চাহিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাই। মাদারিজুন নুবুওয়াতে আছে যে, দরজাটির ওজন ছিল আট মন। তবে কোন কোন সীরাতবিদের মতে এই বর্ণনাগুলি দুর্বল, অনুপযোগী। 'আল্লামা সাখাবী মাকাসিদে হাসানা গ্রন্থে বলিয়াছেন, كُلُّهَا وَاهِيَةٌ "এই সকল বর্ণনা অলীক" (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্নবী, ১৯৮৫ খৃ.)।

মোটকথা, যখন কামূস দুর্গসহ অন্যান্য দুর্গে অবস্থানকারিগণ 'আলী (রা)-এর এই শৌর্য-বীর্য দেখিল তখন তাহারা اَلْاَمَانُ اَلْاَمَانُ (নিরাপত্তা, নিরাপত্তা) বলিয়া ফরিয়াদ করিতে লাগিল। 'আলী (রা) তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইঙ্গিতে এই শর্তের উপর নিরাপত্তা দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি উটের উপর খাদ্য বোঝাই করিয়া শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং নগদ মুদ্রা, সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রপাতি মুসলমানগণের জন্য রাখিয়া যাইবে। কোন জিনিস লুকাইয়া রাখিবে না। যদি এমন কোন জিনিস বাহির হয় যাহার তথ্য দেওয়া হয় নাই তাহা হইলে তাহাদের নিরাপত্তা প্রত্যাহর করা হইবে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যখন বিজয় সংবাদ পৌছিল তখন তিনি ইহার জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিলেন। কারণ ইহা ছিল ইসলাম প্রসারের এক মহাসোপান। 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় তাঁবু হইতে বাহির হইয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন, আলিঙ্গন করিলেন, চক্ষু যুগলের মধ্যবর্তী স্থান চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন ঃ

بَلَغَنِيْ ثَنَاءُكَ الْمَشْكُوْرُ وَصَنِيْعَكَ الْمَذْكُوْرُ قَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضِيْتُ اَنَا عَنْكَ.

"আমার নিকট তোমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসা পৌছিয়াছে, তোমার শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা করা হইয়াছে, আল্লাহ তাহার প্রতি সদয় হইয়াছেন এবং আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট"।

তখন 'আলী (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের কান্না, আনন্দের না বেদনার? 'আলী (রা) বলিলেন, ইহা আনন্দের কান্না। আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন, ইহাতে কি আমি আনন্দিত হইব না? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ শুধু আমিই তোমার উপর খুশী নহি বরং আল্লাহ, জিবরীল, মীকাঈল এবং সকল ফেরেশতা তোমার উপর সন্তুষ্ট (মাদারিজুন নুবুওয়া, প্রাগুক্ত)।
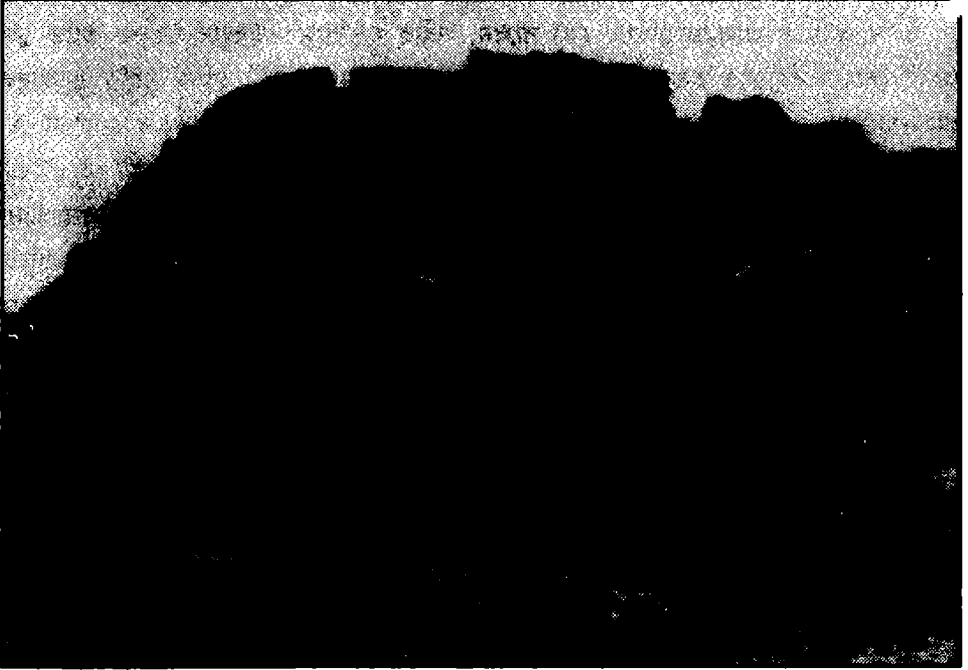
খায়বারের বিখ্যাত দুর্গের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।
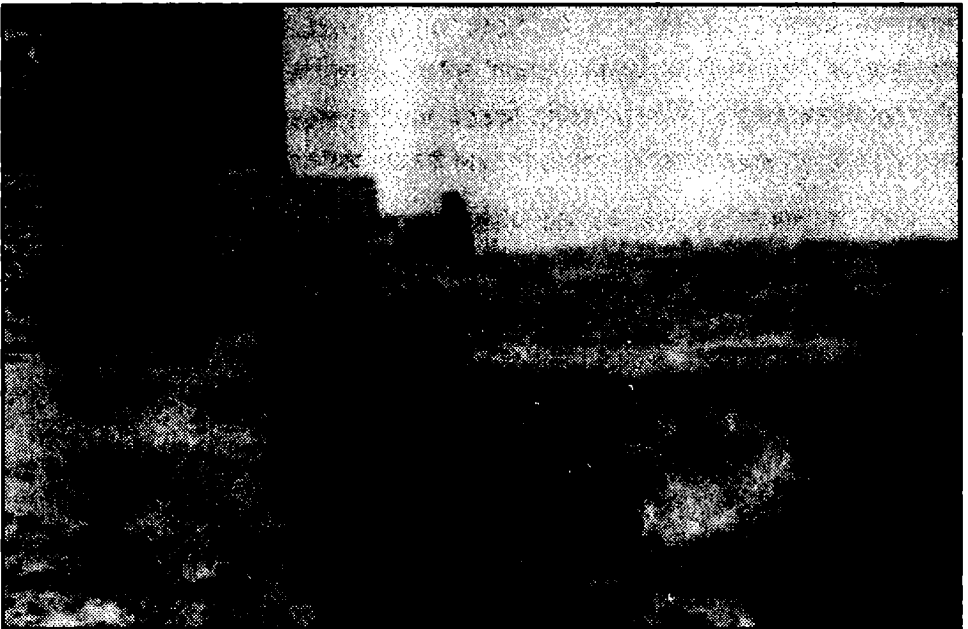
সা'ব ইবনে মু'আযের দুর্গঃ খায়বার অভিযানে ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে বিজিত হইয়াছিলো। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (র) বলেন, সহীহ মুসলিমে এইভাবে উল্লেখ আছে যে, 'আলী (রা) মারহাবকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু মূসা ইব্‌ন উকবা, ইমাম যুহরী ও আবুল আসওয়াদের উদ্ধৃতিতে এবং ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মারহাবকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) হত্যা করেন। মারহাব যখন দুর্গের ভিতর হইতে বীরদর্পে বাহির হইয়া তাহার মুকাবিলার জন্য আহ্বান করে তখন রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে মুকাবিলা করিতে কে প্রস্তুত আছ? মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাহার মুকাবিলায় প্রস্তুত। এই ব্যক্তি আমার ভ্রাতা (মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা)-কে গতকাল শহীদ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি যখন অগ্রসর হন তখন উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বৃক্ষ আড়াল হয়। উভয়ই একে অপরকে আঘাত হানার জন্য সুযোগের সন্ধান করিতে থাকেন। অবশেষে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) তাহাকে হত্যা করেন। সালামা ইব্‌ন সালামা ও মুজাম্মি' ইব্‌ন হারিছাও বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা মারহাবকে হত্যা করেন।

ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-এর তরবারির আঘাতে মারহাবের দুই পা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। তারপর তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দেন এবং বলেন, যন্ত্রণার স্বাদ উপভোগ কর, যেমন আমার ভ্রাতা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে। তারপর আলী (রা) অগ্রসর হইয়া মারহাবের শিরোশ্ছেদ করেন। অতঃপর তিনি মারহাবের তরবারি এবং অন্যান্য আসবাবপত্র লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন। তাহারা দুইজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে মারহাবের পরিত্যক্ত আসবাবপত্রের মালিকানা লইয়া বিতর্কে জড়াইয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ (স) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাকে তাহার তরবারি, বর্শা ও শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি সবকিছু দান করেন।

মারহাবের পর তাহার ভ্রাতা ইয়াসির অগ্রসর হয়। তাহার মুকাবিলার জন্য যুবায়র ইবনুল আওওয়াম (রা) অগ্রসর হন। এই সময় যুবায়রের মাতা সাফিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আমার পুত্রকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তিনি বলিলেনঃ না, তোমার পুত্র তাহাকে হত্যা করিবে। অবশেষে যুবায়র (রা) ইয়াসিরকে হত্যা করেন। কামূস দুর্গের অবরোধ প্রায় বিশদিন স্থায়ী ছিল। ইহা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী দুর্গ (যাদুল মা'আদ, ২খ., ১৩৪, ১৩৫; আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., ৯২, ৯৩)।

এই ব্যাপারে ইব্‌ন হাজার আসকালানী বলেন, ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের বিরোধিতা করেন অনেক সীরাতবিদ। ইব্‌ন ইসহাক, মূসা ইব্‌ন উকবা ও আল-ওয়াকিদী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মারহাবকে যিনি হত্যা করিয়াছেন তিনি হইলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা। ইহার অনুকূলে ইমাম আহমাদ হাসান পর্যায়ের সনদে জাবির (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা মারহাবের মুকাবিলা করিয়া তাহার দুইটি পা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরে আলী (রা) তাহাকে হত্যা করেন। কেহ কেহ

বলেন, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা) যাহাকে হত্যা করেন সে ছিল মারহাবের ভাই আল-হারিছ। কিন্তু কোন কোন বর্ণনাকারীর নিকট তাহা স্পষ্ট ছিল না। তাই এই বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। যদি এইরূপ না হইয়া থাকে তাহা হইলে মারহাবকে আলী (রা) হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সহীহ মুসলিমে যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৪৮৭)।

সাফিয়্যা (রা)

কিনানা ইব্‌ন আবিল হুকায়কেরই দুর্গ ছিল কামূস। ইয়াহূদীগণ যখন এই দুর্গ হইতে পলায়ন করে এবং দুর্গ বিজিত হয় তখন যাহারা বন্দী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইব্‌ন আখতাব এবং তাহার দুইজন চাচাতো ভগ্নিও ছিল। ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাফিয়্যা (রা) ছিলেন কিনানা ইব্‌ন রাবী' ইব্‌ন আবিল হুকায়কের স্বল্পবয়সী ও সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। প্রথমে তিনি দিহ্‌য়া ইব্‌ন খালীফা আল-কালবী (রা)-এর ভাগে দাসী হিসাবে বণ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সামাজিক মর্যাদার বিবেচনায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, সাফিয়্যা বিশিষ্ট সরদার তনয়া এবং অতিশয় পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী। দিহয়া কালবীর নিকট তাহাকে রাখা সমীচীন নয়। তিনি আপনারই যোগ্য। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দিহয়া কালবীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন। তাহার ভগ্নীদেরকে তাহার হাতে সোপর্দ করিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯৩)।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, খায়বারের বন্দীদের মধ্যে সাফিয়্যা (রা)-ও ছিলেন। দিহয়া কালবী (রা) একজন দাসী দানের আবেদন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিজ পসন্দে একজন গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করিলেন। তিনি সাফিয়্যা (রা)-কে পছন্দ করিলেন। ইহাতে সাহাবীগণ বলিলেন, সাফিয়্যা নাযীর ও কুরায়যা গোত্র দুইটির অধিপতির সম্ভ্রান্ত কন্যা। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি ব্যতীত অন্য কেহই তাহার উপযুক্ত নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) দিহয়া (রা)-কে অন্য দাসী দিয়া সাফিয়্যা (রা)-কে দাসত্বমুক্ত করেন। অতঃপর তাঁহাকে বিবাহ করেন (রাসূলে রাহমাত, পৃ. ৪০৯)। আল্লামা শিবলী নু'মানী ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী কর্তৃক রচিত সীরাতুন্নবীর (১খ., ২৮৩) বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) সাফিয়্যার বিনিময়ে দিহয়া (রা)-কে সাতজন দাসী দিলেন। এই সকল রিওয়াত পরস্পরবিরোধী। এক সূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ ابْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِىُّ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَتَبَنّٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نَطْعٍ صَغِيْرَةٍ

ثُمَّ قَالَ لِيْ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةً عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يحوى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ.

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা খায়বারে আগমন করিলাম। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন দুর্গের বিজয় দান করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হইল। তাঁহার প্রাক্তন স্বামী (কিনানা) নিহত হইয়াছিল। সাফিয়্যা (রা) ছিলেন নব বিবাহিতা। অতঃপর তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য মনোনীত করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা করিলেন। আমরা যখন আস-সাহ্‌বার দোরগোড়ায় উপনীত হইলাম তখন সাফিয়্যা (রা) হায়েয হইতে পবিত্রতা অর্জন করিলেন। ফলে এখানেই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সহিত বাসরঘর করিলেন। ইহার পর ছোট একটি চামড়ার পাত্রে হায়স (ক্ষীর) তৈরী করা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেনঃ তোমার আশেপাশের লোকদিগকে দাওয়াত দাও। ইহাই ছিল সাফিয়্যা (রা)-এর ওয়ালীমা। অতঃপর আমরা মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করিলাম। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলাম, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পিছন দিয়া সাফিয়্যা (রা)-এর জন্য একটি চাদর দ্বারা পর্দা করিয়াছেন। পরে তাঁহার উটের নিকট তিনি বসিয়া নিজ হাঁটু মেলিয়া রাখিলেন এবং সাফিয়্যা (রা) নিজ পা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাঁটুতে রাখিয়া সওয়ার হইলেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতি খায়বার, ২খ., ৬০৬)।

বুখারীর এক রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلٰوةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِيْ طَلْحَةَ فَاَجْرٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاَنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْاِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّٰى اَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اِلٰى اَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسَ يَعْنِيْ الْجَيْشَ قَالَ فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ

بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ لاَ تَصْلُحُ الاَّ لَكَ قَالَ اُدْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِىِّ غَيْرَهَا قَالَ فَاَعْتَقَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَا اَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَا اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ.

বুখারীতে ওয়ালীমা সম্পর্কিত একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে ঃ

فَاَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ عَرُوْسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمَنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (صحيح البخارىْ مجلد ١ : ٥٣-٥٤ كتاب الصلوة باب ما يذكر فى الفخذ).

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সফররত অবস্থাতেই উম্মু সুলায়ম (রা) সাফিয়্যা (রা)-এর জন্য রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বাসরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকালে সকলকে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাহার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়া আস। তিনি চামড়ার খাঞ্চা বিছাইয়া দিলেন। কেহ লইয়া আসিল শুকনা খেজুর, কেহ আনিল ঘি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় ছাতু আনার কথাও উল্লেখ আছে। সবাই মিলিয়া তাহা দিয়া হায়স (ছাতু ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) তৈরী করিলেন। ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়ালীমা" (বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব মা য়ুযকারু ফি'ল-ফাখিয, ১খ., ৫৩-৫৪)।

সুনানে আবী দাউদের ভাষ্যকার 'আল্লামা মাযিরী বলিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (স) সাফিয়্যা (রা)-কে দিহয়া (রা)-এর নিকট হইতে ফেরত লইয়া নিজে বিবাহ করিলেন। কারণ ঃ

لِمَا فِيْهِ مِنْ اِنْتِهَالِهَا مَعَ مَرْتَبَتِهَا وَكَوْنِهَا بِنْتَ سَيِّدِهِمْ

"তিনি ছিলেন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং ইয়াহূদী নেতার মেয়ে। এইজন্য তাঁহার অন্য কাহারও নিকট থাকা সমীচীন ছিল না" (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., ২৮৪)।

ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, ইব্ন ইসহাকের মতে সাফিয়্যা (রা)-কে কামূস দুর্গ হইতে বন্দী করা হইয়াছিল। সাফিয়্যা (রা) ছিলেন কিনানা ইব্ন আবিল হুকায়কের স্ত্রী। তাঁহার সহিত তাঁহার চাচাতো ভগ্নিকে বন্দী করা হইয়াছিল। ভিন্নমতে তাঁহার স্বামীর চাচাত ভগ্নি বন্দী হইয়াছিল। সুহায়লী বলেন, খায়বারের গনীমত ভাগ করিবার পূর্বে দিহয়া (রা)-এর নিকট হইতে সাফিয়্যা (রা)-কে ফেরত লওয়া হইয়াছিল। সাফিয়্যা (রা)-এর পরিবর্তে দিহয়া (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) যাহা দিয়াছিলেন তাহা বিনিময় হিসাবে নয়, অনুগ্রহ হিসাবে (ফাতহুল বারী,

সাফিয়্যা (রা) মহানবী (স)-এর পরিণীতা হইবার আরও একটি যুক্তি হইল, তিনি পিতা ও স্বামী উভয়ের পক্ষ হইতে রাজকীয় পরিবেশে জীবন যাপনের পর যখন পিতৃহারা ও স্বামীহারা হইয়া চরমভাবে অসহায় হইয়া পড়িলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার বংশ মর্যাদা রক্ষার্থে এবং স্বজন হারানোর বেদনা দূর করিতে ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তিনি বাঁদী হিসাবেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থাকিতে পারিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহা করেন নাই। তাঁহার সামাজিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে নিজ স্ত্রী হিসাবে বরণ করিয়া লইলেন।

মুসনাদে আহ্‌মাদে বর্ণিত আছে (মিসর, ৩খ., ১৩৮), রাসূলুল্লাহ (স) সাফিয়্যা (রা)-কে দুইট জিনিসের যে কোন একটি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন ঃ হয় তিনি আযাদ হইয়া নিজ গৃহে চলিয়া যাইবেন অথবা তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহে আবদ্ধ হইবার পন্থাটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। করুণা ও সদ্ব্যবহার ছাড়াও ইহা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই আচরণের ফলেই আরববাসীদের ইসলামের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইসলাম তাহার শত্রুদিগের পরিবার-পরিজনের সহিতও কতই না উত্তম আচরণ করে (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, ১খ., ২৮৪)।

সাফিয়্যা নামের কারণ

উম্মত জননী আইশা (রা) বলেন, كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِىِّ "সাফিয়্যা (রা) ছিলেন সাফী অংশের অন্তর্ভুক্ত" (আবু দাউদ, ২খ., পৃ.৭৩)।

ইবন আওন বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশ ও সাফী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধে শরীক না হইলেও তাঁহার জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করা হইত। সাফী হইল 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) পৃথক করিবার পূর্বে তাঁহার জন্য যেই অংশ গ্রহণ করা হইত" (আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত)।

وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِىُّ اِنْ شَاءَ عَبْدًا وَاِنْ شَاءَ اَمَةً وَاِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ.(ابو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى سهم الصفى)۔

"আমের আশ-শা'বী (র) বলেন, রাসূলূল্লাহ (স)-এর জন্য একটি অংশ ছিল যাহাকে 'সাফী' বলিয়া অভিহিত করা হইত। 'খুমুস' পৃথক করিবার পূর্বে তিনি নিজ পছন্দ মত যাহা গ্রহণ করিতেন— তাহা গোলাম অথবা বাঁদী কিংবা ঘোড়া যাহাই হউক"।

وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَدَا كَانَ لَهُ سَهْمُ صَافٍ يَاْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذٰلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ اِذَا لَمْ يَغْزُوْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ.

"কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতেন তখন তাঁহার জন্য "সাফী'র এক অংশ থাকিত। তিনি যেখান হইতে ইচ্ছা তাহা গ্রহণ করিতেন। এইরূপ অংশেরই অধীনে ছিলেন সাফিয়্যা (রা)। তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য তাঁহার অংশ পৃথক করা হইত, অন্য কিছু গ্রহণের অধিকার থাকিত না" (আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত)।

এই হাদীছ তিনটি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সাফিয়্যা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিশেষ অংশ। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, 'খুমুস' পৃথক করিবার পূর্বে তিনি সাফিয়্যা (রা)-কে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইতিপূর্বে যেই কথা বলা হইয়াছে যে, সাফিয়্যা (রা) দিহয়া কালবী (রা)-এর ভাগে পড়েন নাই, বরং তিনি তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ পাইয়া স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন হাজার উপরিউক্ত হাদীছগুলি বর্ণনা করিয়া বলেন, কেহ কেহ বালিয়াছেন, সাফিয়্যা (রা)-কে বন্দী করিবার পূর্বে তাঁহার নাম ছিল যয়নব। অতঃপর তিনি সাফী-র মধ্যে গণ্য হইবার পর তাঁহার নাম হইল সাফিয়্যা (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৪৮০)।

কুল্লা দুর্গ

এই দুর্গটিও ছিল অতিশয় সুরক্ষিত এবং ইহা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। কুল্লা শব্দের অর্থ হইল পাহাড়ের চূড়া। দুর্গটি পরবর্তীতে যুবায়র দুর্গ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কারণ দুর্গটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় যুবায়র (রা)-এর ভাগে পড়িয়াছিল বলিয়া ইহাকে এই নামে ডাকা হইত। একাধারে তিন দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখা হয়, কিন্তু দুর্গের পতন ঘটানো সম্ভব হয় নাই। ইত্যেমধ্যে একজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে আবুল কাসিম! আপনি এক মাস যুদ্ধ করিয়া দুর্গের পতন ঘটাইতে সক্ষম হইবেন না। অবশ্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে যাহার মাধ্যমে আপনি তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে সক্ষম হইবেন। পাহাড়ের নিম্নদেশে পানির একটি ঝর্ণা আছে, উহা হইতে রাত্রিকালে এই দুর্গবাসীরা পানি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঝর্ণাটি বন্ধ করিয়া দিলেই তাহারা নিরুপায় হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যূষে গমন করিয়া ঝর্ণাটি বন্ধ করিয়া দেন। ইহার ফলে দুর্গবাসীরা দুর্গাভ্যন্তর হইতে বাধ্য হইয়া বাহির হয় এবং তাহাদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দশজন ইয়াহূদী নিহত হয় এবং কতিপয় মুসলিম শহীদ হন। অতঃপর দুর্গ বিজিত হয় (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ১৯৪; সীরাতে মুহসিনি কাইনাত, পৃ. ২৯৩, ২৯৪)।

ওয়াতীহ ও সুলালিম দুর্গ

যুবায়র দুর্গ বিজয় লাভের পর রাসূলুল্লাহ (স) অবশিষ্ট দুর্গসমূহ দখলের অভিযান চালাইলেন। সকল দুর্গ তাঁহার হস্তগত হওয়ার পর সর্বশেষে তিনি ওয়াতীহ ও সুলালিমের দিকে অগ্রসর হইলেন। কোন কোন বর্ণনায় আল-কাতীবা-এর কথাও উল্লেখ আছে। ইহার পূর্বে সকল দুর্গ বিজিত হইয়া গিয়াছিল। কেবল এই দুইটি দুর্গ অবশিষ্ট ছিল। সর্বদিক হইতে তাড়া খাইয়া ইয়াহূদীরা এই তিনটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং ধন-সম্পদ এই সকল দুর্গে আনিয়া

রাখিয়াছিল। চৌদ্দ দিন অবরুদ্ধ থাকিবার পর বাধ্য হইয়া তাহারা সন্ধির আবেদন করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা মঞ্জুর করিলেন। ইয়াহূদীগণ সন্ধির বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করিবার জন্য কিনানা ইব্ন আবিল হুকায়ক-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে এই শর্তে মৃত্যুদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দিলেন যে, তাহারা খায়বার অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতিয়ার ও যুদ্ধাস্ত্র এই স্থানে রাখিয়া যাইবে। কোন জিনিস গোপন করিবে না। যদি এই শর্ত লঙ্ঘন করা হয় তাহা হইলে তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের কোন দায়দায়িত্ব থাকিবে না। ইয়াহূদীগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইবার পরও নিজেদের অপকর্ম হইতে বিরত থাকিল না।

ইয়াহূদী নেতা কিনানাকে হত্যা

'আল্লামা সুহায়লী বলেন, কিনানা ইবনুর রাবী'র কাছে বানূ নাযীরের সম্পদের সম্ভার ছিল। তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আনা হইলে তিনি তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিনানা এই সম্পর্কে অবগত নয় বলিয়া জানাইল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক ইয়াহূদী আসিয়া বলিল, আমি কিনানাকে একটি অনাবাদী স্থানে প্রতিদিন ভোরে ঘোরাফিরা করিতে দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) কিনানাকে বলিলেন, যদি আমরা ইহা তোমার নিকট পাই তাহা হইলে কি তোমাকে হত্যা করিব? সে বলিল, হাঁ, ঠিক আছে। রাসূলুল্লাহ (স) এই অনাবাদী স্থানটিতে সন্ধান করিবার আদেশ করিলেন। সেখান হইতে কিছু সম্পদ উদ্ধার করা হইল। অতঃপর কিনানাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, অবশিষ্ট সম্পদ কোথায়? সে তাহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। রাসূলুল্লাহ (স) এই সময় যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর নিকট তাহাকে সোপর্দ করিয়া বলিলেন, এই লোকটির নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার সন্ধান লাভ না করা পর্যন্ত তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। যুবায়র (রা) তাহার বুকে চকমকি পাথর দিয়া আঘাত হানিতে লাগিলেন। ইহাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) কিনানাকে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) তাহাকে স্বীয় ভাই মাহমূদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর কিসাসরূপে হত্যা করিলেন (আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ৪৩ তারীখু উমাম ওয়াল-মুলূক, ৩খ, পৃ. ৯৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদিগকে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিল, হে মুহাম্মাদ! আমাদিগকে অবস্থান করিতে দিন। আমরা এই ভূমিতে কাজ করিব। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক আমাদের আর অর্ধেক আপনাদের। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার স্ত্রীগণের প্রত্যেককে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব দিতেন (সুনান আবী দাউদ, ২খ., পৃ. ৭৬, বাব মা জাআ ফী হুকুমি আরদি খায়বার; বাযলুল মাজহূদ, ১৩খ., পৃ. ৩৩৫-৩৩৭)।

মাহমূদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর প্রতিশোধস্বরূপ কিনানাকে হত্যা করিবার জন্য মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-র নিকট সোপর্দ করা সংক্রান্ত বর্ণনার সহিত এই রিওয়ায়াত সাংঘর্ষিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশেই কিসাসস্বরূপ তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। আল্লামা

শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী সীরাতুন নবী গ্রন্থে বলেন, "খায়বারের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনায় সীরাতবিদগণ একটি ভুল রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে ইয়াহূদীগণকে এই শর্তে নিরাপত্তা দিয়াছিলেন যে, তাহারা কোন জিনিস লুকাইয়া রাখিবে না। কিন্তু যখন কিনানা সম্পদ সম্ভারের তথ্য দিতে অস্বীকার করিল তখন তিনি তাহাকে যুবায়র (রা)-এর নিকট সোপর্দ করিয়া আদেশ দিলেন যে, কঠোরতা অবলম্বন করিয়া তাহার নিকট হইতে তথ্য উদঘাটন করিতে। কথামত যুবায়র (রা) তাহার বুকে চকমকি জ্বালাইয়া দাগাইতে লাগিলেন, যাহার দরুন তাহার প্রাণ নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইল। অতঃপর তিনি কিনানাকে হত্যা করাইলেন,সকল ইয়াহূদীকে দাস-দাসী বানাইয়া লইলেন। উক্ত রিওয়ায়াতের এইটুকু হইল শুদ্ধ যে, কিনানাকে হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ এই ছিল না যে, সে সম্পদরাজির তথ্য দিতে অস্বীকার করিয়াছিল; বরং তাহার কারণ হইল, কিনানা মাহমূদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে হত্যা করিয়াছিল। ইহার কিসাসস্বরূপ তাহাকে হত্যা করা হয়। গ্রন্থকারদ্বয় বলেন, এই রিওয়ায়াতটি তাবারী ও ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাক উপরস্থ কোন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই। মুহাদ্দিছগণ জীবনী গ্রন্থসমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইব্ন ইসহাক ইয়াহূদীগণের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জী বর্ণনা করিতেন। এই রিওয়ায়াতকেও সেইরূপ মনে করা উচিত। তাহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, কোন লোককে সম্পদ ভাণ্ডারের তথ্য প্রদান না করায় তাহার বুকে চকমকি দ্বারা আগুন বর্ষণের বিষয়টি রাহমাতুল্লিল আলামীনের মহানুভাবতার সহিত খাপ খায় না। বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তির অপরাধের জন্য যিনি তাহাকে শাস্তি দিলেন না আর কতিপয় মুদ্রার জন্য কোন লোকের বুকে আগুন লাগানোর আদেশ কি তিনি দিতে পারেন? তাহারা আরও বলেন, কিনানা ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছিল, ফলে তাহার নিরাপত্তার শর্ত রহিত হইয়াছিল। সে মাহমূদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে হত্যা করিয়াছিল। সেইজন্য তাহাকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হয়। তাহারা বলেন, ঘটনার সহিত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও সংযোজিত রহিয়াছে ঃ

(১) কিনানার সহিত তাহার ভাইয়ের কথা যোগ করা হইয়াছে। বাক্র ইব্ন আবদির রাহমান সূত্রে বর্ণিত মুত্তাসিল রিওয়ায়াত রহিয়াছেঃ

فَضَرِبَ اَعْنَاقُهُمَا وَسَبى اَهْلَيْهِمَا

(২) আফফান ইব্ন মুসলিম সূত্রে বর্ণিত ইব্ন সা'দের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে ঃ

فَلَمَّا وَجَدَ الْمَالَ الَّذِىْ غَيَّبُوْهُ فِىْ مَسْكِ الْجُمَلِ سَبى نِسَاءَهُمْ.

"তাহারা উটের চামড়ার থলিতে যেই সম্পদ গোপন করিয়াছিল তাহা পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের স্ত্রীলোকগণকে বন্দী করিয়াছিলেন।"

গ্রন্থকারদ্বয় এই সম্পর্কে বলেন, এই বর্ণনাসমূহকে হাদীছ যাচাইয়ের নীতি অনুসারে বিচার করিলে মূল বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায়। তাহারা ইহাও বলেন, ইয়াহূদীগণের স্ত্রীলোক ও

সন্তানদিগকে গ্রেফতার করিবার কথা তো দূরে থাকুক, সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কিনানা-র ভাইকেও হত্যা করা হয় নাই। সে উমার (রা)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। যেমন বুখারীতে আছেঃ

فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذٰلِكَ اَتَاهُ اَحَدُ بَنِىْ اَبِى الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْاَمْوَالِ.

"উমার (রা) যখন এই ব্যাপারে একমত হইয়া গেলেন তখন তাঁহার নিকট হুকায়কের কোন এক ছেলে আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাদিগকে উচ্ছেদ করিবেন? অথচ মুহাম্মাদ (স) আমাদিগকে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং আমাদেরকে (উৎপাদিত) মালের অংশ প্রদানের চুক্তিতে কৃষিকর্মী হিসাবে এখানে বহাল রাখিয়াছেন।"

তাহারা এই সম্পর্কে বলেন, "ইব্ন হাজার ফাতহুল বারীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই লোকটি ছিল কিনানার সেই ভাই"।

আবূ দাউদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) সা'য়া-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সম্পদ ভাণ্ডার কোথায়? সে বলিয়াছিল, যুদ্ধে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কেবল কিনানাকে মাহমূদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হইয়াছিল। কারণ সম্পদ লুকাইবার দায়ে যদি তাহাকে হত্যা করা হইত তাহা হইলে সেই দায়ে আরও অনেকেই দায়ী ছিল (শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ২৮৫-২৮৭)।

সাফিয়্যা (রা)-এর স্বপ্ন

সাফিয়্যা (রা)-এর মুখমণ্ডলে একটি নীল দাগ ছিল। ইহার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, চাঁদ আমার কোলে। এই স্বপ্ন আমি আমার তৎকালীন স্বামী কিনানাকে অবহিত করিলাম। তিনি আমাকে প্রচণ্ডভাবে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি তো মদীনার বাদশাহের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছ (আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ৪৩)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়া সাফিয়্যা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রকৃতপক্ষে আপনার সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না।

তাঁহাকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফিরিবার সময় আস-সাহ্বা' নামক স্থানে তাঁহাদের বাসর অনুষ্ঠিত হয়। তথায় রাসূলুল্লাহ (স) তিনদিন অবস্থান করেন। সেই রজনীতে কোন পূর্ব-সংকেত ব্যতিরেকে আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) সমগ্র রাত পাহারা প্রদান করেন। প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন করিলে? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার আশংকা ছিল যে, এই মহিলার পিতা,

ভ্রাতা, স্বামী সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সুতরাং পিছনে সে যে কোন অনিষ্ট না করিয়া বসে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মৃদু হাসিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯৩, ১৯৪)।

হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহের ওয়ালীমা ও সাফিয়্যার হিজাব (পর্দা) সম্পর্কে বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلٰثَةَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهَا بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ وَمَاكَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْ اَمَرَ بِلاَلاً بِالاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَاَلْقٰى عَلَيْهَا التَّمَرَ وَالاَقِطَ وَالسَّمَنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ قَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِىَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ يَحْجُبْهَا فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّاَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ.

"হুমায়দ বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিন রাত অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সাফিয়্যা (রা)-এর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। অতঃপর আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালীমা-র জন্য দাওয়াত করিলাম। ওয়ালীমাতে রুটি ও গোশ্ত ছিল না। বিলাল (রা)-কে দস্তরখান বিছানোর আদেশ করা ছাড়া ইহাতে অন্য কিছু ছিল না। আদেশ অনুযায়ী দস্তরখান বিছানোর পর ইহাতে শুকনা খেজুর, পনির ও ঘি ঢালা হইয়াছিল। অতঃপর মুসলমানগণ বলিতে লাগিলেন, তিনি কি উম্মুল মু'মিনীনের একজন, না কি বাঁদী। তাহারা বলিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে পর্দার অন্তরালে রাখেন তাহা হইলে তিনি উম্মত জননীগণের একজন, আর যদি তাঁহাকে পর্দার অন্তরালে না ঢাকেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার একজন বাঁদী। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা করিলে সাফিয়্যা (রা)-এর জন্য তাঁহার সওয়ারীর পিছনে বসিবার স্থান ঠিক করিলেন এবং তাঁহার জন্য পর্দা টানাইলেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গায্ওয়া খায়বার, ২খ., পৃ. ৬০৬; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১১৪)।

খায়বারের দুর্গমালা বিজয়ের ধারাবাহিকতা

ইব্ন কাছীরের বর্ণনানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, খায়বারে পর্যাক্রমে প্রথম নাঈম, কামূস সা'ব ইব্ন মু'আয, ওয়াতীহ্ ও সুলালিম বিজিত হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ., পৃ. ১৯৩-১৯৬)।
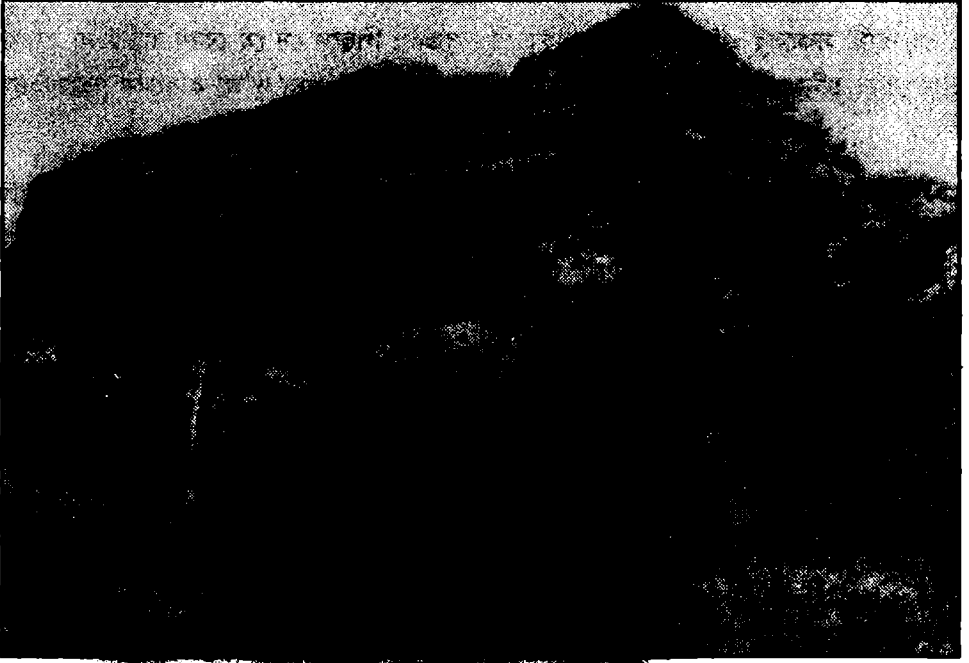
ইয়াহূদীগণ কর্তৃক নির্মিত হিসনুর [illegible] দুর্গ। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।
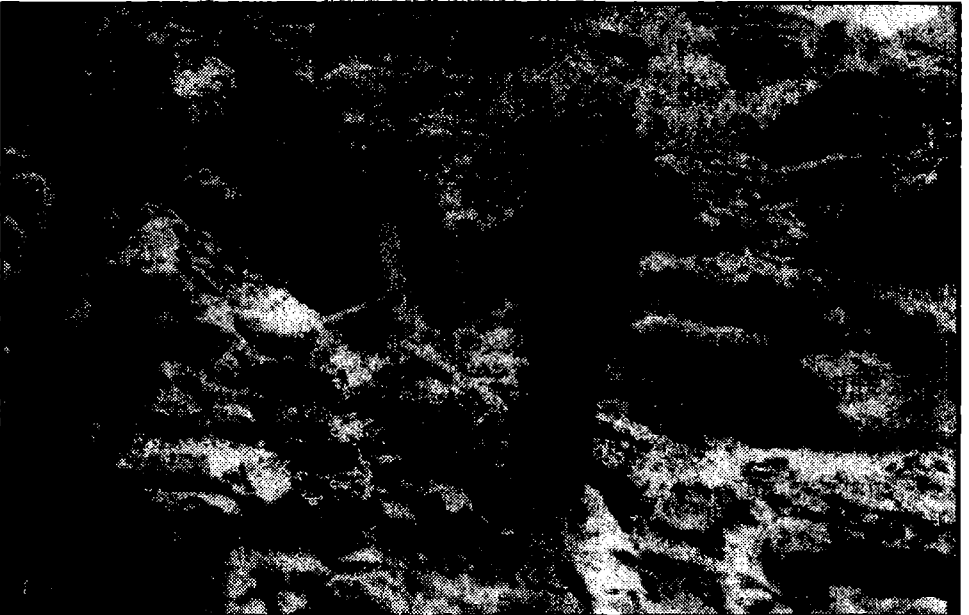
খায়বারে অবস্থিত ইয়াহূদী সরদার কা'ব ইব্‌ন আশরাফের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

ভূমি চাষাবাদের শর্তে ইয়াহূদীদের খায়বারে অবস্থান অনুমোদন

চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইচ্ছা ছিল ইয়াহূদীদিগকে খায়বার হইতে উচ্ছেদ করা। কিন্তু ইয়াহূদীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রার্থনা করিল, আমাদিগকে এখানে বসবাসের এবং চাষাবাদের অনুমতি দিন। কারণ এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত অভিজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ (স) দেখিলেন, সাহাবীদের হাতে সময় নাই যে, তাহারা এখানকার সকল ভূমি স্বহস্তে চাষাবাদ করিতে পারিবে এবং দাসদের সংখ্যাও এই পরিমাণ নাই যে, তাহাদের দ্বারা সব চাষাবাদ করানো যায়। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) এই শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করেন যে, তাহারা চাষাবাদ এবং বৃক্ষের পরিচর্যা করিবে। অতঃপর ফসল ও খেজুর যাহা উৎপন্ন হইবে ইহার অর্ধাংশ তাহারা পাইবে। যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে এই ব্যবস্থা খায়বারে গৃহীত হয় সেই হেতু ইহার নামকরণ করা হয় খায়বার হইতে 'মুখাবারা' (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯৫)।

খায়বারের ভূমি বণ্টন

খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে সেখানকার ভূমিই ছিল উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানকার ভূমি বণ্টন করেন নিম্নরূপঃ আবূ দাউদে বুশায়র ইব্‌ন য়াসার হইতে বর্ণিত আছে যে, সমুদয় ৩৬ ভাগে বিভক্ত করা হয়। তাহার পর তন্মধ্যে অর্ধাংশ অর্থাৎ আঠার অংশ বণ্টন না করিয়া রাষ্ট্রের মালিকানায় রাখা হয় যাহাতে ইহা হইতে প্রতিনিধি দল ও দূত প্রেরণ এবং অন্যান্য জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় নির্বাহ করা যায়। অবশিষ্ট আঠার ভাগের প্রত্যেক ভাগকে ১০০ ভাগ করিয়া বণ্টন করা হয় (باب ماجاء فى حكم ارض خيبر) রাহীমিয়া পাবঃ দেওবন্দ, ২খ., পৃ. ৭৭)। ইব্‌ন শিহাব বলেন, কেবল হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যেই এই অংশগুলি বণ্টন করা হয়। তাহাদের মধ্যে খায়বারে উপস্থিত অনুপস্থিত সকলকেই ভাগ দেওয়া হয়। সীরাতবিদগণ বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারিগণের মধ্যে কেবল জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা) খায়বারে অংশগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহাকে ইহার অংশ প্রদান করা হয়। যে অর্ধাংশ রাষ্ট্রের মালিকানায় পৃথক করিয়া রাখা হয় এবং বণ্টন করা হয় নাই তন্মধ্যে কাতিবা, ওয়াতীহ, সুলালিম এবং তৎসংলগ্ন ভূমি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যে অর্ধাংশ বণ্টন করা হয় তন্মধ্যে শাক্ক ও নাতা এবং তৎসংলগ্ন ভূমি অন্তর্ভুক্ত ছিল (আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত)। বণ্টনযোগ্য আঠারটি অংশ কিভাবে বণ্টিত হয় এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

"ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার দিবসে অশ্বারোহীর জন্য দুই ভাগ ও পদাতিকের জন্য এক ভাগ হিসাবে বণ্টন করিয়াছিলেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতি খায়বার; মুসলিম, বাবু কায়ফিয়্যাতু কিসমাতিল গানীমাতি বায়নাল হাদিরীন)।

এই হাদীছ সম্পর্কে নাফে' (র)-এর ব্যাখ্যা হইল, যোদ্ধার সহিত যখন অশ্ব থাকিবে তখন তাহার অংশ হইবে তিনটি। অশ্ব না হইলে তাহার জন্য একটি অংশ (বুখারী, প্রাগুক্ত)। চৌদ্দ

শত ব্যক্তির মধ্যে চৌদ্দটি অংশ বণ্টন করা হয়। কারণ এক একটি অংশ এক শতটি ছোট অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধে দুই শত অশ্ব ছিল। প্রত্যেক অশ্বারোহী দুইটি করিয়া ছোট অংশ লাভ করেন। এইজন্য চারটি বড় অংশ দুই শত অশ্বারোহীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এইভাবে আঠার অংশ পূর্ণ হয়। কিন্তু আবূ দাঊদে মুজাম্মি' আল-আনসারী (রা) হইতে ইহার বিপরীত একটি বর্ণনা আছে ঃ

قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ فِيهِمْ ثَلثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ واَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا.

(আবূ দাঊদ, বাব كتاب الخراج مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ)

মুজাম্মি' ইব্ন হারিছা (রা)-এর বর্ণনায় তিনটি বিষয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, অশ্বারোহীর জন্য ছোট একটি অংশ, দুইটি অংশ নয়। দ্বিতীয়ত, লোকসংখ্যা ছিল পনর শত এবং তৃতীয়ত, অশ্বের সংখ্যা ছিল তিন শত। এই হিসাবে পনরটি বড় অংশ পনর শত লোকের মধ্যে এবং তিন শত অশ্বের মধ্যে তিনটি অংশ। এইভাবে মোট আঠার অংশ পূর্ণ হয়।

ইমাম নাওয়াবী উল্লেখ করেন, অশ্বের অংশের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে অশ্বের জন্য দুই অংশ। ইহাতে যাহারা পদাতিক ছিলেন তাহাদের মাথাপিছু এক অংশ এবং অশ্বারোহীদের জন্য তিন অংশ হইয়া যায়। এক অংশ আরোহীর আর দুই অংশ অশ্বের। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, ইব্ন সীরীন, উমার ইব্ন আবদিল আযীয, ইমাম মালিক, ইমাম আওযাঈ, সুফ্য়ান ছাওরী, শাফিঈ, লায়ছ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আবূ উবায়দ ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, অশ্বরোহীর জন্য দুই অংশ হইবে, এক অংশ আরোহীর আর এক অংশ তাহার অশ্বের। বলা হয়, ইহার পক্ষে আলী (রা) ও আবূ মূসা আল-আশ্আরী (রা) ব্যতীত অন্য কাহারও কোন বর্ণনা নাই (নাওয়াবী, হাশিয়া মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯২)। ইমাম আবূ হানীফা (র) মুজাম্মি' ইব্ন হারিছা (রা)-এর বর্ণনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কিন্তু ইমাম ইব্ন কায়্যিম (র) বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে মুজাম্মি' ইব্ন হারিছা (রা)-এর অবস্থা পরিজ্ঞাত নয়। দ্বিতীয় দলীল এই যে, আবদুল্লাহ আল-উমারী নাফে' হইতে এবং তিনি ইব্ন উমার (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, অশ্বারোহীর দুই অংশ এবং পদাতিকের এক অংশ। কিন্তু উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার নাফে' হইতে এবং তিনি ইব্ন উমার হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, অশ্বের জন্য দুই অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, অশ্বারোহীর জন্য তিন অংশঃ দুই অংশ অশ্বের জন্য আর এক অংশ আরোহীর জন্য। উবায়দুল্লাহ তদীয় ভ্রাতা হইতে স্মরণশক্তিতে অগ্রণী ছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭)। আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ ভ্রাতৃদ্বয়ের রিওয়ায়াতের এই বিভিন্নতা

সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, সম্ভবত নাফে' (র) অশ্বের কথা (فرس) উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে আবদুল্লাহ অশ্বারোহী (فارس) জ্ঞান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ওয়াকিদীর কোন কোন বর্ণনায় অশ্বারোহীর দুই অংশের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু সহীহ হাদীছ গ্রন্থের রিওয়ায়াতের মুকাবিলায় ওয়াকিদীর রিওয়ায়াতসমূহের দ্বারা দলীল পেশ করা শুদ্ধ হইতে পারে না।

মুজাম্মি' ইব্ন হারিছা (র)-এর রিওয়ায়াতে তিন শতটি ঘোড়ার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ, ইব্ন 'আব্বাস (রা), সালিহ্ ইব্ন কায়সান, বিশর ইব্ন ইয়াসার এবং সকল সীরাতবিদ বলেন, দুই শত ঘোড়া ছিল। এখন যদি দুই শত ঘোড়ার জন্য বড় চারটি অংশ পৃথক করা হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকিবে চৌদ্দ অংশ। এই কারণে সৈন্যসংখ্যা চৌদ্দ শত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশের মতে হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাই ছিল অনুরূপ। কিন্তু যদি লোকসংখ্যা পনর শত হইয়াই থাকে তাহা হইলে সম্ভবত এক শত হইবে দাস-দাসী যাহাদিগকে ভূমির অংশ প্রদান করা হয় নাই। মোটকথা অংশ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শত (আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত)।

অবশ্য একটি সমস্যা এই যে, খায়বার বিজয়ের প্রাককালে জাহাজ আরোহীগণের আগমন ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ ইহারা ছিলেন জা'ফার ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং তাঁহাদের সঙ্গীগণ যাঁহাদের সংখ্যা ছিল শতাধিক। সহীহ্ বুখারীতে আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্য উপরে বর্ণিত অংশ বণ্টনের হিসাব যথার্থ হয় নাই। ইহার জওয়াবে বলা হয়, সম্ভবত তাহাদিগকে শুধু অস্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রদান করা হইয়াছিল, স্থাবর সম্পত্তির(ভূমির)অংশ প্রদান করা হয় নাই। কারণ ইহা ছিল কেবলমাত্র বায়'আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারিগণের পুরস্কার। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বারের উদ্দেশে যাত্রা করেন তখন আবূ হুরায়রা (রা) সবেমাত্র মদীনায় আগমন করেন এবং সিবা' ইব্ন 'উরফুতা (রা)-এর ইমামতিতে সালাত আদায় করেন। তবে বিজয় শেষে তিনি সেখানে উপনীত হইয়াছিলেন। অনুরূপ কথা আছে আবান (রা) সম্পর্কে। তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স) একটি সারিয়্যাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনিও সেখান হইতে খায়বার আগমন করেন। তিনিও বিজয় লাভের পরে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজন গনীমতে অংশীদার হইবার কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদিগকে অংশ দেন নাই (আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত)।

ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, খায়বারের সম্পদরাশি অর্থাৎ আশ-শিক্ক, আন-নাতা, আল-কাতীবা ভাগ-বণ্টন করা হয়। আশ-শিক্ক ও আন-নাতা দুর্গে মুসলমানদের অংশ ধার্য করা হয়। আল-কাতীবায় আল্লাহ্র নামে "খুমুস" (এক-পঞ্চমাংশ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশ, তাঁহার নিকটাত্মীয়গণ, ইয়াতীম ও মিসকীনগণের অংশ, নবী সহধর্মিনীগণের ভাতা, রাসূলুল্লাহ (স) ও ফাদাকবাসিদের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমরূপে যাহারা কাজ করিয়াছিলেন তাহাদের ভাতা ধার্য হয়। ইহাদিগের মধ্যে মুহায়্যা ইব্ন মাস'উদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) ত্রিশ ওয়াসাক যব এবং ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর দান করিয়াছিলেন। আশ-শিক্ক ও আন-নাতা দুর্গ

দুইটিকে ১৮টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে আন-নাতায় পাঁচ ভাগ ও আশ-শিক্ক দুর্গে তের ভাগ ছিল। এই আঠার অংশকে মোট আঠার শত অংশে বন্টন করা হয়। সর্বমোট আঠার শত অংশকে আঠারটি ইউনিটে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইউনিটগুলি ছিল নিম্নলিখিত নামেঃ

১। 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা); ২। যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা); ৩। তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (রা); ৪। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা); ৫। 'আবদুর রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা); ৬। 'আসিম ইব্ন 'আদী (রা); ৭। উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা); ৮। আল-হারিছ ইবনুল খাযরাজ (রা); ৯। না'ঈম (রা); ১০। বানূ বায়াদা; ১১। বানূ 'উবায়দ; ১২। বানূ হারাম; ১৩। 'উবায়দুস সাহাম; ১৪। বানূ সা'ইদা; ১৫। বানূ গিফার ও আসলাম; ১৬। বানূ নাজ্জার; ১৭। বানূ হারিছা ও ১৮। বানূ আওস।

আন-নাতা দুর্গের পাঁচটি ইউনিট ছিল। সর্বপ্রথম খায়বারের যেই ইউনিটটি পৃথক করা হয় তাহা হইল আন-নাতা দুর্গের যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা)-এর উপদুর্গ। ইহাতে খায়বারের খুওয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম দুইটি ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়াদা ইউনিট, তৃতীয় পর্যায়ে উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা)-এর ইউনিট, চতুর্থ পর্যায়ে বানূ হারিছ ইব্ন খাযরাজের ইউনিট, পঞ্চম পর্যায়ে না'ঈমের ইউনিট। ইহাতে বানূ 'আওফ ইব্ন খাযরাজ মুযায়না ও তাহাদিগের অংশীদারগণের ভাগ ছিল। এই স্থানেই মাহমূদ ইব্ন মাসলামা শহীদ হন। ইহার পর আশ-শিক্ক দুর্গ বন্টনের পালা আসে। ইহা হইতে সর্বপ্রথম 'আসিম ইব্ন আদী (রা)-এর ইউনিট পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা ছিলেন 'আজলান গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশ ছিল তাহাদিগের সাথেই। তারপর পর্যায়ক্রমে 'আবদুর রাহমান ইব্ন 'আওফের ইউনিট, সা'ইদা, নাজ্জার, 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), তালহা ইব্ন উবায়দিল্লাহ, গিফার ও আসলামের ইউনিট, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ইউনিট, সালামা ইব্ন উবায়দ ও বানূ হারামের ইউনিটদ্বয়, হারিছার ইউনিট, উবায়দুস সাহ্হামের ইউনিট, আওসের ইউনিট। ইহা আল-লাফীফের ইউনিট। ইহাতে জুহায়না এবং সমস্ত আরব গোত্রসমূহের যাহারা খায়বারে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের অংশ ছিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) আল-কাতীবা দুর্গ বন্টনে মনোনিবেশ করেন। ইহা ছিল "খাস" উপত্যকা। এই প্রান্তরটি রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, সহধর্মিনীগণ ও অন্যান্য নারী-পুরুষগণের মধ্যে নিম্নরূপে বন্টন করেন ঃ

১। নবী তনয়া ফাতিমা (রা) ২০০ওয়াসাক; ২। 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ১০০ ওয়াসাক; ৩। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ২০০ ওয়াসাক ফসল এবং ৫০ ওয়াসাক খেজুর; ৪। উম্মুল মুমিনীন 'আইশা (রা) ২০০ ওয়াসাক; ৫। আবূ বাক্র ইব্ন আবী কুহাফা (রা) ১০০ ওয়াসাক; ৬। 'আকীল ইব্ন আবী তালিব (রা) ১৪০ ওয়াসাক; ৭। বানূ জা'ফর (রা) (জা'ফার পুত্রগণ) ৫০ ওয়াসাক ; ৮। রাবী'আ ইবনুল হারিছ (রা) ১০০ ওয়াসাক; ৯। সাল্ত ইব্ন মাখরামা (রা), শুধু সালত-কে ৪০ ওয়াসাক ও তাঁহার দুই পুত্র ১০০ ওয়াসাক; ১০। আবূ নাবকা 'আলকামা ইবনুল মুত্তালিব (রা) ৫০ ওয়াসাক; ১১। রুকানা ইব্ন ইয়াযীদ ৫০

ওয়াসাক; ১২। কায়স ইব্ন মাখরামা ৩০ ওয়াসাক; ১৩। আবুল কাসিম ইব্ন মাখরামা ৪০ ওয়াসাক; ১৪। 'উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা)-এর কন্যা ও হুসায়ন ইব্ন হারিছের কন্যা ১০০ ওয়াসাক; ১৫। উবায়দ ইব্ন 'আব্দ ইয়াযীদ (রা)-এর পুত্রগণ ৬০ ওয়াসাক; ১৬। আওস ইব্ন মাখরামার পুত্র ৩০ ওয়াসাক; ১৭। মিসতাহ ইব্ন উছাছা ও ইলয়াসের পুত্র ৫০ ওয়াসাক; ১৮। উমমু রুমায়ছা ৪০ ওয়াসাক; ১৯। না'ঈম ইব্ন হিন্দ ৩০ ওয়াসাক; ২০ বুহায়না বিনুতুল হারিছ ৩০ ওয়াসাক; ২১। 'উজায়র ইব্ন 'আবদ ইয়াযীদ ৩০ ওয়াসাক; ২২। উম্মুল হাকাম ৩০ ওয়াসাক; ২৩। জামানা বিন্ত আবী তালিব ৩০ ওয়াসাক; ২৪। ইবনুল আরকাম ৫০ ওয়াসাক; ২৫। 'আবদুর রাহমান ইব্ন আবী বাক্র ৪০ ওয়াসাক; ২৬। হামনা বিন্ত জাহ্শ ৩০ ওয়াসাক; ২৭। উম্মু যুবায়র ৪০ ওয়াসাক; ২৮। দাবা'আ বিন্ত যুবায়র ৪০ ওয়াসাক; ২৯। আবূ খুনায়সের পুত্র ৩০ ওয়াসাক; ৩০। উম্মু তালিব ৪০ ওয়াসাক; ৩১। আবূ বুসরা ২০ ওয়াসাক; ৩২। নুমায়লা কালবী ৫০ ওয়াসাক; ৩৩। 'আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব ও তাঁহার দুই কন্যা ৯০ ওয়াসাক; ইহা হইতে তাঁহার দুই পুত্রের ৪০ ওয়াসাক; ৩৪। উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহ্শ ৩০ ওয়াসাক; ৩৫। লামকু ইব্ন 'আবদা ৩০ ওয়াসাক; ৩৬। উম্মুহাতুল মু'মিনীন ৭০০ ওয়াসাক।

সকল ভূমিই কি বণ্টন করা হইয়াছিল?

'আল্লামা আয়নী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের সকল ভূমি বণ্টন করেন নাই, কিছু অংশ বণ্টন করিয়াছিলেন। শুধু আশ-শিক্ক ও আন-নাতা বণ্টন করেন এবং অবশিষ্ট ভূমি বণ্টন করেন নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, বিজিত ভূমি সম্পর্কে সিদ্ধান্তও রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ারভুক্ত। আবূ উবায়দ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ও খুলাফায়ে রাশিদীন-এর হাদীছসমূহ হইতে বিজিতি ভূমি সম্পর্কে জানা যায় যে, যেই স্থান এবং যেই গোত্রের অধিবাসিগণ মুসলমান হইয়া যায় তাহাদের ভূমি তাহাদিগেরই মালিকানায় থাকে এবং 'উশ্র ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই দিতে হয় না। আর যেই ভূমি সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয় তাহা সন্ধির শর্ত মুতাবিক বণ্টিত হইবে। সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী ভূমির যেই খারাজ নির্ধারিত হইবে, ভূমি ভোগকারীদের ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই দিতে হইবে না।

কিন্তু যেই ভূমি বলপ্রয়োগ এবং বিজয় লাভের মাধ্যমে অর্জিত হয় সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইবনুল মুনযির বলেন, ইমাম শাফি'ঈ ও আবূ ছাওরের মতে, শক্তি প্রয়োগ এবং যুদ্ধের ফলে বিজিত ভূমি গনীমতের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট চার অংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম ছাওরী (র) বলেন, এই শ্রেণীভুক্ত ভূমির ব্যাপারে ইমামের এখতিয়ার থাকিবে। তিনি তাহা বণ্টন করিতে পারিবেন এবং অবণ্টিতও রাখিতে পারিবেন কিংবা কিয়দংশ বণ্টন করিবেন এবং কিয়দংশ অবণ্টিত রাখিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের অর্ধাংশ বণ্টন করিয়াছিলেন এবং

অর্ধাংশ বন্টন করেন নাই। এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত বানূ কুরায়যার সম্পূর্ণ ভূমি বন্টন করিয়াছিলেন। মক্কা শরীফের ভূমি মোটেই বন্টন করেন নাই। অথচ এইসব ভূমি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হইয়াছিল।

শাফি'ঈ মাযহাবের 'উলামা খায়বার বিজয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, যেই অর্দ্ধাংশ ভূমি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হইয়াছিল তাহা বন্টন করা হয়, আর যেই অর্দ্ধাংশ সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয় তাহা বন্টন করা হয় নাই। কিন্তু সকল রিওয়ায়াত ও চরিতগ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, খায়বারে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই ইয়াহূদীগণ সর্ব অধিকার হারাইয়াছিল। সন্ধিচুক্তিতে ভূমি, বাড়ি-ঘর এবং সম্পদের উপর তাহাদিগের কোন অধিকার স্বীকার করা হয় নাই। শর্ত এই ছিল যে, শুধু শরীরাচ্ছাদন অথবা অন্য বর্ণনানুসারে জন্তুযানে যাহা বহন করা যায় তাহা লইয়া খায়বার ভূমি ইয়াহূদীদের পরিত্যাগ করিতে হইবে। সন্ধি হইলে এই শর্ত আরোপিত হইত না।

ইব্ন শিহাব সূত্রে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, খায়বারের কতিপয় অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। আল-কাতীবার বেশীর ভাগ অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। ইমাম মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আল-কাতীবা কি? তিনি উত্তরে বলিলেন, ইহা খায়বারেরই একটি স্থানের নাম যেখানে চল্লিশ হাজার খেজুর বৃক্ষ ছিল। এই সন্ধি চুক্তির বিবরণ স্বয়ং ইব্ন শিহাব হইতে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে। ইব্ন শিহাব বলেন, আমার নিকট রিওয়ায়াত পৌছিয়াছে যে, যুদ্ধের পর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খায়বার বিজিত হয় এবং খায়বারবাসী যাহারা স্বীয় ভূমি পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় তাহা যুদ্ধের পরেই হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর খায়বারবাসীদের সংগে জমি ভাগে চাষাবাদের বিষয় স্থির হয়। পুনরায় জমি চাষ করিবার জন্য তাহাদিগকেই প্রদান করা হয় এবং বসত বাটিতে থাকিবারও অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সন্ধি চুক্তির সংগে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহারা শুধ শ্রম ব্যয় করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল, ভূমি কিংবা বসতবাটির উপর তাহাদিগের কোন মালিকানা দাবি ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) শর্তারোপ করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ ইচ্ছা এই ব্যবস্থা বহাল থাকিবে এবং যখন ইচ্ছা সমুদয় ভূমি তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাহার করা হইবে। সুতরাং এই শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া 'উমার (রা) স্বীয় খিলাফতকালে তাহাদের নিকট হইতে ভূমি প্রত্যাহার করেন এবং তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৯৬-২০০; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৩৭-১৩৮)।

হাবশা হইতে তথাকার মুহাজিরগণের প্রত্যাবর্তন

খায়বার যুদ্ধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই জা'ফার ও তাঁহার সঙ্গিগণ এবং আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) আশ'আরী গোত্রের সঙ্গী-সাথীসহ জাহাজে খায়বারে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আসমা বিনত উমায়স (রা)-ও ছিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৩৮)। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন,যখন আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত

লাভের কিংবা তাঁহার হিজরতের সংবাদ পৌছিল তখন আমরা ইয়ামানে ছিলাম। আমার হইতে বয়সে বড় আমার দুই ভাই আবূ বুরদা ও আবূ রুহমসহ ৫২ কিংবা ৫৩ ব্যক্তির একটি দল তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য নৌকায় আরোহণ করি। আমাদের নৌকাটি ঘটনাক্রমে আমাদেরকে আবিসিনিয়ায় নিয়া পৌছাইল। এই স্থানে জা'ফার ইব্ন আবী তালিবের সহিত আমাদের সাক্ষাত ঘটে। আমরা তথায় তাঁহার সহিত অবস্থান করিয়া পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে সকলে একসংগে রওয়ানা হই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার জয় করিয়াছেন। এখানকার কিছু সংখ্যক লোক আমাদিগকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা তোমাদের পূর্বেই হিজরত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ইহাদের অন্যতম ছিলেন 'উমার (রা) ও আসমা বিন্ত উমায়স (রা) যিনি আমাদিগের সঙ্গে হাবশা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। উমার (রা) হাফসা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া আসমা (রা)-কে তাঁহার নিকট দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই মহিলা কে? হাফসা (রা) বলিলেন, আসমা বিন্ত 'উমায়স। 'উমার (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন ঃ

اَلْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ اَلْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ.

"ইনি কি হাবশায় হিজরতকারিনী? ইনি কি নৌযান আরোহিনী"?

আসমা (রা) বলিলেন, হাঁ, আমি সেই মহিলা। উমার (রা) বলিলেন, আমরা আপনাদের পূর্বেই হিজরত করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমরা আপনাদের হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বেশী নৈকট্য লাভকারী। এই কথা শুনিয়া আসমা' (রা) রাগান্বিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "কখনও নয়, আল্লাহ্র শপথ! আপনারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তকে আহার দিতেন, আপনাদের মধ্যে অজ্ঞ লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম দূরবর্তী প্রতিকূল হাবশায়। আমাদের এই হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল। আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনার এই কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উল্লেখ না করা পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিব না। আমরা কষ্টের মধ্যে পতিত ছিলাম, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এই ব্যাপারে আলোচনা করিব। আল্লাহ্র শপথ! আমি কোন মিথ্যা বলিব না, বিকৃত করিব না, বাড়াইয়া বলিব না!

রাসূলুল্লাহ (স) যখন গৃহে আগমন করিলেন তখন আসমা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী। উমার এই এই বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি তাহাকে কি বলিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে এই এই বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহারা আমার নিকট তোমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য নহে। তাহার ও তাহার সঙ্গীদের আছে একটি হিজরত, আর হে নৌ-আরোহিগণ! তোমাদের আছে দুইটি হিজরত। আসমা (রা) বলেন, আমার নিকট এই হাদীছের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিতে আবূ মূসা ও নৌ-আরোহিগণকে আমার নিকট দলে দলে

আসিতে দেখিলাম। তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কথা এতই আনন্দদায়ক মনে হইয়াছিল যে, পার্থিব জগতে ইহা হইতে আনন্দের এবং উত্তম কিছুই তাহাদের নিকট ছিল না (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬০৭-৬০৮)।

যখন এই নৌবাহিনী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিল তখন তিনি জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাঁহার ললাটে চুমা দিলেন। অতঃপর বলিলেনঃ আমরা বলিতে পারি না খায়বার বিজয় না জা'ফারের আগমন আমাদের নিকট অধিকতর আনন্দের বিষয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে "দুইটি হিজরতের অধিকারী" আখ্যায়িত করিলেন।

মূসা ইব্ন 'উকবা বলেন, বানূ ফাযারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহায্যার্থে খায়বারে আগমন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ওয়াকিদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'উওয়ায়না ইব্ন হিস্ন ফাযারী খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার মিত্রদের নিকট হইতে আপনি যেই সম্পদ পাইয়াছেন, তাহা হইতে আমাকেও অংশ দান করুন। কারণ ইহারা আমার মিত্র হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা মিথ্যাবাদী। তোমরা তো তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিলে। কিন্তু আল্লাহ্ই তোমাদের গতিরোধ করিয়াছেন। এখন তোমাদের জন্য রহিয়াছে যুর-রুকায়বা। জিজ্ঞাসা করা হইল, যুর-রুকায়বা কি? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, ইহা হইতেছে খায়বারের পাহাড় যাহা তোমরা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছ।

'উয়ায়না বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার নিকট হারিছ ইব্ন আওফ আসিয়া বলিল, মুহাম্মাদ (স) নিশ্চিতভাবে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করিবেন। আমরা ইয়াহূদীদের নিকট শুনিয়াছি এবং আমরা এই কথার সাক্ষী যে, স্বয়ং আবূ রাফে' সাল্লাম ইব্ন আবিল হুকায়ক বলিয়াছিলেন, আমরা মুহাম্মাদের প্রতি এই কারণে ঈর্ষাপরায়ণ যে, নবুওয়াত বানূ হারূন হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্যথায় তিনিই যে রাসূল ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অবশ্য ইয়াহূদীগণ আমার এই কথায় কর্ণপাত করিতে রাজি নয়। আমাদেরকে এই ব্যাপারে বড় দুইটি মাশুল দিতে হইবেঃ একটি ইয়াছরিবে এবং অপরটি খায়বারে। হারিছ বলিল, ইহা শুনিয়া আমি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি সারা বিশ্ব জয় করিবেন? উত্তরে সে বলিল, হাঁ। (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০০-২০১)।

বিষ প্রয়োগের ঘটনা

যুদ্ধের অবসান হইলে সাল্লাম ইব্ন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারিছ একটি বকরী রান্না করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে উপঢৌকন দিল। ইহাতে সে বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০২)। ইবনুল জাওযিয়্যা বলেন, সে একটি বকরী ভূনা করিয়া ইহাতে বিষ মিশ্রিত করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, কোন অংশের গোশ্ত তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবা কিরাম বলিলেন, সামনের রানের গোশ্ত। সুতরাং সে সামনের রানের গোশতে অধিক হারে বিষ

মিশ্রিত করিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন রানের গোশতে কামড় দিলেন তখন ঐ রানটি অলৌকিকভাবে তাঁহাকে অবহিত করিল যে, তাহাতে বিষ মিশ্রিত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) গোশ্ত খণ্ডটি ফেলিয়া দিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৩৯)।

ইব্ন সা'দ তদীয় সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খায়বার বিজিত হইবার পর মহানবী (স)-কে বিষমিশ্রিত ভূনা ছাগলের গোশ্ত দেয়া হইয়াছিল। ঘটনা অবগতির পর রাসূলুল্লাহ (স) আদেশ করিলেন, এই স্থানে যত ইয়াহূদী আছে তাহাদিগকে একত্র কর। সাহাবা কিরাম ইয়াহূদীদিগকে একত্র করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, তোমরা কি এই ব্যাপারে আমার নিকট সত্য বলিবে? তাহারা উত্তর দিল, হাঁ, সত্য বলিব, হে আবুল কাসিম! রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের পিতা কে? তাহারা বলিল, আমাদের পিতা হইলেন অমুক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ, তোমাদের পিতা হইলেন অমুক। তাহারা বলিল, আপনি সত্য ও যথার্থ বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি আমার নিকট সত্য বলিবে, যদি আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি? তাহারা বলিল, হাঁ, হে আবুল কাসিম! যদি আমরা আপনার নিকট মিথ্যা বলি তাহা হইলে আপনি অবগত হইয়া যাইবেন। যেইভাবে আমাদের পিতার ব্যাপারে অবগত হইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহান্নামের অধিবাসী কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা সেখানে অল্পদিন থাকিব, ইহার পর আপনারা আমাদের উত্তরাধিকারী হইবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা সেখানে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হইবে। সেখানে কস্মিন কালেও আমরা তোমাদের উত্তরাধিকারী হইব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি আমার নিকট সত্য বলিবে, যদি আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাহারা বলিল, হে আবুল কাসিম! হাঁ, সত্য বলিব। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এই বকরীতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছ। তাহারা বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, তোমদিগকে এই কাজে কিসে প্ররোচিত করিল? তাহারা বলিল, আমরা মনে করিয়াছি, যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহা হইলে আমরা আপনার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব, আর যদি নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১১৫-১১৬)।

ইব্ন হিশাম বলেন, বিষ মিশ্রিত রানটি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি ইহা হইতে এক খণ্ড গোশত লইয়া মুখে দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে বিশ্‌র ইব্নুল বারাআ ইব্ন মা'রূরও ছিলেন। তিনি ইহা হইতে এক খণ্ড গোশত লইয়া গিলিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) গোশত খণ্ড ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই হাড়টি আমাকে সংবাদ দিতেছে যে, সে বিষযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) সেই নারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীকারোক্তি করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে তোমাকে এইরূপ করিতে প্ররোচিত করিল। উত্তরে সে বলিল? আমার স্বজাতির প্রতি কৃত আপনার আচরণের কথা আপনার নিকট অবিদিত নয়। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ইনি যদি রাজা-বাদশাহ হইয়া থাকেন, তবে তাহা

হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, আর যদি প্রকৃতই নবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অচিরেই তিনি এই বিষয়ে অবগত হইবেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেই নারীকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন। তবে বিশ্‌র এক গ্রাস ভক্ষণ করায় বিষক্রিয়ায় তিনি মারা যান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট মারওয়ান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তিম শয্যায় যখন বিশ্‌র বিন্‌ত আল-বারাআ ইব্‌ন মা'রূর (রা)-এর মাতা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে বিশ্‌রের মাতা! তোমার বিশ্‌রের সহিত খায়বারে আমি যেই গ্রাসটি মুখে তুলিয়াছিলাম তাহার বিষক্রিয়া এখনও আমি অনুভব করিতেছি। আমার ধমনী ছিড়িয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৩৩)।

সেই নারীকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আনা হইলে সে বলিল, আমি আপনাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমাকে হত্যা করিবার জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমতা দিবেন না। স্ত্রীলোকটির উক্তি শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, আমরা কি তাহাকে হত্যা করিব না? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, হত্যা করি ও না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না এবং তাহাকে কোন শাস্তিও দিলেন না। স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিবার ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইমাম যুহরী বলেন, স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, সেইজন্য তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। এই সূত্রটি আবদুর রাযযাক মা'মার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর মা'মার বলেন, লোকজন বলিয়া থাকে, তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) হত্যা করিয়াছিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪০)।

দানাপুরী বলেন, বিশ্‌র ইবনুল বারাআ (রা) নিহত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীলোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। এই রিওয়ায়তটি আবূ সালামা কর্তৃক বর্ণিত। যুহরী ও আবূ সালামা-এর রিওয়ায়াত দুইটি মুরসাল। তবে এই ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে একটি মুত্তাসিল রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকটিকে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স) মুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্‌র ইব্‌নুল বারাআ (রা) নিহত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০২)।

ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলেন, বিষ প্রয়োগকৃত খাবারটি রাসূলুল্লাহ (স) ভক্ষণ করিয়াছিলেন কিনা এই ব্যাপারে মতপার্থক্য রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইহা হইতে ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং ইহার পর তিনি তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন, যেই গ্রাসটি আমি খায়বারে ভক্ষণ করিয়াছিলাম ইহার বিষক্রিয়া এখনও আমি অনুভব করিতেছি। ইমাম যুহরী বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) শহীদ হিসাবে ইন্তিকাল করেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪০)।

হাজ্জাজ ইব্‌ন 'ইলাতের ঘটনা

হাজ্জাজ ইব্‌ন 'ইলাত আস-সুলামী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন উম্মু শায়বা বিন্‌ত আবী তালহা যিনি বানূ 'আবদিদ

দার গোত্রের মহিলা ছিলেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন 'ইলাত একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং বানূ সুলায়ম গোত্রের ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যসমূহের মালিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন খায়বারে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আমার স্বর্ণরাজি এবং সকল সম্পদ মক্কায় আমার স্ত্রীর নিকট রহিয়াছে। যদি সে আমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে কিছুই পাওয়া যাইবে না। যদি আপনি অনুমতি দান করেন তাহা হইলে খায়বার বিজয়ের সংবাদ পৌঁছিবার পূর্বেই আমি যেভাবেই হউক দ্রুত আমার স্ত্রীর নিকট পৌঁছিয়া আমার সম্পদ লইয়া আসিব।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে মক্কায় পৌঁছিয়া স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন, আমার যেই মালামাল তোমার নিকট আছে তাহা কাহাকেও বলিও না। শীঘ্র ইহা আমাকে বাহির করিয়া দাও। খায়বারে মুহাম্মাদ ও তাঁহার বাহিনী পরাজয় বরণ করিয়াছে এবং মুহাম্মাদ নিজেও বন্দী হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী-সাথিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পদরাজি খরিদ করিতে চাই। খায়বারবাসিগণ মুহাম্মাদ (স)-কে মক্কাবাসীর হাতে অর্পণ করিবে যাহাতে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাহাদের লোক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে।

এই সংবাদ দ্রুত মক্কায় ছড়াইয়া পড়ে এবং কাফিরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। আর মুসলমানগণের মধ্যে নামিয়া আসে বিষাদের কালো ছায়া। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্য 'আব্বাস (রা)-এর নিকট যখন এই দুঃসংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বিষাদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়েন এবং বসা হইতে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার কুছাম নামী এক পুত্রকে ডাকিয়া লইলেন। কুছামের চেহারার কিছুটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিল ছিল। কুছামকে সামনে রাখিয়া তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতেছিলেন যাহাতে আল্লাহ্‌র শত্রুরা তাহাকে র্ভৎসনা করিতে না পারে।

قُثَمُ شَبِيهُ ذِى الأَنْفِ الأَشَمِّ + فَتًى ذِى النَّعَمِ يَرْغَمُ مَنْ رَغَمَ.

"কুছাম হইল সুদর্শন নাসিকাসম্পন্ন এমন এক যুবকের সদৃশ যিনি অগণিত নি'মতপ্রাপ্ত, কেবল সুধীজনই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে" (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৪০)।

'আব্বাস (রা)-এর গৃহের সামনে জনতার ভিড় জমিল। ইহাদের মধ্যে কেহ ছিল মুসলিম, কেহ ছিল মুশরিক, কেহ ছিল আনন্দে আত্মহারা, কেহ ছিল দুঃখ-বিষাদে মৃতপ্রায়। মুসলিমগণ 'আব্বাস (রা)-এর কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া উজ্জীবিত হইতে লাগিল এবং কাফিরগণ ভাবিল, 'আব্বাস (রা)-এর নিকট হয়ত এমন সংবাদ পৌঁছিয়াছে যাহা তাহাদের নিকট আসে নাই। অতঃপর 'আব্বাস (রা) প্রকৃত ঘটনা অবহিত হইবার জন্য স্বীয় ভৃত্যকে হাজ্জাজ (রা)-এর নিকট প্রেরণ করিলেন। হাজ্জাজ ভৃত্যটিকে বলিলেন, আবুল ফাদ্‌ল কে আমার সালাম দিয়া বলিবে, আমি এখনই তাঁহার নিকট আসিতেছি। তিনি যেন নির্জন স্থানে একা একা কথা বলার ব্যবস্থা করেন। এই খবর শুনিয়া তিনি নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন। ভৃত্যটি আসিয়া 'আব্বাস (রা)-কে সুসংবাদ প্রদান করে। এতদশ্রবণে তিনি আনন্দের অনাতিশয্যে বিষাদের সকল যন্ত্রণা

ভুলিয়া যান। তিনি শয্য হইতে উঠিয়া বসেন এবং ললাটে চুম্বন করিয়া তাহাকে আযাদ করিয়া দেন।

অতঃপর হাজ্জাজ (রা) তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নিভৃতে তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, এই সংবাদ তিন দিনের জন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। অতঃপর হাজ্জাজ (রা) বলিলেন, আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা সব রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতিক্রমেই বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার বিজয় করিয়াছেন এবং ইয়াহূদীদের সম্পত্তি তিনি গনীমত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই (রা)-কে বিবাহ করিয়াছেন। আমি শুধু আমার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছিলাম এবং আমার কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। হাজ্জাজ তাঁহার ধন সম্পদ লইয়া চলিয়া গেলেন।

তিনদিন পর আব্বাস (রা) হাজ্জাজের স্ত্রীর (উম্মু শায়বা) নিকট গমন করিয়া বলিলেন, তোমার স্বামী কি করিয়াছে? সে বলিল, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকটি আরও বলিল, হে আবুল ফাদল! আল্লাহ আপনাকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত না করুন। আপনার নিকট যেই সংবাদ পৌঁছিয়াছে ইহাতে আমরাও ব্যথিত হইয়াছি। তিনি উত্তরে বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ আমাকে বেদনাহত না করুন। আল্লাহ্‌রই প্রশংসা, আমি যাহা ভালবাসি তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই সংঘটিত হয় নাই। আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে খায়বারে বিজয় দান করিয়াছেন। সেখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা চলিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে সাফিয়্যাকে তাঁহার নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। যদি তোমার স্বামীর সহিত তোমার কোন প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাও। স্ত্রীলোকটি বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ধারণা হইতেছে আপনি সত্যবাদী। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সত্যবাদী। তোমাকে যাহা বলিতেছি ঘটনা সেইরূপই ঘটিয়াছে। সে বলিল, আপনাকে এই সংবাদ কে প্রদান করিয়াছে? তিনি বলিলেন, তোমাকে যিনি সংবাদ দিয়াছেন তিনি আমাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

আব্বাস (রা) এখান হইতে রওয়ানা করিয়া কুরায়শদের আসরে গমন করিলেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! হে আবুল ফাদল! ইহাই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সময়। ইহাতে তোমার কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, আমার নিকট শুভ সংবার্দ ব্যতীত অন্য কোন সংবাদ পৌঁছায় নাই। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, হাজ্জাজ আমাকে এইরূপ সংবাদ প্রদান করিয়াছে। সে আমার নিকট তিন দিন পর্যন্ত বিষয়টি কোন কারণে গোপন রাখার আবেদন করিয়াছিল। ইহাতে মুসলমানগণের সকল দুঃখ-বিষাদ দূর হইয়া গেল। পক্ষান্তরে মুশরিকগণের অন্তরে দুঃখ-বেদনা ছায়াপাত করিল (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪০; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ২০২)।

আবুল ইয়াসারের ঘটনা

ইব্ন ইসহাক আবুল ইয়াসার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এক সন্ধ্যায় খায়বারে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় জনৈক ইয়াহূদীর ছাগলের পাল দুর্গের দিকে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে পড়িল। এই সময় আমরা ইয়াহূদীদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ছাগলগুলিকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই ছাগলগুলি হইতে কে আমাদিগকে আহার করাইবে। আবুল ইয়াসার বলেনঃ আমি বলিলাম, আমি পারিব, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ইহা বাস্তবায়নের আদশ দিলেন। অতঃপর আমি উট্ পাখির মত দ্রুতবেগে ছুটিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দৌড়াইতে দেখিয়া বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنَا بِهِ (হে আল্লাহ! আমাদিগকে তাহার দ্বারা উপকৃত কর)। আবুল ইয়াসার বলেন, এমন সময় আমি ছাগলগুলির নাগাল পাই যখন পালের প্রথম ছাগল দুর্গের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। আমি পালের পিছনের দুইটি ছাগল ধরিয়া বগলদাবা করিয়া এমনভাবে দৌড়াইয়া চলিয়া আসিলাম যেন আমার কাছে কিছুই নাই। ছাগল দুইটি আনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে পেশ করিলাম। লোকজন তাহা যবেহ করিল এবং সবাই মিলিয়া তাহা ভক্ষণ করিলাম। আবুল ইয়াসার রাসূলুল্লাহ (স)-এর বদরী সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তেকাল করেন (৫৫ হি.)। পরবর্তীতে তিনি এই ঘটনা বর্ণনাকালে কাঁদিতেন (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২৩১)।

খায়বার বিজয় ও কতিপয় ফিকহী বিধান

খায়বার যুদ্ধ হইতে কতিপয় ফিকহী বিধান উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ

১। মুখাবারা (বর্গা প্রথা) ঃ এই যুদ্ধে অনেক ভূখণ্ড বিজিত হইয়াছিল। এই সকল জমি খায়বারবাসীদিগকে ফসলের ভাগের উপর চাষাবাদ করিতে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ সরবরাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বীজ এবং শ্রম খায়বারবাসিগণই প্রদান করিয়াছিল এবং ভূমি ছিল মুসলমানগণের। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বর্গা প্রথায় ভূমির মালিকের বীজ সরবরাহ করা জরুরী নয় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৪)।

২। ইব্ন ইসহাক মাকহূল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খায়বার যুদ্ধের সময় চারিটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়। প্রথমত, অন্তঃসত্তা যুদ্ধবন্দী মহিলাদের সাথে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত সহবাস করা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, গৃহপালিত গাধার গোশ্ত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। তৃতীয়ত, হিংস্র জন্তুর গোশ্ত খাওয়া যাইবে না। চতুর্থত, গনীমতের সম্পদ বণ্টিত হইবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

৩। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) বলেন, আমি এবং উছমান ইব্ন আফফান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি খায়বারের 'খুমুস' অর্থাৎ রক্ষিত এক-পঞ্চমাংশ হইতে বানুল মুত্তালিবকে অংশ দান করিলেন এবং আমাদিগকে দিলেন না। প্রকৃতপক্ষে আপনার সহিত আমাদিগের ও তাহাদিগের একই সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন, বানূ হাশিম ও বানুল মুত্তালিব একই মর্যাদার অধিকারী। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, বানূ হাশিম ও বানূ আবদিল মুত্তালিব সমমর্যাদার অধিকারী। তাহারা আমাদিগকে জাহিলিয়্যা ও ইসলামী যুগে বিচ্ছিন্ন করে নাই। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) বানূ আব্দ শাম্স ও বানূ নাওফালকে কিছুই দেন নাই।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলিয়াছেন, বানূ মুত্তালিবও বানূ হাশিমের সহিত গিরিসংকটে (الشعب) প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা তাহাদিগের সহায়তাকারী ছিলঃ ইসলামী যুগেও, জাহিলিয়্যা যুগেও। ইব্ন কাছীর বলেন, আবূ তালিব বানূ আব্দ শাম্স ও বানূ নাওফালকে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন ঃ

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاً + عُقُوْبَةَ شَرٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ

"আল্লাহ আমাদিগের পক্ষ হইতে 'আব্দ শামস ও নাওফালকে তাহাদিগের অপকর্মের প্রতিদান দান করুন অনতিবিলম্বে অতি শীঘ্রই" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ., ২০১-২০২)।

৪। ইতোপূর্বে জানা গিয়াছে যে, এই যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) মুহাররাম মাসে অর্থাৎ সপ্তম হিজরীর প্রথমদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা গেল যে, নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। সকলেই এই কথায় একমত যে, যদি কাফিরদিগের পক্ষ হইতে প্রথমে যুদ্ধের সূচনা হয় তাহা হইলে নিষিদ্ধ মাস হইলে মুসলিমদিগের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বৈধ। মতবিরোধ শুধু এই বিষয়ে যে, নিষিদ্ধ মাসসমূহে মুসলিমগণের যুদ্ধের সূচনা করা বৈধ কিনা? চারি ইমামের মতানুসারে ইহা বৈধ; পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল এখন তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইমাম আতা প্রমুখ ফিকহবিদগণ বলেন, নিষিদ্ধ হওয়ার এই বিধান রহিত হয় নাই। এই মাসসমূহে যুদ্ধ করা হারাম। তবে অধিকাংশ উলামা যেই খায়বার হইতে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বৈধতার যেই দলীল উপস্থাপন করেন তাহা এই কারণে যথার্থ নহে যে, যদিও রাসূলুল্লাহ (স) মুহাররাম মাসের শেষাংশে রওয়ানা করিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সফর মাসে। অবশ্য তাইফের অবরোধের ঘটনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক। কারণ তাইফ অবরোধ বিশ দিনেরও উর্ধ্বে ছিল এবং শেষ কয়েক দিন যুল-কা'দা মাসের দিবস (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৫)।

এই ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলেন, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বৈধ হইবার দলীল খায়বার হইতে বায়'আতুর রিদওয়ান শক্তিশালী। কারণ ইহা যুল-কা'দাতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু বায়'আতুর রিদওয়ানও প্রকৃত দলীল হইতে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) যখন উছমান (রা)-এর নিহত হইবার সংবাদ পাইয়াছিলেন তখন তিনি এই বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল-জাওযিয়্যা বলেন, খায়বার ও বায়আতুর রিদওয়ান এই দুইটি অভিযান হইতে তাইফ অবরোধের ঘটনা অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ তায়েফে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) শাওয়াল মাসে বাহির হইয়াছিলেন এবং বিশোর্ধ্ব দিবস ইহার অধিবাসিগণকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দিনগুলির কিছু অংশ যুল-কা'দা মাসের ছিল। এই দলীলটি শক্তিশালী হইবার কারণ হইল, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) উনিশ দিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয় হইয়াছিল বিশ রামাদান। উনিশ দিন অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (স) হাওয়াযিনের দিকে শাওওয়াল মাসের বিশ দিন অবশিষ্ট থাকিতে রওয়ানা করিয়াছিলেন। হাওয়াযিন জয় করিয়া ইহার গনীমতসমূহ বণ্টন করিবার পর সেখান হইতে তায়েফে রওয়ানা করিয়াছিলেন। অতঃপর সেখানকার অধিবাসিগণকে বিশের অধিক দিবস অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নিশ্চিত প্রতীয়মান হয় যে, অবরোধের কয়েকটি দিবস যুল-কা'দা মাসের দশ দিন। তায়েফ অবরোধ করিয়া রাখিবার পক্ষে যাহারা দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিয়াছেন তাহাদিগের ব্যাপারে আক্ষেপ করা ছাড়া উপায় নাই (যাদুল মা'আদ, ২খ., ১৫৭)।

গৃহপালিত গাধার গোশ্ত হারাম ঘোষণা

৫। সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধা খায়বার দিবসে হারাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই গাধা অপবিত্র। সাহাবীগণের কাহারও উক্তি ছিল যে, ভারবাহী জন্তু হইবার কারণে ইহা হারাম হইয়াছিল। আবার কেহ বলিয়াছেন, যত্রতত্র অপবিত্র জিনিস ভক্ষণ করিবার কারণে হারাম ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি اَنَّهَا رِجْسٌ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উক্তির আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর সহিত কোন দ্বন্দ্ব নাই ঃ

قُلْ لاَ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ.

"বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হইয়াছে তাহাতে লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যাহা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে" (৬ ঃ ১৪৫)।

কারণ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইবার সময় ইহাতে বর্ণিত চারিটি জিনিস ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য হারাম ছিল না। আর হারাম বা নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। সুতরাং গৃহপালিত গাধার নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি ইহার পরে নূতনভাবে ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ব্যাপারে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই

উক্তিটি আল-কুরআন যাহা বৈধ ঘোষণা করিয়াছে তাহা রদ করিবার জন্য নয়, আল-কুরআনের ব্যাপকতা (عموم)-কে সংকীর্ণ করিবার জন্য তো নয়ই। সুতরাং নাসিখ-মানসূখের প্রশ্ন এখানে অবান্তর (যাদুল মা'আদ, ২খ., ১৪২)। রাসূলুল্লাহ (স) আদেশ করিয়াছিলেন, গাধার গোশ্ত ফেলিয়া দাও এবং পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেল। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি আবেদন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! গোশ্ত ফেলিয়া দেওয়া যায় এবং পাত্র ধৌত করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা, ধৌত করিয়া লও। প্রথম আদেশ কার্যকরী হইবার পূর্বেই রহিত হইয়া গেল এবং এই কথা অবহিত হওয়া গেল যে, পাত্রের অপবিত্র জিনিস ধৌত করিয়া লইলে পাত্র পবিত্র হইয়া যায় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৫)।

মুত'আ বিবাহ সংক্রান্ত বিধান

মুত'আ বিবাহ হইল নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা দিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করা (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৫)। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আ বিবাহের অনুমতি ছিল। তবে তাহা ছিল একান্ত প্রয়োজনে। যেইভাবে প্রাণ রক্ষার্থে মৃত জন্তু বা শূকরের মাংস খাওয়ার অনুমতি রহিয়াছে, অনুরূপ আত্মসংযমে একান্ত অপারগতায় তৎকালে মুত'আ বিবাহের অনুমতি ছিল। এই প্রসংগে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ سَيْفُ اللّٰهِ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِى الْمُتْعَةِ فَاَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىُّ مَهْلاً قَالَ مَا هِىَ وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِىْ عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِى اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللّٰهُ الدِّيْنَ وَنَهٰى عَنْهَا.

"ইব্ন শিহাব বলেন, আমাকে খালিদ ইবনুল মুহাজির সায়ফুল্লাহ জানাইয়াছেন যে, তিনি জনৈক লোকের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় ঐ লোকটির নিকট অপর একজন লোক আসিয়া মুত'আ সম্পর্কে তাহার অভিমত জানিতে চাহিল। উপবিষ্ট লোকটি তাহাকে উহার অনুমতি দিল। এই সময় ইব্ন আবী আমরা আল-আনসারী (রা) তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা একটু থাম। লোকটি বলিল, কি হইয়াছে ? আল্লাহ্র শপথ! আমরা ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে করিয়াছি। ইব্ন আবী আমরা (রা) বলিলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেহ আত্মসংযমে অপারগ হইয়া গেলে তাহার জন্য মুত'আ করার অনুমতি ছিল, যেমনটি অনুমতি ছিল মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করার। অতঃপর আল্লাহ দীনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মুত'আকে নিষিদ্ধ করিলেন" (সহীহ মুসলিম, নিকাহ, বাব ৩, নং ৩৪২৯/২৭)।

عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلاَ نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ اِلٰى اَجَلٍ ثُمَّ قَرَاَ عَبْدُ اللّٰهِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"কায়স (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিত না। একদা আমরা বলিলাম, আমরা কি নির্বীর্য হইয়া যাইব না ? রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে নির্বীর্য হইতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর আমাদিগকে বস্ত্রের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) পাঠ করিলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য যে সকল পবিত্র জিনিস আল্লাহ হালাল করিয়াছেন সেইগুলিকে তোমরা হারাম করিও না। কারণ সীমা লঙ্ঘনকারীদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন না" (৫ ঃ ৮৭ বুখারী, ২খ., ৭৫৯; মুসলিম, ১খ., ৪৫০)।

উক্ত হাদীছে নির্বীর্য হইবার আবেদনও প্রমাণ করে মুত'আ একান্ত অপারগ অবস্থায় বৈধ ছিল।

জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ ও সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) বলেন,

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا يَعْنِيْ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَانَا فَاَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন ঘোষক আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদের জন্য মহিলাদের সহিত মুত'আ বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে মুত'আর অনুমতি প্রদান করিলেন" (মুসলিম, ২খ., ৪৫০)।

জাবির ও সালামা (রা)-এর বর্ণনায় যদিও এই কথার উল্লেখ নাই যে, কোন পটভূমিতে মুত'আর অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, বলা বাহুল্য তাহাও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল ছিল। কারণ বিশদ রিওয়ায়াতসমূহে প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে মুত'আ বিবাহের এই অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া এবং বিদ'আতী রাফেযীগণ (শী'আ) ব্যতীত ইসলামের অনুসারী সকলেই এই ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৫)। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আইন গ্রন্থ হিদায়া-র গ্রন্থকার ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি মুত'আ বিবাহকে জায়েজ মনে করিতেন। কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর

দিকে এইরূপ কথার সংশ্লিষ্টতা সম্পূর্ণ ভুল। হিদায়ার ভাষ্যকার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, হিদায়া গ্রন্থকার এই ক্ষেত্রে তথ্যবিভ্রাটের শিকার হইয়াছেন। কিছু কিছু লোক দাবি করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) শেষ জীবন পর্যন্ত মুত'আ বৈধ হইবার অভিমত পোষণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে এই দাবি যথার্থ নয়। কারণ ইমাম তিরমিযী তাঁহার সুনান গ্রন্থে মুত'আ অধ্যায়ে যেই দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাদীছটি স্বয়ং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِى اَوَّلِ الاسْلاَمِ حَتّٰى اِذَا نَزَلَتِ الاٰيَةُ الاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ.

"ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুত'আ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈধ ছিল। তবে তাহা আল-কুরআনের আয়াত "একমাত্র তোমাদিগের স্ত্রী ও বাঁদীগণ ব্যতীত" (২৩ ঃ ৬) অবতীর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শরী'আতসম্মত স্ত্রী ও বাঁদীগণ ছাড়া অন্য সকলের সঙ্গে যৌন-সম্ভোগ হারাম"।

তবে একথা সমর্থনযোগ্য যে, ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁহার জীবনের কিছুকাল পর্যন্ত মুত'আ বিবাহকে বৈধ মনে করিতেন। অতঃপর 'আলী (রা)-এর বুঝানোতে এবং আল-কুরআনের আয়াত اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ সম্পর্কে অবগত হইয়া তিনি তাঁহার মত প্রত্যাহার করিয়াছেন। 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে বুঝাইয়াছেন বলিয়া মুসলিমের নিম্নোক্ত রিওয়ায়তে পাওয়া যায় ঃ

عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلِيْنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ.

"আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা) সম্পর্কে শুনিতে পাইলেন যে, তিনি মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। 'আলী (রা) বলিলেন, হে আব্বাস পুত্র! এই মনোভাব পরিহার কর। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার দিবসে মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশ্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন" (মুসলিম, দেওবন্দ, ১খ., ৪৫২)।

মুফতী শফী (র) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, শী'আগণ 'আলী (রা)-এর সহিত ভালবাসা ও তাঁহার অনুসারী হইবার দাবি করা সত্ত্বেও আশ্চর্য ব্যাপার হইল যে, তাহারা মুত'আ বৈধ হইবার অভিমত পোষণ করে। কিন্তু এই মাসআলায় 'আলী (রা) যে তাহাদিগের মতের বিপরীত মনোভাব পোষণ করেন, এই সম্পর্কে তাহারা কি অবহিত নহে (মাআরিফুল কুরআন, ২খ., ৫ম অংশ, পৃ. ১৮)!

জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর উক্তি ও ইহার জওয়াব

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِىْ مَنَازِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ اَشْيَاءٍ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اِسْتَمْتَعْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

"আতা বলেন, জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) 'উমরা পালন করিতে আসিলে পর আমরা তাঁহার অবস্থানস্থলে গমন করিলাম। লোকজন তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এক পর্যায় মুত'আ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইলে তিনি বলিলেন, হাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ (স), আবূ বাক্র ও উমার (রা)-এর যুগে মুত'আ করিতাম" (মুসলিম, ১খ., ৪৫১)।

জাবির (রা)-এর এই উক্তি সম্পর্কে আল্লামা নাওয়াবী বলেন, আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর যুগে মুত'আ করার কথা বলার কারণ হইল, তাঁহার নিকট মুত'আ ইহার পূর্বে রহিত হইবার কথা পৌঁছে নাই।

اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيْقِ الْاَيَّامَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى نَهٰى عَنْهُ عُمَرُ فِىْ شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

"আবুয যুবায়র বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমরা এক মুষ্টি শুকনা খেজুর ও ছাতু দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বাক্র (রা)-এর যুগে কয়েক দিনের জন্য মুত'আ করিতাম। অতঃপর 'উমার (রা) আমর ইব্ন হুরায়ছের ব্যাপারে তাহা নিষেধ করিলেন" (মুসলিম, ১খ., ৪৫১)।

عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نُعِدْ لَهُمَا.

"আবূ নাদরা বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় একজন আগন্তুক আসিয়া বলিল, ইব্ন আব্বাস ও ইবনুয যুবায়র (রা) দুইটি মুত'আ সম্পর্কে (হজ্জ ও মুত'আ) বিতর্ক করিতেছেন। জাবির (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে এইরূপ করিতাম। অতঃপর উমার (রা) আমাদিগকে নিষেধ করিলেন। ইহার পর আমরা আর তাহা করি নাই" (মুসলিম, ১খ., ৪৫১)।

উমার (রা) কর্তৃক নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে আল্লামা নাওয়াবী বলেন, উমার (রা)-এর নিকট মুত'আ রহিত হইবার সংবাদ পৌঁছিবার পর তাহা হইতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন (হাশিয়া মুসলিম, ১খ., ৪৫১)। জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতে বিভিন্নতা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে নিষিদ্ধ হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে সেখানে জাবির (রা)-এর কথা দ্বারা

আবূ বাক্র ও উমার (রা)-এর যুগ পর্যন্ত মুত'আ চালু থাকিবার কথা মানিয়া লওয়া যায় না। এইজন্য ইমাম নাওয়াবী বলিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞাত থাকিবার কারণেই ইহা বলিয়াছেন।

মুত'আ বিবাহ হারাম হইবার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা' হইলেও কখন তাহা হারাম হইয়াছিল সেই সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময়, কেহ বলেন উমরাতুল-কাযার সময়, কেহ বলেন মক্কা বিজয়কালে, আবার কেহ কেহ বলেন, আওতাসের যুদ্ধ চলাকালে মুত'আ হারাম হইয়াছিল। কেহ কেহ বিদায় হজ্জের সময় মুত'আ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৫)। এই সম্পর্কে হাদীছ বিশারদ আল-মাযিরী (র) বলেন, এই মতভিন্নতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কারণ এই কথার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, মুত'আ সম্পর্কে একাধিকবার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল নিষেধাজ্ঞার সুদৃঢ়তা প্রমাণের জন্য কিংবা তাহা ব্যাপকভাবে অবগতির জন্য অথবা তাহা প্রথমবার যাহারা শ্রবণ করেন নাই তাহাদিগকে জানানোর উদ্দেশ্যে। কারণ কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী নিষেধাজ্ঞার কথা এক সময় শুনিয়াছিলেন, অন্যরা তাহা শুনিয়াছেন অন্য সময়। প্রত্যেকে তাহা নিজ নিজ শোনামত বর্ণনা করিয়াছেন এবং যিনি যখন শুনিয়াছেন তিনি তখন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন (হাশিয়া মুসলিম, ১খ., ৪৫০)।

খায়বারে নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত রিওয়ায়াত হইল ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ.

"আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মাদ তদীয় পিতা আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার দিবসে মহিলাদিগের সহিত মুত'আ বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গৃহ পালিত গাধার গোশ্ত খাইতেও" (বুখারী, ২খ,. ৭৬৭; মুসলিম ১খ., ৪৫২)।

বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্দেশ্যে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) এইরূপ বলিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও শুধু মুসলিমের অপর একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথার উল্লেখ নাই। রিওয়ায়াতটি হইল ঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرُ الاِنْسِيَّةِ وَفِى رِوَايَةٍ نَهٰى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

"আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার দিবসে মহিলাদিগের সহিত মুত'আ করিতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন" (মুসলিম, ১খ., ৪৫২)।

মক্কা বিজয়কালে নিষিদ্ধ হইবার হাদীছটি আর-রাবী' ইব্ন সাবরা হইতে বর্ণিত। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমদিকে মুত'আর অনুমতি ছিল এবং শেষের দিকে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে (মুসলিম, ১খ., ৪৫১)। ইহা ছাড়া সাবরা (রা) হইতে আরও বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتّٰى نَهَانَا عَنْهَا.

"সাবরা আল-জুহানী (রা) বলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের বৎসর মুত'আ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, আমরা যখন মক্কায় প্রবেশ করি। অতঃপর মক্কা হইতে বাহির হইবার পূর্বে তিনি ইহা করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিলেন" (মুসলিম, ১খ., ৪৫১)।

বিদায় হজ্জের দিন নিষিদ্ধ হইবার দলীল হইল ঃ

اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاؤُدَ مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعُ بْنِ سَبْرَةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِىْ اَنَّهُ حَدَّثَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

"আবূ দাউদ যুহরী সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমরা উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আমরা মহিলাদিগের সহিত মুত'আ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম। এই প্রেক্ষিতে রাবী' ইব্ন সাবরা (রা) নামীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি আমার পিতার নিকট ছিলাম। তিনি বর্ণনা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) উহা বিদায় হজ্জে নিষেধ করিয়াছিলেন" (হাশিয়া বুখারী, ২খ., ৭৬৬)।

আওতাস যুদ্ধে নিষিদ্ধ হইবার দলীল ঃ

عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ اَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا.

"ইয়াস ইব্ন সালামা হইতে তাহার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আওতাসের বৎসর তিন দিনের জন্য মুত'আর অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি উহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন (মুসলিম, ১খ., ৪৫১)।

'উমরাতুল কাদায় মুত'আ হালাল হইবার দলীল ঃ

رُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِىِّ اَنَّهَا مَا حَلَّتْ قَطُّ اِلاَّ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

"হাসান আল-বাসরী (র) হইতে বর্ণিত, মুত'আ উমরাতুল-কাদা ছাড়া অন্য কোন সময় হালাল হয় নাই" (নাওয়াবী, হাশিয়া মুসলিম, ১খ., ৪৫০)।

তাবুক যুদ্ধে মুত'আ নিষিদ্ধ হইবার দলীল ঃ

اَخْرَجَ الامَامُ الْحَازِمِىُّ بِاسْنَادِه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰه الاَنْصَارِىِّ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ الِىٰ غَزْوَةِ تَبُوْكَ حَتّٰى اذَا كُنَّا عِنْدَ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِىَ الشَّامِ جِئْنَ نِسْوَةٌ فَذَكَرْنَا تَمَتَّعْنَ وَهُنَّ يَجِئْنَ فِى رِحَالِنَا اَوْقَالَ يَطُفْنَ فِىْ رِحَالِنَا فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَنَظَرَ الَيْهِنَّ فَقُمْنَ هٰؤُلَاءِ النِّسْوَةُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنَا مِنْهُنَّ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَقَامَ فِيْنَا خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ الرِّحَالَ وَلَمْ نُعِدْ وَلاَ نَعُوْدُ لَهَا اَبَدًا.

"ইমাম আল-হাযিমী তাঁহার সূত্রে জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা করিলাম। আমরা যখন সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী গিরিপথে উপনীত হইলাম তখন কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক আগমন করিল। আমরা আলোচনা করিলাম যে, এই সকল স্ত্রীলোক মুত'আ করিবে। ইহারা আমাদের তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আসিয়া এই স্ত্রীলোকদিগের দিকে তাকাইলেন। ইহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সকল নারীর সহিত আমরা মুত'আ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুবারক গণ্ডদ্বয় রক্তিমাভ হইয়া গেল এবং তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অধিক রাগান্বিত হইয়া গেলেন। অতঃপর আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্র প্রশংসা করিলেন, ইহার পর মুত'আ করিতে নিষেধ করিলেন। ঐদিন হইতে আমরা মুত'আ করিবার তাঁবুসমূহ পরিহার করিলাম। সেই দিকে আর কোন দিন ফিরিয়া যাই নাই এবং আর কখনও যাইব না" (ইদরীস কানধলাবী, হাশিয়া সীরাতিল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ১২৭)।

অনুরূপ আবদুল্লাহ তাহার পিতা মুহাম্মাদ হইতে তিনি নিজ পিতা 'আলী (রা) হইতে তাবুক যুদ্ধে মুত'আ হারাম হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এসম্পর্কে নাওয়াবী বলেন, ইহা একটি ভুল তথ্য, অন্য কেহ এই বর্ণনা স্বীকার করেন নাই (হাশিয়া মুসলিম, ১খ., ৪৫০)।

পরস্পর বিরোধী এই রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে হাদীছবেত্তাগণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। আল-মাযিরীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি এই সকল বর্ণনার বিভিন্নতাকে পরস্পর বিরোধী মনে করেন না; বরং তিনি বলিয়াছেন, সময় সময় এই নিষিদ্ধের ঘোষণা মুত'আ বিবাহের অবৈধতাকে সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ও সর্বত্র ইহা প্রসারের উদ্দেশ্যে ছিল।

কাযী ইয়াদ বলেন, একদল সাহাবী বিভিন্ন সময় মুত'আ বৈধ হইবার হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ, আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, জাবির, সালামা

ইবনুল আকওয়া ও সাবরা ইব্ন মা'বাদ আল-জুহানী (রা)-এর রিওয়ায়াত ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীছ হইতে জানা যায়, তিনি বলিয়াছেন, নেহায়েত প্রয়োজনের সময় যেইভাবে মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করা বৈধ হয় সেই প্রকার প্রয়োজনের মুহূর্তে মুত'আ করিবার অনুমতি ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। পরস্পর বিরোধী হাদীছের সমাধানকল্পে কাযী ইয়াদ আরও বলেন, সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হইতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মুত'আ আওতাস যুদ্ধে বৈধ ছিল। অপরদিকে সাবরা ইব্ন মা'বাদ আল-জুহানী (রা)-এর রিওয়ায়াতে আছে যে, মুত'আ মক্কা বিজয় দিবসে হালাল ছিল। এই দুইটি একই ঘটনা। অতঃপর তাহা এই সময়ই হারাম ঘোষিত হয়। 'আলী (রা)-এর বিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) মুত'আ খায়বারে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার ঘটনা। আবূ দাউদের হাদীছে আসিয়াছে যাহা রাবী' কর্তৃক তাহার পিতা সাবরা (রা) হইতে বর্ণিত, মুত'আর নিষেধাজ্ঞা বিদায় হজ্জে ঘোষিত হইয়াছিল। আবূ দাউদ এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিবার পর বলেন, এই ব্যাপারে যত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে ইহা সর্বাধিক শুদ্ধ। সাবরা (রা) হইতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স) উহা চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা ছিল পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞার পুনরাবৃত্তি। কারণ দিনটি ছিল মহামিলনের দিন যাহাতে উপস্থিত লোকজন অনুপস্থিতদের নিকট বার্তা পৌঁছাইয়া দেয়। দীন পরিপূর্ণতা লাভের ঘোষণা বিদায় হজ্জে দেওয়া হইয়াছিল। খায়বার দিবসে মুত'আ নিষিদ্ধ হইবার হাদীছটি সহীহ। ইহাতে দ্বিমতের কিছুই নাই। সুতরাং উমরাতুল কাদা, মক্কাবিজয় দিবস ও আওতাসের যুদ্ধের দিনের নিষেধাজ্ঞা হইল ইহার পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই ক্ষেত্রে 'আলী (রা) হইতে সুফ্য়ান ইব্ন উয়ায়না-র রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করা যায় ঃ

نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

এই সম্পর্কে অনেকে বলিয়াছেন, বর্ণনাটিতে মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশতের মধ্যে ছেদ রহিয়াছে। ইহার অর্থ হইল মুত'আ-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে.তবে তাহা কোন সময় ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খায়বারে রাসূলুল্লাহ (স) নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, খায়বার দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা মুত'আ নিষিদ্ধ হইবার দিন নহে। মুত'আ-র নিষেধাজ্ঞা মক্কায় হইয়াছিল এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খায়বারে। একাধিকবার বৈধ হইবার সম্পর্কে যেই সকল রিওয়ায়াত আছে তাহা সম্পর্কে বলা হয় যে, নিষেধ করিবার পরও নবী কারীম (স) প্রয়োজনের সময় তাহা বৈধ করিয়াছিলেন। খায়বার ও উমরাতুল কাদার পর মক্কা বিজয়ের দিন আবার তাহা বৈধ করা হইয়াছিল। অতঃপর এই দিবসেই চিরকালের জন্য তাহা হারাম ঘোষিত হইয়াছিল। বিদায় হজ্জের দিন তাগিদার্থে এবং ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে আবার তাহা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল। এই প্রসংগে ইমাম নাওয়াবী বলেন ঃ

"গ্রহণযোগ্য সঠিক অভিমত হইল, অবৈধ ও বৈধের ঘোষণা দুই দুইবার হইয়াছিল। খায়বারের পূর্বে মুত'আ বৈধ ছিল। অতঃপর খায়বার দিবসেই তাহা হারাম ঘোষিত হয়। আবার মক্কা বিজয়ের সময়ে বৈধ ঘোষিত হয়। এই সময়েই আওতাস যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিন দিন পর পুনরায় তাহা চিরদিনের জন্য অবৈধ ঘোষিত হয়" (হাশিয়া মুসলিম, ১খ., ৪৫০)।

আল্লামা ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা দ্বিমত পোষণ করিয়া বলেন, খায়বারে মুত'আ নিষিদ্ধ হয় নাই, মক্কা বিজয় দিবসে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহাই বিশুদ্ধ অভিমত। তিনি বলেন, মুত'আ খায়বারে নিষিদ্ধ হইবার মতানুসারিগণ যখন দেখিতে পাইলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয় দিবসে ইহার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহারা বলিতে লাগিলেন, মুত'আর আদেশ দুইবার রহিত হইয়াছিল। একবার খায়বারে আর একবার অনুমতি দানের পর মক্কা বিজয় দিবসে। এই অভিমতকে খণ্ডন করিতে ইব্ন কায়্যিম ও তাহার অনুগামীরা বলেন, মক্কা বিজয় ছাড়া অন্য কোন সময় মুত'আ-কে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। তাঁহারা 'আলী (রা)-এর হাদীছ সম্পর্কে বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশত বৈধ মনে করিতেন। তাহার এই বিশ্বাসকে দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আলী (রা) মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশতের কথা একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গাধার গোশ্ত খায়বারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং মুত'আ নিষিদ্ধ হইবার সময়টি উহ্য রহিয়াছে (যাদুল মা'আদ, ২খ., ১৪২)। ইব্ন কায়্যিম এই অভিমতের পক্ষে সুফ্য়ান ইব্ন উয়ায়না-এর সনদে বর্ণিত 'আলী (রা)-এর হাদীছটি উল্লেখ করেন ঃ

(١) انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَحَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

(٢) حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَحَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

অতঃপর ইব্ন কায়্যিম বলেন, 'আলী (রা)-এর একত্রে উল্লেখ করাতে কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী ভাবিয়াছেন যে, খায়বারে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত ও মুত'আ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ফলে তাহারা তাহাদের বর্ণনায় দুইটি জিনিসের নিষিদ্ধ হইবার কথাটি যুক্ত করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা হইল, খায়বার যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কিরাম ইয়াহূদী মহিলাদিগের সহিত মুত'আয় লিপ্ত হন নাই। এই ব্যাপারে তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোন অনুমতিও প্রার্থনা করেন নাই। এইরূপ কিছু ঘটিয়াছিল বলিয়া কোন রিওয়ায়তও নাই। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়কালে মুত'আ করিবার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অনুমতিও প্রদান করা হইয়াছিল। সর্বশেষে নবী (স) তাঁহাদিগকে ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন (যাদুল মাআদ, ২খ., ১৪২)।

আল্লামা ইদরীস কানধলাবী বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদ ও সূদ প্রথার ন্যায় অনেক জিনিস পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মুত'আও সেইরূপ একটি বিষয়। জাহিলিয়্যা যুগের প্রথা অনুসারে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আর প্রচলন ছিল। খায়বারের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ

করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা নিষিদ্ধ হইতে থাকে। মক্কা বিজয়কালে নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। পরে তাবূক যুদ্ধে তিনি পুনরায় মুতআ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইহার পর আমরা আর কোন দিন মুত'আ করি নাই (সীরাতুল মুসতাফা, ২খ., পৃ. ১২৬-১২৭)।

'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে মুত'আ হারাম হইবার কথা না জানার কারণে কিছু সংখ্যক লোক মুত'আ বৈধ মনে করিত। উমার ফারূক (রা) তাহা অবগত হইয়া রাগিয়া গেলেন, অতঃপর মিম্বারে দাঁড়াইয়া মুত'আ হারাম হইবার কথা জানাইয়া ভাষণ দিলেন। ঘোষণা করিলেন, এই ভাষণের পর আর কেহ মুত'আ করিলে তাহাকে যেনার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। তখন হইতে মুতআ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার উপর এই ব্যাপারে সকল সাহাবীর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮)।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুত'আ

মুত'আ শব্দটি مَتَاعٌ ক্রিয়ামূল হইতে নির্গত, যাহার অর্থ সামান্য উপকার। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে যে পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া হয় তাহাকেও মুত'আ বলা হয়। কারণ তাহা মাহরের তুলনায় অতি সামান্য। আলোচ্য মুত'আ বিবাহ দুই অর্থে হয়। এক, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষিগণের সম্মুখে কোন স্ত্রীলোকের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এইরূপ সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। তবে বিচ্ছেদ ঘটিবার পর একটি ঋতুস্রাবের অপেক্ষা করিতে হয় যাহাতে স্ত্রীলোকটি সন্তান-সম্ভবা হইয়াছে কিনা তাহার সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দুই, কোন লোক কোন মেয়েলোককে বলিল, আমি তোমার সহিত একদিন বা দুইদিন বাস করিব। এই দিনগুলিতে মিলনের বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ পারিশ্রমিক দিব।

প্রথম প্রকার মুত'আ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে জায়েয ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তাহা চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার মুত'আ হইল স্পষ্ট যেনা। ইহা ইসলামে কোন সময়ই বৈধ ছিল না। অন্যান্য ধর্মেও তাহা বৈধ ছিল না। কারণ সুস্পষ্ট যেনা কোন ধর্মেই স্বীকৃত নয়। প্রথম প্রকার মুত'আয় সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল, এমনকি তাহাতে অভিভাবকের অনুমতিও লইতে হইত। বিচ্ছেদ ঘটিবার পর অন্যের সহিত এইরূপ কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে একটি হায়েযেরও অপেক্ষা করিতে হইত। এই কারণে ইহাকে স্পষ্ট যেনা বলা যাইত না। অপরদিকে ইহা বিবাহের আওতায়ও পড়ে না বরং ইহা তৃতীয় একটি ব্যবস্থা ছিল। মুত'আ বিবাহের দরুন মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া যাইত না (সীরাতুল মুসতাফা, ১২৯)।

খায়বার যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কিছু সংখ্যক মহিলাও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে গনীমতের সম্পদ হইতে কিছু দান করিয়াছিলেন, পূর্ণ অংশ দান করেন নাই।

বানূ গিফারের জনৈকা মহিলা বলেন, আমি বানূ গিফারের কতিপয় মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খায়বার যাত্রাকালে তাহার দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা মনস্থ করিয়াছি যে, এই সফরে আমরা আপনার সঙ্গী হইব এবং আমরা যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা করিব এবং মুসলিম সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তিনি বলিলেন, عَلَى بَرَكَةِ اللهِ (আল্লাহ বরকত দিন)। এই কথার দ্বারা তিনি তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ গিফারী মহিলা বলেন, সেই মতে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে সফরে বাহির হইলাম। আমি তখন অল্প বয়স্কা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁহার সহ-আরোহী করিয়া তাহার হাওদার গাঠরীর উপর বসাইয়া লইলেন। উক্ত গিফারী মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার জয় করার পর আমাদিগকে গনীমতের সম্পদ হইতে পুরস্কৃত করিলেন। আমার গলায় যে হারটি দেখিতে পাইতেছেন, ইহা তিনি সেদিন আমাকে দিয়াছিলেন। আল্লাহ্র শপথ! ইহা আমি কখনও আমার গলা হইতে সরাইব না। বর্ণনাকারী বলেন, সত্যি সত্যি ইহা আমৃত্য তাহার গলায়ই ছিল। তিনি মৃত্যুকালে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন যে, এই হারটি যেন কবরে তাহার সহিত দেওয়া হয় (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৩৬)।

খায়বারের শহীদগণ

ইব্ন ইসহাকের মতে কুরায়শ, বানূ উমাইয়্যা ইব্ন আব্দ শাম্স ও তাহাদের মিত্রদের মধ্য হইতে রাবী'আ ইব্ন আকছাম, ইব্ন সাখবারা, ছাকীফ ইব্ন আমর ও রিফা'আ ইব্ন মাসরূহ; বানূ আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা হইতে আবদুল্লাহ ইব্নুল-হুবায়ব, ইব্ন হিশাম বলেন, ইব্ন উহায়ব ইব্ন সুহায়ম ইব্ন গায়বা, বানূ সা'দ ইব্ন লায়ছ গোত্রের লোক, বানূ আসাদ গোত্রের মিত্র এবং তাহাদের ভাগিনা। আনসার গোত্রের বানূ সালামা হইতে ঃ বিশ্র ইবনুল বারাআ ইব্ন মা'রূর। রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রদত্ত বিষযুক্ত বকরীর গোশত ভক্ষণ করিয়া তিনি ইন্তিকাল করিয়াছিলেন এবং ফুদায়ল ইব্ন নু'মান।

বানূ যুরায়ক হইতে মাস'ঊদ ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন খালদা ইব্ন আমির ইব্ন যুরায়ক। আওস গোত্রের বানূ আবদিল আশহাল হইতে মাহমূদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন খালিদ ইব্ন আদী। বানূ আমর ইব্ন আওফ হইতে আবূ সিয়াহ ইব্ন ছাবিত ইবনুন নুমান ইব্ন উমায়্যা, আল-হারিছ ইব্ন হাতিব, উরওয়া ইব্ন মুররা ইব্ন সুরাকা, আওস ইবনুল কাইদ, আনীফ ইব্ন হাবীব, ছাবিত ইব্ন আছিলা ও তালহা ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন সুলায়ল ইব্ন দামরা।

বানূ গিফার হইতে উমরা ইব্ন উকবা; তাঁহাকে তীর নিক্ষেপে শহীদ করা হয়। আসলাম গোত্র হইতে 'আমের ইবনুল আকওয়া' ও আল-আসওয়াদ আর-রাঈ; তাহার নাম ছিল আসলাম। ইব্ন হিশামের মতে আসওয়াদ রাঈ খায়বারের অধিবাসী ছিলেন। ইব্ন শিহাব যুহরী খায়বারের আরও যেই সকল শহীদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন বানূ যুহরা হইতে মাসউদ ইব্ন রাবীআ; তিনি প্রকৃতপক্ষে আল-কারা গোত্রের মিত্র ছিলেন। আনসারদের বানূ আমর ইব্ন আওফ গোত্র হইতে আওস ইব্ন কাতাদা (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৩৭-২৩৮)।

খায়বার হইতে প্রত্যাবর্তন ও লায়লাতুত তা'রীস

খায়বার হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে রাসূলুল্লাহ (স) ওয়াদিল কুরায় চার দিন অবস্থান করেন, অতঃপর মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে শেষ রাত্রিতে এক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করিলেন এবং বিলাল (রা)-কে বলিলেন, হে বিলাল! তুমি আমাদিগকে জাগ্রত করিবে। বিলাল (রা) একটি বাহনের হাওদায় হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জাগ্রত করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং জাগ্রত ছিলেন না। অন্য কোন সাহাবীও জাগ্রত হন নাই। এমন কি সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত তাঁহারা এইরূপ নিদ্রাচ্ছন্ন রহিলেন। সূর্যের উত্তাপে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে বলিলেন, হে বিলাল! তুমি ইহা কি করিলে? বিলাল (রা) বলিলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে যেই জিনিস আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমিও তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়াছি। অতঃপর সকলে পদব্রজে ঐ উপত্যকা ত্যাগ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "ইহা শয়তানের উপত্যকা"। এই স্থান অতিক্রম করিবার পর সকলে থামিয়া উযু করিলেন, অতঃপর ফজরের সুন্নাত আদায় করিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বিলাল (রা)-কে ইকামত দানের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গী-সাথী সবাইকে লইয়া সালাত আদায় করিলেন। সালাতশেষে লোকদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ আমাদের আত্মাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যদি তিনি চাহিতেন তাহা হইলে এই সময়ের পূর্বেই তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিতেন।

فَاِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا.

"তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি সালাতের সময় নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে কিংবা সালাতের কথা ভুলিয়া যায় তাহা হইলে সে তেমনিভাবে এই সালাত আদায় করিবে যেমনটি সে সালাতের ওয়াক্তে স্বাভাবিকভাবে আদায় করিয়া থাকে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) আবু বাক্র (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ اَتٰى بِلاَلاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَضْجَعَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُهْدِئُهُ كَمَا يُهْدَاُ الصَّبِىُّ حَتّٰى نَامَ.

"বিলালের নিকট শয়তানের আগমন ঘটিয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিল কিন্তু শয়তান তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া শিশুকে যেইভাবে ঘুম পাড়ানো হয় সেইভাবে ঘুম পাড়াইয়াছিল। ইহার ফলে সে ঘুমাইয়া গিয়াছিল।"

তাহার পর বিলাল (রা)-কে ডাকিয়া তাহাকে অনুরূপ বলিলেন, যেমনটি আবূ বাক্র (রা)-কে বলিলেন। কোন কোন বর্ণনায় এই ঘটনাটি হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে

সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার কোন কোন বর্ণনায় তাবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফজরের সালাত হইতে ঘুমাইয়া যাওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহা কোন সময় ও কোন যুদ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল ইহার উল্লেখ করেন নাই। ইমাম মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঘটনাটি মক্কার পথে ঘটিয়াছিল। তবে এই রিওয়ায়াতটি মুরসাল।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, আমরা হুদায়বিয়ায় সন্ধিকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আগমন করিতেছিলাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে জাগ্রত করিবার দায়িত্ব কে নিবে? বিলাল (রা) বলেন, "আমি"। অতঃপর ঘটনাটি তিনি বিবৃত করিলেন : এই হাদীছের সনদে বিভিন্নতা (اضطراب) পরিলক্ষিত হয়। 'আবদুর রাহ্মান ইব্ন মাহদী শু'বা সূত্রে, তিনি জামে' ইব্ন শাদ্দাদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে পাহারাদার ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)। কিন্তু গুনদার শু'বা থেকে বর্ণনা করেন যে, পাহারাদার ছিলেন বিলাল (রা) (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৬, ১৪৭; মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২খ., পৃ. ৪৩১)।

খায়বারের ব্যবস্থাপনা

খায়বারের উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ এবং ইহার বিলি-বন্টনের জন্য প্রথম বৎসর রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শাহাদতবরণের পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহল আনসারী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (স) এই পদে নিযুক্ত করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই ইয়াহূদীরা তাহাকে গোপনে ও সাক্ষ্য-প্রমাণহীনভাবে হত্যা করে। ফলে তাঁহার দুই চাচাত ভাই হুয়ায়্যাসা ইব্ন মাস'উদ ও মুহায়্যাসা ইব্ন মাস'উদ এবং 'আবদুল্লাহ্র এক সহোদর আব্দুর রাহমান ইব্ন সাহ্ল তাঁহার রক্তপণের দাবি করিলেন। কিন্তু আততায়ীর কোন সন্ধান না পাওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে এক শত উট তাহাদিগকে রক্তপণ হিসাবে দিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খায়বারের অর্ধেক এলাকা যাহার মধ্যে আল-ওয়াতীহ ও আস-সুলালিম, বাকী অর্ধেকের ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে ইব্ন ইসহাক বলেন যে, আল-কাতীবা আশ-শিক্ক এবং আন-নাতা-এর বন্টন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আল-কাতীবাকে 'খুমুস' (রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অংশ) নিকটাত্মীয়বর্গ ইয়াতীমকে ও বিধবা এবং মিসকীনদের ভরণ-পোষণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহধর্মিনীগণের জীবিকা নির্বাহ প্রভৃতির জন্য নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ত্রিশ ওয়াসাক খেজুর এবং ত্রিশ ওয়াসাক যব মুহায়্যাসা ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর জন্য নির্ধারিত হয়। কারণ ফাদাকের ব্যাপারে তিনি যোগাযোগ করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। আশশিক্ক ও আন-নাতাকে রাসূলুল্লাহ্ (স) আঠারটি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রতিটি অংশে এক শতটি ভাগ ছিল। এইভাবে উক্ত দুর্গ দুইটি আঠার শত ভাগে বিভক্ত হয়। পাঁচ শত অংশ আন-না'তা দুর্গে আর তের শত অংশ-

আশশিক্ক দুর্গে। মর্যাদা ও প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করিয়া আল-কাতীবা দুর্গকে নবী সহধর্মিনীগণ ও বানুল মুত্তালিব ও অন্যান্যের মধ্যে বন্টন করা হয়। বানূ মুত্তালিব যেহেতু খুবই অভাবী ছিল তাই তাহাদের জন্য একশত ওয়াসাক এবং আশি ওয়াসাক নির্ধারণ করা হয়। রাসূল তনয়া ফাতিমা (রা)-এর জন্য পঁচাশি ওয়াসাক এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর জন্য চল্লিশ ওয়াসাক, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের জন্য পনের ওয়াসাক, উম্মু রুমায়ছা-এর জন্য পাঁচ ওয়াসাক। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ওসিয়াত করিয়াছিলেন যে, রাহাবিয়্যীন (ইয়ামানের রাহাওয় গোত্রীয় লোক)-এর জন্য এক শত ওয়াসাক, আদ-দারিয়্যীন গোত্রের জন্য এক শত ওয়াসাক, সাবায়্যীনদের জন্য এক শত ওয়াসাক এবং আশ'আরী গোত্রের জন্য এক শত ওয়াসাক দেওয়া হয়। আবূ দাউদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) স্বীয় সহধর্মিনীগণের প্রত্যেককে আশি ওয়াসাক করিয়া খেজুর এবং দশ ওয়াসাক করিয়া যব দিতেন। ইব্ন 'উমার (রা) হইতে আবূ দাউদের অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) খায়বারের খুমুস হিসাব করিয়া পৃথক করিবার পর নির্ধারিত হারে সকলকে অংশ দিতেন এবং "খুমুস" হইতে নবী সহধর্মিনীগণের প্রত্যেককে এক শত ওয়াসাক করিয়া খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক করিয়া যব দিতেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২১৩, ২১৪)।

'আলী (রা)-এর বিলম্বে আসরের সালাত আদায়

কথিত আছে যে, খায়বার যুদ্ধকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর একটি এই যে, খায়বার হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (স) 'আস-সাহবা' নামক স্থানে পৌঁছিলে এখানে সায়্যিদা সাফিয়্যা (রা)-এর সহিত তাঁহার বাসর হয়। এই স্থানেই তিনি 'আসরের সালাত আদায় করিলেন অতঃপর তাঁহার মাথা 'আলী (রা)-এর উরুর উপর রাখিয়া শুইলেন। এমতাবস্থায় ওহী আসিবার লক্ষণাদি তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইল। 'আলী (রা) আসরের সালাত আদায় করেন নাই। ওহী অবতরণ এতই দীর্ঘায়িত হইল যে, সূর্য অস্তমিত হইয়া গেল। ওহী অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ (স) 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসরের সালাত আদায় করিয়াছ কি"? 'আলী (রা) নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি সালাত আদায় করি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) এই সময় দু'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক ! যদি আলী আপনার এবং আপনার রাসূলের আনুগত্যে ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে সূর্যকে আদেশ করুন উহা যেন পুনরায় দৃষ্ট হয়। ইহাতে সে আসরের সালাত আদায় করিতে সক্ষম হইবে। মহান আল্লাহ তাঁহার দু'আ কবুল করিলেন। ফলে সূর্য অস্তমিত হইবার পরও দ্বিতীয়বার উদিত হইল। সূর্যের কিরণ পাহাড় ও টিলায় বিকীরিত হইল। সৃষ্টিজগত ইহা প্রত্যক্ষ করিল। 'আলী (রা) উযু করিলেন এবং সালাত আদায় করিলেন।

'আল্লামা দিহলাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্য সূর্যকে ডুবিতে না দেওয়া ও ফিরাইয়া আনা তিনটি স্থানে পাওয়া যায়। (এক) মি'রাজ হইতে ফিরিবার পর যখন কোন এক কাফেলা সম্পর্কে কুরায়শদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহারা বুধবার দিন এই স্থানে পৌঁছিবে। (দুই) খনদক দিবসে আসরের সালাত কাযা হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) সূর্য

ফিরাইয়া দিবার দু'আ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বতসিদ্ধ কথা হইল, সূর্য অস্তমিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স) কাযা পড়িয়াছিলেন। (তিন) এখানকার বর্ণিত ঘটনা যে, 'আলী (রা)-এর আসরের সালাত কাযা হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আর ফলে সূর্যকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই হাদীছগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। য়ূশা' ইব্ন নূন (আ) সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত ঃ

لَمْ يُحْبَسِ الشَّمْسُ عَلى اَحَدٍ اِلاَّ لِيُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ.

"য়ূশা' ইব্ন নূন (আ) ব্যতীত আর কাহারও জন্য সূর্যকে অস্ত যাওয়া হইতে বিরত রাখা হয় নাই।" হাদীছটি মিশকাতে বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতিতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত (মাদারিজুন নুবুওয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬)। হাদীছটি উপরে উল্লিখিত বর্ণনার পরিপন্থী। যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত বিরোধপূর্ণ, তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনা তুলিয়া ধরা হইল যাহাতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। এই প্রসংগে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেন ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْحِيْ اِلَيْهِ وَرَاْسُهُ فِى حِجْرِ عَلِىٍّ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ وَقَالَ اَبُوْ اُمَيَّةَ صَلَّيْتَ يَا عَلِىُّ قَالَ لاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَبُوْ اُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ فِى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ نَبِيِّكَ وَقَالَ اَبُوْ اُمَيَّةَ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَرَاَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَاَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ.

"আসমা বিন্ত 'উমায়স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইতেছিল। এমতাবস্থায় তাহার মাথা 'আলী (রা)-এর কোলে ছিল। ফলে তিনি আসরের সালাত আদায় করিবার পূর্বেই সূর্য অস্তমিত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী! তুমি কি আসরের সালাত আদায় করিয়াছ ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ ! নিশ্চয় 'আলী তোমার আনুগত্যে ও তোমার নবীর আনুগত্যে ছিল। সুতরাং তুমি তাহার জন্য সূর্যকে ফিরাইয়া দাও। আসমা (রা) বলেন, আমি দেখিলাম সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, অতঃপর তাহা উদিত দেখিলাম।"

আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন মানদা সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছকে শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (র) জাল (موضوع) হাদীছের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী সূত্রেও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। ইবনুল জাওযী এই হাদীছকেও জাল (موضوع) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারিগণের মধ্যেও বিভিন্নতা রহিয়াছে। হাফিজ ইব্ন 'আসাকির এই হাদীছকে মুনকার (منكر) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী রহিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইব্ন কাছীর তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই

হাদীছ যত সনদেই বর্ণিত হইয়াছে সবগুলিই দুর্বল ও মুনকার। এমন কোন সনদ নাই যেখানে কোন না কোন এক শী'আ মতবাদী, অপরিচিত কিংবা প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি নাই।

এই প্রকার হাদীছের সনদ মুত্তাসিল হইলেও এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীছ গ্রহণযোগ্য হয় না, খবরে মুতাওয়াতির কিংবা খবরে মাশহূর হইতে হয়। আমরা আল্লাহ্র কুদরত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে তাহার প্রকাশের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করি না। সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, সূর্যকে য়ূশা' ইব্ন নূন (আ)-এর জন্য ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। ইহা ছিল সেই দিনের ঘটনা যেই দিন তিনি বায়তুল মাকদিস অবরোধ করিয়াছিলেন। ইহা ছিল জুমু'আর দিন। অপরদিকে বনী ইসরাঈল শনিবার দিন যুদ্ধ করিত না। এই সময় য়ূশা' (আ) সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সূর্যের তখন অস্ত যাওয়ার অবস্থা। তিনি বলিলেন ঃ হে সূর্য! তুমি যেমন আদিষ্ট, আমিও তেমন আদিষ্ট। হে আল্লাহ! সূর্যকে আমার জন্য থামাইয়া রাখ। ফলে আল্লাহ তাঁহার জন্য সূর্যকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন, যতক্ষণ না তাহারা বায়তুল মাকদিস জয় করিয়াছিলেন। য়ূশা' ইবন নূন (আ), এমনকি সকল নবী হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তবুও আমরা তাঁহার নিকট হইতে যাহা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে তাহাই বর্ণনা করিব। অন্য যাহা শুদ্ধ নহে তাহা তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত করিব না। যদি এইরূপ বর্ণনা শুদ্ধ হইত তাহা হইলে সবার আগে আমরাই ইহা সমর্থন করিতাম (ইব্ন কাছীর, শামাইলুর রাসূল, পৃ. ১৪৪-১৪৮)।

অন্য আরও একটি সূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ شُغْلِ عَلِيٍّ لِمَكَانِهِ مِنْ قَسْمِ الْمَغْنَمِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَوْ كَادَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا صَلَّيْتَ قَالَ لاَ فَدَعَا اللّٰهَ فَارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَوَسَّطَتِ السَّمَاءُ فَصَلَّى عَلِيٌّ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ سَمِعْتُ لَهَا صَرِيْرًا كَصَرِيْرِ الْمِنْشَارِ فِى الْحَدِيْدِ.

'আমর ইব্ন ছাবিত হইতে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ حَدِيْثِ رَدِّ الشَّمْسِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ هَلْ يُثْبِتُ عِنْدَكُمْ فَقَالَ لِىْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ اَعْظَمُ مِنْ رَدِّ الشَّمْسِ قُلْتُ صَدَقْتَ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ عَنْ اَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى الْحَسَنُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَافَقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ انْصَرَفَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ

الْوَحْىُ فَاَسْنَدَهُ اِلى صَدْرِهِ فَلَمْ يَزَلْ مُسْنِدُهُ اِلى صَدْرِهِ حَتّى اَفَاقَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ الْعَصْرَ يَا عَلِىُّ قَالَ جِئْتُ وَالْوَحْىُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ فَلَمْ اَزَلْ مُسْنِدُكَ اِلى صَدْرِى حَتّى السَّاعَةَ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ اَللّهُمَّ اِنَّ عَلِيًّا كَانَ فِى طَاعَتِكَ فَارْدُدْهَا عَلَيْهِ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَاَقْبَلَتِ الشَّمْسُ وَلَهَا صَرِيْرٌ كَصَرِيْرِ الرَّحى حَتّى كَانَتْ فِى مَوْضِعِهَا وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَامَ عَلِىٌّ مُتَمَكِّنًا فَصَلّى فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَتِ الشَّمْسُ وَلَهَا صَرِيْرٌ كَصَرِيْرِ الرَّحى فَلَمَّا غَابَتْ اِخْتَلَطَ الظَّلاَمُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ.

এই রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সূর্য ফিরাইয়া লওয়ার বিষয় হইতে বড় অন্য কোন জিনিস অবতীর্ণ করেন নাই, অথচ কুরআনে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَاِذَا رَأْسُهُ فِىْ حَجْرِ عَلِىٍّ وَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فَانْتَبَهَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ يَا عَلِىُّ اَصَلَّيْتَ الْعَصْرَ قَالَ لاَ يَارَسُوْلَ اللّهِ مَا صَلَّيْتُ كَرِهْتُ اَنْ اَضَعَ رَأْسَكَ مِنْ حَجْرِىْ وَاَنْتَ وَاجِعٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يَاعَلِىُّ اُدْعُ يَا عَلِىُّ اُدْعُ اَنْ تُرَدَّ عَلَيْكَ الشَّمْسُ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّهِ اُدْعُ اَنْتَ وَاَنَا اُؤَمِّنُ فَقَالَ يَارَبِّ اَنْ عَلِيًّا فِى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ نَبِيِّكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَوَاللّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ لِلشَّمْسِ صَرِيْرًا كَصَرِيْرِ النَّكْبَرَةِ حَتّى رَجَعَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

এই রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ থাকায় 'আলী (রা)-এর কোলে মাথা রাখিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে 'আলী (রা)-কে সূর্য ফিরাইয়া দিবার জন্য দু'আ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিই দু'আ করুন, আমি আমীন বলিব। 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর এই সম্পর্কিত রিওয়ায়াতটি হইল ঃ

عَنْ جُوَيْرِيَّةَ بِنْتِ شَهْرٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ يَاجُوَيْرِيَّةُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُوْحى اِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِىْ حَجْرِىْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

(শামাইলুর রাসূল, পৃ. ১৪৯-১৫০)।

এই সম্পর্কিত যতগুলি হাদীছ বর্ণিত আছে উহার কোনটিই সমালোচনামুক্ত নয়। এমনকি অনেক রাবী সম্পর্কে কট্টর শী'আ মতাবলম্বী হইবারও অভিযোগ বিদ্যমান। হাদীছবিদগণ এই সকল হাদীছের সমালোচনায় এমনভাবে মুখর যেন মনে হয়, রিওয়ায়াতগুলি শী'আরা আলী (রা)-এর মর্যাদা উচ্চাসনে সমাসীন করিবার লক্ষ্যে তৈরী করিয়াছে।

শামাইলুর রাসূলের গ্রন্থকার বিভিন্ন সূত্রে এই সম্পর্কিত হাদীছগুলি উল্লেখ করিয়া সনদ ও মূল বক্তব্যের খুটিনাটি আলোচনা করিয়াছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সনদে উল্লিখিত রাবীগণের আকীদা ও তাহাদিগের অগ্রহণযোগ্যতা তুলিয়া ধরিয়াছেন, রিওয়ায়াতগুলি পরস্পর অমিল ও মুনকার হইবার কথা স্থানে স্থানে আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে বলেন, এই রিওয়ায়াত অন্ধকারে ঢাকা। ইহার অধিকাংশ বর্ণনাকারীর কোন পরিচয় নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শী'আদের কালো হাত দ্বারা ইহা নির্মিত। যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ তাহাদিগকে অপদস্থ ও অভিশপ্ত করুন। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"যেই ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করিবে তাহার আবাস জাহান্নাম।"

আগেকার রিওয়ায়াতটিকে খোদ 'আলী (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত করা হয়, অথচ ইহাতে তাঁহার বিরাট মর্যাদার কথা বর্ণিত। কোন জ্ঞানবান মানুষের বিবেক 'আলী (রা) কর্তৃক নিজের প্রশংসা সম্বলিত এই রিওয়ায়াতকে তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হইবার কথা বিশ্বাস করিতে পারে? 'আলী (রা) হইতে অন্য কোন রিওয়ায়াত এই রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। 'আলী (রা) হইতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, যেমন উবায়দা আস-সালমানী, শুরায়হ আল-কা'বী, আমের আশ-শা'বী প্রমুখের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এক অজানা-অচেনা মহিলার সূত্রে তাহার নিকট হইতে এইরূপ বর্ণনা কেমন করিয়া গ্রহণ করা যায়!

মুওয়াত্তা মালিক, সিহাহ সিত্তা, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থমালার গ্রন্থকারগণ কর্তৃক এই হাদীছ প্রত্যাখ্যাত। এই সম্পর্কিত কোন "সহীহ" ও "হাসান" বর্ণনাও নাই। ইহাই বড় দলীল হইল যে, ইহাদিগের নিকট উক্ত রিওয়ায়াতের কোন ভিত্তি নাই। আবূ আবদুর রাহমান আন-নাসাঈ আলী (রা)-এর একটি চরিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ইহার বর্ণনা নাই। আল-হাকেমও তাঁহার মুসতাদরাকে রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করেন নাই। অথচ ইহাদিগকে সামান্য হইলেও 'আলী (রা) প্রীতির প্রতি সম্পর্কিত করা হয়। ইহাকে যাহারা বর্ণনা করিয়াছেন তাহারা কেবল বিস্ময় বোধ ও অজানা মনে করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই অর্থের অধিকাংশ বর্ণনাই মিথ্যা ও বানোয়াট। এই সকল রিওয়ায়াতের মধ্যে আহমাদ ইব্ন সালিহ আল-মিসরী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত অপেক্ষাকৃত উত্তম। সূত্রটি হইল এইরূপ ঃ

عَنْ اَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْفِطْرِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ جَعْفَرٍ عَنْ اَسْمَاءَ.

(একমাত্র এই সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতই খায়বারের আস-সাহবা নামক স্থানে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে)।

আহমাদ ইব্ন সালিহ রিওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলিয়া ঘটনাটির যথার্থতার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইমাম তাহাবী তাঁহার মুশকিলুল আছার গ্রন্থে আলী ইব্ন আবদির রাহমানের বরাতে বলিয়াছেন, আহমাদ ইব্ন সালিহ্ আল-মিসরী বলেন ঃ

لاَ يَنْبَغِىْ لِمَنْ كَانَ سَبِيْلَهُ الْعِلْمُ التَّخَلُّفُ عَنْ حِفْظِ حَدِيْثِ اَسْمَاءَ فِى رَدِّ الشَّمْسِ لاَنَّهُ مِنْ عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ.

"ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমা (রা)-এর সূর্য ফিরাইয়া আনা সংক্রান্ত হাদীছখানা হইতে বিমুখ হওয়া উচিত নয়। কারণ ইহা নবুওয়াতের অন্যতম আলামত।"

এই অভিমতের পক্ষে আবূ জা'ফার আত-তাহাবীও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। আবুল কাসিম আল-হাসকাফীর বর্ণনামতে মু'তাযিলা মতাবলম্বী তর্কবাগিশ আবূ আবদিল্লাহ আল-বাসরী বলেন ঃ

عَوْدُ الشَّمْسِ بَعْدَ مُغِيْبِهَا اكَدُ حَالاً فِيْمَا يَقْتَضِىْ نَقْلُهُ لاَنَّهُ وَاِنْ كَانَ فَضِيْلَةً لاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَانَّهُ مِنْ اَعْلاَمِ النُّبُوَّةِ.

"সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ফিরিয়া আসার প্রেক্ষাপট অত্যন্ত শক্তিশালী যাহা বর্ণনার দাবি রাখে। কারণ ইহাতে আমীরুল মু'মিনীনের ফযীলতের কথা থাকিলেও ইহা নবুওয়াতের অন্যতম আলামত" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯)।

অতঃপর ইব্ন কাছীর বলেন, এই বক্তব্যের সারকথা হইল, বিষয়টি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হইবার বস্তু ছিল। ইহা ঐ সময় পাওয়া যায় যখন হাদীছটি সহীহ হয়। কিন্তু ইহা তো এইরূপ বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সঠিক (صحيح) নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (প্রাগুক্ত)। সর্বযুগের ইমামগণ এইরূপ হাদীছের সহীহ হওয়াকে অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ইহার রাবীগণের কঠোর সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের অন্যতম হইলেন মুহাম্মাদ ইয়া'লা ইব্ন 'উবায়দ আত-তানাফিসী, দিমাশকের খতীব ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূত আল-জাওযজানী, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম আল-বুখারী (যিনি ইব্ন যানজাবিয়্যা নামে খ্যাত), হাফিজ আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির এবং

শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী প্রমুখ নবীন ও প্রবীণ হাদীছবেত্তাগণ। হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী ও আবুল আব্বাস ইব্ন তায়মিয়্যা এইরূপ রিওয়ায়াতকে সুস্পষ্টভাবে বানোয়াট বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী স্বীয় সূত্রে আলী ইবনুল মাদীনী হইতে নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

خَمْسَةُ اَحَادِيْثَ يَرْوُوْنَهَا وَلاَ اَصْلَ لَهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَدِيْثُ لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا اَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ وَحَدِيْثُ لاَ وَجْعَ اِلاَّ وَجْعُ الْعَيْنِ وَلاَ غَمَّ اِلاَّ غَمُّ الدَّيْنِ وَحَدِيْثُ اَنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ عَلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَحَدِيْثُ اَنَا اَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ اَنْ يَدَعَنِّىْ تَحْتَ الاَرْضِ مِأَتَىْ عَامٍ وَحَدِيْثُ اَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ اِنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ.

"পাঁচটি হাদীছ ইহারা বর্ণনা করেন, অথচ ইহা রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত হইবার কোন প্রমাণ নাই। ১. ভিক্ষুক যদি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তাহাকে যে ফিরাইয়া দিবে তাহার কল্যাণ হইবে না। ২. চক্ষুর ব্যথা ছাড়া অন্য কোন ব্যথা নাই, দীনের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা নাই। ৩. সূর্য আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর জন্য ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৪. আমি আল্লাহ্র অধিক করুণা অর্জনকারী হইব যে, আমাকে তিনি দুই শত বৎসর ভূগর্ভে রাখিয়া দিবেন। ৫. রক্তমোক্ষণকর্তা ও কৃতের রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহারা গীবতে লিপ্ত হয়।"

ইমাম তাহাবীর নিকট সূর্য প্রত্যাগত হইবার বিষয়টি অস্পষ্ট থাকিলেও ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে ইহাকে অস্বীকার করা এবং ইহার রাবীগণ সম্পর্কে বিদ্রূপ করিবার কথা বর্ণিত রহিয়াছে। আবূ হানীফা (র) একজন অতীব নির্ভরযোগ্য ইমাম। কূফার একজন বাসিন্দা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত ফযীলত ছাড়া বাড়তি 'আলী (রা) প্রীতির কোন অভিযোগ নাই।

ইয়ূশা ইব্ন নূন (আ) সম্পর্কে সূর্য ফিরিয়া আসিবার যেই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ইহা আসলে সূর্য অস্ত যাইবার পর ফিরিয়া আসা নয়, বরং সূর্য অস্তমিত হইতে কিছু সময়ের জন্য আটকিয়া থাকা (ইব্ন কাছীর, শামাইলুর রাসূল, পৃ. ১৬০)। শায়খ ইব্ন তায়মিয়্যার অভিযোগের জওয়াবে শী'আ গুরু জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনুল-মুতাহ্হার নামে পরিচিত আল-ইমামা নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, সূর্য অস্তমিত হইবার পর দুইবার প্রত্যাগত হইয়াছিল। প্রথমবার এই সম্পর্কে জাবির ও আবূ সাঈদ (রা) হইতে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করা হইয়াছে।

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ يَوْمًا يُنَاجِيْهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَلَمَّا تَغَشَّاهُ الْوَحْىُ تَوَسَّدَ فَخِذَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى عَلِىٌّ الْعَصْرَ

بِالاِيْمَاءِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ سَلِ اللهَ اَنْ يُّرَدَّ عَلَيْكَ الشَّمْسَ فَتُصَلِّىْ قَائِمًا فَدَعَا فَرُدَّتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الْعَصْرَ قَائِمًا.

এই বর্ণনায় রহিয়াছে, 'আলী (রা)-এর উরুর উপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা থাকা অবস্থায় 'আলী (রা) ইশারায় সালাত আদায় করিয়াছিলেন। 'আলী (রা)-এর দু'আতেই সূর্যকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বার যখন 'আলী (রা) ফুরাত নদী পাড়ি দিতে চাহিয়াছিলেন তখন অনেক সাহাবী তাঁহাদিগের বাহনের পরিচর্যায় মশগুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় তিনি কিছু সংখ্যক সাথী লইয়া আসরের সালাত আদায় করিলেন এবং অন্যদের সালাত কাযা হইয়া গেল। এই ব্যাপারে তাহারা কিছু বলাবলি করিতে লাগিল। 'আলী (রা) সূর্য ফিরাইয়া দিবার দু'আ করিলেন। তখন সূর্যকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইবনুল মুতাহহার এই ব্যাপারে আল-হিময়ারীর নিম্নোক্ত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন ঃ

رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمَّا فَاتَهُ + وَقْتُ الصَّلاَةِ وَقْتُ دَنَتْ لِلْمَغْرِبِ

حَتَّى تَبَلَّجَ نُوْرُهَا فِىْ وَقْتِهَا + لِلْعَصْرِ ثُمَّ هَوَتْ هُوِىَّ الْكَوْكَبِ

وَعَلَيْهِ قَدْ رُدَّتْ بِبَابِلَ مَرَّةً + أُخْرى وَمَا رُدَّتْ لِخَلْقٍ مُقَرَّبِ.

এখানে বলা হইয়াছে, 'বাবিল' শহরে দ্বিতীয়বার 'আলী (রা)-এর জন্য সূর্যকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সূর্যকে অন্য কোন প্রিয় সৃষ্টির জন্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।

এই সম্পর্কে ইব্ন তায়মিয়্যা বলেন, সূর্যকে ফিরাইয়া আনার হাদীছ আবূ জা'ফার তাহাবী ও কাযী আয়াযের মত কিছু লোক উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা ইহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞ হাদীছবেত্তাগণ ইহাকে মিথ্যা বানোয়াট হাদীছ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাবিলের ঘটনা সম্পর্কে ইব্ন কাছীর বলেন, ইহার কোন সনদ নাই। আমার ধারণা ইহা কোন "যিনদীক" শী'আ কর্তৃক আবিষ্কৃত (والله اعلم)। আল-হিময়ারীর কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহা কোন অবস্থাতেই দলীল নয়। ইহা ইবনুল মুতাহহারের মত বালখিল্যতা মাত্র। 'আলী (রা) সম্পর্কে বাবিলের ঘটনাটি সম্পর্কে আবূ দাউদ তাঁহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলী (রা) বাবিল স্থানটি অতিক্রম করিবার সময় আসরের সালাতের সময় হইয়া গিয়াছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি এই স্থানটি অতিক্রম করিবার পূর্বে সালাত আদায় করেন নাই। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

نَهَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ اَنْ أُصَلِّىَ بِاَرْضِ بَابِلَ فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ.

"আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন "বাবিল" ভূমিতে সালাত আদায় করিতে। কারণ ইহা অভিশপ্ত স্থান" (শামাইলুর রাসূল, পৃ. ১৬১-১৬৩)।

'আলী (রা)-এর জন্য সূর্য অস্ত যাইবার পর তাহার পুনরুত্থান সম্পর্কিত এই দীর্ঘ আলোচনার পর এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপনের ধারে কাছেও যাওয়া যায় না। যাহারা হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে গবেষণা করেন তাহাদিগের নিকট দিবালোকের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে যে, ইহা আবিষ্কৃত মনগড়া হাদীছ। তবে যাহারা ইহার সত্যতা সম্পর্কে নীরব ছিলেন, যেমন কাযী আয়ায ও ইমাম তাহাবী, তাহাদিগের নিকট হয়ত হাদীছগুলির সার্বিক বিষয় উত্থাপিত হয় নাই। তাহারা ভাবিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার বান্দা সৃষ্টিকুলের সেরা মানবের জন্য কি না করিতে পারেন। তাই কেহ ইহাকে আলামতে নবুওয়াত, কেহ মু'জিযা মনে করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছ ও তাহার সনদের মধ্যে যে ব্যাপক অমিল রহিয়াছে ইহাকে মানিয়া লইবার কোনই পথ নাই। বিষয়টিকে যাহারা মানিয়া লইয়াছেন তাহারা যদি আহলে হক্কের অনুসারী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা সনদ ও বর্ণনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কেবল কুদরতে ইলাহীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। আর শী'আগণ তো ইহাকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অবমূল্যায়ন করিয়াছে। কারণ আহলে হক্কের যাহারা ইহাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন নাই তাহারা ইহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত ভাবিয়াছেন (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)।

খায়বার বিজয় সম্পর্কে হাসসান (রা)-এর কবিতা

ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসহাকের বরাতে বলেন, খায়বার দিবসে হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

(١) بِئْسَمَا قَاتَلَتْ خَيَابِرُ عَمَّا + جَمَعُوْا مِنْ مَزَارِعَ وَنَخِيْلِ

(٢) كَرِهُوا الْمَوْتَ فَاسْتُبِيْحَ حِمَاهُمْ + وَاَقَرُّوْا فِعْلَ اللَّئِيْمِ الذَّلِيْلِ

(٣) اَمِنَ الْمَوْتِ يَهْرُبُوْا فَاِنَّ الْمَوْتَ + مَوْتَ الْهُزَالِ غَيْرُ جَمِيْلِ

(১) "খায়বারবাসীরা যে কৃষিজমি ও খেজুর বাগানের মালিক ছিল, তাহার প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

(২) তাহারা মৃত্যুকে অপসন্দ করিয়াছিল, ফলে তাহাদের সংরক্ষিত স্থান বৈধ করিয়া লওয়া হয়। তাহারা একান্ত ইতর শ্রেণীর আচরণ করিয়াছে।

(৩) তাহারা কি মৃত্যু হইতে পলায়ন করিতে পারিবে? কাপুরুষদের মৃত্যু নিশ্চয়ই উত্তম ও কাংক্ষিত নহে।"

আয়মানের পক্ষ হইতে কৈফিয়ত

হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) আয়মান ইব্ন উম্মু আয়মান উবায়দের পক্ষ হইতে কৈফিয়ত দিয়াও কবিতা রচনা করেন। আয়মান খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন বানূ আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাহার মাতা উম্মু আয়মান ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্ত দাসী। তিনি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। হাসসান (রা) তাঁহার সেই কবিতায় বলেন ঃ

(١) عَلى حِيْنِ اَنْ قَالَتْ لاَيْمَنَ اُمُّهُ - جَبُنْتَ وَلَمْ تَشْهَدْ فَوَارِسَ خَيْبَرَ

(٢) وَاَيْمَنُ لَمْ يُجِبْنَ وَلكِنْ مَهْرُهُ - اَضْرَبَهُ شُرْبُ الْمَدِيْدَ الْمُخَمَّرِ

(٣) وَلَوْلاَ الَّذِيْ قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ مَهْرِهِ - لَقَاتَلَ فِيْهِمْ فَارِسًا غَيْرُ عُسْرِ

(٤) وَلكِنَّهُ قَدْ صَدَّهُ فِعْلُ مَهْرِهِ - وَمَا كَانَ مِنْهُ عِنْدَهُ غَيْرُ اَيْسَرَ.

(১) "আয়মানের মাতা যখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, খায়বার যুদ্ধের অশ্বারোহীদের সঙ্গে যোগ না দিয়া হে আয়মান ! তুমি কাপুরুষের মত কাজ করিলে।

(২) আসলে সেই দিন আয়মান কোন কাপুরুষতা প্রদর্শন করে নাই, বরং তাহার ঘোড়াটি আটা মিশ্রিত নেশাযুক্ত পানি পানে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) যদি সেই দিন তাহার ঘোড়াটির অবস্থা এমন না হইত তাহা হইলে সে অবশ্যই অশ্বারোহী দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিত।

(৪) কিন্তু তাহাকে বাধা প্রদান করিয়াছে তাহার ঘোড়ার ক্রিয়া, অন্যথায় সে দক্ষতার সহিতই যুদ্ধ করিত।"

ইব্ন হিশাম বলেন, আবূ যায়দ-এর মতে এই কবিতাগুচ্ছ কা'ব ইব্ন মালিক রচিত, তবে উহাতে নিম্নরূপ পরিবর্তন রহিয়াছে ঃ

وَلكِنْ قَدْ صَدَّهُ شَأْنُ مَهْرِهِ - وَمَا كَانَ لَوْلاَ ذَاكُمْ بِمُقْصِرٍ.

"বরং তাহাকে আটকাইয়াছে তাহার ঘোড়ার অবস্থা। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে সে কোন ত্রুটি করিত না।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, নাজিয়া ইব্ন জুনদুব আসলামী নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

بِالْعِبَادِ لِلّهِ فِيْمَ يَرْغَبُ - مَا هُوَ الاَّ مَاكَلُ وَمَشْرَبُ

وَجَنَّةٌ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُعْجَبُ.

"আক্ষেপ আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য! কিসের আসক্তিতে আচ্ছন্ন? ইহা তো কেবল পানাহারের স্থান, অথচ জান্নাতে রহিয়াছে আকর্ষণীয় নি'মত।"

নাজিয়া ইব্ন জুনদুব আরও বলিয়াছেন,

اَنَا لِمَنْ اَنْكَرَنِيْ اِبْنَ جُنْدُبٍ يَارُبَّ + قَرْنٍ فِيْ مَكْرِيْ اَنْكَبُ

طَاحَ بِمَغْذَى اَنسْرٌ وَثَعْلَبُ.

"যে আমার পরিচয় জানে না আমি তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছি, আমি হইলাম জুনদুবের পুত্র। কত প্রতিপক্ষ আছে যাহারা যুদ্ধকালে আমার কৌশলের কাছে অধোমুখী হয় এবং তাহাদের মৃতদেহ হয় শকুন বা শিয়ালের সকালের খাবার।"

কা'বের কবিতা ইব্ন হিশাম আবূ যায়দ আল-আনসারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কা'ব ইব্ন মালিক (রা) খায়বার দিবসে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

(١) وَنَحْنُ وَرَدْنَا خَيْبَراً وَفُرُوْضَهُ - بِكُلِّ فَتَى عَارِيُ الأَشَاجِعِ مِذْوَدٌ

(٢) جَوَّادٍ لَدَى الْغَايَاتِ لاَ وَاهِنِ الْقُوَى - جَرِئٍ عَلَى الأَعْدَاءِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ

(٣) عَظِيْمُ رَمَادِ الْقِدْرِ فِيْ كُلِّ شَتْوَةٍ - ضَرُوْبٌ بِنِصْلِ الْمَشْرِفِى الْمُهَنَّدِ

(٤) يَرَى الْقَتْلَ مَدْحًا اِنْ اَصَابَ شَهَادَةً - مِنَ اللهِ يَرْجُوْهَا وَفَوْزاً بِاَحْمَدِ

(٥) يَذُوْدُ وَيُحْمِى عَنْ ذِمَارِ مُحَمَّدٍ - وَيَدْفَعُ عَنْهُ بِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ.

(٦) وَيَنْصُرُهُ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ يُرِيْبُهُ -يَجُوْدُ لِنَفْسٍ دُوْنَ نَفْسِ مُحَمَّدٍ

(٧)يَصْدُقُ بِالأَنْبَاءِ بِالْغَيْبِ مُخْلِصًا- يُرِيْدُ بِذَاكَ الْفَوْزَ وَالْعِزَّ فِيْ غَدٍ.

(১) "আমরা খায়বারে আর ইহার ঘাটিগুলিতে অবতরণ করিযাছি যুবা-কিশোরদের লইয়া, যাহাদের হাতের শিরাসমূহ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই;

(২) লক্ষ্য অর্জনে যাহারা দুর্বল নয়। প্রতিটি ময়দানে শত্রুদের মুকাবিলায় তাহারা সাহসী।

(৩) শীত মৌসুম তাহাদের চুলায় থাকে ছাইয়ের বিরাট স্তুপ।

(৪) নিহত হওয়াকে তাহারা প্রশংসনীয় কাজ মনে করে ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্তুষ্টির লাভের উপায় আল্লাহ্র পথে কাঙ্খিত শাহাদত অর্জন করিতে পারে।

(৫) মুহাম্মাদ (স)-এর অধিকারসমূহ সংরক্ষণে তাহারা সদা প্রস্তুত থাকে, মুখ ও হাত দ্বারা সর্বদা তাহারা তাহার বিরুদ্ধবাদীদেরকে প্রতিহত করে।

(৬) যে কোন আশংকাজনক কাজে তাঁহার সাহায্যে তাহারা আগাইয়া আসে। মুহাম্মাদ (স)-এর প্রাণ রক্ষার্থে তাহারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়।

(৭) গায়বের খবরাদিকে তাহারা নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করে, ইহার দ্বারা তাহারা কাল কিয়ামতের সম্মান ও সফলতা কামনা করে" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৪০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ, পৃ. ২১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন, ৪৮ ঃ ১৫, ২০ ; (২) বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়াতু খায়বার, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ., পৃ. ৬০৩-৬১০; (৩) মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব গাযওয়াতু খায়বার, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ., পৃ. ১১১; (৪) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত, তা. বি., ৭খ., ৪৬৩-৪৯৭; (৫) বদরুদ্দীন

আল-'আয়নী, উমদাতুল কারী, বৈরূত, তা. বি., ১৭খ., পৃ. ২৩৩-২৬০; (৬) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, বৈরূত, তা. বি., ৭খ., ৫০৮; (৭) দা. মা. ই., লাহোর ১৯৭২ খৃ., ৯খ., ৬৬-৬৮; (৮) ইয়াকূত আল-হামাবী, মুজামুল বুলদান, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ৪০৯; (৯) সাফীয়্যুদ-দীন আল-বাগদাদী, মারাসিদুল ইত্তিলা, বৈরূত ১৯৫৪ খৃ., ১খ., ৪৯৪; (১০) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, বৈরূত, তা. বি.; (১১) ইব্ন হিশাম আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি., ৩খ., ২২৪-২৪৮; (১২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ, তা. বি., পৃ. ১৮৩-২১৪; (১৩) আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওয়াত, উর্দূ অনু., দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ২খ., ৪০০-৪৪১; (১৪) শামশের আলী খান রাও, সীরাতে মুহসিনে কাইনাত, ব্রিটেন, তা. বি., পৃ. ২৮৬, ২৯৮; (১৫) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুসত৷ফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ২খ., পৃ. ১০৬; (১৬) ইব্ন খালদূন, কিতাবুল ইবার, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২খ., পরিশিষ্ট (بقية) পৃ. ৩৮; (১৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো ১৪০ হি., ২/৪খ., ১৮৩-১৯৬; (১৮) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৪০৭ হি., ২খ, ৯৯-১৪৫; (১৯) সফীউর রাহমান মুবারাকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রিয়াদ ১৪০২ হি., ৩৭৯; (২০) পৃ. আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, তা. বি., ২/৩খ., ৯১-১০১; (২১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ১০৬-১১৬; (২২) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, উর্দূ অনু. আবদুল জব্বার খান, লাহোর, তা. বি., ১খ., ৪৬৭-৪৮৮; (২৩) কাযী যায়নুল আবিদান মিরাঠী, সীরাতে তায়্যিবা, দিল্লী ১৪০৩ হি., পৃ. ৩১৪-৩২০; (২৪) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রাহমাত, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৪০১-১০৯; (২৫) মুহাম্মাদ সায়্যিদ কিলানী, আয়নুল-ইয়াকীন, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১০৩-১০৭; (২৬) শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল-ইয়াকীন, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ২০৮-২১৪; (২৭) শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নাবী, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ১খ., ২৮৫; (১৮) আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল উনুফ বৈরূত ১৩৯৮ হি., ৪খ., পৃ. ৪৩; (২৯) ইব্ন কাছীর, শামাইলুর-রাসূল, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১৪৪; (৩০) মুফতী শফী', মা'আরিফুল কুরআন, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ., ১৮; (৩১) ইমাম নাওয়াবী, হাশিয়া মুসলিম, দেওবন্দ, তা. বি., ১খ., ৪৫০; (৩২) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল-কুরআন, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ৫খ., ১৩২; (৩৩) আবূ দাঊদ, আস-সুনান, বাব মা-জাআ ফী হুকমি আরদি খায়বার, দেওবন্দ তা. বি., ২খ., ৭৬; (৩৪) খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, বাযলুল মাজহূদ, বৈরূত তা. বি., ১৩খ., ৩৩৫; (৩৫) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খৃ., ৯খ., ৫৭৮; (৩৬) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল মিসরী, হায়াতু মুহাম্মাদ (স), উর্দূ অনু. ইমাম খান নাওশাহরাবী, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৮২৪; (৩৭) মাওলানা তফাজ্জল হোসাইন ও মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মাদ (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৭০১; (৩৮) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৯৩ খৃ., পৃ. ২৯৭।

ফয়সল আহমদ জালালী

সারিয়্যা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)

খায়বার যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স) শাওয়াল মাস পর্যন্ত মদীনায় অতিবাহিত করিলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি ছোটখাট অভিযান প্রেরণ করেন। তাহার মধ্যে একটি সারিয়্যা প্রেরণ করিলেন নজ্‌দের কাছাকাছি বানূ ফাজারার এলাকায়। তাহার নেতৃত্ব দিলেন হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)। তাঁহার সহিত ছিলেন হযরত সালামা ইব্‌নুল আকওয়া (রা) (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮)। আসাহ্‌হুস সিয়ার গ্রন্থের বর্ণনামতে, এই অভিযান পরিচালিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীতে কারণ ছিল এই যে, যায়দ (রা) ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া গমন করেন এবং সংগী-সাথীদের বাণিজ্য-সম্ভারও তাঁহার নিকট ছিল। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ওয়াদিউল কুরায় বানূ ফাজারার একটি শাখাগোত্র বানূ বদর তাঁহাদের সমস্ত বাণিজ্য সামগ্রী লুণ্ঠন করে। তাঁহারা সংখ্যায় কম ছিলেন। ডাকাত দল তাঁহাদিগকে বেদম প্রহার করে।

তাঁহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের সাহায্যার্থে আরও একদল লোক প্রেরণ করেন। এইবার তাঁহারা সেখানে পৌঁছিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, কতিপয় ব্যক্তিকে হত্যা করেন. অবশিষ্ট লোক পলায়ন করে। তাহাদের নারীদেরকে গ্রেফতার করিয়া মদীনায় নিয়া আসা হইল (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ১৯৫)।

কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) অথবা হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের কারণ ছিল এই যে, বানূ ফাজারা গোত্রের একটি শাখা প্রতারণার আশ্রয় নিয়া আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তাই আল্লাহর রাসূল (স) হযরত আবূ বাক্‌রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন (আর-রাহীকুল মাখতুম, অনু., পৃ. ৩৭০)।

হযরত সালামা ইব্‌নুল আকওয়া বলেন, আমরা ফাজারা গোত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। আমাদের আমীর ছিলেন হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন আমাদের এবং পানির স্থানের মাঝে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ছিল, তখন হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আমাদিগকে রাতের শেষের দিকে সেখানে অবতরণের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা রাতের শেষাংশেই সেখানে অবতরণ করিলাম। ইহার পর বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ চালানো হইল। তাহাদিগকে পানি পর্যন্ত পৌঁছানো হইল। যাহাদিগকে সামনে পাওয়া গেল হত্যা করা হইল। কিছু সংখ্যককে বন্দী করা হইল।

আমি তাহাদের একটি দলের দিকে তাকাইয়াছিলাম যাহাদের মধ্যে নারী ও শিশুরা ছিল। আমি আশংকা করিলাম যে, তাহারা হয়ত আমার পূর্বেই পাহাড়ে পৌঁছিয়া যাইবে। অতঃপর আমি তাহাদের ও পাহাড়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহারা তীর দেখিয়া থামিয়া গেল। তখন আমি তাহাদেরকে হাঁকাইয়া লাইয়া আসিলাম। তাহাদের মধ্যে চামড়ার পোশাক পরিহিত বানূ ফাযারার এক মহিলাও ছিল এবং তাহার সহিত তাহার এক কন্যাও ছিল। সে ছিল আরবের অন্যতম সুন্দরী কন্যা। আমি সকলকেই হাঁকাইয়া লইয়া আসিলাম হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট। তিনি কন্যাটি আমাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করিলেন। ইহার পর আমি মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি তখনও তাহার বস্ত্র উন্মোচন করি নাই। পরে বাজারে আমার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, হে সালামা! তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়া দাও। আমি বলিলাম, তাহাকে আমার খুবই পসন্দ হইয়াছে এবং এখনও আমি তাহার বস্ত্র উন্মোচন করি নাই। পরের দিন আবারও বাজারে আমার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, হে সালামা! তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়া দাও। আল্লাহ তোমার পিতার কল্যাণ করুন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আপনার জন্যই। আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার বস্ত্র উন্মোচন করি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ঐ কন্যাটিকে মক্কায় পাঠাইয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে কয়েকজন মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনিলেন যাহারা মক্কায় বন্দী অবস্থায় ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫০-৫১; মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার ২ খ., পৃ. ৮৯)।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা কিছুটা ভিন্নরকম। তিনি বলেন, বানূ ফাযারার সহিত যুদ্ধ করেন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)। এই যুদ্ধে তাঁহার অনেক সঙ্গীসাথী নিহত হন। যায়দকেও নিহতদের মধ্য হইতে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই যুদ্ধে সা'দ ইব্ন হুযায়ল, ওয়ারদ ইব্ন আমর ইব্ন মা'দান নিহত হন। বানূ বদরের জনৈক ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) ফিরিয়া আসিয়া শপথ করিলেন যে, বানূ ফাযারার সহিত যুদ্ধ না করিয়া স্ত্রী গমন জনিত গোসল করিবেন না। তাঁহার যখম ভাল হওয়ার পর অর্থাৎ তিনি সুস্থ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) একদল সৈন্যসহ তাঁহাকে বানূ ফাযারার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তিনি ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, তাহাদিগকে চরমভাবে নাজেহাল করিয়া ছাড়িলেন। কায়স ইব্ন মুসাহ্হার ইয়া'মূরী (রা) মাস্'আদা ইব্ন হাকামা ইব্ন মালিক ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বাদ্রকে হত্যা করেন। উম্মু কিরফা ফাতিমা বিন্ত রবীআ ইব্ন বদরকে বন্দী করেন। এই অশীতিপর বৃদ্ধা ছিল মালিক ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদরের স্ত্রী। তাহার এক কন্যাও তাহার সহিত বন্দী হয়। আরও বন্দী হইয়াছিল আবদুল্লাহ ইব্ন মাসআদা। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) উম্মু কিরফাকে হত্যা করার জন্য কায়স ইব্ন মুসাহ্হারকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাহাকে কঠোরভাবে হত্যা করিলেন। ইহার পর তাহারা উম্মু কিরফার কন্যা ও আবদুল্লাহ ইব্ন

মাস'আদকে নিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। উম্মু কিরফার মেয়েটি সালামা ইব্নুল আকওয়া (রা)-এর ভাগে পড়িয়াছিল। তিনিই তাহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। সে ছিল তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী রমণী। সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে তাহাকে চাহিয়া নিয়া স্বীয় মামা হাযন ইব্ন আবূ ওয়াহ্ বকে দান করিলেন। তাহার গর্ভেই আবদুর রহমান ইব্ন হাযনের জন্ম।

কায়স ইব্ন মুসাহ্হার (রা) মাস'আদা হত্যা সম্পর্কে বলেন,

سعيت بورد مثل سعى ابن امه + وانى بورد فى الحياه لثائر.
كررت عليه المهر لما رأيته + على بطل من ال بدر مفاور.
فركيت فيه قعصبيا كانه + شهاب بمعراة يزكى لناظر.

"আমি ওয়ারদের বদলা নিতে তেমনই চেষ্টা করিয়াছি,
যেমন চেষ্টা করিয়াছে তাহার সহোদর।
আমি তো তাহার রক্তের প্রতিশোধ এই জীবনেই লইতে চাহিয়াছিলাম।
আমি যখন তাহাকে দেখিলাম উপর্যুপরি হাঁকাইলাম তাহার উপর আমার নবীন অশ্ব।
বদর খান্দানের এক লড়াকু বীরের উপর আমি তাহার দেহের অনাবৃত অংশে বিদ্ধ করিলাম
চকচকে বর্শা, উজ্জ্বল তারকার মত,
ধাঁধাঁইয়া দেয় যাহা দর্শকের চোখ (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৯০)।

আর-রাহীকুল মাখতূম প্রণেতা বলেন, উম্মু কিরফা ছিল চক্রান্তকারী নারী। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে সে তাহার গোত্রের ত্রিশজন সওয়ারকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। এই অভিযানে সে যথার্থ বদলা পাইয়াছিল এবং তাহার ত্রিশজন সওয়ার নিহত হইয়াছিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা অনু., পৃ. ৩৭১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সহীহ্ মুসলিম, ২খ., কুতুবখানা রাহীমিয়া দেওবন্দ; (২) হাফিজ ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ২খ., দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (৩) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ ১৯৩২/১৩৫১; (৪) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনু. খাদিজা আখতার, আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন ১৯৯/১৪২০ হি.; (৫) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., বৈরূত ১৯৭৫; (৬) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৭৭/১৪০৮ হি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

সারিয়্যা 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)

৭ম হিজরী সনের শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে হাওয়াযিন গোত্রের উদ্দেশ্যে "তুরবা" নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন। এলাকাটি ছিল সান'আ' এবং নাজরানের পথে হযরত 'উমার (রা) ত্রিশজন সাহাবী সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন। ইহাতে প্রধানত তাঁহারা তীর-ধনুক বহন করেন। ইহা ছাড়াও সাথে নেওয়া হয় হিলাল গোত্রের প্রাজ্ঞ পথ-প্রদর্শক। পথিমধ্যে সকলেই রাত্রে ভ্রমণ করিতেন এবং দিনে বিশ্রাম নিতেন। এমনিভাবে তাহারা হাওয়াযিন গোত্রের সীমানায় পদার্পণ করিলেন এবং দেখিলেন যে, অনেকেই পালাইয়া গিয়াছে। এমনকি তাহারা ব্যবহার্য বহু পণ্যও সাথে নিয়া গিয়াছিল। হযরত 'উমার (রা) ও তাঁহার দলবল তাহাদিগকে না পাইয়া ও তাহাদের কোন নিদর্শন না দেখিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হন। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন আক্রমণ বা সংঘর্ষ হয় নাই (আল-হাসান ইব্ন উমর ইব্ন হাবীব, আল-মুকতাফা মিন সীরাতিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১৮২)।

এই প্রসঙ্গে আল-ওয়াকিদী হইতে ধারাবাহিক সূত্রে ইমাম বায়হাকী (র) একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ হযরত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে তুরবা-এর দিকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সাথে হিলাল গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁহারা রাত্রে পথ চলিতেন আর দিনে বিশ্রাম নিতেন। যখন শত্রুভূমিতে তাঁহারা আগমন করিলেন, তখন শত্রুরা টের পাইয়া দ্রুত পালাইয়া যায়। হযরত 'উমার (রা) অতঃপর মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। তখন তাঁহাকে বলা হয়, আপনি কি "খাছ'আম-এর প্রতি আক্রমণ করিতে চান না ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে শুধু হাওয়াযিন গোত্রের সহিত যুদ্ধ করার জন্য পাঠাইয়াছেন, খাছ'আম গোত্রের সাথে যুদ্ধ করিতে বলা হয় নাই। শুধু হাওয়াযিনদের অঞ্চলেই এই অভিযান সীমিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২২১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-হাসান ইব্ন 'উমার ইব্ন হাবীব, আল-মুকতাফা মিন সীরাতিল মুসতাফা, দারুল হাদীছ, কায়রো ১৯৯৬ খৃ., ১ম সংস্করণ; (২) ইস্মাঈল ইব্ন 'উমার ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুন-নাশর, বৈরূত, তা. বি.।

কামরুল হাসান

গায্ওয়া ওয়াদিল কুরা

ওয়াদিল কুরা খায়বার ও তায়মার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকার নাম। প্রাচীন কালে 'আদ ও ছামূদ বংশীয় জনগোষ্ঠী এইখানে বসবাস করিত। ইয়াকূত আল-হামাবী মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এখানে 'আদ ও ছামূদ জনগোষ্ঠীর স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাক-ইসলামী যুগে ইয়াহূদীরাই এই জায়গা আবাদ করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেও ইহা ইয়াহূদীদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ৭খ, পৃ. ৭৩; সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ.২৮৯)। শায়খ আবুল হাসান আলী নদবী বলেন, ওয়াদিল কুরাতে ইয়াহূদী ও আরবদের অনেক বসতি ছিল। ইহা আরব উপদ্বীপের মধ্যে অন্যতম উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকা। এই উপত্যকায় বিপুল সংখ্যক প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা ও কূপ রহিয়াছে (নবীয়ে রহমত, ২খ., পৃ. ৪৫)।

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) ওয়াদিল কুরা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুসলমানগণ ওয়াদিল কুরায় পৌঁছামাত্র সেইখানকার ইয়াহূদী ও কতিপয় আরব মুশরিক সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের লক্ষ্য করিয়া তীর বর্ষণ করিতে শুরু করে। অথচ মুসলমানগণ সেই মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অজ্ঞাত স্থান হইতে শত্রুর আকস্মিক নিক্ষিপ্ত তীরে মিদ্'আম (مدعم) নামক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এক ভৃত্য নিহত হয়। দুবাব (ضباب) গোত্রের রিফা'আ ইব্ন যায়দ আল-জুযামী নামক জনৈক ব্যক্তি কৃষ্ণকায় এই ভৃত্যটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে উপহার দিয়াছিলেন। তীরবিদ্ধ হওয়ার সময় সে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাওদা নামাইতেছিলেন। সাহাবীগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, কি আনন্দের বিষয়! মিদ'আমের শাহাদাত মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ্ (স) এই কথা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন ঃ

كلا والذى نفسى بيده ان الشملة التى اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا.

"কিছুতেই না, ঐ মহান সত্তার কসম যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ! খায়বার যুদ্ধের গনীমতের সম্পদ হইতে সে যে চাদরটি বণ্টন করা ছাড়াই লইয়াছিল সেই চাদর অগ্নি হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিবে"।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বক্তব্য শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি দুইটি জুতার ফিত আনিয়া বলিলেন, আমি অনুমতি ছাড়া এই দুইটি ফিতা লইয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) জবাব দিলেন, হাঁ, আত্মসাৎকৃত একটি

অথবা দুইটি জুতার ফিতা জাহান্নামের অগ্নিতে রূপান্তরিত হইবে (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬০৮; তাবারী, তারীখ, ৩খ., পৃ. ১৬)। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীআতে যুদ্ধলব্ধ সব সম্পদ অর্থাৎ গনীমত বণ্টিত হওয়ার বিধান আছে। বণ্টন অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া সরাসরি কোন মাল হস্তগত করা বা চুরি করা মারাত্মক খেয়ানত। কুরআন মজীদের সূরা আল ইমরানের ১৬১ আয়াতে এই বিষয়ে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপরিউক্ত হাদীছ কুরআন মজীদের এই আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (র)-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয় এবং হযরত হুবাব ইব্নুল মুনযির (রা), হযরত সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) ও হযরত আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা)-কে একটি করিয়া পতাকা প্রদান করা হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) ওয়াদিল কুরার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিয়া বলেন, তাহারা যদি ইসলাম কবুল করে তাহা হইলে তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা হইবে এবং তাহাদের ব্যাপার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা হইবে। কিন্তু তাহারা এই আহবানে সাড়া দিল না। তাহাদের মধ্য হইতে এক ইয়াহূদী হুংকার ছাড়িয়া সম্মুখ যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়া আসিল।

মুসলমানদের পক্ষ হইতে হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) এক আঘাতেই তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। দ্বিতীয় আরেক যোদ্ধা আগাইয়া আসিলে তিনি তাহাকেও হত্যা করেন। অতঃপর তৃতীয় যোদ্ধা আগাইয়া আসিলে হযরত আলী (রা) তাহার মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হন এবং ইয়াহূদী সেনা হযরত আলী (রা)-র তরবারির আঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায়। এইভাবে একদিনে শত্রু পক্ষের এগার ব্যক্তি নিহত হয়। এক একজন নিহত হইলে নূতনভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। নামাযের ওয়াক্ত হইলে তিনি সাহাবীগণকে লইয়া জামাআতে নামায আদায় করিতেন। ইহার পর মুখামুখী হইয়া ইয়াহূদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিতেন। এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে।

পরদিন প্রত্যূষে আবার যুদ্ধ শুরু হইলে মুসলমানদের নিপুণ অস্ত্র চালনা, পরিকল্পিত যুদ্ধ কৌশলও শাহাদতের জযবার সামনে ইয়াহূদীগণ অস্ত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ওয়াদিল কুরা ঐ দিনই মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) গনীমতের সম্পদ শরীআতের বিধানমতে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৬-৭; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭১০-১১; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৩৮৭)।

'আলী আল-হালাবী ওয়াদিল কুরার ভূমি ও বাগান বণ্টন সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সমুদয় ধন সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া বণ্টন করিয়া দেন এবং ওয়াদিল কুরার আবাদী ভূমি খায়বারের ন্যায় চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইয়াহূদীদের হাতে সোপর্দ করেন। রাসূলুল্লাহ

(স)-এর নির্দেশমত ভূমি কর্ষণ, সেচ, শস্য কর্তন, পরিচর্যা ও পরিমাপ ইত্যাদি ইয়াহূদীদের দায়িত্বে থাকিবে এবং উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক পাইবে মুসলমানগণ। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়, রাসূলুল্লাহ্ (স) ওয়াদিল কুরার ভূমি ও ফলের বাগান ইয়াহূদীদের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেন। তবে তাহারা অর্ধের বিনিময়ে কাজ করিতে থাকিবে অর্থাৎ পূর্বে স্বত্বাধিকারী হিসাবে কাজ করিত, এখন কর্মচারী হিসাবে কাজ করিবে (আল-হালাবী, সীরাতুল হালাবিয়া, ১খ., পৃ. ১৯৩)।

উপরিউক্ত ঘটনা হইতে এই কথা প্রতিভাত হয় যে, জিহাদে পরাজিত শত্রুর সব সম্পদই গনীমত নয়, বরং যাহা কেবল যুদ্ধের ময়দান হইতে হস্তগত হইবে তাহাই গনীমত। অন্যান্য সম্পদ, যেমন ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শিল্প-কারখানা, ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদি ফাই-এর মাল হিসাবে গণ্য হইবে (বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পত্তি যাহার বন্টন আমীরের এখতিয়ারভুক্ত থাকে)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) আমর ইব্ন সাঈদ ইব্নিল আস (রা)-কে ওয়াদিল কুরার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং উয্রাহ (عـزرة) গোত্রের সর্দার জাম্রা (جمرة) ইব্নু নু'মান ইব্ন হাওযা (هوذة) আল-উযরী (রা)-কে ওয়াদিল কুরার একখণ্ড খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেন। জাম্রা হিজাযের প্রথম ব্যক্তি যিনি তাহার গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সাদাকা (যাকাত) লইয়া আসিয়াছিলেন ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১৯৭)।

তায়মা (تيماء) অঞ্চলে বসবাসরত ইয়াহূদীরা যখন জানিতে পারিল যে, খায়বার, ফাদাক ও ওয়াদিল কুরা মুসলমানদের পদানত হইয়াছে তখন তাহারা প্রমাদ গণিল এবং নিজেদের পরিণতি চিন্তা করিয়া জিয্য়া প্রদানের শর্তে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব প্রেরণ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। চুক্তিপত্রে বলা হয় ঃ

هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى عـدى ان لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে এই চুক্তি বানূ আদীর (তায়মা) জন্য। তাহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর, তাহাদিগকে জিয্য়া দিতে হইবে। তাহাদের সহিত শত্রুতা প্রদর্শন করা হইবে না এবং স্বদেশ ভূমি হইতে তাহাদের বহিষ্কারও করা হইবে না। এই চুক্তি স্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইবে"।

হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশক্রমে এই চুক্তিপত্র স্বহস্তে লিখেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ান (রা)-কে তায়মা অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেন। চুক্তি অনুযায়ী তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিজেদের বাস্তুভিটায় নিরাপদে বসবাস করিতে থাকে। তাহাদের সম্পত্তি ও ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই। পূর্বের ন্যায় তাহারা

স্বধর্ম পালন করিবার অধিকার পায়। ইয়াহূদীদের দুর্গে সংরক্ষিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুসলমানরা স্পর্শ করেন নাই (সীরাতু হালাবিয়া, ১খ., পৃ. ১৯২-৩; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১৭৮-৯)।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার (রা) ওয়াদিল কুরা ও তায়মার জনগণকে নিজেদের জায়গায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। কারণ উক্ত জায়গা দুইটি আরব উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁহার মতে, ওয়াদিল কুরা হইতে মদীনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা হিজাযের অন্তর্ভুক্ত এবং ওয়াদিল কুরা সংলগ্ন হইতেছে সিরিয়া। কোন কোন গবেষক মনে করেন, ওয়াদিল কুরা এককালে সিরিয়ার অংশ ছিল (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৭; মুখতাসার সীরাতি রাসূলিল্লাহ্,পৃ. ৩১৮; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২১১)।

ওয়াদিল কুরায় চার দিন অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) মদীনার পথে রওনা হন। গভীর রাত্রিতে তাহারা মদীনার কাছাকাছি কোন এক মনযিলে অবতরণ করেন। রাত্রির শেষভাগে বিশ্রাম গ্রহণের আগে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "কে আছ যে জাগ্রত থাকিয়া ভোর পর্যন্ত পাহারা দিতে পারিবে"? কারণ আমার ঘুম আসিতে পারে।

হযরত বিলাল (রা) বলিলেন, আমি সারা রাত পাহারা দিব। ইহার পর রণক্লান্ত সাহাবীগণ ঘুমাইয়া পড়িলেন। হযরত বিলাল (রা) বেশ কিছুক্ষণ নফল নামায আদায় করেন, ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তিনি একটি উটের গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কখন যে ঘুম তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। নিদ্রাভিভূত অবস্থায় ফজরের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। যুদ্ধের পরিশ্রম ও পথের ক্লান্তির কারণে কেহই চোখ খুলিতে পারিলেন না। এই দিকে ফজরের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সূর্যতাপ প্রখর হইতে লাগিল। রৌদ্রের উত্তাপে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (স) জাগ্রত হইলেন এবং বিলাল (র)-কে ঘুম হইতে তুলিয়া বলিলেন, বিলাল! তুমি কেমন পাহারা দিলে? তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে নিদ্রা আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা আমাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ঠিক আছে, এইখান হইতে প্রস্থান কর। এই প্রান্তরে শয়তান আছে। প্রান্তর অতিক্রম করিবার পর সকলেই উযু করিয়া সুন্নত পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হুকুমে হযরত বিলাল (রা) ইকামত দিলেন এবং জামায়াতের সহিত সকলে ফজরের নামায আদায় করিলেন। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

اذا نسيتم الصلاة فصلوها اذا ذكرتموها فان الله عز وجل يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري.

"ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তোমাদের নামায যদি কাযা হইয়া যায় তাহা হইলে স্মরণ হওয়ার পরপরই নামায আদায় করিয়া লইবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর" (২০-১৪)।

ফজরের নামায কাযা হওয়ার এই ঘটনার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, ইহা হুদায়বিয়ার সন্ধি হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সংঘটিত হইয়াছিল। ওয়াকিদী বলেন, তাবূক যুদ্ধের সহিত এই ঘটনা সম্পৃক্ত ও সম্পর্কিত। আবার কেহ মনে করেন হুনায়নের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করার সময়ে ইহা ঘটিয়াছিল। ইমাম বায়হাকীর মতে এমন ঘটনা সম্ভবত দুইবার ঘটিয়াছে। আলী আল-হালাবী বলেন, সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনায় এই কথা বুঝা যায় যে, নামায কাযা হওয়ার ঘটনা ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ হইতে মদীনা ফেরার পথে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে এইরূপ একাধিক ঘটনাও ঘটিতে পারে, ইহা অসম্ভব নয়। সেই ক্ষেত্রে সব বর্ণনা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ, পৃ. ২১৩; তারীখু তাবারী, ৩খ, পৃ. ১৭; সীরাতু হালাবিয়া, ১খ, পৃ. ১৯৫; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২১১-২)।

ওয়াদিল কুরার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। যদিও তাঁহাদিগকে গণীমাতের সম্পদে শরীক করা হয় নাই, তবে বিজিত অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশ তাহাদিগকে প্রদান করা হয় (তারীখু, তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭)।

ওয়াদিল কুরা যুদ্ধের ফলাফল

এই যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এই যুদ্ধের পর আরবে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কয়েক শতাব্দীর পুরাতন আর্থ-রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ঘটে। ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মানিতে বাধ্য হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যেমন মদীনার দক্ষিণাঞ্চল মক্কার দিক হইতে শত্রুর আক্রমণ আশংকা দূরীভূত হয়, তেমনি ওয়াদিল কুরা, খায়বার, তায়মা বিজয়ের মাধ্যমে উত্তর দিকের সকল প্রকার আক্রমণ ও সংঘর্ষের আশংকা চিরতরে তিরোহিত হয়। ইয়াহূদীদের বশ্যতা স্বীকারের পর তাহাদের সম্পর্কে মুসলমানদের বিশেষ করিয়া আনসারদের ক্ষোভ প্রশমিত হইয়া যায়।

অভিযানকালীন ইয়াহূদীদের প্রতি মহানবী (স)-এর সদ্ব্যবহার ও মার্জিত আচরণ পরমত-সহিষ্ণুতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ওয়াদিল কুরা যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদের কোন উপাসনালয় (Synagogue) বা তাহাদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত অবমাননা বা অপবিত্র করেন নাই। কোন ইয়াহূদী মহিলা মুসলিম সেনা সদস্যদের হস্তে নির্যাতিতা হইয়াছে এমন অভিযোগ কোন বিদ্বিষ্ট ইতিহাসবিদও করেন নাই। খায়বার বিজয়ের সময় তাওরাত গ্রন্থের কয়েকটি কপি মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইয়াহূদীগণ আবেদন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) এইসব কপি তাহাদের ফিরাইয়া দেন। অথচ বিজিত ইয়াহূদীদের প্রতি বিজয়ী খৃস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ছিল আগ্রাসী ও বিদ্বেষপ্রসূত। এই প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

This is in direct contract to the manner in which the Romans treated the Jews when they conquired Jerusalem and burned all the sacred writings

they found in the Temple and trampled them under foot. It is also far from the Christian persecution of the Jews in Spain where every Torah seized was put to the torch.

"রোমান খৃস্টানরা জেরুসালেম অধিকারের পর সেখানকার মন্দিরে প্রাপ্ত তাওরাত গ্রন্থের কতিপয় কপি জ্বালাইয়া দিয়াছিল, এমনকি এইগুলিকে তাহারা পদদলিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, স্পেন বিজয়ের পরও খৃস্টানরা সেইখানকার তাওরাত গ্রন্থগুলি আগুনে ভস্মীভূত করিয়াছিল" (The Life of Muhammad, Translated into English by Dr. Ismail Razi A. al Faruqi, P. 371-2)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, সূরা তাহা; (২) সহীহ আল-বুখারী, দিল্লী, ২খ., পৃ. ৬০৮; (৩) ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, কায়রো, ৩খ., পৃ. ১৬; (৪) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৬ খৃ., ২খ., পৃ. ৭০৯-১০; (৫) সহীহ মুসলিম, দিল্লী, ২খ., পৃ. ৯৪; (৬) মিশকাত আল-মাসাবীহ, করাচী ১৪১৪ হি. পৃ. ৩৫৫; (৭) ইব্ন কায়্যিম যাদুল মা'আদ, বৈরূত, ২খ., পৃ. ১৪৬; (৮) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২খ., পৃ. ২২২; (৯) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, সীরাতু হালাবীয়া, দেওবন্দ, ১খ., পৃ. ১৯৩; (১০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, ৪খ., পৃ. ২১৩; (১১) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ূনুল আছার, মদীনা ১৯৯২ খৃ., ২খ , পৃ. ১৯৭; (১২) শায়খ আবদুল্লাহ ইবন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল ওয়াহ্হাব, মুখতাছারু সীরাতির রাসূল, মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, লাহোর ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৩১৮; (১৩) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, কলিকাতা, পৃ. ১৪৬-৭; (১৪) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রিয়াদ ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৩৭৮; (১৫) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, মজলিস-ই নশরিয়াত-ই ইসলাম, করাচী ১৯৮৩ খৃ., ২খ., পৃ. ৪৫; (১৬) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, দারুল ইশায়াত, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ১খ., পৃ. ২৮৯; (১৭) আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ. ১৪১৮ হি., পৃ. ৪৯; (১৮) Dr. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, Translated by Ismail Razi A al Faruqi, Islamic Call Society, 8th ed., Philadelphia, USA 1976, PP. 371-2.

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ও

মুফাজ্জল হুসাইন খান

সারিয়্যা মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)

রাসূলুল্লাহ (স) ষষ্ঠ হিজরী সনের ১০ মুহাররম হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা আনসারী আশ্হালী (রা)-এর অধীনে ত্রিশজন অশ্বারোহীর একটি সৈন্যদল 'কুরতা' নামক স্থানে প্রেরণ করেন (কুরতা বনূ বাক্র গোত্রের একটি শাখা। বসরা হইতে মক্কা গমনের পথে অবস্থিত দারিবা (ضرية) অঞ্চলে ছিল তাহাদের বসতি। মদীনা হইতে এই স্থানটির দূরত্ব ছিল ৭ (সাত) দিনের (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১৪৩)। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে রাত্রিতে ভ্রমণ এবং দিবসে আত্মগোপন করিয়া থাকার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমত মুসলিম সৈন্যদলটি সেই অঞ্চলে পৌঁছিয়া কুরতার লোকদিগের উপর আক্রমণ চালাইল (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, উর্দূ, ১খ., পৃ. ৩৮৭)। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে এই অভিযানে কাফির পক্ষের মোট দশজন লোক নিহত হইল এবং অবশিষ্টগণ পালাইয়া গেল। এই যুদ্ধে দেড় শত (১৫০টি) উষ্ট্র এবং তিন সহস্র বকরী যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে মুসলমানগণের হস্তগত হইল। অভিযান সমাপ্তির পর যুদ্ধলব্ধ সমুদয় মাল লইয়া মুসলিম মুজাহিদগণ মদীনার রওয়ানা হইলেন। দীর্ঘ উনিশ দিনের পথ পরিক্রমার পর উনত্রিশ মুহাররম তাহারা মদীনায় প্রত্যাগমন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধলব্ধ সমুদয় মালের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট মাল মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন। তিনি একটি উষ্ট্রকে দশটি বকরীর সমতুল্য গণ্য করিয়াছিলেন (ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৩৩৭)। ফিরার পথে হযরত ইব্ন মাসলামা ইয়ামামার বনূ হানীফা গোত্রের ছুমামা ইব্ন উছাল নামীয় এক ব্যক্তিকে পথিমধ্যে গ্রেফতার করিয়া মদীনায় লইয়া আসেন। রাসূলের সংশ্রবে আসিয়া ছুমামা ইব্ন উছাল মাত্র তিন দিনে তাঁহার একনিষ্ঠ অনুচরে পরিণত হইয়াছিলেন (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, দারুল মারিফা, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ., ২খ., পৃ. ১৪৩, ১৪৪ ও ১৪৫; (২) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত (উর্দূ), নাফীস একাডেমী, করাচী ১৯৮৭ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৮৭; (৩) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ., পৃ. ৩৩৭।

রশীদ আহমদ

সারিয়্যা যুল-কাস্সা

ষষ্ঠ হিজরী সনের রবী'উল আওওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-কে দশজন মুসলিম মুজাহিদের একটি ক্ষুদ্র দলের সেনাপতি করিয়া যুল-কাস্সা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য সেই অঞ্চলের অধিবাসী বনূ ছা'লাবা ও বনূ 'উওয়াল (بنو عوال)-কে শায়েস্তা করা। উল্লেখ্য যে, যুল-কাস্সা (ذوا القصه) ছিল মদীনা হইতে ২০ (বিশ) মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম (যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১৫৪)। মুসলিম মুজাহিদগণ যখন তথায় পৌছেন, তখন সেই এলাকা ছিল জনশূন্য। ততক্ষণে তাহারা (অর্থাৎ কাফিরগণ) আগাম মুসলমানগণের অভিযানের বিষয়ে জানিতে পারিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিল। শত্রু পক্ষের কোন লোকজন না দেখিয়া রাত্রিবেলা বিশ্রামের জন্য যখন মুসলমানগণ শয়ন করিলেন, ঠিক তখনই কাফিরগণ তাহাদের উপর অতর্কিত হামলা চালাইল। তাহারা হযরত মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার সঙ্গীগণের সকলকেই শহীদ করিল এবং তাহাদিগকে উলঙ্গ করিয়া তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদিসহ সমুদয় মালামাল লুট করিয়া লইয়া গেল। পায়ের গিরায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ইব্ন মাসলামা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। কাফিরগণ তাহাকে মৃত ভাবিয়া সেই অবস্থায়ই ফেলিয়া চলিয়া গেল। এক মুসলিম পথিক মুসলিম মুজাহিদগণের এই নির্মম পরিণতি দেখিয়া চিৎকার করিয়া ইন্নালিল্লাহ্ বলিয়া উঠিলেন। আওয়াজ শুনিয়া হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) নড়িয়া উঠিলেন। কিন্তু পায়ের গিরার আঘাতের কারণে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। পথিক তখন তাঁহাকে আপন পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া মদীনায় আসিলেন (আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ১৫৯)।

যুরকানীর বর্ণনা অনুসারে এই যুদ্ধে কাফির পক্ষের এক শত সশস্ত্র ব্যক্তি প্রথমে মুসলমানগণের ঘুমন্ত এই ক্ষুদ্র দলটিকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তাঁহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকে। অতঃপর মুসলমানগণ জাগ্রত হইয়া পাল্টা আক্রমণ করেন। অতঃপর বর্শা-বল্লম লইয়া বেদুঈন কাফিরগণ মুসলমানদিগের উপর আক্রমণ করিল। ইহাতে মুসলমানগণের মধ্য হইতে তিনজন শহীদ হইলেন। তখন মুসলমানগণ ইব্ন মাসলামার নিকট জড় হইলেন এবং একযোগে কাফিরগণের উপর আক্রমণ চালাইলেন। ইহাতে কাফির পক্ষের এক ব্যক্তি নিহত হইল। অতঃপর কাফিরগণ পাল্টা আক্রমণ করিয়া ইব্ন মাসলামা ব্যতীত বাকী সকলকেই শহীদ করিল (শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৯৯ খৃ., ২খ., পৃ. ৫৬৭; (২) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ৩য় সংস্করণ, বৈরূত ২০০১ খৃ., ৩খ., পৃ. ২৫১; (৩) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ., ২খ., পৃ. ১৫৪; (৪) ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., পৃ. ৩৩৮; (৫) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., ২খ., পৃ. ৯২; (৬) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত (উর্দূ), নাফীস একাডেমী, করাচী ১৯৮৭ খৃ., ১খ., পৃ. ৩৮৭; (৭) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তফা, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ., পৃ. ৩৪৩; (৮) আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহ্হুস-সিয়ার, সামাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১৫৯।

রশীদ আহ্মদ

সারিয়্যা কাদীদ

রাসূলুল্লাহ (স) সংবাদ পাইলেন যে, বানূ লায়ছের একটি শাখা বানুল মুলাওওয়াহ, যাহারা আল-কাদীদ নামক স্থানে বাস করিত, ইসলাম বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত আছে। তাই তিনি ৮ম হিজরীর সফর (৬২৯ খৃ. -এর জুন মাসে) হযরত গালিব ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-এর নেতৃত্বে দশ, 'বার বা তদূর্ধ সংখ্যক সাহাবীর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী 'আল-কাদীদ' নামক স্থানের বানূ আল-মুলাওওয়াহ-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন (তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০২; উয়ূনুল আছার, পৃ. ১৫০-৫১; আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ১৪৪; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৪)। কোন কোন সীরাত বিশারদের মতে, ইহার সময়কাল ৭ম হিজরীর সফর কিংবা রাবীউল আওয়াল (আর-রাহীকুল মাখ্তূম, পৃ. ৪২৯)। হাফিজ আবু 'আমর বলিয়াছেন, উল্লিখিত অভিযান ৫ম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল (আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ১৮৪; আল-ইসতী'আব, ৩খ., পৃ. ১২৫২)।

হাফিজ ইব্ন কাছীর (র) আল-ওয়াকিদী (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই অভিযানে সাহাবীগণের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৩০ জন (কিতাবুল-মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭২৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৩)। সীরাতকার আশ্-শামী এই বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন, ১৩০ জন সৈন্য ছিল হযরত গালিব (রা)-এর আল-মায়ফা'আ অভিযানে। তাঁহার আল-কাদীদ অভিযানে সৈন্যসংখ্যা উপরিউক্ত দশোর্দ্ধই ছিল (শারহু মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ২৬৪; সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৮)। কোন কোন সূত্রে জানা যায়, তাঁহারা ছিলেন ৬০ জন অশ্বারোহী সৈন্য (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ১৬৮)।

উপরিউক্ত হযরত গালিব ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রা)-এর নাম উল্টাভাবে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন গালিব' (রা) উল্লিখিত হইয়াছে একটি হাদীছ গ্রন্থে [সুনান আবূ দাউদ, ২খ., (ভারত), পৃ. ১৫, ৩খ., (লেবানন), পৃ. ১২৮]। এই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞ উলামা-ই কিরাম বলিয়াছেন, ক্ষেত্রবিশেষে পিতা-পুত্রের নাম এইভাবে পরস্পর উল্টাইয়া যাইতে পারে। বিশুদ্ধমতে তাঁহার নাম গালিব ইব্ন 'আবদুল্লাহ। হাদীছ ও সীরাতের অধিকাংশ সূত্র হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় (সুনান আবূ দাউদ, ২খ., ভারত, পৃ. ১৫; টীকা, ৩খ., লেবানন, পৃ. ১২৮; জামিউল উসূল, ৩খ., পৃ. ২২১ -এর ১নং টীকা; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ১৮৪; আওনুল মা'বূদ, ৭খ., পৃ. ৩৩৮)। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন গালিব আল-লায়ছী (রা) নামক একজন সাহাবীর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় হিজরীতে ফাদাক অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন

বলিয়া হাফিজ আবূ 'আমর (র) সূত্রে জানা যায় (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২৪১; বাযলুল মাজহূদ, ১২খ., পৃ. ২৯৪; আওনুল মা'বূদ, ৭খ., পৃ. ৩৩৮; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩৫৭)।

আল-কাদীদ হইল মক্কা মুআজ্জামা নগরীর মোটামুটি নিকটবর্তী একটি বহুল প্রসিদ্ধ ঝরনার নাম —যাহা কুদায়দ (قُدَيْد) ও উসফান (عُسْفَان) নামক দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ২৬০, ২খ., পৃ. ৬১৩; শারহু মুসলিম, নাওয়াবী, ২খ., পৃ. ৩৫৫)। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবা-ই কিরাম এই আল-কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছিয়া সফরের কারণে তাঁহাদের সিয়াম ভংগ করিয়াছিলেন (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৩; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩৫৫)। মক্কা হইতে আল-কাদীদের দূরত্ব হইল ৪২ মাইল, মতান্তরে ৪৮ মাইল আর আল-কাদীদ হইতে কুদায়দের দূরত্ব হইল ১৬ মাইল (উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ২৭৬; মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ৩১৩ এবং পৃ. ৪৪২)।

আল-কাদীদে অবস্থানরত বানূল মুলাওওয়াহ ছিল ইসলাম ও মুসলিমগণের চরম দুশমন। এই গোত্রের লোকজন হযরত বাশীর ইব্‌ন সুওয়ায়দ (রা)-এর সংগী-সাথিগণকে হত্যা করিয়াছিল (আর্-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪২৯)। রাসূলুল্লাহ (স) ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই হযরত গালিব ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার বাহিনী লইয়া আল-কাদীদ-এর উদ্দেশে সফরকালে পথিমধ্যে কুদায়দ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করিলেন। এই অভিযানের অন্যতম সৈনিক হযরত জুনদুব ইব্‌ন মাকীছ (রা) বলেন, আমি এই সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা যখন কুদায়দে পৌঁছিলাম, হারিছ ইব্‌ন মালিক, মতান্তরে হযরত ইব্‌ন মালিক ইবনুল বারসা আল-লায়ছী নামক একজন লোককে আমরা নাগালে পাইলাম। আমরা তাহাকে পাকড়াও করিলাম। সে বলিল, "আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত লাভই আমার উদ্দেশ্য"। তাহার কথা শুনিয়া হযরত গালিব (রা) বলিলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক কিংবা ইসলাম গ্রহণের জন্যই আসিয়া থাক তাহা হইলে একদিন একরাত আমাদের প্রহরাধীনে থাকিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। আর যদি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইলে আমরা তোমা হইতে নিরাপদ থাকিলাম না। ইহার পর আমরা তাহাকে রশি দ্বারা বাঁধিলাম। তাহাকে এক কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকের প্রহরায় রাখিয়া তাহাকে বলিলাম, বন্দী লোকটির সহিত তুমি এখানে থাকিয়া যাও যতক্ষণ না আমরা ফিরিয়া আসি। লোকটি যদি তোমাকে কাবু করিতে চায় তুমি তাহাকে হত্যা করিও (সুনান আবূ দাঊদ, লেবানন, ৩খ., পৃ. ১২৮; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৬৮; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০২; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৮৯-১৯১; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৩)। তাহাকে পাহারা দেওয়ার জন্য যে কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিককে নিয়োজিত করা হয় তাহার নাম সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাখারী (সীরাত হালাবী, ৩খ, পৃ. ১৮৮)।

ইহার পর হযরত গালিব (রা) ও তাঁহার সেনাদল গন্তব্যের উদ্দেশে পথচলা আরম্ভ করিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে আল-কাদীদ উপত্যকায় পৌঁছিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে শিবির স্থাপন করিলেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৪)। কেবল সুনান আবূ দাউদ সূত্রে জানা যায়, উল্লিখিত ইবনুল বারসা কে পাকড়াও করার ঘটনা এই আল-কাদীদে সংঘটিত হয়, কুদায়দে নহে।

আল-কাদীদে শিবির স্থাপন করিয়া হযরত গালিব (রা) তাঁহার অন্যতম সৈনিক হযরত জুন্দুব ইব্ন মাকীছ (রা)-কে গুপ্তচররূপে বসতিতে প্রেরণ করিলেন। হযরত জুন্দুব (রা) পথ চলিতে চলিতে সূর্যাস্তকালে একটি টিলার উপর অবস্থান গ্রহণ করিলেন। টিলাটির নিকটেই ছিল বসতি। তিনি টিলায় মাথা গুঁজিয়া রাখিয়া দেখিতে পাইলেন, বসতির ছাউনি হইতে বাহির হইয়া এক ব্যক্তি তাঁহাকে অস্পষ্টভাবে অবলোকন করিতেছে এবং নিজ স্ত্রীকে বলিতেছে, আমি টিলার উপর একটি ছায়ামূর্তি দেখিতেছি, দিবসের প্রথম ভাগে তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ তোমার তাঁবুর কিছু হারাইয়া গিয়াছে কি না! তোমার বাসনপত্রের কোনটি কুকুর লইয়া গিয়াছে কি না! স্ত্রী সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া বলিল না, আল্লাহ্র কসম! কোন কিছুই হারাইয়া যায় নাই। ইহাতে লোকটির সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সে তীর-ধনুক প্রস্তুত করিয়া একটি তীর নিক্ষেপ করিলে তীরটি হযরত জুন্দুব (রা)-এর পাঁজরে আসিয়া বিদ্ধ হইল। তিনি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না করিয়া অবিচল রহিলেন এবং তীরটি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর সে আরেকটি তীর নিক্ষেপ করিলে তীরটি তাঁহার কাঁধে বিদ্ধ হইল। তিনি ইহাও পূর্ববৎ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না করিয়া অবিচল রহিলেন। লোকটি তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ছায়ামূর্তিটি শত্রুদিগের গুপ্তচর হইয়া থাকিলে অবশ্যই নড়াচড়া করিত। আমার দুইট তীরই তো তাহার শরীরে বিঁধিয়াছে। তুমি প্রত্যূষে গিয়া তীর দুইটি কুড়াইয়া আনিবে, কুকুরকে তাহাতে মুখ লাগাইবার সুযোগ দিবে না।' ইহার পর তাহারা উভয়ে তাঁবুতে ঢুকিয়া পড়িল (সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৮; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৪-১২৫; সীরাত ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৩৬৪-৩৬৫)।

হযরত গালিব (রা)-এর সেনাদল উক্ত বসতিতে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। উহারা উহাদিগের বকরী ও উষ্ট্রী যথানিয়মে আস্তাবলে ফিরাইয়া আনিল এবং দুধ দোহন করিল। ঘুমাইবার সময় হইলে উহারা নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত গালিব (রা)-এর সেনাদল একযোগে অকস্মাৎ উহাদিগের উপর আক্রমণ করিলেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৫; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৩)। এক বর্ণনামতে এই আক্রমণ রাত্রির শেষাংশে সংঘটিত হইয়াছিল (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯০; আর-রাহীক, পৃ. ৪২৯; সীরাত ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৩৬৪, ৩৬৫)। তাহারা উহাদিগের জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হইলেন, উহাদিগের অনেককে হত্যা করিলেন এবং অনেককে বন্দী করিলেন। এই সংঘর্ষ

চলাকালে মুসলিম সৈনিকগণের সংকেত ছিল امت। (মারিয়া ফেল, মারিয়া ফেল) (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯১)।

তাহারা উহাদিগের বহু সংখ্যক বকরী ও উষ্ট্রী হস্তগত করিলেন। যুদ্ধশেষে উক্ত বন্দী গবাদিপশুসমূহ হাঁকাইয়া লইয়া তাহারা মদীনার উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুদায়দে পৌঁছিয়া তাহারা পূর্বদিনের গ্রেফতারকৃত ইবনুল বার্সা ও তাহার প্রহরীকে সংগে লইলেন। ওদিকে উক্ত আক্রমণে পালাইয়া যাওয়া ও আক্রান্ত হওয়া কাফির মুশরিকগণ হাঁক-ডাক করিয়া উহাদিগের মিত্র ও পড়শীদিগকে দ্রুত জড়ো করিল। উহারা সবাই একজোট হইয়া অবিলম্বে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং কুদায়দের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। এই মুশরিক বাহিনী সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে, স্বল্প-সংখ্যক মুসলিম বাহিনীর পক্ষে উহাদিগের প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। এই দুই বাহিনী এক পর্যায়ে এত কাছাকাছি হইল যে, উভয় বাহিনীর মধ্যে কেবল কুদায়দ উপত্যকার ব্যবধান ছিল।

মুসলিম সৈন্যগণের এই নাযুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করিলেন। তিনি কুদায়দ উপত্যকায় অকস্মাৎ ঢল প্রবাহিত করিলেন। হযরত জুনদুব (রা) বলেন, 'আল্লাহ্ই ভাল জানেন সেই ঢল কোথা হইতে কিভাবে আসিল। কোন মেঘ বা বৃষ্টি আমাবা দেখিতে পাই নাই। আল্লাহ এমন মারাত্মক ঢল প্রবাহিত করিলেন যাহা প্রতিহত করার ক্ষমতা উহদিগের কাহারও ছিল না এবং তাহা অতিক্রম করিয়া আমাদের নাগাল পাওয়ার সাধ্যও উহাদিগের ছিল না। উহারা নিরূপায় ইহয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং আমাদিগকে দেখিতে লগিল যে, আমরা উহাদিগের বকরী ও উষ্ট্রী হাঁকাইয়া লইয়া আসিতেছি। উহাদিগের একজনও আমাদিগের কাছে আসিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে আমরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া আসিলাম (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৫; সীরাত আল-হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৯; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯০. ১৯১)।

মুহাম্মাদ ইব্ন উমার (র)-এর রিওয়ায়াতে জানা যায়, এই যুদ্ধাভিযান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে একজন মুজাহিদ সাহাবী যুদ্ধলব্ধ উষ্ট্রীগুলি হাঁকাইয়া লইয়া আসিবার সময় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

اَبِــى اَبُـوا الْقَاسِمِ اَنْ تَعَزَّبِىْ + فِــى خَـضِـلٍ نَـبَاتُهُ مُغْلوْلِبِ

صَفَرَ اَعَالِيَهُ كَلَوْنَ الْمُذْهَبَ + وَذَالِكَ قَوْلُ صَادِقٍ لَمْ يَكْذَبِ

"আবুল কাসিম অস্বীকৃতি জানায়

তোমার (উষ্ট্রীর) হারাইয়া যাইতে

সবুজ বুনো ঘাসের জঙ্গলে

যাহার উপরিভাগে হলুদ সোনালী আভা

সাচ্চা লোকের কথা ইহা, বলেনি মিথ্যা"।

(তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৪; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০২; শারহ আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ২৬৪; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯১; সীরাত ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৬৬৫)।

কুদায়দে গ্রেফতারকৃত ইবনুল বারসা আল-লায়ছী (রা) তাহার পূর্বোক্ত দাবির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যই ইসলামের আকর্ষণে মুসলিম মুজাহিদগণের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি একনিষ্ঠ মুসলিমরূপে জীবন যাপন করিয়া হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতের শেষভাগে ইনতিকাল করেন (আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৮৯)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-বুখারী, আল-জামে' আস-সাহীহ, ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবা রাহীমিয়া, তা. বি., ২খ., পৃ. ৬১৩; (২) মুসলিম, আস্-সাহীহ, দেওবন্দ, মাকতাবা রাহীমিয়া, তা. বি., ১খ., পৃ. ৩৫৫, ৩৫৬; (৩) আবূ দাঊদ, আস্-সুনান, দেওবন্দ, মাকতাবা রাহীমিয়া, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৫ এবং বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৩৯১/১৯৭১, ৩খ., পৃ. ১২৮; (৪) আল-বায়হাকী, আস্-সুনানুল কুবরা, বৈরূত, দারুল মা'রিফা, ১৩৫৪ হি., ১খ., পৃ. ৮৮, ৮৯; (৫) ঐ লেখক, দালাইলুন নবুওওয়া, কায়রো সংস্করণ, তা. বি., ৪খ., পৃ. ২৯৮; (৬) আহমাদ ইবন হাম্বাল (র), আল-মুসনাদ, মাকতাবাতুশ্ শারকিল ইসলামিয়্যা, ১৯৬৭ খৃ., ৩খ., পৃ. ৪৬৮; (৭) আন-নাসাঈ, আস্-সুনান, দেওবন্দ, মাকতাবা রাহীমিয়্যা, তা.বি., কিতাবুস্-সিয়ার; (৮) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা অনু. ৩খ., পৃ., ৬৬৩-৬৬৫; (৯) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাত আন্-নাবাবিয়্যা, মিসর, আল-মাকতাবুত্ তাওফীকিয়্যা, তা. বি. ৪খ., পৃ. ১৮৯-১৯১; (১০) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, দারুল কালাম, তা. বি., ৩খ., পৃ. ১০১, ১০২; (১১) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ইংল্যান্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬ খৃ., ২খ., পৃ. ৭২৬, ৭২৭; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরুত, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১৪০৮/১৯৮৮, ৪খ., পৃ. ২৫৩, ২৫৪; (১৩) ইবল হাজার আল-আসকালানী, ফাত্হুল বারী, বৈরূত, ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১৪০২/১৯৮২, ৮খ., পৃ.৩; (১৩) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, কায়রো, দারুল ফিকর, ১খ., পৃ. ২৫০, ২৫১, ২৮৯, ৩খ., পৃ. ১৮৩, ১৮৪; (১৩) ঐ লেখক, তাকরীবুত্ তাহযীব, সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১৪১২/১৯৯২ খৃ., পৃ. ১৪২, ১৪৭; (১৪) হাফিজ বাদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল কারী, বৈরূত, ইহয়াইত্ তুরাছিল-আরাবী, তা. বি., ১৭খ., পৃ. ২৭৬; (১৫) ইবনুল আছীর, উস্দুল গাবা, বৈরূত, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৬৮; (১৬) ইব্ন আব্দিল বারর, আল-ইসতী'আব, কায়রো, মাকতাবাতু নাহদাতি মিসর ওয়া মাত্বাউহা, তা. বি., ৩খ.,

পৃ. ১২৫২; (১৭) মুহাম্মাদ সামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শারহু সুনান আবী দাউদ, মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবাতুস্ সালাফিয়্যা, ৭খ., পৃ. ৩৩৮; (১৮) খালীল আহমদ সাহারানপুরী, বায্লুল মাজহূদ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি., ১২খ., পৃ. ২১৩, ২১৪, ২১৫; (১৯) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি., ৪খ., পৃ. ৩১৩, ৪৪২; (২০) আল-কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস্ সারী, বৈরূত, দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., ৬খ., পৃ. ৩৮৮, ৩৮৯; (২১) ঐ লেখক, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা, মক্কা মুআজ্জামা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৪৪; (২২) আয্-যুরকানী, শারহ আল-মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত, দারুল-মা'রিফা, ১৩৯৩/১৯৭৩ খৃ., ১খ., পৃ. ২৬৩, ২৬৪; (২৩) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, মিসর, আল-মাত্বাআতুল-জামালিয়া, ১৯৯৪ খৃ., ৪খ., পৃ. ২৩৯; (২৪) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, বৈরূত, দারুল মারিফা, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৫০, ১৫১; (২৫) মুহাম্মাদ আল খিদরী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাত সায়্যিদিল মুরসালীন, বৈরূত, মুওয়াসসাতু উলূমিল কুরআন, ১৩৯৮/১৯৭৮খৃ., পৃ. ২৩৭; (২৬) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৩৯৫/১৯৭৫খৃ., পৃ. ২৮৮; (২৭) মুহাম্মাদ রাশীদ কায়লানী, আয়নুল ইয়াকীন, বৈরূত, দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৭৮খৃ., পৃ. ১১২; (২৮) আল-হালাবী, আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, তা. বি., ৩খ., পৃ. ১৮৮, ১৮৯; (২৯) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস্ সিয়ার, ঢাকা, কুতুবখানা রাশীদিয়া, ১৯৯০ খৃ. পৃ. ২১৮ (৩০) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৪৮; (৩১) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মক্কা মুআজ্জামা, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৪২৯; (৩২) শায়খ আব্দুল হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওওয়াত, দিল্লী, আদাবী দুনিয়া, ১৯৯২ খৃ., ২খ., পৃ. ৪৫২; (৩৩) ড. মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯৪খৃ., পৃ. ৩৫২, ৩৫৩; (৩৪) সফিয়্যুদ্দীন আল-বাগদাদী, মারাসিদুল ইত্তিলা', বৈরূত, দারুল মা'রিফা, ৩খ., পৃ. ১০৭০, ১১৫২; (৩৫) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত, দারু সাদির, তা. বি., ২খ., পৃ. ১২৪, ১২৫; (৩৬) আল-মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ৩খ., পৃ. ৪৫৫।

আহমদ আবুল কালাম

সারিয়্যা গালিব ইব্ন আব্দিল্লাহ (রা)

৮ম হিজরীর সাফার/৬২৯ খৃ. জুন হযরত গালিব ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-এর নেতৃত্বে দুই শত মুজাহিদের একটি বাহিনী 'ফাদাক' -এর 'বানূ মুররা' এলাকায় একটি অভিযানে প্রেরিত হয় (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬; আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ১৪৪; সীরাত আল-হালাবী ৩খ., পৃ. ১৮৬)। 'ফাদাক' হইল 'খায়বার'-এর পার্শ্ববর্তী একটি কৃষিপ্রধান ইয়াহূদী বসতী, মদীনা মুনাওওয়ারা হইতে ইহার দূরত্ব দুই দিনের অথবা তিন দিনের পথ (মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ২৩৮; আল মুনজিদ ফিল আ'লামা, পৃ. ৫২০) মতান্তরে ছয় মাইল (সীরাত আল-হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৬; শারহ আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫০; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ১৮৪)।

কোন কোন সূত্রে 'গালিব ইব্ন আব্দিল্লাহ' নামের পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ ইব্ন গালিব, মতান্তরে গালিব ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ, মতান্তরে 'গালিব ইব্ন ফুদালা' (রা) নাম পাওয়া যায় (সুনান আবী দাউদ, ভারতীয় সং. ২খ., পৃ. ১৫; মুসনাদ আহমাদ, ৫খ., পৃ. ২০০, ২০৭; বাযলুল মাজহূদ, ১২খ., পৃ. ১৫২, ২১৪; আল-ইসতী'আব, ৩খ., পৃ. ১২৫২; আল-ইসাবা ৩খ., পৃ. ১৮৩, ১৮৪; জামিউল উসূল, ৩খ., পৃ. ২২১, পাদটীকা; তাফসীর কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ৩৩৭; আল-কাশশাফ, ১খ., পৃ. ২৯১)। অবশ্য হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন গালিব আল-লায়ছী (রা) নামক একজন সাহাবীর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় হিজরীতে ফাদাক অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া হযরত আবূ 'আমর (র) সূত্রে জানা যায় (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩৫৭; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২৪২; বাযলুল মাজহূদ, ১২ খ., পৃ. ২১৪; 'আওনুল মা'বূদ, ৭খ., পৃ. ৮৮৮)। ৭ম হিজরীর প্রারম্ভে 'ফাদাক' রাসূলুল্লাহ (স)-এর হস্তগত হওয়ার পূর্বে বা পরে কোন এক সময়ে হযরত গালিব ইব্ন ফুদালা আল-লায়ছী (রা) উক্ত অঞ্চলে এক সৈন্যবহর লইয়া অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়াও অন্য এক সূত্রে জানা যায় (আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ১৮৪, আল-কাশশাফ, ১খ., পৃ. ২৭১; তাফসীর কাবীর, ১১খ., পৃ. ৩)।

এই অভিযানের কারণ ছিল এই যে, ছয় মাস পূর্বে অর্থাৎ ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে হযরত বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর নেতৃত্বাধীন একদল সৈন্য বানূ মুররা কর্তৃক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন (তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৯৯; আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ১৪১; শারহ আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ৫০)। তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে

হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিলেন, "যুবায়র! তুমি বানূ মুররা এলাকায় পৌঁছিয়া বাশীরের বাহিনী আক্রান্ত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমাদিগকে বিজয়ী করিলে তোমরা উহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিবে না"। ইহা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাতে যুদ্ধের পতাকাও তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময় হযরত গালিব ইবন আব্দিল্লাহ আল-লায়ছী (রা) আল-কাদীদ অভিযান [দ্র. গালিব ইব্ন আব্দিল্লাহ আল্-লায়ছী (রা)-এর আল-কাদীদ অভিযান] সমাপ্ত করিয়া বিজয়ী বেশে মদীনা মুনাওওয়ারায় ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যুবায়র (রা)-এর পরিবর্তে তাহাকে প্রেরণ করিলেন (সীরাত আল-হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮১: তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬)।

কোন কোন সূত্রে জানা যায়, হযরত বাশীর (রা) ও তাঁহার বাহিনীর আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির পরপরই রাসূলুল্লাহ (স) হযরত গালিব (রা)-কে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মতানুযায়ী উপরিউক্ত দুই অভিযানের মধ্যে সময়-কালের তেমন ব্যবধান থাকে না, বরং উভয় অভিযানই প্রায় অভিন্ন সময়ে অর্থাৎ ৭ম হিজরীর শাবান/৬২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পরিচালিত হইয়াছিল (মাগাযী আল-ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭২৪; দালাইল আল-বায়হাকী, ২খ., পৃ. ২৯৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫২; রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৩৫২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪২৯)।

হযরত গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বাধীন এই বাহিনীতে হযরত উক্বা ইব্ন 'আমর (রা), হযরত আবূ মাস'উদ আল-বাদরী (রা), হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা) ও হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) প্রমুখ সাহাবা-ই কিরাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫২, উয়ূনুল আছার ২খ., পৃ. ১৫২)।

তাঁহারা সন্ধ্যারাত্রিতে বানূ মুররা এলাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং গুপ্তচর পাঠাইয়া উহাদের খবরাখবর লইলেন। সেনাধ্যক্ষ হযরত গালিব (রা) এই সময় তাঁহার সৈন্যবাহিনীরকে এক ভাষণে বলিলেনঃ "আমি তোমাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্কে ভয় করার এবং আমাকে অনুসরণের জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছি। সাবধান! আমার নির্দেশ অমান্য করিবে না। মনে রাখিও, যাহার আনুগত্য করা হয় না তাহার কোন মূল্য থাকে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমার সেনাধ্যক্ষের আনুগত্য করে সে আমারই আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি তাঁহার অবাধ্য হয় সে আমারই অবাধ্য হয়।' তোমরা আমার অবাধ্য হইলে প্রকারান্তরে নবী করীম (স)-এর অবাধ্য হইবে।" ইহার পর তিনি দুই দুইজনকে জুটি করিয়া কাতার সাজাইয়া বলিলেন, এই জুটির একজন অপরজনকে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, অমুকের সাথী কোথায় সে যেন এই উত্তর না দেয়, আমি জানি না। আমি যখন তাকবীর বলিব, তোমরা সবাই একসংগে তাকবীর বলিবে এবং তরবারি কোষমুক্ত করিবে (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬; সীরাত আল-হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৯; আয়নুল-ইয়াকীন, পৃ. ১২৩)। প্রত্যূষে সকল সৈন্য একযোগে অকস্মাৎ শত্রুর উপর ঝাপাইয়া

পড়িল। যিনি যেখানে যাহাকে পাইলেন হত্যা করিলেন। এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণের সংকেত ছিল أَمِتْ أَمِتْ মারিয়া ফেল, মারিয়া ফেল (তাবাকাত ইবন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮; সীরাত আল-হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৯; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১৫২, নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ৩৩৮)।

এই মুররা গোত্রের হালীফ (মিত্র) ছিল 'জুহায়না' গোত্রের শাখা আল-হুরাকা উপ-গোত্র। আল-হুরাকা গোত্রের লোকজন সম্ভবত মিত্রতা সূত্রে বানূ মুররা সংগে এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। অধিকাংশ সীরাত বিশারদের মতে, এই যুদ্ধে হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আল-হুরাকা গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ করিবার পরও হত্যা করিয়াছিলেন (আল-মাগাযী আল ওয়াকিদী, ২খ., পৃ. ৭২৪)।

অন্য একদল সীরাত বিশারদের মতে, হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) কর্তৃক আল-হুরাকা গোত্রীয় উক্ত ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা হযরত গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর 'আল-মায়ফাআ' নামক এক ভিন্ন অভিযানে ঘটিয়াছিল (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১১৯; তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৯৯)।

তৃতীয় একদল সীরাত বিশারদের মতে হযরত উসামা (রা) কর্তৃক উপরিউক্ত হত্যার ঘটনাটি হযরত গালিব (রা)-র নেতৃত্বাধীন 'আল-মায়ফাআ অভিযানে' বা বানূ মুরারা অভিযানে সংঘটিত হয় নাই, বরং স্বয়ং হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত আল-হুরাকা অভিযান নামক এক স্বতন্ত্র অভিযানে সংঘটিত হইয়াছিল (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১২; আল-ইকলীল আল হাকিম, শারহ আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫১)।

হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে জুহায়নার শাখা হুরাকা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করিলেন। আমরা অতি প্রত্যূষে উক্ত গোত্রকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলাম। আমি ও একজন আনসার ব্যক্তি এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। আমরা যখন তাহাকে বাগে পাইয়া ঘিরিয়া ফেলিলাম তখন সে বলিয়া উঠিল, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। আমার সাথী আনসার ব্যক্তি তাহার মুখে 'কলেমা' শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আমি তাহাকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিলাম। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট খবরটি পৌঁছিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উসামা! তুমি কি তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিবার পরও হত্যা করিয়াছ? আমি বলিলাম, সে তো আত্মরক্ষার জন্য এই কলেমা বলিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) আবার বলিলেন, তুমি কি তাহাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিবার পরও হত্যা করিয়াছ হে উসামা! এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) বারবার আমাকে উক্ত একই কথা বলিতে থাকিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল, হায়! আমি যদি আজিকার দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করিতাম!

হযরত উসামা (রা) যাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল নাহীক ইব্‌ন মিরদাস অথবা মিরদাস ইব্‌ন নাহীক আল-ফাযারী, মতান্তরে মিরদাস ইব্‌ন 'আমর আল-ফাদাকী

(ফাতহুল বারী, ১২খ., পৃ. ১৬৩; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ১৮৩)। এই নামের বংশীয় পরিচয় হিসাবে আল-গাতাফানী, আল-আসলামী, আদ-দামরী (الضمرى) প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষণ উল্লিখিত হয় (শারহ আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫১; তাফসীর কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ৩৩৭)। হযরত উসামা (রা)-এর জুটির অন্য সদস্য বা তাঁহার সাথী আনসার ব্যক্তির নাম সম্পর্কে ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, কোন সূত্রেই তিনি তাঁহার নাম উদ্ধার করিতে পারেন নাই (ফাতহুল বারী, ১২খ., পৃ. ১৬৩; উমদাতুল কারী, ১৭খ., পৃ. ২৭২)। অবশ্য হাফিজ আল-কাস্‌তাল্লানী (র) বলিয়াছেন, তাঁহার নাম সম্ভবত হযরত আবূ দারদা (রা)। 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়দ (র)-এর সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় (শারহ আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫২)।

হযরত উসামা (রা) উক্ত ব্যক্তিকে কলেমা পাঠের পরও কেন হত্যা করিলেন ইহার কারণ হিসাবে খাত্তাবী বলিয়াছেন, সম্ভবত তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا.

"তাহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন তাহাদের ঈমান আনয়ন তাহাদের কোন উপকারে আসিল না" (৪ ঃ ৮৫) তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই হেতু রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহার ওযর গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার উপর দিয়াত (রক্ত পণ) আরোপ করেন নাই (ফাতহুল বারী, ১২খ., পৃ. ১৬৪; উমদাতুল কারী, ২৪খ., পৃ. ৩৬)।

অবশ্য হযরত উসামা (রা) উক্ত কলেমা উচ্চারণকারীকে হত্যা করিবার যে কারণ বলিয়াছেন তাহা অন্য একটি হাদীছে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। হাদীছটি এইরূপঃ হযরত জুনদুব ইব্‌ন মাকীছ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিমগণের একটি বাহিনী মুশরিকদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। মুশরিক বাহিনীতে এক ব্যক্তি ছিল, সে যখনই কোন মুসলিমকে দেখিত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং তাহাকে হত্যা করিত। একজন মুসলিম তাহার অসতর্ক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ণনাকারী হযরত জুনদুব (রা) বলিয়াছেন, তিনি হইলেন হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)। হযরত উসামা (রা) যখন তাহার উপর তলোয়ার উত্তোলন করিলেন তখন সে (উক্ত মুশরিক) বলিয়া উঠিল, لا اله الا الله তবুও তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। দূত যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট যুদ্ধ পরিস্থিতি জানিতে চাহিলে তিনি সব ঘটনা খুলিয়া বলিলেন, এমনকি উসামা (রা) কর্তৃক হত্যার ঘটনাও। রাসূলুল্লাহ (স) উসামা (রা)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কেন হত্যা করিয়াছ? উসামা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে অনেক মুসলিম সৈন্যকে ঘায়েল করিয়াছে, অমুক অমুককে হত্যা করিয়াছে। সে যাঁহাকে যাঁহাকে হত্যা করিয়াছে তাঁহাদের নামও উসামা (রা) উল্লেখ করিলেন। আমি যখন তাহাকে আক্রমণ করিলাম এবং সে আমার তলোয়ার অবলোকন

করিল অমনি সে বলিয়া উঠিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু । রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কিয়ামত দিবসে যখন সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-সহ উপস্থিত হইবে তখন তুমি কি করিবে? রাসূলুল্লাহ (স) বারবার একই কথা বলিতেছিলেন (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৮)।

অন্য হাদীছে আছে, উসামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, "তুমি কেন তাহার অন্তর চিরিয়া দেখিলে না, সে সত্য বলিয়াছিল, না মিথ্যা বলিয়াছিল? তুমি কি তাহার অন্তর চিরিয়া দেখিয়াছ যে, সে তাহা অস্ত্রের ভয়ে বলিয়াছিল" (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৮; সুনান বায়হাকী, ৮খ., পৃ. ১৯২ ও পৃ. ১৯৬; মুসনাদ আহমাদ, ৫খ., ২০০, ২০৭: ৪খ., পৃ. ৪২৯)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) বলিয়াছেন, 'তুমি যেহেতু তাহার অন্তর চিরিয়া দেখিতে সমর্থ নহ সেহেতু তাহার মুখের কথাই তোমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল' (শারহ মুসলিম লিন্নাবাবী, ১খ., পৃ. ৬৮, ৬৯)। ইমাম কুরতুবী (র) বলিয়াছেন, ইহাতে এই প্রমাণ রহিয়াছে যে, শরী'আতের হুকুম-আহকাম প্রয়োগে বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নহে (ফাতহুল বারী, ১২ খ., পৃ. ১৬৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) এক পর্যায়ে হযরত উসামা (রা)-কে আরও বলিয়াছিলেন, তুমি আমাকে কথা দাও, ভবিষ্যতে তুমি এই ধরনের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে না। উসামা (রা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ আমাকে এই অংগীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন যে, আমি ভবিষ্যতে এমন কাহাকেও হত্যা করিব না বা এমন কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে (আসাহ্হুস সিয়ার, প. ২১৭, ২১৮; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮ ও ১৪৯; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১১৯; সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৮)।

এই কারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হযরত উসামা (রা) হযরত আলী (রা)-এর সহিত মুসলিম বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি হযরত আলী (রা)-কে তাহার অসম্মতির কথা জানাইয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, হে আলী! আপনি যদি একটি গাধীর মুখে আপনার হাত ঢুকাইয়া দেন তাহা হইলে আমিও আমার হাত আপনার হাতের সহিত ঢুকাইয়া দিব। তবে আপনি তো জানেন, একজন কলেমা উচ্চারণকারীকে হত্যার পর রাসূলুল্লাহ আমাকে কি বলিয়াছিলেন! হযরত উসামা (রা)-এর মত হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-ও মুসলিমগণের কোন গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। একজন খারিজী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, আল্লাহ কি ফিতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখিতে বলেন নাই? সা'দ (রা) বলিয়াছিলেন, 'আমরা তো কাফিরদিগের বিরুদ্ধে এইজন্য লড়াই করিয়াছি যাহাতে ফিতনা দূরীভূত হয়। আর তুমি ও তোমার সংগী খারিজীগণ তো এইজন্য লড়াই করিতেছ যাহাতে ফিতনা সৃষ্টি হয়' (সহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৬৮, ৬৯; সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৮; সুনান আল-বায়হাকী, ৮খ., পৃ. ১৯, ১৯২ ও ১৯৬; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২০০-২০১)।

হযরত উসামা (রা)-এর এই অভিযানে অসতর্ক হত্যা প্রসংগে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا.

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে তোমরা বলিও না যে, তুমি মুমিন নহ" (৪ ঃ ৯৪; তাফসীর কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ৩৩৭; তাফসীর কাবীর, ১খ., পৃ. ৩)।

মুফাস্সিরগণ বলিয়াছেন, মিরদাস ইব্ন নাহীক নামক এক ব্যক্তি ফাদাক অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার গোত্রের অন্য কেহ ইসলাম গ্রহণ করিল না। এমতাবস্থায় উহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স) একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন হযরত গালিব আল-লায়ছী (রা)-এর নেতৃত্বে। মুসলিম বাহিনী উহাদের নিকট পৌঁছিলে উহারা ভয়ে পালাইয়া গেল। কিন্তু মিরদাস ইসলাম গ্রহণের কারণে না পালাইয়া রহিয়া গেল। যখন সে মুসলিমগণের অশ্বারোহীদল দেখিতে পাইল সে তখন তাহার বকরীসমূহ পাহাড়ের আড়ালে রাখিয়া পাহাড়ের উপরে আরোহণ করিল। মুসলিম বাহিনী তাকবীর ধ্বনি করিয়া যুদ্ধ শুরু করিলে সেও তাকবীর ধ্বনি করিল এবং মুসলিম বহিনীর নিকট নামিয়া আসিয়া বলিলঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

কিন্তু হযরত উসামা (রা) তাহাকে হত্যা করিলেন এবং তাহার বকরীসমূহ হাঁকাইয়া লইয়া আসিলেন। তাহারা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোচরীভূত করিলে তিনি খুবই মর্মাহত হইলেন এবং হযরত উসামা (রা)-কে তিরস্কার করিলেন। হযরত উসামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত আয়াতটি শুনাইলেন। হযরত উসামা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে একটি দাসমুক্তির উপদেশ দিলেন (তাফসীর কাশশাফ, ১খ., পৃ. ২৭১)।

উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে ঘটনাটি ছাড়াও ইহার প্রায় অনুরূপ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, হত্যাকারী হযরত মুহাল্লিম ইব্ন জাছছামা এবং নিহত ব্যক্তি আমের ইবনুল আদবাত আল-আশজা'ঈ ছিলেন। অন্যান্য বর্ণনায় দেখা যায়, হত্যাকারী হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা), মতান্তরে আবু কাতাদা, মতান্তরে হযরত আবুদ দার্দা (রা) এবং নিহত ব্যক্তির নাম জানা যায় নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাহার বকরী চরাইতেছিল, এমতাবস্থায় তাহার সহিত একদল মুসলিমের সাক্ষাত ঘটিল। সে তাহাদিগকে বলিল, আসসালামু আলায়কুম। কিন্তু তাহারা তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার বকরীসমূহ হাঁকাইয়া লইয়া আসিল। তাহাদের প্রসংগে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৬০)।

অন্য বর্ণনায় আছে, সালিম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবীর পাশ দিয়া তাহার বকরীর পাল চরাইতে চরাইতে পথ অতিক্রম করিতেছিল। সে তাহাদিগকে সালামও দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, আমাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সে আমাদিগকে সালাম দিয়াছে। ফলে তাঁহারা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। তাঁহারা তাহার বকরীর পাল লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপনীত হইলেন। এই প্রসংগে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (ফাতুহল কাদীর, ১খ., পৃ. ৫০২; তাফসীর তাবারী, ৪খ., পৃ. ১৩৯-১৪৩)।

ইমাম কুরতুবী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, সম্ভবত উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাসমূহ মোটামুটি কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। ফলে উক্ত সকল ঘটনা সম্পর্কেই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই মতানুযায়ী শানে নুযূলগুলির মধ্যে বৈপরীত্য থাকে না (তাফসীর কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ৩৩৭; তাফসীর কাবীর, ১১খ., পৃ. ৩০)।

মাগাযী সম্পর্কিত হাদীছসমূহের বর্ণনা প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়াছেন যে, এই সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)। তিনি তাঁহার মতের স্বপক্ষে একাধিক হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই যুদ্ধাভিযানের শিরোনাম দিয়াছেন ঃ

باب بعث النبى اسامة بن زيد الى الحرقات من جهينة.

"জুহায়নার আল-হুরকা গোত্রের বিরুদ্ধে হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)কে প্রেরণের অনুচ্ছেদ" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬১২)।

ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক উক্তরূপ শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনার প্রেক্ষিতে শায়খ আদ্-দাউদীসহ কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক হযরত উসামা (রা) সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন কিভাবে? ইহার উত্তর দুইভাবে প্রদান করা হয়। প্রথমত, হযরত উসামা (রা) যে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন ইহার আভাষ আছে মাত্র এইখানে, ইহার দ্ব্যর্থহীন উল্লেখ এইখানে নাই। হইতে পারে হযরত উসামা (রা) ঘটনার মূল নায়ক ছিলেন বলিয়া সরাসরি তাঁহার নামেই ইমাম বুখারী (র) অনুচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১২; টীকা নং ৪; ফাত্হুল-বারী, ১২খ., পৃ. ১৬৩-১৬৪; উমদাতুল কারী ১৭খ., পৃ. ২৭২)। দ্বিতীয়ত, হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পূর্ণবয়স্ক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় তাহার বয়স ছিল কমপক্ষে ১৮, মতান্তরে ১৯ বা ২০ বৎসর। এই যুদ্ধাভিযান ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হইয়া থাকিলে তখন হযরত উসামা (রা)-এর বয়স ছিল অন্যূন ১৫, ১৬ কিংবা ১৭ বৎসর। সুতরাং উক্ত বয়সের একজন যুবকের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি লাভ করা অস্বাভাবিক নয়। তিনি একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন (আল-ইসতী'আব, ১খ., পৃ. ৭৫-৭৮; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৬৪-৬৬;

আল-ইসাবা, ১খ, পৃ. ৩১; সহীহ বুখারী, ২খ, পৃ. ৬১২, টীকা নং ৪; ফাতহুল-বারী, ১২খ., পৃ. ১৬৩-১৬৪)।

ইমাম বুখারী (র)-এর অনুসরণে ইমাম আল-হাকেম (র) তাঁহার আল-ইকলীল গ্রন্থে উসামা (রা)-কে সেনাধ্যক্ষ উল্লেখপূর্বক আল-হুরাকাতে তাঁহার নেতৃত্বাধীন যুদ্ধাভিযান প্রসংগ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (শারহ আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫১)। হাফিজ ইব্ন কায়্যিম (র)-সহ আরও কিছু সংখ্যক সীরাতকার উপরিউক্ত ধারার অনুসরণ করিয়াছেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২১৭, ২১৮)।

হযরত উসামা (রা) সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকিলে এই যুদ্ধাভিযান অবশ্যই ৮ম হিজরীর জুমাদাল-উলা/৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মূতা অভিযানের পরে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ মূতা অভিযানে শাহাদাত বরণকারী তাঁহার পিতা ও সেনাধ্যক্ষ হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) জীবিত থাকিতে তিনি যে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন নাই তাহা এক ঐতিহাসিক সত্য। এই কারণে ইমাম বুখারী (র) সময়ের ধারাবাহিকতায় মূতা অভিযানের পরেই হযরত উসামা (রা)-এর অভিযানের অবস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ২, সূচীপত্র এবং পৃ. ৬১১ ও ৬১২ এবং ৪ নং টীকা, এবং পৃ. ৬৪১, ৬৪২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৩৫-৪৪০)।

আর যদি উসামা (রা) একজন সাধারণ সৈন্য হিসাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই যুদ্ধাভিযান মূতা যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে কোন সমস্যাই থাকে না এবং এই ক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষ ছিলেন হযরত গালিব ইব্ন আব্দিল্লাহ। সীরাতকারদিগের অভিমত ইহাই (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১২, ৪ নং টীকা; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৫১৮)।

মুসলিম বাহিনী এই যুদ্ধে বহু সংখ্যক উট ও বকরী গনীমত হিসাবে লাভ করে, অনেক কাফির মুশরিককে হত্যা করে, অন্য অনেককে বন্দী করিয়া মদীনা লাইয়া আসে। এক একজন মুজাহিদ ১০টি করিয়া উট কিংবা প্রতিটি উটের পরিবর্তে ১০টি করিয়া বকরী গনীমত পাইয়াছিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮; সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৯)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-বুখারী, আল-জামে আস্-সাহীহ, মাকতাবা রাহীমিয়্যা, দেওবন্দ, তা.বি., কিতাবুল মাগাযী, বাবু বা'ছিন নাবিয়্যি (স) উসামা ইব্ন যায়দ ইলাল হুরাকাত মিন জুহায়না, ২খ., পৃ. ৬১২; কিতাবুদ্ দিয়াত, বাব কাওলিল্লাহি ওয়ামান আহ্য়াহা, ২খ., পৃ. ১০১৫; (২) আবূ দাঊদ, সুনান, মাকতাবা রাহীমিয়া, দেওবন্দ, তা.বি., কিতাবুল জিহাদ, ১খ., পৃ. ৩৭০-৩৭১; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৩৯১ হি. ১৯৭১ খৃ., ৩খ., পৃ. ১০২, ১০৩ (পাদটীকাসহ); (৩) আল-বায়হাকী, আস্-সুনান আল-কুব্রা, বৈরূত দারুল মা'রিফা, ১৩৫৪ হি., ৮খ., পৃ. ১৯, ১৯২, ১৯৬; (৪) ঐ লেখক, দালাইলুন্ নুবুওয়া, কায়রো সংস্করণ, তা.বি., ২খ., পৃ. ২৯৫-২৯৭; (৫) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ, মাত্বাআতুশ্ শারকিল ইসলামিয়্যা, কায়রো, ১৯৬৭ খৃ., ৪খ., পৃ. ৪২৯; ৫খ., পৃ. ২০০, ২০৭; (৬) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলিল্লাহ (স), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা অনু., ৩খ., পৃ. ৬৭৪;

(৭) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, মিসর, আল-মাকতাবাতুত্ তাওফীকিয়্যা, তা.বি., ৪খ., পৃ. ২০০; (৮) ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, দারুল কালাম, তা.বি., ৩খ., পৃ. ৯৯, ১৭৩; (৯) ঐ লেখক, তাফসীর, বৈরূত, দারুল মা'রিফা, ৪খ., পৃ. ৩৩৯-৩৪৩; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ইংল্যান্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৬৬ খৃ., ২খ., পৃ. ৭২৪; (১১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, ১৪০৮ হি. ১৯৮৮, ৪খ., পৃ. ২৫২, ২৫৩; (১২) ঐ লেখক, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, বৈরূত, দারুল মা'রিফা; (১৩) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, ১৪০২ হি. ১৯৮২ খৃ., ৭খ., পৃ. ১৭, ১৮; ১২খ., পৃ. ১৬৩-৬৫; (১৪) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, কায়রো, দারুল ফিক্‌র, ১খ., পৃ. ৩১; ২খ., পৃ. ৩৫৭, ৩খ., পৃ. ১৮৩, ১৮৪; (১৫) ঐ লেখক, তাকরীবুত্ তাহযীব দারুর রাশীদ, হালাব ১৪১২ হি. ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৯৮, ৩৯৫, ৬৭৩, ৪৬১; (১৬) বাদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমাদাতুল কারী, ইহ্‌য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি., ১৭খ., পৃ. ২৭২; ২৪ খ., পৃ. ৩৬; (১৭) আল-কাসতাল্লানী, ইরশাদুস্ সারী, বৈরূত, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., ১০খ., পৃ. ৪৫; (১৮) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিব আল্-লাদুন্নিয়্যা, মক্কা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি., ১খ., পৃ. ১৪১, ১৪৪; (১৯) আন-নাওাবী, শারহ্ মুসলিম, মাক্‌তাবা রাহীমিয়্যা, দেওবন্দ, ভারত, তা.বি., পৃ. ৬৭, ৬৮; দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, বৈরূত, ২খ., পৃ. ৯৮-১০১; (২০) মুসলিম, আস-সাহীহ, মাকতাবা রাহীমিয়া, দেওবন্দ, কিতাবুল ঈমান, ১খ., পৃ. ৬৭, ৬৮ এবং দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী বৈরূত, তা.বি., ২খ., পৃ. ৯৮-১০১; (২১) ইব্‌ন সাদ, আত্-তাবাকাত আল-কুবরা, বৈরূত, দারু সাদির, তা.বি., ২খ., পৃ. ১১৯, ১২৫, ১২৬; (২২) আয্-যুরকানী, শারহু মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া, দারুল মারিফা, বৈরূত, ১৩৯৩ হি. ১৯৭৩ খৃ., ২খ., পৃ. ২৫০-২৫২; (২৩) আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, আল-মাত্‌বাআতুল- জামালিয়া, ১৯৯৪ খৃ., ৪খ., পৃ ২৩৯; (২৪) ইবন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি., ২খ., পৃ. ১৫২; (২৫) মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, মুওয়াস্‌সাসাতু উলূমিল কুরআন, বৈরূত, ১৩৯৮ হি. ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩৩৮; (২৬) মুহাম্মাদ রাশীদ কায়লানী, আয়নুল ইয়াকীন, দারুল-মা'রিফা বৈরূত, ১৩৯৮ হি. ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩; (২৭) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়্যা, বৈরূত, ১৩৯৫ হি. ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ২৮৫, ২৮৮; (২৮) আছ্-ছা'লাবী, তাফসীরুল কুরআন, বৈরূত, মুওয়াসসাসাতুল আ'মালী লিল-মাতবূআত, তা.বি., ৪০২; (২৯) আল-খাযিন, লুবাবুত্ তাবীল ফী মা'আনিত্ তানযীল, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., পৃ. ৩৯১-৩৯২; (৩০) আবূ আলী আত-তাররিসী, মাজমা'উল বায়ান, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, ১৪০৬ হি. ১৯৮৬ খৃ., ৩খ., পৃ. ১৪৫; (৩১) আবুল হাসান আল-ওয়াহিদী আন্-নায়সাবূরী, আস্‌বাবুন-নুযূল, দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়্যা, বৈরূত, ১৩৯৫ হি. ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ১১৬-১৭; (৩২) জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, লুবাবুন নুকূল ফী

আস্‌বাবিন নুযূল, দারু ইহয়াইল-উলূম, বৈরূত, ১৩৯৯ হি. ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৭৭, ৭৮; (৩৩) আয্-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ, মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, ১খ., পৃ. ২৯১; (৩৪) আশ্-শাওকানী, ফাত্হুল কাদীর, বৈরূত, দারুল-মা'রিফা, তা.বি., পৃ. ৫০১, ৫০২; (৩৫) ফাখ্‌রুদ্দীন আর-রাযী, আত্-তাফসীর আল-কাবীর, দারু ইহ্‌য়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ১১খ., পৃ. ৩; (৩৬) আল-কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, ১৯৬৫ খৃ., ৫খ., পৃ. ৩৩৬, ৩৩৭; (৩৭) মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, ১৪০৩ হি. ১৯৮৩ খৃ. ৫খ., পৃ. ১১৯, ১২০; (৩৮) রাশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, বৈরূত, দারুল মা'রিফা, ৫খ., পৃ. ৩৪৫,৩৪৬; (৩৯) সায়্যিদ কুতব, ফী যিলালিল কুরআন, কায়রো এবং বৈরূত, দারুশ-শুরূক, ১৪০০ হি. ১৯৮০ খৃ., ২খ., পৃ. ৩৩৭; (৪০) ইব্‌ন হামযা আল-হানাফী, আসবাবু উরূদিল হাদীছ, আল-মাকতাবাতুল ইল্‌মিয়া, বৈরূত, ১৪০০ হি. ১৯৮০ খৃ ১খ., পৃ. ২৯১; (৪১) ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবা, বৈরূত, দারু ইহয়াইত্ তুরছিল 'আরাবী, তা.বি., ১খ., পৃ. ৬৪-৬৬, ৪খ., পৃ. ১৬৮; (৪২) ঐ লেখক, জামিউল উলূম, ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, ১৩৭০ হি. ১৯৫০ খৃ., ১৪০০হি. ১৯৮০ খৃ., হাদীছ নং ১০৮৯; ৩খ., পৃ. ২২১; (৪৩) ইব্‌ন আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতীআব, কায়রো, মাকতাবাতু নাহদাতি মিসর ওয়া-মাতবা'উহা, তা.বি., ৩খ., পৃ. ১২৫২; ১খ., পৃ. ৭৫-৭৮; (৪৪) আল-মিয্‌যী, তাহযীবুল কামাল ফী আস্‌মাইর রিজাল, দারুল ফিকর, বৈরূত, ১৪১৪/১৯৯৪, ১খ., পৃ. ৫১৪-১৯; (৪৫) আয্-যাহাবী, তাজরীদু আস্‌মাইস্ সাহাবা, বৈরুত, দারুল-মা'রিফা, তা. বি.; (৪৬) মুহাম্মাদ শামসুল হাক্ক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বুদ শারহ সুনান আবী দাউদ, মদীনা মুনাওয়ারা, আল মাকতাবাতুস্ সালাফিয়্যা, ৭খ., পৃ. ৩০২; (৪৭) খালীল আহমাদ সাহারানপুরী, বায্‌লুল মাজহূদ ফী হাল্লি আবী দাঊদ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি., ১২খ., পৃ. ১৫২, ২১৪, ২১৫; (৪৮) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, দারুল কিতাবিল-আরাবী, তা.বি, ৪খ., পৃ. ৩১৩; (৪৯) আলী আল-হালাবী, আস্-সীরাত্ আল-হালাবিয়্যা, বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, তা.বি., ৩খ., পৃ. ১৮৬-৮৯; (৫০) আব্‌দুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস্ সিয়ার, কুতুবখানা রাশীদিয়া, ঢাকা ১৯৯০খ., পৃ. ২১৭-২১৮; (৫১) ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খায়রিল ইবাদ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি., ২খ., পৃ. ১৪৮; (৫২) সাফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুআজ্‌জামা, ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৪২৯; (৫৩) ড. ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, বাংলা অনু., পৃ. ৩৫২; (৫৪) শায়খ আব্‌দুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন্ নুবুওয়ত, আদাবী দুনিয়া, দিল্লী ১৯৯২ খৃ., ২খ., পৃ. ৪৫২।

আহমদ আবুল কালাম

সারিয়্যা শুজা' ইব্ন ওয়াহ্ব আল-আসাদী

অষ্টম হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (স) সংবাদ পাইলেন যে, বানূ হাওয়াযিন গোত্রের শাখা বানূ 'আমেরের লোকজন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। মদীনা হইতে পাঁচ মনযিল দূরে বানূ 'আমেরের লোকজন মক্কা এবং বসরার সড়কে নজদের সিয়্যি নামক স্থানে বসবাস করিত। সেখানে সিয়্যি নামের একটি কূপ তাহাদের দখলে ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত শুজা' (রা)-কে বানূ 'আমেরের উৎখাতের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সহিত ছিলেন চব্বিশজন মুজাহিদ। হযরত শুজা' (রা) এবং তাঁহার সঙ্গীরা মদীনা হইতে সিয়্যি পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনে পথ অতিক্রম করিলেন। তাঁহারা দিনের বেলা পাহাড়, বালির টিলা অথবা বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকিতেন এবং রাত্রিবেলা পথ চলিতেন। এইভাবে তাঁহারা বানূ আমেরের নিকটবর্তী হইলেন। বানূ আমেরের জনগণ হঠাৎ একদিন তাহাদের মাথার উপর মুসলমানদের দেখিতে পাইল। মুসলমানদের এমন আকস্মিক আক্রমণে তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সবকিছু ছাড়িয়া পালাইয়া গেল। গনীমত হিসাবে মুসলমানরা অন্যান্য সামগ্রী ছাড়াও অনেক উট এবং ভেড়া-বকরী পাইল। এই সকল সামগ্রী ও উট-বকরীসহ মুসলমানগণ মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সারিয়্যা ১৫টি রাত্র পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন, গনীমতের মাল বণ্টন করা হইল। প্রত্যেক মুজাহিদ ১৫টি করিয়া উট পাইলেন। কোন কোন সাহাবী উটের পরিবর্তে ভেড়া-বকরী নিলেন। বিনিময় হার একটি উটের পরিবর্তে বিশটি ভেড়া এবং বকরী ধার্য করা হইয়াছিল (আল-মাগাযী; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৭৫৩, ৫৪; ৪খ., পৃ. ২৪০)।

ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে ইব্ন উমার (রা)-ও ছিলেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনে তাহাদের ভাগে পড়িয়াছিল বারটি উট। ইহা ছাড়াও অতিরিক্ত একটি করিয়া উট দেওয়া হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা পরিবর্তন করেন নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৭৪; সহীহ মুসলিম, ২খ., কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৮৬; বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৬২২)।

বানূ 'আমেরের লোকজন পরবর্তী কালে মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের নিকট হইতে গনীমতস্বরূপ প্রাপ্ত ধন-সম্পদ তাহাদিগকে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করেন (বিদায়া, ৪খ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সহীহ মুসলিম, ২খ., কুতুবখানা রহীমিয়া দেওবন্দ, তা. বি.; (২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৭৭/ ১৪০৮; (৩) ওয়াকিদী, মাগাযী, ২খ., অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪/১৪০৪; (৪) আল-বুখারী, আস-সহীহ্, ২খ., আসাহ্হুল মাতাবি', দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৭; দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

সারিয়্যা কা'ব ইব্ন উমায়র আল-গিফারী (রা)

হযরত কা'ব ইব্ন উমায়র আল-গিফারী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) অনেক সারিয়্যা অভিযানের নেতৃত্ব দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সিরিয়ার 'যাতুল-আতলাহ' অভিযান ইহার অন্তর্ভুক্ত। রবীউল আওয়াল ৮ম হিজরী / ৬২৯ খৃ. রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে পনেরজন সেনার একটি বাহিনীসহ সিরিয়ার যাতুল-আতলাহ নামক স্থানের অধিবাসী বানূ কুদা'আর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ওয়াকিদী বর্ণনা করিয়াছেন, যাতুল-আত্লাহ্ ছিল সিরিয়ার এক প্রান্তে অবস্থিত। বানূ কুদা'আর বসবাস ছিল সেখানে। তাহাদের নেতার নাম ছিল সাদুস (سدوس) (তাবারী, তারীখ, ৩খ., পৃ. ২৯; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪৮৫)।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন ফুদায়ল বর্ণনা করিয়াছেন, "কা'ব (রা) দিনের বেলায় অবস্থান করিতেন এবং রাতের বেলায় ভ্রমণ করিতেন। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তাহাদের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহাদের এক গোয়েন্দা তাহাকে দেখিয়া ফেলে এবং তাহাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যাল্পতার সংবাদ নিজ গোত্রের নিকট ব্যক্ত করে। তারপর তাহারা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মুসলমানদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়" (মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭৫৩)।

ইমাম যুহ্রীর উদ্ধৃতি দিয়া আল-ওয়াকিদী আরও বর্ণনা করিয়াছেন, তারপর তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমবেত একটি দলকে দেখিতে পাইল। তাহারা প্রথমেই তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহবান জানাইল। কিন্তু তাহারা দাওয়াতে কোনরূপ কর্ণপাত করে নাই এবং ইসলামও গ্রহণ করে নাই, বরং উল্টা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সাহাবা-ই কিরাম তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহারাও তাহাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বানূ কুদা'আর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একজন ব্যতীত সকলেই শহীদ হইলেন। তবে একজন আহত অবস্থায় বাঁচিয়া যান। তারপর যখন রাত্রি নামিয়া আসে। তাঁহাকে বহন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট আনা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বর্ণনা করা হইল। সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৭৪; আল-মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭৫২; আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৯০; তারিখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ২৯; রাহমাতুল-লিল আলামিন, ২খ., পৃ. ২৩২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৩১)।

ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে, যিনি আহত অবস্থায় বাঁচিয়া যান তিনি হইলেন সেনাপতি কা'ব ইব্ন উমায়র আল-গিফারী (রা)। তবে কে তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল তাহার পরিচয় জানা যায় নাই (মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৫৪৮৯)।

ফলাফল ঃ এই সারিয়্যার ফলাফল ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। মুসলিম সেনাবাহিনীর পনের জন সদস্যের মাঝে চৌদ্দজনই শাহাদাত বরণ করেন। জীবিত ছিলেন মাত্র একজন এবং তিনিও যুদ্ধে মারাত্মক আহত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেনাপতি কা'ব ইব্‌ন উমায়র আল-গিফারী (রা)। مغلطائى অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯; মাদারিজুন-নুবুওয়্যাত, ২খ., পৃ. ২৪৬; রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৩৫২; মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, 'আলামুল কুতুব, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৪ হিজরী/ ১৯৮৪ খৃ.; (২) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মাওসূ'আতুত-তারীখিল আরাবী, বৈরূত; (৩) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (বঙ্গানু.), আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন, জুলাই ১৯৯৯; (৪) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ৪খ., দারুস-সা'য়ার, তা. বি.; (৫) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, আল মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ, বৈরূত ১৪১২ হিজরী/ ১৯৯১ খৃ. (৬) ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯৪; (৭) আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপুরী, 'রাহমাতুল-লিল আলামীন, তাজেরান-ই কুতুব, কাশ্মীরি বাজার, লাহোর তা. বি.; (৮) আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী আশ-শাফি'ঈ, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, দারু ইহ্‌য়াইততুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

সারিয়্যা বানূ মুররা

রাসূলুল্লাহ (স) সপ্তম হিজরী সনের শা'বান মাসে হযরত বাশীর ইব্‌ন সা'দ আল-আনসারী (রা)-কে বানূ মুররা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত ত্রিশজন যোদ্ধা সাহাবীও প্রেরণ করেন। ফাদাক নামক স্থানে বানূ মুররা বাস করিত। তাহাদের অবাধ্যআচরণ দমন করিতে এবং ইসলামের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল।

হযরত বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) সঙ্গীদের লইয়া 'ফাদাক'-এর নিকটবর্তী হইলেন এবং এক রাখালকে বকরী চরাইতে দেখিলেন। তাহাকে লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিস্থিতি আঁচ করিতে চাহিলেন। তাহাকে জানানো হইল যে, লোকেরা তাহাদের কৃষিকাজে ব্যস্ত। তাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি উটগুলি এবং বকরী হাঁকাইতে লাগিলেন এবং মদীনা শরীফ অভিমুখে আনিতে চাহিলেন। তখন উচ্চস্বরে চিৎকার দিতে দিতে উক্ত রাখাল চলিয়া গেল এবং অধিবাসীদের সংবাদ দিল। ঐদিকে বাশীর (রা) সঙ্গীদের লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে রাত হইয়া গেল। আর তখনি অতর্কিতে ফাদাকের অধিবাসীরা আসিয়া তাহাদেরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন বাশীর (রা)-এর পক্ষ হইতে সঙ্গীগণ তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শেষ অবধি সাহাবীগণের তীর নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভোর হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন। আর অমনি স্থানীয় লোকজন আসিয়া তাঁহাদের উপর

চড়াও হইল এবং বাশীর (রা)-এর সঙ্গীদের মারাত্মকভাবে আহত করিতে লাগিল। হযরত বাশীর (রা) প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার উরুতেও ভীষণভাবে আঘাত লাগিল। এমনকি কেহ কেহ বলিল যে, তিনি মারা গিয়াছেন। ইহার পর স্থানীয় অবাধ্যাচরণকারীরা তাহাদের উট-বকরীগুলি লইয়া গেল। এই সংবাদ গাল্বা ইব্ন যায়দ (রা) সর্বাগ্রে রাসূলল্লাহ (সা) কে জানান এবং তারপর বাশীর ইব্ন সা'দ (রা) মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন (আত্-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১১৮)।

এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হইয়াছে, বানূ মুররা-এর উদ্ধত আচরণ দমনে রাসূলল্লাহ (স) বাশীর ইব্ন সা'দ আল-আনসারী (রা)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পছন্দানুযায়ী ত্রিশজন যোদ্ধাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন । তাঁহারা বিজয়ী হওয়ার প্রচণ্ড অভিলাষে যথাসম্ভব দ্রুত সেখানে পৌছান। সেখানে তাহারা স্থানীয়দিগকে বিক্ষিপ্তভাবে কাজে নিয়োজিত দেখেন। তখন তাহাদের উট ও বকরীগুলি কাছে পাইয়া দ্রুত সেইগুলি হাঁকাইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় কিছু লোক তাঁহাদের আগলাইয়া দাঁড়াইল। বাশীর (রা)-এর সঙ্গীগণ অনবরত তীর বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তবে তাহাদের আক্রমণে বাশীর (রা) মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি পথভ্রষ্ট বানূ মুররা-এর তীরের আঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম দল বিজয়ী বেশে গনীমতসহ প্রত্যাবর্তন করে। (আল-মুক্তাফা মিন সীরাতিল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ১৮৫)।

আবার আল-বিদায়া ওয়ান-নিয়াহা গ্রন্থকারের উপস্থাপন অনুযায়ী ইমাম বায়হাকী (র) আল-ওয়াকিদী (র)-এর নিকট হইতে ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-কে ত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবী (রা)-সহ ফাদাক অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁহারা (বানূ মুররা-এর) উট লইয়া আসিতে চাহিলে তাহারা বাধা দেয় এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে হত্যা করিতে থাকে। তিনি সেদিন মহাপরীক্ষায় উপনীত হন এবং পরম ধৈর্য ধারণ করেন। সেখানে তিনি সঙ্গীদিগকে লইয়া যথাসম্ভব যুদ্ধ জয়ের আশায় শত্রুদিগের সামনে টিকিয়া থাকিতে প্রয়াস চালান। কিন্তু শেষ অবধি শত্রুপক্ষ তাহাকে পাইয়া মৃত মনে করিয়া আহতাবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যায়। তিনি সর্বশেষে ফাদাকের এক ইয়াহূদীর নিকট রাত্রিযাপন করেন। তাহার পর আহতাবস্থায় মদীনায় ফিরিয়া আসেন।

আল-ওয়াকিদী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইহার পর গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে একদল সাহাবী (রা) সহ বানূ মুররা-এর দিকে প্রেরণ করেন। গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে কয়েকজন প্রবীণ সাহাবী (রা) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উসামা ইব্ন যায়দ, আবূ মাস'উদ আল-বাদরী ও কা'ব ইব্ন উজরা (রা) উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) মিদ্রাস ইব্ন নুহায়ক নামক বানূ মুররা-এর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন। এই প্রসঙ্গে ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বানূ সালমা-এর বয়স্ক এক ব্যক্তি হইতে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) গালিব ইব্ন আবদিল্লাহ আল-কালবী (রা)-কে বানূ মুররা-এর দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে মিরদাস ইব্ন নুহায়ক আক্রমণের শিকার হন। এই ব্যক্তি ছিল বানূ মুররা-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ। তাহাকে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বর্ণনা হইতে করেন, তিনি বলেন, আমি সেখানে মিরদাস ইব্‌ন নুহায়ক নামক ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষের সহিত দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করি। তাহার উপর আমরা তরবারি চালাইতে উদ্যত হইলে সে বলিতে লাগিল ঃ

اشهد ان لا اله الا الله.

আমরা তাহার নিকট হইতে তরবারি ফিরাইয়া আনিলাম না, এমনকি তাহাকে হত্যা করা হইল। তাহার পর যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-কে যখন আমরা এই ব্যাপারে বলিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে উসামা! لا اله الا الله -এর ব্যাপারে তোমার কার্যকলাপ কেমন হইয়া গেল? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই ব্যক্তি নিহত হওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য لا اله الا الله বলিয়াছে। রাসূলল্লাহ (স) বারবার শুধু বলিতে লাগিলেন, হে উমাসা! لا اله الا الله -এর ব্যাপারে তোমার কার্যকলাপ কেমন হইয়া গেল? আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি তাঁহাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি বলিতে লাগিলাম, আমার ইসলাম গ্রহণের পর হইতে কখনও এমনটি হয় নাই। আমি তাহার পর আরও বলিলাম, আমি আল্লাহ্‌র নামে ওয়াদা করিতেছি, আর কখনও এমন লোককে আমি হত্যা করিব না যে বলে, لا اله الا الله ; নবী করীম (স) বলিলেন, (এই ওয়াদা) আমার পরও (পালন করিবে তো), হে উসামা! আমি বলিলাম, আপনার পরও।

এই প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ (র) ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার আমাদের কয়েকজনকে 'হুরুকাতে' প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে প্রভাত করিলাম। সেখানে এক ব্যক্তির আচরণ এমন ছিল, যখন আমরা লোকজনের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতাম তখন সে আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের পক্ষে কঠোর অবস্থান নিত । আর যখন তাহারা পালাইতে চাহিত, সেই ব্যক্তি তাহাদের আশ্রয় দিত। আমি এবং আনসারী এক সাহাবী সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলাম । সে আমাদের কবলে পড়িয়া বলিল, لا اله الا الله; ইহাতে আনসারী সাহাবী পরবর্তী আক্রমণ হইতে বিরত থাকিলেন, কিন্তু আমি লোকটাকে হত্যা করিলাম। ইহার পর এই সংবাদ রাসূলল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে উসামা! লোকটি لا اله الا الله বলার পরও তুমি তাহাকে হত্যা করিলে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো হত্যা হইতে বাঁচিবার জন্য لا اله الا الله পড়িয়াছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত বাণীটি বারবার বলিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম, আমি পূর্বে মুসলমান না হইয়া আজই যদি মুসলমান হইতাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২২১)!

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ আল-বাসরী, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদর, বৈরূত তা.বি.; (২) আল-হাসান ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন হাবীব, আল-মুক্‌তাফা মিন সীরাতিল মুসতাফা, দারুল হাদীছ, কায়রো ১৯৯৬ খৃ., ১ম সংস্করণ, তাহকীক ড. মুসতাফা' মুহাম্মাদ হুসায়ন আয-যাহাবী; (৩) আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন কাছীর আল-কারশী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মাক্‌তাবাতুল মা'আরিফ, বৈরূত তা. বি.।

কামরুল হাসান

সারিয়্যা বাশীর ইব্ন সা'দ আল-আনসারী (রা)

৭ম হিজরীর শা'বান/৬২৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হযরত বাশীর ইব্ন সা'দ আল-আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে ৩০ জন সৈন্যের একটি বাহিনীর ফাদাকের নিকটবর্তী বানূ মুররা এলাকায় একটি অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল (তারীখ, তাবারী ৩খ., পৃ. ৯৯, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১১৮, ১১৯; আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ১৪১; সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫২)। ফাদাক ছিল খায়বারের পার্শ্ববর্তী একটি কৃষি প্রধান ইয়াহূদী বসতি। মদীনা হইতে ইহার দূরত্ব দুই অথবা তিন দিনের পথ (মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ২৩৮; আল-মুনজিদ ফিল-আলাম, পৃ. ৫২০)। মুসলিম সৈন্যগণ বানূ মুররার এলাকায় পৌঁছিলে সেখানে বহু সংখ্যক পশুসহ রাখালদিগকে দেখিতে পাইলেন, গোত্রের লোকজনকে দেখিতে পাইলেন না। রাখালদের নিকট তাহাদের সন্ধান চাওয়া হইলে তাহারা জানাইল যে, তাহারা বিভিন্ন স্থানে তাহাদের কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত আছে। তাহারা আজ এই জলাশয় কেন্দ্রিক বসতিতে অবস্থান করিতেছে না (শারহুল মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫০; সীরাত হালাবী, ২খ., পৃ. ১৮৬; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১১৯)। অগত্যা হযরত বাশীর (রা)-এর বাহিনী তাহাদের বকরী ও উষ্ট্রীসমূহ হাঁকাইয়া লইয়া মদীনা মুনাওয়ারার দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

ইতোমধ্যে তাহাদের সতর্ককারীর বিকট চিৎকারে মুররা গোত্রের লোকজন ঐক্যবদ্ধ হইয়া (হযরত বাশীর (রা)-এর বাহিনীর) পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং সন্ধ্যার দিকে তাহাদের নাগাল পাইয়া তীর বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুই পক্ষের মধ্যে সারারাত্রি তীর-ধনুকের তুমুল সংঘর্ষ চলিল। এক পর্যায়ে হযরত বাশীর (রা)-এর বাহিনীর সকল তীর নিঃশেষিত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে তাহারা একযোগে কঠিন আক্রমণ চালাইয়া বাশীর (রা)-এর অধিকাংশ সৈন্যকে, মতান্তরে কিছু সংখ্যক সৈন্যকে শহীদ করিল (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮; কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭২৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫০; সীরাত আল-হালাবী. ৩খ., পৃ. ১৮৬; হযরত মুহাম্মাদ, পৃ. ২৮৫; আয়নুল ইয়াকীন, পৃ. ১১০; নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ২৩৪; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১১৯) হযরত বাশীর ইব্ন সা'দ (রা) প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া মারাত্মকভাবে আহত হইলেন এবং লাশের সারিতে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহার পায়ের গোড়ালীতে প্রচণ্ড আঘাত করিলেও তিনি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করিলেন না। তাহারা মনে করিল, তিনি জীবিত নাই। তাহারা তাহাদের বকরী ও উষ্ট্রীসমূহ লইয়া নিজেদের এলাকায় ফিরিয়া গেল (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১১৯)।

এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণের বিপর্যয়ের সংবাদ লইয়া হযরত উল্‌বা ইব্‌ন যায়দ আল-হারিছী আল-আওসী যথাশীঘ্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া আসিলেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৯৯; আল-ইসতী'আব, ৩খ., পৃ. ১২৪৫; শারহু আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫০)। এদিকে যুদ্ধাহত হযরত বাশীর (রা) লাশের সারি হইতে উঠিয়া চুপিসারে পথ চলিয়া ফাদাক পৌছাইলেন এবং তাঁহার একজন ইয়াহূদী বন্ধুর নিকট আশ্রয় লইলেন। ফাদাকে এক রাত্র, মতান্তরে কয়েক রাত্র অবস্থানের পর কিছু সুস্থ হইয়া তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন (আল-মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭২৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫২; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৪৮; আর-রাহীক আল-মাখতূম, ৪২৯; আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ২১৭)।

বানূ মুররা এলাকায় যুদ্ধ শেষ করিয়া যুদ্ধাহত সেনাধ্যক্ষ হযরত বাশীর (রা) ঘটনাক্রমে ফাদাকে পৌছাইয়াছিলেন বলিয়া এই যুদ্ধাভিযানের সহিত ফাদাক নামক স্থানটির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র তথা বানূ মুররা এলাকা এবং ফাদাক এলাকা অভিন্ন নহে। এই কারণে ফাদাককে যুদ্ধস্থান শনাক্ত না করিয়া ফাদাক-এর নিকটবর্তী বানূ মুররা এলাকাকে যুদ্ধস্থান শনাক্ত করা অধিকতর সহীহ। মুররা গোত্র ফাদাকে বসবাস করিত না, তাহারা বসবাস করিত ফাদাক-এর কাছাকাছি এক এলাকায় (সীরাত আল-হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৬; শারহু আল-মাওয়াহিব, ২খ., পৃ. ২৫০)।

বানূ মুররা কর্তৃক হযরত বাশীর (রা) ও তাঁহার সৈনিকগণের আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শুনিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে হযরত গালিব ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-এর নেতৃত্বে ২০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী উক্ত এলাকায় যথাশীঘ্র প্রেরণ করিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ৭২৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫২; রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৩৫২)। ভিন্নমতে হযরত বাশীর (রা)-এর অভিযানের প্রায় দুই মাস পর অর্থাৎ ৮ম হিজরীর সাফার/ ৬২৯ খৃস্টাব্দের জুন মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত গালিব (রা)-কে (দ্র. ফাদাক-এর বানূ মুররা এলাকায় হযরত গালিব ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-লায়ছী (রা)-এর অভিযান) উক্ত এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১২৬; সীরাত হালাবী, ৩খ., পৃ. ১৮৯; আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ১৪৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, দারুল কালাম, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৯৯; (২) ইব্‌ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলিল্লাহ (স), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা অনু. ১৯৯২, ৩খ., পৃ. ৬৬৫; (৩) ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, আল-মাকতাবুত তাওফীকিয়্যা, তা. বি., ৪খ., পৃ. ১৯১; (৪) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, দারু সাদির, তা. বি., ২খ., পৃ. ১১৮, ১১৯, ১২৬; (৫) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ইংল্যান্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬ খৃ., ২খ, পৃ.

৭২৩; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, দারু ইহ্‌য়াইত্‌ তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৮/১৯৮৮, ৪খ., পৃ. ২৫২; (৭) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা, মক্কা মুআজ্‌জামা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৪১; (৮) আয্‌-যুরকানী, শারহু আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত, দারুল মা'রিফা ১৩৯৩ হি. ১৯৭৩ খৃ., ২খ., পৃ. ২৫০; (৯) আল-হালাবী, আস্‌-সীরাত, বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, তা. বি., ৩খ., পৃ. ১৮৬; (১০) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৪৬, ১৪৭; (১১) শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, বৈরূত, মুওয়াস্‌সাতু উলূমিল কুরআন, ১৩৯৮/১৯৭৮, এবং কায়রো, মিসর তা. বি., পৃ. ২৩৪; (১২) মুহাম্মদ রাশীদ কায়লানী, আয়নুল ইয়াকীন, বৈরূত, দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১১০; (১৩) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৩৯৫/১০৭৫, পৃ. ২৮৫; (১৪) আস্‌-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, মিসর, আল-মাত্‌বাআতুল জামালিয়া ১৯৯৪ খৃ., ৪খ., পৃ. ২৩৪; (১৫) ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৪৮; (১৬) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, কুতুবখানা রশীদিয়া, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ২১৭; (১৭) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মক্কা মুআজ্‌জামা, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, ১৪০০/১৯৮০, পৃ. ৪২৯; (১৮) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, বৈরূত, দারু ইহ্‌য়াহিত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৯৫; (১৯) ইব্‌ন আবদিল বার্‌র, আল-ইসতীআব, কায়রো, মাকাতাবাতু নাহদাত, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৭২, ১৭৩; (২০) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, কায়রো, দারুল ফিকর, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৫৮, ২খ., পৃ. ৪৯৯; (২১) ঐ লেখক, তাকরীবুত তাহযীব, হালাব, দারুর রাশাদ, পৃ. ১২৫; (২২) ড. মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, রসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৪, বাংলা অনু. পৃ. ৩৫২, ৩৫৩; (২৩) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি., ৪খ., পৃ. ২৩৮; (২৪) আল-মুনজিদ ফিল-আলাম, বৈরূত, দারুল মাশরিক, তা. বি., পৃ. ৫২০; (৩৬) ইব্‌ন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, দারু ইহ্‌য়াইত্‌ তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৮/১৯৮৮ ; (২৮) আল-মিয্‌যী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত ১৪১৪ হি./ ১৯৯৪ খৃ., ৩খ., পৃ. ১০৮।

আহমদ আবদুল কালাম

সারিয়্যা ইব্ন আবিল 'আওজা

আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুসারে সপ্তম হিজরী সনের যুল-কা'দা (মতান্তরে যুল-হিজ্জা, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৬৮) মাসে, "উমরাতুল কাযা" সমাপনের পর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত আখরাম ইব্ন আবিল 'আওজা আস-সুলামী (রা)-এর অধীনে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর একটি দল তাহারই গোত্র বানূ সুলায়মের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে মুসলমানদের এই অভিযানের আগাম সংবাদ পাইয়া সেই গোত্রের অনেক লোক একত্র হইল। ইতোমধ্যে হযরত ইব্ন আবিল 'আওজাও তথায় পৌঁছিলেন। তিনি গোত্রের লোকদিগকে তথায় একত্র দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তখন তাহারা ছিল মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অতএব তাহারা দাওয়াত অগ্রাহ্য করিল এবং বলিল, "যেই জিনিসের দাওয়াত তোমরা আমাদিগকে দিয়াছ, উহার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই"।

অতঃপর তাহারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করিল। নিরুপায় হইয়া তখন মুসলমানগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ তীর বিনিময় হইল। ইহার মধ্যে বানূ সুলায়ম গোত্রের লোকদের জন্য পিছন হইতে সাহায্য আসিতে লাগিল। এক পর্যায়ে তাহারা মুসলমানদের ক্ষুদ্র এই দলটিকে ঘিরিয়া ফেলিল। হযরত ইব্ন আবিল 'আওজা (রা) তখন প্রচণ্ডভাবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রতিরোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কারণ বিরোধী পক্ষের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।

শেষ পর্যন্ত ঐ যুদ্ধে হযরত ইব্ন আবিল 'আওজার সঙ্গীদের প্রায় সকলেই শহীদ হইলেন। তিনি নিজেও গুরুতর আহত হইলেন। কাফিরগণ তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি তাহার অবশিষ্ট সঙ্গীদেরকে লইয়া অতিকষ্টে অষ্টম হিজরী সনের সফর মাসের প্রথম তারিখে মদীনায় পৌঁছেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১২৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, আল্-কামিল ফিত্-তারীখ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., ২খ., পৃ. ১০৭; (২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ., ৪খ., পৃ. ২৬৮; (৩) ইব্ন সাদ, আত্-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত, দারু সাদির (دار صادر), তা. বি., ২খ., পৃ. ১২৩; (৪) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, দারুল কালাম, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৯৯; (৫) শিবলী নো'মানী, সীরাতুন নবী (স), দারুল ইশা'আত, করাচী, ১৯৮৫, ১খ., পৃ. ৩৪৪; (৬) মাও. ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতল মুস্তাফা, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, তা.বি., ২খ., পৃ. ৪৫৬।

সারিয়্যা যাতু আত্‌লাহ্‌

রাসূলুল্লাহ (স) অষ্টম হিজরী সনের রবী'উল আওয়াল মাসে হযরত কা'ব ইব্‌ন উমায়র আল-গিফারী (রা)-এর নেতৃত্বে পনর জনের একটি দল সিরিয়ার "যাতু আত্‌লাহ" অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই স্থানটি সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা 'ওয়াদিল কুরা"-এর পশ্চাতে অবস্থিত। সেইখানে পৌঁছিয়া হযরত কা'ব কাফিরদের একটি বিরাট দল দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কাফিররা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মুসলমানগণও নিরুপায় হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

এই যুদ্ধে মাত্র একজন গুরুতর আহত ব্যক্তি ব্যতীত (যাঁহাকে কাফিররা মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া গিয়াছিল) মুসলমানদের বাকী সকলেই শহীদ হইলেন। রাত্রির অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা যখন চতুর্দিকে ছাইয়া গেল, তখন তিনি (অর্থাৎ সেই আহত ব্যক্তি) অতি কষ্টে উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৪৭)। তিনি মদীনায় পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট হইতে এই মর্মবিদারক কাহিনী শুনিতে পাইলেন। তিনি (স) উহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে কাফিররা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তাই রাসূলুল্লাহ (স) সেইদিকে আর অভিযান প্রেরণ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত,১৯৮৭, ২খ., পৃ. ১০৯; (২) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ্‌য়াইত্‌ তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৮৮, ৪খ., পৃ. ২৭৪; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, দারুল কালাম, তা. বি., ২খ., পৃ. ১২৭; (৪) ইব্‌ন জারীর আত্‌-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, দারুল কালাম, তা.বি., ৩খ., পৃ. ১০৩; (৫) শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী (স), দারুল ইশা'আত, করাচী, মে ১৯৮৫, ১খ., পৃ. ৩৪৪।

রশিদ আহমদ

গাযওয়া মূ'তা

স্থান পরিচিতি

সিরিয়া সীমান্তের একটি স্থানের নাম মূ'তা (مؤتة)। আরবীতে এই শব্দটি দুই ধরনে উচ্চারিত হয়। পেশযুক্ত মীম ও হামযাবিহীন ওয়াও বর্ণে সাকিন সহকারে। এইরূপ উচ্চারণের অনুকূলে আল-মুবাররাদ সুদৃঢ় অভিমত পোষণ করিয়াছেন। তবে অনেকে হামযা সহকারে উচ্চারণ করিয়াছেন। ছা'লাবী, আল-জাওহারী ও ইব্ন ফারিস হামযা সহকারে উচ্চারণের পক্ষে দৃঢ় মত পোষণ করিয়াছেন (ফাতহুল-বারী, ৭খ., পৃ. ৫১০)। ছা'লাবী বলেন, হামযাবিহীন মূতা-র অর্থ হইল পাগল এবং যেই শহরে জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) শাহাদত বরণ করিয়াছেন সেই শহরের নাম হইল হামযা সহকারে উচ্চারিত মূ'তা (مؤتة)।

আন-নাদর বলেন, হামযাবিহীন মূতা ঐ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য যে উন্মাদ হইবার পর আবার সুস্থ হইয়া উঠে। আল-লাহয়ানী বলেন, মূতা (হামযাবিহীন) বলা হয় যাহার বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। আর মূ'তা (হামযা সহকারে) শাম (সিরিয়া) সীমান্তের অন্যতম জনপদ। কেহ কেহ বলেন, মূ'তা হইল শামের উচ্চভূমিসমূহের একটি স্থান। এই স্থানে তরবারি উপর মোহর অংকন করা হয়। ইহার দিকেই সম্পর্ক করিয়া অনেক তরবারিকে আল-মাশরাফিয়্যা বলিয়া অভিহিত করা হয় (মু'জামুল বুলদান, ৫খ., ২১৯, ২২০)।

ইমাম বুখারী মূ'তা নামক স্থান সম্পর্কে বলেন, الشَّام। অর্থাৎ মূ'তা হইল শামের একটি স্থানের নাম (সাহীহুল বুখারী, বাব গাযওয়াতি মূ'তা মিন আরদিশ-শাম)। ইবন ইসহাক বলেন, মূ'তা আল-বালকা' নামক স্থানের পার্শ্বস্থিত একটি স্থানের নাম। আল-কিরমানী বলেন, মু'তা বায়তুল মাকদিস হইতে দুই মারহালা দূরে অবস্থিত ('উমদাতুল কারী, ১৭ খ., ২৬৭)।

কেহ কেহ বলেন, ইহা সিরিয়ার উচ্চভূমির একটি স্থান যাহা "আযরুহ" হইতে বার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে জা'ফার ইবন্ আবী তালিব (রা), যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কবর রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের কবরের উপর পৃথক পৃথকভাবে সৌধ নির্মিত রহিয়াছে (মারাসিদুল ইত্তিলা', ৩খ, ১৩৩০)।

কাহারও মতে, "মূ'তা একটি শহর যাহা জর্দানের পূর্বদিকে Dead Sea (মরুসাগর)-এর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পূর্ব অভিমুখে এবং কারাক অঞ্চল হইতে দক্ষিণ দিকে দুই ঘণ্টার পথ দূরত্বে উর্বর সমতল ভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত" (ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলাদেশ, ২০খ, পৃ. ১)। "উক্ত শহর ৮ম হিজরীর ১ জুমাদাল- উলা তারিখের একটি অসম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত"।

একটি মতে মূ'তা হইল সিরিয়ার এলাকাধীন। ইহা বালকা ভূমির শুরুতেই অবস্থিত (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩৫; যাদুল মা'আদ, তা. বি. ২খ., ১৫৫)।

যুদ্ধের কারণ

শুরাহবীল ইবন 'আমর আল-গাসসানী ছিল রোম সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত সিরিয়ার শাসক। রাসূলুল্লাহ (স) বানূ লাহাবের আল-হারিছ ইব্ন 'উমায়র আল-আযদীকে বুসরার শাসকের নিকট তাঁহার একখানা চিঠিসহ প্রেরণ করেন। শুরাহবীল তাহাকে বন্দী করে এবং হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ পাইয়া খুবই মর্মাহত হইলেন এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি একটি সেনাঅভিযান প্রেরণ করিলেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., ১৫৫)। দূত হত্যা অমার্জনীয় অপরাধ, অন্যদিকে শুরাহবীলের এই কাজটি ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। কৃত এই অন্যায় ও অপরাধের প্রতিবিধানকল্পে রাসূলুল্লাহ (স) ৩ হাজার সেনার একটি বাহিনী প্রেরণ করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ১)।

স্থানটি যদিও অনেক দূরবর্তী এবং দেশের সীমার বাহিরে ছিল, এতদসত্ত্বেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সেনা অভিযান পরিচালনা করেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩৫)। হারিছ ইবন 'উমায়র আল-আযদী রওয়ানা হইয়া মূ'তা নামক স্থানে পৌঁছিলে শুরাহবীল তাহার মুখামুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? তিনি বলিলেন, শামে যাইতেছি। সে বলিল, সম্ভবত "তুমি মুহাম্মাদের দূত"। তিনি ইতিবাচক জওয়াব দিলেন। ইহাতে সে হারিছ (রা)-কে হত্যা করে। ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন দূতকে হত্যা করা হয় নাই। রাজ-দরবারের দূতগণের নিরাপত্তা সর্বজন স্বীকৃত ছিল (মাদারিজুন নুবুওয়া, ৪৫৩)।

সেনা অভিযানের কাল

'উরওয়া হইতে "মাগাযী আবিল আসওয়াদ"-এ বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) সেনাদলকে মূ'তার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে। ইব্ন ইসহাক ও মূসা ইব্ন 'উকবা প্রমুখ মাগাযী গ্রন্থকারগণ অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই। তবে "খলীফা" তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই অভিযান সপ্তম হিজরী সনে পরিচালিত হইয়াছিল (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৫১১)। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক "উমরাতুল কাদার" কথা উল্লেখ করিবার পর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যুল-হিজ্জা মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি এবং মুহাররম, সাফার, রাবী'উল আওয়াল ও রবী'উছছানী মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করিবার পর জুমাদাল উলা মাসে সেই সৈন্যদলকে শামের দিকে প্রেরণ করেন, যাহারা মূ'তা অভিযানে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আরও বলেন, 'উরওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মূ'তা অভিমুখে ৮ম হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়ছিলেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪১)।

সেনাপতি নিয়োগ

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) ধারাবাহিকভাবে তিনজন সেনাপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন। এই তিনজনের অনুপস্থিতিতে চতুর্থ সেনাপতি নির্বাচনের দায়িত্ব উপস্থিত মুসলমানগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম হইলেন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা), তিনি শাহাদাত বরণ করিলে মহানবী (সা-এর চাচাত ভাই জা'ফার ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), তিনিও শহীদ হইলে কবি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। একমাত্র এই অভিযানেই রাসূলুল্লাহ (স) পর্যায়ক্রমে তিনজন সাহাবীকে সেনাপতি নিয়োগ করিয়াছিলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., (পৃ. ১)। আল-ওয়াকিদী তদীয় সূত্রে আল-হাকাম হইতে নিম্নোক্ত রিওয়ায়তটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল-হাকাম বলেন ঃ

جَاءَ النُّعْمَانُ بْنُ فَنْحَصٍ الْيَهُوْدِىُّ فَوَقَفَ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ اَمِيْرُ النَّاسِ فَاِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاِنْ قُتِلَ عَبْدَ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُوْنَ بَيْنَهُمْ رَجُلاً فَلْيَجْعَلُوْهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النُّعْمَانُ اَبَا الْقَاسِمِ اِنْ كُنْتَ نَبِيًا فَلَوْ سَمَّيْتَ مَنْ سَمَّيْتَ قَلِيْلاً اَوْ كَثِيْراً أُصِيْبُوْا جَمِيْعًا اِنَّ الاَنْبِيَاءَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا سَمُّوا الرَّجُلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالُوْا اِنْ أُصِيْبَ فُلاَنُ فَفُلاَنٌ فَلَوْ سمُّوْا مِائَةً أُصِيْبُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ جَعَلَ يَقُوْلُ لِزَيْدٍ اَعْهُدُ فَاِنَّكَ لاَ تَرْجِعُ اَبَداً اِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا فَقَالَ زَيْدٌ اَشْهَدُ اَنَّهُ نَبِيٌّ صَادِقٌ بَارٌّ (رواه البيهقى).

"নু'মান ইব্‌ন ফানহাস ইয়াহূদী আসিয়া লোকজনের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দাঁড়াইল। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যায়দ ইব্‌ন হারিছা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি, যায়দ শহীদ হইলে জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব, জা'ফার শহীদ হইলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা শহীদ হইলে মুসলিমগণ তাহাদের পছন্দমত এক ব্যক্তিকে তাহাদিগের সেনাপতি নিযুক্ত করিবে। ইহা শুনিয়া নু'মান বলিল, হে আবুল কাসিম! আপনি যদি নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি যতজনের নাম উচ্চারণ করিবেন সকলেই শহীদ হইবে। বানী ইসরাঈলের নবীগণ যখন কোন ব্যক্তিকে কোন গোত্রের উপর নির্ধারণ করিয়া দিতেন তখন যদি তাহারা বলিতেন অমুক নিহত হইবে তাহা হইলে সে নিহত হইত। তাহারা যদি এক শত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিতেন তাহা হইলে সকলেই নিহত হইত। অতঃপর নু'মান যায়দ (রা)-কে বলিল, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি মুহাম্মাদ নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তুমি কখনও ফিরিয়া আসিবে না। তাহার উত্তরে যায়দ (রা) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি সত্যবাদী পুণ্যবান নবী" (বায়হাকী আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪১)।

সীরাতবিদগণ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন তখন জা'ফার ইব্ন আবী তালিব আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এই আশা ছিল না যে, আপনি সেনাপতি নিযুক্ত করিতে আমার উপর যায়দকে প্রাধান্য দিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে জা'ফার! তুমি অভিযানে রওয়ানা হও এবং আল্লাহ্র রাসূলের আদেশের অনুগত হও। তুমি একথা অবগত নও যে, তোমার কল্যাণ কোন কাজে রহিয়াছে (মাদারিজুন নুবুওয়া, ২খ., ৪৫৪)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-র ক্রন্দন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্যে তাঁহার কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন, রওয়ানা করিবার প্রাক্কালে লোকজন যখন রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতিগণকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানাইতে লাগিলেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, হে রাওয়াহা পুত্র! কোন জিনিস আপনাকে ক্রন্দন করিতে উদ্বুদ্ধ করিল ? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা নাই, তোমাদের ভালবাসাও আমাকে ক্রন্দন করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ্র কিতাবের একখানা আয়াত পাঠ করিতে শুনিয়াছি যাহাতে তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আয়াতটি এই ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ٠

"এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (১৯ ঃ ৭১)।

আমি জানি না, সেখানে অবতরণ করিবার পর আমার কি হইবে। মুসলিমগণ তদুত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আপনাদের সঙ্গী হইবেন, আপনাদের কষ্ট লাঘব করিবেন এবং আমাদের নিকট আপনাদিগকে পুণ্যবান ও বিজয়ী হিসাবে ফিরাইয়া আনিবেন। তাহাদের এই কথা শুনিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

وَلٰكِنَّنِىْ اَسْاَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً - وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

اَوْ طَعْنَةً بِيَدَىْ حَرَّانَ مُجْهِزَةٍ - بِحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتَّى يَقُوْلُوْا اِذَا مَرُّوْا عَلَى جَدَثِىْ - يَا اَرْشَدَهُ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا ٠

"কিন্তু আমি পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং এমন আঘাত হানার যাহা রক্তের ফোয়ারা বহাইয়া দিতে সক্ষম হয়।

"অথবা আমার হাতের দ্বারা কোন কট্টর কাফিরের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত যাহা নাড়ি-ভুঁড়ি ও কলিজা ভেদ করিবে।

"ইহার ফলে লোকেরা আমার কবর অতিক্রমকালে বলিবে, আল্লাহ এই যোদ্ধাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন এবং প্রকৃতপক্ষে সে সরল পথ প্রাপ্ত ছিল"।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইহার পর লোকজন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বিদায় জানাইলে 'আবদুল্লাহ (রা) কবিতার আকারে বলিলেন ঃ

فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ حَسَنٍ - تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْراً كَالَّذِيْ نُصِرُوْا

اِنِّيْ تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ نَافِلَةً - اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ ثَابِتُ الْبَصَرِ

اَنْتَ الرَّسُوْلُ فَمَنْ يُحْرَمْ نَوَافِلَهُ - وَالْوَجْهُ مِنْهُ فَقَدْ اَزْرٰى بِهِ الْقَدَرُ.

"(হে আল্লাহ্র রাসূল!) আল্লাহ আপনাকে যেই সৌন্দর্য দান করিয়াছেন তাহাতে তিনি আপনাকে সুদৃঢ় রাখুন, যেইভাবে মূসা (আ) ও তাঁহার সাহায্যকারিগণকে সুদৃঢ় রাখিয়াছিলেন।

"আমি স্বীয় অন্তরদৃষ্টিতে দেখিয়াছি যে, আপনার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রহিয়াছে। আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত আছেন যে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা নিশ্চিতভাবে জানিয়াই বলিতেছি।

"আপনি আল্লাহ্র রাসূল। সুতরাং যেই ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণসমূহ ও সন্তুষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকিবে তাহার ভাগ্যই মন্দ"।

ইব্ন হিশাম বলেন, আমাকে জনৈক কাব্যবিশারদ পংক্তিগুলি এইভাবে শিখাইয়াছেন ঃ

اَنْتَ الرَّسُوْلُ فَمَنْ يُحْرَمُ نَوَافِلَهُ - وَالْوَجْهَ مِنْهُ فَقَدْ اَزْرٰى بِهِ الْقَدَرُ

فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ مُحْسِنٍ - فِي الْمُرْسَلِيْنَ وَنَصْراً كَالَّذِيْ نُصِرُوْا

اِنِّيْ تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ نَافِلَةً - فِرَاسَةً خَالَفَتْ فِيْكَ الَّذِيْ نَظَرُوْا.

"আপনি আল্লাহ্র রাসূল! যেই ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণ সন্তুষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকিবে তাহার ভাগ্যই মন্দ।

"রাসূলদিগের মধ্যে আল্লাহ আপনার গুণাবলী স্থায়ী করুন পূর্ববর্তী সাহায্যপ্রাপ্ত রাসূলগণের মত আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন।

"আমার দিব্যজ্ঞানে আমি বুঝিতে পরিয়াছি যে, আপনার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। আমার এ প্রজ্ঞা আপনার সম্পর্কে মুশরিকদের সম্পূর্ণ বিপরীত"।

ইব্ন ইসহাক বলেন, অতঃপর মুসলিম বাহিনী রওয়ানা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বিদায় জানাইতে বাহির হইয়া আসেন। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কবিতার মাধ্যমে বলেন ঃ

خَلْفَ السَّلَامِ عَلٰى امْرِئٍ وَدَّعْتُهُ - فِي النَّخْلِ خَيْرَ مُشَيِّعٍ وَخَلِيْلٍ.

"বিদায়লগ্নে সেই মহান ব্যক্তিত্বের উপর সালাম বর্ষিত হউক যাঁহার দ্বারা আমি বিদায়ী সম্ভাষণে ভূষিত হইলাম। তিনি হইলেন সর্বোত্তম বিদায় সম্ভাষণকারী ও পরীক্ষিত বন্ধু" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২২১, ১৪২; ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৫৯, ২৬০)।

যুদ্ধাভিযানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার বিলম্ব

ইমাম আহমাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে একটি যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে উহা জুমুআর দিন ছিল। ফলে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার সঙ্গী যোদ্ধাগণকে অগ্রগামী হইতে বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে জুমুআর সালাত আদায়ের নিমিত্ত পিছনে রহিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, সালাত আদায়ান্তে আমি আপনাদের সাথে মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ (স) সালাত আদায় করিবার পর তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, কেন তুমি সকালে রওয়ানা হইলে না? তিনি বলিলেন, আমি আপনার সহিত জুমু'আর সালাত আদায় করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবার বাসনা পোষণ করিয়াছি। তাহার এ মনোবাসনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত উক্তি করিয়াছিলেন ঃ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَدْرَكْتَ غُدْوَتَهُمْ

"জগতের সকল কিছু তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিলেও তাহাদিগের সহিত প্রাতকালে বাহির হইবার পুণ্য লাভ করিতে পারিবে না"।

হাদীছটি ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়া উহার সনদে ত্রুটি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদীছ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মূতার যুদ্ধে সেনাবাহিনী জুমু'আর দিন যাত্রা করিয়াছিল। ইমাম আহমাদ কর্তৃক 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে উপরিউক্ত বর্ণনার অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত রহিয়াছে। তাহা হইল ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اِلى مُوتَةَ فَاسْتَعْمَلَ زَيْدًا فَاِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابْنُ رَوَاحَةَ فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَجَمَعَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَرَاهُ فَقَالَ مَا خَلَّفَكَ فَقَالَ اَجْمَعُ مَعَكَ قَالَ لَغُدْوَةٌ اَوْ رَوحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মূতা অভিমুখে সেনাঅভিযান প্রেরণ করিয়া যায়দ (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। যায়দ শহীদ হইলে জা'ফার (রা) সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, জা'ফারও শহীদ হইলে ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ইব্‌ন রাওয়াহা যাত্রা বিলম্ব করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত জুমু'আর সালাত আদায় করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, রওয়ানা করিতে তুমি বিলম্ব করিয়াছ কেন? তিনি বলিলেন, আপনার সহিত জুমু'আর সালাত আদায় করিবার জন্য। রাসূলুল্লাহ (স)

বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উত্তম” (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ, ২৪২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপদেশ

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম সেনাদলের জন্য একটি সাদা বর্ণের পতাকা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। পতাকাটি তিনি যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে তিনি মুসলিম সেনাদলের উদ্দেশ্যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন ঃ সকলেই হারিছ ইব্‌ন উমায়রের শাহাদাত লাভের স্থানে সমবেত হইয়া এখানকার অধিবাসিগণকে ইসলামের দিকে আহবান করিবে। তাহারা যদি তাহা গ্রহণ করে তাহা হইলে তো ভাল, অন্যথায় আল্লাহ্‌র সাহায্য চাহিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। এই উপদেশ দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বিদায় দানের উদ্দেশ্যে “ছানিয়্যাতুল-ওয়াদা‘ (ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ) পর্যন্ত বাহির হইয়াছিলেন। এই স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি তাহাদিগকে বিদায় জানান। সেনাদল রওয়ানা করিলে অন্যান্য মুসলিমগণ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ

دَفَعَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَرَدَّكُمْ صَالِحِيْنَ غَانِمِيْنَ.

“আল্লাহ তোমাদিগের দুর্ভোগ লাঘব করুন এবং তোমাদিগকে পুণ্যবান বিজেতা হিসাবে প্রত্যাবর্তন করিবার সুযোগ দান করুন” (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., ১২৮)।

যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) কর্তৃক লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। আমি ইয়াতীমদের লালন-পালনের ব্যাপারে তাঁহার মত অন্য কাহাকে দেখি নাই। তিনি যখন মূতা-র উদ্দেশে রওয়ানা করেন তখন আমিও তাঁহার বাহনে আরোহী ছিলাম। রওয়ানার প্রাক্কালে এক রাত্রে তিনি কিছু কবিতা পাঠ করিতেছিলেন যাহা হইতে তাঁহার শাহাদাত লাভের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। এতদশ্রবণে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, হে বৎস! তোমার ইহাতে কি ক্ষতি আছে যদি আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের পিয়ালা পান করান? ইহার ফলে আমি উদয়স্থল, অস্তাচল এবং পার্থিব কলুষতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে আখিরাতে চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করিব। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিয়া সালাত আদায়ে মগ্ন হইলেন এবং মুনাজাত করিলেন। সালাতশেষে আমাকে বলিলেন, হে বৎস! সম্ভবত আল্লাহ আমার দু‘আ কবুল করিয়াছেন এবং আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করিবেন (মাদারিজুন নুবুওয়া, ২খ, ৪৫৬)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুসলমানগণ সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। তিনি বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম বলিয়াছেন, আমি ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর পোষ্য ইয়াতীম ছিলাম। এই সফরে তিনি আমাকেও সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। আমাকে তাহার বাহনের হাওদার পিছনে

বসাইয়া চলিতে শুরু করিলেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, তখন ছিল রাত। চলিবার পথে আমি শুনিতেছিলাম, তিনি নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ আবৃত্তি করিতেছেন :

اِذَا اَدَّيْتَنِىْ وَحَمَلْتَ رَحْلِىْ - مَسِيْرَةَ اَرْبَعٍ بَعْدَ الْحَسَاءِ

فَشَانُكِ اَنْعُمٌ وَخَلاَكِ ذَمٍّ - وَلاَ اَرْجِعُ اِلَى اَهْلِى وَرَائِىْ

وَجَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ وَغَادَرُوْنِىْ - بِاَرْضِ الشَّامِ مُشْتَهِى الثَّوَاءِ

وَرَدَكِ كُلُّ ذِىْ نَسَبٍ قَرِيْبٍ - اِلَى الرَّحْمٰنِ مُنْقَطِعِ الاَخَاءِ

هُنَالِكَ لاَ اُبَالِىْ طَلْعُ بَعْلٍ - وَلاَ نَخْلٌ اَسَافِلُهَا رِوَاءٌ.

"(হে নফস!) তুমি যখন তোমার হক আদায় করিয়াছ এবং আমার হাওদা বোঝাই করিয়া দিয়াছ কংকরময় ভূমি চার দিন সফর করিবার পর,

"তখন তোমার জন্য রহিয়াছে অনেক অনেক নিয়ামত। ইহার অন্যথা করিলে তুমি হইবে নিন্দনীয়। আমি আর পিছনে ফিরিয়া আমার পরিবার-পরিজনের নিকট যাইব না"।

"মুসলিম বাহিনী আমাকে সিরিয়ার মাটিতে আমার কাঙ্খিত শাহাদাত স্থলে রাখিয়া যাইতে আসিয়াছে।

"(হে আমার নফ্স!) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমার নিকটাত্মীয়রা তোমাকে দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে"।

"তথায় না কোন নব অংকুরিত চারা গাছের আমি পরওয়া করিব, না থাকিবে খেজুর গাছের পরওয়া, যাহার শাখাসমূহ ঝুঁকাইয়া আমি তাহার ফল চয়ন করিব"।

যায়দ ইব্‌ন আরকাম বলেন, তাহার এই কবিতাগুলি শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার হাতের ছড়ি দ্বারা খোঁচা দিয়া বলিলেন, বোকা কোথাকার! আল্লাহ্ আমাকে শাহাদাত দান করিবেন, ইহাতে তোমার অসুবিধা কি ? তুমি আমার বাহনের সামনে পিছনে যেখানে ইচ্ছা বসিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তাহার পর সেই সফরের কোন এক মুহূর্তে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নিম্নোক্ত পংক্তিটি সুর করিয়া গাইলেন।

يَا زَيْدُ يَا زَيْدُ الْيَعْمَلاَتِ الذُّبَّلِ - تَطَاوَلَ اللَّيْلُ هُدِيْتَ فَانْزِلْ.

"হে যায়দ! সেইসব দ্রুতগামী বা কর্মপটু উষ্ট্রীর মালিক যায়দ! যেই উষ্ট্রীগুলি উপর্যুপরি সফরে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাত অনেক হইয়া গিয়াছে। তুমি যখন সরল সঠিক পথে রহিয়াছ, সত্বর নামিয়া পড়" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৩; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩ খ., ২৬১)।

মুসলিম বাহিনীর মা'আন নামক স্থানে উপস্থিতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অতঃপর মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হইয়া সিরিয়ার মা'আন নামক স্থানে গিয়া উপনীত হয়। ইত্যবসরে মুসলিমগণ অবগত হইল যে, হিরাক্লিয়াস বালকার মাআব নামক

স্থানে এক লক্ষ রোমক বাহিনী লইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে লাখম, জুযাম, বুলকীন, বাহরা ও বালা গোত্রের এক লক্ষ সৈন্য। ইহাদের নেতৃত্ব দিতেছে বালা গোত্রের মালিক ইব্ন যাফিলাঃ নামক এক ব্যক্তি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪২)। ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিমগণের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমক বাহিনী ও এক লক্ষ খৃষ্টান আরব বাহিনী লইয়া মাআব নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে (আল-বিদায় ওয়ান-নিহায়া, ৪খ, ২৪২)।

'আল্লামা দিহলাবী বলেন, যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মুসলিম বাহিনী লইয়া মূতা অভিমুখে রওয়ানা হইলে শত্রুগণ ইহার সংবাদ পাইল এবং শুরাহ্বীল এক বিরাট বাহিনী গঠন করিল। মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার মা'আন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিল। এই স্থানে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের বিরাট বাহিনীর সংবাদ পাইল। শুরাহবীল তদীয় ভাই শাদূসের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন লোকের একটি দল মুসলিম বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিল। মুসলিম বাহিনী ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে শাদূসকে হত্যা করিল। তাহার সঙ্গীগণ পালাইয়া গেল। শূরাহবীল এই সংবাদ পাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল এবং তাহার অপর ভাইকে হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিল। হিরাক্লিয়াস একটি বাহিনী শুরাহবীলের সাহায্যার্থে প্রস্তুত করিল। আরব গোত্রীয় অনেক মুশরিকও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। ফলে শত্রুদের সংখ্যা এক লক্ষের উর্ধ্বে চলিয়া গেল (মাদারিজুন-নুবুওয়াত ২খ., ৪৫৬-৪৫৭)।

এই সংবাদ লাভে মুসলিম বাহিনী সেখানে দুই রাত অবস্থান করিল। এই সময় তাহারা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করিলেন। তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, পত্র লিখিয়া আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে শত্রুদের সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করিব। ইহাতে তিনি হয়ত আরও সৈন্য পাঠাইয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন কিংবা অন্য কোন নির্দেশ প্রদান করিবেন। সেইমতে আমরা পরবর্তী কাজ করিব।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এই মুহূর্তে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) মুসলিম সৈন্যদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, "লোকসকল, আল্লাহ্র শপথ! এই মুহূর্তে তোমরা যাহা ভাল মনে করিতেছ না, সেই শাহাদাত লাভের নিমিত্ত তোমরা বাহির হইয়াছিলে। আমরা (মুসলমান) সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের উপর নির্ভর করিয়া জিহাদ করি না। সেই দীনের জন্য আমাদের জিহাদ যাহার দ্বারা আল্লাহ আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। অতএব সম্মুখ পানে অগ্রসর হও! দুই কল্যাণের একটি আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী; হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত"। ইব্ন ইসহাক বলেন, তাঁহার এই ভাষণ শ্রবণে সকলেই বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! ইব্ন রাওয়াহা যথার্থ বলিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) এই জড়তা দূর করণার্থে কবিতার মাধ্যমে বলেন ঃ

جَلَبْنَا الْخَيْلَ مِنْ اَجَاءَ وَفَرْعٍ - تُغَرُّ مِنَ الْحَشِيْشَ لَهَا الْعُكُوْمُ
حَذَوْنَاهَا مِنَ الصُّوَانِ سَبْتًا - اَزَلُّ كَاَنَّ صَفْحَتَهُ اَدِيْمُ

أَقَـامَتْ لَيْـلَتَيْنِ عَـلى مَعَانٍ - فَـأعْـقَـبَ بَعْدَ فَتْرَتِهَا جُمُوْمٌ

فَـرُحْنَا وَالْـجِيَادُ مُسَوَّمَاتٍ - تَـنَـفَّـسُ فِيْ مَنَاخِرِهَا السُّمُوْمُ

فَـلاَ وَأَبِـىْ مَـآبُ لَـنَاتِيَنَّهَا - وَإنْ كَـانَـتْ بِـهَـا عَـرَبٌ وَرُوْمُ

فَـعَبَأْنَـا أعِـنَّـتَـهَا جَاءَتْ - عَـوَابِـسُ وَالْـغُبَـارُ لَـهَـا بَـرِيْمٌ

بِذِىْ لَجَبٍ كَأَنَّ الْبِيْضَ فِيْهِ - إذَا بَـرَزَتْ قَـوَانِـسُهَا النُّجُوْمُ

فَـرَاضِيَـةُ الْمَعِشَةِ طَلَّقْتُهَا - أسِـنَّـتُـهَا فَـتَنْـكِـحُ أوْ تَـئِيْـمُ

"আজা' ও ফারা' গিরিকন্দর হইতে আমরা সেই সকল অশ্ব লইয়া বাহির হইয়াছি, যেইগুলিকে খাওয়ানো হয় বোঝা বোঝা ঘাস"।

"আমরা পরাইয়া দিয়াছি সেইগুলির পায়ে এমন লৌহ পাদুকা যাহার উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ এবং চর্মের ন্যায় কোমল"।

"মা'আন নামক স্থানে দুই রাত অবস্থান করিবার পর দুর্বলতা বা স্থবিরতা দূর হইয়া জাগিয়া উঠে নব উদ্যম"।

"ইহার পর শুরু হয় আমাদের অভিযান। আমাদের চিহ্নিত অশ্বগুলি তখন নাসারন্ধ্রে গ্রহণ করিতেছিল উষ্ণ বায়ু"।

"আমি আমার পিতার শপথ করিয়া বলিতেছি! প্রতিপক্ষ আরবের হউক অথবা রোমের হউক মাআবে আমরা পৌছিবই"।

"তাহার পর আমরা অশ্বগুলির লাগাম টানিয়া ধরি। ফলে সেইগুলি অত্যন্ত অনীহা সত্ত্বেও অপ্রসন্ন মুখে এবং ধূলি ধূসরিত অবস্থায় থমকিয়া দাঁড়ায়"।

"এইসব অশ্ব এমন এক উদ্দীপিত বাহিনীর সহিত আসিয়াছে যাহাদের শিরস্ত্রাণগুলি নক্ষত্রমালার মত চমকাইতেছিল"।

"অবশেষে বিলাসমত্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মহিলাগণকে আমাদের বল্লমসমূহ পরিত্যাগ করে। তাহারা ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অথবা বিধবার জীবন অতিবাহিত করিতে পারে" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ২৬০-২৬১; আর-রাওদুল-উনুফ, ৪খ., ৭১)।

শত্রুর সহিত মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা

ইব্ন ইসহাক বলেন, অতঃপর মুসলিম বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বালকা' সীমান্তে উপনীত হইলে মাশারিফ নামক জনপদে তাহাদের সহিত হিরাক্লিয়াসের রোমক ও আরব বাহিনীর মুখামুখি সাক্ষাত ঘটে। শত্রুদল তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলে মুসলিম বাহিনী একটু

দূরে সরিয়া পার্শ্ববর্তী মূতা নামক একটি পল্লীতে অবস্থান গ্রহণ করে। এই স্থানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসিলম বাহিনীকে এইভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে, ডান ভাগের (মায়মানা) দায়িত্ব বনী 'আযরা গোত্রের কুতবা ইব্ন কাতাদা-র উপর অর্পণ করা হয় এবং বাম অংশের (মায়সারা) দায়িত্ব 'ইবায়া ইব্ন মালিক (عباية بن مالك) নামীয় একজন আনসার সাহাবীর উপর ন্যস্ত করা হয়। ইব্ন হিশামের মতে, তাঁহার নাম 'উবাদা ইব্ন মালিক (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৬২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৪)। এই প্রসঙ্গে ওয়াকিদী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখযোগ্য।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْتُ مُوْتَةَ فَلَمَّا دَنَا مِنَّا الْمُشْرِكُوْنَ رَاَيْنَا مَالاً قِبَلَ لاَحَدٍ بِهِ مِنَ الْعِدَّةِ وَالسِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ فَبَرَقَ بَصَرِىْ فَقَالَ لِىْ ثَابِتُ بْنُ اَرْقَمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ كَاَنَّكَ تَرٰى جُمُوْعًا كَثِيْرَةً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ بَدْرًا مَعَنَا اِنَّا لَمْ تُنْصَرْ بِالْكَثْرَةِ (رواه البيهقى).

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি মূতা অভিযানে শরীক ছিলাম। মুশরিকগণ আমাদের নিকটবর্তী হইলে আমরা এমন একটি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলাম যাহার মুকাবিলা করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তাহা হইল বিপুল সংখ্যাধিক্য, হাতিয়ার, ঘোড়া, রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ। ইহা প্রত্যক্ষ করিবার পর আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। অতঃপর ছাবিত ইব্ন আরকাম আমাকে বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! তুমি যেন বিরাট বাহিনী দেখিতেছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, তুমি আমাদের সহিত বদর যুদ্ধে শরীক ছিলে না। আমরা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে বিজয় লাভ করি নাই" (বায়হাকী; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খৃ., ২৪৪)।

যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-র শাহাদাতবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর মুখামুখি হইলে যুদ্ধ শুরু হয়। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেওয়া পতাকা হাতে লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এক পর্যায়ে শত্রুর বল্লমের আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তিনি শাহাদাত লাভ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৪; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৬২)।

জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-র শাহাদাতবরণ

যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) শহীদ হওয়ার পর ইসলামী পতাকা হাতে লইয়া জা'ফার ইব্ন আবী তালিব রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ব্যাপক যুদ্ধশেষে তিনিও শাহাদাত লাভ করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাহার লোহিত বর্ণের ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঘোড়াটির পা কাটিয়া ফেলেন। ইসলামের ইতিহাসে জা'ফার (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজ ঘোড়ার পা কাটিয়া জীবন বাজি রাখিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আব্বাদ ইব্ন

'আবদিল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র তাহার পিতা 'আব্বাদের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার দুধ-পিতা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ছিলেন বানূ নুররা ইব্‌ন 'আওফ গোত্রীয়। তিনি মূতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি জা'ফার (রা)-কে যখন তিনি তাহার লোহিত বর্ণের ঘোড়া হইতে অবতরণ করেন, তাহার পা কাটিয়া দেন এবং শত্রুদিগের সহিত লড়িতে লড়িতে শাহাদাত লাভ করেন। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةَ وَقْتِرَابَهَا - طَيِّبَةً وَبَارِداً شَرَابَهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا - كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ اَنْسَابُهَا

عَلَيَّ اِنْ لاَ لَقِيْتَهَا ضَرَابُهَا

"কতইনা উত্তম জান্নাত ও তাহার নিকটবর্তী হওয়া, অতি পবিত্র অতি শীতল তাহার পানীয়।

"রোমবাসীরা তো রোমবাসী, তাহাদিগের শাস্তি ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহারা অনেক দূর সম্পর্কীয় লোক। ইহারা আমার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে করণীয় হইল তাহা প্রত্যাখ্যান করা"।

এই হাদীছটি ইমাম আবূ দাউদ আবূ ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপরিউক্ত কবিতার কথা উল্লেখ করেন নাই।

এই হাদীছ দ্বারা শত্রু প্রাণী দ্বারা উপকৃত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাহা হত্যা করিবার বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যুদ্ধলব্ধ প্রাণী যদি সঙ্গে চলিবার উপযোগী না হয়, বরং তাহা শত্রুদের সহিত মিলিত হইবার এবং তাহাদের দ্বারা তাহা হইতে উপকৃত হইবার আশংকা থাকে তখন তাহা যবেহ করিয়া জ্বালাইয়া দিবে, যাহাতে শত্রুগণ তাহা হইতে উপকৃত হইবার সুযোগ না পায়। আস-সুহায়লী বলেন, জা'ফার (রা)-এর এই কাজের ব্যাপারে কেহ আপত্তি করেন নাই। সুতরাং তাহা বৈধ হইবার প্রমাণ বহন করে। তবে যদি শত্রু কর্তৃক হস্তগত করিবার আশংকা না থাকে তাহা হইলে বৈধ নহে। প্রয়োজনে এইরূপ প্রাণী বধ করাকে অথবা প্রাণী বধ করার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ইব্‌ন হিশাম বলেন, যাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, জা'ফার (রা) ডান হাতে পতাকা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ডান হাত কর্তিত হইলে বাম হাতে তাহা ধারণ করেন। বাম হাতটিও কাটা গেলে তিনি পতাকাটি বাহুদ্বয়ের সাহায্যে বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, এই অবস্থাতেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র তেত্রিশ বৎসর। ইহার কারণে আল্লাহ তাঁহাকে জান্নাতে দুইটি ডানা দান করেন। তিনি ইহার সাহায্যে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইবেন।

এক বর্ণনায় রহিয়াছে, জনৈক রোমক সৈন্য সেই দিন তাঁহাকে একটি প্রচণ্ড আঘাত হানে ইহার ফলে তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৪; মাদারিজুন নুবুওয়া, ২খ., ৪৫৭)। এই ব্যাপারে ইমাম বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীছদ্বয় প্রণিধানযোগ্য ঃ

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَقَفَ عَلٰى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيْلٌ فَعَدَدْتُ بِه خَمْسِيْنَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْئٌ فِىْ دُبُرِه.

"নাফে' হইতে বর্ণিত। ইব্ন 'উমার (রা) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, জা'ফার (রা) যেই দিন শাহাদাত বরণ করেন ঐ দিন আমি তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার দেহে পঞ্চাশটি তলোয়ার ও বল্লমের আঘাত গণনা করিয়াছি। এই আঘাতসমূহের কোনটিই তাঁহার পিছন দিকে ছিল না"।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ فِيْهِمْ فِى تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِى الْقَتْلٰى وَوَجَدْنَا مَا فِى جَسَدِه بِضْعًا وَّتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, আমি এই যুদ্ধে তাঁহাদিগের সহিত ছিলাম। অতঃপর আমরা জা'ফার ইব্ন আবী তালিবকে তালাশ করিয়া তাঁহাকে শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাইলাম। আমরা তাঁহার আঘাতের খোঁজ লইয়া তাঁহার দেহে তলোয়ার ও বর্শার নব্বই উর্ধ্ব আঘাত দেখিতে পাইলাম" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতি মূতা মিন আরদিশ শাম, ২খ., ৬১১)।

উপরিউক্ত দুই হাদীছে আঘাতের সংখ্যা সম্পর্কে দুই ধরনের তথ্য রহিয়াছে। ইহার নিরসনকল্পে ইব্ন হাজার 'আসকালানী নিম্নোক্ত অভিমত পেশ করিয়াছেনঃ

(ক) অনেক সময় সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা না বুঝাইয়া আঘাতের আধিক্য বুঝানো হয়।

(খ) আঘাতের সংখ্যা অধিক জ্ঞাপক বর্ণনায় তীর নিক্ষেপজনিত আঘাতের কথা ধরা হইয়াছে।

বায়হাকীর "আদ-দালাইল" গ্রন্থে রহিয়াছে, "بضعا وتسعين او بضعاو سبعين"

"নব্বই উর্ধ্ব কিংবা সত্তর উর্ধ্ব।"

অতঃপর ইমাম বায়হাকী নব্বই উর্ধ্বকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

" لَيْسَ مِنْهَا شَئْئٌ فِى دُبُرِه "

"কোন আঘাত তাঁহার পিছনের দিকে ছিল না," এই কথা তাঁহার বীরত্বের সাক্ষ্য বহন করে (ফাতহুল-বারী, ৭খ., ৫১২)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-র শাহাদাতবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আব্বাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্নুয যুবায়র তাহার পিতা 'আব্বাদ সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুররা ইব্ন 'আওফ গোত্রীয় আমার দুধপিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, জা'ফার শাহাদাতের সুধা পান করিবার পর 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করেন। অতঃপর ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হন। এই সময় তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিতে গিয়া দ্বিধান্বিত মনে কিছু চিন্তা করিতে করিতে নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ আবৃত্তি করেন ঃ

اَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهُ - لَتَنْزِلِنَّ اَوْ لَتُكْرَهَنَّهُ
اِنْ اَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّ وَالرَّنَّةَ - مَا لِى اَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةَ
قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّةً - هَلْ اَنْتِ اِلاَّ نُطْفَةً فِىْ شَنَّةٍ.

"হে নফস! আমি শপথ করিয়াছিলাম যে, তুমি রণাঙ্গনে নিশ্চয় অবতরণ করিতে অথবা তোমাকে লড়াই করিতে বাধ্য করা হইবে।

"লোকজন যখন সমবেত হইয়া রণহুংকার করে তখন কি তুমি জান্নাতে যাইতে অপছন্দ করিতেছ ?

"তুমি যে শান্তিতে ছিলে তাহা তো দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তুমি তো পুরাতন পাত্রে এক ফোঁটা পানি ছাড়া আর কিছুই নহ"।

তিনি কবিতায় ইহাও বলিয়াছিলেন ঃ

يَا نَفْسُ اِنْ لاَ تُقْتَلِىْ تَمُوْتِىْ - هٰذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ
وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ - اِنْ تَفْعَلِىْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ.

"হে আমার প্রাণ! তুমি যদি যুদ্ধে নিহত না হও তবুও তোমাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। ইহা তো সেই অবধারিত মৃত্যু যাহার কবলে তুমি পতিত হইয়াছ।

"তুমি যাহা বাসনা করিয়াছিলে তাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে; তোমার পূর্বসূরী দুইজন যাহা করিয়াছিলেন তাহা তুমিও করিলে সঠিক পথপ্রাপ্ত হইবে"।

পূর্বসূরী দুইজন বলিতে যায়দ ইব্ন হারিছা ও জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে।

অতঃপর তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার জনৈক চাচাত ভাই গোশ্তসহ একটি হাড় আনিয়া দিয়া বলিলেন, এই গোশ্ত মুখে দিয়া একটু শক্তি সঞ্চয় করিয়া লও। কারণ এই দিনগুলিতে তুমি অনেক কষ্ট করিয়াছ। গোশ্ত খণ্ডটি হাতে লইয়া দাঁত দিয়া কামড়

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আক্রমণের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি নিজেকে বলিলেন, এখনো তুমি পার্থিব ভোগে লিপ্ত রহিয়াছ! অতঃপর গোশ্ত খণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া তরবারি হাতে তিনি বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ শুরু করিলেন এবং শেষপর্যন্ত শাহাদাত বরণ করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ, ২৪৪-২৪৫)।

খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা)-এর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ

'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদত লাভের পর 'আজলান গোত্রের ছাবিত ইব্ন আকরাম পতাকা ধারণ করিয়া উদাত্ত আহবান জানাইলেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে তোমাদের মধ্য হইতে একজন সেনাপতি নির্বাচিত কর। তাহারা জবাব দিলেন, আপনিই দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন, এই গুরুদায়িত্ব পালন আমার পক্ষে সম্ভব নহে। অতঃপর তাহারা সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদকে সেনাপতি মনোনীত করিলেন (আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ৭৩)।

তাবারানী আবুল ইয়াসার আনসারী (রা) হইতে এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

قَالَ اَنَا دَفَعْتَ الرَّايَةَ اِلى ثَابِتِ بْنِ اَقْرَمَ لَمَّا اُصِيْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَدَفَعَهَا اِلى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَقَالَ لَهُ اَنْتَ اَعْلَمُ بِالْقِتَالِ.

"তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা শাহাদত বরণ করিলে আমি পতাকাটি ছাবিত ইব্ন আকরামকে হস্তান্তর করিলাম। তিনি তাহা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে হস্তান্তর পূর্বক বলিলেন, আপনি অধিক মাত্রায় যুদ্ধবিশারদ।"

'আল্লামা দিহলাবী বলেন, সেনাপতি নিযুক্ত হইবার পূর্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলিয়াছিলেন, হে ছাবিত! তুমি আমার তুলনায় এই দায়িত্বের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। কারণ তুমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলে। বয়সেও তুমি আমার চেয়ে প্রবীণ, মর্যাদায়ও শ্রেষ্ঠ। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, হে খালিদ! বীরত্ব ও সাহসিকতা তোমার বৈশিষ্ট্য। আমি পতাকাটি তোমার জন্যই উত্তোলন করিয়াছি (মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২খ., ৪৫৮)।

খালিদ (রা) নেতৃত্ব গ্রহণ করিবামাত্রই পতাকা হাতে লইয়া মুসলিম বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিলেন। অতঃপর সুযোগমত মুসলিম বাহিনীকে লইয়া নিরাপদে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৬৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ, ২৪৫)

মূতা যুদ্ধ সম্পর্কে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্ণনাদান

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) মদীনায় বলিলেন, যায়দ ইব্ন হারিছা পতাকা হাতে লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদত লাভ করিয়াছে। ইহার পর জা'ফার পতাকা ধারণ করিয়া সেও শহীদ হইয়াছে। ইব্ন ইসহাক বলেন, অতঃপর

রাসূলুল্লাহ (স) নীরব হইলেন। ইহাতে আনসারগণের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যায় এবং তাহারা ধারণা করে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর সংবাদও হয়ত শুভ নহে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহার পর 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করিয়াছে। তাহার পর সেও পতাকা হাতে লড়িতে লড়িতে শাহাদত লাভ করিয়াছে (আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৫)। এই সম্পর্কে বুখারীর এই হাদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (স) যায়দ, জা'ফার ও ইব্ন রাওয়াহা (রা)-র মৃত্যুর সংবাদ (মদীনায়) পৌঁছিবার পূর্বে লোকজনকে ইহার সংবাদ প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, যায়দ পতাকা ধারণ করিয়া সে শহীদ হইয়াছে, ইহার পর জা'ফার তাহা ধারণ করিয়া সেও শহীদ হইয়াছে। সর্বশেষ ইব্ন রাওয়াহাও তাহা ধারণ করিয়া সেও শহীদ হইয়াছে। এই সময় তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত পতাকাটি আল্লাহ্র তরবারিসমূহের মধ্যকার এক তরবারি ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহ রোমকদিগের উপর তাহাদিগকে বিজয় দান করিয়াছেন" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গায্ওয়া মূতা মিন আরদিশ-শাম, ২খ., নং ৪২৬২)।

মূসা ইব্ন উকবা তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) মূতাবাসীর সংবাদ লইয়া আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ

انْ شِئْتَ فَاَخْبِرْنِىْ وَاَنْ شِئْتَ اُخْبِرُكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ فَاَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتَ مِنْ حَدِيْثِهِمْ حَرْفًا وَاحِدًا لَمْ تَذْكُرْهُ.

"ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সংবাদ দিতে পার, আর তুমি চাহিলে আমি তোমাকে ঘটনার বিবরণ দিতে পারি। ইয়া'লা বলিলেন, বরং আপনিই আমাকে ঘটনার বিবরণ দিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সব ঘটনার সংবাদ প্রদান করিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন! তাহাদের এমন কোন ঘটনা নাই যাহা আপনি উল্লেখ করেন নাই"।

আবুল ইয়াসার আল-আনসারীর হাদীছের আলোকে তাবারানীর অভিমত হইল, আবূ 'আমের আল-'আশ'আরীই রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইহাদের শাহাদত লাভের খবর অবগত করাইয়াছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৫১৩)। ওয়াকিদী 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বাক্র ইব্ন 'আমর ইব্ন হায্ম সূত্রে এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,

لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِمُوْتَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَشَفَ اللّٰهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ اِلى مُعْتَرَكِهِمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَجَاءَ الشَّيْطَانُ

الْحَيَاةَ وكَرِهَ اَلَيْهِ الْمَوْتَ وَحَبَّبَ اَلَيْهِ الدُّنْيَا فَقَالَ الأنَ اسْتَحْكَمَ الايْمَانُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ تُحَبِّبُ اِلَيَّ الدُّنْيَا فَمَضى قَدَمًا حَتّى اسْتُشْهِدَ فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لَهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهِيْدٌ.

"মূতা অভিযানে লোকজন মুখামুখি হইলে রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বারের উপর উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অন্তরায় অপসারণ করিয়া দিলেন। ফলে তিনি যুদ্ধস্থল প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যায়দ ইব্‌ন হারিছা পতাকা ধারণ করিলে তাহার নিকট শয়তান আসিয়া তাহাকে জীবনের লোভ এবং মৃত্যুর ভয় দেখাইতেছিল, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের ভালবাসা অন্তরে জাগ্রত করিতেছিল। এই সময় তিনি বলিলেন, এখনই মু'মিনদের অন্তরসমূহে ঈমান পাকাপোক্ত হইল যেইগুলিকে পার্থিব লালসা দেখান হইতেছে। সুতরাং সে এক পা আগাইতেই শহীদ হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, সকলেই তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছে; সে শহীদ"।

ওয়াকিদী বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ সালিহ 'আসিম ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قُتِلَ زَيْدٌ اَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَحَبَّبَ اِلَيْهِ الْحَيَاةُ وكَرَّهَ اِلَيْهِ الْمَوْتُ وَمَنَّاهُ الدُّنْيَا فَقَالَ الأنَ حِيْنَ اسْتَحْكَمَ الايْمَانُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْ مِنِيْنَ يُمَنّىَ الدُّنْيَا ثُمَّ مَضى قَدَمًا حَتّى اسْتُشْهَدَ فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ فَانَّهُ شَهِيْدٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهوَ يَطِيْرُ فِى الْجَنَّة بِجَنَاحَيْنِ منْ يَاقُوْتٍ حَيْثُ يَشَاءُ فِىْ الْجَنَّة قَالَ ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللّٰه بْنُ رَوَاحَةَ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مُعْتَرِضًا فَشَقَّ ذٰلكَ عَلَى الاَنْصَارِ فَقِيْلَ مَا اعْتَرَضَهُ فَقَالَ لمَا اَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ نَكَلَ فَعَاتَبَ نَفْسَهُ بَتَشَجَّعُ وَاُسْتُشْهِدَ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَسُرِّىَ عَنْ قَوْمِه.

"যায়দ শহীদ হইলে পতাকা ধারণ করিলেন জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব। তাঁহার নিকট শয়তান আসিয়া তাঁহাকে জীবনের মোহ দেখাইল, মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শন করিল এবং পার্থিব লোভ-লালসার বাসনা জাগ্রত করিল। তিনি বলিলেন, এখনই যখন মু'মিনদের ঈমান মজবূত হইয়াছে, তখন সে আমাকে জাগতিক আকাংক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। অতঃপর তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং শাহাদাত লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদিগের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ সে শহীদ, জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছে। সে ইয়াকূতের দুইটি ডানার সাহায্যে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তিনি বলিলেন, অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করিলেন। সেও শহীদ হইয়া

তীর্যকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আনসারগণের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে কোন একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি কারণে তিনি তীর্যকভাবে প্রবেশ করিলেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহার দেহে আঘাত লাগিলে সে পিছপা হইয়া গিয়াছিল। তখন সে নিজেকে ভর্ৎসনা করিল এবং বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শহীদ হইল এবং জান্নাতে প্রবেশ করিল। ইহা শুনিয়া তাহার সমগোত্রীয় লোকজন আনন্দিত হইল" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৭)।

ইব্ন সা'দ বলেন,

وَرُفِعَتِ الاَرْضُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتّٰى نَظَرَ الى مُعْتَرِكِ الْقَوْمِ فَلَمَّا اَخَذَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اللِّوَاءَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الاٰنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য ভূখণ্ডটিকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল, এমনকি তিনি যুদ্ধস্থল দেখিতেছিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ পতাকা উত্তোলন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এখন কঠোর যুদ্ধ হইবে" (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., ১২৯)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমাকে স্বপ্নে দেখান হইল যে, ইহাদের তিনজন যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফার ইব্ন আবী তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাকে আমার কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই স্বর্ণের পালংকে রহিয়াছে। তবে আমি দেখিলাম, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার পালংকটি তাহার অপর দুই সঙ্গীর পালংক হইতে কিছুটা সরিয়া রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এমনটি হইল কেন? উত্তরে আমাকে বলা হইল, ইহারা দুইজন নির্দ্বিধায় সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়াছিল। পক্ষান্তরে 'আবদুল্লাহ কিছুটা ইতস্তত করিয়া পরে অগ্রসর হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ২৪৫)।

খালিদ (রা)-এর 'সায়ফুল্লাহ' খেতাব লাভ

ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত আনাস (রা)-এর হাদীছে আছে ঃ

حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللهِ حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

"এমন এক পর্যায়ে পতাকা উত্তোলন করিলেন আল্লাহ্র তরবারিসমূহ হইতে এক তরবারি। ফলে শত্রুদের বিপক্ষে আল্লাহ তাগাদিগকে বিজয় দান করিলেন" (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৫১২)।

আবূ কাতাদা (রা)-এর হাদীছে আছে ঃ

ثُمَّ اَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الاُمَرَاءِ وَهُوَ اَمِيْرُ نَفْسِهِ.

"অতঃপর খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ পতাকা ধারণ করিলেন, আর তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন না। তিনি নিজস্বভাবে সেনাপতি হইয়াছিলেন"।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِكَ فَاَنْتَ تَنْصُرُهُ.

"হে আল্লাহ! সে তোমারই এক তরবারি। অতএব তুমি তাহাকে সাহায্য কর"।

এই দিন হইতে তাঁহার উপাধি "সায়ফুল্লাহ" (আল্লাহ্র তরবারি) হইয়া গেল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা)-এর হাদীছে আছে ঃ

ثُمَّ اَخَذَهَا سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

"অতঃপর পতাকা ধারণ করিলেন আল্লাহ্র অন্যতম তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। ইহার পর আল্লাহ্ শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে বিজয় দান করিলেন"।

আয়্যূবের রিওয়ায়াতে আছে ঃ

فَاَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ.

"পূর্ব নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপতি না হইয়াও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ পতাকা ধারণ করিলেন"।

নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়ার অর্থ হইল তাঁহাকে সেনাপতি নিয়োগ করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন প্রকাশ্য উক্তি ছিল না। তবে উপস্থিত মুসলিম জনতা তাঁহার নেতৃত্বের উপর ঐকমত্য পোষণ করিয়াছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ., ৫১৩)।

ইমাম বুখারী কায়স ইব্ন আবী হাযেম সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ لَقَدْ دُقَّ فِى يَدِىْ يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ فَمَا بَقِىَ فِىْ يَدِىْ اِلاَّ صَفْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

"তিনি বলেন, আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার হাতে মূতা যুদ্ধের দিন নয়টি তরবারি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল। ইয়ামানী তরবারিটি ছাড়া ঐদিন আমার হাতে আর কোন তরবারি বাকী ছিল না"।

ওয়াকিদী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবনুল ফুদায়ল তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قَالَ لَمَّا اَخَذَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الرَّايَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاٰنَ حَمِىَ الْوَطِيْسُ.

"খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) পতাকা ধারণ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এখন যুদ্ধ উত্তপ্ত হইয়াছে"।

ওয়াকিদী আল-আত্তাফ ইব্ন খালিদ সূত্রে আরও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لَمَّا قُتِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ مَسَاءً بَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدًا وَقَدْ جَعَلَ مُقَدِّمَتَهُ سَاقَتَهُ وَسَاقَتَهُ مُقَدِّمَتَهُ وَمَيْمَنَتَهُ مَيْسَرَتَهُ قَالَ فَاَنْكَرُوْا مَا كَانُوْا يَعْرِفُوْنَ مِنْ رَايَاتِهِمْ

وَهَيْئَتِهِمْ وَقَالُوْا قَدْ جَاءَهُمْ مَدَدٌ فَرُعِبُوْا وَانْكَشَفُوْا مُنْهَزِمِيْنَ قَالَ فَقَتَلُوْآ مَقْتَلَةً لَمْ يَقْتُلْهَا قَوْمٌ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) অপরাহ্নে শহীদ হইলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) রাত্রি যাপন করিয়া সকাল বেলা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রভাগের সৈন্যবাহিনীকে পিছনে, পিছনের সৈন্যবাহিনীকে অগ্রভাগে এবং ডান দিকের সৈন্যবাহিনীকে বাম দিকে পুনর্বিন্যস্ত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার ফলে তাহাদের পতাকা ও আকার-আকৃতি দেখিয়া শত্রু বাহিনীর নিকট নূতন মুখ মনে হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, বিরাট সাহায্যকারী বাহিনী আসিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় মুসলিম বাহিনী এমনভাবে হত্যা করিতে লাগিল যাহা ইতিপূর্বে কোন সম্প্রদায় পারে নাই" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৭)।

সীরাতবিদগণ বলিয়াছেন, এই স্থানে একটি দুর্গ ছিল। মুসলিম বাহিনী মূতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রাক্কালে এই দুর্গবাসীরা একজন মুসলিম সৈনিককে এখানে শহীদ করিয়াছিল। এই দুর্গ বিজয় লাভের পর শত্রুদের একটি দল এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের সকলকে হত্যা করা হইয়াছিল (মাদারিজুন-নুবুওয়াত, ২খ., ৪৫৭)।

যুদ্ধের ফলাফল

যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল, মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করিয়াছিল, না পরাজয় বরণ করিয়াছিল এই সম্পর্কে সীরাতবিদ, ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বুখারী আনাস (রা) হইতে যেই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন (যাহা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে) সেই হাদীছের শেষাংশ হইল ঃ

حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

"আল্লাহ্‌র তরবরিসমূহের কোন একটি তরবারি পতাকা ধারণ করিলে আল্লাহ শত্রুদের উপর তাহাদিগকে বিজয় দান করিলেন" (বুখারী, ২খ., ৬১১)।

এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মূতা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়লাভ করিয়াছিল। ইমাম বুখারী এই মত পোষণ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৫)। ওয়াকিদী আল-আত্তাফ ইব্ন খালিদ সূত্রে যেই রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে রহিয়াছে ঃ

فَرُعِبُوْا وَانْكَشَفُوْا مُنْهَزِمِيْنَ.

"কাফিরদের মধ্যে ভীতি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ফলে ইহারা পরাজয় বরণ করিয়া পালাইয়াছিল" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৪৭)।

ইহাও প্রমাণ করে যে, মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করিয়াছিল।

মূসা ইব্ন উকবা এই প্রসঙ্গে তাঁহার মাগাযীতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

فَهَزَمَ اللّٰهُ العَدُوَّ وَاَظْهَرَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আল্লাহ শত্রুকে পরাজিত ও মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করিলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৭)।

ইব্ন সা'দের মতে এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হইয়াছিল। তিনি বলেন,

فَلَمَّا سَمِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ بِجَيْشِ مُوْتَةَ قَادِمِيْنَ تَلَقَّوْهُمْ بِالْجُرُفِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَحْثُوْنَ فِي وُجُوْهِهِمُ التُّرَبَ يَقُوْلُوْنَ يَا فَرَّارُ اَفَرَرْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسُوْا بِفَرَّارٍ وَلٰكِنَّهُمْ كَرَّارٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

"মদীনাবাসী যখন শুনিতে পাইল যে, মূতা হইতে প্রত্যাবর্তনকারী দল আগমন করিতেছে, তখন তাহারা ইহাদিগের সহিত আল-জুরুফ নামক স্থানে গিয়া সাক্ষাত করিল। তাহারা ইহাদিগের মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল, হে পলায়নকারী বাহিনী! তোমরা কি আল্লাহ্র রাস্তায় গিয়া পলায়ন করিয়াছ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ পলায়নকারী নয়, ইনশাআল্লাহ আক্রমণকারী" (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., ১২৯)।

আবুল হাসান আলী নদবী বলেন, মুসলিম বাহিনী যখন প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনার সন্নিকটে পৌঁছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। শিশুরা তাঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, শিশুদেরকে নিজেদের সংগে বসাও এবং জা'ফারের ছোট শিশু সন্তানকে আমার নিকট দাও। রাসূলুল্লাহ (স) জা'ফারের পুত্র 'আবদুল্লাহকে তাঁহার কোলে বসাইলেন। মুসলিম বাহিনী সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিত না। ইহা ছিল এই ধরনের পলায়নের প্রথম ঘটনা। এইজন্য সম্বর্ধনা দানকারী দল যোদ্ধা বাহিনীর উপর মাটি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল, তোমরা কি আল্লাহ্র পথ হইতে পালাইয়াছ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, পলায়নকারী নয়, ইনশাআল্লাহ আক্রমণকারী" (নবীয়ে রহমত, লাখনৌ ১৩৯৮ হি., ২খ., ৫৪)।

ইব্ন কাছীর বলেন, ইব্ন ইসহাকে বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

اِنَّ خَالِدًا اِنَّمَا حَاشَ بِالْقَوْمِ حَتّٰى تَخَلَّصُوْا مِنَ الرُّوْمِ وَعَرَبَ النَّصَارِىْ فَقَطْ.

"খালিদ মুসলিম বাহিনীকে হাঁকাইয়া লইয়া যান। ফলে রোমক ও আরবীয় খৃস্টানদের কবল হইতে মুসলিম বাহিনী মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন"।

কিন্তু মূসা ইব্‌ন উকবা ও ওয়াকিদী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, রোমক বাহিনী ও তাহাদিগের সহযোদ্ধা আরবগণ পরাজয় বরণ করিয়াছিল। ইহা আনাস (রা) কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত "মারফূ" হাদীছের সমর্থক। এই মারফূ' হাদীছটি ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম বায়হাকী এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইব্‌ন কাছীর উভয় অভিমত উল্লেখ করিয়া বলেন, ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যান্যদের পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব যে, খালিদ (রা) যখন পতাকা ধারণ করেন তখন তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে সরাইয়া নিয়া কাফিরদের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাত পোহাইবার পর যখন তিনি মুসলিম বাহিনীকে নূতনভাবে বিন্যস্ত করিলেন (ওয়াকিদীর রিওয়ায়াত দ্র.) তখন রোমক বাহিনী ভাবিল যে, এক বিশাল বাহিনী মুসলমানদের সাহায্যে আসিয়াছে। অতঃপর খালিদ (রা) শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার সূত্রে 'উরওয়া হইতে মূতা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী দলের প্রতি মদীনাবাসীদের মাটি নিক্ষেপ ও তিরস্কার করার নিম্নের রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেন ঃ

فَجَعَلُوْا يَحْثُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا فُرَّارُ فَرَرْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

ইব্‌ন কাছীর বলেন, আমার মতে ইব্‌ন ইসহাক এই স্থলে অনুমান নির্ভর কথা বলিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন, এই আচরণ সমস্ত মুসলিম বাহিনীর প্রতি করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ করা হইয়াছিল স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্য যাহারা শত্রু পক্ষের সহিত মুকাবিলার সময় পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল। অবশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধাগণ কিন্তু পলায়ন করেন নাই, বরং তাহাদিগকে সাহায্য করা হইয়াছিল। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (স) এই সম্পর্কে মদীনায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত মুসলমানগণকে সংবাদ দিতেছিলেন এই কথা বলিয়া ঃ

ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

সুতরাং অভ্যর্থনাকারী মুসলমানগণ তাহাদিগকে পলায়নকারী হিসাবে সম্বোধন করিতে পারেন না, বরং তাহাদিগের সহিত সম্মানের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আর যাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল এবং মুসলিম বাহিনীকে তথায় রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিল তাহাদিগকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ ও তিরস্কার করা হইয়াছিল। এই পশ্চাদপসরণকারীদের মধ্যে ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা)। ইমাম আহমাদ তদীয় সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ فِيْ سَرِيَّةٍ مِّنْ سَرَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً وَكُنْتُ فِيْمَنْ حَاصَ فَقُلْنَا كَيْفَ تَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ قُتِلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا اَنْفُسَنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ كَانَتْ

لَنَا تَوْبَةٌ وَالاَّ ذُهَبْنَا فَاَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلوةِ الْغَدَاةِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالَ قُلْنَا نَحْنُ فَرَّارُوْنَ فَقَالَ لاَ بَلْ اَنْتُمُ الْكَرَّارُوْنَ اَنَا فِئَتُكُمْ وَاَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَاَتَيْنَاهُ حَتّى قَبَّلْنَا يَدَهُ .

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রেরিত কোন এক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। এই যুদ্ধে কিছু সংখ্যক লোক পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল। আমি ছিলাম তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বলিলাম, আমরা এখন কি করি? আমরা তো যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলাম এবং অভিসম্পাতের উপযুক্ত হইলাম। অতঃপর আমরা বলিলাম, যদি আমরা মদীনায় প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদিগকে হত্যা করা হইবে। ইহার পর আমরা বলিলাম, যদি আমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পেশ করি এবং আমাদিগের তওবা কবুল হয় তাহা হইলে তো ভাল। অন্যথায় আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফজরের সালাতের পূর্বে আগমন করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, কোন দলের লোক? আমরা বলিলাম, আমরা পলায়নকারী দল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, বরং তোমরা আক্রমণকারী দল। আমি তোমাদিগের দলভুক্ত এবং আমি মুসলমানদের দলভুক্ত। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত চুম্বন করিলাম"।

উপরিউক্ত হাদীছ ইমাম আহমাদ্ হাসান সূত্রে, তিনি যুহায়র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে গুনদার বর্ণিত ইব্‌ন 'উমার (রা)-এর হাদীছে كَرَّارُوْنَ শব্দের পরিবর্তে সমার্থক عَكَّارُوْنَ শব্দ আসিয়াছে।

এই হাদীছ ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি সম্পর্কে তিরমিযীর অভিমত হইল, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের। আমি তাহাকে (বর্ণনাকারী) একমাত্র এই হাদীছটি ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে চিনি না। ইমাম আহমাদ ইসহাক ইব্‌ন 'ঈসা ও আসওয়াদ ইব্‌ন 'আমের সূত্রে ইবন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে আরও আছে, "আমি তোমাদিগের দলভুক্ত"। আসওয়াদ বলেন , "আমি প্রতিটি মুসলিম দলের সঙ্গী।"

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত তিনিটি বর্ণনাই ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী যিয়াদ 'আবদুর রাহ্‌মান ইব্‌ন আবী লায়লা সূত্রে, তিনি ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও অধস্তন বর্ণনাকারী হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী বাক্‌র, তিনি 'আমের ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয্ যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা) সালামা ইব্‌ন হিশাম ইবনুল মুগীরা-র স্ত্রীকে বলিলেন, কি হইল সালামাকে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলিমগণের সহিত জামা'আতে উপস্থিত হইতে দেখি না যে? তিনি বলিলেন. তাহার জন্য বাহির হওয়া সম্ভব

নয়, ঘর হইতে বাহির হইলেই লোকজন এই বলিয়া চিৎকার করেঃ يَافُرَّارُ فَرَرْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (হে পলায়নকারী দল! তোমরা আল্লাহ্র পথ হইতে পলায়ন করিয়াছ)। এই কারণে তিনি গৃহবন্দী, বাহির হইতেছেন না। এই ঘটনা ছিল মূতা যুদ্ধ সম্পর্কিত। ইব্ন কাছীর বলেন, সম্ভবত একটি দল পলায়ন করিয়াছিল যখন তাহারা শত্রুদিগের বিরাট বাহিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা দুই লক্ষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চাদপসরণকারী দলটি ছাড়া অবশিষ্ট বাহিনী অটল ছিল। ইহাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করিয়াছিলেন এবং তাহারা শত্রুদিগের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই ওয়াকিদী ও মূসা ইবন 'উকবা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। এই অভিমতের সমর্থনে ইমাম আহমাদ কর্তৃক 'আওফ ইব্ন মালিক আল-আশজা'ঈ (রা) হইতে নিম্নের হাদীছটি বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِىْ مَدَدِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَزُوْرًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِىُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضَيْنَا فَلَقِيْنَا جُمُوْعَ الرُّوْمِ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ اَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ وَسِلاَحٌ مُذَهَّبٌ فَجَعَلَ الرُّوْمِىُّ يُغْزِىْ بِالْمُسْلِمِيْنَ وَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِىُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّوْمِىُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاَحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَعَثَ اِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاَخَذَ مِنْهُ السَّلَبَ قَالَ عَوْفٌ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ اِلَيْهِ اَوْلأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى اَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفٌ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِىِّ وَمَا فَعَلَهُ خَالِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاخَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاخَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ دُوْنَكَ يَاخَالِدُ اَلَم اَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَا خَالِدُ لاَ تَرُدَّهُ عَلَيْهِ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْلِىْ اُمَرَائِىْ لَكُمْ صَفْوَةُ اَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ.

'আওফ ইবন মালিক আল-আশজা'ঈ (রা) বলেন, যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর সহিত মুসলমানদের যেই বাহিনী মূতা অভিযানে রওয়ানা করিয়াছিল তাহাদিগের সহিত আমিও বাহির হইয়াছিলাম। সঙ্গে একজন য়ামানী ছুরি নির্মাতা (cutter) লোকও ছিল। তাহার সংগে তাহার

তরবারি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মুসলিম বাহিনীর জনৈক ব্যক্তি কতিপয় উট যবেহ করিয়াছিল। ইয়ামানী লোকটি তাহার নিকট ইহার আংশিক চামড়া চাহিল। সে তাহাকে তাহা প্রদান করিলে য়ামানী ইহা দ্বারা ঢাল সদৃশ একটা কিছু তৈয়ার করিল। অতঃপর আমরা রওয়ানা করিয়া রোমক বাহিনীর মুখামুখী হইলাম। ইহাদের মধ্যে একজন লোক লাল-হলুদ বর্ণযুক্ত একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। তাহার সোনালী গদী ও সোনালী অস্ত্রাদি ছিল। রোমক এই লোকটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, অপর দিকে একটি পাথরের আড়ালে বসিয়া ঐ ইয়ামানী লোকটি তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। রোমক লোকটি অগ্রসর হইতেই সে তাহার ঘোড়ার পা কাটিয়া ফেলিলে সে পড়িয়া গেল এবং ইয়ামানী লোকটি তাহাকে হত্যা করিল। তাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার সে গ্রহণ করিল। আল্লাহ যখন মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করিলেন তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তাহার নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ মাল গ্রহণ করিবার উদ্দেশে লোক পাঠাইলেন। 'আওফ বলেন, আমি খালিদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে খালিদ! আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ (স) হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির মাল গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ জানি, তবে আমি ইহাকে অধিক মনে করিতেছি। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, হয়ত আপনি তাহাকে ইহা ফিরাইয়া দিন নতুবা আমি আপনার এই ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিব। তবুও তিনি তাহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। 'আওফ (রা) বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একত্র হইয়া ইয়ামানী লোকটির ঘটনা এবং তাহার সহিত খালিদ (রা)-এর আচরণের বিবরণ দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হে খালিদ! তুমি তাহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহা ফিরাইয়া দাও।" আওফ বলেন, আমি বলিলাম, কী খালিদ! আমি কি আপনাকে আগেই বলি নাই? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঘটনাটি কি? আমি তাঁহাকে তাহা অবগত করাইলাম। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে খালিদ! ইহা তাহাকে ফেরৎ দিও না। তোমরা কি আমার নিয়োজিত শাসকগণকে তাহাদের অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে? তাহাদের ভাল কাজের ফল তোমরা পাইবে এবং তাহাদের ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব তাহাদের" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ২০৪, নং ১৭৫০; ৬খ., পৃ. ২৭-২৮, নং ২৪৪৯৭)।

এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বাহিনী শত্রুদের নিকট হইতে গনীমত ও তাহাদের অভিজাতদের নিকট হইতে সালাব (سلب) গ্রহণ করিয়াছিল, দুশমনদের কতিপয় নেতাকে হত্যাও করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে উক্ত বুখারীর রিওয়ায়াতে খালিদ (রা) বলেন ঃ

انْدَقَّتْ فِيْ يَدِيْ يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَمَا ثَبَتَ فِيْ يَدِ يِيْ إِلاَّ صَفِحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

"আমার হাতে মূতা যুদ্ধের দিন নয়টি তরবারি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র ইয়ামানী তরবারি ছাড়া আমার হাতে আর কোন তরবারি অবশিষ্ট ছিল না"।

উক্ত হাদীছও প্রমাণ করে যে, ঐ দিন মুসলিম বাহিনী ব্যাপকভাবে শত্রু নিধন করিয়াছিল। এইরূপ না হইলে শত্রুদের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইত না। এই ঘটনা মুসলমানদের বিজয়ের একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। মূসা ইবন 'উকবা, ওয়াকিদী ও বায়হাকীও এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। ইবন হিশাম যুহরী হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। বায়হাকী বলেন, ইসলামী যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ মুসলমানদের জয় ও পরাজয় সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত। কেহ মনে করেন, মুসলিমগণ পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ মনে করেন মুশরিকগণ পরাজয় বরণ করিয়াছিল। তিনি বলেন, আনাস (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدٌ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. প্রমাণ করে যে, মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৪৮-২৫০)।

সীরাতুন নবী গ্রন্থে বলা হইয়াছে, এক লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলায় তিন হাজার মুসলিম বাহিনী কীভাবে যুদ্ধ করিবে ? বড় বিজয় ইহাই ছিল যে, নিজ সৈন্যবাহিনীকে বিরাট শত্রু বাহিনীর কবল হইতে রক্ষা করা। যখন এই পরাজয় বরণকারী বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হইয়াছিল এবং শহরবাসীরা তাহাদিগকে সংবর্ধনা জানাইতে বাহির হইয়াছিল তখন তাহারা সমবেদনা জানানোর বিপরীত তাহাদের চেহারায় মাটি ছুড়িয়াছিল। তাহাদের মুখের ধ্বনি ছিল, "হে পলায়নকারীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র পথ হইতে পলায়ন করিলে" (সীরাতুন নবী, ১খ., ২৯২-২৯৩)!

'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলেন, ইব্‌ন সা'দ উল্লেখ করিয়াছেন, এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, রোমক বাহিনী পরাজিত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে ইব্‌ন ইসহাকের অভিমত হইল, উভয় দল অমীমাংসিতভাবে পৃথক হইয়া গিয়াছিল (যাদুল মা'আদ, ১/২খ., ১৫৬)। 'আল্লামা দানাপুরী ইব্‌ন কায়্যিমের এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া অবশেষে ইবন হিশাম কর্তৃক যুহরীর এই অভিমতকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আমার তো ইহাই মনে হয় যে, যখন খালিদ (রা)-কে সেনাপতি নির্বাচিত করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করিয়াছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ.২৩৮)।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলিয়াছেন, কিছু কিছু রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যাহা মুসলিম বাহিনীর পরাজয় প্রমাণ করে। যেমন মুসলিম সৈন্যদল যখন মদীনায় পৌছায় তখন অভ্যর্থনাকারী মদীনাবাসীর একটি দল মুসলিম বাহিনীর দিকে মাটি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, يَا فُرَّارُ اَفَرَرْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ; কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিয়াছিলেন, তাহারা পলায়নকারী নয়, বরং পাল্টা আক্রমণকারী। এই সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য কথা হইল, মদীনাবাসীর নিকট প্রথমে অসম্পূর্ণ কিংবা ভুল তথ্য পৌছিয়াছিল। তাহারা কোন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এই সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই যুগ তো আর বর্তমান উন্নত যোগাযোগের যুগ ছিল না। সব সময় সংবাদ বাহকের কথার উপরই বিশ্বাস করিতে হইত। ইহারই কারণে কিছু সংখ্যক মদীনাবাসীর মুখ হইতে এইরূপ শব্দাবলী উচ্চারিত

হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রত্যাখ্যানমূলক কথার পর পলায়নের অভিযোগ একেবারেই অসার মনে হয়। মাওলানা আযাদ, মাওলানা 'আবদুর রাউফ দানাপুরী কর্তৃক ইব্ন কায়্যিমের উদ্ধৃতি সম্পর্কে প্রশ্নাকারে বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহরীর রিওয়ায়াতসমূহ বিশুদ্ধ, না ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াত? তবুও বলিতে হয়, মূতা যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর পরাজয় মনে করিবার কোন যৌক্তিক কারণ গোচরীভূত হয় না। ইব্ন ইসহাক অধিকন্তু বলিতে পারেন, যুদ্ধের কোন সুনির্দিষ্ট মীমাংসা হয় নাই। উভয় বাহিনী পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। একান্ত যদি উভয় দলের পিছনে হটিবার তথ্য মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও বলিব, লাখ-দেড় লাখ সৈন্যের পিছপা হইবার মধ্যে লাঞ্ছনা, না তিন হাজার সৈন্যের পিছপা হইবার মধ্যে লাঞ্ছনা রহিয়াছে? ইহাও লক্ষণীয় যে, শত্রুদল নিজ দেশে যুদ্ধ করিতেছে আর মুসলিম বাহিনী শত শত মাইল দূরদেশে লড়িতেছে।

প্রকৃত অবস্থা হইল, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থা নূতন সেনাপতি নিযুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু ছাবিত ইব্ন আরকাম আনসারী (রা)-এর তাৎক্ষণিক পরামর্শে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে ঢালিয়া সাজাইলেন, অতঃপর অদম্যভাবে গর্জিয়া উঠিয়া শত্রুদিগকে পিছনে হটিতে বাধ্য করিলেন। ইহাও সম্ভব যে, মুসলিম বাহিনী সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে হটিয়া যাইবার পর পুনরায় ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণে উদ্যত হইলে শত্রুগণ ভাবিয়াছিল ইহারা পরাজয় বরণকারী বাহিনী নয়, বরং নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত কোন নূতন দল। সম্ভবত ইহারা ছাড়া আরও বাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে। আল্লাহ্ই জানেন ইহারা কোন সময় আক্রমণ করিয়া বসে। ফলে তাহারা আত্মরক্ষার্থে পিছনে হটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতার কথা ভাবিয়া ইহাদিগকে অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিয়াছিল। শত্রুবাহিনী যদি মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হইত তাহা হইল একজনও এই যুদ্ধ হইতে জীবিত ফিরিতে পারিত না (রাসূলে রাহমাত, পৃ. ৪১৮)।

ইমাম বুখারীর রিওয়ায়াত, ইবন কাছীরের দীর্ঘ আলোচনা ও সর্বশেষ মাওলানা আযাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হয় নাই।

মালিক ইব্ন যাফিলা-র হত্যা

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন, কুতবা ইবন কাতাদা আল-আযরী (রা) মুসলিম সেনাবাহিনীর দক্ষিণাংশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মালিক ইব্ন যাফিলার উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। যাফিলা শব্দের স্থলে কেহ কেহ রাফিলা উল্লেখ করিয়াছেন। মালিক ইবন যাফিলা ছিল বেদুঈন নাসারাদের নেতা। তাহাকে হত্যার পর কুতবা ইব্ন কাতাদা (রা) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

طَعَنْتُ ابْنَ زَافِلَةَ بْنِ الْأَرَاشِ- بِرُمْحٍ مَضٰى فِيْهِ ثُمَّ انْحَطَمَ

ضَرَبْتُ عَلٰى جِيْدِهِ ضَرْبَةً -فَمَالَ كَمَا مَالَ غُصْنُ السَّلَمِ

وَسُقْنَا نِسَاءَ بَنِيْ عَمِّهِ- غَدَاةَرَقُوْقَيْنَ سَوْقَ النَّعَمِ.

"যাফিলা ইবনুল-আরাশের পুত্রের উপর আমি বল্লম দ্বারা এমনি আঘাত হানিলাম যাহা তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

"আমি তাহার ঘাড়ে এমনি আঘাত হানিলাম যাহার ফলে সে কাঁটাযুক্ত গাছের শাখার ন্যায় ঝুঁকিয়া পড়িল ।

"অতঃপর তাহার চাচাত ভগ্নিগণকে সকালবেলা "রাকূকীন" নামক স্থান পর্যন্ত হাঁকাইয়া দিলাম যেইভাবে পশুপালকে হাঁকাইয়া দেওয়া হয়"।

ইব্ন হিশাম এই কবিতা সম্পর্কে বলেন, এইখানে ইবনুল আরাশ শব্দটি বর্ণনাকারী ইবন ইসহাক ছাড়া অন্য কেহ সংযোজন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তৃতীয় পংক্তিটি খল্লাদ ইব্ন কুররার।

এই কবিতামালার উল্লেখ করিয়া ইব্ন কাছীর বলেন, আমরা যে মূতা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মত পোষণ করি ইহা তাহার সমর্থন করে। কারণ সাধারণত দলপতি নিহত হইলে তাহার অধীনস্থ বাহিনী পলায়ন করে। ইহা ব্যতীত কবিতায় ইহাও স্পষ্ট যে, তাহাদের মহিলাদেরকে বন্দী করা হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২৫০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৬৫)।

হাদাছ গোত্রের মহিলা জ্যোতিষীর সতর্কবাণী

ইব্ন ইসহাক বলেন, হাদাছ গোত্রীয় জনৈক মহিলা জ্যোতিষী রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনিয়া তাহার স্বগোত্র হাদাছ ও উহার শাখাগোত্র বানূ গান্মের লোকজনকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলে ঃ

أُنْذِرُكُمْ قَوْمًا خُزْرًا يَنْظُرُوْنَ شَذَرًا وَيَقُوْدُوْنَ الْخَيْلَ تَتْرٰى وَيُهْرِيْقُوْنَ دَمًا عَكْرًا.

"আমি তোমাদিগকে এমন এক জাতি সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যাহারা সদম্ভে তাকায় এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সারি সারি অশ্ব হাঁকাইয়া চলে, তাহারা রক্তপাত ঘটায় বিভিন্নভাবে"।

তাহার গোত্র এই কথা গ্রহণ করিয়া সতর্ক হয়। তাহারা বানূ লাখ্ম গোত্রের সংশ্রব হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। ফলে হাদাছ গোত্রের মধ্যে বানূ গান্ম সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। অপরদিকে হাদাছ গোত্রের যাহারা যুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়াছিল তাহারা হইল বানূ ছা'লাবা। ইহারা বেশী দিন তাহাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। ক্রমান্বয়ে ইহাদিগের জনবল হ্রাস

পাইতে থাকে। যাহা হউক, খালিদ (রা) যখন লোকদিগকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা করেন তখন তিনি কাফেলাসহ প্রত্যাবর্তন করিলেন (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ২৬৫, ২৬৬)।

মূতা-র শহীদগণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বপ্ন ঃ ইব্ন সা'দ তদীয় সূত্রে এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَقَالَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْقَوْمِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تَبَسَّمَ وَكَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يَقُوْمُ اِلَيْهِ اِنْسٌ مِّنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يُصَلِّى الْغَدَاةَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ حِيْنَ تَبَسَّمَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ بِاَنْفُسِنَا اَنْتَ مَا يَعْلَمُ اِلاَّ اللّٰهُ مَا كَانَ بِنَا مِنَ الْوُجْدِ مُنْذُ رَأَيْنَا مِنْكَ الَّذِيْ رَأَيْنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الَّذِيْ رَأَيْتُمْ مِنِّيْ اَنَّهُ اَحْزَنَنِيْ قَتْلُ اَصْحَابِيْ حَتّٰى رَأَيْتُهُمْ فِيْ الْجَنَّةِ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْ بَعْضِهِمْ اِعْرَاضًا كَاَنَّهُ كَرِهَ السَّيْفَ وَرَأَيْتُ جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ مَصْبُوْغَ الْقَوَادِمِ.

"বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া তাহাকে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া এতই মর্মাহত হইলেন যে, যুহরের সালাত আদায় করিয়াই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অথচ তাঁহার অভ্যাস ছিল যুহরের সালাত আদায় করিবার পর দাঁড়াইয়া দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করিতেন, অতঃপর লোকদিগের দিকে মুখ করিয়া বসিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্মবেদনা দেখিয়া লোকজনও আতংকিত হইল। ইহার পর আসরের সালাত আদায় করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) পূর্বের মত আচরণ করিলেন। তিনি মাগরিব ও 'ইশার সালাতের পরও তাহাই করিলেন। ফজরের সালাতের সময় হইলে রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে প্রবেশ করিয়া মুচকি হাসিলেন। এই সময় কোন লোক মসজিদের কোন প্রান্ত হইতে তাঁহার নিকট আসিত না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ফজরের সালাত আদায় না করিতেন। তাঁহার মুচকি হাসি দেখিয়া লোকজন বলিল, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদের প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক! আপনার এই অবস্থা দেখিবার পর আমাদের যেই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা হইয়াছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তোমরা আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছ এই কারণে যে, আমার সাহাবীদিগের নিহত হওয়ায় আমি বিষণ্ন হইয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা জান্নাতে ভাই ভাই হিসাবে সামনা সামনি আসনে উপবিষ্ট। তাহাদের কোন একজনের আসন কিছুটা বক্র

দেখিলাম যেন সে তরবারি গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আমি জা'ফারকে দেখিলাম দুইটি বাহুবিশিষ্ট ফেরেশতারূপে রক্তে রঞ্জিত পদযুগলসহ" (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., ১২৯-১৩০)।

এই রিওয়ায়াত ইব্ন সা'দ নিজস্ব সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলেন নাই। তবে ইহাতে প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহ হইতে কিছুটা বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন বুখারীসহ বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থরাজিতে রহিয়াছে, সর্বপ্রথম অস্ত্রধারণ করিয়া যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রিওয়ায়াতে দেখা যায়, জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) সর্বপ্রথম অস্ত্রধারণ করিয়া শাহাদাত লাভ করিয়াছিলেন। রিওয়ায়াতটি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করিয়াছিল। যাহা বুখারীর রিওয়ায়াত-

ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

এর পক্ষে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করে। এই বর্ণনাটি ছাড়াও শুধু রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক মনোনীত পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির জান্নাতে উচ্চাসন লাভ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বর্ণনাটিও এখানে দেওয়া হইল। ইহাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বপ্ন ছিল।

হাফিজ আবূ য়ুর'আর দালাইলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে একটি হাদীছের শেষ অংশে আছে ঃ

ثُمَّ اَشْرَفَا بِىْ شَرَفًا فَاِذَا نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ يَشْرَبُوْنَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالاَ هٰذَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

"তাহারা দুইজনে আমাকে একটি উচুঁ স্থানে লইয়া গেল। আমি সেখানে তিন ব্যক্তিকে দেখিলাম, তাহারা শরাব পান করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? তাহারা উত্তর দিল, ইহারা হইলেন জা'ফার ইব্ন আবূ তালিব, যায়দ ইব্ন হারিছা এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫৯-২৬০)।

শোক প্রকাশের জন্য জা'ফার (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর-পদার্পণ

আসমা' বিন্ত 'উমায়স (রা) ছিলেন জা'ফার (রা)-এর সহধর্মিনী। তিনি বলেন, যেই দিন জা'ফার ও তাঁহার সঙ্গীগণ শহীদ হইয়াছিলেন সেই দিনিই রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, উরদূ অনু. ৩/৩খ, ৬১)। ইবন ইসহাক তদীয় সূত্রে আসমা' বিন্ত 'উমায়স (রা) হইতে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا اُصِيْبَ جَعْفَرُ وَاَصْحَابُهُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ دَبَغْتُ اَرْبَعِيْنَ مَنَاءً وَعَجَنْتُ عَجِيْنِىْ وَغَسَلْتُ بَنِىْ وَدَهَنْتُهُمْ وَنَظَّفْتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِئْتِنِىْ بِبَنِىْ جَعْفَرٍ فَاَتَيْتُهُ بِهِمْ فَشَمَّهُمْ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَا يُبْكِيْكَ اَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ شَئٌ قَالَ نَعَمْ أُصِيْبُوْا هٰذَا الْيَوْمَ قَالَتْ فَقُمْتُ اَصِيْحُ وَاجْتَمَعَ اِلَىَّ النِّسَاءُ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَغْفُلُوْا عَنْ اٰلِ جَعْفَرٍ اَنْ تَصْنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا فَاِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوْا بِاَمْرِ صَاحِبِهِمْ.

"আসমা' বিনত 'উমায়স (রা) বলেন, জা'ফার ও তাহার সঙ্গীগণ নিহত হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি এই সময় চল্লিশটি চামড়া পাকা করিয়াছিলাম, আমার আটার খামির করিয়াছিলাম, আমার সন্তানদেরকে গোসল করাইয়াছিলাম এবং তাহাদের গায়ে তৈল মাখাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াছিলাম। আমার গৃহে রাসূলুল্লাহ (স) তাশরীফ আনিয়া বলিলেন, আমার নিকট জা'ফারের সন্তানদিগকে লইয়া আস। আমি তাহাদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলাম। তিনি তাহাদিগকে আদর করিলেন। তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? আপনার নিকট জা'ফার ও তাহার সঙ্গীগণ সম্পর্কে কোন সংবাদ পৌঁছিয়াছে কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হাঁ, তাহারা সকলে আজ শাহাদাত লাভ করিয়াছে। আসমা (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া আমি দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং মহিলারা আসিয়া জড়ো হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া বলিলেন ঃ জা'ফারের পরিবার সম্পর্কে উদাসীন হইও না। তাহাদিগের জন্য খাবার তৈরী করিতে ভুলিও না। কারণ ইহারা তাহাদিগের কর্তাকে হারাইয়া শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা ও ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল হইতে বর্ণিত হইয়াছে)।

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক 'আইশা (রা) হইতে এই সম্পর্কিত নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قَالَتْ لَمَّا اَتٰى نَعْىُ جَعْفَرٍ عَرَفْنَا فِىْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْحُزْنَ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النِّسَاءَ عَيَّيْنَنَا وَفَتَنَّنَا قَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِنَّ فَاَسْكِتْهُنَّ قَالَتْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَالِكَ قَالَتْ يَقُوْلُ وَرُبَّمَا ضَرَّ التَّكَلُّفُ يَعْنِىْ اَهْلَهُ قَالَتْ قَالَ فَاذْهَبْ فَاَسْكِتْهُنَّ فَاِنْ اَبَيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ قَالَتْ قُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ اَبْعَدَكَ اللّٰهُ فَوَاللّٰهِ مَا تَرَكْتَ نَفْسَكَ وَمَا اَنْتَ بِمُطِيْعٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَعَرَفْتُ اَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ يُحْثِىْ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ.

"তিনি বলেন, জা'ফারের মৃত্যুসংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারায় মনোকষ্টের ছাপ দেখিতে পাইলাম। 'আইশা (রা) বলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট

এক লোক প্রবেশ করিল। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাগণ আমাদিগকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং ফিতনায় পতিত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাও, ইহাদিগকে বারণ কর। 'আইশা (রা) বলেন, লোকটি সেখানে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্বের ন্যায় বলিল। সে আরও বলিতেছিল, অনেক সময় ইহাদিগের ক্রন্দনে তাহার (ঐ লোকের) পরিবার-পরিজনের কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, যাও, ইহাদিগকে নিবৃত্ত কর। যদি তাহারা নিবৃত্ত হইতে অস্বীকৃতি জানায় তাহা হইলে ইহাদিগের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। 'আইশা (রা) বলেন, আমি মনে মনে বলিতেছিলাম, আল্লাহ তোমাকে দূরে রাখুক, আল্লাহ্র শপথ! তুমি নিজেকেও বিরত রাখিতেছ না। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশও পালন করিতে পারিতেছ না। তিনি বলেন, আমি জানিতাম যে, সে ঐ মহিলাদিগের মুখে মাটি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে না"।

এই রিওয়ায়াতটি একমাত্র ইবন্ ইসহাকই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ বর্ণিত এই সম্পর্কিত দীর্ঘ একটি হাদীছের শেষাংশে রহিয়াছে ঃ

ثُمَّ اَمْهَلَ الَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا اَنْ يَّأْتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لاَ تَبْكُوْا عَلى اَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ اُدْعُوْا لِيْ ابْنَيْ اَخِيْ قَالَ فَجِئَ بِنَا كَاَنَّنَا اَفْرَخٌ فَقَالَ اُدْعُوْا لِيَ الْحَلاَّقَ فَجِيئَ بِالْحَلاَّقِ فَحَلَقَ رُءُوْسَنَا ثُمَّ قَالَ اَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيْهُ عَمِّنَا اَبِيْ طَالِبٍ وَاَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيْهُ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَأَشَالَهَا وَقَالَ اَللّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِيْ اَهْلِهِ بَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَجَاءَتْ اُمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ يُتْمَنَا وَجَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ فَقَالَ الْعَيْلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمْ وَاَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ.

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) জা'ফার (রা)-এর পরিবার-পরিজনের, আগমন করিবার জন্য তিন দিনের অবকাশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট তাশরীফ আনিলেন ও বলিলেনঃ আমার ভাইয়ের জন্য-আজিকার পর ক্রন্দন করিও না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আমার নিকট লইয়া আস। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদিগকে আনা হইল আমরা তখন পক্ষি-শাবকের ন্যায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আমার নিকট একজন ক্ষৌরকার উপস্থিত কর। একজন ক্ষৌরকার আনা হইলে সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ মুহাম্মাদ (জা'ফার পুত্র) আমার পিতৃব্য আবূ তালিবের সদৃশ্য। 'আবদুল্লাহ (জা'ফার পুত্র) আমার গঠন ও চরিত্র সদৃশ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমার হাত উত্তোলন করিয়া বলিলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি জা'ফার পরিবারের অভিভাবক হইয়া যাও। 'আবদুল্লাহ্র ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দাও। তিনি ইহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর আমার মাতা আগমন করিয়া আমাদের পিতৃহীনতার কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন এবং তাহার দুঃখ-বেদনার কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তুমি দারিদ্র্যের চিন্তা করিতেছ? অথচ ইহকাল ও

পরকালে আমি তাহাদের অভিভাবক" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ২০৪, নং ১৭৫০; আবূ দাঊদ, তারাজ্জুল, বাব ফী হালকির রাস, নং ৪১৯২)।

ইমাম নাসাঈ কিতাবুস সিয়ারে সম্পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) জা'ফার পরিবারকে তিনদিন ক্রন্দন করিবার অর্থাৎ শোক পালনের অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তিনদিন পর তাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মাদ আল-হাকাম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ সূত্রে আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا لَمَّا اُصِيْبَ جَعْفَرُ تُسَلَّبِىْ ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِىْ مَاشِئْتِ.

"জা'ফার (রা) নিহত হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) আসমা (রা)-কে বলিয়াছিলেনঃ তুমি তিন দিন গভীরভাবে শোক পালন কর, ইহার পর যাহা ইচ্ছা তাহা কর"।

ইহা ইমাম আহমাদ হইতে এককভাবে বর্ণিত। এই হাদীছ দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হইবার সম্ভবনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) আসমা' (রা)-কে 'তাসাল্লুব' অর্থাৎ অধিক ক্রন্দন ও কাপড়াদি ফাঁড়িয়া ক্রন্দন করার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা তাহার জন্য বিশেষভাবে অনুমতি ছিল জা'ফারের বিয়োগান্তে তিনি অধিক মাত্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ায়। ইহারও সম্ভাবনা আছে যে, 'তাসাল্লুব' অর্থ হইল সাজ-সজ্জা অধিক মাত্রায় তিন দিন পর্যন্ত পরিত্যাগ করা। ইহার পর অন্যান্য 'ইদ্দত পালনকারিনিগণ যেইভাবে সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ইদ্দত পালন করিয়া থাকে সেইভাবে যাহা ইচ্ছা তাহা করা। কেহ কেহ تَسَلَّبِىْ ثَلاَثًا যাহার আরবী অর্থ تَصَبَّرِىْ ثَلاَثًا (তিন দিন ধৈর্য ধারণ কর)। কিন্তু এইরূপ পাঠ অন্যান্য রিওয়ায়াতের পরিপন্থী।

ইমাম আহ্‌মদের এই সম্পর্কিত আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহা নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لاَ تُحِدِّىْ بَعْدَ يَوْمِكِ هٰذَا.

"আসমা বিন্‌ত 'উমায়স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জা'ফার নিহত হইবার তৃতীয় দিন (আমার গৃহে) প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ এই দিনের পর তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না"।

ইহাও ইমাম আহ্‌মাদের একক বর্ণনা। ইহার সনদে কোন আপত্তি নাই। তবে শাব্দিক অর্থে হাদীছ গ্রহণ করিলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহা হইল, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেনঃ

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلٰى مَيِّتِهَا اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"যেই মহিলা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য মৃত ব্যক্তির উপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নহে। তবে সে তাহার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে"।

এই হাদীছে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীত উপরোল্লিখিত হাদীছে আসমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই সম্পর্কে সমাধান এই যে, যদি ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতকে সঠিক (محفوظ) গণ্য করা হয় তাহা হইলে ইহা হইবে কেবল এই ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট। অথবা বলা হইবে, এই হাদীছে কেবল এই তিন দিন অধিক মাত্রায় শোক পালনের আদেশ ছিল যাহা ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫০-২৫২)।

আসমা বিনত 'উমায়স (রা) তাঁহার স্বামী জা'ফার (রা)-এর মৃত্যুতে নিম্নোক্ত শোক গাহন আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

فَالَيْتُ لاَ تَنْفَكُّ نَفْسِىْ حَزِيْنَةً -عَلَيْكَ ولاَ يَنْفَكُّ جِلْدِىْ اَغْبَرَ.

فَلِلّٰهِ عَيْنًا مَنْ رَاى مِثْلَهُ فَتَى- اَكَرُّ وَاَحْمى فِى الْهِيَاجِ وَاَصْبَرَا.

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার হৃদয় তোমার মর্মবেদনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না এবং আমার ত্বক ধুলাবালি মুক্ত হইবে না।

"আল্লাহ্র শপথ! এমন কোন চক্ষু দেখা যায় নাই যে তাঁহার মত যুদ্ধে পাল্টা আক্রমণকারী, কঠোর হস্তে দমনকারী ও সহনশীল যুবক দেখিয়াছে"।

অতঃপর আসমা (রা)-এর 'ইদ্দত পূর্ণ হইয়া গেলে আবূ বাক্র (রা) তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। আবূ বাক্র (রা) তাঁহার সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইয়া ওলীমা অনুষ্ঠান করিলেন। উক্ত ওলীমায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)-ও ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫৩)।

সৈন্যবাহিনীর মদীনা প্রত্যাবর্তন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভ্যর্থনা

এই যুদ্ধ মোট সাত দিন অব্যাহত ছিল (সীরাতে হালাবিয়্যা, উর্দূ অনুবাদ ৩/৩খ., ৫৯)। সৈন্যবাহিনী মূতা হইতে মদীনায় পৌঁছিবার সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। শিশুরা দৌড়াইয়া বাহির হইয়াও তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৬৬)।

যায়দ ইবন হারিছা (রা)-এর পরিচিতি ও মর্যাদা

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্ত দাস। যায়দ-এর গোলাম হইবার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে যাইবার সময় দস্যুরা তাহাদের উপর আক্রমণ

করিয়া যায়দ (রা)-কে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহার পর তাহাকে বিক্রয় করিলে হাকীম ইবন হিযাম স্বীয় ফুফু খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদের জন্য ক্রয় করেন [কেহ কেহ বলিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে খাদীজা (রা)-এর জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন]। খাদীজা (রা)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতের জন্য যায়দকে উপহার দেন। যায়দের পিতা তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যায়দকে পিতার সঙ্গে যাওয়ার অথবা না যাওয়ার অবকাশ দিলেন। যায়দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া নিজের পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন। এই জন্য তাহাকে যায়দ ইবন মুহাম্মাদ বলা হইত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন গোলামদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী। তাঁহার সম্পর্কে আল-কুরআনের চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাহা হইল ঃ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ

"আর তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই" (৩৩ ঃ ৪)।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ.

"তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত" (৩৩ ঃ ৫)।

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ.

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়" (৩৩ ঃ ৪০)।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا.

"স্মরণ কর, আল্লাহ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম" (৩৩ ঃ ৩৭)।

তাফসীরবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত আয়াতগুলি যায়দ (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মহান আল্লাহ যায়দ (রা) ব্যতীত আর কোন সাহাবীর কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে আযাদ করিয়া তদীয় বাঁদী উম্মু আয়মান (রা)-কে তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। উম্মু আয়মানের নাম ছিল বারাকা। তাহার গর্ভে যায়দ

(রা)-এর পুত্র উসামা (রা)-এর জন্ম হইয়াছিল। উসামা (রা)-কে বলা হইত اَلْحِبُّ بْنُ الْحِبِّ 'প্রিয়ের পুত্র প্রিয়'। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) তদীয় ফুফাত বোন যয়নব বিন্ত জাহ্শ (রা)-কে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় চাচা হামযা ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিবের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং মূতা অভিযানে স্বীয় চাচাত ভাই জা'ফার ইবন আবী তালিবের উপর নেতৃত্ব দানে যায়দ (রা)-কে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ ও হাফিজ আবূ বাক্র ইব্ন আবী শায়বা বর্ণনা করেন ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ سَمِعْتُ الْبُهَيَّ يُحَدِّثُ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ مَا بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ اِلاَّ اَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ بَقِيَ بَعْدُ لاَسْتَخْلَفَهُ.

"বুহায়্য হইতে বর্ণিত। 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেই সারিয়াতেই যায়দ ইব্ন হারিছাকে প্রেরণ করিতেন সেখানে তাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন। যদি তিনি পরবর্তী কালেও জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে খলীফা নিযুক্ত করিতেন"।

এই রিওয়ায়াতটি ইমাম নাসাঈ, আহমাদ ইব্ন সালমান সূত্রে এবং তিনি মুহাম্মাদ ইবন 'উবায়দ আত-তানাফিসীর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াত সহীহ হইবার শর্তে উত্তম ও শক্তিশালী, তবে ইহা অত্যন্ত অপরিচিত (غريب)।

সেনাপতি জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা)-এর পরিচিতি ও মর্যাদাঃ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই। তিনি তাঁহার ভাই 'আলী (রা) হইতে বয়সে দশ বৎসর বড় ছিলেন। তাঁহার অপর ভাই 'আকীল বয়সে তাহার হইতে দশ বৎসর বড় ছিলেন। আর তাঁহার আরও এক ভাই তালিব 'আকীল হইতে দশ বৎসর বড় ছিলেন।

জা'ফার (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি প্রচুর প্রশংসা কুড়াইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অবস্থানও ছিল খুবই সুদৃঢ়। হাবশা হইতে তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন ঃ

مَا اَدْرِيْ اَنَا بِاَيِّهِمَا اَسَرُّ اَبِقُدُوْمِ جَعْفَرٍ اَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ.

"কি কারণে আমি এত আনন্দিত, জা'ফারের আগমনে, না খায়বার বিজয়ে"!

'উমরাতুল কাদার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রওয়ানা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) জা'ফার (রা)-র উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন ঃ

اَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ

"আমার দেহাবয়ব ও চরিত্রে তুমি আমার সদৃশ"।

তিনি নিহত হইবার পর তাঁহার দেহের সম্মুখভাগে নব্বই ঊর্ধ্ব বিভিন্ন প্রকার আঘাত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার ডান হাত কাটিয়া ফেলা হইলে তিনি বাম হাত দিয়া পতাকা ধারণ করিয়াছিলেন। উভয় হাত কর্তিত হইলে তিনি পতাকাটি কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাহা সেইভাবেই উড্ডীন রাখিয়াছিলেন। বলা হয়, এক রোমান তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হইয়া শাহাদাত লাভ করেন। তিনি ছিলেন নিশ্চিতভাবে জান্নাতবাসী। বুখারীতে বর্ণিত আছে, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) যখন জা'ফার (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা)-কে সালাম দিতেন তখন এইরূপ বলিতেন ঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ.

"হে দুই বাহুধারীর পুত্র! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক" (বুখারী, তরজমাতুল-বাব, ১খ., ৫২৬)।

এই কারণে তাঁহাকে ذُوالْجَنَاحَيْنِ "দুই বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তি" বলা হইত। কেহ কেহ উপরিউক্ত রিওয়ায়াত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হইবার রিওয়ায়াতটি শুদ্ধ। তাঁহার এমন উপাধি লাভ সম্পর্কে ব্যাখ্যাবিদগণ বলিয়াছেন, কারণ তাঁহাকে তাঁহার দুই হাতের বদলে জান্নাতে দুইটি ডানা দেওয়া হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেনঃ আমি জান্নাতে জা'ফারকে ফেরেশতাগণের সহিত উড়িতে দেখিয়াছি" (তিরমিযী, মানাকিব, বাব মানাকিব জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব, নং ২৭৬৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫৫-২৫৬)।

সীরাতবিদ হালাবী বলেন, একটি রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আমি জা'ফারকে জিবরাঈল ও মীকাঈলের সঙ্গে উড়িতে দেখিয়াছি। অপর একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, তাহাকে দুইটি ইয়াকূতী ডানা দেওয়া হইয়াছিল (সীরাতে হালাবিয়্যা, উর্দূ অনুবাদ, ৩/৩খ., ৬৫)।

শাহাদাত লাভকালে জা'ফার (রা) রোযা অবস্থায় ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, জা'ফার (রা) যখন যুদ্ধস্থলে আঘাত জনিত কারণে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাইতেছিলেন তখন আমি তাহার নিকট পানি পেশ করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি, তুমি এই পানি আমার মুখের নিকট রাখিয়া দাও। আমি যদি সূর্য অস্তমিত হইবা পর্যন্ত জীবিত থাকি

তাহা হইলে তাহা দিয়া ইফতার করিব। ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, অতঃপর রোযা অবস্থাতেই সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেই তিনি শাহাদাতের সুধা পান করিয়াছিলেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, উর্দূ অনুবাদ, ৩/৩খ., ৬৪)।

তেষট্টি বৎসর বয়সে জা'ফার (রা) শহীদ হইয়াছিলেন। ইবনুল আছীর উসদুল গাবায় বলিয়াছেন, এই সময় তাঁহার বয়স ছিল একচল্লিশ বৎসর। কেহ কেহ অন্য কিছুও বলিয়াছেন। যদি জা'ফার (রা) 'আলী (রা) হইতে বয়সে দশ বৎসরের বড় হইয়া থাকেন তবে শাহাদাতের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৩৯ (উনচল্লিশ) বৎসর। কারণ প্রসিদ্ধি আছে যে, আলী (রা) তাঁহার আট বৎসর বয়সে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মক্কায় তের বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। একুশ (২১) বৎসর বয়সে তিনি মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। এইদিকে মূতা অভিযান অষ্টম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হিসাবে মূতা অভিযানের সময় 'আলী (রা)-এর বয়স ছিল ২৯ (উনত্রিশ) বৎসর, আর 'আলী (রা) হইতে জা'ফার (রা) দশ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে তাঁহার বয়স উনচল্লিশ হওয়াই স্বাভাবিক (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫৬; সীরাত হালাবিয়্যা, উর্দূ অনুবাদ, ৩/৩খ., ৬৪)। ইমাম আহমাদ নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا احْتَذَى النِّعَالَ وَلاَ انْتَعَلَ وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَ لَبِسَ الثِّيَابَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) হইতে উত্তম কোন জুতা, কোন চপ্পল কেহ পরিধান করে নাই, কোন সওয়ারীতে কেহ আরোহণ করে নাই এবং কোন উত্তম কাপড় দেহে জড়ায় নাই"।

আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার দানশীলতা সম্পর্কে বুখারীর নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন (বুখারী, ১খ., ৫২৬) ঃ

قَالَ الْبُخَارِىُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ دِيْنَارٍ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَنِّىْ كُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِىْ خُبْزٌ لاَ اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَرِيْرَ وَيَخْدِمُنِىْ فُلاَنٌ وَفُلاَنَةُ وَكُنْتُ اُلْصِقُ بَطْنِىْ بِالْحَصَابَاءِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لاَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الاٰيَةَ هِىَ مَعِىْ كَىْ يَنْقَلِبَ فَيُطْعِمُنِىْ وَكَانَ خَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَكَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَاكَانَ فِىْ بَيْتِهِ حَتّٰى اَنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُلَّةَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيْهَا.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, লোকজন বলিয়া থাকে, আবূ হুরায়রা বেশী হাদীছ জানে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সব সময় লাগিয়া থাকিতাম একটি শুকনা রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া। আমি কোন পিষা রুটি খাইতে পাইতাম না এবং রেশমী কাপড় পরিধান করিতে পারিতাম না। কোন পুরুষ ও মহিলা আমার খেদমত করিত না। ক্ষুধার তাড়নায় আমি আমার পেট কাঁকরাদির সহিত জড়াইয়া ধরিতাম। আমার জানা একটি আয়াত আমি জনৈক লোককে পড়াইলাম যাহাতে সে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে খাবার খাওয়ায়। এইদিকে জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব ছিলেন অসহায়দিগের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদের নিকট আসিয়া তাঁহার গৃহে যাহা আছে তাহা খাওয়াইতেন। এমন কি ঘিয়ের খালি পাত্রও আমাদিগকে আনিয়া দিতেন। আমরা তাহা ভাঙিয়া চাটিয়া খাইতাম"।

ইহা একমাত্র বুখারীর রিওয়ায়াত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৫৬-২৫৭)। হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা) জা'ফার (রা)-এর শাহাদাতের পর নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছের দ্বারা শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ

وَلَـقَدْ بَكَـيْـتُ وَعَزَّ مُـهْلَـكُ جَـعْفَرٍ - حِبُّ النَّبِىِّ عَلى الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا

وَلَقَدْ جَزِعْتُ وَقُلْتُ حِينَ نُعِيْتَ لِيْ - مَنْ لِلْجَلاَدِ لَدَى الْعُقَابِ وَظِلِّهَا

بِـالْبِـيْضِ حِيْنَ تُسَلُّ مِنْ اَغْمَادِهَا - ضَرْبًا وَاِنْهَالِ الرِّمَاحِ وَعَـلِّهَـا

بَعْدَ ابْنِ فَاطِمَةَ الْمُـبَارَكِ جَـعْـفَرٍ - خَيْرُ الْبَـرِيَّـةِ كُلِّـهَا وَاَجَـلِّـهَا

زُرْئًا وَاَكْـرَمِـهَا جَـمِـيْعًا مَـحْـتِداً - اَعِـزُّهَا مُتَظَلِّمًا وَاَذَلِّهَا

لِلْـحَـقِّ حِـيْنَ يَتُـوْبُ غَيْرَ تَنَحُّدٍ - كَذِبًـا وَاَنْـدَاهَـا يَـداً وَاَقَلِّهَا

فَحْشًا وَاَكْثَرِهَا اِذَا مَا يُجْتَدى - فَـضْـلاً وَاَنْدَاهَا يَداً وَاَبَلِّهَا

بِالْعُرْفِ غَيْرِ مُحَمَّدٍ لاَ مِثْلَهُ - حَـيٌّ مِنْ اَحْـيَاءِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا.

"আমি কাঁদিয়াছি, জা'ফারের তিরোধান ছিল বড়ই মর্মন্তুদ। বিশ্বের সকল সৃষ্টি হইতে তিনি ছিলেন নবী করীম (স)-এর অধিক প্রিয়।

"আমি উচ্চস্বরে কাঁদিতেছিলাম যখন আমার নিকট তাঁহার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তখন আমি বলিয়াছিলাম, এখন 'উকাব' পতাকার নিকট ও তাহার নিচে কোন ব্যক্তি লড়িবে"।

"সংকটময় মুহূর্তে যখন তরবারিসমূহকে আঘাতের উদ্দেশ্যে কোষমুক্ত করা হইবে এবং বল্লমসমূহ একটির পর একটি তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে উদ্যত হইবে"।

"তখন ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ ইবন হাশিমের পুত্র জা'ফারের পর কোন ব্যক্তি শত্রুর মুকাবিলা করিবে, তিনি সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান"।

"হৃদয়বিদারক যাহার শাহাদাত, তিনি জগতের সকল হইতে সম্মানিত বংশমর্যাদায়। নির্যাতন ভোগ না করিবার জন্য তিনি খুবই কঠোর ও শক্তিশালী"।

"সত্য বা ন্যায়নিষ্ঠার কাজের সামনে তিনি গেলে কপটতা প্রদর্শন করেন না, বরং বিনয়ী হন"।

"তিনি কটুবাক্য উচ্চারণে সর্বাধিক কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণকারী, পুরস্কার দানের সময় সর্বাধিক অনুগ্রহকারী, সৎপথে খরচ করার সময় সবচেয়ে উদারহস্ত"।

"শুধু হযরত মুহাম্মাদ (স) ব্যতীত, সৃষ্টিকুলে যাঁহার কোন তুলনা নাই" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫২; ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ২৬৯)।

সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর পরিচিতি ও মর্যাদা

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-র ডাকনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ, আবূ রাওয়াহাও বলা হইত। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হইয়াছিলেন। আল-আকাবাতে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বানুল হারিছ ইবনুল খাযরাজ যেই রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই রাত্রির নেতাগণের একজন ছিলেন তিনি। 'উমরাতুল কাদাতে তিনি শরীক ছিলেন। তিনি ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর-উষ্ট্রীর লাগাম আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার মুখের বাণী ছিল ঃ

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِه.

মূতা দিবসে শাহাদাত বরণকারী নেতাগণের তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রোমানদের সহিত লড়িতে তিনি মুসলিম বাহিনীকে অভয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শাহাদাত লাভ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) সাক্ষী দিয়াছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে জান্নাতী। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহাদিগকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছিলেন তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ حَسَنٍ - تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْرًا كَالَّذِيْ نُصِرُوْا.

তাঁহার কবিতা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেনঃ وَاَنْتَ فَثَبَّتَكَ اللّٰهُ "আল্লাহ তোমাকে অটল রাখুন"। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন, فَثَبَّتَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قُتِلَ شَهِيْدًا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ (আল্লাহ তাঁহাকে অবিচল রাখিবার ফলে তিনি শহীদ হইয়াছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছেন)। তাঁহার সম্পর্কে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত আছে ঃ

روى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ اَبِيْ لَيْلى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ اَتى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَسَمِعَتْهُ يَقُوْلُ اِجْلِسُوْا فَجَلَسَ مَكَانَهُ خَارِجًا مِّنْ

الْمَسْجِدِ حَتّى فَرَغَ النَّاسُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا عَلى طَوَاعِيَةِ اللّٰهِ وَطَوَاعِيَةِ رَسُوْلِه-

"আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী লায়লা হইতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। নবী করীম (স) তখন ভাষণ দিতেছিলেন। তিনি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিলেন, "বসুন"। ফলে 'আবদুল্লাহ্ মসজিদের বাহিরে নিজ স্থানে বসিয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ যখন শেষ হইল তখন তাঁহার নিকট 'আবদুল্লাহর আগমনের খবর পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেনঃ 'আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করিবার তোমার লোভ আল্লাহ বৃদ্ধি করিয়া দিন"।

ইমাম আহমাদ হইতে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ الاِمَامُ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ زِيَادِ النَّحْوِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ اِذَ لَقِىَ الرَّجُلَ مِنْ اَصْحَابِهِ يَقُوْلُ تَعَالْ نُؤْمِنُ بِرَبِّنَا سَاعَةً فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَجَاءَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تُرَى ابْنَ رَوَاحَةَ يَرْغَبُ عَنْ اِيْمَانِكَ اِلى اِيْمَانِ سَاعَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ ابْنَ رَوَاحَةَ اِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِىْ تَبَاهى بِهَا الْمَلاَئِكَةُ.

"আনাস (রা) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা তাহার সাথীগণের কোন লোকের সহিত যখন মিলিত হইতেন তখন বলিতেন, আস! আমরা আমাদের রব্ব-এর উপর কিয়ামত সম্পর্কে ঈমান আনি। এইরূপ তিনি একদা এক লোককে বলিলেনঃ লোকটি তাহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি অবগত আছেন, রাওয়াহার পুত্র আপনার ঈমান আনয়ন করা হইতে বিমুখ হইয়া কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনিতেছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ আল্লাহ্ রাওয়াহা পুত্রের উপর করুণা করুন। সে এই সকল মাজলিসকে ভালবাসে যেইগুলি লইয়া ফেরেশ্‌তাগণ গৌরববোধ করেন।"

এই হাদীছটি অত্যন্ত অখ্যাত (غريب)। বায়হাকী অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

قَالَ الْبَيْهَقِىُّ حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَالَ لِصَاحِبٍ لَهُ تَعَالْ حَتّى نُؤْمِنُ سَاعَةً قَالَ اَوَلَسْنَا بِمُؤْمِنِيْنَ قَالَ بَلى وَلكِنَّا نَذْكُرُ اللّٰهَ فَنَزْدَادُ اِيْمَانًا.

"আতা ইব্ন ইয়াসার(র) হইতে বর্ণিত।'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা তাহার এক সাথীকে বলিলেন, আস! আমরা কিয়ামতের উপর ঈমান আনি। লোকটি বলিল আমরা কি বিশ্বাসী নই? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে আমরা আল্লাহ্র যিকির করিয়া ঈমান বৃদ্ধি করিব"।

হাফিজ আবুল কাসিম আল-লাকাই বা আল-আলকাই তদীয় সূত্রে শুরায়হ ইব্ন 'উবায়দ হইতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় সূত্রেই হাদীছটি মুরসাল। ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ ابْنَ مُعَاذٍ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً.

"ইবন মু'আয বলিলেন, আমাদিগের সহিত বসুন! আমরা কিয়ামতের উপর ঈমান আনি"।

সাহীহ বুখারীতে আবুদ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ الاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তীব্র গ্রীষ্মে এক সফরে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা ব্যতীত আমাদের মধ্যে অন্য কেহ রোযাদার ছিল না"।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শানে তাহার নিম্নোক্ত কবিতা ইমাম বুখারী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ نَتْلُوْا كِتَابَهُ - اذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ - اذَا اسْتُثْقِلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعِ
اَتٰى بِالْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا- بِه مُوْقِنَاتٌ أَنَ مَا قَالَ وَاقِعٌ.

"আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব তিলাওয়াত করি। ভোর হইতে অধিক আলোকিত হইয়া যখন তাহার সৎ গুণাবলী ছড়াইয়া পড়িল"।

"বিছানা হইতে তিনি তাঁহার শরীর পৃথক রাখিয়া নিশি যাপন করিতেন, মুশরিকগণের নিদ্রাবিভোরে যখন বিছানাসমূহ ভারী হইয়া যাইত"।

"গোমরাহীর পর যখন তিনি হিদায়াত লইয়া আসিলেন, আমাদের অন্তরসমূহ তখন তাহা বিশ্বাস করিল যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য প্রতিফলিত হইবে"।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانَ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ اُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِيْ وَاجَبَلاَهُ وَكَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ افَاقَ مَاقُلْتِ شَيْئًا الاَّ قِيْلَ لِيْ اَنْتَ كَذٰلِكَ.

"আন-নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা বেহুঁশ হইয়া পড়িলে তাহার বোন 'আমরা ইহা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেনঃ হে পাহাড়সম, হে এইরূপ, এইরূপ, ইহা বারবার বলিতেছিলেন। তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সম্পর্কে যেসব কথা বলিতেছিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলা হইতেছিল, তুমি কি এইরূপ এইরূপ ছিলে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫৭-২৫৮)?

হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর মারছিয়া

মূতা যুদ্ধের দিন হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) যায়দ ইব্ন হারিছা ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর উদ্দেশে শোক প্রকাশার্থে বলেন ঃ

عَيْنُ جُوْدِىْ بِدَمْعِكَ الْمَنْزُوْرِ - وَاذْكُرِىْ فِى الرَّخَاءِ اَهْلَ الْقُبُوْرِ

وَاذْكُرِىْ مُؤْتَةَ وَمَا كَانَ فِيْهَا - يَوْمَ رَاحُوْا فِىْ وَقْعَةِ التَّغْوِيْرِ

حِيْنَ رَاحُوْا وَغَادَرُوْا ثُمَّ زَيْدًا - نِعْمَ مَاْوَى الضَّرِيْكِ وَالْمَاْسُوْرِ

حِبُّ خَيْرُ الاَنَامِ طُرًّا جَمِيْعًا - سَيِّدُ النَّاسِ حُبُّهُ فِى الصُّدُوْرِ

ذَاكُمْ اَحْمَدُ الَّذِىْ لاَ سِوَاهُ - ذَاكَ حَزْنِىْ لَهُ مَعًا وَسُرُوْرِىْ

اِنَّ زَيْدًا قَدْ كَانَ مِنَّا بِاَمْرٍ - لَيْسَ اَمْرَ الْمُكَذَّبِ الْمَغْرُوْرِ

ثُمَّ جُوْدِىْ لِلْخَزْرَجِىِّ بِدَمْعٍ - سَيِّدًا كَانَ ثُمَّ غَيْرَ نَزُوْرٍ

قَدْ اَتَانَا مِنْ قَتْلِهِمْ مَا كَفَانَا - فَبِحُزْنٍ نَبِيْتُ غَيْرَ سُرُوْرٍ

"হে নয়ন! তোমার শুকাইয়া যাওয়া অশ্রু প্রবাহিত করিতে উদারতা প্রদর্শন কর। সুসময়ে কবরবাসীদের কথা স্মরণ কর"।

"মূতা ও তাহাতে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ কর, যেইদিন পারস্পরিক আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়াছিল"।

"যখন তাহারা চলিয়া আসিয়াছিল য়ায়দকে সেখানে রাখিয়া, অথচ উত্তম ঠিকানা লাভ করিলেন এই অসহায় বন্দী লোকটি"।

"সৃষ্টিকুলের সরদার সর্বোত্তম ব্যক্তির তিনি প্রিয়ভাজন, যাঁহার ভালবাসা প্রতিটি অন্তরে বিরাজমান"।

"তিনি হইলেন তোমাদের নবী আহমাদ, যাঁহার কোন জুড়ি নাই, যাহার শোক-দুঃখে ও আনন্দ-উৎফুল্লে আমিও একাত্মতা বোধ করি"।

"নিশ্চয় যায়দ আমাদের পক্ষ হইতে আমীর ছিলেন, যাহার নেতৃত্বে ছিল না কোন মিথ্যা বা প্রতারনা"।

অতঃপর (হে নয়ন!) খাযরাজী লোকটির ('আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা) জন্য অধিক অশ্রু বিসর্জন কর, যিনি ছিলেন জননেতা, চেষ্টার কোন কার্পণ্য করেন নাই।

"তাহাদের শহীদ হইবার যেই খবর আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহা আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা বিষাদে রাত্রি যাপন করি, একটুও আনন্দ পাই না"।

ইব্ন ইসহাক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কায়স ইবনুল মুহাসসার আল-ইয়া'মুরী খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

فَوَاللّٰهِ لاَ تَنْفَكُّ نَفْسِى تَلُوْمُنِىْ - عَلى مَوْقِفِىْ وَالْخَيْلُ قَابِعَةٌ قَبْلُ

وَقَفْتُ بِهَا لاَ مُسْتَجِيْرًا فَنَافِذاً - وَلاَ مَانِعًا مَنْ كَانَ حُمَّ لَهُ الْقَتْلُ

عَلى اَنَّنِىْ اَسَيْتُ نَفْسِىْ بِخَالِدٍ - اَلاَ خَالِدٌ فِى الْقَوْمِ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ

وَجَاشَتْ اِلَىَّ اَنْفُسُ مِنْ لَنَّحْوِ جَعْفَرٍ - بِمُؤْتَةَ اِذَ لاَ يَنْفَعُ النَّابِلَ،النَّبْلُ

وَضَمَّ اِلَيْنَا حَجْزَتَيْهِمْ كِلَيْهِمَا - مُهَاجِرَةً لاَ مُشْرِكُوْنَ وَلاَ عُزْلُ

"আল্লাহ্র শপথ! আমার আত্মা আমার অবস্থানের উপর আমাকে অনবরত তিরস্কার করিতেছিল, যেই সময় অশ্বসমূহ সম্মুখপানে হাঁপাইতেছিল।

"আমি সেখানে থামিয়াছিলাম, না আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে যাহাতে আমার কার্যসিদ্ধি হয় এবং না যোদ্ধাদিগকে বারণকারীরূপে।

"তবে আমি খালিদের নেতৃত্বের কারণে নিজেকে সান্তনা দিলাম। খালিদ এমন এক ব্যক্তিত্ব জাতির মধ্যে যাহার তুলনা নাই"।

"মূতায় জা'ফারের পরিণতিতে আমার হৃদয় আবেগপ্রবণ হইয়া উঠিল। যখন তীর নিক্ষেপকারীর তীর কোন কাজে আসিতেছিল না"।

"খালিদ আমাদের নিকট যুদ্ধস্থলের দুই প্রান্তে অবস্থানরত সৈন্যদিগকে একত্র করিয়া দিলেন, ইহারা ছিল সবাই হিজরতকারী, মুশরিক নহে, অস্ত্রহীনও নহে"।

ইব্ন কাছীর এই প্রসঙ্গে বলেন, এই কবিতা দ্বারা ইব্ন ইসহাক তাঁহার অভিমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত হইল, মুসলিম বাহিনীর স্বল্পতার ভয়ে খালিদ (রা) তাহাদিগকে রোমানদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বিজয় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তবে ইব্ন কাছীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্পষ্টভাবে রাসূলাল্লাহ (স) যেখানে বিজয় বলিয়াছেন সেখানে সম্ভাবনার দাবি উত্থাপন শোভা পায় না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ, ২৯২)।

মূতা যুদ্ধের শহীদগণ

মুহাজিরগণের কুরায়শ গোত্রীয় বানূ হাশিম শাখার (১) জা'ফার ইব্ন আবী তালিব; (২) যায়দ ইব্ন হারিছা আল-কালবী; 'আদী ইব্ন কা'ব গোত্রের (১) মাসঊদ ইবনুল আসওয়াদ। বনূ মালিক ইব্ন হিসল গোত্রের (১) ওয়াহ্ব ইব্ন সা'দ। আনসারগণের বানূ হারিছ ইবনুল খাযরাজ গোত্রের (১) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা, (২) 'আব্বাদ ইব্ন কায়স। বানূ গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের (১) আল-হারিছ ইব্নুন নু'মান। বনূ মাযিন ইব্নুন নাজ্জার গোত্রের সুরাকা ইব্ন 'আমর। ইব্ন ইসহাকের মতে মূতা যুদ্ধে যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা উপরিউক্ত মোট আটজন ঃ চারজন মুহাজির এবং চারজন আনসার।

ইব্ন হিশাম বলেন, ইব্ন শিহাব যুহরীর মতে মূতায় যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন ঃ বানূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের (১) আবূ কুলায়ব ইব্ন আমর; (২) জাবির ইব্ন 'আমর। দুইজনই সহোদর ভাই। বানূ মালিক গোত্রের (১) 'আমর ইব্ন সা'দ এবং (২) তাঁহার সহোদর ভাই 'আমের ইব্ন সা'দ। ইহারাও আনসার গোত্রের ছিলেন। সুতরাং পূর্বের আটজনসহ এই চারজন মিলাইয়া ইমাম যুহরীর মতে মূতার মোট শহীদের সংখ্যা বারজন। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা যে, তিন হাজার মুসলিম সৈন্য আর দুই লক্ষ শত্রু সৈন্যের মধ্যে লড়াই সংঘটিত হয়। এত বিরাট বাহিনী মাত্র বারজনকে শহীদ করিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে মুশরিকদিগের অনেক লোক নিহত হয়। খালিদ (রা)-এর হাতে নয়টি তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, শুধু তাঁহার হাতেই অনেক কাফির নিহত হইয়াছিল, অন্যান্য বীরদের কথা উল্লেখ নাই বা করা হইল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৫৯; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৭০-২৭১)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মূতা যুদ্ধের শহীদগণের উদ্দেশ্যে হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) নিম্নোক্ত শোকগাথা রচনা করিয়াছেন ঃ

تَاوَّبَنِيْ لَيْلٌ بِيَثْرِبَ اَعْسَرُ - وَهَمٌّ اِذَا مَا نَوَّمَ النَّاسُ مُسْهِرُ

لِذِكْرِى حَبِيْبٍ هَيَّجَتَ ثَمَّ عَبْرَةً - سَفُوْحًا وَاَسْبَابُ الْبُكَاءِ الْمُتَذَكَّرُ

بَلاَءٌ وَفِقْدَانُ الْحَبِيْبِ بَلِيَّةٌ - وَكَمْ مِنْ كَرِيْمٍ يُبْتَلِى ثُمَّ يَصْبِرَ

رَاَيْتُ خِيَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَوَارَدُوْا - شُعُوْبَ وَقَدْ خُلِّفْتُ فِيْمَنْ يُؤَخَّرُ

فَلاَ يُبْعِدَنَّ اللّٰهُ قَتْلَى تَتَابَعُوْا - بِمُؤْتَةَ مِنْهُمْ ذُوالْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ

وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ حِيْنَ تَتَابَعُوْا - جَمِيْعًا وَاَسْبَابُ الْمَنِيَّةِ تَخْطُرُ

غَدَاةَ غَدَوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَقُوْدُهُمْ - اِلَى الْمَوْتِ مَيْمُوْنُ النَّقِيْبَةِ اَزْهَرُ

أَغَـــرُّ كَـلَوْنِ الْبَدْرِ مِنْ اٰلِ هَاشِمٍ - اَبِيٌّ اِذَا سِيْمَ الظُّلاَمَةَ مِجْسَرُ.

فَـطَاعَنَ حَـــتّى مَاتَ غَيْرَ مُؤَسَّدٍ - بِـمُـــعْتَرَكٍ فِيْهِ الْقَنَا يُتَكَسَّرُ

فَـصَارَ مَـعَ الْمُسْتَشْهِدِيْنَ ثَوَابُهُ - جِنَانٌ وَمُلْتَفُّ الْحَدَائِقِ اَخْضَرُ

وكُـنَّا نَـرى فِيْ جَعْفَرٍ مِنْ مُحَمَّدٍ - وَفَـاءً وَاَمْرًا حَازِمًا حِيْنَ يَأْمُرُ

فَمَا زَالَ فِي الاِسْلاَمِ مِنْ الِ هَاشِمٍ - دَعَـائِـمُ عِـزٍّ لاَ تُـرَامُ مَفْخَرُ

هُمُوْا جَبَلُ الاِسْلاَمِ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ - رِضَامٌ اِلى طَوْدٍ يَرُوْفُ يَقْهَرُ

تَـهَالِـيْلُ مِّنْهُمْ جَعْفَرٌ وَابْنُ اُمِّـهِ - عَـلِـيٌّ وَمِـنْهُـمْ اَحْمَدُ الْمُتَخَيَّرُ

وَحَـمْزَةُ وَالْعَبَّاسُ مِنْهُمْ وَمِنْهُمُوْا - عَقِيْلٌ وَمَاءُ الْعُوْدِ مِنْ حَيْثُ يُعْصَرُ

بِهِمْ تُكْشَفُ الْلأْوَاءِ فِيْ كُلِّ مَازِقٍ - عَمَاسٍ اِذَا مَا ضَاقَ بِالْقَوْمِ مَصْدَرُ

هُـــمْ اَوْلِـيَاءُ اللهِ اَنْـــزَلَ حُـكْـمَهُ - عَلَيْهِمْ وَفِيْهِمْ ذَالْكِتَابِ الْمُطَهَّرُ.

"ইয়াছরিবে (মদীনায়) আমার উপর ফিরিয়া আসিল অত্যন্ত কঠিন এক রাত্রি ও দুশ্চিন্তা। মানুষ যখন ঘুমে বিভোর তখন আমি জাগ্রত"।

"আমার এক বন্ধুর স্মরণে, কান্নার অশ্রু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। কান্নার কারণসমূহ ছিল স্মরণ, বন্ধুর স্মরণ"।

"হাঁ, নিশ্চয় বন্ধুর বিরহ এক মহাবিপদ; কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত লোক রহিয়াছেন যাহাদিগকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হইলে তাহারা ধৈর্য ধারণ করেন"।

"আমি কত অতি উত্তম, মুমিনদের একের পর এক মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করিতে দেখিলাম। তবে পশ্চাতে পড়িয়া থাকা লোকদের সহিত আমিও পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম"।

"আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁহার খাস রহমত হইতে দূরে না রাখেন সেই সকল শহীদকে যাঁহারা মূ'তা প্রান্তরে একের পর এক শহীদ হইলেন। তাঁহাদের একজন হইলেন দুইডানা-বিশিষ্ট জা'ফার"।

"অন্যরা হইলেন যায়দ ও 'আবদুল্লাহ্, যাঁহারা সকলে পরপর শহীদ হইয়াছিলেন। আর মৃত্যুর সকল কারণ সেখানে সক্রিয় ছিল"।

"ইহা সেই দিনের কথা যখন এই শহীদগণ মুমিনগণকে লইয়া মৃত্যুর প্রতি এক অত্যুজ্জ্বল ভাগ্যবান নেতার নেতৃত্বে অগ্রসর হইতেছিলেন"।

"তিনি ছিলেন হাশিম বংশীয়, পূর্ণিমার চাঁদ, সমুজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। অপকর্ম ও অনাচারের প্রতি অতি ঘৃণা পোষণকারী অত্যন্ত সাহসী পুরুষ"।

"লড়িতে লড়িতে তিনি লুটাইয়া পড়েন এমন রণাঙ্গনে যেখানে বল্লম চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল"।

"ফলে তিনি অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন শহীদগণের, ইহার প্রতিদান জান্নাতসমূহ, সবুজ শ্যামল ছায়াঘেরা বাগানাদি"।

"জা'ফার যখন কোন আদেশ করিতেন তখন আমরা তাঁহার মধ্যে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আনুগত্য, দৃঢ় প্রত্যয় ও বিচক্ষণতা প্রত্যক্ষ করিতাম"।

"ইসলামে হাশিমীরা চিরকাল রহিয়াছেন মর্যাদার স্তম্ভ ও গৌরবের পাত্র, যাহা ওজনের আশা করা যায় না"।

"তাঁহারা হইলেন ইসলামের পর্বতস্বরূপ আর অন্যান্য মুসলিমরা হইলেন পাহাড়ের আশে পাশের পাথরস্বরূপ, যাহা সর্বাবস্থায় সমুন্নত থাকে"।

"ইঁহারা হইলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন জা'ফার ও তাঁহার সহোদর আলী, সর্বোপরি তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন (আল্লাহ্র) মনোনীত পুরুষ আহমাদ (স)"।

"তাঁহাদের মধ্যে আরও রহিয়াছেন হামযা, 'আব্বাস ও আকীল (রা)-এর মত ব্যক্তিত্ব। এমন সরস ও সুরভিত কাঠ যেখান হইতে আতর (হেদায়েত) পাওয়া যায়"।

"তাঁহাদের দ্বারা সকল সংকটময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রণাঙ্গনের সংকট নিরসন করা যায়, যখন সেখান হইতে লোকজনের উত্তরণ দুঃসাধ্য হয়"।

"তাঁহারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা, যাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তাঁহার হুকুম অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই রহিয়াছেন পবিত্র গ্রন্থের বাহক (মুহাম্মাদ)" (হাসসান ইব্ন ছাবিত, দীওয়ান, পৃ. ১৭৯-৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৬০-২৬১; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৬৭)।

মূতা সম্পর্কে কা'ব ইব্ন মালিক (রা) নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন ঃ

فَامَ الْعُيُوْنِ وَدَمْعُ عَيْنِكَ يَهْمِلُ - سَحًّا كَمَا وَكَفَ الطِّبَابُ الْمُخْضَلُ

فِيْ لَيْلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيَّ هُمُوْمُهَا - طَوْرًا اَحِنُّ وَتَارَةً اَتَمَهَّلُ

وَاعْتَادَنِيْ حُزْنٌ فَبِتُّ كَأَنَّنِيْ - بِبَنَاتِ نَعْشٍ وَالسِّمَاكُ مُوَكَّلُ

وَكَأَنَّمَا بَيْنَ الْجَوَانِحِ وَالْحَشَا - مِمَّا تَأَوَّبَنِيْ شِهَابٌ مُدْخَلُ

وَجْدًا عَلَى النَّفَرِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوْا -يَوْمًا بِمُؤْتَةَ اُسْنِدُوْا لَمْ يُنْقَلُوْا

صَلَّى الا لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فِتْيَةٍ - وَسَقى عِظَامَهُمُ الْغَمَامُ الْمُسْبِلُ
صَبَرُوْا بِمُؤْتَةَ لِلْاِلٰهِ نُفُسَهُمْ - حَذَرَ الرَّدَى وَمَخَافَةَ اَنْ يَنْكُلُوْا
فَمَضَوْا اَمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ كَاَنَّهُمْ - فَنَقٌ عَلَيْهِنَّ الْحَدِيْدُ الْمُرْفَلَ
اِذْ يَهْتَدُوْنَ بِجَعْفَرٍ وَلِوَائِهِ - قُدَّامُ اَوَّلِهِمْ فَنِعْمَ الاَوَّلُ
حَتَّى تَفَرَّجَتِ الصُّفُوْفُ وَجَعْفَرٌ - حَيْثُ الْتَقى وَعْثُ الصُّفُوْفِ مُجْدَلٌ
فَتَغَيَّرَ الْقَمَرُ الْنِيْرُ لِمُفَقَدِهِ - وَالشَّمْسُ قَدْ كَسَفَتْ وَكَادَتْ تَافِلُ
قِرْمٌ عَلى بُنْيَانِهِ مِنْ هَاشِمٍ - فَرْعًا اَشَمُّ وَسُؤْدَدًا يُنْقَلُ
قَوْمٌ بِهِمْ عَصَمَ الاَلٰهُ عِبَادَهُ - وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْكِنَابُ الْمُنْزَلُ
فَضَلُوا الْمُعَاشِرَعِزَّةً وَتَرُمًّا - وَتَعَمَّدَتْ اَحْلاَمُهُمْ مَنْ يُّجْهَلُ
لاَ يُطْلِقُوْنَ اِلَى السَّفَاهِ حُبَاهُمُوْا - وَيُرى خَطِيْبُهُمْ بِحَقٍّ يَفْصُلُ
بِيْضَ الْوُجُوْهِ تُرى بُطُوْنُ اَكُفِّهِمْ - تَنْدى اِذَا اعْتَذَرَ الزَّمَانُ الْمُمْحِلُ
وَبِهَدْيِهِمْ رَضِىَ الالٰهُ لِهِخَلْقٍ - وَبِجَدِّهِمْ نُصِرَ النَّبِىُّ الْمُرْسَلُ.

"সকল চক্ষু যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন তোমার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা এমনভাবে প্রবাহিত হইতেছে যেমন দীর্ঘ মেঘখণ্ড হইতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হয়"।

"এমন এক রাত্রিতে যেই রাত্র আমার উপর দুঃখ ও বিষাদ ছায়াপাত করিয়াছিল। কোন সময় আমি কাঁদিতেছিলাম আর কোন সময় বিরত ছিলাম বা পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিলাম"।

"বিষাদ আমার নিত্যসঙ্গী হইয়াছে, আমি এমন অবস্থায় নিশি যাপন করিলাম যেন আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল ও স্বাতী নক্ষত্রের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছি"।

"আমার পার্শ্বদেশ ও অগ্রে যেন অগ্নিপিণ্ড প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে"।

"ইহা সেই সকল শহীদানের শোকব্যথার কারণে, যাহারা মূতা দিবসে একের পর এক শহীদ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করা হয় নাই"।

"মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন এই সকল বীর যুবকের উপর, আর তাঁহাদের অস্থিসমূহকে সিক্ত করুন মুষলধারে বৃষ্টি দ্বারা"।

"মূতা যুদ্ধে তাঁহারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অবিচল রাখিয়াছিলেন যাহাতে ধ্বংস কিংবা শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পান"।

"এই মুজাহিদ পুরুষগণ মুসলমানদের সম্মুখ দিয়া রণাঙ্গনে এমনভাবে ঝাপাইয়া পড়িলেন যেন তাঁহারা লৌহশৃঙ্খল পরিহিত শক্তিশালী উষ্ট্রী"।

"যখন তাহারা জা'ফার ও তাঁহার পতাকার অনুসরণ করিতেছিলেন, তিনি তাহাদের অগ্রভাগে ছিলেন। এই অগ্রবর্তী সেনাপতি কতই না উত্তম"।

"সারিবদ্ধ সৈন্যরা অগ্রসর হইতেছিল আর জা'ফার পড়িয়া গিয়া শহীদ হইলেন, যেখানে উভয় পক্ষের সারিবদ্ধ সৈন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল"।

"তাঁহার তিরোধানে দীপ্ত চন্দ্র বিবর্ণ হইয়া পড়িল, সূর্য হইল রাহুগ্রস্ত এবং অস্ত যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল"।

"তিনি ছিলেন সরদার, হাশিম গোত্রে তাঁহার আভিজাত্য ও নেতৃত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাহা হস্তান্তরিত হয় না"।

"ইহারা এমন এক গোষ্ঠী যাঁহাদের দ্বারা আল্লাহ তাঁহার বান্দাদেরকে পরিত্রাণ দিয়াছেন, তাহাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থ"।

"সকল সম্প্রদায়ের উপর তাঁহারা সম্মান ও সম্ভ্রমের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগের জ্ঞান-বুদ্ধি অজ্ঞদের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল"।

"তাঁহারা নির্বুদ্ধিতামূলক কাজে কোন দিন লিপ্ত হন না। তাঁহাদিগের বক্তাদিগকে দেখা যায় এমন হক কথা প্রকাশ করিতে যাহা সুনিশ্চিত"।

"ইঁহারা উজ্জ্বল মুখমণ্ডলবিশিষ্ট, অন্যরা যখন দুর্ভিক্ষের বাহানায় দান করা হইতে বিরত থাকে, তখন তাঁহাদের দানের হস্ত থাকে উন্মুক্ত"।

"আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টিকুলের পথের দিশারীরূপে তাঁহাদের চালচলন পসন্দ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টাতেই রাসূলুল্লাহ (স) সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., ২৬১-৬২; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ২৬৯-২৭০; ঐ, উর্দূ অনুবাদ, ৪৫২-৪৫৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন, ১৯ ঃ ৭১; (২) বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গায্ওয়াতিল-মূতা মিন আরদিশ শাম; (৩) ইব্ন হাজার, আল-'আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরূত, তা. বি. ৭খ., ৫১০; (৪) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, ১/২খ., পৃ. ১৫৫-১৫৭; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৪খ., ২৪১-২৬২; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মিসর, তা. বি., ৩খ., ২৫৮-২৭১; (৭) আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., ১০৭-১১০; (৮) আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রাহমাত, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৪১৩-৪১৯; (৯) আবদুর রাউফ দানাপূরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দেওবন্দ, তা. বি., পৃ. ২৩৫; (১০) শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান

নাদবী, সীরাতুন-নাবী, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ১খ., ২৯১-২৯৩; (১১) ইব্‌ন সায়্যিদিন-নাস, উয়ূনুল আছার, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ১৫৩-১৫৪; (১২) আবুল হাসান আলী নাদবী, নবীয়ে রাহমাত উর্দূ, অনু., সায়্যিদ মুহাম্মাদ আল-হাসানী, লাখনৌ ১৪০১ হি., ২খ., ৪৯-৫০; (১৩) আবদুল হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওয়াত, উরদূ অনু. গোলাম মু'ঈনুদ্দীন না'ঈমী, দিল্লী ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৪৫৩-৪৬৩; (১৪) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত ১৩৯৮ হি., ৪খ., ৭০-৭৬; (১৫) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., ১২৮-১৩০; (১৬) ইদরীস কান্‌ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ২খ., ১৪৭-১৫৮; (১৭) শমসের আলী খান, সীরাতে মুহসিনে কাইনাত, ইংলণ্ড, তা. বি., পৃ. ৬২; (১৮) হালাবী, সীরাতে হালাবিয়্যা, উর্দূ অনু, আসলাম রাযমী কাসিমী, দেওবন্দ, তা. বি., ৩/৩খ., ৫৪-৬৮; (১৯) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৪০৭ হি., ২খ., ১১২-১১৫; (২০) আবূ বাক্‌র খাতীব কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, মক্কা, তা. বি., ১খ., ১৪৪-১৪৬; (২১) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত, তা. বি., ৫খ., ২১৯-২২০; (২২) আবদুল হাক্ক আল-বাগদাদী, মারাসিদুল ইত্তিলা', বৈরূত ১৩৭৪ হি., ৩খ., ১৩৩০; (২৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ., ২০খ., পৃ. ১।

ফয়সল আহমদ জালালী

সারিয়্যা যাতুস-সালাসিল

যাতুস্-সালাসিল (ذات السلاسل) সুলসুল (سُلْسُل)-এর বহুবচন। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে ইহা একটি কূপের নাম। উহার দিকে সম্পর্কিত করিয়াই এই অভিযানকে সারিয়্যা যাতুস্ সালাসিল বলা হয়। উল্লেখ্য যে, শব্দটিকে 'সালাসিল, 'সুলাসিল' বা উভয় উচ্চারণেই পাঠ করা যায়। স্থানটি ওয়াদিউল কুরার (وادى القرى) নিকটবর্তী। মদীনা মুনাওয়ারা হইতে ইহার দূরত্ব দশ মনযিল। এলাকাটিতে "বনূ কুদা'আ"-এর বসতি ছিল (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৯৪; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৫৮)।

হিজরী অষ্টম সনের জুমাদাল উখরা মাসে (অকটোবর ৬২৯ খৃ.) রাসূলুল্লাহ (স) এই সারিয়্যা প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই মর্মে সংবাদ পাইলেন যে, মূ'তার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় কাফির শত্রু পুনরায় একত্র হইয়া বানূ কুদা'আর নেতৃত্বে মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। তাই তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নেতৃত্বে তিন শত পদাতিক সৈন্য এবং ত্রিশজন অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হইতে অনেক বিশিষ্ট সাহাবা-ই কিরাম এই বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৭২)।

রাসূলুল্লাহ (স) সেনাপতি আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে একটি সাদা পতাকা ও একটি কালো পতাকা প্রদান করিলেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩১) এবং বলিলেন, 'আমর! আমি তোমাকে একটি সৈন্যদলের সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে বিজয় ও গনীমত দান করিবেন এবং তোমাদিগকে নিরাপদে মদীনায় ফিরাইয়া আনিবেন। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) বলিলেন, আমি তো মালের লোভে ইসলাম গ্রহণ করি নাই ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "নেক ব্যক্তির জন্য সদুপায়ে অর্জিত সম্পদ কতইনা উত্তম"। 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর মামা বাড়ী ছিল সেই এলাকায়, তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে, সেই এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলি হইতে সহযোগিতা লইবে। যথা বালী গোত্র, বানূ কাঈন গোত্র ইত্যাদি। সাহাবা-ই কিরাম রওয়ানা হইলেন। যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তাঁহারা রাতের বেলা পথ চলিতেন এবং দিনের বেলা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা জুযাম অঞ্চলে অবস্থিত সালাসিল কূপের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী। তাই 'আমর ইবনুল 'আস (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরও সৈন্য পাঠাইবার আরয জানাইয়া রাফে' ইব্ন মাকীস (রা)-কে পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সংবাদ পাইয়া হযরত আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নেতৃত্বে আরও দুই শত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই দলেও অনেক বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার সাহাবী ছিলেন।

যথা হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা), হযরত 'উমার (রা)। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত গুরুত্বসহ বলিলেন, "তোমরা 'আমর ইবনুল 'আসের বাহিনীর সাথে মিলিত হও। সদা আমরের সাথে মিলিয়া কাজ করিবে, মতপার্থক্য করিবে না।" এই কথা বলিবার কারণ এই যে, 'আমর ইবনুল 'আস (রা) মাত্র কয়েক দিন আগে মুসলমান হইয়াছেন। উল্লেখ্য যে, 'আমর ইবনুল 'আস (রা) অষ্টম হিজরীর সফর মাসে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (সীরাতুল-মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৫৫)। অপরদিকে হযরত 'আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) এবং তাঁহার সহযাত্রী অন্যান্য সৈন্যদিগের অনেকেই পুরাতন মুসলমান। তাই তাঁহাদিগের মধ্যে মতপার্থক্য ও ভুল বুঝাবুঝি হইতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (স) আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কেও একটি পৃথক ঝাণ্ডা প্রদান করিলেন। তাহারা যখন 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর দলের সহিত মিলিত হইলেন এবং নামাযের সময় হইল তখন আবূ 'উবায়দা ইমাম হইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু হযরত 'আমর তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আমি সেনাপতি। আপনারা শুধু আমার সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছেন। আবূ 'উবায়দা (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে মতপার্থক্য ও বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নতুবা আমি আমার দলের প্রধান, আমি আপনার আনুগত্য করিতে প্রস্তুত। অতঃপর 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-ই ইমামত করিতে থাকেন (আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৯২)।

ইব্ন ইসহাক লিখিয়াছেন যে, আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই তিনি এই বিষয়ে 'আমর ইবনুল 'আসের সাথে বিবাদে লিপ্ত হন নাই (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৪০)।

এই সফরে 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সাথে হযরত উমার (রা)-এরও এক পর্যায়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। অতঃপর হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর মধ্যস্থতায় তাহা বিদূরিত হয়। ঘটনা এই যে, একবার কয়েকজন সৈনিক প্রয়োজনবশত আগুন জ্বালাইতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত 'আমর (রা) কঠোরভাবে তাহা নিষেধ করিলেন। উমার (রা) বলিলেন, প্রয়োজনবশতই তো আগুন জ্বালানো হইবে, আপনি নিষেধ করিতেছেন কেন? হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) উমার (রা)-কে বাঁধা দিয়া বলিলেন, হে উমার! যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার চাইতে 'আমর ইবনুল 'আসের অভিজ্ঞতা বেশী আছে বলিয়াই তো রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে আমাদের আমীর নির্বাচিত করিয়াছেন। তাই প্রতিবাদ না করিয়া তাহার ফায়সালা মানিয়া লও (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৪০)।

অবশেষে মুসলিম সৈন্যগণ বানূ কুদা'আ গোত্রের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। মুসলমানগণ বিজয়ী হইলেন। সাহাবা-ই কিরাম (রা) হযরত 'আওফ ইব্ন মালিক (রা)-কে বিজয়ের সংবাদ জানাইবার জন্য মদীনায় প্রেরণ করিলেন। 'আওফ ইব্ন মালিক (রা) মদীনায় পৌছিয়া দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সালাতরত আছেন।

সালাত সমাপ্ত হইলে ঘরের বাহিরে থাকিয়াই তিনি সালাম জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কে, 'আওফ? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ। অতঃপর 'আওফের নিকট হইতে অভিযানের ফলাফল, আমীরদ্বয়ের মতানৈক্য এবং অন্যান্য ছোটখাট বিষয় সবিস্তারে অবহিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ 'উবায়দাকে রহম করুন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৭৮)।

যুদ্ধ বিজয়ের পর সেনাপতি হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নির্দেশে গনীমতের মাল একত্র করা হইল। তাঁহারা সেখানে আরও কিছু দিন অবস্থান করিয়া পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ছোট ছোট অভিযান পরিচালনা করিলেন, অবশেষে প্রচুর গনীমতের মালসহ বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই অভিযান প্রসংগে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যা (র) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে বানূ বাক্রের উপর হামলা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি 'আমর বানূ বাক্রের পরিবর্তে বানূ কুদা'আর উপর হামলা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, বানূ বাক্রের সাথে তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এই পরিস্থিতিতে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) আবূ 'উবায়দা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আপনাকে আমাদের সেনাপতি মনোনীত করিয়াছেন। আমর ইবনুল 'আস গোত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। কাজেই আপনার উচিৎ হইবে না তাহার আনুগত্য করিয়া বানূ কুদা'আর বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করা। আবূ 'উবায়দা (রা) বলিলেন, দেখ, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং আনুগত্যের নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য করিতেছি, আমর যাহাই করুক না কেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত আবূ উবায়দা ছিলেন নরম প্রকৃতির লোক, দুনিয়া বিমুখ এবং নেতৃত্বের প্রতি ছিল তাঁহার অনাসক্তি। তাই তিনি এই সকল বিষয়ে বিবাদে যান নাই (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৪০)।

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বর্ণিত উপরোল্লিখিত রিওয়ায়াতটি পর্যালোচনা ও সত্যাসত্য যাচাইয়ের যথেষ্ট অবকাশ রাখে। কারণ ইহার বিষয়বস্তু ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং রাসূলের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের প্রমাণিত আনুগত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উপরন্তু এই জামা'আতে শরীক ছিলেন হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা), হযরত উমার (রা), হযরত সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা) এবং হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ন্যায় প্রথম সারির মুহাজির ও আনসার সাহাবা কিরাম (রা)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, যে আমার আনুগত্য করিল, সে আল্লাহর আনুগত্য করিল এবং যে আমাকে অমান্য করিল, সে আল্লাহকে অমান্য করিল (মিশকাত, পৃ. ২৬৩)।

জিহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'আল্লাহ্র দীন সমুন্নত হউক' এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি লড়াই করিল, তাহার লড়াই আল্লাহ্র পথে হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে যেই যুদ্ধ গোত্রীয় স্বার্থে কিংবা নিছক জাগতিব উদ্দেশ্যে হইবে, তাহাকে কিছুতেই জিহাদ বলা যাইবে না (মিশকাত, পৃ. ৩৩১)। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) যদি বানূ বাক্রের উপর হামলা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন আর সেনাপতি 'আমর তাহার আত্মীয়তার খাতিরে তাহা না

করিয়া আরেকটি নিরপরাধ গোত্রের উপর হামলা পরিচলনা করিবেন— এই কথা যেমন মানিয়া লওয়া যায় না, অনুরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহাবাগণ প্রকাশ্যে রাসূলের নির্দেশের বিপরীত কাজ দেখিয়াও চুপ থাকিবেন কেবল এই অজুহাতে যে, তিনি বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাও কল্পনা করা যায় না।

এই অভিযানে আরও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা এই যে, তখন খুব শীত পড়িতেছিল। পথিমধ্যে সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর গোসল ফরয হইয়া গেল। তিনি শীতের ভয়ে গোসল না করিয়া তায়াম্মুম করিলেন এবং ফজরের নামায ইমামতি করিলেন। মদীনায় ফিরিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া 'হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নিকট তাঁহার কর্মসমূহের কৈফিয়ত চাহিলেন। 'আমর ইবনুল 'আস একে একে সমস্ত ঘটনার কৈফিয়ত দিলেন। তিনি বলিলেন, আগুন জ্বালাইলে দূর হইতে শত্রুগণ আমাদিগকে দেখিতে পাইত এবং আমাদিগের সংখ্যা কম দেখিয়া আমাদিগকে দুর্বল মনে করিত, এই আশংকায় আমি আগুন জ্বালাইতে নিষেধ করিয়াছি।

আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা নিজকে নিজে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগের প্রতি দয়ালু" (সূরা নিসা ঃ ২৯)।

এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গোসল করিলে হয়ত আমি মারা যাইতে পারি এই আশঙ্কায় আমি গোসল না করিযা তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়াইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কৈফিয়ত শুনিয়া হাসিলেন আর কিছু বলিলেন না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৭৩)।

উল্লেখ্য যে, কতিপয় মুহাদ্দিছ ও সীরাত লেখক এই অভিযানকে গাযওয়া নামে অভিহিত করেন, যদিও রাসূলুল্লাহ (স) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই।

এই যুদ্ধে 'আমের ইব্ন রাবী'আ (রা) চোখে আঘাত পইয়া অন্ধ হইয়া যান এবং তাঁহার একটি পা নষ্ট হইয়া যায় (বিদায়া, ২খ., পৃ. ২৭৩)।

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পাইয়াছিল। বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত 'আওফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এই যুদ্ধে আমি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) এবং উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। পথে এক জায়গায় দেখিলাম, একদল লোক একটি উট যবেহ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা উহার গোশত বানাইতে পারিতেছে না। আমি ছিলাম দক্ষ কসাই। তাই বলিলাম, ইহা বানাইয়া প্রস্তুত করিয়া দিলে আমাকে একটি ভাগ দিবে কি না? তাহারা রাযী হইল। আমি দ্রুত উহা বানাইয়া আমার ভাগ লইয়া কফেলার সহিত আসিয়া যুক্ত হইলাম। পরে গোশ্ত রান্না করিয়া সাথীদিগকে আপ্যায়ন করিলাম। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) এবং উমার (রা) ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিয়া ভক্ষিত খাবার ফেলিয়া দিলেন। অভিযান শেষে আমি মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) নামায পড়িতেছিলেন। নামায শেষ হইলে আমি সালাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আওফ ইব্ন মালিক, যিনি উটের গোশত বানাইয়া দিয়াছিল? (খাসাইসুল কুবরা,১খ., পৃ. ২৬১)।

বনূ কুদা'আহ্ গোত্র অষ্টম হিজরীর শেষে অথবা নবম হিজরীর শুরুতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে,'আমুল উফূদ বা প্রতিনিধি দল সমাগমের বৎসর অর্থাৎ নবম

হিজরীতে বনূ কুদা'আর একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হন। যখন তাহারা পৌঁছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে সুহায়ল ইব্ন বায়দা (রা)-এর জানাযার নামায পড়াইতেছিলেন। তাহারা জানাযায় অংশগ্রহণ না করিয়া এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহারা ভাবিলেন, রাসূলের হাতে বায়'আত হইয়া মুসলমান হইবার পূর্বে জানাযায় শামিল হওয়া যায় না। জানাযা শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে তোমাদের ভাইয়ের জানাযায় শরীক হও নাই কেন ? তাহারা আরয করিলেন, আমরা মনে করিয়াছি যে, আপনার হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত না করা পর্যন্ত আমরা মুসলমান হইতে পারি নাই এবং কোন ধর্মানুষ্ঠান পালনের অধিকারও আমাদের নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ তখন হইতেই মুসলমান হইয়াছ। তৎপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দস্তমুবারকে হাত রাখিয়া বায়'আত করিলেন।

তাহাদিগের বাহন এবং মালপত্র দেখাশুনা করিবার জন্য তাহাদের একজনকে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) খেদমতে হাযির করাইয়া তাহারা বলিলেন, এই লোকটি আমাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক। এইজন্য আমরা তাহার খেদমত গ্রহণ করি। তিনি বলিলেন, "আসগারুল কাওমি খাদিমুহুম" ছোটদেরকে বড়দের খেদমত করিতে হয়। তৎপর তিনি তাহাকেও বায়আত করিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আয় লোকটি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক নেক কাজেই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী হইলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বনূ কুদা'আর নেতা ও ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মতই হাদিয়া প্রদান করিলেন। তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দিলেন। ফলে তাহারা মুসলমান হইয়া গেল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭)।

এই বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বনূ কুদা'আর লোকেরা নবম হিজরীর পূর্বে কোন এক সময় মুসলমান হইয়াছিল। এই কারণেই তাহারা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম শিখিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৭২; (২) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৬১; (৩)ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, ২খ., পৃ. ১১০; (৪) ইব্ন সাদ, আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৩১; (৫) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, দারুল ইশাআত, দিল্লী, ১খ., পৃ. ৩৩৮; (৬) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল কলম, বৈরূত, ৩খ., পৃ. ১০৪; (৭) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হালাবী, সীরাতে হালাবিয়্যা, ইদারায়ে কাসিমিয়্যা, দেওবন্দ, ৩খ., পৃ. ৭২; (৮) ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ১৫৮; (৯) মুহাম্মাদ রিযা, মুহাম্মাদ (স), দারুল কুতুব, বৈরূত ১৩৯০ হি, পৃ. ৩০০; (১০) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৩৯-২৪১।

মাসউদুল করীম

সারিয়্যা সীফুল বাহ্‌র

এই যুদ্ধাভিযানের তিনটি নাম রহিয়াছে ঃ (এক) সীফুল বাহ্‌র, (দুই) সারিয়্যাতুল খাব্‌ত এবং (তিন) সারিয়্যা আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। এই তিনটি নামের পিছনে তিনটি ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে। প্রথম নাম "সীফুল বাহ্‌র -এর শাব্দিক অর্থ সমুদ্র উপকূল। যেহেতু এই অভিযান সমুদ্র উপকূলে প্রেরিত হইয়াছিল, তাই উহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে এই নামেই এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৫)। দ্বিতীয় নাম সারিয়্যাতুল খাব্‌ত। এই নামের কারণ হইল, খাব্‌ত আরবী শব্দ, উহার অর্থ বৃক্ষের পতিত পাতা। যেহেতু খাদ্যাভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই এই অভিযান "সারিয়্যাতুল খাব্‌ত" হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সম্পর্কে বুখারীর একটি রিওয়ায়াতের নিম্নোক্ত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য ঃ

فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط فنسمى ذلك الجيش جيش الخبط.

"আমরা তীব্র ক্ষুধায় আক্রান্ত হইলাম। ফলে আমরা বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করিলাম। ফলে এই অভিযানের জায়শুল খাব্‌ত নামকরণ করা হইল" (সহীহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত)।

তৃতীয় নাম সারিয়্যা আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। যেহেতু এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দা (রা), ফলে সঙ্গত কারণেই উহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইমাম বুখারীর উক্তি ও তৎকর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত হইতে প্রতিভাত হয় যে, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল কুরায়শদের একটি কাফেলার মুকাবিলা করা। এই সারিয়্যা কখন প্রেরিত হইয়াছিল এই সম্পর্কেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। সাধারণভাবে বলা হয়, এই সারিয়্যা হিজরী অষ্টম সনে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী ও ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা বলেন, এই অভিমত সহীহ নয়। কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সন্ধি চুক্তির স্থিতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক কুরায়শ বা তাহাদের মিত্র কাহারও বিরুদ্ধে কোন সারিয়্যা প্রেরণের প্রমাণ নাই। রাসূলুল্লাহ (স) কখনও চুক্তি ভঙ্গ করিতেন না, বরং এই ধরনের কাজকে খুবই গর্হিত মনে করিতেন। ফলে সারিয়্যাটি সম্ভবত সন্ধিচুক্তির পূর্বে হিজরী ষষ্ঠ সনে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু শাহ্ আবদুল হক দিহলাবী শায়খুল ইসলাম ইবনুল 'ইরাকীর বরাতে বলেন, এই ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বে এবং কুরায়শদের সন্ধি লঙ্ঘনের পরে সংঘটিত হইয়াছিল। আবদুর রউফ দানাপুরী বলেন, দৃশ্যত এই অভিমতটিই বিশুদ্ধ বলিয় মনে হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের জন্য রওয়ানা করিয়াছিলেন। উহার এক মাস পূর্বে অর্থাৎ রজব মাসে এই সারিয়্যা

প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুরায়শদের পক্ষ হইতে সন্ধি চুক্তি লংঘিত হইবার পর রজব মাস হইতেই তিনি মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করিয়াছিলেন। এই প্রস্তুতির মধ্যে সম্ভবত এই অভিযানটি অন্তর্ভুক্ত ছিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৪১)। আকবার শাহ খান নজীবআবাদী এই সারিয়্যাটিকে হিজরী পঞ্চম সনের একটি ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (তারীখে ইসলাম, ১খ., পৃ. ১৮৪)।

আমীর ও সৈন্যসংখ্যা

এই সারিয়্যার আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন 'আমীনুল উম্মাহ আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। আবূ উবায়দা ছিল আমের ইব্ন আবদুল্লাহ আল-জাররাহ আল-ফিহরী আল-কুরাশীর উপনাম। তিনি ছিলেন ইহকালে জীবিতাবস্থায় জান্নাতের দশজন সুসংবাদ-প্রাপ্তদের অন্যতম (সহীহ বুখারী, পাদটীকা, ২খ., পৃ. ৬২৫)।

এই যুদ্ধে তাঁহার অধীন সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন শতজন। হযরত উমার (রা)-ও উক্ত সারিয়্যার অন্যতম সদস্য ছিলেন। খাদ্যাভাবে সেখানকার জনৈক লোকের নিকট হইতে সাহাবী কায়স ইব্ন উবাদা (রা) কর্তৃক ঋণ গ্রহণ করা সম্পর্কিত তাঁহার নেতিবাচক একটি ভূমিকা এই সারিয়্যার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা (সীরাতে হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১৯২)।

প্রসিদ্ধ মতে এই বাহিনীকে সমুদ্র উপকূলস্থিত জুহায়না গোত্রের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, এই সারিয়্যা কুরায়শ গোত্রের একটি কাফেলাকে ধাওয়া করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। যদি এই অভিমত সঠিক হয় তাহা হইলে অভিযানটি হইবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে। কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়শদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযানে অবতীর্ণ হন নাই। সারিয়্যাতুল খাবৃত একাধিকবার সংঘটিত হইবারও কোন প্রমাণ নাই। ফলে উক্ত সন্ধির পূর্বে ও পরে মোট দুই বার এই সারিয়্যা সংঘটিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কারণে উহাকে ধারণাপ্রসূত অভিমত বলিয়া অভিহিত করা হয় (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৯১)। ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে বলেন, وهم يتلقون عير قريش "কুরায়শদের একটি কাফেলাকে ধাওয়া করিবার জন্য তাহারা উদ্যত ছিল"। অতঃপর ইমাম বুখারী এই অভিযানের অন্যতম সদস্য জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন এইরূপ نرصد عير قريش فاقمنا بالساحل نصف شهر "আমরা কুরায়শ গোত্রের একটি কাফেলার মুকাবিলা করিবার অপেক্ষা করিতে গিয়া অর্ধমাস সমুদ্র উপকূলে অবস্থান করিলাম" (বুখারী, সহীহ, ২খ., পৃ. ৬১৫)।

অভিযানে রওয়ানা

আবূ উবায়দা (রা)-এর নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রেরিত এই কাফেলা রওয়ানা করিয়া সমুদ্র উপকূলে উপনীত হইল। সেখানে তাঁহারা পনের দিন অবস্থান করিলেন।

এমতাবস্থায় তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী ফুরাইয়া গেলে ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা বৃক্ষের পাতা পানিতে ভিজাইয়া ভক্ষণ করিতে থাকিলেন ফলে তাঁহাদের চোয়াল ফুলিয়া গিয়াছিল। সেনাপতি আবূ 'উবায়দা (রা) খাদ্যের স্বল্পতাহেতু জনপ্রতি একদিন ও এক রাতের জন্য মাত্র একটি করিয়া শুকনা খেজুর সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা এই একটি খেজুর আহার করিয়া কিভাবে জীবন যাপন করিতেন এই সম্পর্কে কাফেলার অন্যতম সদস্য আয-যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু যেভাবে তাহার মাতার স্তন চুষিয়া থাকে সেইভাবে আমরা একটি খেজুর চুষিতাম, অতঃপর পানি পান করিতাম। এইভাবে আমরা দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) রওয়ানা হইবার প্রাককালে এই কাফেলার জন্য একটিমাত্র খেজুরের থলে সরবরাহ করিয়াছিলেন। উক্ত হারে খেজুর ভাগ করিয়া দিবার পর যখন তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল তখন কাফেলার লোকজন পাতা ভক্ষণ করিতে লাগিল (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, প্রাগুক্ত)।

হযরত জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) বলেন, জুহায়না অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলে আমরা আনুমানিক একমাস অবস্থান করিলাম । রওয়ানা হইবার প্রাককালে আমাদের নিকট পাথেয় ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-ও এক থলে খেজুর আমদিগকে দান করিয়াছিলেন। সবকিছু নিঃশেষ হইয়া গেলে প্রথম দিন তিনটি উট যবেহ করা হইল, দ্বিতীয় দিন আরও তিনটি, তৃতীয় দিন আবারও তিনটি উট যবেহ করা হইল। উহার পর কাফেলার নেতা আবূ উবায়দা (রা) উট যবেহ করিবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন। ইমাম নাওয়াবী বলেন, এই উট যবেহকারী ছিলেন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)। হযরত জাবির (রা) আরও বলেন, উহার পর আবূ উবায়দা (রা) সকলের নিকট যাহা কিছু সম্বল রহিয়াছে তাহা একত্র করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। একত্র করা হইলে পর আবূ উবায়দা (রা) কাফেলাস্থ প্রতি সেনাকে এক মুষ্টি হারে খেজুর বণ্টন করিয়া দিলেন। দৈনিক এই হারে বণ্টন করিবার পর যখন খাদ্যসংকট দেখা দিল তখন অবস্থা এই পর্যায়ে উপনীত হইল যে, প্রতিটি লোকের ভাগে মাত্র একটি করিয়া খেজুর পড়িত। এই একটি খেজুর চর্বণ করিয়া তাঁহারা পানি পান করিতেন এবং গাছের পাতা লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া আহরণ করিতেন ও তাহা আহার করিতেন (আসহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত)। এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلث جزائر ثم نحر ثلث جزائر ثم نحرثلث جزائر ثم ان ابا عبيدة نهاه.

অতঃপর ইমাম বুখারী বর্ণনা করেনঃ

ان قيس بن سعد قال لابيه كنت فى الجيش فجاعوا قال انحر قال نحر.

"কায়স বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিলাম, আমরা এই অভিযানে ছিলাম ও ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, উট যবেহ কর। আমি উহাই করিলাম" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২৬)।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টত অনুমেয় যে, তিন দিনই তিনটি করিয়া উট যবেহ করিবার পর সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) তাহা হইতে বারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যবেহকারী ছিলেন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)।

কায়স ইব্ন সা'দ (রা) কর্তৃক বাকীতে উট ক্রয়

পাতাপল্লব ভক্ষণরত মুসলিম যোদ্ধারা শারীরিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়িবার আশংকা বোধ করিলেন। এমনকি তাঁহাদের কেহ কেহ এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, এমতাবস্থায় যদি আমরা যুদ্ধের সম্মুখীন হই তাহা হইলে আমাদের অঙ্গ সঞ্চালনেরও শক্তি থাকিবে না। অবস্থার বাস্তবতা অনুধাবন করিতে পারিয়া কায়স ইব্ন সা'দ (রা) ঘোষণা করিলেন, এখানে এমন কোন লোক আছেন কি যিনি আমার নিকট খেজুরের বিনিময়ে উট বিক্রয় করিবেন— এই শর্তে যে, উট এখানে আমাকে দিয়া দিবেন আর উহার মূল্য আমি মদীনায় ফিরিবার পর পরিশোধ করিব? তাঁহার এই ঘোষণায় উপকূলবাসী এক লোক উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আমি সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর পুত্র কায়স । লোকটি তাহা শুনিয়া বলিল, সা'দ তো আমার খুব পরিচিত লোক। তিনি ইয়াছরিববাসীর নেতা এবং আমার বন্ধু মানুষ। ফলে সে তাঁহার নিকট বাকীতে পাঁচটি উট বিক্রয় করিতে সম্মত হইল। প্রতিটি উটের মূল্য ধার্য হইল ষাট সা' খেজুর। এই ব্যাপারে সে সাক্ষী চাহিলে কায়স ইব্ন সা'দ (রা) বলিলেন, যাহাকে ইচ্ছা তুমি সাক্ষী স্থির করিতে পারিবে। অতঃপর এই ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-সহ আনসার ও মুহাজিরদের একদলকে সাক্ষী রাখা হইল।

কেহ কেহ বলেন, হযরত উমার (রা) এই ব্যাপারে সাক্ষী হইতে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিলেন, লোকটি বিত্তহীন, তাহার নিজস্ব কোন সম্পদ নাই, সম্পদ যাহা রহিয়াছে সেইগুলি তাহার পিতার। লোকটি তাহার কথা শুনিয়া বলিল, সা'দ এমন লোক নয় যে, তাহার পুত্রের দায় শোধ করিবে না। এই বিষয় লইয়া কায়স ও উমার (রা)-এর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হইল।

অতঃপর কায়স (রা) মুসলিম মুজাহিদদের জন্য তিন দিনে ৩ টি করিয়া উট ক্রয় করিয়া যবেহ করিলেন। চতুর্থ দিনে অনুরূপ উট যবেহ করিতে চাহিলে সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) তাহাকে উহা হইতে বারণ করিয়া বলিলেন, তোমার তো কোন সম্পদ নাই। তুমি কি চাও যে, তুমি ওয়াদা লঙ্ঘনকারী হিসাবে সমাজে পরিচিত হইবে? উত্তরে কায়স (রা) বলিলেন, আমার পিতা সা'দ সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষণ করেন? তিনি তো মানুষের ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেন। আমার এমন পিতা কি আল্লাহ্র পথের মুজাহিদদেরকে খাওয়ানোর জন্য আমি ঋণ করিব আর তিনি তাহা পরিশোধ করিবেন না? এই বিবরণ বুখারী শরীফের পূর্বোক্ত বিবরণ 'প্রতিদিন তিনটি করিয়া উট যবেহ করিবার' বিবরণের সহিত সামঞ্জস্যশীল । কিন্তু আবার একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, প্রতিদিন একটি করিয়া তিনি উট যবেহ করিয়াছিলেন। আর উট ছিল সর্বসাকুল্যে পাঁচটি।

এই রিওয়ায়াতটির অনুকূলে রহিয়াছে অপর একটি রিওয়ায়ত যাহাতে বলা হইয়াছে, যবেহ করিবার পর তাহার নিকট অবশিষ্ট রহিয়াছিল দুইটি উট, যেইগুলির উপর পালাক্রমে তাহারা

সওয়ার হইয়া মদীনায় প্রব্যাবর্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, তিন দিনে তিনটি উট যবেহ করিবার পর দুইটি উট অবশিষ্ট রহিয়াছিল (আল-হালাবী, প্রাগুক্ত)। কিন্তু বুখারীর বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়।

ইহাও বর্ণিত আছে যে, কায়স (রা)-এর উত্তর শুনিয়া সেনাপতি আবূ উবায়দা (রা) উট যবেহ না করিবার আদেশ দানের ব্যাপারে ইতস্ততবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত উমার (রা) তাঁহাকে এই ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের পরামর্শ দান করিলেন। ফলে তিনি এই ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিলেন (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)

বর্ণিত আছে যে, পূর্বেই সা'দ (রা)-এব নিকট কাফেলার খাদ্য সংকটের সংবাদ পৌছিয়া গিয়াছিল। তখন তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন, "আমার জানামত কায়স৩ সেই কাফেলায় রহিয়াছে। যদি তাহা সঠিক হয় তাহা হইলে সে মুজাহিদগণের জন্য উট যবেহ করিবে"। কায়েস (রা) মদীনায় ফিরিয়া আসিলে তদীয় পিতা সা'দ তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুজাহিদগণের খাদ্যসংকটকালে তুমি তাঁহাদের জন্য কি করিয়াছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি প্রথম দিন তাঁহাদের জন্য উট যবেহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তাহা তো ভালই করিয়াছ, অতঃপর কি করিলে? তিনি বলিলেন, দ্বিতীয় দিনও আমি উট যবেহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, ভালই তো করিয়াছ, অতঃপর তৃতীয় দিন কি করিলে? তিনি বলিলেন, এই দিনও আমি উট যবেহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, উট যবেহ করিতেছিলে তাহা তো ভালই ছিল। অতঃপর কি হইল? তিনি বলিলেন, অতঃপর আমাকে নিষেধ করা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে নিষেধ করিল কে? তিনি বলিলেন, আমার আমীর আবূ উবায়দা (রা)। তিনি জানিতে চাহিলেন, নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল কি? তিনি বলিলেন, তাহার ধারণা ছিল, আমার কোন সম্পদ নাই, সম্পদ যাহা রহিয়াছে তাহা আমার পিতার। তখন আমি বলিয়াছিলাম, আমার পিতা অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের ঋণও পরিশোধ করিয়া দেন, বুভুক্ষ মানুষকে খাদ্য দান করেন ও অসহায়কে সাহায্য করেন, আর আমার এই ঋণ কি পরিশোধ করিবেন না? ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে তোমাকে চারটি বাগান দেওয়া হইল। অতঃপর এই সম্পর্কে তিনি একটি দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই দলীলে আবূ উবায়দা (রা) সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু উমার (রা)-এর নিকট এই ব্যাপারে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করা হইলে তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। যেই চারটি বাগান এই বাবদ দেওয়া হইয়াছিল ন্যূনপক্ষে তাহাতে পঞ্চাশ "ওয়াস্'ক" খেজুর উৎপাদিত হইত।

উট বিক্রেতা বেদুঈন লোকটি কায়স (রা)-এর সঙ্গে মদীনায় আসিলে তাহার মূল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল, তাহাকে সম্মানের আসনে বসানো হইল এবং কিছু পোশাক-পরিচ্ছদও তাহাকে উপহার দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কায়স (রা)-এর বদান্যতার সংবাদ পৌছিলে দাতা পরিবারের লোক বলিয়া তিনি তাহার প্রশংসা করিলেন (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)। ওয়াকিদী আরও বলেন, উট বিক্রেতা লোকটি সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার পর বলিল, হে আবূ ছাবিত! তুমি তোমার পুত্রকে যেইভাবে শূন্যহাতে ছাড়িয়া দিয়াছ আমি সেইমত আমার সন্তানদেরকে ছাড়িয়া দেই না। তোমার ছেলে অভিজাত পরিবারের

নেতৃস্থানীয় একজন লোক। অথচ কাফেলার আমীর তাহার নিকট উট বিক্রয় করিতে আমাকে বারণ করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আমাকে নিষেধ করিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, তাহার কোন সম্পদ নাই। অতঃপর সে যখন আপনার ছেলে বলিয়া পরিচয় দিল, তখন আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। এখন আমি আপনার উন্নত চরিত্রের কথা ভাবিয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি পরিচিত লোককে হতাশ করেন না। তাঁহার এই বক্তব্য শুনিয়া সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) সেই দিন তাঁহার পুত্রকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭)।

সমুদ্র হইতে কাফেলার 'আনবার' (তিমি মাছ) লাভ

খাদ্যসংকট যখন তীব্র হইতে তীব্রতর হইল, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) সমুদ্র হইতে আল-আনবার নামক প্রকাণ্ড একটি মাছ লাভ করিলেন। এই সম্পর্কে সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله ﷺ ثلث مأة راكب اميرنا ابو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فاقمنا بالساحل نصف شهر فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط فسمى الجيش جيش الخبط فالقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فاكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت الينا اجسامنا فاخذ ابو عبيدة ضلعا من اعضائه فنصبه فعمد الى اطوال رجل معه قال سفيان مرة ضلعا من اضلاعه فنصبه واخذ رجلا وبعيرا فمر تحته.

"আমর ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের তিন শত সদস্যের একটি মুজাহিদ দল প্রেরণ করিলেন। আমাদের আমীর ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)। আমরা কুরায়শদের একটি কাফেলার অপেক্ষায় ছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমরা অর্ধমাস অপেক্ষমাণ ছিলাম। যখন আমরা চরম ক্ষুধার সম্মুখীন হইলাম তখন আমরা গাছের পাতা ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইলাম। ফলে এই কাফেলার নামকরণ জায়শুল খাবত হইয়া গেল। এই সময় সমুদ্র একটি প্রাণী আমাদের প্রতি নিক্ষেপ করিল যাহাকে আল-'আনবাব (তিমি) বলা হইত। আমরা উহা হইতে অর্ধ মাস খাদ্য গ্রহণ করিলাম এবং উহার চর্বি হইতে তৈলের কাজ সম্পাদন করিলাম। ফলে আমাদের শারীরিক দুর্বলতা তখন কাটিয়া উঠিল। আবূ উবায়দা (রা) উহার পাঁজরের একটি হাড় দণ্ডায়মান করিলেন। অতঃপর কাফেলার সর্বাধিক দীর্ঘ দেহের লোকটি তাহার নিচ দিয়া গমন করিলেন। বর্ণনাকারী সুফয়ান (র)-এর বর্ণনায় আছে, 'আনবারটির পাঁজরের হাড়সমূহের একটি হাড় দণ্ডায়মান করাইলেন, অতঃপর হাওদাসহ একটি উট উহার নিচ দিয়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল' (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৫: মুসলিম, সায়দ, বাব ১৭-১৮; নাসাঈ সায়দ, বাব ৩৫; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৩০৯ ও ৩১১)।

সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়াত হইতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইহা সামুদ্রিক প্রকাণ্ড একটি মাছ ছিল । হযরত জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-এর একটি রিওয়ায়াতে রহিয়াছে ঃ

فاذا حوت مثل الظريب

"ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় একটি মাছ দেখা গেল" (সহীহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত)। এই প্রকাণ্ড মাছটি মৃত ছিল। যেমন বুখারীর একটি রিওয়ায়াতে রহিয়াছে حوتا ميتا لم نر مثله "উহা একটি মৃত মাছ ছিল, ইতোপূর্বে এত প্রকাণ্ড মাছ আমরা দেখি নাই" (বুখারী, প্রাগুক্ত)। সর্বোচ্চ উটের উপর বসিয়া সর্বোচ্চ যেই লোকটি দণ্ডায়মান পাঁজরের নিম্নদেশ দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)। অতিক্রমকালে তাঁহার মাথাটিও নত করিবার প্রয়োজন হয় নাই (হালাবী, প্রাগুক্ত)।

এই মাছটি হইতে কাফেলা মোট কতদিন খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সম্পর্কে স্থির কোন অভিমত পাওয়া যায় না। সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়াতে দুই ধরনের উক্তি রহিয়াছে। একটিতে বলা হইয়াছে, আঠার দিন কাফেলা উহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, আমরা উহা হইতে অর্ধমাস খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আবূ যুবায়রের বর্ণনায় রহিয়াছে, আমরা উহা খাইয়া একমাস জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। উহার সমাধান কল্পে আহ্মাদ আলী সাহারানপুরী ফাতহুল বারী গ্রন্থের বরাতে বলেন, আঠার দিনের উক্তিটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যাহারা অর্ধমাস বলিয়াছেন তাহারা পনের সংখ্যার উপরের উর্ধ্ব তিনটি সংখ্যা বাদ দিয়া বলিয়াছেন। আর যাহারা এক মাসের কথা বলিয়াছেন তাহারা মাছটি প্রাপ্তির পূর্ব কালীন সময়টুকুও উহার সহিত মিলাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন (পাদটীকা, সহীহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, টীকা নং ১৫)।

আত-তাওশীহ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 'আনবার বড় একটি মাছ যাহার বিষ্ঠা সুগন্ধিযুক্ত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার পেটের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাত (সহীহ্ বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬২২, পাদটীকা নং ২)।

সীরাতবিদ হালাবী ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, তিনি জনৈক লোককে বলিতে শুনিয়াছেন, 'আনবার একটি জলজ উৎপন্ন দ্রব্য। তিনি উহা সমুদ্রে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন, যাহা বকরীর ঘাড়ের ন্যায় বর্গাকৃতির । এই উৎপন্নজাত বস্তুটিকে সামুদ্রিক একটি প্রাণী ভক্ষণ করে, যাহা মূলত উহার জন্য বিষ। উহা ভক্ষণ করিবার পর প্রাণীটি মারা যায় । অতঃপর সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে তাহা উপকূলবর্তী চরে পতিত হয়। উহার পেট হইতে 'আনবার সুগন্ধি বাহির হয়।" যেহেতু এই প্রাণীটি 'আনবার ভক্ষণ করে, ফলে উহার নাম 'আনবার হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে (হালাবী, প্রাগুক্ত)। আবূ উবায়দা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা মদীনায় ফিরিয়া আসিবার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 'আনবারের বিষয়টি আলোচিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে দেওয়া তোমাদের জন্য রিযিক। অতঃপর তিনি উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করেন। এই সম্পর্কে সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত হইল ঃ

فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى ﷺ فقال كلوا رزقا اخرجه الله اطعمونا ان كان معكم فاتاه بعضهم فاكله.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক, তোমরা ভক্ষণ কর এবং থাকিলে আমাকেও ভক্ষণ করিতে দাও। অতঃপর কোন একলোক তাঁহাকে কিছু অংশ প্রদান করিলে তিনি তাহা ভক্ষণ করেন" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

আল্লাহ্ প্রদত্ত এই খাবার সম্পর্কে আল্লামা ইদরীস কান্ধলবীর একটি সুন্দর অভিব্যক্তি হইল, যেই খাদ্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত হয় এবং বান্দার তাহাতে কোন হাত থাকে না, তাহা অত্যন্ত বরকতময় ও পুত-পবিত্র। এই বরকত হাতছাড়া না করিবার লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ (স) তাহা ভক্ষণ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও তাহা হইতে খাইয়াছিলেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৪৬৯)। বুখারীর রিওয়ায়াত হইতে এই কথা প্রতিভাত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যতদিন তাহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ততদিন উহার তৈলও ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফলে অনাহারজনিত তাহাদের শারীরিক দুর্বলতা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাতে বলা হইয়াছে যে, মাছটির চোখের গর্ত হইতে কয়েক মটকা তৈল নিঃসারিত হইয়াছিল (হালাবী, প্রাগুক্ত)।

সামুদ্রিক মাছ মৃত হইলেও তাহা খাওয়া বৈধ। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) তাহা স্বেচ্ছায় ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অথচ তিনি কোন ধরনের খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হন নাই। যদিও সাহাবায়ে কিরামের তাহা হইতে খাদ্য গ্রহণ ছিল বাধ্যবাধকতার ফলে।

এই অভিযানে কোন ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, এমনকি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইবার কোন সুযোগও আসে নাই। ইসলামী কাফেলা বিনাযুদ্ধে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৭৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াত সীফুল বাহর, দিল্লী সংস্করণ, তা. বি., ২খ., পৃ. ৬১৫; (২) ইমাম ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৭৭৪; (৩) আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত তা. বি., ৩খ., পৃ. ১৯১; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, তা. বি., ৪খ., পৃ. ২৭৬; (৫) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ সংস্করণ, তা, বি., পৃ. ২৪১;(৬) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুসতাফা, দেওবন্দ সংস্করণ তা. বি., ২খ., পৃ. ৪৬৮; (৭) আকবার শাহ নজীব আবাদী, তারীখে ইসলাম, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., ১খ., পৃ. ১৮৪; (৮) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল মারিফা, বৈরূত তা. বি., ২খ., পৃ. ৫৮; (৯) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ১/২খ., পৃ. ১৫৮; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ১৩২; (১১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, মিসর তা. বি., ৪খ., পৃ. ২০৭।

ফয়সল আহমদ জালালী

সারিয়্যা আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিব্‌'ঈ

৮ম হিজরীর রমযান মাস। তিন শত মুজাহিদের একটি বাহিনী পরিচালিত হয় ইজাম অভিমুখে। মদীনা হইতে উহার দূরত্ব ছিল তিন বুরুজ। ইব্‌ন হিশাম হইতে বর্ণিত আছে, ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাদরাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদল মুসিলম মুজাহিদসহ আমদিগকে ইজামে প্রেরণ করেন। আবূ কাতাদা হারিছ ইব্‌ন রিব্‌'ঈ এবং মুহাল্লিম ইব্‌ন জাছ্‌ছামও এই দলে ছিলেন। আমরা যখন বাতনে ইজামে পৌঁছিলাম তখন ঘটনাক্রমে আমের ইব্‌ন আদবাত আশজাঈ উটের পিঠে আরোহণ করিয়া আমাদের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। তাহার সাথে ছিল সামান্য কিছু মালপত্র ও দুধের একটি পাত্র। সে আমাদের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে ইসলামী রীতিতে আমাদিগকে সালাম করিল। তাহার পক্ষ হইতে আমরা নিরস্ত্র রহিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গী মুহাল্লিম ইব্‌ন জাছ্‌ছাম তাহার উপর আক্রমণ করিয়া বসিল তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার উট ও পাথেয় যাহা কিছু ছিল হস্তগত করিল। বস্তুত তাহাদের মধ্যে ছিল পূর্ব শত্রুতা যাহার জের হিসাবেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। বাহিনী মদীনাভিমুখে প্রত্যাবর্তন পথে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা অভিযানে বাহির হইয়াছেন। তাই আমরাও পথ পরিবর্তন করিয়া দ্রুত গতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইলাম। তাঁহাকে আনুপূর্বিক ঘটনা অবহিত করিলে তিনি মুহাল্লিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি" মতান্তরে "আমি মুসলমান হইয়াছি" বলার পর তুমি তাহাকে হত্যা করিলে কেন? সে বলিল, সে তলোয়ারের ভয়ে কলেমা উচ্চারণ করিয়াছে। তিনি রাগতস্বরে বলিলেন, "তুমি তাহার অন্তর বিদীর্ণ করিলে না কেন?" সে বলিল, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিতে সে মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী। অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, "সে যাহা বলিল বিশ্বাস করিলে না কেন? অথচ তাহার অন্তরে যাহা আছে, তুমি তাহা অবগত নও।" মুহাল্লিম বলিল, আপনি আল্লাহ পাকের নিকট আমার মার্জনার জন্য প্রার্থনা করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন।"মুহাল্লিম চাদরের প্রান্ত দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। আল্লাহ পাক এই সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে ইহ জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে বলিও না, তুমি মুমিন নহ। কারণ আল্লাহ্র নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রহিয়াছে" (৪ ঃ ৯৩)।

ঘটনাটি অপর একটি অভিযানের সহিত সংশ্লিষ্ট বিধায় হুনায়ন যুদ্ধের আংশিক ঘটনা ইহার সহিত সংযুক্ত হইল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবায়র তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা দুইজনই হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উরওয়ার দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে লইয়া যুহরের সালাত আদায় করিলেন এবং সালাত সমাপনান্তে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত বসিলাম। এই সময় আক্রা ইব্ন হাবিস ও উয়ায়না ইব্ন হিস্ন বাদানুবাদ করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিতণ্ডা ছিল ইব্ন আদবাত আশজাঈ'র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। উয়ায়নার দাবি, সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 'আমের ইব্ন আদবাত আশজাঈ'র হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনা করিবে। যেহেতু সে ছিল সমকালীন গাতাফান গোত্রের নেতা। আর আক্রা ইব্ন হাবিস ছিল খিনজিফের একজন মর্যাদাশালী ব্যক্তি। তিনি মুহাল্লিম ইব্ন জাছছামার পক্ষ হইতে তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন। আক্র' দাবি পেশ করিলেন । আমরা সকলেই শুনিতেছিলাম। উয়ায়না বলিলেন, "আল্লাহর শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! যতক্ষণ না আমি তাহার মহিলাদিগকে সেই অন্তর্দাহ ভোগ করাইব যে অন্তর্জ্বালা ভোগ করিয়াছিল আমার মহিলাগণ, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাকে নিস্কৃতি দিব না। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, বরং তোমরা রক্তপণ পাইবে। এখন পাইবে পঞ্চাশটি উট। আর প্রত্যাবর্তনের পর পাইবে পঞ্চাশটি উট। উয়ায়না কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিয়া যাইতেছিল। ইত্যবসরে বানূ লায়ছের এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম মুকায়ছির। ইব্ন হিশামের মতে, তাহার নাম মুকায়তিল। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের প্রাথমিক অবস্থাদৃষ্টে এই নিহতের দৃষ্টান্ত ইহা ব্যতীত আর তো কিছু দেখা যায় না যে, একদল ছাগল কোন এক ঘাটে পানি পান করিতে আসিল। একজন শিকারী তীর নিক্ষেপ পূর্বক প্রথম ছাগলটিকে আহত করিল। আর উহাতেই সকল ছাগল পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কাজেই আজ আপনি কিসাস (প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ) আদায়ের নির্দেশ দিন। আগামীতে আপনি রক্তপণের কথা চিন্তা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত মোবারক উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, তোমরা রক্তপণই পাইবে। আমাদের এই অভিযানে পাইবে পঞ্চাশটি উট, আর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পাইবে পঞ্চাশটি। অবশেষে তাহারা রক্তপণ গ্রহণে সম্মত হইল। অতঃপর তাহারা জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমাদের সেই হত্যাকারী কোথায়? রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তখন গৌরবর্ণের ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী

একটি লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিধানে ছিল একজোড়া বস্ত্র যাহা পরিধান করিয়া সে হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, আমি মুহাল্লিম ইব্‌ন জাছছামা। তখন মহানবী (স) তাঁহার হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক বলিলেন, "হে আল্লাহ্ ! তুমি জাছছামা তনয় মুহাল্লিমকে ক্ষমা করিও না"। তিনি এইরকম প্রার্থনা করিলেন তিনবার। মুহাল্লিম চাদরের প্রান্ত দ্বারা চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল। আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স) তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। পক্ষান্তরে তাঁহার যবান মোবারক হইতে যাহা বাহির হইল তাহা আমাদের সকলকেই বিস্মিত করিল।

হাসান বাসরী (র) বলেন, ইহার মাত্র সাতদিন পর মুহাল্লিম ইন্তেকাল করে। সেই সত্তার শপথ যাহার হস্তে হাসানের প্রাণ! ইন্তেকালের পর তাহাকে দাফন করা হইল অভ্যন্তর হইতে মাটি তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিল। পুনর্বার তাহাকে দাফন করা হইলে পরপর তিনবার একই ঘটনা ঘটে। তাহার এই পরিণতির কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্ণগোচর করা হইলে তিনি মন্তব্য করিলেন, আল্লাহর শপথ! তাহার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট মানুষকে মাটি গর্ভে ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে একটি অনন্য নিদর্শন যে, পারস্পরিক জানমালের নিরাপত্তার গুরুত্ব কতখানি তাহা তোমাগিদকে প্রদর্শন করা (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৭৬৯; আত্-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫৫; তারীখে তাবারী, ৩খ., ৩৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, সূইওয়ালান, দিল্লী ১৯৮২ খৃ.; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরূত ১৯৮৮; (৪) আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর, তারীখে তাবারী, দারুল মা'আরিফ, কায়রো ১৩৮২ হি.; (৫) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৯৩খৃ.।

মোহাম্মদ তালেব আলী

সারিয়্যা আবূ কাতাদা ইব্ন রিব্‘ঈ বা সারিয়্যা আবুল হাদরাদ

পটভূমি ঃ ইব্ন জারীর তাঁহার তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামী হইতে বর্ণিত আছে, আমি স্বগোত্রীয় এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। বিবাহের মোহরানা ছিল দুই শত দিরহাম যাহা পরিশোধ করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। আমি এই প্রত্যাশায় মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম যে, তিনি সদয় হইলে আমি উহা পরিশোধ করিতে পারিব। মহানবী (স) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কত ধার্য হইয়াছে? আমি বলিলাম, দুই শত দিরহাম। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সুবহানল্লাহ! ইহার অধিক মোহর ত আর ধার্য করা যায় না। যাহা হউক বর্তমানে আমার হাতে তোমাকে দেওয়ার মত কিছু নাই। কিছু দিন অপেক্ষা কর।

ইব্ন জারীর তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করেন, বানূ জুশামের রিফা‘আ ইব্ন কায়স নামক নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে স্বগোত্রীয় জনগণ ও অনান্যদেরকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি পার্বত্য গুহায় একত্র করিয়াছিল। মহানবী (স)-এর নিকট ইহার সংবাদ পৌছামাত্র তিনি আমাকে এবং অপর দুইজন মুজাহিদকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা রিফা‘আ ইব্ন কায়সকে বন্দী করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর অথবা তাহাদের সঠিক সংবাদ আমার নিকট পৌছাও। আর আমাদের বাহনের জন্য তিনি অতি দুর্বল একটি উট দিলেন। উটটি এতই দুর্বল ছিল যে, উহার পিঠে আরোহণ করার পর তাহা আর উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না। অবশেষে অনেক ধরাধরি করিয়া উহাকে দাঁড় করানো হইল। মহানবী (স) বলিলেন, ঠিক আছে, এইভাবেই তোমরা যাত্রা শুরু কর।

ইব্ন সা‘দ ‘আত্-তাবাকাতুল কুবরা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, নজদের মুহারিব অঞ্চলে খজিরাও নামক স্থানে বানূ গাতাফানকে উৎখাত করার লক্ষ্যে ৮ম হিজরীর শা‘বান মাসে আবূ কাতাদা হারিছ ইবন রিব‘ঈর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। ইব্ন জারীরের মতে বাহিনীর জনবল ছিল মাত্র তিনজন। আর ইবন সা‘দের মতানুসারে মুজাহিদ সংখ্যা ছিল পনরজন। আবুল হাদরাদ আসলামী বলেন, মহানবী (স)-এর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পর আমরা যাত্রা শুরু করিলাম। ত্বরিত গতিতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আমরা শত্রুদের গোপন ঘাঁটির নিকটবর্তী হইলাম। আমার সাথীদেরকে এক গোপন স্থানে পাহারায় রাখিয়া আমি অন্যত্র সুযোগের সন্ধানে বসিয়া রহিলাম। তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলাম যে, আক্রমণের সুযোগ আসিলে আমি উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ পূর্বক আক্রমণ করিব। তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর ধ্বনি দিয়া আক্রমণ করিবে। ইত্যবসরে রাত্রি গভীর হইতে চলিল।

শত্রুশিবিরের এক রাখাল অধিক রাত্রি হওয়ার কারণে ঘাটিতে পৌছিতে পারে নাই। শত্রুপক্ষ ধারণা করিল সম্ভবত রাখালটির কোন বিপদ ঘটিয়াছে। রিফা'আ ইব্ন কায়স রাখালটির সন্ধানে বাহির হইতে মনস্থ করিল। তাহার সঙ্গী সহগামী হইতে চাহিলে সে তাহাকে নিরস্ত্র করিল। সে একাকীই রাখালটির সন্ধানে বাহির হইল এবং গলদেশে একটি কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলাইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে পথ চলিতে লাগিল। সে আমার নিশানার আওতার মধ্যে আসিলে আমি আমার তূণ হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করিলাম । আমার তীর তাহার হৃৎপিণ্ড ভেদ করিল। আমি অগ্রসর হইয়া তাহার মস্তক দেহ হইতে বিছিন্ন করিলাম। এইবার উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া মূল ঘাটিতে আক্রমণ করিলাম। আমার সঙ্গীগণও সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর ধ্বনি সহকারে আক্রমণ করিল। আমাদের অতর্কিত আক্রমণ ও ঘন ঘন তাকবীর ধ্বনিতে শত্রুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হইল এবং যাহার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু লইয়াই পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধসামগ্রী আমাদের হস্তগত হইল। তন্মধ্যে উট ছিল দুই শত এবং উষ্ট্রশাবক ও ছাগল ছিল দুই হাজার । এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য পৃথক করিয়া অবশিষ্টগুলি মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করা হইল। প্রত্যেকেই ১২টি করিয়া উট পাইল। একটি উট দশটি ছাগলের সমপরিমাণ ধরা হইয়াছিল। যুদ্ধবন্দীদের সহিত চারিজন মহিলাও ছিল।

আল-ওয়াকিদী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ঐ অভিযানে আবূ কাতাদার সহিত আবুল হাদরাদকেও প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিল ষোলজন মুজাহিদ। তাহারা মদীনা নগরীর বাহিরে পনর দিন অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক যোদ্ধার অংশে পড়িয়াছিল বারটি করিয়া উট। যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চারিজন যুবতী। । তন্মধ্যে একজন ষোড়শী রূপবতী যুবতীও ছিল। আবূ কাতাদার অংশেই তাহাকে দেওয়া হইল। মাহমিয়া ইব্ন জাম'আ উক্ত যুবতীকে মহানবী (স)-এর জন্য চাহিল। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ কাতাদার নিকট তাহাকে চাহিলেন। আবূ কাতাদা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি তাহাকে মাহমিয়া ইব্ন জাম'আকে প্রদান করেন। আবুল হাদরাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উটগুলির মধ্য হইতে আমাকে তেরটি উট দিয়াছিলেন। উহার দ্বারাই আমি মোহরানা আদায় করিয়া আমার নববধূকে গৃহে আনয়ন করিলাম (তারীখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ৩৪: আত্-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৩২; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২০৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২২৪)। উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেহ কেহ এই অভিযানকে 'সারিয়্যা আবুল হাদরাদ' শিরোনামেও উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ৩৪, দারুল মা'আরিফ, কায়রো ১৩৮২ হি.; (২) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা. বি.; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৯৩; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ.।

মোঃ তালেব আলী

গাযওয়া ফাত্‌হ মক্কা (মক্কা বিজয়)

মক্কা অভিযানের কারণ

মুতা যুদ্ধের পরবর্তী কিছু দিনের মধ্যে কুরায়শগণ (قريش) হুদায়বিয়া সন্ধির পর একটি ঘটনার অবতারণা করে (Muhammad Husayn Haykal, Life of Muhammad, tr. Ismail Raji A. Al Faruqui, Delhi. 1997, p. 395)। অষ্টম হিজরী, রমযান মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর শান্তির আবহাওয়ার ভিতর দিয়া পূর্ণ দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) মাত্র একবার সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া পবিত্র কা'বা যিয়ারত করিলেন। এই সন্ধি বলবৎ থাকা অবস্থায় স্বাধীনভাবে হজ্জ, উমরাহ, তাওয়াফ প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিতে পারা যাইবে, এই আশায় মুসলমানগণ প্রফুল্ল। কিন্তু ঝগড়া-কলহ যাহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, শান্তির আবহাওয়া কি তাহাদের ভাল লাগে? কুরায়শগণ আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। সন্ধি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য তাহাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হুদায়বিয়া সন্ধির ৬ নং শর্তে বলা হইয়াছে যে, 'আরবের যে কোন গোত্র স্বাধীনভাবে মুসলমান অথবা কুরায়শের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে, ইহাতে কোন পক্ষই বাধা দিতে পারিবে না'। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে বানূ খুযা'আ মুসলমানদের মিত্র হিসাবে হুদায়বিয়ার স্বাক্ষরিত দশ বৎসরের সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে বানূ বাক্‌র মক্কার কুরায়শদের সহিত মিত্রতার কথা ঘোষণা করে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বানূ বাক্‌র ও বানূ খুযা'আ গোত্র বংশানুক্রমে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। বানূ বাক্‌র অতীতে বানূ খুযা'আর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবার কারণে তাহাদের অন্তরে সেই আক্রোশ ছিল। বানূ খুযা'আ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিত। খন্‌দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে তাহারা দ্রুত গতিসম্পন্ন উষ্ট্রে আরোহণপূর্বক মক্কার কুরায়শ ও তাহাদের মিত্রদের সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রদান করে। এই কারণে কেবল বানূ বাক্‌র নহে, বরং মক্কার কুরায়শও তাহাদেরকে পথের কন্টক মনে করিত। মক্কার কুরায়শ এক সুনির্দিষ্ট গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে মদীনার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বাগ্রে মুসলমানদের মিত্র ও সহযোগী দলসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার এবং পরে প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ৭০৫)। তখন তাহারা পরস্পর খুযা'আ গোত্রের মুসলমানদের মিত্র হওয়ার ফলে তাহারা মুসলমানদের রক্ষণাধীন বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাদের চিরশত্রু বানূ বাক্‌র বংশের লোকেরা কুরায়শের সহায়তায়

পূর্ববৎ তাহাদিগের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার-অনাচার ঘটাইতে না পারে, পৌত্তলিক খুযা'আ গোত্র কেবল এই আশায় মহানবী (স) তথা মুসলমানদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সকলেই মুসলমানদের পক্ষে নিতান্ত হেয় মনে করিলেও আল্লাহ তা'আলা ইহাকেই فتح مبين (স্পষ্ট বিজয়) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ধি স্থাপনের পর অল্প দিনের মধ্যে এই মহাবিজয়ের মহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং কুরায়শরা মনে করিল যে, মক্কা ও তাহার দক্ষিণ অঞ্চলের আরব গোত্রগুলিও অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে যখন আরব গোত্রসমূহ নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিল তখন বানূ বাক্র গোত্র পুরাতন শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্য খুযা'আদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করিবার দরুন কুরায়শগণও খুযা'আদিগকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। মক্কার নিকট বাস করিয়া মুসলমানদের সহিত মিতালি করা কুরায়শদিগের পক্ষে সহ্য হইল না। অচিরেই বানূ বাক্র খুযা'আকে আক্রমণ করিয়া বসিল। কুরায়শগণও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বানূ বাক্রকে সাহায্য করিল। এমনকি কতিপয় কুরায়শী যুবক, যেমন ইকরামা ইব্ন আবূ জাহল, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা, সুহায়ল ইব্ন 'আমর প্রমুখ ব্যক্তি ছদ্মবেশে খুযা'আদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া স্বহস্তে অসি চালনা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরা, ১৯৫৫ খৃ., ৪খ., ২৩২)। কুরায়শদিগকে সঙ্গে লইয়া বানূ বাক্র মক্কার নিম্ন অঞ্চলে আল-ওয়াতীর নামক জলাশয়ের নিকট খুযা'আদিগকে হত্যা করে (ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), ৩খ., পৃ. ৪৮২)। খুযা'আগণ এই অতর্কিত আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া গিয়া কা'বা গৃহে আশ্রয় লয়। পৌত্তলিকগণও কা'বাগৃহের চতুসীমা হারাম শরীফের মধ্যে নর হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু বানূ বাক্র গোত্রের সরদার নাওফাল বলিল, "এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। কা'বা গৃহের মর্যাদার কথা ভুলিয়া যাও" (আসাহ্হুস সিয়ার, ১৯৯০ খৃ., পৃ. ২৪৪; ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৩৯৪; যাদুল মা'আদ, ১৯২৮ খৃ., ১খ., ১৫০)। সুতরাং পাষণ্ডগণ কা'বা প্রাঙ্গণে হারাম শরীফে খুযা'আদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। কুরায়শগণ হুদায়বিয়ার সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করিয়া প্রকাশ্যে বানূ বাক্র সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিল (John Davenport, Apology for Muhammad and the Quran, Lndon 1869, P. 105)।

রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নব্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, মজলুম খুযা'আ গোত্রের কবি 'আমর ইব্ন সালিম করুণ কণ্ঠে এই লোকগাঁথা আবৃত্তি করিতেছেন ঃ

ان قريشا اخلفوك الموعدا – ونقضوا ميثاقك المؤكدا.

هم بيتونا بالوتير هجدا – وقتلونا ركعا وسجدا.

"হে মুহাম্মাদ! কুরায়শগণ আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাহারা আপনার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাপত্রখানা বাতিল করিয়া দিয়াছে। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে ওয়াতীর জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানে আমাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছে এবং আমাদিগকে রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় হত্যা করিয়াছে" (ইব্নুল কায়্যিম, পৃ. ২৪৯; আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ১৯৬৬ খৃ., ১খ., ৭৮৯; ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫)। 'আমর ইব্ন সালিম খুযা'ঈ কুরায়শ ও বানূ বাক্রের অত্যাচারের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করিল, হুযুর! আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম; অতঃপর তাহারা আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া নির্মমভাবে অত্যাচার করিয়াছে। তৎপর বলিল ঃ

فانصر هداك الله نصرا ابدا.

"হে রাসূল! আপনি আমাদিগকে সাহায্য করুন। আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আপনাকে পথ প্রদর্শন করিবেন" (ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৬৬৫; Haykal, p. 397)। উপরিউক্ত ঘটনা হইতে মনে হয় যে,

১. কুরায়শ পক্ষ হাওয়াযিন ও ছাকীফ প্রভৃতি গোত্রগুলির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

২. এই নিমিত্ত সন্ধি ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বানূ বাক্রকে উপলক্ষ করিয়া খুযা'আদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিল।

৩. কুরায়শগণের সহিত পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিয়া এবং তাহাদিগের সাহায্যে ও সাহচর্যে বানূ বাক্র এই নির্মম অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

৪. সন্ধির শর্তানুসারে বানূ বাক্রকে এই কার্যে কোন প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান করা কুরায়শের পক্ষে আইনসঙ্গত ছিল না; বরং বানূ বাক্র স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া খুযা'আদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে বারণ করা অথবা তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মদীনায় সংবাদ প্রদান করা কুরায়শের পক্ষে একান্ত কর্তব্য ছিল। সুতরাং কুরায়শ পক্ষ ইচ্ছা পূর্বক সন্ধিভঙ্গ করিয়াছিল (মোস্তফা চরিত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৭৮৬)।

খুযা'আর প্রতিনিধিবর্গ

খুযাঈ কবির মদীনা আগমনের কয়েক দিন পর বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা চল্লিশজন খুযাঈকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইল এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। মহানবী (স) বিবেচনা করিলেন যে, চুক্তি অনুযায়ী এখন খুযা'আদিগকে সাহায্য করা তাঁহার কর্তব্য। এই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে কুরায়শগণ কিংবা তাহাদের মিত্র বানূ বাক্র মুসলমানদের মিত্র গোত্র খুযা'আদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স) বুঝিতে পারিলেন, সন্ধি ভঙ্গ করিবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তাহারা এই আক্রমণ

চালাইয়াছিল। তথাপি তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে না যাইয়া প্রথমত তাহাদের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের মারফত যে প্রস্তাব পাঠান হইল তাহা এইঃ

১. হয় তোমরা বানূ খুযা'আ গোত্রকে উপযুক্ত রক্তপণ দিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার কর;

২. অথবা বানূ বাক্র গোত্রের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর;

৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা কর।

কুরায়শগণ পূর্ব হইতেই পরামর্শ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই কুরায়শদের মুখপাত্র কারাতা ইব্ন উমার রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রেরিত দূতকে পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিল, আমরা শেষ শর্তটাই গ্রহণ করিলাম অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করিলাম (যুরকানী, পৃ. ৩৪৯)। দূত মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে সব কথা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বুঝিতে পারিলেন, কুরায়শদের প্ররোচনায়ই বানূ বাক্র এই সব কাণ্ড করিতে সাহসী হইয়াছে। এখন সামরিক অভিযান ছাড়া আর কোন উপায় নাই (যুরকানী, পৃ. ৩৪৯)। তখন তিনি অতি সন্তর্পণে মক্কা অভিযানের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময় সমাগত হইল (যিশইয়, ২১ঃ ১১-১৬)।

কুরায়শদের নূতন ফন্দী

এদিকে কুরায়শগণ ভাবিতে লাগিল, আমরা ইতোপূর্বে বহুবার মুসলমানদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যখন তাহারা দুর্বল ছিল, তাহাদের সংখ্যা কম ছিল, আর্থিক অনটনে ছিল তখনও যুদ্ধে আমাদের কোন সুফল ফলে নাই। আর আজ তাহাদের কোন অভাব-অনটন নাই, সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। এমতাবস্থায় সন্ধি বাতিল করা ভাল হয় নাই। হয়ত শীঘ্রই মুসলমানগণ মক্কা আক্রমণ করিয়া বসিবে। এই আশঙ্কা তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তাই তাহারা পূর্ব সন্ধি বহাল করিবার জন্য আবূ সুফ্য়ানকে দূতরূপে মদীনায় প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিল (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৫০)।

আবূ সুফ্য়ান মনে করিলেন, বানূ খুযাআ গোত্রের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ হয়ত এখনও মদীনায় পৌঁছে নাই। কাজেই মেয়াদ বাড়াইয়া হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নূতনভাবে সুদৃঢ় করিয়া লইতে আর কোন অন্তরায় নাই। তাই আবূ সুফ্য়ান মুসলমানদিগকে প্রতারিত করিয়া স্বীয় সংকল্পে কৃতকার্য হইবার প্রাণভরা আশা লইয়া অবিলম্বে মদীনাভিমুখে রওয়ানা করিলেন (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৫০)। তিনি মদীনায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম তাহার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করিলেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) পিতাকে দেখিয়া তড়িঘড়ি করিয়া বিছানা গুটাইয়া রাখিলেন। আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, "তুমি বিছানা গুটাইলে কেন? আমি এই বিছানায় বসিবার উপযুক্ত নহি, না এই বিছানাটি আমার উপযুক্ত নহে"? হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলিলেন, "হে পিতা! আপনি অপবিত্র কাফির, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানায়

বসিবার উপযুক্ত নহেন। এই জন্যই আমি বিছানাখানি সরাইয়া রাখিলাম (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৫০)।

এই কথা শুনিয়া আবূ সুফ্য়ান মনক্ষুণ্ণ হইয়া বাহির হইয়া গিয়া মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (স) -এর সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কোন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে নাকি? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "তবে সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি"? তিনি ইহার কোন সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হইয়া যথাক্রমে হযরত আবূ বাক্র (রা), হযরত উমার (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। অতঃপর তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর নিকট বলিলেন, আপনি আপনার শিশুপুত্র হযরত হাসান (রা)-কে বলিয়া দিন, তিনি যেন নিজের দায়িত্বে কুরায়শদিগকে নিরাপত্তা দান করেন"। হযরত ফাতিমা বলিলেন,"আমার শিশুপুত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না"। তৎপর আবূ সুফ্য়ান হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন,"হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন করিবার জন্য আপনি মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট সুপারিশ করুন"। তিনি আবূ সুফ্য়ানকে উপহাস করিয়া বলিলেন,"তুমিই ত বানূ কিনানার সরদার। আবার অন্যের সুপারিশের প্রয়োজন কি ? তুমি নিজেই সন্ধি নবায়ন করিবার ঘোষণা করিয়া দাও"। আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, ইহাতে কোন কাজ হইবে কি? হযরত আলী (রা) বলিলেন, কাজ না হইলেই বা কি করিবে। ইহা ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখি না। তৎপর আবূ সুফয়ান মসজিদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন, মদীনাবাসীগণ, শোন! আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকে পুনঃবলবৎ ও সুদৃঢ় করিয়া গেলাম। অতঃপর তিনি মদীনা হইতে মক্কার দিকে প্রস্থান করিলেন (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ২খ., পৃ. ৩৯৬-৩৯৭)।

আবূ সুফ্য়ান মক্কা পৌছিলে কুরায়শগণ সমবেত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? তিনি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। কুরায়শগণ বলিল, মুহাম্মাদ (স) আপনার কথা মঞ্জুর করিয়াছেন কি? তিনি বলিল, না। তখন তাহারা বলিল, হযরত আলী (রা) যে আপনার সহিত উপহাস করিয়াছেন তাহাও আপনি বুঝিতে পারিলেন না ? তিনি কসম করিয়া বলিলেন,উপহাস হউক বা যথার্থ হউক, কিন্তু আমি যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহা ছাড়া আর কিছু করিবার কোন উপায়ই ছিল না। তখন কুরায়শগণ বলিল, আবূ সুফ্য়ান সন্ধি বলবৎ হওয়ার সংবাদ লইয়া আসিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। আর যুদ্ধের সংবাদ আনিলেও আমরা প্রস্তুত হইতে পারিতাম্। কিন্তু তিনি অযথা মদীনায় গমন করিয়াছেন, কোন সংবাদই আনিতে সক্ষম হন নাই (মাওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৫১১)। আবূ সুফ্য়ানের কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় নাই (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ খ., পৃ. ৭০৫)।

কুরায়শগণ তখন অন্তসারশূন্য অবস্থায় উপনীত। মুখে দম্ভ-দর্প এবং অভিমান ও আত্মম্ভরিতা যথেষ্ট থাকিলেও নিজেদের মনে করিবার মত শক্তি তখন আর তাহাদের ছিল না।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে কুরায়শের অগোচরেই মুস্তফা চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয় গিয়াছিল। মক্কার নিকটবর্তী দুর্ধর্ষ আরবগণ হুদায়বিয়ার সন্ধি ও তাহার পরের বৎসরের উমরা উপলক্ষে মহানবী (স)-এর যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিল তাহাতেই তাহারা কুরায়শের প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার বিষয় কিছু পরিমাণে অবগত হয়। কাজেই কুরায়শদের অঙ্গুলি সংকেতে মাত্র বেদুঈন আরবের হাজার হাজার ফৌজ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া এখন আর সম্ভবপর ছিল না। উল্লেখ্য যে, হাওয়াযিন ও ছাকীফের লোকেরা নিজেদের দেশ ছাড়িয়া মক্কাবাসীদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে। এই সংবাদ জানিবার পরই আবূ সুফ্য়ান মদীনায় গমন করিয়াছিলেন (মোস্তফা চরিত, পৃ. ৭৯০)।

সমরায়োজন

রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদিগকে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। অতি সতর্কতার সহিত যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। এমনকি প্রথমে হযরত আবূ বাক্রও কিছুই জানিতে পারেন নাই। এই অভিযানের সংবাদ যাহাতে বাহিরে পৌঁছিতে না পারে সেজন্য কয়েক দিনের জন্য বিদেশী লোকদিগের বর্হিগমন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল (মোস্তফা চরিত, পৃ. ৭৮৭)। তিনি মুসলমান গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَحْضُرْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে সে যেন রমযান মাসে মদীনায় উপস্থিত থাকে" (মৌলভী মুহাম্মাদ আহসান, তাফরীহুল আযকিয়া ফী আহওয়ালিল আম্বিয়া, ২খ., পৃ. ২৬৬)।

এই ঘোষণার ফলে আসলাম, গিফার, মুযায়না, আশজা, জুহায়না প্রভৃতি গোত্রের বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া মদীনায় সমবেত হইল। অভিযানের সংবাদ যাহাতে মক্কায় পৌঁছিতে না পারে তজ্জন্য তিনি পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) একদিন আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বাহির করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন তাহা তুমি বলিতে পার কি? তিনি বলিলেন, আমি তাহা জানি না (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৮৯)। এত কঠোরভাবে যুদ্ধের আয়োজন গোপন রাখার কারণ আর কিছুই নহে, মক্কাবাসিগণ অভিযানের সংবাদ জানিতে পারিলে তাহারাও বিপুলভাবে সমরায়োজন করিবে, ফলে পবিত্র কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবে। অথচ আল্লাহ্র ঘরের মর্যাদাহানি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভিপ্রেত ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন, শত্রুদের প্রাণ রক্ষা করিতে এবং পবিত্র স্থানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে। এজন্যই তিনি মক্কাবাসীকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেন নাই। তিনি শুধু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নই, বরং আল্লাহ্র দরবারেও মুনাজাত করিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالاَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتّٰى نَبْغَتُهَا فِىْ بِلاَدِهَا.

"হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত না আমরা কুরায়শদের দেশে গিয়া হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হই সে পর্যন্ত তাহাদের নিকট যুদ্ধবার্তা এবং গুপ্তচর পৌঁছিতে দিও না" (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৮৯)।

হাতিবের পত্র প্রেরণ

মক্কার কাফিররা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করায় রাসূলুল্লাহ (স) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিতেছিলেন। তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হউক। সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন হাতিব ইব্ন আবী বাল্তা'আ (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামানী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। মক্কায় তাহার স্বগোত্র বলিতে কেহই ছিল না। মক্কায় বসবাস কালেই তিনি মুসলমান হইয়া মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কুরায়শরা অমানুষিক নির্যাতন চালাইত। যেই সকল মুহাজিরের আত্মীয় স্বজন মক্কায় ছিল তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ কোন রকম নিরাপদে ছিল। হাতিব (রা) চিন্তা করিলেন যে, তাঁহার সন্তানদিগকে শত্রুর নির্যাতন হইতে রক্ষা করিবার কেহই নাই। অতএব মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে তাহারা হয়ত তাহার সন্তানদের উপর জুলুম করিবে না। তাই উম্মে সারা নাম্নী গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিলেন (কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৯৯)। উম্মে সারা বদরের যুদ্ধের পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি মদীনায় হিজরত করিয়া আসিয়াছ? সে বলিল, না। আবার জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তবে কি তুমি মুসলমান হইয়া আসিয়াছ? সে ইহারও নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ তাহা হইলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ? সে বলিল, আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের নিকট হইতে জীবিকা নির্বাহ করিতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং আপনারা এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হইয়া গিয়াছে। আমি ঘোর বিপদে পড়িয়া ও অভাবগ্রস্ত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিয়াছি (তাফরীহুল আযকিয়া ফী আহওয়ালিল আম্বিয়া, ২খ., পৃ. ২৬৬)। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকদিগকে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য উৎসাহ দিলেন। তাহারা তাহাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দান করিলেন। উম্মে সারা মক্কায় রওয়ানা করিল (তাফসীর কুরতুবী; তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শাফীকৃত, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১৩৫৮)।

হাতিব (রা) নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করিবেন। তাই এই অভিযান সম্পর্কিত তথ্য ফাঁস করিয়া দিলে তাঁহার কিংবা ইসলামের কোন

ক্ষতি হইবে না। তিনি ভাবিলেন, আমি যদি পত্র লিখিয়া মক্কার কুরায়শদেরকে জানাইয়া দেই যে, রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার ইচ্ছা রাখেন, তাহা হইলে আমার সন্তানাদির হিফাযতের একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। সুতরাং হাতিব এই ভুলটি করিয়া ফেলিলেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখিয়া গায়িকা উম্মে সারার হাতে সোপর্দ করিলেন (কুরতুবী, মাযহারী) এবং ইহার পারিশ্রমিক বাবদ সারাকে দশ দিরহাম দিলেন (তাফহীমুল আযকিয়া, ২খ., পৃ. ২৬৭)। এদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ জানাইয়া দিলেন। তিনি অবিলম্বে হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়র ও হযরত মিকদাদ (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা শীঘ্র যাও! খাখ নামক স্থানে পৌঁছিয়া তোমরা উম্মে সারা নামক এক স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, সেই পত্র উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিও। আদেশ শ্রবণ মাত্র তাঁহারা অশ্বারোহণ পূর্বক দ্রুত গতিতে খাখ অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া সত্য সত্যই তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশিত স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটি পত্রের কথা অস্বীকার করিল। তাঁহারা তাহার উটকে বসাইয়া দিলেন। হযরত আলী (রা) উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ভুল হইতে পারে না। নিশ্চয় তোমার নিকট পত্র আছে, অতি সত্বর বাহির কর। অন্যথায় এখনই আমি তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব।" স্ত্রীলোকটি ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার চুলের খোঁপার ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া দিল। তাহারা পত্রসহ স্ত্রীকে লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পেশ করিলেন।

যথাসময়ে অপরাধীরূপে হযরত হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে হাজির করা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতিব! মুসলমান হইয়া তোমার কাফিরদের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণ কি?" হাতিব অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। নিজ পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই যে তিনি এই কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা ছাড়া তাহার অন্তরে যে অন্য কোন দুরভিসন্ধি নাই, তিনি অতি সরলভাবে এই কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রকাশ করিলেন। হাতিবের অকপট যবানবন্দি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হাতিব সত্য কথা বলিয়াছে"। হযরত উমার (রা) এ ব্যাপারে হাতিবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন, আমি তাহার শিরশ্ছেদ করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "উমার!হাতিব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্র দরবারে বদরের মুজাহিদগণের কত বড় মর্যাদা তাহা কি তুমি জান? হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরের কথা অবগত হইয়াই তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, "যাহা ইচ্ছা কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন"। এই কথা শুনিয়া হযরত উমার (রা)-এর প্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে দরদর করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল বেশি জানেন (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৪২০ ও সিহাহ সিত্তা)। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (স) হাতিবের বর্ণনা

সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৯৮-৯৯)। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.

"হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদিগের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি উহাদিগের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ" (৬০ ঃ ১)।

উক্ত আয়াতে এই ধরনের ঘটনার জন্য হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়।

মক্কা যাত্রা

১০ রামাদান, ৮ম হি./৬৩০ খৃ. ১ জানুয়ারী মহানবী (স) দশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনীসহ মদীনা হইতে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এই বাহিনীর মধ্যে মুসলিম মিত্র বানূ সুলায়ম ও বানূ মুযায়না গোত্রদ্বয়ের এক হাজার করিয়া সৈন্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত যুবায়র (রা) দুই শত অশ্বারোহী মুজাহিদের একটি অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দিতেছিলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ খ., পৃ. ৭০৫)। অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্বেত পতাকার ছায়াতলে শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া মহানবী (স) তাকবীর বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ভারে নত হইয়া আসিতেছিল। তিনি এই অভিযানের সর্বস্তরে একমাত্র সর্বশক্তিমান করুণানিধানের অপার অনুগ্রহ অনুভব করিতেছিলেন। 'দশ হাজার ন্যায়বান সহচর লইয়া তিনি আগমন করিলেন', তাওরাতের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিল। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন। কাদীদ (قديد) নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন (বুখারী শরীফ, ২খ., পৃ. ৬১৩)। মদীনা হইতে যাত্রা করিয়া ৭ম দিন মুসলিম বাহিনী "মাররুজ্ - জাহরান" নামক স্থানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে। এই স্থানটি মক্কা হইতে প্রায় এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত। উক্ত স্থানে সন্ধ্যার পর ক্লান্ত সৈন্যগণ মহানবী (স)-এর নির্দেশে শান্তির সহিত আরাম করিবার জন্য প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক তাঁবু টানাইলেন এবং আরবের প্রথানুযায়ী প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাঁবুর সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। স্বতন্ত্রভাবে দশ হাজার স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ফলে প্রান্তরটি অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করিল।

আবূ সুফ্য়ান ও আবদুল্লাহ নামের দুইজন কুরায়শী রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণের শত্রু ছিল। প্রথম ব্যক্তি কুরায়শ সরদার আবূ সুফ্য়ান নহে; বরং সে হইল রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা হারিছের পুত্র আবূ সুফ্য়ান। সেও শৈশবে হযরত হালীমা (রা)-এর দুগ্ধ পান করিয়াছিল। সুতরাং সে যুগপৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই এবং দুধ ভাই। আবূ সুফ্য়ান ছিল খ্যাতনামা কবি। সে সর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুৎসা রটনা করিয়া কবিতা রচনা করিত। সে হাটে-বাজারে ও সভা-সমিতিতে এই সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত। আর তাহার সাথী আবদুল্লাহ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফু আতিকার পুত্র। সেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অত্যন্ত শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে আজ তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন আল-আব্ওয়া নামক স্থানে পৌছিলেন তখন আবূ সুফয়ান ও আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহার খিদমতে হাযির হইল।

তাহাদের অমানুষিক অসদ্ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আবদুল্লাহ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। তাই উম্মে সালামা (রা) তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সুপারিশ করিলেন। আবদুল্লাহ বলিল, যদি রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ক্ষমা না করেন তবে আমি আমার শিশু সন্তানদিগকে লইয়া কোন দূর মরুপ্রান্তরে চলিয়া যাইব এবং পানাহার পরিত্যাগ করিয়া সেখানেই প্রাণ বিসর্জন দিব।

হযরত আলী (রা) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে হাযির হও এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমারা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বল, আমরা অপরাধী। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জয়ী করিয়াছেন। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন (তাফরীহুল আযকিয়া, ২খ., পৃ. ২৬৮)।

হযরত আলী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাহারা তাহাই করিল। দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ (স) আর ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন ঃ

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

"আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু" (১২ ঃ ৯২)।

তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কবি আবূ সুফয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করিলেন এবং পূর্ব রচিত কুৎসাপূর্ণ কবিতাসমূহের কথা স্মরণ করিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি অতি খাঁটি মুসলমান হইয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে কখনও মাথা উঁচু করিয়া বসিতেন না। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রেমে তিনি বিভোর থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, "আবূ সুফয়ান আমার শহীদ চাচা হযরত আমীর হামযার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য" (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬২-১৬৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধের পরেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ যাবৎ তিনি কা'বা গৃহের সিকায়া-এর মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশে মক্কাতেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং কুরায়শদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে যাবতীয় বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিতেছিলেন। আজ তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আসবাব সামগ্রী এবং স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন 'আল-জুহফা' নামক স্থানে পৌছিলেন তখন প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মুহাজির চাচাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে তাঁহার অন্তকরণ আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "চাচাজান! আমি যেমন

সর্বশেষ নবী, আপনিও তদ্রূপ সর্বশেষ মুহাজির"। কারণ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা দারুল ইসলামে পরিণত হইবে। সুতরাং মক্কা হইতে হিজরত করা রহিত হইয়া যাইবে। হযরত আব্বাস (রা)-এর পর আর কেহ মুহাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর আসবাবপত্র ও পরিবারবর্গ মদীনায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত শরীক হইলেন (যাদুল মা'আদা, পৃ. ১৬২)।

কুরায়শগণ পূর্বাহ্নেই এই অভিযানের কথা জানিতে পারে, সেইজন্য কুরায়শ পক্ষের লোকেরা সর্বদাই মক্কার বাহিরে চৌকি বসাইয়া পাহারা দিত। মক্কাবাসী সম্পূর্ণ এলাকায় অগ্নিশিখা ও আলো দেখিয়া ভীত-বিহবল হইয়া যায়। সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তাহারা আবূ সুফ্য়ান, হাকীম ইব্ন হিযাম ও বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকাকে প্রেরণ করিল। আবূ সুফ্য়ান ও তাহার বন্ধুদ্বয় তথ্য সংগ্রহের ভাবনা ভাবিতেছে, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের কতকগুলি ছায়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "তোমরা বন্দী"। বলা আবশ্যক যে, এই সময় মহামতি উমার ফারূক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য উপত্যকার চারিদিকে টহল্ দিতেছিল। আবূ সুফ্য়ান ও তাহার সঙ্গীদ্বয় তাঁহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল (বুখারী -৮-৫)।

আবূ সুফ্য়ানের ইসলাম গ্রহণ

উমার ফারূক (রা) আবূ সুফয়ানকে লইয়া মহানবী (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, সত্যের শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার শুভ মুহূর্ত সমাগত। আবূ সুফয়ান আজ বন্দী। বস্তুত প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রতিফল দানের সময় উপস্থিত। উমার (রা) মহানবী (স)-এর খিদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শত্রুকে হত্যা করিবার অনুমতি দিন। হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আবূ সুফয়ানকে নিরাপত্তা প্রদান করিলাম। হযরত উমার (রা) উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "হে আব্বাস! আল্লাহ্র বৈরী, আল্লাহ্র রাসূলের বৈরী, ইসলামের বৈরী এই আবূ সুফয়ান। সুদীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এবং নিরপরাধ মুসলমনদের উপর কি নিদারুণ নিগ্রহই না করিয়াছে। এহেন শত্রুকে আপনি নিরাপত্তা প্রদান করিবেন কেন?" হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন, হে উমার! বানূ 'আদী ইব্ন কা'ব বংশের কোন লোক হইলে বোধ হয় আপনি এত উত্তেজিত হইতেন না। হযরত উমার (রা) বলিলেন, আপনি বলেন কি? আপনি মুসলমান হওয়াতে আমি যতটুকু আনন্দিত হইয়াছি আমার পিতা খাত্তাব মুসলমান হইলেও এতটুকু আনন্দিত হইতাম না। কারণ আমি জানি যে, আপনার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (স) সর্বাধিক আনন্দিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা! এখন তোমরা আবূ সুফয়ানকে লইয়া যাও। প্রাতকালে তাহাকে আমার নিকট হাযির করিও।

প্রাণের বৈরী ইসলামের দুশমন আবূ সুফয়ানকে প্রাতকালে মহানবী (স)-এর খিদমতে হাযির করা হইল। এহেন মহাপাতকীকে হাতে পাইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন কি করিলেন?

হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন, না বন্দী করিলেন, না বেত্রাঘাত করিবার হুকুম দিলেন? তাহাও না, মহানবী (স) তাহার প্রতি কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার করিলেন না; বরং করুণ স্বরে আবূ সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও কি তোমার ভুল ভাঙ্গে নাই? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেহ বন্দেগীর যোগ্য নাই, একথা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই? আবূ সুফয়ান অবনত মস্তকে আরয করিলেন, মহাত্মন! আপনি কত ধৈর্যশীল? কত মহানুভব! আত্মীয়তা বন্ধনের মর্যাদার প্রতি আপনার কত লক্ষ্য! বাস্তবিক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন প্রভু যে নাই তাহা আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ অন্য কোন প্রভু থাকিলে আমাদের এই মহাবিপদে নিশ্চয়ই সাহায্য করিত। তৎপর রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নুবুওয়াত সম্বন্ধে কি তোমার সন্দেহ আছে ? আবূ সুফয়ান নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিলেন, এখনও আমি পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত হইতে পারি নাই (ফাতহুল বারী, তাবারী, হালাবী প্রভৃতি)। হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন, আর বিলম্ব কর কেন, আবূ সুফয়ান? ইসলাম গ্রহণ কর। আলো-আঁধারের মাঝখানে দোল খাইতে খাইতে আবূ সুফয়ান ঘোষণা করিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আবূ সুফয়ানের মনের অবস্থা বুঝিয়া ইহাতেই রাসূলুল্লাহ (স) সন্তুষ্ট হইলেন। সত্য যে একদিন তাহার হৃদয়ে আপন আসন পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া লইবে একথা তিনি নিঃসন্দেহরূপেই জানিতেন। কলেমা তায়্যিবা পাঠে করিয়া কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান আজ আমাদের শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খাঁটি মুসলমানে পরিণত হইলেন। কয়েক দিন পরেই তিনি আল্লাহর জন্য তাঁহার রাসূলের জন্য ইসলামের জন্য যুদ্ধ করিয়া নিজের একটি চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তায়িফ যুদ্ধে তাহার চক্ষুটি আহত হয় এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে চক্ষুটি সম্পুর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। চির জীবনের বৈরী আজ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, তাঁহার জন্য নিজের চক্ষু দান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহা কত বড় বিজয়! সব বিজয় অপেক্ষা এই বিজয় যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, তাওহীদী ফৌজের শান-শওকত দর্শন করাইবার জন্য আপনি আবূ সুফয়ানকে সংকীর্ণ পথের পার্শ্বস্থ কোন পাহাড়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিন। তিনি তাহাই করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সৈন্যদিগকে নগরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন গোত্রের বীরগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করিলেন। পতাকার পর পতাকা ফৌজের পর ফৌজ আবূ সুফয়ানের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল, আর তিনি স্তম্ভিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। ইসলামী ফৌজের শান-শওকত দর্শন করিয়া ভয়ে আবূ সুফয়ানের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ফৌজের পর ফৌজ যাইতে থাকে আর তিনি ভয়ে জড়সড় হইতে থাকেন। অবশেষে অপূর্ব সমারোহের সহিত আসিল আনসার বাহিনী। এই বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের চাকচিক্যে তাহার নয়ন যুগল ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া হযরত আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাহিনী কাহাদের? তিনি বলিলেন, এই বাহিনী আনসারদিগের। এমন

সময় পতাকাধারী আনসার নেতা হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) আবূ সুফয়ানকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم اذل الله قريشا.

"আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন। আজ কা'বা প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ড বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে, আজ আল্লাহ কুরায়শদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন"।

সর্বশেষে আগমন করিল মুহাজির বাহিনী। এই বাহিনীর পতাকা ছিল হযরত যুবায়র ইব্নুল আওয়াম-এর হাতে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-ও এই দলেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখা মাত্র আবূ সুফয়ান আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি কি কুরায়শদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন? পবিত্র কা'বার মর্যাদা কি আজ বজায় থাকিবে না? সা'দ ইব্ন উবাদা কি বলিতেছে শুনুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সা'দের কথা সঠিক নহে।

اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة.

"আজ তো দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের দিন। আজ আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদেরকে সম্মানিত করিবেন এবং কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন।"

অতঃপর তিনি সা'দ (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার হাত হইতে পতাকা নিয়া তৎপুত্র কায়স ইব্ন সা'দ (রা)-কে সোপর্দ করিলেন। তিনি এই ধারণায় ইহা করিলেন যে, ইসলামের পতাকা তৎপুত্র কায়স (রা)-কে প্রদানের অর্থ হইবে ইহাই যে, যেন পতাকা তাঁহার হাত হইতে ফেরত লওয়া হয় নাই (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৩১; ইব্ন হিশাম, পৃ. ৪০৩; যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৪২৩)। আর এভাবেই একটি হরফের পরিবর্তন (الملحمة -র পরিবর্তে المرحمة) এবং এক হাতকে অপর হাত দ্বারা পরিবর্তন পূর্বক (যাহার একটি হাত পিতার এবং অপর হাতটি পুত্রের) তিনি সা'দ ইব্ন উবাদার (যাঁহার ঈমানী ও মুজাহিদ সুলভ কৃতিত্ব ও অবদান সূর্যের মত ভাস্বর) মনে এতটুকু আঘাত না দিয়া আবূ সুফ্য়ানের (যাঁহার অন্তরকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদানের দরকার ছিল) মন জয়ের উপকরণ এত বিজ্ঞোচিত পন্থায়, বরং বলা যায়, মু'জিযাসুলভ পন্থায় আঞ্জাম দিলেন যাহা হইতে উত্তম কোন পন্থার কথা কল্পনাও করা যাইত না। পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এই পদ দান করিয়া আবূ সুফ্য়ানের অন্তরকে প্রবোধ দিলেন। অপর দিকে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কেও তিনি বিষণ্ন ও মনঃক্ষুন্ন দেখিতে চাহিতেছিলেন না, ইসলামের জন্য যিনি বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়াছেন (নবীয়ে রহমত, বাংলা অনু., পৃ. ৩৪৯-৫০)।

রাসূলুল্লাহ (স) আবূ সুফ্য়ানকে বলিয়া দিলেন, নিশ্চিন্ত থাক, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি আমার পক্ষ হইতে মক্কায় ঘোষণা করিয়া দাও ঃ

১. যে কেহ অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে তাহাকে অভয় দেওয়া হইল।

২. যাহারা নিজেদের গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে তাহাদেরও কোন ভয় নাই।

৩. যে ব্যক্তি কা'বায় প্রবেশ করিবে, সেও অভয়প্রাপ্ত।

৪. যাহারা আবূ সুফয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে তাহাদেরকেও নিরাপত্তা দেওয়া হইল।

আবূ সুফয়ান এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া তীরবেগে দৌড়াইয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, হে কুরায়শগণ! মুহাম্মাদ (স) সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন। আজ তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই। এই কথা শুনামাত্রই তাহার স্ত্রী হিন্দ দৌড়িয়া আসিয়া তাহার গোঁফ ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, হে বানূ কিনানা! তোমরা এই হতভাগা লোকটিকে হত্যা করিয়া ফেল। সে কি প্রলাপ বকিতেছে শুন। বহু লোক সমবেত হইয়া আবূ সুফয়ানকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, তোমরা শুনিয়া রাখ, আজ কোন শক্তিই মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে না। যে ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ করিবে তাহাকে নিরাপত্তা দেওয়া হইবে। লোকেরা উত্তেজিত হইয়া বলিল, ওহে নির্বোধ! তোর ঘরে কয়টা লোকের সঙ্কুলান হইবে। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আপন গৃহের দরজা বন্ধ করিবে কিংবা কা'বা ঘরে প্রবেশ করিবে অথবা অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক আত্মসমর্পণ করিবে সে অভয়প্রাপ্ত হইবে (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৪০৩; যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৬)।

নগরে প্রবেশ

মুসলিম বাহিনী চারটি দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দিক হইতে মক্কা অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। মহানবী (স)-এর কঠোর নির্দেশ ছিল, সংঘর্ষের উপক্রম না হইলে তলোয়ার কোষমুক্ত করা যাইবে না। হযরত যুবায়র (রা)-কে উত্তরদিক হইতে, কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা আনসারীকে পশ্চিম দিক হইতে, হযরত খালিদ (রা)-কে দক্ষিণ দিক হইতে এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে মুহাজিরীনের সঙ্গে পূর্ব দিক হইতে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

মক্কা নগর দুইটি পর্বত শ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রস্তরময় স্থানে অবস্থিত। এই শহরের একদিক উঁচু এবং অপর দিক ঢালু। 'কাদা' নামক পাহাড়ের দিকটি উঁচু। এই দিকেই মক্কার প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল মু'আল্লা' অবস্থিত। আর 'কুদা' নামক পাহাড়ের দিকটি নিচু। এই দিকেই পবিত্র কা'বাগৃহ অবস্থিত। উত্তরদিকে পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান থাকার দরুন প্রাকৃতিকভাবেই মক্কা হইতে বহির্যাতায়াতের দুইটি পথ আছে। আর একটি পথ উচ্চ মক্কা হইতে আরাফাতের দিকে, আর একটি পথ নিম্ন মক্কা হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি শাখা জিদ্দার দিকে এবং অপর একটি শাখা মদীনার দিকে চলিয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) উভয় পথেই সৈন্যবাহিনী নগরে প্রবেশ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। তাই তিনি হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ-এর নেতৃত্বাধীন আসলাম, গিফার, জুহায়না প্রভৃতি গোত্রীয় সেনাবাহিনীকে 'কুদা' নামক পাহাড়ের দিক দিয়া নিম্ন মক্কার পথে নগরে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলেন। স্বয়ং তিনি মক্কার উচ্চ এলাকা আযাখির-এ অবস্থান করিয়া সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনা করিতেছিলেন। মক্কায় প্রবেশের জন্য বহিনীর বিন্যাস এমনভাবে করা হইয়াছিল যেন চারিটি দলই একে অপরকে প্রয়োজনে সাহায্য করিতে পারে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ৯৬, ৭০৫)।

বস্তুত খালিদ (রা) ছিলেন মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর অধিনায়ক। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিয়া দিলেন, যদি কুরায়শগণ তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তবে তাহাদিগকে তোমরা হত্যা করিও এবং সাফা পাহাড়ে আসিয়া আমার সাহিত সাক্ষাৎ করিও। অন্যথায় কাহারও উপর তরবারি উঠাইও না (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৪; ইব্ন হিশাম, পৃ. ৪৩২)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী সেনাদল কাতারে কাতারে বীরপদভরে চলিতে লগিল। মক্কার রাস্তাঘাট আজ সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কুরায়শগণ আজ ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে নিরাপত্তা লাভের জন্য কা'বা গৃহে এবং আবূ সুফয়ানের বাড়ীতে সমবেত। আর অবশিষ্ট কুরায়শগণ দরজা বন্ধ করিয়া আপন আপন গৃহে অবস্থানরত। তাহাদের সমস্ত দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা আল্লাহ্র কত বড় কৃপা। এই মহাদানের কৃতজ্ঞতায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। তাই তিনি সকলের পশ্চাতে হযরত উসামা ইব্ন যায়দের সহিত একই উটের পৃষ্ঠে বসিয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কী উদার নীতি ইসলামের! দাস-প্রভুর কোন পার্থক্য নাই! ইসলামে আছে শুধু দীনদারি ও পরহেযগারির মর্যাদা। বিজয় লাভের আমোদ-প্রমোদ নাই, আড়ম্বর নাই, গর্ব-অহংকার কোন কিছুই নাই। বিজয়রূপ মহাদানের কৃতজ্ঞতায় আজ রাসূলুল্লাহ (স) অবনত মস্তক। শত্রু-মিত্র সকলকে যিনি অকপটে ভালবাসেন, অপরাধীর অপরাধকে যিনি আনন্দের সহিত ক্ষমা করিতে পারেন, জয়-পরাজয়, মঙ্গল সব কিছুর মধ্যেই যিনি একমাত্র আল্লাহ্র করুণা অনুভব করেন, শুধু তাঁহার পক্ষেই এরূপ করা সম্ভব।

মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) 'হাজূন' নামক স্থানে তাঁহার বিজয়-পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিলেন। সেই স্থানেই তিনি শিবির সন্নিবেশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। মহানবীর পতাকা ছিল যুবায়র ইব্ন আওয়ামের হাতে। এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা এবং হযরত উম্মে সালামা (রা) (মুল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা, পৃ. ৭২৫)।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) নিম্ন মক্কার পথে নিশ্চিন্তে সৈন্যদিগকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন, রাহমাতুল্লিল আলামীন (স) মক্কাবাসীদিগকে নিরাপত্তা লাভের যে সুযোগ দান করিয়াছেন তাহাতে হযরত খালিদ মনে করিয়াছিলেন যে, আজ তরবারি কোষমুক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল না। কারণ আবূ জাহ্লের পুত্র ইকরামা, উমায়্যার পুত্র সাফওয়ান, আমরের পুত্র সুহায়ল প্রভৃতি কয়েকজন দুর্দান্ত কুরায়শ কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির লোক সংগ্রহ করিয়া মুসলিম বাহিনীকে নগরে প্রবেশে বাধা প্রদানের জন্য 'খান্দামা' পাহাড়ের নিকট সমবেত হইল। হিমাস ইব্ন কায়স নামক এক পাপিষ্ঠ পূর্ব হইতেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। সেও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। ঘটনাক্রমে কুরয ইব্ন জাবির ফিহ্রী ও হুবায়স ইব্ন খালিদ আশ'আরী নামক দুইজন মুজাহিদ মুসলিম বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। কুরায়শের সেই দল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাইয়া তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র খালিদ (রা) তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। বারজন

নিহত হওয়ার পর কুরায়শ দুর্বৃত্তগণ পালায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হয়। এইরূপে খালিদ (রা) বিজয়ী বেশে পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। খালিদের হাতে কুরায়শের কতিপয় ব্যক্তি নিহত হওয়ার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে হত্যা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, কুরায়শগণই প্রথমে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন তিনি বলিলেন, "ইহাই আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল" (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৫; ইবন হিশাম, পৃ. ৪৩৩)।

দীর্ঘ একুশ বৎসর যাবৎ কুরায়শদের এই নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করিবার পরও আজ তাহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) এত সদয় হইলেন কেন? এইজন্য আনসারদিগের মনে নানা প্রকার দুশ্চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "স্বদেশ ও স্বগোত্রের ভালবাসা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে।" রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা পরিত্যাগ করিয়া মক্কাতেই থাকিয়া যাইবেন এই সন্দেহ করিয়াই আনাসারগণ উপরিউক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই আলোচনার অব্যবহিত পরই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি আনসারদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনাসার সম্প্রদায়! তোমরা বলিয়াছ, স্বদেশ ও স্বগোত্রের ভালবাসা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের এই ধারণা ঠিক নহে। আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁহার রাসূল। আমি আল্লাহর দিকে এবং তোমাদের দিকে হিজরত করিয়াছি। আমার জীবন-মরণ সব কিছু তোমাদের সঙ্গে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আনসারগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আরয করিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আমরা একথা বলিয়াছিলাম।" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আমার বিচ্ছেদ অসহনীয় হওয়ার দরুনই যে তোমরা একথা বলিয়াছ, আল্লাহ তা'আলাও আমাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা নিরপরাধ" (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৯৯০, ২৫৮)।

নগরীতে/প্রবেশকালে কোন একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আপনি আপন পুরাতন বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন, না অন্য কোন স্থানে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আকীল কি আমার বাড়ীঘর রাখিয়াছে? সে ত সবই শেষ করিয়া গিয়াছে (মাওলানা আশিক ইলাহী মীরাঠী, ইসলাম, পৃ. ৩২১)। ইন্‌শা আল্লাহ্ আমি খায়ফ নামক স্থানে অবস্থান করিব। এই স্থানে বসিয়াই কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে পরস্পর শপথ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অন্তরীণ করিবার অঙ্গীকারপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। এই স্থানে অবস্থান করিলে অতীতের স্মৃতি জাগরিত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই স্থানটি অবস্থানের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন (মাওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৫১৬)।

যে নগরবাসী একদিন হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অশেষ ভাবে নির্যাতন করিয়া অবশেষে তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়াছিল, যে নগরবাসী তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, যে নগরবাসী একদিন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে নৃশংসভাবে উৎপীড়িত করিয়াছিল, সেই নগরবাসী

আজ তাঁহার করুণাপ্রার্থী। একটি গৃহও ভূলুণ্ঠিত হইল না, একবিন্দু রক্তপাত হইল না, একটি নারী অপমানিতা বা লাঞ্ছিতা হইল না। ওয়াশিংটন আয়ারভিং সত্যই বলিয়াছেন, "এই জয় ধর্মের জয়, তরবারির জয় নহে" (মোবিনুদ্দিন আহমদ, নবীশ্রেষ্ঠ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮১)।

রাসূলুল্লাহ (স) বিনা রক্তপাতে আপন জন্মভূমিতে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা ত্যাগের সময়ে মুনাজাত করিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ. (১৭ ঃ ৮০)

অদ্য কি আনন্দের দিন! অদ্য তাঁহার সাধের প্রার্থনা সফল হইল।

কা'বা গৃহে প্রবেশ

যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল সেই স্থানেই মসজিদে ফাত্হ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (মাজদুদ্দীন, পৃ. ৭২৫)। বিশ্রামের পর তিনি 'হাজূন'-এর শিবির হইতে বাহির হইয়া ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত অবস্থায় সূরা ফাতহ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.

"নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়" (৪৮ ঃ ১) পাঠ ও "আল্লাহু আকবার" বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে পবিত্র কা'বা গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কা'বা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্বপ্রথম হাজরে আস্ওয়াদকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর তিনি ভক্তিভরে কা'বা শরীফের চতুর্দিকে সাতবার তাওয়াফ করিলেন। পবিত্র কা'বাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে স্তরে স্তরে তিন শত ষাটটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই সকল মূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলনপূর্বক বলিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ.

"সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে" (১৭ ঃ ৮১)।

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ.

"সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করিতে আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে" (৩৪ ঃ ৪৯)।

এক রিওয়ায়াতে আছে যে, মক্কার অন্যান্য মূর্তিগুলিও সেদিনই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর দুইটি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি ছিল। সাফায় অবস্থিত মূর্তিটির নাম ছিল ইসাফ, আর মারওয়াস্থিত মূর্তিটির নাম ছিল নায়িলা। কুরায়শদের বিশ্বাস ছিল যে, কোন এক সময়ে ইসাফ ছিল পুরুষ, আর নায়িলা ছিল নারী। ইহারা কা'বা গৃহের ভিতরে ব্যভিচার করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পাথরে পরিণত করেন। এতদসত্ত্বেও কুরায়শগণ ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত। সেদিন এই দুইটি পাপচিহ্নকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হয় (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৫৯)।

হুবল মূর্তি ছিল কুরায়শদের বড় প্রভু। তাহাদের ধারণা ছিল যে, হুবলের কোপে পড়িয়াই মুহাম্মাদ (স) নিপাত হইবে।এই বড় মূর্তি যখন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইল তখন হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) আবূ সুফয়ানকে বলিলেন, "ইহাই ছিল আপনার বড় প্রভু। ইহাকে লইয়াই আপনি দর্প করিতেন এবং উহুদের ময়দানে হুবলের জয় (أُعْلُ هُبَلْ) বলিয়া জয়ধবনি করিয়াছিলেন"। আবূ সুফয়ান বলিলেন, "সেসব কথা বলিয়া আর আমাদিগকে লজ্জা দিবেন না। আমরা এখন খুব বুঝিতে পারিয়াছি, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রভু ব্যতীত যদি অন্য কোন প্রভুর অস্তিত্ব থাকিত তবে সে নিশ্চয়ই আমাদিগকে সাহায্য করিত"।

কা'বা শরীফের ভিতরেও অনেক মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) উছমান ইব্ন তালহার নিকট হইতে চাবি লইয়া উহার দরজা খুলিলেন। হযরত উমার (রা) কা'বা শরীফের প্রাচীর গাত্রস্থিত ছবিগুলি যমযমের পানি দ্বারা ধুইয়া উঠাইয়া ফেলিলেন। হযরত বিলাল (রা) এবং হযরত তালহা (রা)-কে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ছবি আঁকিয়া তাঁহাদের হাতে লটারীর তীর রাখা হইয়াছে। তখন দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কাফিরদের সর্বনাশ হউক! এই মহাপুরুষদ্বয় আল্লাহ্র সেরা পয়গাম্বর। তাঁহারা কস্মিন কালেও লটারি খেলেন নাই"। তৎপর কাঠের তৈয়ারী একজোড়া কবুতর দেখিতে পাইয়া তিনি স্বহস্তে সেইগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৫৯; সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৪১১-৪১২)।

হযরত মারয়াম (স)-এর ক্রোড়ে হযরত ঈসা (আ)-এর চিত্রখানিও কা'বার একটি স্তম্ভে বিদ্যমান ছিল, তাহাও মুছিয়া ফেলা হইল। পাষাণ দেবতার অধিকার হইতে আল্লাহ্র ঘর আজ মুক্ত হইল। পাষাণ বিগ্রহের মস্তক চূর্ণকারী হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের কেন্দ্র পবিত্র বায়তুল্লাহ আবার তাওহীদের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল (মাজদুদ্দীন, পৃ. ৭৩০)। জনসমাগমের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। হযরত বিলাল ও হযরত উসামা তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। তিনি সম্মুখ দিকের প্রাচীর হইতে তিন হাত দূরে দাঁড়াইয়া দুই রাক'আত নামায পড়িলেন (তাফরীহুল আযকিয়া, ২খ., পৃ. ২৭২)। তৎপর তিনি চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহের কোণায় কোণায় তাওহীদ ও তাকবীরের উচ্চ ধ্বনি করিলেন, অতঃপর দরজা খুলিলেন (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৫)।

মহানবী (স)-এর অভিভাষণ

মক্কার অধিবাসীগণ ভয়ে, অভিমানে ও অনুতাপে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহাদের ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য চরমে পৌঁছিয়াছিল। তাহারা দলে দলে কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) কি করেন বা কি বলেন তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল চিত্তে কা'বা গৃহের দিকে তাকাইয়া আছে। এমন সময় সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া মহানবী (স) দরজার উভয় পার্শ্বের চৌকাঠে হাত রাখিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْجَزَ وَعْدَهُ .

"আল্লাহ্‌র শোকর যিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন" (মোস্তফা চরিত, পৃ. ৭৮৯)।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

"এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি অদ্বিতীয়,তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি তাঁহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দাসকে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন এবং একা সমস্ত দলকে পরাস্ত করিয়াছেন" (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভিভাষণের প্রারম্ভে তাওহীদের কালেমাটি উত্তমরূপে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তৎপর তিনি জানাইয়া দিলেন ঃ মানুষের কোন ক্ষমতা নাই এই দুর্ধর্ষ শত্রুদিগকে পরাস্ত করা এবং তাহাদিগকে কা'বা প্রাঙ্গণে আমার সন্মুখে সমবেত করা। ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। ইহাতে আমার কিংবা অন্য কোন মানুষের কোন কৃতিত্ব নাই। তৎপর তিনি বলিলেন ঃ

اَلاَ كُلُّ مَّأْثَرَةٍ اَوْ دَمٍ اَوْمَالٍ يُدْعٰى فَهُوَتَحْتَ قَدَمِيْ هَاتَيْنِ اِلاَّ سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ .

"অন্ধকার যুগের রক্তপণ কিংবা অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিশোধ গ্রহণ জনিত যাবতীয় আত্মগর্ব আমার এই পদযুগলে দলিত মথিত ও চিরতরে রহিত হইয়া গেল। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফের সেবা এবং হজ্জযাত্রীদের পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা বাতিল করা হইল না" (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৫)।

অন্ধকার যুগে নিয়ম ছিল যে, একটি প্রাণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং একটি শোণিতপণের অর্থের নিমিত্ত তাহারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের সহিত যুগ যুগ ধরিয়া এবং পুরুষানুক্রমে যুদ্ধে নরহত্যা ও লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত থাকিত। ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য একটি গোত্রের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। পক্ষান্তরে সেই গোত্রের কবি ও লেখকগণ সেই সকল অত্যাচারের কথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে সূদে আসলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত। মোটকথা, প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল আরবদের জন্য আত্মগর্বের প্রধান উপকরণ। আর আত্মগর্বই ছিল সমস্ত অশান্তির মূল কারণ। এই সমস্ত অশান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশ্যেই মহানবী (স)-এর আবির্ভাব ও ইসলামের প্রবর্তন। তাই তিনি সর্বপ্রথম এই নিকৃষ্টতম কুপ্রথার মূলোৎপাটন করিলেন। সেদিন হইতেই সাব্যস্ত হইল যে, হত্যা করা বংশগত অপরাধ নহে, বরং ব্যক্তিগত অপরাধ। ইসলামী বিধানে এই অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত করা হইয়াছে। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড (قِصَاصٌ) হয়, আর ভুলক্রমে হইয়া পড়িলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক শত উট অথবা উহার বাজার মূল্য দিতে হয়। ইহাও তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظِيْمِهَا بِالْاٰبَاءِ .

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মূর্খতা যুগের অহমিকা ও কৌলিন্যের গর্ব আল্লাহ তোমাদিগের হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন"।

اَلنَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ. (بخارى)

"মানবজাতি আদম হইতে ও আদম মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট। (মনে রাখিও) বাস্তবিকই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) মদের ক্রয়-বিক্রয় হারাম করিয়াছেন" (হাদাইকুল আন্ওয়ার, ২খ., পৃ. ৬৭৪; বুখারী, ২খ.)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)।

তদানীন্তন দুনিয়ার বংশগতভাবে গোত্রের স্বাতন্ত্র্যের উপর ভিত্তি করিয়া জাতি বিভাগ এবং কৌলিণ্য ও অকৌলিণ্যের মান নির্ধারিত হইত। শুধু হিন্দু সমাজে নহে, বরং পৃথিবীর সর্বত্রই আভিজাত্যের এই তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। হাজার গুণ গরিমা থাকিলেও নীচু বংশজাত লোককে সমাজে কোন প্রকার মর্যাদা দেওয়া হইত না। পক্ষান্তরে চরিত্রহীন কুলাঙ্গার হইলেও উচ্চ বংশজাত লোক সমাজে পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকিত। শ্রেণী বিভাগের ফলে এবং অভিজাত তন্ত্রের প্রচণ্ড চাপে দুনিয়াময় কোটি কোটি নরনারী নিষ্পেষিত হইতেছিল। নীচু বংশজাত লোকদের প্রতি অবাধ অত্যাচার ও অবিচার চলিতে থাকিত। তাহাদের করুণ আর্তনাদে পাষাণ হৃদয় ফাটিয়া যাইত; কিন্তু অভিজাত লোকদের মনে বিন্দুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইত না (যাদুল মা'আদ-কায়্যিম, পৃ. ১৬১; সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৯০)।

সকল মানুষই আদম (আ) হইতে পয়দা হইয়াছে। সুতরাং আদমের সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা এবং তাহারা সকলেই সমান। তাহার পর ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আদম মাটি হইতে সৃষ্ট। সুতরাং মানুষকেও মাটির মত সর্বসহনীয় ও অহংকারশূন্য হওয়া চাই। বলা বাহুল্য জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠাই মুস্তফা চরিতের অন্যতম প্রধান অবদান।

এই অভিভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) শরী'আতের বহু বিধান বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

১। একই ধর্মাবলম্বী না হইলে উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি পাইবে না।

২। ফুফু- ভাইজি এবং খালা-বোনঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষেধ।

৩। বাদী সাক্ষী পেশ করিবে, অন্যথায় শপথ করিয়া বিবাদী বাদীর দাবি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

৪। ঘনিষ্ঠ মাহ্‌রাম আত্মীয় সঙ্গে না থাকিলে নারীর জন্য তিন দিনের পথ (৪৮ মাইল) দূরে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ।

৫। ফজরের নামাযের সময় হইলে এবং আসরের নামায পড়িবার পরে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৬। উভয় ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ (শায়খ মুহাম্মাদ খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ১৯২)।

৭। সকল প্রকার মদ ও মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় মুসলমান অমুসলমান সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পূর্বেই হারাম হইয়াছিল। উহার ক্রয়-বিক্রয়ও বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই নিষেধটি এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং আরবের অমুসলমানগণ এ যাবত এইসব কর্মকাণ্ডে পূর্ববৎ লিপ্ত ছিল। আজ ইসলামের পূর্ণ সাফল্যের দিনে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, অতঃপর মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্গত একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে (আন-নাবাবী, শারহু সহীহ্ মুসলিম, ১খ., ১৯২)।

অভিভাষণ শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দেখিলেন, যে পাষাণ হৃদয় কুরায়শ তাঁহার প্রতি ও নিরাপরাধ নিঃসহায় মুসলিম নর-নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, যাহারা সমগ্র আরব শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অন্যায় যুদ্ধে নরশোণিতে পৃথিবীবক্ষ কলঙ্কিত করিয়াছে, যাহারা ইসলামের মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, যাহারা সন্ধির শর্ত পদদলিত করিয়া কা'বা প্রাঙ্গণেও রুধির ধারা প্রবাহিত করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই, আজ সেই ভীষণ শত্রুকুল মহানবীর দয়া ও করুণার ভিখারী। দীর্ঘ একুশ বৎসরের সমস্ত অপরাধ আজ তাহাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। এই মহাবিজয়ের দিনে মহানবী (স) অতীতের জ্বালা-যন্ত্রণা, অত্যাচার উৎপীড়ন বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব দয়া প্রদর্শন করিলেন। রহমতে আলম (স) মক্কাবাসী কুরায়শদিগের সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ কুরায়শগণ! বল, আজ তোমরা কী ভাবিতেছ? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি। দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছি, আজ তুমি তাহার কি প্রতিফল দিবে তাহাই ভাবিতেছি (গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, পৃ. ৩২৬)। পাপিষ্ঠ কুরায়শ দলপতিদের অন্তরাত্মা পাপ-পঙ্কিলতায় সমাচ্ছন্ন ছিল সত্য, কিন্তু তাহারা লোকের মেযাজ বুঝিতে পারিত এবং সময়োপযোগী কথা বলিবার নিয়ম-পদ্ধতি বেশ জানিত। আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব বলিয়া মনে কর? রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া উঠিল ঃ

خَيْرًا اَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ وقد قدرت وان كنا لخاطئين .

"আমরা আপনার নিকট মঙ্গলের প্রত্যাশা করি। কারণ আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা এবং সম্ভ্রান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র। আজ আপনি সমুচিত শাস্তি প্রদানে সমর্থ। যদিও আমরা অপরাধী, তবুও আপনার নিকট আমরা সদ্ব্যবহার পাইতে আশা রাখি" (Muhammad Husayn Haykal, Life of Muhammad, উর্দূ অনু. Hayat -e-Muhammad, p. 407)।

রাহমাতুললিল আলামীন (স)-এর তরফ হইতে করুণা বিজড়িত কণ্ঠে ইরশাদ হইল ঃ পুরাকালে হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার ভ্রাতাগণকে যাহা বলিয়াছিলেন আমিও তোমাদিগকে উহার পুনরুক্তি করিব ঃ

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ .

"আজ তোমাদের প্রতি কোনই অভিযোগ নাই। যাও, তোমাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলাম, তোমরা স্বাধীন"।

এত বড় করুণা, এত বড় মহিমা কে কোথায় দেখাইয়াছে ? এত বড় ক্ষমা কে কোথায় করিয়াছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা নাই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার কোন মতলব নাই। হাতে পাইয়াও যিনি দুশমনকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পারেন তিনি কত মহৎ। কুরায়শগণের মুখে কোন কথা সরিল না। তাহারা জাগ্রত না স্বাচ্ছন্ন বুঝিতে পারিল না। কোন এক অলৌকিক যাদুমন্ত্রে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। অশ্রুসজল নয়নে তাহারা হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

কত সুন্দর কত অদ্ভূত এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস বিভীষিকা নাই; প্রেম দিয়া, পুণ্য দিয়া, ক্ষমা দিয়া, মহত্ত্ব দিয়া এই বিজয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু চমকপ্রদ বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। বহু বীর সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এত বড় রক্তপাতহীন মহাবিজয় কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি ? এই বিজয় নূতন যুগের দ্বারোদঘাটন করিয়াছে; ইহার মধ্য দিয়া জগতে নব জাতি, নব রাষ্ট্র ও নব সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ কুসংস্কারের চাপে পড়িয়া ধরণী এতদিন আড়ষ্ট হইয়াছিল। পাক-পঙ্কে ইহার প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিকৃত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মনুষ্য বসতি একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ধরণী আবার নববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহাসাগরের ঢেউ আসিয়া ইহার সকল অঞ্চল ভাসাইয়া লইয়া গেল, মহাসূর্যের জ্যোতি আসিয়া ইহাকে আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মানুষ আবার নূতন জীবন লাভ করিল। কণ্ঠে জুটিল নূতন ভাষা। বক্ষে জাগিল নূতন আশা। চক্ষে লাগিল অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন! জগতের ইতিহাসে তাইতো ইহা এক মহা স্মরণীয় দিন। মক্কা বিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দেশ বিজয় নয়, ইহা একটা আদর্শের বিজয় (হায়কাল, পৃ. ৪১০)।

মক্কা বিজয় লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিকবর গিবন অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, "প্রাচীন ইতিহাসে এই রক্তপাতহীন মক্কা বিজয় তুলনাহীন"। ইসলাম বিদ্বেষী লেখক উইলিয়াম ম্যুরও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

"The magnanimity with which Muhammad treated a people which had so long hated and rejected him is worthy of admiration." (The Life of Muhammad, P. 411)। "যে মক্কাবাসীরা এতদিন যাবত মুহাম্মাদ (স)-কে ঘৃণাভরে বর্জন করিয়া আসিতেছিল তাহাদের প্রতি তাঁহার এই উদার ও মহানুভব আচরণ সত্যিই প্রশংসনীয়"। মহামানবের মহান করুণা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতাভিভূত বহু কুরায়শ নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরণতলে সমবেত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিল ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

এই সময় যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হযরত আবূ সুফয়ানের পুত্র হযরত মু'আবিয়া (রা) এবং হযরত আবূ বাক্‌রের পিতা হযরত আবূ কুহাফা (রা) তাঁহাদের অন্যতম। হযরত আবূ কুহাফা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (স) যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন (নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১৯৩)। ইনি অতি প্রবীণ লোক ছিলেন। তাঁহার চুল-দাড়ি সব শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মেহেদী বা কোন হলদে রং দ্বারা চুল-দাড়ি রঙ্গিন করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন (আবূ দাউদ, মিশকাত)। হযরত আবূ কুহাফার পরে একটি লোক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইল। তিনি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন ঃ

هَوِّنْ عَلَيْكَ فَانِّىْ لَسْتُ بِمَلِكٍ اِنَّمَا اَنَا ابْنُ امْرَاَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأكُلُ الْقَدِيْدَ .

"প্রকৃতিস্থ হও, ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি বাদশাহ নহি। আমি এমন একজন কুরায়শী নারীর সন্তান যিনি শুকনা গোশত খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন" (সীরাতে মুসতাফা, পৃ. ৬১২)।

কা'বা গৃহের চাবি

উছমান ইব্‌ন তাল্‌হা (عثمان ابن طلحة) ছিলেন কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক। তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন কা'বা গৃহের দরজা খুলিতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (স) হিজরতের পূর্বে কোন একদিন প্রয়োজনবশত উছমানকে দরজা খুলিতে বলিলে তিনি অতি কর্কশ ভাষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, "হে উছমান! একদিন এই চাবি আমার হাতে আসিবে, তখন আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করিব"। তখন উছমান বলিয়াছিলেন, যদি তাহাই হয় তবে সেই দিনটি হইবে কুরায়শদের জন্য বড়ই অবমাননাকর ও ধ্বংসের। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন,"না, বরং সেই দিনই হইবে কুরায়শদিগের প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত মর্যাদার দিন" (যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৮)। উছমান ইব্‌ন তালহা (রা) আমৃত্যু এই চাবির হেফাজত করেন। তাঁহার কোন সন্তান না থাকায় ইনতিকালের সময় তিনি ইহা তদীয় ভ্রাতা শায়বা ইব্‌ন তালহা (রা)-কে সোপর্দ করিয়া যান। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণের কাছেই ইহা রক্ষিত আছে। কা'বার কুঞ্জি রক্ষক এই খান্দান তাঁহাদের পূর্বপুরুষ শায়বা ইব্‌ন তালাহা (রা)-র নামে শায়বী খান্দান হিসাবে পরিচিত।

মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কা'বা গৃহের চাবি রক্ষার দায়িত্ব আমাকে দান করুন। হযরত আব্বাস (রা) আরও কয়েকজন বানূ হাশিমকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইয়া একই প্রার্থনা জানাইলেন। হাজ্জীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব পূর্ব হইতেই হযরত আব্বাসের উপর অর্পিত ছিল। এখন চাবি রক্ষার অধিকারী হইতে পারিলে উভয় ক্ষমতাই বানূ হাশিমের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যেই বানূ হাশিম সমবেতভাবে ইহার চেষ্টা করিতেছিলেন (তাফরীহুল আযকিয়া, ২খ., পৃ. ২৭৪)।

বহুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) উছমান ইব্ন তালহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলেন নাই। তাই তিনি স্বগোত্রের লোকদিগকে চাবি দিলেন না। উছমান ইব্ন তালহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে চাবি দিয়া বলিলেন, লও, এই চাবি; তোমাদিগকে দান করিলাম। কা'বা গৃহের চাবি চিরদিন তোমাদের হাতেই থাকিবে। তোমাদের নিকট হইতে এই ক্ষমতা যে ছিনাইয়া লইবে সে যালিম। উছমান চাবি লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পূর্বের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন উছমান বলিলেন, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রাসূল (স)! এই বলিয়া তিনি মুসলমান হইলেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৩৭)।

কা'বাগৃহে আযান

অতঃপর যুহরের নামাযের সময় উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলিলেন। হযরত বিলাল (রা) উচ্ছসিত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া আযান দিলেন। তখন কুরায়শ সরদার আত্তাব, হারিছ ও আবূ সুফ্য়ান সভা হইতে কিছু দূরে উপবিষ্ট ছিলেন (হায়কাল, পৃ. ৪১০)। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এখনও তাহাদের অন্তরে অহঙ্কার,পরাজয়ের গ্লানি বিদ্যমান ছিল। আত্তাব বলিলেন, আমার পিতার অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন, তাই এই আযান ধ্বনি শুনিবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সসম্মানে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। হারিছ বলিলেন, যদি ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতাম তবে ইহা শিরোধার্য করিয়া লইতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না। আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, "আমি কিছুই বলিব না। যদি কিছু বলি তবে আমাদের নিকটস্থ কাঁকরসমূহ যাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহা জানাইয়া দিবে" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৪১৬; যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৯)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, তোমরা কে কি বলিয়াছ তাহা সবই আমি জানিতে পারিয়াছি। তৎপর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের উক্তিসমূহ হুবহু শুনাইয়া দিলেন। আত্তাব ও হারিছ তৎক্ষণাৎ কলেমা পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। তাহারা বলিলেন, আমাদের কথাগুলি কেহই শুনিতে পায় নাই। আল্লাহ তা'আলাই এই সংবাদ আপনাকে জানাইয়া দিয়াছেন। আপনি যে আল্লাহ্র নবী ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই

(তাফরীহুল আযাকিয়া, ২খ., পৃ. ২৭৪)। তৎপর রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে হাবীবা (রা)-র গৃহে যাইয়া গোসল করিলেন এবং আট রাক্'আত নামায পড়িলেন। কেহ মনে করেন, বিজয় লাভের শুকরিয়া স্বরূপ তিনি এই নামায পড়িয়াছেন। আবার কেহ মনে করেন, তিনি সালাতুদ দুহা (চাশতের নামায) পড়িয়াছেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৬২-২৬৩; সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৪১৬; যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকারের জন্য জনগণ আস-সাফা পাহাড়ে একত্র হইল। তাহাদের জন্য তিনি আস-সাফায় আসন গ্রহণ করেন। উহার নিচে বসিয়া উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আনুগত্য স্বীকার করিতে আসা মানুষের উপর শর্ত আরোপ করিতেছিলেন এবং তাহারা সাধ্যমত আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে মান্য করিবে ও তাহাদের কথা শুনিবে— এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিতেছিলেন (ইব্ন ইসহাক, শহীদ আখন্দ অনূদিত সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩খ., পৃ. ৫০৩)। এইভাবে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়াসী পুরুষগণের বায়'আতের পালা শেষ হইল। ইহার পর মহিলাগণও দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মহিলাদের নিকট হইতে ইসলামের বিধানাবলী মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন। তৎপর তিনি পানিতে পরিপূর্ণ একটি পেয়ালার মধ্য হাত ডুবাইতেন। তাঁহার মুবারক হাত পানি হইতে বাহির করিবার পর উক্ত পেয়ালাতে মহিলাগণ হাত ডুবাইয়া বায়আতের প্রতিজ্ঞাসমূহ সুদৃঢ় করিতেন (ইব্ন জারীর তাবারী, ২খ., পৃ. ১৬৪৪; মাওলানা শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৫২১; সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ২৯৬)। রাসূলুল্লাহ (স) বায়আত গ্রহণকালে কোন নারীর হাত স্পর্শ করেন নাই।

মহানবী (স)-এর পূর্বোক্ত অভয় ঘোষণার পরও যাহারা খালিদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া দুইজন সাহাবীকে শহীদ করিয়াছিল সেই বিদ্রোহিগণও তাঁহার করুণালাভে বঞ্চিত হইল না। একদল লোক মহানবী (স)-কে অতর্কিতভাবে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহাদের নিয়োজিত এক লোক এই পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সাহাবাগণ উহাকে ধরিয়া ফেলেন। অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া এই ব্যক্তিকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। রহমাতুল্লিল আলামীনের অপার করুণার ফলে এই আততায়ীদেরও মুক্তি দেওয়া হইল (গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, পৃ. ৮০)।

মক্কা বিজয়ের পরের দিন। আজ আর কাল কত পার্থক্য। কাল যেখানে প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমার পূজা হইয়াছে, আজ সেখানে তৌহীদের কর্মঝংকার বাজিতেছে। কাল যাহারা দেবতাকে আপন জানিয়া মানুষকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, আজ তাহারাই দেবতাদিগকে নির্বাসিত করিয়া মানুষকে বুকে টানিয়া লইতেছে। কাল ছিল যে পরম শত্রু, আজ সে হইয়াছে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে মহানবী (স) নিবিষ্ট মনে তাওয়াফ করিতেছেন, এমন সময় ফুদালা ইব্ন উমায়র নামের জনৈক মক্কাবাসী অতি সন্তর্পণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফুদালা নিজে বলিতেছেন ঃ তাঁহাকে অতর্কিতভাবে হত্যা করিবার মানসে আমি খুব সন্তর্পণে তাঁহার পানে অগ্রসর হইতেছিলাম, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। মহানবী (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, ফুদালা নাকি? আমি বলিলাম, হাঁ, আমি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মতলব? আমি বলিলাম, কিছু না, আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতেছি। আমার এই দুর্দশা দেখিয়া মহানবী (স) আর হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মধুর হাস্য সহকারে বলিলেন, ভালো কথা, ফুদালা! আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। এই সময় ফুদালার মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি যুগপৎ ভয়ে, লজ্জায় ও অনুতাপে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মহানবী (স) তখন নিজের দক্ষিণ হস্ত তাহার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন। ফুদালা বলেন, তখন আমার মনের সমস্ত চাঞ্চল্য ও সকল অশান্তি দূর হইয়া গেল। আমি এক অপার শান্তি ও অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিলাম।

মদ ও নারী এক শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের প্রধান উপকরণ। ফুদালাও পূর্বে ইহাতে মজিয়াছিলেন। তিনি যখন জীবন সাগরে স্নাত হইয়া পবিত্র দেহে ও হৃদয়ে বাড়ির দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন সেই সময় তাহার এক রক্ষিতা তাহাকে আহবান করিল। ফুদালা লজ্জায় ও ঘৃণায় অধঃবদন হইয়া দ্রুত সেখান হইতে পালাইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে মাথা নিচু করিয়া বলিতে লাগিলেন, একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদিগের সকলের প্রিয়তম। তাঁহাকেই প্রেম কর, শান্তিলাভ করিতে পারিবে। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করিলেন ঃ

قالت هلم الى حديث فقلت - يابى عليك الله والاسلام .

"সে বলিল, একটি কথায় দিকে আস। আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও ইসলাম আমাকে তোমা হইতে বারণ করিতেছেন" (ইব্ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ২২১; যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৪১৭)।

বদর রণাঙ্গনে হযরত আমীর হামযার হাতে নিহত প্রসিদ্ধ কুরায়শ বীর উত্বার কন্যা এবং কুরায়শ দলপতি আবূ সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দও ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইলেন। এই হিন্দই পিতার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে হযরত আমীর হামযাকে উহুদ যুদ্ধে হত্যা করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বুক বিদারণ করিয়া কলিজা ও হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া চিবাইয়াছিলেন। এই দুর্দান্ত নারীও ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া আজ বায়'আত হইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। আজও তাহার মেযাজে পরিবর্তন নাই। বায়'আত হওয়ার সময় তিনি নির্ভীকভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ কাহাকেও আল্লাহ তা'আলার অংশী বানাইবে না।

হিন্দ ঃ পুরুষদের নিকট হইতে আপনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই। মেয়েদের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিজ্ঞা লইতেছেন কেন? যাহা হউক আমি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম।

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ চুরি করিবে না।

হিন্দ ঃ আমি আমার স্বামী আবূ সুফ্য়ানের মাল হইতে কোন কোন সময় সামান্য কিছু নেই। আবূ সুফ্য়ানে সেখানে হাযির ছিলেন। তিনি বলিলেন, অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা সিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না।

হিন্দ ঃ ربيناهم صغارا قتلتهم كبارا فانت وهم اعلم .

"আমরা তো আমাদের সন্তানদিগকে শিশুকালে লালন-পালন করিয়া বড় করিয়াছি। আর আপনি বড় হওয়ার পর তাহাদিগকে (বদর যুদ্ধে) হত্যা করিয়াছেন। (এখন ভালমন্দ) আপনি জানেন আর তাহারা জানে"।

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ ওহ! তাহা হইলে তুমি কি হিন্দ বিন্‌ত উত্‌বা ?

হিন্দ ঃ আমি সে-ই।

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ ব্যভিচার করিবে না।

হিন্দ ঃ কোন স্বাধীন রমণী কি ব্যভিচার করে ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ সৎ কার্যের জন্য আমার হুকুম অমান্য করিবে না।

হিন্দ ঃ আপনার হুকুমই যদি তামিল না করিব, তাহা হইলে আমি এতক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিতাম না (ইব্‌ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৫০২-৫০৪)।

প্রসিদ্ধ কুরায়শ দলপতিদের অন্যতম সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা প্রাণভয়ে জিদ্দা অভিমুখে পলায়ন করে। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব কুরায়শী এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইলে সাফওয়ানকে ফেরত আনিবার জন্য তিনি উমায়রকে পাঠাইয়া দেন। সাফ্‌ওয়ানকে নিরাপত্তা প্রদানের নিদর্শন স্বরূপ তিনি উমায়রের হাতে নিজ মাথার পাগড়ী দিয়া দেন। উমায়র জিদ্দা হইতে তাহাকে ফেরত আনেন। সাফ্‌ওয়ান মনস্থির করিবার জন্য দুই মাসের সময় চাহিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে চার মাস সময় দিলেন (ইব্‌ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৫০৭)। হুনায়নের যুদ্ধের পরে সাফ্‌ওয়ান মুসলমান হন (সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৫২২; ইব্‌ন জারীর তাবারী, পৃ. ১৬৪৫; সীরাত ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৪১৮)। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যিবা'রা নামক জনৈক কুরায়শী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিন্দাবাদে কবিতা রচনা করিত। সে নাজরানাভিমুখে পলায়ন করে। কবি হাসসান তাহার উদ্দেশ্যে একটি চরণ রচনা করেন (বঙ্গানুবাদ) ঃ

"যে মানুষের প্রতি ঘৃণা চরম দুর্দশায় তোমাকে নাজরানে থাকিতে বাধ্য করিতেছে, তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিও না" (ইব্‌ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৫০৭)।

ইব্‌ন যিবা'রার কাছে এই কবিতা পৌঁছিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে চলিয়া আসেন এবং ইসলাম কবুল করেন (সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৫২২; সীরাত ইব্‌ন হিশাম , পৃ. ৪১৯)। ইহার পর যিবা'রা বলেন ঃ
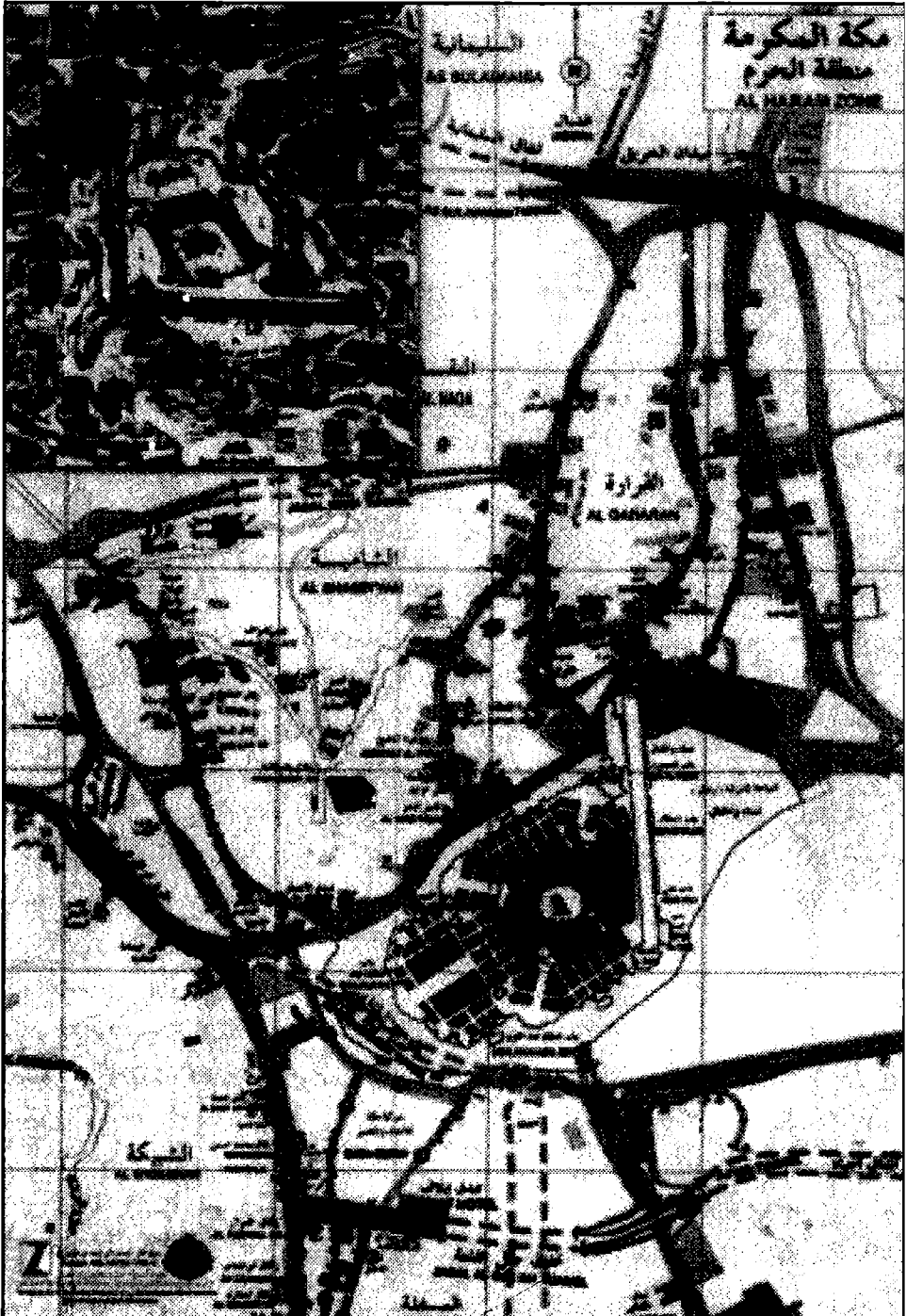
মক্কা মুকাররামার মানচিত্র ঃ ইহাতে মক্কার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানসমূহকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! পতিত পাপী হিসেবে শয়তানের পথে উৎসন্নে যেয়ে
যত অপরাধ করেছি সবের প্রায়শ্চিত্ত করবে আমার জিহবা।
(তার পথে যে চলে তারই পতন হয়)।
আমার অস্থি আমার মজ্জা বিশ্বাস করে প্রভুতে।
আমার হৃদয় সাক্ষ্য দেয়, তুমিই সেই সতর্ককারী।
আজ আমার হৃদয় বিশ্বাস করে নবী মুহাম্মাদে (স)।
যে তা করে না সে পরাজিত।
শত্রুতা চলে গেছে— তার বন্ধন শেষ,
আত্মীয়তা আর মুক্তি আমাদের একসঙ্গে ডাক দিয়েছে।
আমার যত ভুল সব তুমি ক্ষমা কর
আমার মাতা-পিতা তোমার যামানতে,
কারণ তুমি দয়ালু নিজে করুণা পেয়েছ।
তোমার উপর খোদায়ী জ্ঞানের চিহ্ন আছে
উজ্জ্বলতম আলোক আর সীলমোহর অংকিত হয়ে আছে।
তাঁর প্রেমের পর তিনি তোমাকে অনুগ্রহ
করার প্রমাণ দিয়েছেন
এবং আল্লাহর প্রমাণ মহান।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার ধর্ম সত্য,
মানুষের মধ্যে তুমি মহান।
এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন আহমাদ নির্বাচিত পুরুষ
সদাশয় সজ্জন পুণ্যবানের ধ্রুব তারা,
তিনি এক যুবরাজ। হাশিম থেকে যার উচ্চ বংশ শুরু
আগাগোড়া পাকাপোক্ত" (ইব্ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৫০৮-৫০৯)।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) গুরুতর অপরাধী চারিজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই অভয় দান করিয়াছিলেন (আবূ দাঊদ, ২১২; নাসাঈ, পৃ. ৬২৯)। অভিযুক্তদের নাম ঃ (১) ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহল, (২) আবদুল্লাহ ইব্ন খাতাল, (৩) মিক্‌য়াস ইব্ন সাবাবা ও (৪) আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ এবং (৫-৬) মিকয়াসের গায়িকাদ্বয়।

আবূ জাহলের পুত্র 'ইকরিমা ইয়ামান পলায়ন করে। তাহার স্ত্রী উম্মে হাকীমের প্রার্থনাক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তৎপর উম্মে হাকীম ইয়ামান হইতে তাহাকে মক্কায় লইয়া আসেন। মক্কায় আসিয়া ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করেন (মাওলানা শিবলী নু'মানী, ২খ., পৃ. ৫২২; ইব্ন জারীর তাবারী, পৃ. ১৬৪৬; সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৪১৮)।

ইকরিমার পিতা আবূ জাহল আজীবন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যেরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছে জগতের ইতিহাসে উহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। একদিন ইকরিমা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া এই অভিযোগ করিলেন, "মুসলমাণগণ আমার পিতার প্রতি কটূক্তি করিয়া থাকেন"। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত অন্তরে সকলকে বলিলেন, "মৃত ব্যক্তিকে গালি দিয়া জীবিতকে কষ্ট দিও না। মৃতগণ তাহাদের কর্মফল ভোগ করিতেছে। অতএব তাহাদিগকে গালি দেওয়া উচিৎ নহে। মৃত ব্যক্তিগণের জীবনের মন্দ দিক ত্যাগ করিয়া কেবল তাহার উত্তম দিক আলোচনা করা উচিৎ"। ইসলামের কি মহান আদর্শ! নবীর কি উদার বাণী!

আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিছু দিন পরে সে ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফিরদের সহিত মিলিত হয় এবং ইসলামের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া লোকদিগকে ইসলাম হইতে বিরত রাখার জন্য অপপ্রচার করিতে থাকে। মক্কা বিজয়ের পর সে হযরত উছমান (রা)-এর শরণাপন্ন হয়। উছমান (রা) তাহার দুধ ভাই ছিলেন। এই সম্বন্ধের কারণে তিনি তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন। তৎপর তিনি তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) -এর খিদমতে হাযির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বেশ কিছু সময় পর্যন্ত কোন উত্তর না দিয়া নীরব থাকেন। তৎপর তাহাকে ক্ষমা করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ তাহাকে হত্যা করিবার জন্যই আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে বিলম্ব করিয়াছিলাম"। সাহাবীগণ বলিলেন, তবে আপনি আমাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন না কেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, নবী-রাসূলগণ হত্যা করিবার জন্য গোপন ইঙ্গিত করেন না (শায়খ মুহাম্মদ খিদরী বেক, পৃ. ১৯৩)।

হাব্বার ইবনুল আস্ওয়াদ অনেক দিন যাবত পালাইয়া থাকে। সে হিজরত করিবার সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর গর্ভবতী কন্যা হযরত যয়নব (রা)-কে ভীষণ আঘাত করে। সেই আঘাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায়। হাব্বার অনন্যোপায় হইয়া হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, আমি অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি যারপর নাই অনুতপ্ত। এখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। এই বলিয়া সে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৪১৯)।

হযরত হামযা (রা)-এর হন্তা ওয়াহ্শীও রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া কলেমা তায়্যিবা পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ক্ষমা চাহিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে এই বলিয়া ক্ষমা করিয়া দিলেন, তুমি কখনও আমার সম্মুখে আসিও না। কিরূপে যে হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করিবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এবং কি করিলে যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলুল্লাহ (স) সন্তুষ্ট হইবেন ওয়াহশী তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাই তিনি যে বর্শার

সাহায্যে হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করিয়াছিলেন, হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফত কালে সেই বর্শার সাহায্যেই নবুওয়াতের দাবিদার মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে হত্যা করেন। মিথ্যাবাদীর বুকে বর্শা বিদ্ধ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেনঃ تلك بتلك অর্থাৎ হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুসায়লামা মিথ্যাবাদীকে হত্যা করিলাম (মাজদুদ্দীন, পৃ. ৬১৫)।

মুযায়না সম্প্রদায়ভুক্ত কা'ব ইব্ন যুহায়র কবি প্রতিভা ও বাকপটুতায় আরবে প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি কুৎসাপূর্ণ কবিতা রচনা ও প্রচার করিয়া জনসাধারণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেন। মক্কা বিজিত হওয়ায় তিনি হতাশ অন্তরে অন্যত্র পলায়ন করেন। তাহার সহোদর ভ্রাতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কা'ব অনেক চিন্তা করিয়া ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সমীচীন মনে করিলেন এবং মদীনার মসজিদে নবী করীম (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কা'ব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইলে আপনি কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর করিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই ক্ষমা করিব। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কা'ব বলিলেন, আমি যুহায়রের পুত্র কা'ব। তৎপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কা'ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। কবিতা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। এমনকি তিনি আনন্দিত হইয়া কা'বকে তাঁহার গায়ের চাদরখানা দান করিলেন। এই কবিতাই بانت سعاد (বানাত সু'আদ) নামে প্রসিদ্ধ (সীরাত ইব্ন হিশাম, পৃ. ৫০১-৫১৫; যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৭০)।

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ اَوْ فِيْ خُلُقٍ + وَلَمْ يُدَاكَرِةُ فِيْ عِلْمٍ وَّلَا كَرَمٍ .

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِيْ نَبِيِّهِمْ + وَاحْكُمْ بِمَاشِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَلِمْ .

"চরিত্র মাধুর্যে আর সুন্দর গঠনে
নবীকুল শ্রেষ্ঠ তিনি, মহত্ত্বে ও জ্ঞানে।
ঈসার বিষয় যাহা খৃস্টান প্রচারে,
কদাচ না পার তুমি ইহা বলিবারে;
তাঁহার গুণগানে আর যাহা ইচ্ছা কহ।
সেই প্রেম সুধাপানে সদা মত্ত রহ"।

কয়েকজন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড

ঐতিহাসিকদের মতে মক্কাতে এমন কয়েকজন অপরাধী ছিল যাহাদিগকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা সম্ভবপর ছিল না। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। ১. মিক্য়াস ইব্ন সাবাবা, ২. হুয়ায়রিছ ইব্ন নাকীদ, ৩. আবদুল্লাহ ইব্ন খাতাল এবং ৪. কুরায়বা নামক তাহার একটি দাসী ছিল ইহাদের মধ্যে প্রধানতম।

ইব্‌ন খাতাল বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাপূর্বক নরহত্যা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিল এবং সেজন্য মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল (বিশ্বনবী, পৃ. ৮০৪)। ইব্‌ন খাতাল অনেক দিন পূর্বে মদীনায় যাইয়া ইসলাম গ্রহণ করে। পূর্বে তাহার নাম ছিল আবদুল উয্‌যা। মুসলমান হওয়ার পর তাহার নাম রাখা হয় 'আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ যাকাত আদায় করিবার জন্য তাহাকে দায়িত্ব দিয়া পাঠান। মুহাদ্দিছগণ ইব্‌ন খাতালের অপরাধের কথা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (তাবারী, ৩খ., পৃ. ১১৯)।

এই সকল বর্ণনার সারমর্ম এই যে, ইব্‌ন খাতাল মুসলমান হইয়া মদীনায় অবস্থান করিতেছিল। এই সময় মহানবী (স) আরও দুইজন মুসলমানের সঙ্গে তাহাকে যাকাত আদায় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। এই দুইজনের মধ্যে একজন মুযায়না বংশের আর একজন আনসারী। এই আনসারীকেই মহানবী (স) এই ক্ষুদ্র দলের আমীর নিয়োগ করেন। আনসারীর নিকট (সরকারী তহবিলের) টাকাকড়ি মওজুদ ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া ইব্‌ন খাতাল মহানবী (স)-এর নিয়োজিত আমীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার তহবিলের সমস্ত টাকাকড়ি অপহরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে মক্কায় পালাইয়া যায়। অপর লোকটি পালাইয়া মদীনায় উপস্থিত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতা, ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যা, রাজদ্রোহ ও সরকারী তহবিল তসরুপের অপরাধে সেই সময় তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত ইব্‌ন খাতাল পালাইবার সুযোগ না পাইয়া কা'বাগৃহে প্রবেশ করিয়া বায়তুল্লাহর পর্দা জড়াইয়া রহিল। সে মনে করিল, কাবা গৃহের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে এখানে তাহাকে কেহ হত্যা করিবে না। কিন্তু ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের বিলোপ সাধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সেই দিনের জন্য কা'বাগৃহ প্রাঙ্গণে অপরাধীকে হত্যা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফেই তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। তাঁহার নির্দেশ পাইয়া হযরত সাঈদ এবং আবূ বারযা সেই স্থানেই তাহাকে হত্যা করেন (মাওলানা আশিক ইলাহী মীরাঠী, ইসলাম, পৃ. ৩২৬; শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী, পৃ. ৫২৩)।

মিক্‌য়াসের প্রাণদণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, সেও ছিল একজন খুনী আসামী এবং মহানবী (স) মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মিক্‌য়াসও কিছুদিন পূর্বে তাহার ভ্রাতা হিশামসহ মুসলমান হইয়া হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করে। ঘটনাক্রমে একজন আন্‌সারী তাহার ভ্রাতা হিশামকে শত্রুদলের লোক মনে করিয়া হত্যা করে। ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হইয়াছে প্রমাণিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) শরীআত অনুযায়ী মিক্‌য়াসকে হত্যাকারীর নিকট হইতে রক্তপণ বাবদ এক শত উট আদায় করিয়া দেন। পাপিষ্ঠ মিক্‌য়াস উটগুলি উসুল করিবার পর সুযোগমত এক সময় উক্ত আনসারীকে হত্যা করিয়া মক্কায় পলায়ন করে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) এই খুনীকেও হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। হযরত নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশে সেখানেই তাহাকে

হত্যা করেন (মাওলানা আশিক ইলাহী, পৃ. ৩২৬; মাওলানা শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী, পৃ. ৫২৩; সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৪)।

হুয়ায়রিছ অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-কে নানা প্রকারে কষ্ট দেওয়াই ছিল তাহার স্বভাব। সে অতি কুৎসিৎ ভাষায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালাগালি করিত এবং কুৎসাগাথা রচনা করিয়া সভা-সমিতিতে আবৃত্তি করিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সে জনৈকা মুহাজির মহিলাকে হিজরত করিবার সময় আক্রমণ করিয়া উটের উপর হইতে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। ইহাতে উক্ত মহিলা আহত হন। মদীনায় পৌঁছিবার কিছু দিন পর সেই আঘাতের কারণেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মক্কা বিজয়ের পর তাহাকে হত্যা করিবার জন্য হযরত আলী (রা) অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার বাড়ি গিয়া তাহাকে ডাকিলেন। উত্তর আসিল, সে বাড়িতে নাই, মাঠে গিয়াছে। আলী (রা) ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, সে অপর পথে স্বগৃহ হইতে বাহির হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। আলীকে দেখামাত্র আক্রমণ করিয়া বসিল। আলী (রা) এক আঘাতেই তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিলেন (মাওলানা আশিক ইলাহী, পৃ. ৩২৭)।

কুরায়বা ছিল ইব্‌ন খাতালের দাসী। তাহার সুর ছিল অতি মধুর। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুৎসাগাথা গাহিয়া নৃত্য করিত এবং লোকদিগকে হাসাইত। কাফিরগণ তাহার বিদ্রূপব্যঞ্জক গান শুনিয়া খুব আনন্দিত হইত। এই পাপিষ্ঠাকেও মক্কা বিজয়ের দিন হত্যা করা হয় (মাওলানা আবদুর রঊফ দানাপুরী, পৃ. ২৬৬; মাওলানা আশিক ইলাহী, পৃ. ৩২৭)। নিহত গায়িকার নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলিয়াছেন কারিবা, কেহ বলিয়াছেন ফতনী, আবার কেহ কেহ আর্নাব ও উম্মে সা'দ বলিয়াছেন। হাফেজ ইব্‌ন হাজার বলিয়াছেন, এইগুলি একই ব্যক্তির নাম (মাওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ৮০৮)।

মূর্তি ধ্বংসসাধন

আল্লাহ্‌র বিধানকে স্বচ্ছ এবং তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মক্কা বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন সে যেন নিজগৃহের মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৪১৭)। মক্কাবাসীগণ এত বড় পরাজয়ের সময়ও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অক্ষম হওয়ায় মূর্তি বিগ্রহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এতদিন তাহারা মনে করিত যে, ইহারা প্রভু। ইহাদের প্রতি যে বিন্দুমাত্র বেআদবী করিবে তাহার সর্বনাশ হওয়া অনিবার্য। অথচ আজ তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে পাইল যে, মুসলমানগণ এই প্রভুদিগকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, অথচ তাহাদের কোনই ক্ষতি হইল না।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই ঘোষণার পর যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই নিজ নিজ গৃহের মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশক্রমে সাহাবীগণ সাধারণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ মূর্তিগুলিও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। হুবল ছিল পৌত্তলিকদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু। ইহা মানবাকৃতিতে গঠিত ছিল, ইয়াকূত আহমার নামক অতি মূল্যবান রত্ন দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহা ছিল কা'বা গৃহের ভিতরে। আদনানের প্রপৌত্র খুযায়মা ইহাকে কা'বা গৃহে স্থাপন করিয়াছিল। হুবল মূর্তির সম্মুখে সাতটি তীর রাখা ছিল। কয়েকটি তীরের উপর 'হাঁ' আর কয়েকটির উপর 'না' লিখা ছিল। 'আরবগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে এই তীরগুলি দ্বারা লটারি করিয়া শুভাশুভ নির্ধারণ করিত। উহুদ রণক্ষেত্রে আবূ সুফ্য়ান এই হুবলের জয়ধ্বনিই করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যখন কা'বাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন অন্যান্য মূর্তিদের সহিত হুবল মূর্তিকেও ধ্বংস করিয়া দিলেন (মাওলানা শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী পৃ. ৫২৭-৫২৮)।

মক্কার আশেপাশে বড় বড় আরও অনেক দেবতা-বিগ্রহ ছিল। তন্মধ্যে লাত, উয্যা, মানাত ও সুওয়া ছিল অধিক প্রসিদ্ধ। উয্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল নাখলার প্রতিমাগৃহে (হায়কাল, পৃ. ৪১৩)। আরবগণ বিশ্বাস করিত যে, গ্রীষ্মকালে আল্লাহ তা'আলা উয্যা-এর নিকট অবস্থান করেন, আর শীতকালে অবস্থান করেন লাত-এর নিকট। তাহারা উয্যার নিকট ঐ সকল অনুষ্ঠান পালন করিত যাহা কা'বাগৃহে পালন করিত (যুরকানী, পৃ. ৪০০)।

এই কৃত্রিম প্রভুদের ধ্বংস করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) ত্রিশজন অশ্বারোহীসহ হযরত খালিদকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অবিলম্বে উয্যাকে ধ্বংস করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এক রিওয়ায়াতে আছে, প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খালিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উয্যাকে ধ্বংস করিবার সময় কি দেখিলে? তিনি বলেন, আমি কিছুই দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তবে তুমি উয্যাকে ধ্বংস করিতে পার নাই। ইহা শুনিয়া খালিদ (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া পুনরায় তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণকায় উলঙ্গ একটি স্ত্রীলোক এলোকেশে উক্ত প্রতিমার ঘর হইতে বাহির হইতেছে। খালিদ (রা) তরবারির আঘাতে ঐ শয়তানীকে হত্যা করিলেন। মক্কায় ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এটাই ছিল উয্যা। এবার তুমি তাহাকে ধ্বংস করিতে পারিয়াছ (আত্-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৪৫-১৪৬; যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৬; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৬৯)।

সুওয়া ছিল হুযায়ল গোত্রের শ্রেষ্ঠ দেবতা। ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আমর ইব্নুল আস (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছিলে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া দেবালয়ের সেবায়েত বলিল, আপনি আমাদের প্রভুকে ধ্বংস করিতে পারিবেন না। আপনি নিজেই তাহার কোপে পতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবেন। আমর (রা) বলিলেন, ওরে বোকা! তুমি এখনও এই ভুল ধারাণায় আছ। ইহা একটি জড় পদার্থ মাত্র, ইহার কোন শক্তি নাই। এই বলিয়া তিনি মূর্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বলিলেন, কোথায় তোমার প্রভু

আত্মরক্ষাও করিতে সক্ষম হইল না। তখন সেবায়েত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলিয়া মুসলমান হইয়া গেল (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ১৪৬; যাদুল মা'আদ,পৃ. ১৬৭)।

'মানাত' ছিল আওস,খাযরাজ ও গাস্‌সান গোত্রসমূহের বড় দেবতা। মদীনা হইতে মক্কার দিকে সাত মাইল দূরে কাদীদ-এর নিকট মুশাল্লাল নামক স্থানে ছিল মানাতের দেবালয়। বর্ণিত গোত্রসমূহের লোকেরা এই দেবতার হজ্জ করিত। মানাতের প্রভুত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল আশহাল গোত্রের হযরত সা'দ ইব্‌ন যায়দকে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া মানাত নামক পাথরটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সা'দ (রা) তথায় পৌঁছিলে দেবালয়ের সেবায়েত তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, মানাতকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। সে বলিল, এই সম্পর্কে আমার বলিবার কিছু নাই। আপনি জানেন আর প্রভু মানাত জানেন। হযরত সা'দ মানাতকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, এলোকেশে একটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক মুখে হাত মারিতে মারিতে বাহির হইতেছে। সেবায়েত স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে প্রভু মানাত! এই ব্যক্তি তোমার অবাধ্য বান্দা। হযরত সা'দ (রা) নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া তরবারির আঘাতে স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করিলেন। অতঃপর দেবলেয়ের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত দেবতাসমূহকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৪৬-১৪৭; যাদুল মা'আদ, পৃ. ১৬৭-১৬৮)।

মক্কা বিজয়ের পর তিনি পনের দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করিলেন (নু'মানী, সীরাতুন্নবী,পৃ. ৫২৭; হায়কাল, পৃ. ৪১৩)। এই সময় তিনি সাহাবীদিগকে কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া বিশিষ্ট সাহাবীগণের নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করেন। এই সময় ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে সাড়ে তিন শত সাহাবীকে বানূ জাযীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন (সীরাত ইব্‌ন ইসহাক, ৩খ., পৃ. ৫১৫; বিস্তারিত দ্র. শিরো. সারিয়্যা খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ)।

বিচারক্ষেত্রে দৃঢ়তা

মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পর কুরায়শ গোত্রের মাখযূম বংশের এক (সম্ভ্রান্ত) মহিলা চুরি করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী বিধান অনুসারে তাহার হাত কাটিতে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ শুনিয়া উক্ত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। হাত কাটার দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করিবার জন্য তাহারা হযরত উসামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করিল। উসামা (রা) এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সুপরিশ করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, উসামা! তুমি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধান হদ্দ-এর বিরুদ্ধে সুপারিশ করিতে আসিয়াছ? উসামা (রা) ক্ষমা চাহিলেন এবং আরয করিলেন, আপনি আমার এই ত্রুটির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

অতঃপর অপরাহ্নে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মহানবী (স) একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে যথারীতি আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করিবার পর তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করিলে তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া হইত না, পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করিলে যথাবিধি তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইত। এইজন্যই উক্ত জাতিসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রাণ সেই আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি! আজ যদি মুহাম্মাদ (স)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করিত তবে নিশ্চয়ই আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিতাম। অতঃপর উক্ত মহিলার হাত কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার নাম ছিল ফাতিমা। হযরত আইশা (রা) বলেন, হাত কাটার পর ঐ মহিলার আচরণ ভাল হইয়া যায়। কোন প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে আমরা তাহার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পেশ করিতাম (সহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৫)।

এভাবে মুহাম্মাদ (স) কুরায়শদিগকে সাম্য, মৈত্রী ও একতার বাণী শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, হে কুরায়শগণ! অতীত যুগের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেল। কৌলিন্যের গর্ব ভুলিয়া যাও। সকলে এক হও। সকল মানুষই সমান— একথা বিশ্বাস কর। এইরূপে সকল গ্লানি ও সকল মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া মহানবী (স) কুরায়শ গোত্রের অন্তরে দিলেন এক নূতন প্রেরণা। সকল ভেদজ্ঞান দূর করিয়া প্রাণে প্রাণে দিলেন এক অভিনব প্রেমের বন্ধন, বক্ষে দিলেন নূতন আশা, কণ্ঠে দিলেন নূতন ভাষা, বাহুতে দিলেন নূতন বল। এক নূতন মহাজাতির বীজ আরবের মরুবক্ষে সেদিন প্রোথিত হইল।

ইব্ন শিহাব আয-যুহরী বলিয়াছেন, মক্কা অধিকার করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে পনের রাত্রি অবস্থান করেন। মক্কা অধিকৃত হয় ২০ রামাদান, ৮ হিজরী সনে (ইব্ন হিশাম, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ৫২০; Haykal, The Life of Muhammad, P. 413)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস্-সাহীহ্, ২খ., কিতাবুল জিহাদ, ৩খ., কিতাবুল মাগাযী, মাকতাবা আর-রহীমিয়া, দেওবন্দ, ১৩৮৪ হি.; (২) ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ, ৫খ., ১৩৯-২০০, কিতাবুল জিহাদ ও আস-সিয়ার, কায়রো ১৩৩২ হি.; (৩) আন্-নাসাঈ, সুনান, মাকতাবা সালাফিয়া, ১খ. ও ২খ., লাহোর ১৯৮২ খৃ.; (৪) আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী ১৯৫০ খৃ.; (৫) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজা আল-কাযবীনী, আস্-সুনান, নূর মুহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবি, করাচী ১৩৮১ হি.; (৬) আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্ন আল-আশ'আছ আস্-সিজিসতানী, সুনান আবূ দাঊদ, আল-মাতবা'আল মাজীদী, কানপুর ১৩৭৫ হি.; (৭) ইমাম আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বাল আশ-শায়বানী, আল-মুসনাদ, মাতবাআ আশ-শারকিল ইসলামিয়া, কায়রো ১৯৬৭ খৃ.। প্রবন্ধে উল্লেখিত আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্ট তাফসীর (৮) আল-বায়দাবী,আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ.; (৯)

আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯০; (১০) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহ্‌কামিল কুরআন, মিসর; (১১) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বূলাক ১৩২২-১৩৩০ হি.; (১২) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, কায়রো ১৩০২ হি.; (১৩) আয-যামাখশারী আল-কাশশাফ আন হাকাইকিত-তানযীল, বূলাক ১১৮১ হি.; (১৪) ফাখ্‌রুদ দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব (তাফসীরুল কাবীর), বূলাক ১২৭৯ হি.; (১৫) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, বায়ানুল কুরআন, লাহোর ১৩৭৪ হি.; (১৬) আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্‌-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল-মুলূক, ১খ., মিসর ১৯৬৭ খৃ.; (১৭) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো ১৯৩২ খৃ.; (১৮) আমীন সাঈদ, হুরুবুল ইসলাম; (১৯) ইব্‌ন খালদূন, তারীখ; (২০) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ফিত্‌-তারীখ, ২খ., মিসর ১৯৫৫ খৃ.; (২১) আল-ইয়া'কূবী, তারীখ, ১ খ. ও ২খ., বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; (২২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., Marsden Jones কর্তৃক প্রকাশিত, অক্সফোর্ড ১৯৬৬ খৃ.; (২৩) ইব্‌ন সা'দ, কিতাবুত তাবাকাতিল কুবরা, ১খ. হইতে ৬খ., বৈরূত ১৩৮০/১৯৬০; (২৪) শায়খ আলী ইব্‌ন বুরহানুদ দীন আল-হালাবী, সীরাতুল হালাবিয়্যা, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৪; (২৫) ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনুদ দায়বাগ আশ-শায়বানী, হাদাইকুল আনওয়ার, আল-মাকবাতুল মাক্‌কিয়্যা, ১খ. ও ২খ., মক্কা ১৯৯৩ খৃ.; (২৬) ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, মাকতাবা রহীমিয়া, ১খ. ও ২খ., দেওবন্দ ১৯৭৮; (২৭) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৩৫৫/১৯৩৬, ১খ., পৃ. ৪; (২৮) আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্‌তাফা, মাতবাআতুস সা'আদাহ, মিসর ১৯৬৬ খৃ.; (২৯) আবুল হাসান আলী নদবী, আস্‌-সীরাতুন নাবাবিয়া, দারুস শরূক, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ.; (৩০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল বাকী আয-যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যা, মাতবাআতুল আযহারিয়া, মিসর ১৩২৮ হি.; (৩১) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুনিয়্যা, ৮খ., কায়রো ১৩২৫ হি.; (৩২) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ ফী হুদা খায়রিল ইবাদ, কায়রো ১৩৩৫ হি; (৩৩) ইব্‌ন ইসহাক, শহীদ আখন্দ অনূদিত, ৩খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯২ খৃ.; (৩৪) কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হানীফ বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৪৩ খৃ.; (৩৫) মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহুস সিয়ার, কুতুবখানা রশীদিয়া, ঢাকা ১৯৯০ খৃ.; (৩৬) গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৭৮ খৃ.; (৩৭) মাওলানা আশিক ইলাহী মীরাঠী, ইসলাম, মাকতাবা দারুল কুতুব, মীরাট ১৯৫৫ খৃ.; (৩৮) মুহাম্মাদ শীছ খাত্তাব, আর-রাসূলুল কাইদ, উর্দূ অনু., রঈস আহমাদ জাফারীকৃত, করাচী ১৯৬০ খৃ.; (৩৯) মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা

চরিত, ঝিনুক পুস্তিকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫ খৃ.; (৪০) মওলবী মুহাম্মাদ আহসান, তাফরীহুল আযকিয়া ফী আহওয়ালিল আমবিয়া, ২খ., লক্ষ্মৌ ১৯২৪ খৃ.; (৪১) ড. ওসমান গণী, মহানবী, ১খ., মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা ১৯৮২ খৃ.; (৪২) মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাগীরনগরী, নবীশ্রেষ্ঠ, তৃতীয় সংস্ককরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (৪৩) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, আহদে নববী কে ময়দানে জাঙ্গ, হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৯২৯ খৃ.; (৪৪) মওলানা শিবলী নুমানী ও সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., মাতবাআ মা'আরিফ, আযমগড় ১৯৫২ খৃ.; (৪৫) মুল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাত মুস্তফা, মাকতাবা উছমানিয়া, দিল্লী ১৯৫৭ খৃ.; (৪৬) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, মাদারিজুন নুবুওয়াত, শাহদরা, আল-মাকতাবাতুশ শরকিয়্যা, ১২৮১ হি.; (৪৭) শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ নজদী, মুখতাসার সীরাতির রাসূল (স), মিসর ১৩৭৯ হি.; (৪৮) শায়খ মুহাম্মাদ খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, মাতবাআ মুসত্ফা মুহাম্মদ, মিসর ১৯২৬ খৃ.; (৪৯) শাহ আকবর নজীবআবাদী, তারীখুল ইসলাম, মাকতাবা রহমত, দেওবন্দ ১৯৬১ খৃ.; (৫০) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, মাকতাবা মাআরিফ, আযমগড় ১৯৫২ খৃ.; (৫১) ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.; (৫২) মোহাম্মদ গোলাম রসূল, ইসলামের ইতিহাস, রাজশাহী, খৃ. ১৯৭৩; (৫৩) Bodley. R.V.C., The Messenger : The Life of Mohammed, London 1946; (৫৪) Bosworth Smith, Mohammed and Mohammedanism, London 1976; (৫৫) Encyclopaedia Britannica, vol. xii, nineth edition 1916; (৫৬) Hamidullah, Dr. Muhammad, Muhammad Rasulullah, Hyderabad 1974; (৫৭) John Davenport, Apology for Muhammad and the Quran, London 1969; (৫৮) Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, Reprint, Delhi 1997; (৫৯) Margoliuth D.S., Mahamed, London 1906; (৬০) Montgomary Watt.W., Muhammad, Prophet and Statesman, London 1961; (৬১) Muir, Sir William, Life of Mahomet, vol. 1, London 1956; (৬২) Montgomery Watt. W., Muhammad at Medina, London 1968; (৬৩) P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1960; (৬৪) Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, London 1960; (৬৫) Zaki Ali, Dr., Islam in the World, Lahore 1947.

ডঃ আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন

সারিয়্যা খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)

বানূ জাযীমা অভিযান ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) ইহার বিভিন্ন অংশের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করেন। এই সময় হযরত খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে সাড়ে তিন শত সাহাবীকে জাযীমা গোত্রের এলাকায় প্রেরণ করেন। এই অভিযানকে সারিয়্যা গুমায়সাও বলা হয় (মুফতী মুহাম্মাদ শফী, সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৩)। হযরত খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশমত তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহারা আগেই ইসলাম কবুল করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সঠিকভাবে প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হয়। তাহারা সাহাবীগণকে দেখামাত্র চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, صبأنا صبأنا (আমরা ধর্মত্যাগ করিয়াছি, আমরা ধর্মত্যাগ করিয়াছি)। অথচ এই বাক্য দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু امنّا। "ঈমান আনিয়াছি" অথবা اسلمنا। "ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি" এই সমস্ত শব্দ না বলাতে হযরত খালিদ (রা) তাহাদিগকে ভুল বুঝিলেন এবং মুসলিম বলিয়া গণ্য করিলেন না, বরং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করিলেন। তিনি অবশিষ্ট লোকদিগকে গ্রেফতার করিয়া হেফাজতের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। সাহাবীগণ বন্দীদিগকে নিজ নিজ পাহারায় রাত্রি যাপন করিলেন।

ভোরে খালিদ (রা) সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিলেন, আপনারা নিজ নিজ বন্দীদিগকে হত্যা করুন। বানূ সুলায়ম গোত্রের সাহাবীগণ তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী আপন বন্দীগণকে হত্যা করিলেন। কিন্তু মুহাজির ও আনসারগণ আপন আপন বন্দীগণকে হত্যা না করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া খুবই দুঃখিত হইলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি জান, খালিদ যাহা করিয়াছে তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। হে আল্লাহ! তুমি জান, খালিদ যাহা করিয়াছে তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই" (সহীহুল বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৫০; ২খ., পৃ. ৬২২)। হযরত খালিদ (রা) ভুলবশত এই হত্যা ও গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) এইজন্য অনেক দিন পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই বিষয় লইয়া 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ও খালিদ (রা)-এর মধ্যে একবার কথা কাটাকাটি হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া খালিদ (রা)-কে বলিলেন, "তুমি চুপ থাক! যদি তুমি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান কর, তথাপি তুমি আমার কোন প্রবীণ সাহাবীর সমমর্যাদায় পৌঁছিতে পারিবে না" (তারীখ খালিদ ইব্‌নিল ওয়ালীদ, পৃ. ৭৭)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) জান-মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য বহু অর্থসহ হযরত 'আলী (রা)-কে বানূ জাযীমার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া নিহতদের রক্তপণ আদায় করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কিছু অর্থ বাঁচিয়া গিয়াছে। এমনকি তাহাদের কুকুরের মূল্যও তিনি আদায় করিয়াছিলেন। তিনি উদ্বৃত্ত অর্থও তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। বানূ জাযীমা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সদ্ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং তাঁহার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হয় (দিয়ার বাকরী, তারীখুল খামীস, ২খ., পৃ. ৭৭-৯০)।

হযরত 'আলী (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের কারণে খালিদ (রা) তাঁহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নাই— এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এইজন্য তাহাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন যাহাতে তিনি ভবিষ্যতে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক থাকেন যাহা একটি বাহিনীর অধিনায়কের জন্য জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের অনুরোধে খালিদ (রা)-কে এইবারের জন্য ক্ষমা করিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ যায়দ শিবলী, তারীখু খালিদ ইবনিল ওয়ালীদ, কায়রো ১৯৩৩ খৃ; (২) আব্বাস মাহমূদ আল-'আককাদ, 'আবকারিয়্যাতু খালিদ, তা. বি.; (৩) সাদিক ইব্রাহীম উরজূন, খালিদ ইবনিল ওয়ালীদ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (৪) জেনারেল মুহাম্মাদ আকবর খান, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ সায়ফুল্লাহ, লাহোর ১৯৬৫ খৃ.; (৫) সায়্যিদ আমীর আহমাদ, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, লাহোর ১৯৪৭ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ সা'ঈদ আল-ওয়াফা, মু'জামু সীরাতি খালিদ ইবনিল ওয়ালীদ, কায়রো তা. বি.; (৭) 'উমার রিদা কাহহালা, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, দামিশক, তা. বি.; (৮) নাযীর আহমদ সীমাব, সায়ফুল্লাহ, লাহোর ১৯৬৫ খৃ.; (১০) 'আসিম কাসিমী, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, লাহোর ১৯৫২ খৃ.; (১১) ইব্ন হাজার আল্-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী আহওয়ালিস সাহাবা, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (১২) আল্লামা আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জারীর বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, মিসর ১৯৫৯ খৃ.; (১৩) ইব্ন 'আবদিল বার্র, আল-ইসতী'আব, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (১৪) ইব্নুল 'ইমাদ, শাজারাতুয যাহাব, কায়রো ১৩৫০ হি.; (১৫) আয-যাহাবী, আল-'ইবার, কুয়েত ১৯৬০ খৃ.; (১৬) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, কায়রো ১২৮৫ হি.; (১৭) ঐ লেখক, আল-কামিল, কায়রো ১৩০১ হি.; (১৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরা., কায়রো. ১৩৭৫ হি.; (১৯) মুহাম্মদ আহমাদ পানীপতী, খালিদ আওর উনকী শাখসিয়্যাত (আরবী হইতে অনুবাদ), লাহোর তা. বি.; (২০) মেজর জেনারেল আকবর খান, খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, অনু. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯০ খৃ.; (২১) খুরশীদ আহমাদ, Khalid bin Walid, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (২২) ফাদল-ই আহমাদ, Khalid bin Walid, লাহোর ১৯৫৭ খৃ., (২৩) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld; (২৪) আত-তাবারী, সম্পা. De Goeje, ১৮৭৮ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন

সারিয়্যা 'আমর ইবনুল 'আস (রা)

(যাতুস সালাসিল)

(যাতুস সুলাসিল বা যাতুস সালাসিল স্থানটি ওয়াদিল কুরা অতিক্রম কারিয়া মদীনা হইতে দশ দিনের পথের দূরত্বে অবস্থিত। এই সারিয়্যা অষ্টম হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসে সংঘটিত হয়।

ইব্ন সা'দ উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ (স) সংবাদ পাইলেন যে, বানূ কুদা'আ গোত্রের একদল লোক মদীনা আক্রমণের জন্য সংঘবদ্ধ হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে এই যুদ্ধের সেনাপতি মনোনীত করেন এবং তাঁহাকে একটি শ্বেত বর্ণের পতাকা এবং দলের জন্য একটি কালো বর্ণের পতাকা দেন। 'আমর ইবনুল 'আস বালী, 'উযরা ও বানুল কায়ন গালী উহারা ও বালকীন গোত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। তিন শত জন যোদ্ধা, ত্রিশটি ঘোড়া এবং সেরা আনসার ও মুহাজিরদিগকে তাহার অধীনে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা রাতের বেলা পথ চলিতেন এবং দিনের বেলা গোপনে বিশ্রাম নিতেন। এইভাবে চলিতে চলিতে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইয়া শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে অবগত হইলেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) রাফে' ইব্ন মাকীছ আল-জুহানী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে সাহায্যের জন্য পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে দুই শতজন যোদ্ধাসহ তাহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকেও একটি স্বতন্ত্র পতাকা দান করিয়া অভিজাত আনসার ও মুহাজিরগণকে তাঁহার অধীনে প্রেরণ করিলেন। এমনকি হযরত আবূ বাক্র সিদ্দিক (রা) ও হযরত উমার ফারূক (রা)-কেও এই বাহিনীতে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দেন, 'আমর ইবনুল 'আসের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবে এবং কোনরূপ মতানৈক্য করিবে না।

এই যুদ্ধে সাঈদ ইব্ন যায়দ, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, 'আমের ইব্ন রবী'আ, হাবীব ইব্ন সিনান রূমী, উসায়দ ইব্ন সাঈদ প্রমুখ প্রবীণ সহাবী এবং সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণও শামিল ছিলেন। তবে কে কোন্ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। আবূ উবায়দা (রা) যখন আসিয়া পৌছিলেন এবং সালাতে ইমামতি করিতে উদ্যত হইলেন, তখন হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বলিলেন, এই অভিযানে আমীর তো আমিই, আপনারা কেবল আমার সাহায্যার্থে আসিয়াছেন। তখন আবূ উবায়দা (রা) বলিলেন, একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইলেও আমরা কিন্তু দুইটি ভিন্ন দলে আসিয়াছি এবং রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট নিজ হাতে পতাকা তুলিয়া দিয়াছেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) তাহা নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন, আমীর আমিই। আবূ উবায়দা (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে মতদ্বৈততা পরিহার করিতে বলিয়াছেন। তাই আমি নিজ দলের আমীর হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি তাহা মানিয়া নিতে সম্মত না হন তাহা হইলে , আমি আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত

রহিয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমর ইবনুল 'আসই সালাতের ইমামতি করেন। তাঁহারা সমস্ত এলাকা অতিক্রম করিয়া বানূ কুদাআয় গিয়া উপনীত হইলে প্রতিপক্ষের বাহিনী তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিল। জবাবে মুসলমানরাও তাহাদের আক্রমণ করিলেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আওস ইব্‌ন মালিক আল-আশজা'ঈকে যুদ্ধের সংবাদসহ মদীনায় প্রেরণ করা হইল (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৩১; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৬০-৬১)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সালাসিল নামক একটি কূপের নাম হইতে এই যুদ্ধের নামকরণ করা হইয়াছে যাতুস সালাসিল অভিযান। ইব্‌ন হিশাম বলেন, বানূ উযরা-এর বাসভূমি যাতুস সালাসিলে সংঘটিত হয় এই অভিযান। উহা ছিল জুযাম গোত্রের একটি জলাশয় যাহার নামানুযায়ী এই অভিযান "যাতুস সালাসিল অভিযান" নামে পরিচিত (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৯৯)।

ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খলীফার মতে, ইহা লাখ্‌ম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ। ইব্‌ন ইসহাক (র) ইয়াযীদ (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, যাতুস সালাসিল হইল বালী, উযরা ও বানুল কায়ন গোত্রসমূহের প্রতিষ্ঠিত শহর (বুখারী, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, ২খ., পৃ. ৬২৫)।

আবূ উছমান বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া যাতুস সালাসিল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন, যুদ্ধ শেষ করিয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নিকট কোন লোকটি সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা। আমি বলিলাম, তারপর কে? তিনি বলিলেন, উমার। এইভাবে তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে একের পর এক আরও কয়েকজনের নাম বলিলেন। আমি চুপ হইয়া গেলাম এই আশংকায় যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে উল্লেখ করেন (বুখারী, ২খ., যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, পৃ. ৬২৫)। ইব্‌ন কায়্যিম ইমাম আহমাদ হইতে এই মর্মে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ উপলক্ষে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, তখন আবূ উবায়দা (রা)-কে মুহাজির বাহিনীর এবং আমর ইবনুল আস (রা)-কে বেদুঈনদের বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিয়া বলেন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকিবে। তিনি তখন বাক্‌র গোত্রের উপর আক্রমণ চালাইতে নির্দেশ দেন। কিন্তু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) কুদায়া গোত্রের উপর হামলা করিয়া বসেন। ইহার কারণ, বাক্‌র গোত্রে তাঁহার নিজ খালুও ছিল। কেননা বাক্‌র গোত্রের জনৈকা মহিলা ছিল 'আস ইব্‌ন ওয়াইলের মা। ইব্‌ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে শাম অভিযানের উদ্দেশ্যে আরবের জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রেরণ করেন। আস ইব্‌ন ওয়াইলের মা ছিল বালী গোত্রের মেয়ে। সেইজন্য 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে পাঠান সেই গোত্রকে শাম অভিযানের জন্য সংঘবদ্ধ করিতে । তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট আসিয়া অনুযোগ করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আপনাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়াছেন, আর অমুকের পুত্র অমুক স্বগোত্রের পক্ষপাতিত্বে লিপ্ত হইয়াছে। আপনি যেন তাহার সহিত জড়িত হইয়া না পড়েন। জবাবে আবূ উবায়দা (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ

(স) আমাদিগকে মতদ্বৈধতা পরিহার করিয়া আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়াছেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) যদি অন্যায়ও করিয়া থাকেন তবুও আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ মান্য করিয়া চলিব।

ইব্ন ইসহাক লিখেন, আবূ উবায়দা (রা) ছিলেন অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির লোক। পার্থিব স্বার্থের মোহ বা নেতৃত্বের লোভ তাঁহার ছিল না। তাই তিনি এইসব ব্যাপার লইয়া আদৌ মাথা ঘামাইতেন না। কোন কোন ব্যাপারে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর মধ্যে মতান্তর ঘটিলে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) উমার (রা)-কে নিবৃত্ত করিতেন।

এই যুদ্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদা রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেই রাত্রেই আমর ইবনুল আসের স্বপ্নদোষ হয়। তিনি গোসল না করিয়া তায়াম্মুম করিয়া ফজরের জামাআতে ইমামতি করেন। প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উত্থাপিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমর! জানাবাতের অবস্থায় গোসল না করিয়াই তুমি কিভাবে সালাতের ইমামতি করিলে? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়াছি। আর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু" (৪ ঃ ২৯)।

তাঁহার জবাব শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিলেন এবং তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না। ইহার মাত্র কিছুদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে চাহিতেন(আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৬১-৬২)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এই অভিযানের একটি ঘটনা এই যে, রাফে' ইব্ন আবূ রাফে' তাঈ অর্থাৎ রাফে' ইব্ন উমায়রা তাহার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ছিলাম খৃস্টান। আমার নাম ছিল জারজিস। এই মরুভূমি সম্পর্কে আমারই জানাশুনা ছিল সবচেয়ে বেশী। ইহার পথঘাট আমার চেয়ে বেশী কেহ চিনিত না। জাহিলী যুগে আমি উটপাখির ডিমে পানি ভর্তি করিয়া তাহা বালুর নীচে পুঁতিয়া রাখিতাম। আর মানুষের উষ্ট্রপালের উপর দস্যুবৃত্তি করিতাম। কোনক্রমে উটগুলি মরুভূমিতে লইয়া আসিতে পারিলে তাহা আমার দখলে চলিয়া আসিত। কাহারও সাধ্য ছিল না মরুভূমিতে আমাকে খুঁজিয়া পায়। ইহার পর যেইসব পানিভর্তি উটপাখির ডিম আমি বালুর নিচে পুতিয়া রাখিয়াছিলাম প্রয়োজনে তাহা বাহির করিয়া পানি পান করিতাম। পরে আমার ইসলামী জীবন শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (স) যাতুস সালাসিলের যে অভিযানে 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে পাঠাইয়াছিলেন আমিও তাহাতে শরীক ছিলাম। অভিযানকালে আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি একজনকে সঙ্গীরূপে বাছিয়া লইব। তাই আমি হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সংসর্গই বাছিয়া লইলাম। আমি তাঁহার সহিত তাঁহার হাওদায় ছিলাম। ফাদাকে তৈরী তাঁহার একটি কম্বল ছিল। যখন আমরা কোথাও বিশ্রাম

লইতাম, তিনি সেই কম্বল বিছাইয়া দিতেন। আর যখন পথ চলিতেন তখন উহা গায়ে দিতেন এবং গাদের কাটা দ্বারা আটকাইয়া লইতেন। উহা সেই কম্বল যাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া নাজদের ধর্মত্যাগীরা বলিত, আমরা কি কম্বলওয়ালার বশ্যতা স্বীকার করিব?

রাফে' (রা) বর্ণনা করেন, আমরা অভিযানশেষে যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম তখন মদীনার নিকটবর্তী হইতেই আমি বলিলাম, হে আবূ বাক্র! আমি তো এই উদ্দেশ্যে আপনার সাহচর্য বাছিয়া লইয়াছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করিবেন। সুতরাং আপনি আমাকে কিছু নসীহত করুন এবং আমাকে কিছু শিক্ষা দান করুন। তিনি বলিলেন, তুমি না বলিলেও আমি ইহা করিতাম। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছিঃ আল্লাহকে এক জানিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসের রোযা রাখিবে, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করিবে , জানাবাত-এর গোসল করিবে, আর কখনই দুইজন মুসলমানেরও জোর করিয়া নেতা হইবে না।

আমি বলিলাম, হে আবূ বাক্র! আল্লাহ্র কসম! আমি তো আশা করি যে, কখনও আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিব না। সালাতের কথা বলিয়াছেন, ইনশাআল্লাহ কখনও তাহা ত্যাগ করিব না। আর যাকাত, আমার কখনও ধন-সম্পদ হইলে ইনশাআল্লাহ তাহা আদায় করিব। রমযানের রোযা ইনশাআল্লাহ কখনও ত্যাগ করিব না। হজ্জও ইনশাআল্লাহ সামর্থ্য হইলে পালন করিব। অপবিত্রতার গোসল ইনশাআল্লাহ সর্বদা করিব। বাকি নেতৃত্বের যে বিষয়টি তাহা আমি তো দেখিতেছি, হে আবূ বাক্র! সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট, জনসাধারণের নিকট কেবল এইজন্যই ভিড়ে! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কেন তাহা হইতে নিষেধ করিতেছেন?

আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, তুমি যে আমাকে বিপদেই ফেলিয়া দিলে, তোমার জন্য তাহা সহ্য করিয়া লইলাম। সুতরাং তোমাকে এই ব্যাপারে খুলিয়া বলিতেছি, শুন! আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-কে এই দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইহার জন্য মেহনত করিয়াছেন। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা যখন ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে তখন আল্লাহর আশ্রয় লইয়াছে, তাঁহার সান্নিধ্যে আসা এবং তাঁহার যিম্মার অধীন হইয়া গিয়াছে। কাজেই সাবধান! তুমি আল্লাহ্র আশ্রিতের ব্যাপারে তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতে যাইও না। অন্যথায় আল্লাহ তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতি তোমার হইতে তুলিয়া লইবেন। তোমাদের কাহারও আশ্রিতের নিরাপত্তা কেহ বিঘ্নিত করিলে এবং তাহার ছাগল বা উটের ক্ষতিসাধন করিলে তাহার ক্ষোভের কোন সীমা থাকে না এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হয়। আর আশ্রিতের জন্য আল্লাহর ক্রোধ প্রচণ্ডতম। রাফে' বলেন, আমি এই উপদেশবাণী লইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

ইহার পর যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাত হইল, তখন আবূ বাক্র (রা)-কেই জনগণের নেতা নিযুক্ত করা হইল। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হে আবূ বাক্র! আপনি না আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, দুইজন মুসলিমের উপরও জোর করিয়া নেতা হইবে না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় ! এখনও আমি তোমাকে উহা হইতে নিষেধ করিতেছি। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনি যে মানুষের শাসনভার গ্রহণ করিলেন তাহার হেতু কি? তিনি বলিলেন, ইহা

করিয়াছি নিরুপায় হইয়া। আমার আশংকা হইয়াছিল, উম্মতে মুহাম্মাদী (স) দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িবে (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২০০-২০১)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 'আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর নেতৃত্বে যাতুস সালাসিলে যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমিও তাহাতে শরীক ছিলাম। এই অভিযানে আমি হযরত আবূ বাক্র (রা) ও উমার (রা)-এর সাহচর্য গ্রহণ করি। পথে আমি একদল লোকের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা একটি উট যবেহ করিয়াছিল, কিন্তু উহার গোশত বণ্টন করিতে পারিতেছিল না। আমি এইকাজে দক্ষ ছিলাম। সুতরাং তাহাদের বলিলাম, আমি এই গোশত তোমাদের মাঝে বণ্টন করিয়া দিলে তোমরা কি ইহার বিনিময়ে এক-দশমাংশ আমাকে প্রদান করিবে? তাহারা সম্মতি প্রকাশ করিল। আমি দুইটি ছুরি নিয়া তৎক্ষণাত সেই গোশত ভাগ করিয়া দিলাম এবং এক-দশমাংশ আমি নিলাম। তারপর সঙ্গী-সাথীদের মাঝে আনিয়া তাহা রান্না করিলাম এবং সকলে মিলিয়া খাইলাম। আবূ বাক্র (রা) ও উমার (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আওফ! তুমি এই গোশ্ত কোথায় পাইলে? আমি তাহাদের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি আমাদিগকে এই গোশত খাওয়াইয়া ভাল কর নাই। ইহার পর তাহারা তাহাদের উদরস্থ গোশত উদগীরণ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। মুজাহিদগণ যখন সেই সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি তাঁহার ঘরে সালাত আদায়ে রত ছিলেন। আমি বলিলাম, আসসালামু আলায়কুম ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। তিনি বলিলেন, আওফ নাকি? আমি বলিলাম, হাঁ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হউক। তিনি বলিলেন, উটের গোশতওয়ালা না কি? রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ইহার বেশী আর কিছুই বলেন নাই (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৬১-৬২; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২০১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (২) আল-বুখারী, আস্-সাহীহ, ২খ., আসাহহুল মাতাবি, দেওবন্দ ১৯৮৫; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., বৈরূত ১৯৭৫; (৪) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর ১৩৫১/১৯৩২; (৫) আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, দারুল ইশা'আত, উরদু বাজার, করাচী ১৯৮৪; (৬) আস্-সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত তা. বি.; (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩১৪, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৪০৮/১৯৭৭; (৮) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., দারু সাদির, বৈরূত তা.বি.।

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

সারিয়্যা সাঈদ ইব্ন যায়দ আল-আশহালী

ইবন হিশামসহ কতিপয় ঐতিহাসিকের মতানুসারে মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে কুদায়দ অঞ্চলে আওস ও খাযরাজের উপাস্য দেবতা মানাত-এর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইবন সা'দ, শায়খ আবদুল হক প্রমুখের অভিমত অনুসারে মুশাল্লাল নামক স্থানে আওস, খাযরাজ ও গাস্‌সান গোত্রের উপাস্য দেবতা মানাতের বিগ্রহ স্থাপিত ছিল (মাদারিজুন নুবুওয়াহ, ২খ., পৃ. ৫১১; তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৪৬)। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে পবিত্র মক্কা নগরী বিজয়ের পর মহানবী (স) হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহী সৈনিকের একটি বাহিনী মানাত বিগ্রহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। সাঈদ ইবন যায়দ যখন সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পুরোহিতের সহিত সাক্ষাত করিলেন, তখন অভিযানের উদ্দশ্যে অবগত হইয়া পুরোহিত বলিল, "যাও, মানাত! তোমার রোষের প্রতিফলন দেখাইয়া দাও"। ইবন সায়্যিদিন নাস উল্লেখ করিয়াছেন, ওহে মানাত! আমাদের মধ্যে কিছু বৈরী লোক আছে যাহারা তোমার অপ্রিয়ভাজন ও বিরুদ্ধবাদী। হজরত সাঈদ বিগ্রহের নিকটবর্তী হইলে দেখিতে পাইলেন, একটি নগ্ন কৃষ্ণকায়া নারী আলুলায়িত কেশে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিজের বক্ষ চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, হায় সর্বনাশ! হায় সর্বনাশ!! হযরত সাঈদ অসির আঘাতে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আঘাত হানিয়া বিগ্রহটিকে চুরমার করিয়া দিলেন। কোষাগারে হানা দিয়া দেখিলেন, কোষাগার একেবারেই শূন্য। অতঃপর তিনি মহানবী (স)-এর দরবারে ফিরিয়া আসিলেন (মাদারিজুন্ নুবুওয়াহ, ২খ., পৃ. ৫১১; তারীখে তাবারী, (উর্দু), ১খ., পৃ. ৪০৬; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৩৪৯; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৩৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন নুবুওয়াহ্, আদাবী দুনিয়া, মাটিয়া মহল, দিল্লী-৬, ১৯৯২ খৃ.; (২) আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, তারীখে তাবারী (উর্দূ), নাফীস একাডেমী, করাচি, পাকিস্তান, মার্চ-১৯৬৭ খৃ.; (৩) ইবন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদের, বৈরূত, তা. বি.; (৪) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, দারুল মারিফা, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ.; (৫) ইবন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.।

মোঃ তালেব আলী

গাযওয়া হুনায়ন

স্থান পরিচিতি

মক্কা হইতে ২০ বা ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে এবং আরাফাতের ময়দান হইতে ৪.৫০ কি. মি. দূরত্বে ঘন খেজুর বৃক্ষবিশিষ্ট নিম্নাঞ্চলীয় একটি উপত্যকার নাম হুনায়ন (দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ৮খ., পৃ. ১৩২; কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, ৮খ., পৃ. ৩৬; ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, উর্দূ. পৃ. ৮২২; মাওসুআতুত তারীখিল ইসলাম, পৃ. ৫৩৭)। হুনায়ন উপত্যকাটি আরবের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র "যুল-মাজায" নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত। সেখান হইতে আরাফাতের পথ হইয়া মক্কার দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ২৭)।

এই উপত্যকার একটি পানির কূপের নামানুসারে কিংবা হুনায়ন ইব্ন কানিয়া ইব্ন মাহলায়লের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে ('উমদাতুল কারী, ১২খ., পৃ. ২৮৫)। এই স্থানে হাওয়াযিন গোত্র এবং তাহাদের মিত্র পক্ষের সহিত মুসলিম বাহিনীর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধকে একই সাথে হুনায়নের যুদ্ধ এবং হাওয়াযিনের যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা হয় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৭৭-২৭৮)।

যুদ্ধের পটভূমি

এই যুদ্ধের পটভূমি হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানগণ কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিতে থাকেন। বিনা রক্তপাতে এই বিরাট বিজয় ও অনন্য সাফল্য অর্জিত হইয়াছিল। এই পবিত্র নগরী বিজয় এবং সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলমান নির্বিশেষে সকলে আনন্দ প্রকাশ ও আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছিলেন। এই সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশে মুসলমানদের পনর দিন অতিবাহিত হয়।

আরবের গোত্রসমূহ এতদিন যাবৎ কুরায়শদিগের প্রতীক্ষায় ছিল। কারণ তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, কুরায়শগণ যদি মুহাম্মাদ (স)-এর বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়, তবে তিনি যে সত্য নবী, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার্য হইবে। আকস্মিক অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানদের মক্কা বিজয়, তাই কুরায়শসহ আরব গোত্রসমূহের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আরব গোত্রসমূহ উপায়ান্তর না দেখিয়া দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে।

কিন্তু হুনায়ন উপত্যকার সন্নিকটে বসবাসরত হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের উপর ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের গাত্রদাহ চরমে পৌঁছে। তাহারা ছিল সংখ্যাবহুল, ক্ষমতাধর, সুনিপুণ যুদ্ধবাজ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তীরন্দাজ। তাহাদের অপ্রতিরুদ্ধ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও স্বাধিকার ব্যাহত হওয়ার আশংকায় মক্কা বিজয়ের সংবাদে তাহারা বিচলিত হইয়া উঠে। তাহারা ভাবিল যে, মুসলমানগণ তাহাদিগকেও রেহাই দিবে না। কারণ মুসলমানগণ আরবের সকল গোত্রকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এই আশংকায় হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয় তাহাদের বন্ধু গোত্রগুলিকে লইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, খ., পৃ. ৫৩০; হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩৫)।

হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রের লোকেরা পরামর্শ করিয়া মক্কায় সমবেত মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হাওয়াযিন গোত্রের সমস্ত উপ-গোত্রই অতি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করে। তাহাদের সহিত নসর ও জুসাম গোত্রের লোকজন, সা'দ ইব্ন বাক্‌র গোত্র এবং বানূ হিলালের কিছু সংখ্যক লোক আসিয়াও যোগ দিল। এইসব গোত্রের সম্পর্ক ছিল কায়স আয়লানের সঙ্গে। পরাজয় স্বীকারপূর্বক মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে তাহারা নিতান্ত অপমানজনক বলিয়া মনে করিয়াছিল। হাওয়াযিন গোত্রের বানূ কা'ব ও বানূ কিলাব শাখা গোত্রের নামী-দামী কেহ এই যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করে নাই। ছাকীফ গোত্রের নেতা ছিল দুইজন। আহলাফের নেতা ছিল কারিব ইবনুল আসওয়াদ ইব্ন মাসউদ ইব্ন মুআত্তিব আর বানূ মালিকের নেতা ছিল যুলখিমার সুবায় ইব্নুল হারিছ ইবন মালিক এবং তাহার ভাই আহমার ইব্ন হারিছ। আর সামগ্রিকভাবে সকলের নেতৃত্বে ছিল বানূ হাওয়াযিনের ত্রিশ বৎসর বয়সের দুর্ধর্ষ তরুণ নেতা মালিক ইব্ন আওফ নাসরী (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৭; আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ, পৃ. ৮৮৫; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৪-৪৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৩)। এই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তাহার উপরই অর্পিত হয়।

যুদ্ধ উন্মাদনায় প্রমত্ত তরুণ সেনাপতি মালিক ইব্ন আওফ সকলকে সমবেত করিয়া নির্দেশ প্রদান করিল যে, তাহারা যেন স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার-পরিজন, গবাদি পশু এবং ধন-সম্পদ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করে। এহেন ফরমান জারীর পশ্চাতে তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কোন যোদ্ধা যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের মায়ায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করে (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ১৬০; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮০০)।

বানূ জুসামের নেতা দুরায়দ ইব্নুস সিম্মা ছিল তৎকালীন একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা ও স্বনামধন্য কবি। তাহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু তখন তাহার বয়স ছিল এক শত ষাট বৎসর (কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৮৮৬)। শতাধিক বৎসরের বার্ধক্যে তাহার গুণ-গরিমা

এবং শৌর্য-বীর্য স্থবির হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি তাহার প্রখর ও সুনিপুণ বুদ্ধিমত্তাকে হাওয়াযিন গোত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যায়ন করিত। এইজন্য তাহারা তাহাকে এই যুদ্ধাভিযানে সেনাপতি মালিকের উপদেষ্টা হিসাবে সঙ্গে নিল। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় তাহার চলৎশক্তি নিষ্ক্রীয় হইয়া পড়িয়াছিল, দৃষ্টিশক্তিতো একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহাকে একটা উন্মুক্ত খাটিয়ার উপর মৃত লাশের ন্যায় বহন করিয়া সঙ্গে লওয়া হইল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, পৃ. ৫৩১-৫৩২; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৭)।

যুদ্ধযাত্রা

মালিক ইবন আওফের বাহিনী যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়া যাত্রা শুরু করিল। সেনাপতির নির্দেশ মুতাবিক ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশুপাল সঙ্গে লওয়া হইল। সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া তাহারা 'আওতাস' নামক উপত্যকায় শিবির স্থাপন করিল। ইহা হুনায়নের সন্নিকটে বানূ হাওয়াযিন গোত্রের অঞ্চলভুক্ত একটি উপত্যকা (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৩)। কাযী 'ইয়াদ বলেন, আওতাস দার হাওয়াযিন-এর একটি উপত্যকা যাহা হুনায়ন যুদ্ধের স্থান। কতক ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে হুনায়ন ও আওতাস পৃথক দুইটি উপত্যকা। ইমাম বুখারী (র) আওতাস হুনায়নের বর্ণনা পৃথক দুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন (মুহাম্মদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, ১০খ., পৃ. ২৪৬)।

আওতাসে অবতরণের পর লোকজন তাহাদের নেতাদের নিকট একত্র হইল। দুরায়দ ইব্নুস সিম্মা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা এখন কোথায় অবস্থান করিতেছি? লোকজন উত্তর দিল, আওতাস উপত্যকায়। দুরায়দ বলিল, ইহাই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান। ইহা এত উচুঁ কংকরময় নয় যে, অশ্বের চলিতে কষ্ট হইবে। আবার এত নিচু ও কর্দমাক্তও নয় যে, অশ্বের পা দাবিয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার কি যে, আমি উটের হনহনানী, গাধার চিৎকার, শিশুদের ক্রন্দন এবং ছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ শুনিতে পাইতেছি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২১; তারীখুত তাবারী, ২খ., পৃ. ৩৪৫)? লোকজন উত্তরে বলিল, সেনাপতি মালিক ইব্ন আওফ-এর নির্দেশক্রমে সৈন্যগণ তাহাদের স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, সম্পদরাজি ও গবাদি পশু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। দুরায়দ মালিক ইব্ন আওফকে ডাকিয়া বলিল, তুমি কেন এমন কাজ করিয়াছ? উত্তরে সে বলিল, আমি ভাবিয়াছি যে, প্রত্যেক সৈন্যের সঙ্গে তাহার পরিবার-পরিজন ও সম্পদরাজি থাকিলে ঐ সব বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রবল উত্তেজনাসহ তাহারা লড়াই করিবে।

এই কথা শুনিয়া দুরায়দ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, আরে ভেড়ার রাখাল কোথাকার! যুদ্ধে যদি পরাজিত হও তাহা হইলে কোন বস্তু কি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে? যুদ্ধ যদি তোমার অনুকূলে যায় তাহা হইলে তরবারি ও বর্শা-বল্লমধারী লোকই তোমার উপকারে আসিবে। আর যদি যুদ্ধ তোমার বিপক্ষে যায় তাহা হইলে তোমার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ

তোমার অতিরিক্ত ভোগান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২১-৩২২; তারীখুত তাবারী, ২খ., পৃ. ৩৪৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৪)।

অতঃপর দুরায়দ জানিতে পারিল যে, কা'ব ও কিলাব গোত্রের লোকজন এই অভিযানে যোগদান করে নাই। তাই সে বলিল, ক্ষিপ্রতা ও বীরত্ব এই যুদ্ধে অনুপস্থিত। এই যুদ্ধটা যদি প্রাধান্য ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হইত এবং বিজয় অর্জনের সমূহ সম্ভাবনা থাকিত তাহ হইলে কা'ব ও কিলাব গোত্র অবশ্যই অনুপস্থিত থাকিত না। হায়! তোমরাও যদি কা'ব ও কিলাব গোত্রদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিতে তাহা হইলে উত্তম হইত। তবে তোমরা কাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছ? উত্তরে লোকজন বলিল, 'আমর ইব্ন 'আমের এবং 'আওফ ইব্ন 'আমের গোত্রদ্বয়। সে বলিল, ইহারা তো বানূ 'আমের গোত্রের অনভিজ্ঞ দুই আনাড়ী কিশোর শাখা গোত্র। ইহারা না পারিবে কোন উপকার করিতে এবং না পারিবে কোন অপকার করিতে (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৮; তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৫)।

অতঃপর দুরায়দ সেনাপতি মালিককে ডাকিয়া বলিল, শুন হে মালিক! তুমি হাওয়াযিন গোত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিও না। আমার পরামর্শ শোন, এখনও সময় আছে। নিজ গোত্র ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত মহিলা ও শিশুদেরকে কোন সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়া শুধু অশ্বারোহী সৈন্যদের লইয়া যুদ্ধ পরিচালনা কর। যদি তোমরা যুদ্ধে বিজয়ী হও তাহা হইলে পিছনের লোকজন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে। আর যদি পরাজিত হও তাহা হইলে তোমাদের পরিবারবর্গ, ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুপাল অন্তত সুরক্ষিত থাকিবে (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৪)।

কিন্তু তরুণ সেনাপতি মালিক ইবন আওফ তাহার এই বিজ্ঞজনোচিত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, আল্লাহ্র কসম! তাহা আমি করিব না। বার্ধক্যের করাঘাতে তোমার দেহ যেমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ তোমার জ্ঞান-বুদ্ধিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে (তারীখুত তাবারী, ২খ., পৃ. ৩৪৫)। হে হাওয়াযিন গোত্রের লোকসকল! আল্লাহ্র শপথ, হয় তোমরা আমার আনুগত্য করিবে, নতুবা আমি এই তলোয়ারের উপর নির্ভর করিব এবং তাহা আমার পিঠের এক দিক হইতে অপর দিকে বাহির হইয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে মালিক ইব্ন আওফ ইহা এই কারণে সহ্য করিতে পারিল না যে, ইহাতে দুরায়দের সুনাম হইবে এবং তাহার পরামর্শ মোতাবিক কাজ করিতে হইবে। হাওয়াযিন গোত্রীয়রা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার আনুগত্য করিতেছি এবং তোমার সাথেই আছি। তখন দুরায়দ ইব্নুস সিম্মা বলিয়া উঠিল ঃ

هذا يوم لا اشهد ولا يفتنى

"ইহা এমন একটা যুদ্ধ যাহাতে না পারিলাম আমি অংশগ্রহণ করিতে, আর না পারিলাম ইহা হইতে দূরে থাকিতে" (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৮-৮৯; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৪)। দুরায়দ আফসোস করিয়া আরও বলিল—

يا ليتنى فيها جذع + اخب فيها واضع
أقـود وطفاء الزمع + كـأنهـا شاة صدع

"হায়! যদি আজ আমি যুবক হইতাম, তবে লড়িতাম খুব কোমর কষে

কেশর সম লম্বা লোমের ছাগের মত ঘোড়ায় বসে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২২; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৯; তারীখুত তাবারী, ২খ., পৃ. ৩৪৫)।

যুদ্ধক্ষেত্রে

অতঃপর সেনাপতি মালিক ইব্ন আওফ মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর প্রেরণ করিল। তাহারা মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেনাপতির নিকট ফিরিয়া আসিল। সে তাহাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সর্বনাশ হউক, তোমাদের এহেন দুরবস্থা কেন? তাহারা জবাবে বলিল, চিত্র-বিচিত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার কিছু সংখ্যক সাদা-শুভ্র লোক দেখিয়া আমরা ভীত-বিহবল হইয়া পড়িয়াছি। সৌভাগ্য যে, তাহারা আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই; নতুবা একজনও অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। আল্লাহ্র কসম! তারপর আমাদের যে অবস্থা দেখিতে পাইতেছেন উহা প্রতিহত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৯; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৭৯-২৮০; তারীখুত তাবারী, ২খ., পৃ. ৩৪৬)। এমন একটি অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও মালিক ইব্ন আওফ তাহার পূর্ব পরিকল্পনা হইতে এক বিন্দুও সরিয়া আসিল না, বরং সে তাহার পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবিক যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৮৯)।

এইদিকে রাসূলুল্লাহ্ (স) শত্রুদের অবস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী হাদরাদ আসলামী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি জনতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে এবং তাহাদের মাঝে অবস্থান করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে। নির্দেশমত তিনি মালিক ইব্ন আওফ এবং বানূ হাওয়াযিনের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া নবী করীম (স)-কে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহাকেও সেই সংবাদ জানাইলেন। সকল বর্ণনা শুনিয়া 'উমার (রা) বলিলেন, ইব্ন আবূ হাদরাদের বক্তব্য আমার কাছে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না। ইব্ন আবূ হাদরাদ বলিলেন, আজ যদি আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন (তবে অবাক হওয়ার কিছু নাই)। হে উমার! একদিন আপনি সত্য ধর্ম ইসলামকে এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (স)-কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তখন 'উমার (রা) মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইব্ন আবূ হাদরাদ-এর কথা কি আপনি শুনিতেছেন না? রাসূলুল্লাহ্ (স) মুচকি হাসিয়া বলিলেন ঃ

قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر.

"হে 'উমার! নিশ্চয় তুমি পথভ্রষ্ট ছিলে। আল্লাহ্ তোমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন" (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯০; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৬)।

হাওয়াযিনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। মক্কা বিজয়ের পরপর অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নওমুসলিম এমন ছিল যে, তাহারা তখনও পূর্ণ মাত্রায় যথার্থভাবে আল্লাহ্, তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ (স) ও ইসলামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আর কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হইতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হইয়া নির্বিঘ্নে মক্কায় বসবাস করিতেছিল, কিন্তু তখনও তাহারা ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই।

সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যা ছিলেন তাহাদের অন্যতম। তাহার নিজস্ব সংগ্রহে ছিল যথেষ্ট রণসম্ভার ও যুদ্ধাস্ত্র। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে আবূ উমায়্যা! তোমার যুদ্ধাস্ত্র হইতে আমাদিগকে কিছু ধার দাও। আমরা আগামী কাল তোমার অস্ত্রসামগ্রী নিয়া শত্রুদের সহিত লড়াই করিব। তিনি বলিলেন, আপনি কি এই সকল যুদ্ধসরঞ্জাম জোরপূর্বক লইয়া যাইতে চান? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, না, বরং ধারস্বরূপ নিতে চাই। এই নিশ্চয়তাসহ লইব যে, তাহা যুদ্ধশেষে তোমাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে।" সাফ্ওয়ান ইহাতে সম্মত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এক শত লৌহবর্ম এবং সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিল (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৬; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯০)।

আবূ জাহল-এর বৈমাত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ্ ছিল তৎকালীন সময়ের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার নিকট হইতে দশ হাজার, মতান্তরে ত্রিশ হাজার দিরহাম ধার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে হুনায়নের দিকে যাত্রায় মনোনিবেশ করিলেন (আহমদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪খ., পৃ. ৩৬)।

৮ম হিজরীর ৬ শাওয়াল তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (স) সেনাবাহিনীসহ মক্কা হইতে যাত্রা করেন। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মক্কা আগমনের উনিশতম দিবস (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৮৮৯; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৪)। অন্য বর্ণনামতে, ৮ম হিজরীর ৮ শাওয়াল সোমবার দিন বার হাজার সৈন্য লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করেন (ইদরীস কান্দেহলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ৫৭)।

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (স) দশ হাজার সৈন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং মক্কার নওমুসলিমদের মধ্য হইতে আরও দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই সেনাবাহিনীতে মক্কার আশিজন পৌত্তলিকও যোগাদান করিয়াছিল। সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যা এবং সুহায়ল ইব্ন 'আমর ইহাদের অন্যতম (নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ১৯৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা)-কে মক্কার শাসনকর্তা ও নামাযে ইমামতি করিবার দায়িত্ব এবং মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে লোকদিগকে দীন শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ

করেন (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৮৮৯)। তখন আত্তাব ইবন আসীদ (রা)-এর বয়স ছিল বিশ বৎসর। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মুসলমান হন। তিনিই মক্কার প্রথম শাসনকর্তা। আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফতকাল (১০-১২ হি.) পর্যন্ত তিনি মক্কার শাসনকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮০২)।

হাওয়াযিন নেতা মালিক ইব্ন আওফ তাহার চার সহস্র সৈন্যকে হুনায়ন উপত্যকার পর্বতের চূড়া ও গিরিপথের উচ্চ স্থানগুলিতে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেয়। সে তাহাদিগকে বলিল, মুসলমানগণ এই উপত্যকায় আসা মাত্র তরবারি লইয়া বজ্রপাতের মত তাহাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইবে, ফলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। তাহারা ভীত-বিহ্বল হইয়া পশ্চাদ্‌গমন করিতে বাধ্য হইবে। অপরদিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপে আমাদের বীরত্বগাথা ছড়াইয়া পড়িবে। মালিক ইব্ন আওফের সৈন্যবাহিনী সেনাপতির এই নির্দেশ পালনে কোন প্রকার দ্বিধা করে নাই। প্রতিটি দল তাহাদের সেনাপতির নির্দেশ মোতাবিক অবস্থান গ্রহণ করে (এইচ. এম. হায়কাল, মহানবীর জীবন-চরিত, পৃ. ৫৬২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হুনায়ন অভিমুখে যাত্রাকালে দুপুরের পর এক অশ্বারোহী আসিয়া সংবাদ দিল, আমি অমুক অমুক পর্বতের উপর আরোহণ পূর্বক প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বানূ হাওয়াযিন গোত্র পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়া হুনায়নের রণাঙ্গনে আগমন করিয়াছে। মহিলা, শিশু, গবাদি পশু ইত্যাদি তাহাদের সঙ্গে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ইহার সব কিছুই গনীমত হিসাবে আগামী কাল মুসলমানদের হস্তগত হইবে। দিনশেষে রাত্রি বেলায় আনাস ইবন আবী মারছাদ গানামী (রা) স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেন (আওনুল মা'বূদ শারহি সুনান আবী দাঊদ, ২খ., পৃ. ৩১৭)।

ইবন ইসহাক বলেন, ইব্ন শিহাব আয-যুহরী আমার নিকট আবূ ওয়াকিদ আল-লায়ছীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে আমরা হুনায়নের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তৎকালে কুরায়শ ও আরবের অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় একটা বিশাল সবুজ-শ্যামল বৃক্ষের খুব ভক্ত-অনুরক্ত ছিল। সেই গাছটিকে "যাতুল আনাওয়াত" বা "অস্ত্রঝুলানো বৃক্ষ" নামে অভিহিত করা হইত। প্রতি বৎসর একবার তাহারা ঐ বৃক্ষের কাছে যাইত, তাহাদের অস্ত্রপাতি উহার ডালের সহিত লটকাইত, ঐ বৃক্ষের পাশে পশু বলি দিত, মন্দির তৈরী করিত এবং মেলা বসাইত। বর্ণনাকারী বলেন, হুনায়নে যাত্রাকালে পথিমধ্যে বড় আকারের সতেজ একটি কুল গাছ আমাদের নযরে পড়িল। আমরা রাস্তার পার্শ্ব হইতে উচ্চস্বরে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের যেমন অস্ত্র ঝুলানোর গাছ আছে, আমাদের জন্যও তেমন ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আল্লাহু আকবার! সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তোমরা এমন কথা বলিলে যাহা মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহাকে বলিয়াছিল। তাহারা

বলিয়াছিল, তাহাদের (কাফিরদের) যেমন অনেক ইলাহ্ বা পূজা-অর্চনার দেবতা রহিয়াছে তেমনি আমাদের জন্যও তদ্রূপ দেবতার ব্যবস্থা করুন। তিনি তাহাদের উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ

انكم قوم تجهلون انها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم.

"নিঃসন্দেহে তোমরা একটা অজ্ঞ সম্প্রদায়। ইহা একটি প্রচলিত প্রথা। তোমরা যদি ইহার অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে" (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯২; কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৮৯০-৯১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২৪)। ইমাম তিরমিযী তাঁহার আল-জামি' গ্রন্থে উক্ত হাদীছ সা'ঈদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-মাখযূমীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীছটিকে হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (জামি' আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ৪১)। অন্য বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিয়া বলিলেন, মূসা (আ)-এর কওম তাঁহার সাথে অনুরূপ আচরণ করিয়াছিল (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ, পৃ. ৮৯১)।

হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবী আবূ বুরদা ইবন নিয়ার (রা) বলেন, আমরা আওতাস নামক উপত্যকার নিম্নভূমিতে পৌঁছিয়া একটি বৃক্ষের নিচে অবতরণ করিলাম। পাশেই একটি বড় বৃক্ষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। রাসূলুল্লাহ্ (স) উহার নিচে যাইয়া স্বীয় তরবারি ও ধনুক গাছে লটকাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সন্নিকটে ছিলাম। তাঁহার একটি কথা আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তিনি হে আবূ বুরদা! বলিয়া আমাকে ডাক দিলে আমি লাব্বায়ক বলিয়া দ্রুত তাঁহার নিকটে গেলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) উপবিষ্ট এবং তাঁহার পাশে এক লোক বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেনঃ আমি ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় এই লোকটি আসিয়াছে। অতঃপর আমার তরবারি লইয়া আমার মাথার উপর দাঁড়াইয়াছে। আমি ভয় পাইয়া গিয়াছি। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ! আজ আমার হাত হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ। আবূ বুরদা বলেন, আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে বলিলেন, তোমার তরবারি কোষবদ্ধ কর। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আল্লাহ্র দুশমনের গর্দান কাটিয়া লই। কেননা নিঃসন্দেহে সে মুশরিকদের গুপ্তচর। আল্লাহ্র রাসূল (স) আমাকে থামিতে বলিলেন। ঐ লোকটিকে আল্লাহ্র রাসূল কিছুই বলিলেন না এবং কোনরূপ ভর্ৎসনাও করিলেন না। আমি সৈন্যবাহিনীর মাঝে চীৎকার করিয়া ঐ লোকটির কথা বলিতে লাগিলাম, যেন সকলে রাসূলের অনুমতি ব্যতীতই তাহাকে দেখিয়া লয় এবং কোন হত্যাকারী তাহাকে হত্যা করে। কেননা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিতেছিলেন, হে আবূ বুরদা! লোকদের আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচাও। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, হে আবূ বুরদা! আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দীন ইসলামকে অন্যান্য সকল দীনের উপর বিজয়ী না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমাকে হিফাযত করিবেন (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৮৯১-৮৯২)।

বার হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী লইয়া মুসলমানগণ হুনায়ন অভিমুখে যাত্রাকালে কেহ কেহ মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বলিয়াছিলেন ঃ

لن نغلب اليوم من قلة.

"সংখ্যাস্বল্পের কারণে আজ আর আমরা পরাজিত হইব না।"

কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজেই এই উক্তি করিয়াছিলেন। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে এই মন্তব্য সম্পূর্ণ বিবেক বহির্ভূত (غير معقول)। বিভিন্ন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে ইহার বিপরীত বর্ণনা আসিয়াছে। ইউনুস ইব্ন বুকায়র যিয়াদাতুল মাগাযীতে রাবী ইব্ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة.

"জনৈক ব্যক্তি বলিল, সংখ্যা স্বল্পের কারণে আজ আমরা আর পরাজিত হইব না" (তাফসীরুল মানার, ১০খ., পৃ. ২৪৬)।

আল-ওয়াকিদী বলেন, ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম মূসা ইব্ন 'উকবা হইতে, তিনি যুহরী হইতে এবং তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হইতে আমাকে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ

قال ابو بكر الصديق يارسول الله لا نغلب اليوم من قلة.

"আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আমরা সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাস্ত হইব না" (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৮৯০; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫০)।

তবে বিশুদ্ধ মত হইল, জনৈক মুসলমান এই ধরনের উক্তি করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবীগণের কাহারও নিকট হইতে এই ধরনের কথা শুনিয়া দারুন মনঃক্ষুণ্ন ও ব্যথিত হইয়াছিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৫)।

৮ম হিজরীর ১০ শাওয়াল মধ্যরাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যবাহিনী হুনায়নে গিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু মালিক ইবন আওফ পূর্বেই তাহার বাহিনী লইয়া সেখানে অবতরণ করে এবং রাত্রির অন্ধকারে অত্যন্ত সংগোপনে তাহার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে পৃথক পৃথক স্থানে মোতায়েন করে। অধিকন্তু তাহাদিগকে এই নির্দেশও দেওয়া হয় যে, মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় অবতরণ করা মাত্রই যেন তীব্রভাবে তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত ও ভীত-বিহবল করিয়া দেওয়া হয় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৫)।

এইদিকে রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহরীর সময় সৈন্যদিগকে শ্রেণীবিন্যাস করিলেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে- উপদলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক গোত্র ও কবীলার হাতে গোত্রীয় পতাকা উঠাইয়া দিলেন। মুহাজিরগণের পতাকা আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বহন করিয়াছিলেন। আরও দুইটি

পতাকা বহন করিয়াছিলেন যথাক্রমে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। খাযরাজ গোত্রের পতাকা বহন করিয়াছিলেন হুবাব ইবনুল মুনযির। মতান্তরে খাযরাজের অপর পতাকা উবাদা (রা)-এর হাতে ছিল। আওস গোত্রের পতাকা ছিল উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা)-এর নিকট। আওস এবং খাযরাজ গোত্রের প্রত্যেক উপ-গোত্রের নির্ধারিত লোকদের হাতে তাহাদের স্ব স্ব কবীলার পতাকা ছিল। আরবের অন্যান্য গোত্রের সৈন্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পতাকা ছিল। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে বানূ সুলায়ম গোত্রের সৈন্যদিগকে অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রেরণ করা হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫০)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্ন 'উমার ইব্ন কাতাদা জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা যখন হুনায়ন প্রান্তরের সামনে আসিলাম, তখন আমরা তিহামাগামী প্রান্তরসমূহের একটি প্রান্তরের ঢালু প্রশস্ত এলাকার নিচের দিকে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভোরের আঁধার তখনও কাটে নাই। শত্রুপক্ষের পূর্ব অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। তাহারা প্রতিটি গিরিপথ এবং গোপনীয় ও সংকীর্ণ স্থানে আমাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া ছিল। তাহারা পূর্ব হইতে রীতিমত পরিকল্পনা লইয়া এইরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল। আমাদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, আমাদের সেই প্রান্তরে অবতরণকালে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা নাই।এমন সময় শত্রুবাহিনী তাহাদের গোপন অবস্থানসমূহ হইতে অতর্কিতে একযোগে আমাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করিয়া বসিল। ফলে আমরা দিশাহারা হইয়া এমনভাবে পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলাম যে, কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (স) ডানদিকে একটু সরিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ

أيها الناس هلموا الى انا رسول الله أنا محمد بن عبد الله.

"হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাইতেছ? আমার দিকে আস। আমি আল্লাহ্র রাসূল, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ্।" রাসূলুল্লাহ্ (স) এই কথাটি তিনবার বলিলেন (তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ১৩৬; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯২-৯৩)।

পশ্চাদ্ধাবনকালে উটগুলি একটির উপর আরেকটি আসিয়া পড়িতে লাগিল। অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনী এই অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অগ্রগামী সেনাদল ভীত-শংকিত হইয়া পিছনে ফিরিতে বাধ্য হইল। আতংকিত ও দিশাহারা হইয়া তাহারা একজন অন্যজনের উপর পড়িতে লাগিল। তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া পশ্চাদগামী দলও তাহাদের সহিত পলায়নোদ্যত হইয়া পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে তখন মাত্র কয়েকজন মুহাজির, আনসার এবং আহলে বায়তের লোক অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা হইলেন আবূ বাক্র, 'উমার, 'আলী ইব্ন আবী তালিব, 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব, ফাদল ইব্ন 'আব্বাস, আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ, রাবীআ ইবনুল হারিছ, আয়মান ইব্ন উবায়দ, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) প্রমুখ সাহাবী (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ ৩৪৭; তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ১৩৭; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৩; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬৪; মুনতাকান নুকূল, পৃ. ৩২০)।

হাওয়াযিন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাহার একটি লাল রঙের উটে আরোহণ পূর্বক হাতে বল্লমের উপর কালো রঙের পতাকা ধরিয়া তাহার গোত্রের অগ্রভাগে চলিতেছিল। কোন মুসলমান সৈন্যকে সামনে পাইলেই সে তাহার ঐ বল্লম দ্বারা আঘাত করিত। অতঃপর যখন লোকজন তাহার পতাকা নামাইয়া ফেলার কারণে তাহাকে হারাইয়া ফেলিত এবং সে কোথায় আছে তাহা ভীড়ের মধ্যে অনুমান করিতে পারিত না, তখন সে আবার তাহার বল্লম উপরে উঠাইয়া ধরিয়া অনুচরদিগকে স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করিত, আর তাহার পশ্চাৎবর্তীরা তাহার পিছনে চলিত। পরিশেষে আলী ইবন আবী তালিব (রা) এই দুর্ধর্ষ শত্রুসেনার উপর কঠিন আক্রমণ চালাইয়া তাহাকে হত্যা করেন (তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ১৩৭; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৭)।

হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসলিম বাহিনী নির্বিঘ্নে হুনায়ন রণাঙ্গনে পৌছিয়া শত্রুদের সহিত লড়াই শুরু করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করে। পরাভূত শত্রুবাহিনী মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের সামনে টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করে। শূন্য ময়দানে শত্রুদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের প্রতি মুসলিম সৈন্যগণ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করিতে যাইয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। আরও বহু শত্রুসৈন্য যে গিরিপথের সংকীর্ণ স্থানে আত্মগোপন করিয়া ছিল তাহা তাহারা মোটেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। মুসলমানদিগকে ছত্রভঙ্গ ও অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখিতে পাইয়া আত্মগোপনকারী শত্রুরা গিরিপথ হইতে বাহির হইয়া অকস্মাৎ বৃষ্টির ন্যায় মুসলমানদের উপর তীর বর্ষণ করিতে শুরু করে। মুসলমানগণ এই অতর্কিত আক্রমণ সামলাইতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইল। বিশিষ্ট সাহাবী বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বলেন, আমরা যখন শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলাম তখন তাহারা পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। যখন আমরা গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম তখন তাহারা আবার সম্মুখে আসিয়া তীর বর্ষণ করিতে শুরু করিল (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৭)।

আনাস (রা) বলেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) (প্রায়) একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ রহিলেন। আর মুসলমানগণ সকলেই যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২১)। বারাআ ইবন আযিব (রা) বলেন, আবূ সুফ্‌য়ান ইবন হারিছ ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খচ্চরের লাগাম ধরিয়া তাঁহার সাথে ছিলেন (সহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৭)। 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি ও আবূ সুফ্‌য়ান এক মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গ ত্যাগ করি নাই (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৯)।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, সেই দিন মাত্র এক শতজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও অটল ছিলেন (আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি', ১খ., পৃ. ২৯৮)। আবূ নু'আয়ম বলেন, ত্রিশের কিছু বেশী মুহাজির এবং অবশিষ্ট আনসার, মোট এক শতজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত যুদ্ধে অটল ছিলেন (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ২২)।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বার হাজার মুসলিম সৈন্যের মধ্যে মাত্র এক শতজন সৈন্য রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকা অনেকটা না থাকারই শামিল। এইজন্যই আনাস (রা) বলিয়াছেন, শুধু একাকী রাসূলুল্লাহ্ (স) যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণে ছত্রভঙ্গ মুসলিম সৈন্যগণ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছিল তাহা বলা মুশকিল। সুতরাং যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ছিলেন তাহারাও একত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন না। কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (স) একাই যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন, যুদ্ধের ময়দানে একা থাকিবার অর্থ এই যে, অবশিষ্ট যাহারা তাঁহার সহিত রণক্ষেত্রে অটল ছিলেন তাহারা ছিলেন তাঁহার পশ্চাতে (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৪৪)।

উল্লিখিত সংকটাপন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) যে তেজোদীপ্ততা, সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নযির সত্যিই বিরল। মুসলিম বাহিনীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা ও দৌড়-ঝাপের মুখে হযরত মুহাম্মাদ (স) যুদ্ধেক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ অটল ও সুদৃঢ়। তিনি নির্ভীক চিত্তে স্বীয় খচ্চরকে আগে বাড়াইয়া শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবূ সুফ্য়ান ইবনুল হারিছ তাঁহার খচ্চরের লাগাম ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেনঃ

انا النبى لا كذب + انا ابن عبد المطلب.

"আমি সত্যই নবী, মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র" (সহীহ আল-বুখারী, ১খ, পৃ. ৪০১; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৬৪)।

ইমাম মুসলিম যাকারিয়া ইবন আবী যাইদা-এর সূত্রে, তিনি আবূ ইসহাক হইতে এবং তিনি বারাআ ইবন 'আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) নিচে নামিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ঃ

"আমি সত্য নবী মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। হে আল্লাহ! আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন" (সহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১০১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২৭)।

আবূ কাতাদা (রা) বলেন, যখন মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপদ হইতে লাগিল, তখন আমি দেখিতে পাইলাম এক কাফির একজন মুসলমানের বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া আছে। আমি পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া কাফির লোকটির কাঁধের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করিলাম। লৌহ বর্ম ছিন্ন করিয়া তরবারি তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সে ফিরিয়া আমাকে এমনভাবে আকড়াইয়া ধরিল যে, আমার প্রাণবায়ু বাহির হওয়ার উপক্রম হইল। কিন্তু একটু পরে সে ভূপাতিত হইল। এমন সময় আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখিতে পাইয়া মুসলমানগণের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্র হুকুম যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে (সহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৮)।

আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা না করিয়া সংখ্যাধিক্যের জন্য মুসলমানদের গর্ব ও অহংকার এই সাময়িক পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। ইহা ছাড়া আরও কিছু কারণ এই পরাজয়ের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। যদিও সকল কার্য আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় এবং তাঁহার নির্দেশেই সংঘটিত হয়, তথাপি প্রত্যেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন না কোন বাহ্যিক কারণ অবশ্যই সৃষ্টি করিয়া দেন। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমান সৈন্যদের গর্ব-অহংকার ছাড়াও আরও যেই সকল কারণে এই পরাজয় হইয়াছিল মোটামুটিভাবে তাহা হইল ঃ

মক্কা হইতে যেই দুই হাজার নওমুসলিম এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে তখনও ইসলামের মূল শিক্ষা, চেতনা এবং দীনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যবোধ সুদৃঢ় হয় নাই। ধর্মের চেয়ে জীবনই ছিল তাহাদের নিকট অধিক প্রিয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই গনীমতের সম্পদ প্রাপ্তির লোভেই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। আবার কিছু সংখ্যক লোক অমুসলমানও ছিল। মহিলা সাহাবী উম্মু সুলায়ম (রা) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে এই বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মক্কা বিজয়ের দিন আপনি যাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমাদিগকে বাদ দিয়া শুধু তাহাদিগকে হত্যা করুন। কারণ ইহারাই আপনাকে পরাজিত করাইয়াছে (সহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১১৬)।

ইমাম নববী (র) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, হুনায়ন প্রান্তর হইতে সকল মুসলমান পলায়ন করে নাই। মক্কার কপট নও-মুসলিমগণ এবং যেই সমস্ত পৌত্তলিক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহারাই প্রথমে পলায়ন করিতে শুরু করে। আর আকস্মিক পরাজয়ের কারণ এই ছিল যে, মক্কাবাসী নওমুসলিমগণের অনেকের অন্তরেই তখন ঈমান সুদৃঢ়ভাবে স্থান লাভ করে নাই। তাহারা গোপনে মুসলমানদের পরাজয়ই কামনা করিত। আবার গনীমতের মাল পাওয়ার লোভে তাহাদের সঙ্গে অনেক মহিলা এবং বালকও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। শত্রুগণও চতুর্দিক হইতে বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল (ইমাম নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ১০০; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮০৮)।

সীরাত ইব্‌ন হিশামে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, উম্মু সুলায়ম বিন্‌ত মিলহান (রা) তাঁহার স্বামী আবূ তালহা (রা)-এর সহিত রণাঙ্গনে আসিয়াছেন। তিনি স্বীয় কোমরে একটি চাদর জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তখন আবূ তালহার সন্তান "আবদুল্লাহ্" তাঁহার গর্ভে। আবূ তালহার উট তিনি সামলাইয়া নিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার আশংকা হইতেছিল যে, সম্ভবত তাহার উট তাহার অনুগত থাকিবে না। এইজন্য উটের মাথা নিকটে টানিয়া ধরিয়া তাঁহার হাত নাকে বাঁধা রশির সাথে উটের নাকের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, উম্মু সুলায়ম নাকি? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে ছাড়িয়া যাহারা পলায়ন করিবে আমি তাহাদিগকে হত্যা করিব যেমনিভাবে আপনি

হত্যা করিবেন আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রুদিগকে। কেননা তাহারা ইহারই যোগ্য পাত্র। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! আল্লাহ্ তা'আলাই কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট নহেন (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৬; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৯; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী (উর্দু), পৃ. ৫৩২)।

উম্মু সুলায়ম (রা)-এর সহিত একটি খঞ্জর ছিল। স্বামী আবূ তালহা (রা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! এই খঞ্জর কিজন্য আনিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিলেন, কোন পৌত্তলিক যদি আমার পাশ দিয়া অতিক্রম করে তাহা হইলে এই খঞ্জরের দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিব (সীরাতে ইবন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৯৬-৯৭; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৯)। আবূ তালহা (রা) বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি শুনিতে পাইতেছেন, রাগান্বিত উম্মু সুলায়ম কী বলিতেছে (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ, পৃ. ৯৭)?

আবূ তালহা (রা) একাই এই যুদ্ধে বিশজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র-সামগ্রী ছিনাইয়া লন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২৬; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৯)। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে উক্ত হইয়াছে ঃ

كان اول من انهزم الطلقاء مكرا منهم وكان ذلك سببا لوقوع الخلل.

"সর্বপ্রথম মক্কাবাসী নওমুসলিম ও পৌত্তলিকগণ চক্রান্ত করিয়া পরাজিত ও পশ্চাদপদ হয়। এই কারণেই মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ও পরাজয় দেখা দেয়" (রূহুল মা'আনী, ১০খ., পৃ. ৬৬)।

মুসলিম বাহিনীর অনেকেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে উদ্যত হইল তখন মক্কার নও-মুসলিম ও পৌত্তলিকগণ মুসলমানদিগকে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব বলিলেন, ইহারা পলাতকের দল, সমুদ্রোপকূলে না পৌঁছা পর্যন্ত তাহাদের এই পশ্চাৎপদতা ও দৌড়াদৌড়ি আর থামিবে না (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৮১; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৫; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৭)। তাহার এই কথা শুনিয়া আবূ মাকীত নামে একজন সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে হত্যার ব্যাপারে যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিষেধাজ্ঞা না শুনিতাম তবে অবশ্যই তোমাকে আমি হত্যা করিতাম (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯১০)।

কালাদা ইবনুল হাম্বল নামে জনৈক মক্কাবাসী বলিল ঃ الا بطل السحر اليوم "আজ জাদু বাতিল হইয়া গিয়াছে"। কালাদার এই কথা শুনিয়া তাহার ভাই সাফওয়ান ইবন উমায়্যা তাহাকে শাসাইয়া বলিলেন, "চুপ কর, তোমার মুখে ছাই পড়ুক! আল্লাহ্ শপথ! হাওয়াযিনদের শাসন কর্তৃত্ব অপেক্ষা যে কোন কুরায়শ ব্যক্তির শাসন আমার নিকট অধিক শ্রেয়" (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৪; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৭;

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২৫)। লোকজন যখন পরাস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিল তখন মালিক ইব্‌ন আওফ নিজ অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া তাহার উদ্দীপক কবিতায় বলিলঃ

اقدم محاج انه يوم نكر + مثلى على مثلاك يحمى ديكر.

হে আমার অশ্ব মুহাজ! তুই আগাইয়া চল। আজ ভীতিপ্রদ যুদ্ধের দিন। আমার মত লোক তোমার মত ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াই এমন দিনে আত্মরক্ষা করে এবং আক্রমণের উপর আক্রমণ চালাইয়া যায়।

إذا اضيع الصف يوما والدبر + ثم احزالت زمر بعد زمر.

যুদ্ধের দিনে যখন সারিসমূহ ভাঙ্গিয়া যায়, অতঃপর দলের পর দল, বাহিনীর পর বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

كتائب يكل فيهن البصر + قد اطعن الطعنة تقذى بالسبر

সেই বিশাল বাহিনীসমূহ যাহা দেখিয়া চক্ষু রীতিমত ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়ে। আমি তাহাদেরকে বল্লম নিক্ষেপে এমনভাবে গভীর ক্ষতে আহত করি যে, তাহা (ক্ষত) দেখিবার জন্য এবং ক্ষত সারাইবার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয়।

حين يذم المستكين المنجحز + واطعن النجلاء تعوى وتهر

যখন পালাইয়া ঘরের কোণায় আশ্রয় গ্রহণকারী পরাভূতদের নিন্দাবাদ করা হইয়া থাকে, এমন সময় আমি এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টিকারী আঘাত হানি, যাহা হইতে রীতিমত আওয়ায বাহির হইতে থাকে।

لها من الجوف رشاش منهمر + تعهق تارف وحيتا تنفجر

সেইসব ক্ষত হইতে প্রবহমান রক্তের ফোয়ারা বাহির হয়। কখনও বা সেইসব ক্ষত ফাটিয়া যায়, আবার কখনও তাহা প্রবাহিত হয় অর্থাৎ উহা হইতে রক্ত-পূঁজ প্রভৃতি গড়াইয়া যায়।

وثعلب العامل فيها منكر + يا زيد يا بن همهم اين تفر

বল্লমের ভাঙ্গা ফলা সেইসব ক্ষতের মধ্যে রহিয়া যায়। আর তখন আমরা ডাকিয়া ডাকিয়া এইরূপ বলি, হে যায়দ! হে ইব্‌ন হামহাম! তোমরা কোথায় পালাইয়া যাইতেছ?"

قد نفد الضرس وقد طال العمر + قد علم ابيض الطويلات الخمر

পেষণ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বয়স অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দোপাট্টা পরিধানকারিনী মনোহারিণী নারীরা সম্যক অবগত।

انى فى امثالها غير غمر + اذ تخرج الحاصن من تحت الستر

যখন সতীসাধ্বী নারীদের পর্দা ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইতে হয়, তখনও আমি এমনতর যখম দ্বারা ঘায়েল করিবার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বা আত্মভোলা প্রতিপন্ন হই না (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৬-৯৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, শায়বা ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবী তালহা আমার নিকট বর্ণনা করেন, আর তিনি ছিলেন আবদুদ-দার গোত্রের সদস্য, আমি মনে মনে বলিলাম, আজই আমার মুহাম্মাদ-এর নিকট হইতে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ।

উল্লেখ্য যে, তাহার পিতা উহুদের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের হাতে নিহত হইয়াছিল। সে বলিল, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করিব। অতঃপর আমি মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁহার চারিপাশে ঘুরিতে লাগিলাম। ইহার পর কী যেন আসিয়া আমার সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করিল। এমন কি তাহা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে আর মুহাম্মাদকে হত্যা করা সম্ভব হইল না। আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, আমাকে এই কাজ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৪; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৮)।

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা-এর বর্ণনামতে, শায়বা ইবন উছমান বলেন, আমি মুহাম্মাদ-কে হত্যা করিয়া কুরায়শদের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলাম। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, নিখিল বিশ্বের সমস্ত লোকও যদি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয় তথাপি আমি কখনও তাঁহার অনুসরণ করিব না। যখন মুসলিম বাহিনীতে বিশৃংলা দেখা দিল তখনই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ মনে করিলাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হত্যা করিবার অভিলাষে কোষমুক্ত তরবারি উঠাইয়া আমি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলাম। এমন সময় হঠাৎ ভীষণ এক অগ্নি বিদ্যুৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তরবারি ছাড়িয়া দিয়া উভয় হাতে স্বীয় চক্ষুদ্বয় চাপিয়া ধরিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ শায়বা! তুমি আমার কাছে আস। আমি তাঁহার কাছে গেলে তিনি আমার বক্ষে তাঁহার মুবারক হাত রাখিয়া বলিলেন ঃ শায়বা! তুমি শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ কর। সেই সময় আমার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে রক্ষা করিবার জন্য আমার প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। এমনকি ঐ সময় আমার পিতাও যদি সম্মুখে আসিত তবে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার মাথায় তরবারির আঘাত হানিতেও আমি দ্বিধাবোধ করিতাম না (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৬৫)।

যুদ্ধশেষে যখন আমি তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য আমার মন-প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই আমি তাঁহার তাঁবুতে গেলাম। তিনি

একাই তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ শায়বা! তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা অপেক্ষা ইহাই উত্তম যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য পছন্দ করিয়াছেন। অর্থাৎ তুমি আমাকে হত্যা করিতে চাও আর আল্লাহ্ চাহেন তুমি মুসলমান হও। সুতরাং মুসলমান হওয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক। অতঃপর আমি যে পণ করিয়াছিলাম তিনি তাহা সবিস্তৃত খুলিয়া বলিয়া দিলেন। তখন আমি মুসলমান হইয়া গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) সমীপে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৬৫; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮১০)।

যখন মুসলিম বাহিনীর অনেকেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদাপসরণ করিতে লাগিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) এই পরিস্থিতি অবলোকন করিয়া সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেনঃ این ایها الناس "হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাইতেছ ? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই আহবান তাঁহারা স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইতেছিল না (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৫)।

সেই সময় আবূ সুফয়ান ইব্ন হারিছ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাদা খচ্চরের লাগাম ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ খচ্চরটি ফারওয়া ইব্ন নুফাছা আল-জুযামী রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে উপহারস্বরূপ দিয়াছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২৯)। হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খচ্চরের রেকাব ধরিয়া উহাকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই কারণে খচ্চরকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, উহা যেন দ্রুত গতিতে আগাইয়া না যায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার চাচা আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, তিনি যেন মুসলিম সৈন্যদিগকে উচ্চস্বরে আহ্বান জানান। 'আব্বাস (রা) ছিলেন যেমনি বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী, তেমনি তাঁহার কণ্ঠস্বরও ছিল অত্যন্ত সুউচ্চ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথামত অতি উচ্চকণ্ঠে মুসলিম সৈন্যদিগকে আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, ওহে বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ! তোমরা কোথায় আছ? আব্বাস (রা) বলেন, আমার উচ্চ কণ্ঠ শ্রবণ করামাত্র তাঁহারা এমনভাবে ফিরিয়া আসিলেন, বাচ্চার ডাক শুনিয়া গাভী যেমন ফিরিয়া আসে এবং আহবানের প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, লাব্বায়ক, লাব্বায়ক (আমরা হাযির, আমরা হাযির)।

ইহার পর শুরু হইল আনসারদের প্রতি আহ্বান। আব্বাস (রা) উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কোথায়, দ্রুত আগাইয়া আস। আনসারদের উদ্দেশ্যে উচ্চকিত এই আহ্বান বানূ হারিছ ইব্ন খাযরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। এইদিকে মুসলিম সৈন্যগণ যেই গতিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক একই গতিতে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৬)।

তাঁহাদের তেজস্ক্রিয় তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া বহু শত্রুসেনা প্রাণ হারাইতে লাগিল। মুসলিম বীর সৈন্যগণ তাঁহাদের অসাধারণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন। মুসলিম

বাহিনীর এই প্রচণ্ড আক্রমণ দর্শন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) চরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত বলিলেন ঃ الان حمى الوطيس "এতক্ষণে যুদ্ধ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৩১; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৬; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সককালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮১১)।

যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) স্বীয় খচ্চর হইতে অবতরণ করিয়া যমিন হইতে এক মুষ্টি ধুলা মাটি লইয়া شاهت الوجوه "মুখমণ্ডলগুলি বিকৃত হউক" বলিয়া কাফিরদের প্রতি নিক্ষপ করিলেন। আল্লাহ্র অসীম কুদরতে শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্যের চক্ষে সেই ধুলা পতিত হইল। ইহার পর হইতে তাহাদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হইতে থাকে এবং তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যায়। ফলে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদগমন করিতে বাধ্য হয় (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৩০; হাদ্দুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফী সীরাতিন নাবীয়্যিল মুখতার, ২খ., পৃ. ৬৮২)।

ইবনুল আছীর-এর বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ্ (স) 'দুলদুল ' নামক খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। তিনি তাঁহার খচ্চরকে মাটিতে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। খচ্চর তাহার পেট মাটির সাথ লাগাইলে তিনি এক মুষ্টি ধুলা মাটি লইয়া কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন (তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ২৬৪)।

আল্লামা তাবারী আর একটু বর্দ্ধিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, ধুলা মাটি নিক্ষেপকালে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন ঃ حم لا ينصرون "হা-মীম, তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।" অতঃপর মুশরিকগণ পশ্চাদগমন করিল। অথচ তাহাদের প্রতি তীর, তরবারি, বল্লমের দ্বারা তেমন আঘাত করিতে হইল না (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৫০)।

হাওয়াযিনদের সেই পতাকাবাহী লোকটি যখন মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তাহার ধ্বংসযজ্ঞ চালাইয়া যাইতেছিল তখন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) এবং একজন আনসার সাহাবী তাহাকে হত্যা করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইলেন। পরিকল্পনা মুতাবিক আলী (রা) লোকটির পশ্চাত দিক হইতে আসিয়া তাহার উটের পিছনের দুইটি পা কাটিয়া ফেলিলেন। ফলে উটটি উহার নিতম্বের উপর পড়িয়া গেল। সাথে সাথে আনসার সাহাবী লোকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি তাহার পায়ের উপর তরবারি দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেই লোকটির পায়ের গোছা ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অতঃপর সে তাহার বাহন হইতে নিচে পড়িয়া গিয়া নিহত হইল (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৫-৯৬)।

জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা) বলেন, এই যুদ্ধে লোকজন সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মুসলমানদের তুমুল আক্রমণে শত্রুবাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ্র শপথ! শত্রুপক্ষীয় যেই লোক একবার পরাজিত হইয়া পালাইয়াছে সে পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে ফিরিয়া

আসিবার সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য মুসলমানদের নিকট ধৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) একবার আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যুদ্ধের বিভীষিকাময় মুহূর্তে যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটে থাকিয়া চরম ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের একজন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর হইতে একজন পূর্ণ নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে পরিগণিত হন। যুদ্ধের সেই কঠিন মুহূর্তে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খচ্চরের জিনের পিছনের অংশ ধরিয়া রাখিয়া ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হে? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি আপনার মায়েরই সন্তান ইয়া রাসূলাল্লাহ (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৬)। আসলে ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁহার দাদীর পৌত্র। আরবী বাক্ধারায় এইরূপ লোককে নিজের মায়ের সন্তান বলিবার প্রচলন ছিল বিধায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাক্র আমার নিকট আবূ কাতাদা আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার এমন কতক বন্ধু আমার নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যাহাদিগকে অসত্য বক্তব্যের জন্য আমি অভিযুক্ত করিতে পারি না। তাহারা বানূ গিফারের আযাদকৃত গোলাম নাফে'-এর সূত্রে বলেন যে, আবূ কাতাদা (রা) বলিয়াছেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন আমি দুই ব্যক্তিকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। ব্যক্তিদ্বয়ের একজন ছিলেন মুসলমান এবং অপরজন মুশরিক। এমন সময় আমি লক্ষ্য করিলাম যে, অপর এক মুশরিক আসিয়া তাহার অপর মুশরিক ভাইকে মুসলমান যোদ্ধার বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। তখন আমি অগ্রসর হইয়া তাহার হাত কাটিয়া দিলাম। সে তাহার অপর হাত দিয়া আমার গলা চাপিয়া ধরিল। আল্লাহ্র কসম! সে আমাকে কোন মতেই ছাড়িতেছিল না, এমনকি আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। সে আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবার মত অবস্থার সৃষ্টি করিল। রক্তক্ষরণ যদি তাহাকে নিঃশেষিত না করিয়া ফেলিত তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এমন সময় সে হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর আমি তাহাকে আরেকটি আঘাত করিয়া হত্যা করিলাম। ইহার পর আমার অবস্থা এতই দুর্বল হইয়া পড়িল যে, আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলাম না। ঠিক এমন সময় জনৈক মক্কাবাসী আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে গিয়া নিহত সৈন্যটির দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করিল। যুদ্ধ শেষ হইলে আমরা শত্রুদের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা করিলেন ঃ من قتل قتيلا فله سلبه "যেই ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির বাহিনীর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে সেই হইবে তাহার নিকট হইতে লব্ধ দ্রব্য-সামগ্রীর অধিকারী।" অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমি যুদ্ধে প্রতিপক্ষ এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি। নিহত ব্যক্তির নিকট যথেষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী ছিল। কিন্তু তখন আমি নিতান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কে তাহা উঠাইয়া নিয়া গিয়াছে তাহা আমার জানা নাই। তখন মক্কাবাসী এক

ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে সত্যই বলিয়াছে। ঐ নিহত শত্রু সৈন্যের দ্রব্য-সামগ্রী আমার নিকট আছে। আপনি এই দ্রব্যগুলি আমার নিকট থাকিবার ব্যাপারে তাহাকে সম্মত করাইয়া দিন।

তখন আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! তাহা কখনও হইতে পারে না। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে সম্মত করিবেন না। আল্লাহ্র সিংহদের মধ্যকার একজন সিংহ যে তাঁহারই দীনের হিফাযতের জন্য যুদ্ধ করে, তুমি তাহার প্রাপ্যে ভাগ বসাইতে চাহিতেছ? তাহার হাতে নিহত শত্রুর দ্রব্যসামগ্রী তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও। তখন রাসূলল্লাহ্ (স) বলিলেন, আবূ বাক্র ঠিকই বলিয়াছেন। তুমি তাহার প্রাপ্য তাহাকে ফিরাইয়া দাও। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলাম। অতঃপর উহা বিক্রয় করিয়া একটা খেজুর বাগান খরিদ করিলাম। ইহাই ছিল আমার ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম সম্পদ (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৮-৯৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩২৮; সীরাতু মুহাম্মাদিয়্যা, তরজমা মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৫৫২)।

ইবন ইসহাক বলেন, আবূ ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আমার নিকট বলেন যে, জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা)-এর সূত্রে তাঁহার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, শত্রু সম্প্রদায়ের পরাজয়ের প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনী যখন প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধরত, তখন দেখিলাম আসমান হইতে কাল চাদরের ন্যায় কী যেন নামিয়া আসিতেছে। শেষ পর্যন্ত উহা আমাদের এবং শত্রুবাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে পতিত হইল। আমি তাকাইয়া দেখিলাম অসংখ্য কাল রং-এর পিপঁড়া সমস্ত প্রান্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন আমার মনে আর কোন সংশয় থাকিল না যে, ইহারা আল্লাহ্র ফেরেস্তা। অতঃপর শত্রুসৈন্যদের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত তাহারা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, প্রান্তর ছাড়িয়া চলিয়া যান নাই (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৯৯; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৯)।

ইবন ইসহাক বলেন, হুনায়নের মুশরিক বাহিনী যখন পরাজিত হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) কে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর বিজয় দান করিলেন, তখন জনৈকা মুসলিম মহিলা নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করিলেনঃ

قد غلبت خيل الله خيل اللات + الله احق بالثبات

"লাত প্রতিমার অশ্বারোহী দলের উপর আল্লাহ্র অশ্বারোহী দল বিজয় লাভ করিয়াছে। আর আল্লাহ্ই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তা হইবার অধিকতর যোগ্য "(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২খ., পৃ. ৩৩৩)।

ইব্ন হিশাম বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী আমার নিকট উক্ত পংক্তিটি এইভাবে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছেনঃ

قد غلبت خيل الله خيل اللات + وخيله احق بالثبات

"লাত দেবতার অশ্বারোহীর উপর আল্লাহ্র অশ্বারোহী দল বিজয় লাভ করিয়াছে। আর আল্লাহ্র বাহিনী সুদৃঢ় থাকিবার অধিকতর যোগ্য" (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০০)।

হুনায়নের যুদ্ধে জিবরাঈল (আ)-এর উপস্থিতি সম্পর্কে আল-ওয়াকিদী মা'মার ইব্ন রাশেদ-এর সূত্রে, তিনি যুহরী হইতে, তিনি উরওয়া হইতে এবং তিনি উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'আয়েশা (রা) বলেন, হারিছা ইব্ন নু'মান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কানে কানে কথা বলিতেছিলেন। হারিছা (রা) তাঁহাদের উভয়কে সালাম দিলেন। ইহার কিছু সময় পর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি ঐ লোকটিকে দেখিয়াছ? হারিছা (রা) বলিলেন, হাঁ, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি কে তাহা আমি চিনিতে পারি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তিনি জিবরাঈল (আ)। তিনি তোমার সালামের জবাব দিয়াছেন (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯০১)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, জিবরাঈল (আ) যুদ্ধের ময়দানে বিচরণ করিতেছিলেন। হারিছা ইব্ন নু'মান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! তিনি কে ? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ হারিছা ইব্ন নু'মান। অতঃপর জিবরাঈল (আ) বলিলেন, তিনি হুনায়নের ময়দানে ধৈর্য ধারণকারী আশি জন মুসলিম সৈন্যের একজন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে জান্নাতে রিযিক দানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন, যাহাদিগকে এবং যাহাদের পরিজনদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে রিযিকদানের যিম্মাদারি গ্রহণ করিয়াছেন, আবূ সুফয়ান ইব্নুল হারিছ (রা) তাহাদের একজন (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯০১-৯০২)।

পশ্চাদগামী মুসলিম সৈন্যগণ যখন ফিরিয়া আসিলেন এবং তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মুসলমানগণ মুশরিকদের সন্তান-সন্ততিদিগকেও হত্যা করিবার ব্যাপারে তৎপর হইয়া উঠিলেন। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, জাতির এই কি অবস্থা যে, তাহারা শিশুদিগকে পর্যন্ত হত্যার আওতাভুক্ত করিয়াছে? সাবধান! তোমরা শিশুদিগকে হত্যা করিও না। এই কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা কি মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি নয়? রাসূলুল্লাহ্ (স) উত্তরে বলিলেন, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি কি তোমাদের উৎকৃষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত নয়? প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (সত্য ধর্মের) উপর বহাল থাকে। অতঃপর তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহূদী বানায় কিংবা নাসারা বানায় (কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৯০৪-৯০৫; আরও দ্র. তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৫০)।

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে, যখন হাওয়াযিন গোত্রীয়দের পরাজয় হইল তখন তাহাদের বানূ মালিকের শাখাগোত্র ছাকীফ কবীলার হত্যাযজ্ঞ চলিল। তাহাদের মধ্য হইতে সত্তর ব্যক্তি তাহাদের পতাকাতলে নিহত হয়। 'উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রবী'আ ইব্ন হারিছ ইব্ন

হযরত মুহাম্মদ (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮০৩ হইতে গৃহীত।

হাবীব ছিল নিহতদের একজন। তাহাদের পতাকা ছিল যুল-খিমার তথা আওফ ইব্ন রাবী'-এর হাতে। সে যুদ্ধে নিহত হইলে উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ পতাকা ধারণ করে। এই পতাকাবাহী অবস্থায় সেও যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বলিলেন ঃ

أبعده الله فانه كان يبغض قريشا.

"তাহার প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত। কেননা সে কুরায়শদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল" (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০০; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ, পৃ. ৩৪৯-৩৫০)।

আল-ওয়াকিদী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইয়া'কূব ইব্ন 'উতবার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ছাকীফ গোত্রীয় উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ কিছু সংখ্যক অশ্ব, ক্রীতদাস এবং কতিপয় মিত্র লোকসহ হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মিত্র এবং কতিপয় ক্রীতদাস তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হয়। সেই সাথে তাহার এক খৎনাবিহীন খৃস্টান ক্রীতদাস যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত তালহা (রা) ছাকীফ গোত্রের নিহতদের পোশাক-পরিচ্ছদ তাহাদের দেহ হইতে খুলিয়া ফেলিতেছিলেন। ঐ ক্রীতদাসটির পোশাক খুলিতে গিয়া তিনি দেখিতে পান যে, সে খৎনাবিহীন। তখন তালহা (রা) চীৎকার করিয়া বলিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, ছাকীফ গোত্রের লোকজন খৎনা করে না। মুগীরা ইব্ন শু'বা বলেনঃ আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। আমার আশংকা হইল যে, এই ব্যক্তি আরবদের মধ্যে আমাদিগকে অপমানিত করিয়া ছাড়িবে। তখন আমি বলিলাম, দোহাই তোমার! আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হউক, এমন কথা বলিও না। খৎনাবিহীন এই লোকটি আমাদের এক খৃস্টান ক্রীতদাস। অতঃপর আমি ছাকীফ গোত্রীয় অন্যান্য নিহতদের কাপড় খুলিয়া তাহাকে দেখাইতে লাগিলাম এবং বলিলাম, দেখ, ইহাদের প্রত্যেকেই খৎনা করা লোক। বলা হইয়া থাকে যে, নিহত সেই খৃস্টান ক্রীতদাসটি ছিল যুল-খিমারের। সে তাহার মনিবের সাথেই ঐ দিন যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯১১; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৫০)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আহলাফ তথা মিত্র বাহিনীর পতাকা ছিল কুরায়ব ইব্ন আসওয়াদের হাতে। তাহারা পরাস্ত হইলে সে তাহার হাতের পতাকাটি একটি বৃক্ষের সহিত ঠেস দিয়া রাখিয়া পালাইয়া যায়। সেইসঙ্গে তাহার চাচাত ভ্রাতাগণ এবং গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকজনও পালাইয়া যায়। ফলে আহলাফ তথা মিত্রদলসমূহের মধ্যকার দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই মারা যায় নাই। নিহত ব্যক্তিদ্বয় হইল গায়রাহ্ গোত্রের ওয়াহ্হাব এবং বানূ কুব্বাহ্ গোত্রীয় জাল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (স) জাল্লাহ্-এর নিহত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, অদ্য বানূ ছাকীফের যুবককুল শিরোমণি নিহত হইল। তবে ইব্ন হানীফা মতান্তরে ইব্ন হুনায়দার পুত্রটি অবশিষ্ট

থাকিল। ইহার দ্বারা হারিছ ইব্‌ন উয়ায়সকে বুঝানো হইয়াছে (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০১; তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৫০)।

কুরায়ব ইব্‌ন আসওয়াদের ভ্রাতৃদিগকে রাখিয়া পলায়ন এবং যুল-খিমার কর্তৃক তাহার গোত্রীয় জনগণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস নিম্নের কবিতাগুলি আবৃত্তি করেন ঃ

الا من مبلغ غيلان عنى + وسوف أخال يأتيه الخبير

এইরূপ কোন ব্যক্তি আছে কি যে গায়লানকে আমার বার্তা পৌছাইয়া দিবে? আমার ধারণা শীঘ্রই অবহিত ব্যক্তি তাহার নিকট পয়গাম পৌছাইবে।

وعروة إنما أهدى جوابا + وقولا غير قولكما يسير

তৎসঙ্গে উরওয়াকেও। আর তোমাদিগকে আমি এমন একটি জওয়াব উপহার দিব, যাহা হইবে চিরন্তন এবং তোমাদের উভয়ের বক্তব্য হইতে স্বতন্ত্র।

بان محمدا عبد رسول + لرب لا يضل ولا يجور

আর তাহা হইতেছে মুহাম্মাদ (স) বিশ্বপ্রভুর বার্তাবাহক গোলাম, তিনি সঠিক পথ হইতে বিভ্রান্ত হন না এবং কাহারও প্রতি যুলুমও করেন না।

وجدناه نبيا مثل موسى + فكل فتى يخابره محير

আমরা তাঁহাকে মূসা (আ)-এর ন্যায় নবীরূপে পাইয়াছি। যে কেহ তাঁহার সহিত শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইবে সে পরাজিত হইবে।

وبئس الامر امر بنى قسى + بوج اذ تقسمت الامور

ইয়ুজ উপত্যকায় বানূ কাসসী গোত্রের অবস্থা যখন শতধা বিভক্ত তখন তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌছিল।

اضاعوا امرهم ولكل قوم + امير والدوائر قد تدور

তাহাদের বিষয় তাহারা নস্যাত করিয়া দিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন নেতা থাকে এবং চারিদিক হইতে তাহাদিগকে বিপদ ঘিরিয়া ফেলিল।

فجئنا أسد غابات اليهم + جنود الله ضاحية تسير

বনের সিংহের ন্যায় আমরা তাহাদের পানে অগ্রসর হইলাম। আল্লাহ্‌র সেনাদল প্রকাশ্যে অগ্রসর হইতেছিল।

نؤم الجمع جمع بنى قسى + على حنق نكاد له نطير

আমরা আমাদের সৈন্যদলসমূহ বানূ কাসসীর (হাওয়াযিন) বিভিন্ন বাহিনীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিলাম রাগান্বিত অবস্থায়, যেন আমরা পাখির ন্যায় উড়িয়া চলিতেছিলাম।

واقسم لوهم مكتوا لسرنا + إليهم بالجنود ولم يغوروا

আমি কসম করিয়া বলিতেছি! যদি তাহারা থাকিয়া যাইত তবে আমরা এমন সৈন্যবাহিনী লইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতাম যাহারা তাহাদিগকে পরাস্ত না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিত না।

فكنا اسدا لية ثم حتى + اجناها وأسلمت النصور

অতঃপর আমরা লিয়্যাতে পৌছিয়া সেখানকার সিংহবনে গমন করি এবং তাহা জয় করি, আর সেখানে রক্তপাতকে নিজেদের জন্য বৈধ করিয়া লই। ইহার পর নুসূর গোত্র আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

ويوم كان قبل لدى حنين + فأقلع والدماء به تمور

ইতোপূর্বে হুনায়ন যুদ্ধের এমন একটি দিন অতিবাহিত হইয়াছে যাহাতে তাহাদের মূলোৎপাটন করা হইয়াছে এবং তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করা হইয়াছে।

من الايام لم تسمع كيوم + ولم يسمع به قوم ذكور

উহা ছিল যুদ্ধের দিবসসমূহের মধ্যে এমন একটি দিবস, যাহার কথা তোমরা কোন দিন শুনিতে পাও নাই কিংবা কোন বীর জাতিও ইতোপূর্বে এমন দিনের কথা শোনে নাই।

قتلنا فى الغبار بنى حطيط + على راياتها والخيل زور

আমরা বানূ হুতায়তকে তাহাদের পতাকার কাছে গিয়া হত্যা করি যখন খুবই ধূলাবালি উড়িতেছিল, আর তাহাদের অশ্বগুলিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইতেছিল।

ولم يك ذو الخمار رئيس قوم + لهم عقل يعاقب او نكير

সেই সময়ে যুল-খিমার তাহার সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল না। তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রচেষ্টার তদবিরের শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছিল।

أقام بهم على سنن المنايا + وقد بانت لمبصرها الأمور

সে তাহার গোত্রীয় লোকদেরকে মৃত্যুর পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। অথচ সেই ব্যাপারসমূহ অবগতদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

فافلت من نجا منهم جريضا + وقتل منهم بشر كثير

তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা মৃত্যুর কাছাকাছি এবং তাহাদের অনেক লোককে হত্যা করা হইয়াছে।

ولا يغني الامور أخو التوافى + ولا الغلق الصريرة الحصور

অকর্মণ্য অলস লোকেরা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই সিদ্ধহস্ত হয় না বা করিৎকর্মা প্রতিপন্ন হয় না। দুর্বলচেতারা, যাহারা না করে বিবাহ-শাদী, না মিশে নারীদের সাথে।

أحانهم وحان وملكوه + أمورهم وأفلتت الصقور

সে তাহাদের সকলকে হত্যা করিল এবং নিজেও নিহত হইল। আর তাহাকে লোকজন এমন সংকটময় মুহূর্তে আমীররূপে গ্রহণ করিল যখন বীর যোদ্ধারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল।

بنو عوف تموج بهم جياد + أهين له الفصافص والشعير

আওফ গোত্র, তাহাদের সহিত গর্বিত ভঙ্গিমায় চলে তাহাদের অভিজাত শ্রেণীর অশ্বরাজি, যেইগুলির জন্য তাজা শ্যামল ঘাস ও যবের প্রচুর যোগান রহিয়াছে।

فلولا قارب وبنو أبيه + تقسمت المزارع والقضور.

যদি কারিব ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃ গোত্রের লোকজন না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের জমিজমা ও প্রাসাদসমূহ ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া যাইত।

ولكن الرياسة عمموها + على يمن أشار به المسير

বরং সমস্ত রাজত্ব তাহাদের হাতেই বরকতের জন্য অর্পণ করা হয়, যাহাদের হাতে অর্পণের জন্য ইঙ্গিতকারী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

أطاعوا قاربا ولهم جدود + وأحلام إلى عز تصير

তাহারা কারিবের আনুগত্য করে অথচ সম্মানজনক অবস্থানে পৌছাইয়া দেয়ার জন্য তাহাদের পূর্বপুরুষ ও জ্ঞানবান লোকজন রহিয়াছে।

فإن يهدوا الى الاسلام يلفوا + أنوف الناس ما سمر السمير

যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে যতদিন পর্যন্ত নৈশকালীন গল্পকারীর গল্প বলিবার ধারা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন তাহারা জনগণের নাকস্বরূপ অর্থাৎ মর্যাদার পাত্র হইয়া থাকিবে।

وان لم يسلموا فهم أذان + بحرب الله ليس لهم نصير

আর যদি তাহারা ইসলাম কবুল না করে তাহা হইলে ইহা হইবে তাহাদের আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা এবং এই অবস্থায় তাহাদের কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।

كما حكت بني سعد وحرب + برهط بني غزية عنقفير

ভয়ানক যুদ্ধ যেমনটি বিপর্যস্ত করিয়াছে সা'দ গোত্রকে, তেমনি গাযিয়্যা গোত্রকেও যুদ্ধে বিপর্যস্ত করা হইয়াছে।

كأن بنى معاوية من بكر + الى الإسلام ضائنة تخور

বানূ মু'আবিয়া ইব্ন বাক্র যেমন ইসলামের সামনে গাভীর বাছুর যেইগুলি হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিতেছে।

فقلنا أسلموا إنا أخوكم + وقد برأت من الامن الصدور

এইজন্য আমরা তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, ওহে তোমরা ইসলাম কবুল কর, তাহা হইলে আমরা তোমাদের ভাই, আর আমাদের হৃদয় হিংসা-দ্বেষমুক্ত।

كأن القوم اذا جاءوا إلينا + من البغضاء بعد السلم عور

যখন তাহারা আমাদের নিকট আসিল, তখন সন্ধি হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অন্তরসমূহ বিদ্বেষে অন্ধ ছিল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০০-১০৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৩৪-৩৩৫)।

মুসলমান এবং কাফির সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করে আল্লাহ্র অবারিত সাহায্য, ফেরেশ্তাদের অংশগ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক কাফিরদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপের ফলে কাফিরদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হইতে থাকে এবং তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। বানূ হাওয়াযিন এবং বানূ ছাকীফ দেখিল যে, যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ হইবে না, এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অব্যাহত রাখিলে সকলকে মরিতে হইবে তখন শত্রুদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হইয়া গেল। অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া দ্রুত রণাঙ্গন ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। তাহারা এইরূপ ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন করিতেছিল যে, পিছনের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। তাহারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পদ রাখিয়াই পলায়ন করিল। বানূ ছাকীফের সত্তরজন লোক নিহত হইল এবং তাহাদের সঙ্গে যাহাকিছু সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, মহিলা, শিশু ও গবাদি পশুপাল ছিল সবই গনীমত হিসাবে মুসলিম সৈন্যদের হস্তগত হইল। ইহাই হইতেছে সেই পরিবর্তন যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ . ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ .

"আল্লাহ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিন, যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদিগের কোন

কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদিগের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহাই কাফিরদের কর্মফল" (৯ ঃ ২৫-২৬)।

পরাস্ত হইবার পর শত্রুদের একটি দল তায়েফ অভিমুখে চলিয়া যায়। অন্য একটি দল নাখলার দিকে পলায়ন করে। অধিকন্তু অন্য একটি দল আওতাসের পথ ধরে। রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ আমের আশ'আরী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি দল আওতাসের দিকে প্রেরণ করেন। উভয় দলের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষের পর মুশরিক বাহিনী পলায়নে উদ্যত হয়। দলনেতা আবূ আমের পরাজিতদের একটি দলের নিকট পৌঁছিয়া যান। তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। ঘটনাক্রমে একটি তীর আসিয়া আবূ আমেরের উপর পতিত হয়। আর উহাতেই তিনি শহীদ হন। অতঃপর তাঁহার চাচাতো ভাই আবূ মূসা আশআরী (রা) পতাকা ধারণ করেন এবং শত্রুবাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাতে বিজয় দান করেন এবং মুশরিকদিগকে পরাজিত করেন। দুরায়দের পুত্র সালামা আবূ আমের আশ'আরী (রা)-কে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঐ তীর তাঁহার হাঁটুতে বিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ৪০৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৭; আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৫)।

মুসলিম অশ্বারোহীদের একটি দল নাখলার দিকে ধাবমান মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দুরায়দ ইব্‌ন সিম্মাহকে পাকড়াও করেন যাহাকে রাবী'আ ইব্‌ন রাফে' হত্যা করেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৭)।

এই প্রসঙ্গে ইবন হিশাম বলেন, নাখলায় ছাকীফ গোত্রের গিয়ারা উপগোত্রীয়রা ব্যতীত আর কেহ যায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অশ্বারোহী বাহিনী নাখলাগামী শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু যাহারা পার্বত্য পথে পালাইয়া গিয়াছিল তাহারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে নাই। রাবী'আ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন ইমরাউল কায়স যাহাকে তাহার মাতা দাগিনার নামানুসারে ইবনুদ দাগিনা বলা হইত, এই নামেই সে প্রসিদ্ধ ছিল— ইব্‌ন হিশামের ভাষ্য অনুসারে যাহাকে ইব্‌ন লাযু'আ বলা হইত-সে দুরায়দ ইবন সিম্মাহকে পাকড়াও করিতে সক্ষম হয়। রবী'আ দুরায়দের উটের লাগাম ধরিয়া ফেলে। উহাতে পালকীর মত একটি হাওদা ছিল। তাহার ধারণা ছিল উটটির আরোহী একজন মহিলা। কিন্তু খোঁজ নিয়া দেখা গেল, সে নারী নয়, বরং একজন পুরুষ এবং লোকটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। আসলে সে ছিল দুরায়দ ইবন সিম্মাহ্। দুরায়দ রবী'আকে বলিল, তুমি কি চাও? তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করিতে চাই। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তিনি জবাব দিলেন, আমি রাবী'আ ইব্‌ন রাফে' সুলামী। অতঃপর তিনি স্বীয় তরবারি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল না। দুরায়দ বলিল,

তোমার মা তোমাকে ভাল তরবারি দ্বারা সজ্জিত করে নাই। হাওদার পিছন হইতে আমার তরবারিটি নিয়া আস এবং তাহা দ্বারা আঘাত কর। মস্তিষ্কের নিচে এবং হাড়ের উপরিভাগে আঘাত কর। কেননা আমি এইভাবেই লোকদিগকে হত্যা করিতাম। ইহার পর যখন তোমার মায়ের নিকট যাইবে তাহাকে বলিবে, আমি দুরায়দ ইব্‌ন সিম্মাকে হত্যা করিয়াছি।

আল্লাহ্‌র শপথ! অনেক যুদ্ধে আমি তোমাদের গোত্রের অনেক মহিলাকে রক্ষা করিয়াছি। অতঃপর রবীয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। রবীয়া যুদ্ধের পর বাড়ী ফিরিয়া তাহার মাকে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া শোনান। তাহার মা বর্ণনা শুনিয়া ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি একই দিন তোমার তিন মা অর্থাৎ আমাকে, তোমার দাদী ও নানীকে মুক্ত করিয়াছিলেন (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০৩-১০৪; এইচ. এম. হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, পৃ. ৫৬৬)।

হুনায়নের এই যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্য হইতে উম্মু আয়মান (রা)-এর পুত্র উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই আয়মান ইব্‌ন উবায়দ ইবন যায়দ আল-খাযরাজী, সুরাকা ইব্‌নুল হারিছ এবং রুকায়ম ইবন ছা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইবন লাওযান শাহাদাত বরণ করেন। বানূ নাসর ইব্‌ন মু'আবিয়া এবং বানূ রিবাব-এর অনেক লোকই এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। 'আবদুল্লাহ্‌ ইবন কায়স যিনি বানূ ওয়াহব ইব্‌ন রিবাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, যাহাকে ইবনু আওয়া নামে অভিহিত করা হইত, তিনি বলিতে লাগিলেন, বানূ রিবাবের তো ধ্বংস হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তাঁহাদের জন্য দু'আ করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم اجبر مصيبتهم.

"হে আল্লাহ! তুমি তাহাদের ক্ষতি পোষাইয়া দাও, তাহাদের বিপদের প্রতিবিধান কর" (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫২; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০৬)।

মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত হইবার পর মালিক ইব্‌ন 'আওফ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া একটি গিরিপথে তাহার অশ্বারোহী দলের সম্মুখভাগে গিয়া দাঁড়াইল। সে তাহার অনুগামীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, যতক্ষণ না তোমাদের দুর্বল লোকেরা চলিয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এখানে দাঁড়াও। ততক্ষণে তোমাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহারা আসিয়া তোমাদের সহিত একত্র হইবে। সেইমতে সে নিজেও সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর সেই পরাজিত দুর্বলরা তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়া তাহারা তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩৩৫; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০৬-১১৮)।

ইবন ইসহাক বলেন, আমার নিকট এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, মালিক ইব্‌ন 'আওফ এবং তাহার সঙ্গীরা যখন গিরিপথে দণ্ডায়মান ছিল, তখন সেখানে একটি অশ্বারোহী দলের উদয় ঘটে। সে তাহার সাথীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কী দেখিতে পাইতেছ ? উত্তরে তাহারা

বলিল, আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের জনগণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি যাহারা স্বীয় বল্লম তাহাদের অশ্বরাজির কর্ণসমূহের ফাঁকে রাখিয়াছে এবং তাহাদের জানু প্রলম্বিত। তখন মালিক ইবন আওফ বলিল, তাহারা বনূ সুলায়মের লোকজন। তাহাদের বিষয়ে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। তাহারা আসিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উপত্যকার নিম্ন ভূমির দিকে নামিয়া গেল। অতঃপর তাহাদের ঠিক পশ্চাতে আরেকটি অশ্বারোহী দলের আবির্ভাব ঘটিল। তখন সে তাহার সঙ্গীদিগকে পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কী দেখিতে পাইতেছ? উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা দেখিতেছি এমন এক গোত্রের লোকজনকে যাহারা নিজ নিজ বল্লম তাহাদের অশ্বসমূহের উপর এলোপাতাড়ি রাখিয়া দিয়াছে। মালিক ইব্ন আওফ বলিল, উহারা হইল আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকজন। তাহাদের পক্ষ হইতে তোমাদের কোন ক্ষতির আশংকা নাই। তাহারাও গিরিপথের কাছে আসিয়া সুলায়ম গোত্রীয় লোকজনের পথ ধরিয়া নিচের দিকে চলিয়া গেল।

ইহার পর ঐ স্থানে আরেকজন অশ্বারোহীর আগমন ঘটিল। তখনও সে তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল, তোমরা কী দেখিতে পাইতেছ? তাহারা উত্তরে বলিল, লম্বা জানুবিশিষ্ট একজন অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইতেছি। তাহার বল্লম তাহার কাঁধের উপর লটকানো এবং তাহার মাথায় বাঁধা রহিয়াছে একটি লাল রঙের পট্টি।

সে বলিল, এই লোকটি যুবায়র ইবনুল আওয়াম। সে তখন লাত দেবতার শপথ করিয়া বলিল, এই ব্যক্তি অবশ্যই তোমাদিগকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে। তোমরা তাহাকে প্রতিরোধ কর। যুবায়র যখন গিরিপথের নিকটবর্তী হইলেন তখন তাহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইল। তিনি তাহাদের উপর বল্লম দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত হানিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩৩৬-৭)।

আবূ আমের (রা)-এর শাহাদাত ও তাহার ঘাতকদ্বয়ের নিধন সম্পর্কে ইবন হিশাম বর্ণনা করেন যে, আবূ আমের আশ'আরী (রা) আওতাসের যুদ্ধে এমন দশজন মুশরিকের মুকাবিলা করেন যাহারা ছিল পরস্পর ভাই। তাহাদের একজন প্রথমে আবূ আমেরের উপর আক্রমণ করিলে তিনিও তাহার উপর পাল্টা আক্রমণ করেন। তিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান। কিন্তু সে দাওয়াতে সাড়া না দেওয়ায় তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাহার ব্যাপারে সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তিনি তাহাকে হত্যা করেন। তাহার পর আরেকজন তাহার উপর হামলা চালায়। আবূ আমের (রা) তাহাকেও প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে কবুল না করায় তাহার উপর পাল্টা হামলা চালাইয়া বলিলেন, হে প্রভু! তুমি এই লোকটির বিষয়ে সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাহাকেও হত্যা করিলেন। ইহার পর পর্যায়ক্রমে একের পর এক তাহাদের সকলেই তাঁহার উপর আক্রমণ পরিচালনা করে আর আবূ আমের (রা) একই পদ্ধতিতে প্রত্যেকের সময় উপরিউক্ত বাক্য বলিয়া তাহাদের নয়জনকেই হত্যা করেন।

পরিশেষে তাহাদের দশম ভ্রাতা আবূ আমের (রা)-এর উপর আক্রমণ চালায়। পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহাকেও তিনি প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং পরে "হে আল্লাহ্! তুমি এই লোকটির ব্যাপারেও সাক্ষী থাকিও" বলিয়া তাহার উপর পাল্টা আক্রমণ চালাইলেন। ঐ লোকটি তৎক্ষণাত বলিল, হে আল্লাহ্! আমার ব্যাপারে তুমি সাক্ষী থাকিও না। তখন আবূ আমের তাহাকে হত্যা করা হইতে বিরত রহিলেন। লোকটি নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে পরিগণিত হইল। ইহার পর যখনই রাসূলুল্লাহ্ (স) ঐ লোকটিকে দেখিতেন তখনই বলিতেন ঃ هذا شديد أبى عامر (ঐ যে আবূ আমির-এর তরবারিকে ফাঁকি দিয়া জীবন রক্ষা পাওয়া লোকটি)।

ইহার পরপরই জু'শাম গোত্রের হারিছের দুই পুত্র 'আলা' ও আওফা ভ্রাতৃদ্বয় একযোগে আবূ আমের (রা)-এর উপর তীর নিক্ষেপ করে। একজনের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে এবং অপরজনের তীর তাঁহার হাঁটুতে আসিয়া বিদ্ধ হয়। এই আঘাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০৮; তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, ২খ., পৃ. ১৯১)। রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ আমের (রা)-এর জন্য দু'আ করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم اغفر لابى عامر واجعله من اعلى أمتى فى الجنة.

"হে আল্লাহ্! আবূ আমেরকে তুমি ক্ষমা কর এবং তাহাকে জান্নাতে মর্যাদাশীল শীর্ষস্থানীয় উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কর"।

তাঁহার ভাতিজা আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তিনি ঘাতকদ্বয়ের উপর পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহাদের উভয়কে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ মূসা (রা)-এর জন্যও দু'আ করিয়াছিলেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫২; ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০৮)। অন্য বর্ণনামতে, সালামা ইবন দুরায়দ ইবন সিম্মা কর্তৃক তীর নিক্ষেপের ফলে আবূ আমের (রা) শহীদ হন (আত-তারীখুল কামিল, ২খ., পৃ. ২৬৫)। জু'শাম ইবন মু'আবিয়া গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আবূ আমের (রা)-এর উক্ত ঘাতকদ্বয়ের মৃত্যুতে নিম্নে উল্লেখিত মর্ছিয়া রচনা করেন ঃ

ان الرزية قتل العلاء + وأوفى جميعا ولم يسندا

هما القاتلان ابا عامر + وقد كان ذاهبة اربدا

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك.

هما تركاه لدى معرك + كأن على عطفه محسدا

فلم ترف الناس مثليهما + أقل عثارا وأرمى يدا

"আলা এবং আওফার হত্যাযজ্ঞ একটা সাংঘাতিক মর্মান্তিক ঘটনা। তাহারা উভয়ে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করিল যে, তাহাদের কোন অবলম্বন ছিল না।

তাহারা দুইজনই আবূ আমের-এর হত্যাকারী। আর আবূ আমের ছিলেন এক সুনিপুণ কুশলী অসি চালক যোদ্ধা।

রণক্ষেত্রে তাহারা উভয়ই তাঁহাকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করিল যে, তাঁহার কানে যেন জাফরান মাখা ছিল।

লোকসমাজে তাহাদের ন্যায় মানুষ তুমি দেখ নাই যাহাদের নিপুণ হস্ত তীর চালনায় এবং লক্ষ্যভেদে খুব কমই ভুল করিয়া থাকে" (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ১০৮)।

মহানবী (স)-এর দুধবোন বন্দিনী শায়মা

আল-ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার অশ্বরারোহী দলকে বলিলেনঃ তোমরা যদি বানূ সা'দ ইবন বাক্‌রের বিজাদ (ইবন হিশামের বর্ণনামতে মাজাদ) নামক লোকটিকে পাও তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে গ্রেফতার করিয়া নিয়া আসিবে। সে যেন তোমাদের হাত হইতে পালাইতে না পারে। এই লোকটি একটা মস্তবড় ঘটনা ঘটাইয়াছে। তাহা এই যে, তাহার নিকট একজন মুসলিম ব্যক্তি আসিয়াছিল। সে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে জ্বালাইয়া দিয়াছে। মুসলিম অশ্বরোহী দল তাহাকে গ্রেফতার করিল। সঙ্গে তাহার পরিবার-পরিজন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুধবোন হালীমা (রা)-র কন্যা শায়মা বিন্‌ত আল-হারিছ ইব্‌ন আবদুল উযযাকেও ধরিয়া নিয়া আসিল।

মহানবী (স)-এর দুধবোন শায়মা বিন্‌ত হারিছ তখন বলিলেন, হে লোকসকল! জানিয়া রাখ, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মাদ (স)-এর দুধবোন। মুসলিম সৈন্যগণ তাঁহার কথায় আস্থা আনিতে পারিল না। তাই তাহাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হইল। শায়মা বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার দুধবোন। নবী করীম (স) বলিলেন, ইহার কী নিদর্শন তোমার কাছে আছে? উত্তরে শায়মা বলিলেন, আপনি যে শিশুকালে আমার পিঠে কামড় দিয়াছিলেন উহার আলামত এখনও আমার পিঠে বিদ্যমান। তখন আমি আপনাকে কোলে লইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সময় আমরা আমাদের পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমি দুধপান বিষয়ে আপনার সহিত ঝগড়া করিয়াছিলাম। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন। রাসূলুল্লাহ্ (স) নিদর্শনটি শনাক্ত করিতে সমর্থ হইলেন এবং তিনি যে তাঁহার দুধবোন এই বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন। অতঃপর তিনি তাহার সম্মানার্থে নিজের চাদরটি বিছাইয়া দিলেন এবং উহার উপর তাহাকে বসাইয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি তাঁহার পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে শায়মা বলিলেন, তাহারা এই বৎসরই মারা গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ان أحببت فاقيمى عندنا محبة مكرمة وإن احببت أن ترجعى الى قومك وصلتك رجعت الى قومك.

"যদি তুমি আমাদের নিকট থাকিতে পছন্দ কর তাহা হইলে আমার পক্ষ হইতে তোমার জন্য রহিয়াছে প্রাণঢালা ভালবাসা ও সম্মান। আর যদি তুমি তোমার সম্প্রদায় ও পরিজনদের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও তবে যাইতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই"।

শায়মা বলিলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকটই ফিরিয়া যাইব। অতঃপর তিনি ইসলাম কবুল করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তিনটি গোলাম ও একটি বাঁদী উপহার দেন। গোলামদের একজনের নাম ছিল মাকহূল। শায়মা তাহাকে ঐ বাঁদীর সহিত বিবাহ দেন (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯১৩-৯১৪; ইবন ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, ৪খ., পৃ. ১০০)।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন

হুনায়ন যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকগণের তৃতীয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি তায়েফ-এ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। হাওয়াযিনদের সর্দার মালিকও পলাতক সৈন্যদিগকে লইয়া তায়েফ গমন করে (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪১৭)।

হুনায়নের যুদ্ধে গনীমতরূপে যেই পরিমাণ বন্দী ও মালামাল মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, ইতোপূর্বে আর কখনও এইরূপ গনীমত অর্জিত হয় নাই। গনীমতের মধ্যে ছিল ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারের অধিক ছাগ-মেষ এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য (অর্থাৎ এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম, যাহার পরিমাণ ছয় কুইন্টালের কয়েক কেজি কম)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) গনীমতের এই সকল মাল জি'রানা নামক স্থানে একত্র করিবার নির্দেশ দেন।

তিনি মাস'উদ ইব্ন আমর গিফারী (রা)-কে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তায়েফ অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) গনীমতের মাল বণ্টনকার্যে মনোনিবেশ করেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ., ১৬৮; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫২; হযরত মুহাম্মদ (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮১৪; ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, উর্দূ, পৃ. ৮২২; দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ৮খ., পৃ. ১৩৪)।

গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (স) মুসলমানদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে মুসলিম বাহিনী! গনীমতের মাল হইতে এক-পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত একটি সূঁচ পর্যন্তও গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই। এই পঞ্চমাংশ আমার জন্য নহে; বরং তোমাদেরই জন্য। কারণ এই অংশ হইতে সর্বসাধারণের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বায়তুল মালে জমা রাখা হয় এবং নিঃস্ব, দুস্থ ও অনাথকে ইহা হইতে দান করা হয়। যদি কেহ এই গনীমতের মাল হইতে একটি সূঁচ বা সুতা পর্যন্তও লইয়া থাক, তবে তাহা ফেরৎ দাও। গোপনে কেহ এই মালের কোন অংশ আত্মসাত করিলে তাহার জন্য উহা দোযখের আগুন ও বিচার দিবসে বড় বিপদের কারণ হইবে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৫)।

গনীমতের মাল হইতে যাহারা খুব সামান্য বস্তু প্রয়োজনবশত লইয়াছিল তাহারা উহা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল, ইহা অতি সামান্য বস্তু, প্রয়োজনবশতই আমরা ইহা লইয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, এই ক্ষুদ্র বস্তুটিতে আমার প্রাপ্য অংশ আমি মাফ করিয়া দিলাম। কিন্তু অন্য লোকের প্রাপ্যতো মাফ করিয়া দেওয়ার অধিকার আমি রাখি না। এই কথা শুনিয়া তাহারা হককুল 'ইবাদ বা বান্দার হকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল এবং সাথে সাথে উহা ফেরত প্রদান করিল (হযরত মুহাম্মদ (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮২০; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৫)।

আকীল ইব্ন আবী তালিব (রা) একটি রক্তমাখা তরবারি লইয়া তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত ওয়ালিদ-এর নিকট আসিলেন। স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, শুনিলাম আপনি মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। গনীমত হিসাবে কী পাইলেন? তিনি বলিলেন, এই সূঁচটি আনিয়াছি, ইহা দ্বারা তোমার কাপড় সেলাই করিবে। পরে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপরিউক্ত নির্দেশ শুনিয়া তিনি সূঁচটি গনীমতের মালে ফেরত দিলেন (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯১৮)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বায়তুল মালের জন্য এক-পঞ্চমাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট মাল মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রত্যেক পদাতিকের ভাগে চারটি উট ও চল্লিশটি ছাগল পড়িল। আর অশ্বারোহী বা উষ্ট্রারোহীর ভাগে পড়িল বারটি উট এবং এক শত বিশটি করিয়া ছাগল। কাহারও সহিত অতিরিক্ত অশ্ব থাকিলে উহার জন্য কোন অংশ দেওয়া হয় নাই (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫৩)। মুসলিম সৈন্যগণ গনীমত হিসাবে কিছু সংখ্যক বন্দিনীও পাইয়াছিল। যাহাদের স্ত্রী ছিল তাহারা বাঁদীদের সহিত মেলামেশা করা অপছন্দ করিতেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে এই বিষয়ে তাঁহারা জিজ্ঞাস করিলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النساء : ٢٤)

"নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ" (৪ ঃ ২৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) গর্ভবর্তী মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভ খালাস না হওয়া পর্যন্ত এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একটি মাসিক স্রাব অতিক্রম না করা পযর্ন্ত মেলামেশা করিতে নিষেধ করিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) এক-পঞ্চমাংশ হইতে নওমুসলিমদিগকে দান করিলেন। নও মুসলিমদের অন্তরকে পূর্ণভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকাইবার জন্য সর্বপ্রথম আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারবকে চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য ও এক শত উট দান করিলেন। আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, আমার পুত্র ইয়াযীদ ও মু'আবিয়াকেও দান করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহোদের উভয়কে চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য ও এক শতটি করিয়া উট প্রদানের নির্দেশ দিলেন। হাকীম ইব্ন হিযামকে এক শত উট দান করিলে তিনি আরও এক শত

চাহিলেন। তাহাকে উহাও দেওয়া হইল। নাসর ইব্ন হারিছ ইব্ন কালদাকে এক শতটি এবং উসায়দ ইব্ন জারিয়া ছাকাফীকে এক শত উট প্রদান করিলেন। আলা ইব্ন হারিছা আছ্-ছাকাফীকে পঞ্চাশটি, মাখরামা ইব্ন নাওফালকে পঞ্চাশটি, হারিছ ইব্ন হিশামকে এক শতটি, সাঈদ ইব্ন ইয়ারবূকে পঞ্চাশটি, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে এক শতটি, কায়স ইবন আদীকে এক শতটি, উছমান ইব্ন ওয়াহ্বকে পঞ্চাশটি, সুহায়ল ইব্ন আমরকে এক শতটি, হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উয্যাকে এক শতটি, হিশাম ইব্ন 'আমর আল-আমেরীকে পঞ্চাশটি, আকরা' ইব্ন হাবিস আত-তামীমীকে এক শতটি, উয়ায়না ইব্ন হিস্নকে এক শতটি, মালিক ইব্ন আওফকে এক শতটি এবং আব্বাস ইব্ন মিরদাসকে চল্লিশটি উট প্রদান করিলেন। উট পাইয়া আব্বাস ইব্ন মিরদাস একটি কবিতা আবৃত্তি করিলে তাহাকে অতিরিক্তি আরও পঞ্চাশ, মতান্তরে এক শতটি উট প্রদান করা হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫২-১৫৩)।

এতদ্ভিন্ন আরও কিছু সংখ্যক নওমুসলিমকে রাসূলুল্লাহ্ (স) এই এক-পঞ্চমাংশ হইতে দান করিলেন। এই দান প্রসঙ্গে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার অবতারণা হয়। এই ঘটনাগুলি উল্লেখের পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে মনে হয়। তাহা হইল ঃ

(ক) প্রকৃত আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা ও নেককারদের নিকট পার্থিব ধন-সম্পদ মূল্যহীন। পারলৌকিক পাথেয় যতই সামান্য হউক না কেন, তাহাদের নিকট উহার মূল্য অনেক বেশী। এইজন্যই তাহারা কোন পারলৌকিক সম্পদ অর্জনকে সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেন। একারণেই পার্থিব সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে নিজের প্রতি তাঁহদের দৃষ্টি খুব কমই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

(খ) নওমুসলিমগণ বাহ্যিকভাবে ইসলাম কবুল করিয়াছিল। ইসলামের প্রতি তখনও তাহাদের পূর্ণ আন্তরিকতা আসে নাই, সক্ষম হয় নাই তাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের যথাযথ মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে। সুতরাং রাসূল্লাহ্ (স) সম্পর্কে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা বা অমূলক ধারণা পোষণ করা তাহাদের পক্ষে অবাস্তব ছিল না।

(গ) এই নওমুসলিমদের অতীত জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছিল এমন একটি পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়া যেখানে পার্থিব সম্পদের মর্যাদাই ছিল অধিক। তাহাদের অন্তঃকরণ জুড়িয়া ছিল ধন-সম্পদের মোহ। অর্থ-সম্পদ পাইলে তাহারা কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। পার্থিব সম্পদ দ্বারা ঈমানের দিকে আকর্ষণ করা এবং ইসলামের প্রতি অটল রাখার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদিগকে এইরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। এইরূপ দানকে "তা'লীফুল কুলূব" এবং যাহাদিগকে দান করা হয় তাহাদিগকে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব" বলা হয়। তাহাদিগকে সাদাকা বা যাকাত দেওয়া যায়, এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা আসিয়াছে (দ্র. ৯ ঃ ৬০)।

(ঘ) ইসলামের বিধান হইল, যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য, ইহাতে সৈনিকদের কোন স্বত্ব নাই। (শাসক) ইচ্ছা করিলে ইহা জনহিতকর কাজে ব্যয় করিতে

পারেন কিংবা বায়তুল মালে জমা রাখিতে পারেন। ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম মালিক (র) বলেন, " মুআল্লাফাতুল কুলূব" বা দুর্বল ঈমানদারগণকে রাসূলুল্লাহ্ (স) যে মাল দান করিয়াছিলেন উহা তাঁহার নিজস্ব (রাষ্ট্রীয়) প্রাপ্য পঞ্চমাংশ হইতেই দান করিয়াছিলেন। কারণ এই পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত কোন মাল সৈন্যদের অনুমতি না লইয়া তিনি কখনও খরচ করিতেন না। এইজন্যই হাওয়াযিন বন্দীদিগকে তিনি নিজে মুক্তি দেন নাই; বরং সৈন্যদের নিকট মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮২২)।

কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা

১. আকরা ইব্ন হাবিস এবং 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন এতদুভয়ের প্রত্যেককে যখন এক শত উট দান করা হইল তখন এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) সমীপে আরয করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি জু'আয়ল ইব্ন সুরাকাকে কিছুই দিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (স) উত্তরে বলিলেনঃ জু'আয়লের ঈমানের প্রতি আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে। এইজন্যই তাহাকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন আমি অনুভব করি নাই (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৯৭)।

২. বিলাল (রা)-এর কাপড়ে গনীমতের রৌপ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) গনীমতের মাল হইতে যখন মক্কাবাসী নওমুসলিমদিগকে দান করিতেছিলেন, এমন সময় 'যুল-খুওয়ায়সিরা' নামক এক ব্যক্তি (আবূ উমার বলেন, লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে নাই) আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ন্যায় ও ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ

ويلك فمن يعدل اذا لم أعدل ؟

"তোমার ক্ষতি হউক! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে আর কে ন্যায় ও ইনসাফ করিবে?"

উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন আমি এই নরাধমের গর্দান উড়াইয়া দেই। নবী করীম (স) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তাহার এমন কিছু সঙ্গী-সাথী হইবে, তোমরা তাহাদের নামায রোযাকে তাহাদের সাথে অপছন্দ করিবে। তাহারা ধর্ম হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমনিভাবে ধনুক হইতে তীর বাহির হইয়া যায় (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৪৮; আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৭০৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই দান দেখিয়া আনসারগণও কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। জনৈক আনসারী বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স) কুরায়শদিগকে গনীমতের মাল দিতেছেন, আর আমাদিগকে কিছুই দিতেছেন না। অথচ কুরায়শদিগের রক্তে এখনও আমাদের তরবারি রঞ্জিত রহিয়াছে" (সাহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২১)। অপর একজন আনসারী বলিলেন, "বিপদে আমাদিগকে ডাকা হয় আর গনীমতের মাল বিতরণ করা হয় অন্যদের মধ্যে" (সাহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২১)।

আনসার সাহাবীগণের এইরূপ অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনিয়া তাহাদের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কুরায়শদিগকে বহুল পরিমাণে দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; আর আমাদিগকে কিছুই দিলেন না। অথচ কুরায়শদের রক্তে এখনও আমাদের তরবারি সিক্ত রহিয়াছে। এইজন্য আনসারদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, সা'দ! ইহা কি তোমারও অভিমত? তিনি বলিলেন, আমিও তো একজন আনসার।

কোন নওমুসলিমের মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ্ (স) মর্মাহত হন নাই। কারণ তাহারা তখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স) ধৈর্য ও ক্ষমা দ্বারা তাহাদের অপ্রিয় কথার উত্তর দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "মূসা (আ)-কে তাঁহার উম্মতগণ ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্ট দিয়াছে"। আনসারগণ তো নওমুসলিম নহেন। ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাজের প্রতি তাহাদের মধ্যে সংশয়ের উদ্রেক হইল কেন? এই ধারণার অপনোদন অত্যাবশ্যক। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স) আনসারদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছ কি"? আনসারগণ মিথ্যা বলিতেন না। তাই তাহারা বলিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য" (সাহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২১)। অন্য বর্ণনামতে আনসারগণ বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কোন জ্ঞানী লোক এইসব কথা বলেন নাই, বরং আমাদের যুবক শ্রেণী এহেন মন্তব্য করিয়াছে"। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হে আনসারগণ! যাহাদের অন্তরে এখনও ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে নাই, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত আমি এই সকল নশ্বর সম্পদ দান করিয়াছি। এই সামান্য পার্থিব সম্পদের জন্য তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে? ঈমান ও ইসলামের প্রতি তোমাদের অগাধ বিশ্বাস সম্পর্কে আমার আস্থা আছে বলিয়াই আমি তোমাদিগকে এই দানে সম্পৃক্ত করি নাই"।

"হে আনসারগণ! ইহা কি সত্য নহে যে, তোমরা ছিলে পথহারা, আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছেন? তোমরা ছিলে বিচ্ছিন্ন, আমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন। তোমরা ছিলে দরিদ্র, আমার দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদিগকে সম্পদশালী করিয়াছেন। আনসারগণ তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় আমাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দান অপরিসীম" (যাদুল মা'আদ, ৪খ., পৃ. ৪৩৭-৪৩৮; আবুল হাসান আলী নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. ৩০৮-৩০৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) আনসারগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, না, না, আমার কথার প্রতি উত্তরে তোমরা বল, "হে মুহাম্মাদ! যখন আপনাকে কেহ বিশ্বাস করিত না তখন আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। যখন লোকেরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়াছি। যখন আপনি অসহায় ছিলেন তখন আমরা আপনাকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছি। আমিও তোমাদের প্রতি উত্তরে বলিব, "হে আনসারগণ!

লোকেরা ছাগ-মেষ ও উট লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে, আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদকে লইয়া বাড়ী ফিরিবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই মর্মস্পর্শী বক্তব্য শুনিয়া আনসারগণ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অশ্রুজলে শ্মশ্রুরাজি সিক্ত হইয়া গেল। ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যাকুল চিত্তে সমবেত কণ্ঠে তাহারা বলিতে লাগিলেন, "আমরা সন্তুষ্ট" (সাহীহ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২০; সাহীহ মুসলিম, ১খ., পৃ. ৩৩৮)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আনসারদের জন্য দু'আ করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار.

"হে আল্লাহ্! তুমি আনসার ও তাহাদের বংশধরদের প্রতি অনুগ্রহ কর" (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

আনসার যুবকদের ধারণা ছিল, কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধর বলিয়াই তাঁহাদিগকে তিনি এত ধন-সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বক্তব্য শুনিয়া তাঁহাদের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ স্বগোত্রীয় হওয়ার কারণেই যদি তিনি দান করিতেন তবে মুহাজিরদিগকে দান করিলেন না কেন? তাঁহারাও তো কুরায়শ এবং মহানবী (স)-এর স্বগোত্রীয়। উপরন্তু তাঁহারা আজীবন আল্লাহ্ ও রাসূলের খিদমতে নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন।

হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের আগমন

হাওয়াযিনদের অন্তর্ভুক্ত গোত্রের যুহায়র ইব্ন সুরাদ-এর নেতৃত্বে চৌদ্দ, মতান্তরে বার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। এই দলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধচাচা আবূ বাকরাও ছিলেন। প্রতিনিধি দল জি'রানায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমুদয় ধন-সম্পদ ও বন্দীদিগকে ফেরত দেওয়ার প্রার্থনা জানাইল। দলপতি যুহায়র রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সমীপে দাঁড়াইয়া কাতর কণ্ঠে আরয করিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাওয়াযিন সম্প্রদায় আজ বিপদাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, তাহা আপনার অজানা নহে। আমাদের সমস্ত অন্যায়-অপরাধ ভুলিয়া আমাদের প্রতি দয়া করুন। আমাদের ধন-সম্পদ ফেরত দিন এবং আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগকে মুক্তি দিন। এই বন্দীগণের মধ্যে আপনার ফুফু, খালা এবং এমন মহিলাও আছেন যাহারা শৈশবে হালীমার গৃহে আপনাকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ-চুম্বন করিয়াছিলেন। হারিছ ইব্ন শিমর এবং নু'মান ইব্ন মুনযিরের ন্যায় প্রভাবশালী দুনিয়াদার রাজ-রাজড়াদের নিকট প্রার্থনা করিলে বোধ হয় এই বিপদে তাহারাও আমাদিগকে বঞ্চিত করিত না। আপনার ন্যায় মহানুভব দয়ালু ব্যক্তিত্বের নিকট আমরা তদপেক্ষাও অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশা করি।"

তাহাদের কাতর মিনতিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন, "গনীমতের মাল কেবল আমার নহে; ইহা সৈন্যদের অধিকারর্ভুক্ত। আবার তোমরাও এই

আবেদন লইয়া অতি বিলম্বে পৌঁছিয়াছ। সব কিছু ফেরত দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নহে। এখন বল, মাল ও বন্দী এতদুভয়ের কোনটি তোমরা চাও ?"

তাহারা বলিল, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাই আমাদিগকে ফেরত দিন। রাসূলুল্লাহ (স)-বলিলেন, "যে সমস্ত বন্দী আমার এবং আমার বংশধর বানূ আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য তাহাদিগকে মুক্তি দিলাম। আর অবশিষ্ট বন্দীগণের মুক্তির জন্য আমি মুসলিম সৈন্যদের নিকট সুপারিশ করিব। যুহরের জামা'আতের পর তোমরা এই দরখাস্ত পেশ করিও।

তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরামর্শমত যুহরের নামাযান্তে মুসলমানদের নিকট মুক্তির আবেদন পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার ও বানূ আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য বন্দীদিগকে আমি মুক্তি দিলাম। আর তোমাদের নিকট নিজ নিজ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতেছি। এই কথা শোনামাত্র মুহাজির ও আনসারগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমরাও আমাদের বন্দীদিগকে মুক্তি দিলাম" (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৩; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮২৬-২৭; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫৩)।

কিন্তু মক্কাবাসী নওমুসলিমদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ অংশের বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে অসম্মত হইল। আকরা' ইব্ন হাবিস বলিল, আমার এবং বানূ তামীমের বন্দীদিগকে মুক্তি দিব না। উয়ায়না ইব্ন হিস্ন বলিল, আমার এবং বানূ ফাযারার বন্দীদিগকে মুক্তি দিব না। আব্বাস ইব্ন মিরদাস বলিলেন, আমার এবং বানূ সুলায়মের বন্দীদিগকে মুক্তি দিব না। কিন্তু বানূ সুলায়মের সাধারণ মুসলমানগণ বলিল, আমাদের ভাগে যাহা পড়িয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দিয়া দিলাম। আব্বাস ইব্ন মিরদাস বলিলেন, তোমরা আমাকে অপমান করিলে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, এই প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে মাল ও বন্দীর মধ্যে একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়াছিলাম। তাহারা বন্দীমুক্তি কামনা করিয়াছে। সুতরাং এইবার তোমরা বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দাও। ইহার পর যখনই কোন যুদ্ধবন্দী আমার হাতে আসিবে তখনই সর্বপ্রথম আমি তোমাদিগকে একটির বিনিময়ে ছয়টি দান করিব। এই কথা শুনিয়া তাহারাও সম্মত হইয়া গেল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিল। কিন্তু উয়ায়না ইবন হিস্ন তাহার অধিকারভুক্ত এক বৃদ্ধা মহিলাকে ফেরৎ দিতে প্রথম অস্বীকৃতি জানাইলেও পরে তাহাকেও মুক্তি দিল। এইরূপে ছয় হাজার হাওয়াযিন মহিলা ও শিশু মুহূর্তের মধ্যে মুক্তিলাভ করিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৪; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রতিনিধি দলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের প্রধান সেনাপতি মালিক ইবন আওফ বর্তমানে কোথায় আছে? তাহারা বলিল, তিনি ছাকীফদের সহিত তায়েফে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা তাহাকে সংবাদ দাও, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি তাহাকে তাহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ধন-সম্পদ ফেরত দিব। তৎসঙ্গে তাহাকে এক শত উটও দান করিব (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৪)।

মালিক ইব্ন আওফ হুনায়নের রণক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। বার হাজার মুসলিম সৈন্য যখন হাওয়াযিন বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রায় একাকী অবিচল চিত্তে হাজার হাজার শত্রুর সম্মুখীন হইতে থাকেন, তখনই মালিকের হৃদয়ে সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠে। তখনই তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠে, তিনি সাধারণ মানব নহেন। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষ। নতুবা ইহা তাঁহার জন্য কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি লিপ্সার তিমির আধারে সেই আলো ক্ষীণ ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আহবান যখন তাহার কানে পৌঁছিল তখনই তাহার অন্তরের সমস্ত কুয়াশা বিলীন হইয়া গেল এবং সত্যের উজ্জ্বল কিরণ বিকশিত হইয়া উঠিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তায়েফ হইতে গোপনে জি'রানাতে, মতান্তরে মক্কায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে হাযির হইল। সে ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে প্রতিশ্রুত ধন-জন ও পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভে উল্লসিত হইয়া সে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল, যাহার সূচনা ছিল এইরূপঃ

ما ان رايت ولا سمعت بمثله + فى الناس كلهم بمثل محمد

"মানব সমাজের মধ্যে মুহাম্মাদ (স)-এর ন্যায় মহান লোক আমি কোন দিন কোথাও দেখি নাই এবং কাহারও নিকট কোন দিন এমন লোকের কথা শুনিতেও পাই নাই" (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯৪)।

ইহার পর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রগুলিও ক্রমান্বয়ে ইসলাম কবুল করে। তন্মধ্যে বানূ তামীম, ফাহম ও সালামা গোত্র অন্যতম। নবী করীম (স) মালিক ইবন আওফকে তাহার নিজের কবীলা ব্যতিরেকে বাকী সকল গোত্রের আমীর নিযুক্ত করেন (মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ৩২৬)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) সৈন্যদিগকে নিয়া জি'রানায় তিন রাত্র পর্যন্ত অবস্থান করিলেন। পরে মদীনায় যাত্রায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮ যিলকা'দ বুধবার রাত্রে তিনি জি'রানা হইতে রওয়ানা হইলেন। অতঃপর উমরা পালনের নিয়তে ইহরাম বাঁধিয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়া তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডন করিয়া জি'রানায় গিয়া রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন ৮ম হিজরীর যিলকা'দ মাসের বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে মহানবী (স) সারিফ নামক স্থান হইয়া মাররুয্-যাহরান-এর পথ ধরিয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইলেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

হুনায়ন-এর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বিরাট বিজয় লাভ করেন, যদিও এই বিজয়ের জন্য মুসলমানদিগকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। বেশ

কিছু মুসলিম বীর জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। এই যুদ্ধে শহীদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই। কিন্তু তাহাদের ভাষ্য হইতে বুঝা যায় যে, ইহাতে মুসলমানদের প্রায় পূর্ণ দুইটি গোত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মহানবী (স) যুদ্ধে শহীদদের জান্নাত লাভের জন্য দু'আ করেন। এতদসত্ত্বেও এই যুদ্ধে সকল দিক হইতেই মুসলমানগণ বিজয় ছিনাইয়া আনেন এবং শত্রুদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন, গনীমত হিসাবে তাঁহারা অঢেল সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী লাভ করেন, যাহা অতীতের গনীমত প্রাপ্তির সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছিল। মুশরিকরা বৈষয়িক প্রাচুর্যকে সত্যের উৎস মনে করিত বিধায় যুদ্ধে মুসলমানদের প্রচুর গনীমত প্রাপ্তিকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সত্য দীনের প্রবর্তক মনে করিয়া অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ(১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (২) আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ লিল-ইমাম আল-বুখারী, ২খ., মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, দিল্লী তা. বি.; (৩) আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সাহীহ, ২খ., মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, দিল্লী তা. বি.;(৪) আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি, ২খ., মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, দিল্লী তা. বি.; (৫) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪খ., বৈরূত, দারুল ফিকর, তা., বি.; (৬) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারাফুদ্দীন আন-নাওয়াবী, শারহু সাহীহ লিল-ইমাম মুসলিম, ২খ., দারুল ফিকর, বৈরূত তা. বি.; (৭) ইব্ন ইসহাক, আস-সীরাতুন নাববিয়্যা, ৪খ., দারুল মা'আরিফা, বৈরূত, তা. বি.; (৮) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., দারুল ফিকর, বৈরূত, তা. বি.; (৯) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাববিয়্যা, ৪খ., দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, ১ম সং, বৈরূত, ১৪১৫/ ১৯৯৪; (১০) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., মুয়াসসাসাতুল আ'লামী, বৈরূত তা. বি.; (১১) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, ২খ., দারু সাদির, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫; (১২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., তাহকীকঃ ডঃ মার্সডিন জোন্স, মুয়াসসাসাতুল আ'লামী লিল-মাতবূয়াত, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (১৩) ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা,বৈরূত তা. বি.; (১৪) ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (১৫) মুহাম্মাদ ইবন আহ্মাদ আল-কুরতুবী, আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন, ৮খ., দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৬৬; (১৬) শিহাবুদ্দীন আলূসী, রূহুল মা'আনী, ১০খ., মাকতাবায়ে ইমাদাদীয়া, পাকিস্তান, তা. বি.; (১৭) ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৮খ., দারুল মা'আরিফা, বৈরূত তা. বি.; (১৮) ইমাম ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা, ১খ., তাহকীক: মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ, মাকতাবাতুল মূরিয়্যা, পাকিস্তান, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৭/১৯৭৭; (১৯) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী,

সীরাতুন নববী, আযমগড় ১৯৫৬; (২০) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবী-ই রহমত, ২য় সং, দারুল উলূম, লখনৌ ১৪০১/১৯৮১; (২১) খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল মুরসালীন, দারুল জায়ল, কায়রো, তা. বি.; (২২) সম্পাদনা পরিষদ, দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ৮খ., দারুল ফিকর, বৈরূত তা. বি.; (২৩) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, কুতুবখানা রাশিদীয়া, ঢাকা ১৯৯০; (২৪) মুহাম্মাদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, ১০খ., দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, বৈরূত তা. বি.; (২৫) ইদরীস কানদেহলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., মাকতাবায়ে উছমানীয়া, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫; (২৬) বদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল কারী, ১২খ., দারুল ফিকর, বৈরূত তা. বি.; (২৭) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্, যাদুল মা'আদ, ৩খ., দারুল 'ইলম, বৈরূত ১৯৮৭; (২৮) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪১৪/১৯৯৪; (২৯) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, দারুল ইশা'আত, ১ম সং, করাচী ১৯৮৫; (৩০) ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, উর্দূ, মাদানী কুতুবখানা, তা. বি.; (৩১) মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শারহি সুনান আবী দাউদ, ২খ., দারুস সালাফ, দেওবন্দ, তা. বি.; (৩২) যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, ২খ., শরফুদ্দীন আল-কুতুবী, বোম্বে ১৯৬৯; (৩৩) সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., মাতবা'আ জামালিয়া, মিসর ১৯১৪; (৩৪) বুরহান উদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., মাতবা'আ মুসতাফা আল-বাবিল হালাবী, মিসর ১৯৬৪; (৩৭) ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী (উর্দূ), ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ, দিল্লী, তা, বি.; (৩৮) আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাক্র আল-খাতীব আল-কাস্তাল্লানী, সীরাতু মুহাম্মাদীয়া (উর্দূ তরজমা আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, অনু. আবদুল জব্বার খান সাহেব আসাফী), ১খ, ইসলামী কুতুবখানা করাচী, তা. বি.; (৩৯) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., ই. ফা. বা., ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৪১০/ ১৯৮৯; (৪০) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন-চরিত, অনু. আবদুল আউয়াল, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯; (৪১) জেনারেল আকবর খান, মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল, অনু. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ই. ফা. বা., ২য় প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৪২) শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, সম্পাদনা ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৪১৯/ ১৯৯৮।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

গায্ওয়া তায়েফ

হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রের একটি দল পলায়ন করিয়া তায়েফে চলিয়া যায়। তাহাদের সরদার মালিক ইব্ন আওফও ছিল সেই পলাতক দলের অন্তর্ভুক্ত। এই দিকে রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং একটি বাহিনী লইয়া তায়েফে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয় (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৫৩)।

হাওয়াযিনদের মত ছাকীফ গোত্রের লোকজনও যেমন ছিল অভিজাত, তেমনই ছিল যোদ্ধা। তীর নিক্ষেপে তাহারাও ছিল হাওয়াযিনদের মত বিখ্যাত। তাহাদের একটি মযবুত ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পলাতক হাওয়াযিন নেতা তাহার সৈন্যদলসহ ছাকীফ গোত্রের লোকজনের সংগে মিলিত হইয়া মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করিল। তাহারা তাহাদের দুর্গটি পুনরায় সংস্কার করিয়া এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও রণসম্ভার সংগে লইয়া উহাতে প্রবেশ করিল। দুর্গের চতুর্দিকে ভারি ভারি পাথর নিক্ষেপ করার জন্য 'মিনজানীক' নামক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ইহা ব্যবহার করার জন্য সিদ্ধহস্ত সৈন্য মোতায়েন করিল। উপরন্তু তাহারা বিভিন্ন রকমের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিল (তারীখুল খামীস, ২খ., পৃ. ১২২; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮১৫)।

ইবন সা'দ লিখিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) তায়েফ যুদ্ধের সংকল্প করিলে তুফায়ল ইব্ন আমর আদ্-দাওসীকে 'যুল-কাফফায়ন'-এর দেবালয় ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহা ছিল আমর ইব্ন জুম্মা আদ্-দাওসীর কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি। নবী করীম (স) তাহাকে বলিলেন, এই ব্যাপারে তুমি তোমার নিজের সম্প্রদায়ের সাহায্য লইয়া মূর্তি ধ্বংস করার পর তায়েফে আসিয়া আমাদের সংগে মিলিত হইবে। তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তড়িৎ গতিতে নিজের সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যুল-কাফফায়ন-এর মূর্তি ধ্বংস করিয়া ইহার মুখ আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সম্প্রদায়ের চারি শত লোক লইয়া চারদিন পর নবী করীম (স)-এর সংগে তায়েফে আসিয়া মিলিত হইলেন। ঐতিহাসিকগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, যুল-কাফফায়ন-এর মূর্তি ধ্বংস করার সময় তিনি নিম্নবর্ণিত কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

يا ذا الكفين لست عبادك + ميلادنا اكبر من ميلادك

انى حشوت النار فى فؤادك

"হে যুল-কাফফায়ন মূর্তি! নহি আমি পূজারী তোমার, তোমা হইতে মহত্তর জন্ম আমার। জ্বালাইতেছি আগুন আমি হৃদয়ে তোমার" (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৫৩; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২২২; যুরকানী, ৩খ., পৃ. ২৮; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২০)।

ইব্ন ইসহাক লিখিয়াছেন, নবী করীম (স) হুনায়ন হইতে রওয়ানা হইয়া নাখলা ইয়ামানিয়া, কারন ও মুলায়্হ হইয়া বুহ্রাতুর-রুগাতে আসিয়া পৌঁছেন। ইহা 'লিয়াহ্' এলাকায় অবস্থিত। এইখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই লিয়াহ্ নামক স্থানেই ছিল মালিক ইব্ন আওফের দুর্গ। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশে দুর্গটি ধ্বংস করা হয়। অতঃপর সেইখান হইতে তায়েফে গিয়া সাহাবাগণসহ নবী করীম (স) দুর্গের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৫৩)।

ইব্ন সা'দ লিখিয়াছেন, নবী করীম (স) যখন হুনায়ন হইতে রওয়ানা করেন তখন তিনি খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদকে সেনাদলের অগ্রভাগে মোতায়েন করেন। আর ছাকীফ গোত্র যখন 'আওতাস' হইতে পলায়ন করিতেছিল তখন তাহারা আসিয়া তায়েফের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করিয়া দুর্গটি বন্ধ করিয়া দেয় এবং এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও রণসম্ভার মওজুদ রাখিয়া যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর নবী করীম (স) যখন তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া দুর্গের নিকটবর্তী হইলেন, তখন তাহারা দুর্গের অভ্যন্তর হইতে অজস্র তীর নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করিলেন এবং অনেকে আহত হইলেন। অতঃপর নবী করীম (স) সেই স্থান হইতে সরিয়া গিয়া একটু দূরে অবস্থান নিলেন। আর এই স্থানেই এখন তায়েফের মসজিদ অবস্থিত। এই সময় দুইজন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা) ও হযরত যয়নাব (রা) নবী করীম (স)-এর সংগে ছিলেন। তাঁহাদের দুইজনের জন্য দুইটি গম্বুজরূপী তাঁবু বানানো হইল। তায়েফ অবরোধকালে নবী করীম (স) এই দুই তাঁবুর মধ্যবর্তী স্থানে সালাত আদায় করিতেন। পরবর্তী কালে ছাকীফ গোত্র যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আমর ইব্ন উমায়্যা ইব্ন ওয়াহ্ব এই স্থানটিতে মসজিদ নির্মাণ করেন (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৮০-৮১; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৫৪)।

হযরত তুফায়ল আদ্-দাওসী (রা) যুল-কাফফায়ন দেবালয় ধ্বংস করিয়া চারদিন পর দাওস গোত্রের চারি শত লোক সংগে লইয়া দুর্গ ধ্বংস করার উপযোগী বহু যুদ্ধাস্ত্রসহ তায়েফে পৌঁছিলেন। তিনি 'মিনজানীক' নামক ক্ষেপণাস্ত্র এবং দাব্বাবা সঙ্গে লইয়া আসিলেন যাহা দ্বারা যথাক্রমে ভারি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গা যায় এবং দুর্গমূলে প্রাচীর সুড়ঙ্গ করা যায়। মুসলমান সৈন্যগণ যখন দাব্বাবায় বসিয়া দুর্গমূলে পৌঁছিলেন তখন শত্রুরা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহশলাকা দাব্বাবার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দাব্বাবাসমূহ কাষ্ঠ ও চর্মনির্মিত হওয়ার দরুন তাহা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় দাব্বাবার ভিতর হইতে বাহির হইলে মুসলিম

বাহিনীর উপর বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষিত হইতে লাগিল। সুতরাং দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গা মুসলিম সৈন্যদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইল না। অপরদিকে আঙ্গুর বাগানের আড়াল হইতেও তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) আঙ্গুর বাগান কাটিয়া স্থানটি পরিষ্কার করিয়া ফেলার নির্দেশ দিলেন। ইহার দরুন মূল্যবান ফলজ সম্পদ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হওয়ায় নবী করীম (স) তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে এই কাজ হইতে বিরত রহিলেন (মুল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা, পৃ. ৭১০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাত আন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৮১; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৫৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নাবী, ১খ., পৃ. ৩১২)।

এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা করিলেন যে, তায়েফ নগরে যে সমস্ত ক্রীতদাস রহিয়াছে তাহারা যদি মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগ দেয় তবে তাহারা দাসত্বমুক্ত হওয়ার সুযোগ পাইবে। এই ঘোষণার ফলে বহু ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের সংগে যোগ দিল (ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, পৃ. ৪৯৭)। নুফায় নামক দুর্গত্যাগী এক ক্রীতদাস অতি প্রত্যূষে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দিল। 'অতি প্রত্যূষ' শব্দটির আরবী হইল 'বুক্‌রা'। যেহেতু তিনি অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি 'বুকরা' নামে অধিক পরিচিত হন এবং শেষ পর্যায়ে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ও নিষ্ঠাবান সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হন।

তায়েফের যুদ্ধে কতজন ক্রীতদাস মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দিয়াছিল এই বিষয়ে কয়েকটি মত রহিয়াছে। ইমাম বুখারীর মতে তেইশজন ক্রীতদাস মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে মিলিয়া গিয়াছিল (সাহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২০)। দানাপুরীর মতানুযায়ী বিশজন ক্রীতদাস বাহির হইয়া আসিয়া মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যোগদান করেন। নবী করীম (স) তাহাদের সকলকে মুক্ত করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে দেখাশোনা করার জন্য বিভিন্ন সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯০; মাওলানা ইদরীস-কান্ধলভী, সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২২৩; সাহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২০)।

মাওলানা শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) লিখিয়াছেন, এই অবরোধ চলাকালে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে আশেপাশের ছাকীফ গোত্রের দেবমন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত দেবমন্দির ও তাহাতে রক্ষিত মূর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইহাতে নবী করীম (স) তাঁহার উপর খুবই সন্তুষ্ট হন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁহার সংগে একান্তে আলাপ করেন। সাহাবীগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৯০)।

ইব্ন ইসহাক লিখিয়াছেন, তায়েফের অবরোধ চলাকালে নবী করীম (স) একদিন হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে করিয়া বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম একটি দুগ্ধপূর্ণ পাত্র আমাকে

দেওয়া হইল। সীরাতে ইবন হিশামের বর্ণনামতে, মাখনপূর্ণ পাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু একটি মোরগ আসিয়া ঠোকর মারিয়া সমস্ত দুধ, মতান্তরে মাখন ফেলিয়া দিল। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিলেন, আমার ধারণা, আপনি যে এই দুর্গ বিজয়ের আকাঙ্খা করিতেছেন তাহা এই অভিযানে সফল হইবে না। নবী করীম (স) বলিলেন, আমারও যেন তাহাই মনে হইতেছে। অতঃপর বিষয়টি লইয়া নবী করীম (স) নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া আদ-দীলির সংগে পরামর্শ করিলেন। তিনিও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিলেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) উমার (রা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তদুপরি উছমান ইব্ন মায'উন (রা)-এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিন্তে হাকীম (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট এই ঘটনার ইঙ্গিত পাইয়া তাহা উমার (রা)-কে জানাইলেন। ইহার পর উমার (রা) নবী করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এইরূপ বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। উমার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে এই বিষয়ে আপনিও কি এই পর্যন্ত স্পষ্টভাবে আদিষ্ট হন নাই? তিনি বলিলেন, না। তিনি পুনরায় নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি আমি এই অবরোধ উঠাইয়া সকলকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিব? তিনি বলিলেন, তাহাই কর। অতঃপর তাহাই করা হইল।

এই অবস্থায় জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত সাহাবীগণ বলিলেন, আমরা কি তায়েফ বিজয় না করিয়া ফিরিয়া যাইব? নবী করীম (স) সাহাবীগণের মনোবল দেখিয়া বলিলেনঃ ঠিক আছে, আগামী দিন যুদ্ধ কর। পরদিন মুসলিম বাহিনী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু কোন লাভ হইল না, বরং ক্ষতি হইল। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন, আর নয়। ইনশাআল্লাহ্ আমরা আগামী দিন এইখান হইতে রওয়ানা হইব। এই কথা শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। তাঁহাদের এত দ্রুত এই মানসিক পরিবর্তন দেখিয়া নবী করীম (স) মৃদু হাসিলেন। সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছাকীফ গোত্রের লোকদের জন্য আপনি বদদো'আ করুন। নবী করীম (স) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! ছাকীফ গোত্রকে আপনি হিদায়াত দান করুন। তাহাদেরকে মুসলমান করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। ইহার পর নবী করীম (স) জি'রানা-এর দিকে রওয়ানা হন।

ইব্ন ইসহাক লিখিয়াছেন, তায়েফে মোট বারজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে সাতজন ছিলেন কুরায়শ, চারজন আনসার এবং অপর একজন ছিলেন লায়ছ গোত্রের। শাহাদাত বরণকারী কুরায়শগণ ছিলেন ঃ (১) সাঈদ ইব্নুল আস্, (২) আরাফাত ইব্ন জানাব, (৩) আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ, (৪) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী উমায়্যা, (৫) আবদুল্লাহ ইব্ন আমের, (৬) সায়েব ইবনুল হারিছ ও (৭) তাঁহার সহোদর ভাই আবদুল্লাহ। আনসারগণের মধ্যে শাহাদাত লাভ করিয়াছিলেন ঃ (১) ছাবিত ইবনুল যাযা, (২) হারিছ ইব্ন সাহ্ল, (৩) মুনযির ইব্ন আবদুল্লাহ ও (৪) রুকায়ম ইব্ন ছাবিত (রা)। ইব্ন সা'দ

লিখিয়াছেন, তায়েফের দুর্গ মোট আঠার দিন অবরুদ্ধ ছিল। তিনি অন্য বর্ণনায় বলিয়াছেন, নবী করীম (স) তায়েফবাসীর উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মিনজানীক নামক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন রাখেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, বিশ দিনের অধিক এবং ইব্ন হিশামের বর্ণনায় সতের দিন তায়েফ অবরুদ্ধ ছিল। তবে এই কথা সর্বসম্মত যে, নবী করীম (স) তায়েফের যুদ্ধে মিনজানীক মোতায়েন করিয়াছিলেন। আর ইহাই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মিনজানীক মোতায়েন। তুফায়ল ইব্ন আমর আদ-দাওসী যখন যুল কাফফায়ন-এর দেবালয় ধ্বংস করিতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার সংগে মিনজানীক সামগ্রী এবং দুর্গের প্রাচীর বিধ্বংসী দাব্বাবা নামক যুদ্ধাস্ত্র ছিল (ইব্ন হিশাম, সীরাত আন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৮০-৮৫; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ২৯০-২৯২; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২২৩; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৫খ., পৃ. ২৮২- ২৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩৪৫-২৫২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হিশাম, আস-সীরাত আন-নাবাবিয়্যা, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যা, ৪খ.; (২) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রথম প্রকাশ ১৩৫১ হি./ ১৯৩২ খৃ., ৪খ.; (৩) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খৃ., ৫খ.; (৪) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, মাক্তাবা মাহদিয়্যা, দেওবন্দ; (৫) মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, রব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ২খ., পৃ. ২২৩; (৬) দিয়ার বাক্রী, তারীখুল খামীস, ২খ.;(৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সাহীহুল বুখারী, ২খ.; (১০) আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, দারুল ইশা'আত, উর্দু বাজার, করাচী ১৯৮৫; (১১) ইবন আবদিল হাদী, উয়ূনুল আছার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামায়িল ওয়াস-সিয়ার, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, ২খ.।

মুফাজ্জল হুসাইন খান

সারিয়্যা 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন আল-ফাযারী

ইবনুল কায়্যিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিজরী নবম সালের মুহাররাম মাসে/ ৬৩০ সালে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন সাহাবীর একটি সারিয়্যা বানূ তামীম গোত্রের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। এই সারিয়্যাতে কোন মুহাজির ও আনসার সাহাবী শরীক ছিলেন না (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৬০; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২০৭)। কিন্তু বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক ও সীরাতবিদের মতে এই সারিয়্যা অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তায়েফ বিজয় করিয়া মদীনা মুনাওওয়ারায় প্রত্যাবর্তনের পরপরই এই সারিয়্যা প্রেরণ করেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮২৯)। বানূ তামীমের অবস্থান ছিল সুক্য়া (سقيا) নামক অঞ্চলে। ইহা আল-জুহফা (الجحفة) হইতে প্রায় সতের মাইল দূরত্বে অবস্থিত । এই অঞ্চলটি মদীনা মুনাওওয়ারা হইতে দক্ষিণে (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ১৩৫)।

এই সারিয়্যা প্রেরণের প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত বিশর ইব্ন সুফ্য়ান (بشر بن سفيان) আল-আদাবীকে বানূ খুযা'আ গোত্রে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৪৯), মতান্তরে বানূ কা'ব গোত্রে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩০৭) যাকাত আদায় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্রের পাশাপাশি একই জলাশয়ের ধারে বানূ তামীমও বাস করিত। তাহারা বানূ কা'ব/বানূ খুযা'আকে যাকাত না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! একটি উটও যাইতে দিব না। তাহারা সাহাবী বিশর ইব্ন সুফ্য়ানকে বাধা প্রদান করিল এবং অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পর্যন্ত উদ্যত হইল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি মদীনা মুনাওওয়ারায় ফিরিয়া আসিলেন। বানূ তামীমের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৫০ জন অশ্বারোহীসহ হযরত 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন (عيينة بن حصن)-কে প্রেরণ করেন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২৩৪)।

'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন (রা) রাত্রিবেলা বাহিনীসহ বানূ তামীমের মরূদ্যানে আসিয়া পৌঁছেন এবং অতর্কিত আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। বানূ তামীমের ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০ জন বালক-বালিকা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাহারা বন্দীদেরকে লইয়া মদীনা মুনাওওয়ারায় ফিরিয়া আসেন। বন্দীদেরকে রামালা বিনতুল হারিছ (রা)-র গৃহে আটক রাখা হয় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩০৭)।

বন্দীদের মুক্তির জন্য বানূ তামীমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হইল। তাহাদের সংখ্যা ছিল ১০ জন (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ১৩৪), মতান্তরে ৭০ হইতে ৯০ জন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৪২)। এই প্রতিনিধি দলে বানূ তামীমের নিম্নোক্ত সর্দারগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ 'উতারিদ ইব্ন হাজিব,

যিবরিকান ইব্ন বদর, 'আমর ইব্ন আল-আহতাম, কায়স ইব্ন আসিম, আকরা' ইব্ন হাবিস, নু'আয়ম ইব্ন সা'দ, রাবাহ ইবনুল হারিছ, হিজাব ইব্ন ইয়াযীদ প্রমুখ (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩০৭; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২৩৪)।

বানূ তামীম ছিল অশিক্ষিত গোঁয়ার। ইহারা ছিল অভদ্র। ইহারা যখন মদীনায় আসিয়া পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহর। যুহরের নামাযের জামা'আত অত্যাসন্ন। হযরত বিলাল (রা) মসজিদে আযান দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) গৃহাভ্যন্তরে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তামীম গোত্র তাঁহার বাঁড়ির বাহিরে দাঁড়াইয়া কর্কশ স্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলঃ "মুহাম্মাদ! মুহাম্মাদ!! বাড়ীতে আছ কি? বাহির হইয়া আস। আমরা তোমাকে আমাদের গৌরবপূর্ণ যশগাথা গাহিয়া শুনাইব। তোমার সহিত কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইব। জানিয়া রাখিও, আমাদের প্রশংসা যেমনি সুন্দর, নিন্দাবাদও তেমনি জঘন্য" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৫০; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২৩৪)। তাহাদের এই অভদ্রোচিত ডাক শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ভীষণ মনঃকষ্ট পাইলেন। মহান আল্লাহ্র নিকটও ইহা অত্যন্ত অপসন্দনীয় হইল। ইহাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় সূরা হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা ঘরের বাহির হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ, তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৪৯ ঃ ৪-৫; তাফসীর রূহুল মা'আনী, ১৪খ., পৃ. ২১২; ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৪৬-১৪৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের জন্য প্রস্তুত হইয়া হুজরা হইতে বাহিরে তাশারীফ আনিলেন। নামায শেষে তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। প্রথমে তামীম গোত্রের পক্ষে তাহাদের বাগ্মী ও কবি তাহাদের গৌরব বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেন ও কবিতা আবৃত্তি করেন। অতঃপর কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তামীম গোত্রের বক্তব্যের জবাব কবিতায় প্রদান করেন। অতঃপর তামীম গোত্রের নেতৃবৃন্দ স্বীকার করে যে, তাহাদের বক্তব্য অনক সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ইব্ন ইসহাক সারিয়্যা ইব্ন 'উয়ায়না ও বানূ তামীমের প্রতিনিধিদলের মদীনায় আগমনের ঘটনা দুইটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন-এর সারিয়্যাকে বানূ তামীমের একটি ক্ষুদ্র শাখাগোত্র বানূ আনবার-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছিয়া হামলা করেন এবং কিছু নারী ও পুরুষকে বন্দী করিয়া মদীনায় লইয়া আসেন। অতঃপর তাহাদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করিবার জন্য বানূ তামীমের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-র খেদমতে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের বন্দীদেরকে নিঃশর্তভাবে মুক্ত করিয়া দেন আর কতিপয় বন্দীকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেন। বানূ তামীমের প্রতিনিধি দলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ রাবী'আ ইব্ন রাফে', সাবুরা ইব্ন 'আমর, কা'কা' ইব্ন মা'বাদ, ওয়ারদান ইব্ন মুহরিয, কায়স ইব্ন 'আসিম, মালিক ইব্ন

'আমর, আকরা' ইব্ন হাবিস, ফিরাস ইব্ন হারিছ প্রমুখ। "আসাহহুস সিয়ার" গ্রন্থের লেখকের মতানুযায়ী ঘটনা দুইটি বানূ তামীমের একই প্রতিনিধিদল সম্বন্ধে (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩১০)।

বানূ তামীম গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য হইতে আমাদের জন্য একজন আমীর নির্ধারণ করিয়া দিন। উপস্থিত সাহাবাদিগের মধ্য হইতে হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) কা'কা' ইব্ন হারিছের নাম প্রস্তাব করিলেন। হযরত উমার (রা) প্রস্তাব করিলেন আকরা' ইব্ন হাবিসের নাম। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে মজলিসেই কথা কাটাকাটি হইল। শেষ পর্যন্ত বিতর্ক বিবাদের পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল এবং উভয়ের কণ্ঠস্বর সরগরম হইল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ বাকর (রা)-এর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ইহার প্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার" (৪৯ ঃ ১-৩; রূহুল মা'আনী, ১৪খ., পৃ. ২০১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ., সূরাতুল হুজুরাত ও উহার তাফসীর দ্র.; (২) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী, দারুল ফিকর, বৈরূত, ১৪খ., পৃ. ২০১, সূরাতুল হুজুরাত-এর তাফসীর দ্র.; (৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ., ৫খ., পৃ. ৪৫; (৪) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., দ্বিতীয় সং, ৪খ., পৃ. ৭৯; (৫) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, আশ্রাফী বুক ডিপো., দিল্লী তা. বি., ৩খ., পৃ. ৭৪; (৬) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ তা. বি., পৃ. ৩০৭; (৭) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যা, মিসর, তা. বি,. ৪খ., পৃ. ১৪৬-১৫২; (৮) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৩৩৩; (৯) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৪ খৃ., ২খ., পৃ. ২৮; (১০) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা. বি,. ২খ., পৃ. ২০৩।

মাসঊদুল করীম

সারিয়্যা কুত্‌বা ইব্‌ন 'আমের

নবম হিজরীর সফর মাসে/ ৬৩০ খৃ. রাসূলুল্লাহ (স) হযরত কুত্‌বা ইব্‌ন 'আমের (রা)-এর নেতৃত্বে একটি সারিয়্যা খাছ'আম গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সৈন্যসংখ্যা বিশজন, বাহন হিসাবে দশটি উট অর্থাৎ প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্য একটি উট (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩১১)।

খাছ'আম গোত্রের আবাদী ছিল তিহামা (تهامة) মরু অঞ্চলের তাবালাহ (تبالة)-এর নিকটবর্তী একটি এলাকা, ইয়ামানে যাওয়ার পথে অবস্থিত (মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৩৪)। তবে ইব্‌ন সায়্যিদিন নাসের বর্ণনামতে ইহা তুরাবাহ (ترابة) অঞ্চলের নিকট বীশা (بيشة) এলাকায় অবস্থিত ছিল ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২০৬)।

কুতবা ইব্‌ন 'আমের (রা) শত্রু এলাকায় পৌঁছিয়া স্থানীয় এক ব্যক্তিকে আটক করিয়া তাহার কাছে খাছ'আমের অবস্থান জানিতে চাহিলেন। কিন্তু লোকটি 'মূক' সাজিয়া গেল, কোন কথাই বলিল না। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটি সময়-সুযোগ বুঝিয়া চিৎকার করিয়া কওমের লোকদেরকে ডাকিয়া মুসলমানদের আগমন সম্বন্ধে সতর্ক করিতে লাগিল। মুসলমানগণ তাহার এই প্রতারণার দরুন তাহাকে হত্যা করে। অতঃপর কুতবা (রা) বাহিনীসহ সেখানেই অবস্থান করিলেন (সীরাতে মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ৮০)।

রাত্রিবেলা কতুবা (রা) খাছ'আমীদের উপর হামলা করিলেন। প্রচণ্ড লড়াই হইল। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইল। পরিশেষে মুসলমানদের বিজয় হইল। তাহারা খাছ'আমের বহু নারী-পুরুষ ও গবাদী পশু আটক করিয়া মদীনায় লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) গনীমত হইতে খুমুস্ পরিশোধের পর অবশিষ্ট গনীমত মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করিয়া দিলেন। প্রত্যেক মুজাহিদ চার-চারটি করিয়া উট ভাগে পাইলেন। গনীমত বন্টনের সময় দশটি ছাগল একটি উটের সমমান নির্ধারিত হয় (সীরাতে মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ৮০)।

অধিকাংশ সীরাতবিদ লিখিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে সেনাপতি হযরত কুতবা ইব্‌ন 'আমের (রা) রণাঙ্গনে শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু ইব্‌ন হাজার ইব্‌ন হাতিমের সূত্রে লিখিয়াছেন যে, কুতবা (রা) রাসূলের ওফাতের পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং উমার (রা)-এর খেলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন হিব্বানের বর্ণনামতে তিনি হযরত উছমান (রা)-এর খেলাফত কালে ইনতিকাল করেন (আসাহহুস সিয়ার, টীকা ২, পৃ. ৩১১)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রা) যাদুল মা'আদ(২খ., পৃ. ২০৩)-এ লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধের ঘটনায় এই কাহিনীও বর্ণিত আছে যে, মুসলমান সৈন্যগণ যখন খাছ'আমীদের আটককৃত নারী ও গবাদী পশু লইয়া মদীনা অভিমুখে ফিরিতেছিল, তখন কতিপয় খাছ'আমী যোদ্ধা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করে। তখন অলৌকিকভাবে এক সয়লাব তাহাদের ও মুসলমানদের মাঝে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। খাছ'আমীগণ এই পানির স্রোত অতিক্রম করিতে না পারিয়া অপর প্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং শুধু তাকাইয়া দেখিল, মুসলমানগণ তাহাদের নারী ও গবাদী পশু সম্পদগুলি নির্বিঘ্নে মদীনার দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা. বি., ২খ., পৃ. ২০৩; (২) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা. বি., ২খ., পৃ. ২০৬; (৩) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স) ,দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৩৩৪ (৪) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, রব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৮২, ২খ., পৃ. ২৪১; (৫) আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ, পৃ. ৩১১।

মাসউদুল করীম

সারিয়্যা দাহ্হাক ইব্ন সুফ্য়ান

নবম হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে নাজদের সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত কিলাব গোত্রের জনগণকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাহাদের নিকট হইতে যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) একটি সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। কিলাব গোত্রের অকুতোভয় বীর সেনানী হযরত দাহ্হাক ইবন সুফ্য়ান ইব্ন আওফ কিলাবীর উপর এই অভিযানের নেতৃত্ব অর্পিত হয়। আসাদ ইব্ন সালামা নামক এক সাহাবী তাঁহার সহযোদ্ধা ছিলেন। কিলাব গোত্রের জনগণ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং নানা তীর্যক মন্তব্য করিয়া মুসলমানদের অপমানিত করে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। যুজ্ (زج) নামক এলাকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম সেনাবাহিনীর তীব্র প্রতিরোধ ও প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কিলাব গোত্রের অমুসলিম সদস্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া যায়। যুদ্ধের ময়দানে রুখ্ নামক একটি কূপ ছিল। লড়াই চলাকালীন সেই কূপের নিকটেই উসায়দ (اصيد) ইব্ন সালামা তাঁহার পিতা সালামার দেখা পান। সালামা তখন ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। উসায়দ তাঁহার পিতা সালামাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়া নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ তো দূরের কথা, সালামা উল্টা তাঁহার ছেলে উসায়দ ও তাঁহার দীনের বিরূপ সমালোচনা করিতে থাকে। তীব্র উত্তেজনায় উসায়দ শাণিত তরবারি দিয়া পিতার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করিলে ঘোড়াটি মাটিতে লুটাইয়া পড়ে এবং সালামা রুখ্ (رخ) নামক কূপে পতিত হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন মুসলিম যোদ্ধা আগাইয়া আসিয়া তরবারির আঘাতে সালামাকে হত্যা করিলেন। উসায়দ (রা) নিজ হস্তে পিতাকে হত্যা করেন নাই। যুদ্ধশেষে হযরত দাহ্হাক ইব্ন সুফ্য়ান (রা) বিপুল সংখ্যক যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসামগ্রী (গনীমত) লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ২০৩; তাহযীবুত তাহযীব, ৪খ., পৃ. ৪৪৪; 'উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৩৯; মুখতাসারু সীরাতির রাসূল, পৃ. ৫০১; সীরাতুল মুসতাফা, ২খ, পৃ. ২৪০; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১১৭; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩১১-১২)।

রাসূলুল্লাহ (স) দাহ্হাক ইব্ন সুফয়ান (রা)-এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণের সময় কিলাব গোত্রের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ তো দূরের কথা, পত্রটি পানিতে ধৌত করিয়া পানি ভর্তি বালতির তলায় চুবাইয়া রাখে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি মন্তব্য করেন ঃ তাহাদের কি হইল, আল্লাহ তা'আলা কি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন! রাসূলুল্লাহ (স)-এর মন্তব্যের পর কিলাব গোত্রের একটি লোকের মস্তিষ্কও সুস্থ রহিল না। সকলেই

অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। এমনকি অনেকের বাকশক্তি রহিত হইয়া যায়, বোবার মত আচরণ করিতে থাকে। কেহ তাহাদের কথা বুঝিতে সক্ষম হইত না (সীরাতু হালাবিয়া, ৬খ., পৃ. ১৩১)।

সমসাময়িক কালের প্রখ্যাত আরব কবি 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস আস্-সুলামী সারিয়্যা দাহ্হাক ইব্ন সুফ্য়ানের উপর মন্তব্য করিয়া বলেনঃ

ان الذين وفوا بما عاهدتهم + جيش بعثت عليهم الضحّاكا
امّرته ذرب السنان كانه + لما تكشفنه العدو براً كا
طورا يعانق باليدين وتارة + يفرى الجماجم حازما متاكا.

"নিশ্চয় যাহারা আপনার সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে তাহারা তো সেই বাহিনী যাহাদের নেতৃত্বের ভার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন দাহ্হাককে।

যাহাকে আপনি আমীর বানাইয়াছেন তিনি সুদক্ষ সমরকুশলী; শত্রু যখন তাঁহাকে বাধ্য করে তখন যেন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

কখনও তিনি দুই হাত দিয়া আলিঙ্গন করেন, আর কখনও প্রচণ্ড নিশ্চিত আঘাতে কর্তন করিয়া দেন মস্তকসমূহ" (ইব্নুল আছীর, উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৫)।

হযরত দাহ্হাক ইব্ন সুফ্য়ান ইব্ন 'আওফ আল-আমেরী আল-কিলাবী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় সাহাবী ও দেহরক্ষী। তাঁহার গোত্রের যাহারা ইসলাম কবুল করিয়াছিল তিনি তাহাকে তাহাদের প্রশাসক নিয়োগ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযী, যাদুল মা'আদ, দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ২০৩; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, আল-মাক্তাবাতুল আছারিয়াহ, ১ম সং, লাহোর ১৩২৫ হি, ৪খ., পৃ. ৪৪৪; (৩) আবদুল্লাহ ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতির রাসূল, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম সং, রিয়াদ ১৪১৪/১৯৯৪ খৃ; পৃ. ৫০১; (৪) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তফা, রব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৯৫ খৃ., ২খ., পৃ. ২৪০; (৫) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দারুল ইশা'আত, কলিকাতা ১৩৫১/ ১৯৩২, পৃ. ৩১১-১২; (৬) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, 'উয়ূনুল আছার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার, মুআসসাসাতু 'ইযযিদ্দীন, বৈরূত, ১ম সং ১৪০৬/ ১৯৮৬, ২খ., পৃ. ২৩৯; (৭) ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবা, দার ইহ্য়াউত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৪৭; (৮) ইব্ন আবদিল বার্র, আল-ইস্তী'আব, দারুল জাবাল, ১ম সং, বৈরূত ১৪১৩/১৯৯৩, ২খ., পৃ. ৭৪২; (৯) আশিক ইলাহী মিরাঠী, তারীখ-ই ইসলাম, দারুল কিতাব, দেওবন্দ ১৩০০ হি, ৪খ., পৃ. ৩৪৩; (১০) ড. রাউফ ইক্বাল, আহদে নববীকে গায্ওয়া ওয়া সারায়া, ইসলামিক পাবলিকেশনস লিমিটেড্, ১ সং, লাহোর ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ২৩৫; (১১) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হালাবী, সীরাতু আল-হালাবিয়্যা, কুতুবখানা কাসেমী, দেওবন্দ ১৩৮৮/১৯৬৯, ৬খ., পৃ. ১৩১।

আ. ক. ম. খালিদ হোসেন

সারিয়্যা 'আলকামা ইব্‌ন মুজায্‌যিয আল-মুদলিজী

৮ম হিজরী রাবীউল আখির মাস। আবিসিনিয়ার সমুদ্রতীরে জুদ্দা নামক একটি বসতি ছিল। মদীনায় একটি সংবাদ পৌঁছিল যে, জুদ্দার একদল আক্রমণকারী নৌকাযোগে জিদ্দায় অবতরণ করিতেছে। আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিন শত মুজাহিদের একটি বাহিনী হযরত 'আলকামা ইব্‌ন মুজায্‌যিযের অধিনায়কত্বে প্রেরিত হইল। মুজাহিদ বাহিনী সমুদ্রবক্ষে একটি দ্বীপে অবতরণ করিল। সংবাদ পাইয়া শত্রুদল পলায়ন করিল আর মুজাহিদ বাহিনীও মদীনার পথে রওয়ানা হইল। পথে এক স্থানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল। অধিনায়ক বাহিনীকে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের আদেশ দিলেন। দাউ দাউ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে অধিনায়ক 'আলকামা সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে এই অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে"? কতিপয় সৈনিক কাপড়-চোপড় সামলাইয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, ক্ষান্ত হও। আমি তোমাদিগকে উপহাসচ্ছলে এইরূপ আদেশ করিয়াছি। অতঃপর বাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিল। মহানবী (স)-এর খেদমতে ঘটনাটি বর্ণনা করা হইলে তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা উহাতে প্রবেশ করিতে তবে কখনও আর তাহা হইতে বাহির হইতে পারিতে না"। অতঃপর তিনি বলিলেন,"আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে কখনও নেতার আদেশের অনুসরণ করিতে নাই"। অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে,"নেতাদের কেহ যদি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ বিরোধী কাজের আদেশ দেন তাহা হইলে তোমরা তাহার আদেশ পালন করিও না" (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৮৭৫; ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৬৩; ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৫৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ইতেকাদ পাবলিশিং হাউস, সুইওয়ালান, দিল্লী, আগস্ট ১৯৮২; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদের, বৈরূত; (৩) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, উয়ূনুল আছার, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.।

মুহাম্মদ তালেব আলী

সারিয়্যা ফুল্‌স

সারিয়্যা ফুল্‌স নামক হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর অভিযানকে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেমন কুল্‌স অভিযান, ফুল্‌স অভিযান, তায়্যি অভিযান, বনূ তায়্যি অভিযান, তায়্যি দেবালয় অভিযান, সারিয়্যা হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ইত্যাদি ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৫৭; কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৮৪; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৩১৩; ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ২৪২)। নবম হিজরী মুতাবিক ৬৩০ খৃস্টাব্দে রবীউস সানী মাসে ফুল্‌স অভিযান পরিচালিত হয় ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৫৭; Ali The Magnificent, p. 69)।

অভিযানের কারণ

বানূ তায়্যি গোত্রের সর্দার বিখ্যাত দাতা হাতিম তাঈ-এর সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টায় বানূ তায়্যি সম্প্রদায় তৎকালীন আরব জাহানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। কবি-সাহিত্যিকদের রচিত অসংখ্য বিস্ময়কর চিত্তাকর্ষক কিংবদন্তী অদ্যাবধি দাতা হাতিম তাঈয়ের নামে প্রচলিত আছে। তিনি মানবসেবা, অনাথ-অসহায়দের আশ্রয়দান ও সার্বজনীন কল্যাণে নিজেকে আজীবন নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তিনি জন্মগতভাবে খৃস্টান হইলেও দীনে হানীফের অনুসরণ করিতেন। তাহার কার্যকলাপ, চালচলন, আকীদা-বিশ্বাস ইসলামের প্রায় অনুকূল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমকালীন ছিলেন। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় ইসলামের দাওয়াত তাহার নিকট পৌছে নাই। কিন্তু হাতিমের সন্তান 'আদী ইব্‌ন হাতিম পিতার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে পারেন নাই।

হাতিমের মৃত্যুর পর তায়্যি গোত্রের অনেকে তাহাদের দেবালয়ে পূজা-অর্চনা করিত। রাসূলুল্লাহ (স) তায়্যি সম্প্রদায়ের দেবালয় ফুল্‌স ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিয়া মুসলমান করার জন্য হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে এক শত পঞ্চাশজন আনসার সাহাবীর সমন্বয়ে সৈন্যদলের সেনাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৬২০)। ইহা ছাড়াও ইতোপূর্বে তায়্যি গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। উক্ত প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন যায়দ আল-খায়ল। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়া নজদের কাছাকাছি ফারদা নামক একটি জলাশয়ের নিকট পৌছান। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং সেখানেই

ইন্তিকাল করেন। যায়দ আল-খায়লের নাম রাসূলুল্লাহ (স) পরিবর্তন করিয়া যায়দ আল-খায়র (উৎকৃষ্ট যায়দ) রাখেন। তায়্যি গোত্রে ইসলামের পরিপূর্ণ দাওয়াত প্রেরণের পূর্বে যায়দ আল-খায়রের মৃত্যুতে সেখানে ইসলামের দায়াত দিতে এবং সেখানে অবস্থিত মূর্তি মন্দির ধ্বংস করিতে সারিয়্যা প্রেরণ অপরিহার্য ছিল। সেইজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) এক সারিয়্যা হযরত আলী ইব্ন আবি তালিব (রা)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ২৪২-২৪৩)।

মূল ঘটনা

রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে সেনাপতি নিয়োগ করিয়া আওস ও খাযরাজ গোত্রের এক শত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী দলকে পর্যাপ্ত সমরাস্ত্র ও রসদপত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সৈন্যবাহিনীর একশ জন ছিল উষ্ট্রারোহী এবং পঞ্চাশ জন ছিল অশ্বারোহী। তাহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া রওয়ানা হইয়াছিল। তাহারা কালো ও সাদা পতাকা লইয়া অভিযানে বাহির হইয়াছিল। হযরত সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) ছিলেন কালো পতাকা বহনকারী এবং হযরত জাব্বার ইব্ন সাখর আস-সুলামী (রা) ছিলেন সাদা পতাকা বহনকারী।

হুরায়ছ নামে বানূ আসাদ গোত্রের একজন পথ-প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের পথ ধরিয়া সৈন্যগণ রওয়ানা হইল। তাহারা তাহাদের গন্তব্যের শেষ সীমায় পৌঁছাইলে পথপ্রদর্শক বলিল, আজ গোত্রের বাহিনীর সঙ্গে আপনাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হইবে।

মুসলিম সৈন্যগণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দিনের বেলা পথ অতিক্রম না করিয়া রাত্রিবেলা রওয়ানা হইয়া সম্প্রদায়ের খুব কাছে পৌঁছিয়া গেলেন। ইতোপূর্বে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্য হইতে ছোট একটি দল তায়্যি সম্প্রদায়ের অবস্থান স্থল, দেবালয়, সৈন্যসামন্ত ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরিত হইল। উক্ত দলের সদস্যগণ হইলেন— (১) হযরত আবূ কাতাদা (রা),(২) হযরত হুবাব ইব্নুল মুনযির (রা) ও(৩) হযরত আবূ নায়িলাহ (রা)। তাঁহারা সঙ্গোপণে তায়্যি সম্প্রদায়ের সৈন্যশিবিরের চতুর্দিকে তদারকি করিতে করিতে হঠাৎ তায়্যি সম্প্রদায়ের বানূ নাবহান বংশের আসলাম নামের এক কালো গোলামকে পাইলেন। সে তাহার সম্প্রদায় কর্তৃক মুহাম্মাদ (স) প্রেরিত বাহিনীর তথ্য অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর হিসাবে কর্তব্যরত ছিল। সে তাহার অপর গুপ্তচর ভাই-এর অপেক্ষায় ছিল। সে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দল দেখিয়া দ্রুত না পালাইয়া তাহার সাথীর অপেক্ষায় থাকিয়া মুসলিম বাহিনীর হাতে ধৃত হইল এবং হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর নিকট আনীত হইল। তাহার অপর গুপ্তচর সাথী মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা, সওয়ারী সংখ্যা ও রসদপত্র ইত্যাদি ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিতে যাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। অর্থাৎ সে মদীনা গিয়াছিল। সম্ভবত সে আদী ইব্ন হাতিম তায়্যিকে সংবাদ দিয়া দেশ হইতে পালাইতে সাহায্য করিয়াছিল। কেননা আদী ইব্ন হাতিম তায়্যির বর্ণিত ঘটনায় উহাই প্রমাণ করে। যেমন আদী ইব্ন হাতিম তায়্যি (রা) ইসলাম গ্রহণের পর বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনিবার পর আমি তাঁহাকে যতটুকু ঘৃণা

করিয়াছি, আরবের আর কোন লোক তাহাকে এতটুকু ঘৃণা করে নাই। আমি ছিলাম এক অভিজাত বংশের লোক এবং ধর্মবিশ্বাসে ছিলাম খৃস্টান। আমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ আমি লাভ করিতাম। কারণ আমি ছিলাম তাহাদের নেতা। আমি মনে মনে একটি ধর্মবিশ্বাস পোষণ করিতাম। আবার আমার প্রতি আমার সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে আমি ছিলাম তাহাদের রাজা সদৃশ। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে যখন আমি শুনিতে পাইলাম, তখন তাঁহার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হইল। আমার উটের রাখাল, এক আরব গোলামকে আমি বলিলাম, তুমি বাপহারা হও। কিছু বেগবান ও হৃষ্টপুষ্ট উট সকল সময় আমার কাছাকাছি প্রস্তুত রাখিবে। আর যখন শুনিবে মুহাম্মাদের সৈন্য আমাদের এই অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছে তখন আমাকে জানাইবে যাহাতে আমি সপরিবারে পালাইতে পারি (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ২৪৩-২৪৪)।

হযরত আলী (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে বলিল, আমি বিদ্রোহী । তখন আলী (রা) তাহাকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে বলিলেন। আর তাহাকে তাহার নিজের সম্প্রদায়ের নিকট মুসলিম সেনাবাহিনীকে লইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কালো দাস আসলাম অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে নিয়া রওয়ানা হইল বটে কিন্তু ভুল পথে। শেষ রাত্রিতে সে বলিল, আমি ভুল পথে আসিয়াছি। পুনরায় তাহারা পূর্বের স্থানের দিকে রওয়ানা হইল। দাস ভাবিয়াছিল যে, এইভাবে সারা রাত অতিবাহিত করিতে পারিলে তায়্যি সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছাইবার পূর্বেই ভোর হইয়া যাইবে এবং মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহা ছাড়া তাহার সম্প্রদায় ইহা জানিতে পারিবে এবং পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়া মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিবে যাহাতে তায়্যি সম্প্রদায় বিজয় লাভ করিতে পারে।

কিন্তু মুসলিম বাহিনী আসলাম নামের কালো দাসের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া তাহার গর্দানে তলোয়ার ঠেকাইয়া বলিল, তুমি আমাদের সহিত প্রতারণা করিতেছ। অতি সত্বর প্রতারণা ছাড়িয়া আমাদিগকে তায়্যি সম্প্রদায়ের আবাসস্থল ও মন্দিরে লইয়া চল। অন্যথা তুমি এই তলোয়ারের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইবে। আলী (রা)-এর এই কাঠোর হুঁশিয়ারি শ্রবণ করিয়া দাস ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং পূর্বের প্রতারণামূলক আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সোজা পথে মুসলিম বাহিনীকে তায়্যি সম্প্রদায়ের নিকটে পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে মুসলিম বাহিনী তায়্যি সম্প্রদায়ের সৈন্যশিবিরে কুকুর, ঘোড়া, উটের নড়াচড়া ও ডাক শুনিতে পাইল। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি বলিয়া তায়্যি সম্প্রদায় মুসলিম বাহিনীর আগমন সংক্রান্ত কোন তথ্যই পায় নাই। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে তথ্য দেওয়ার জন্য নিয়োজিত গুপ্তচর আসলাম ধৃত হইয়াছে। সেইজন্য তাহারা আক্রমণ করিবার প্রস্তুতিও গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং আক্রান্ত হইলে পলায়ন করিবার মত পর্যাপ্ত বাহনও তাহাদের নিকট ছিল না।

মুসলিম বাহিনী তাহাদের মুখামুখি হইয়া কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িল। তাহারা কোনক্রমেই টের পায় নাই যে, মুসলিম বাহিনী তাহাদিগকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর মুসলিম

বাহিনী ভোরের অপেক্ষায় রহিল। ফজরের সময় হইলে তাহার তায়্যি সম্প্রদায়ের উপর অতর্কিত হামলা করিয়া তাহাদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, তাহাদের দেবালয় ধ্বংস করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল এবং যাহাদিগকে সম্মুখে পাইল তাহাদিগকে হত্যা করিল। তায়্যি সম্প্রদায়ের মধ্যভাগে হাতিমের বংশধর ছিল। হাতিম বংশের এক সদস্য ছিলেন সাফ্ফানা বিন্ত হাতিম, আদী ইব্ন হাতিমের বোন। সাফ্ফানা ছিলেন অতিশয় সুন্দরী রমণী। তাহার সহিত অন্যান্য তায়্যি সম্প্রদায়ের মহিলা, সন্তান-সন্তুতি, গৃহপালিত পশু,রসদপত্র সবই মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হইল। যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টনের পূর্বেই সাফ্ফানাকে সেনাপতির জন্য পৃথক করা হইল। আলী (রা) সাফ্ফানাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সসম্মানে যুদ্ধবন্দী হিসাবে প্রেরণ করিলেন। তাহার সাথে অন্যান্য যুদ্ধবন্দী মহিলারাও ছিল।

'আদী ইব্ন হাতিমের ধনভাণ্ডারে অথবা ফুলস-এর ভাণ্ডারে তিনটি ইয়ামানী তলোয়ার ও তিনটি বর্ম পাওয়া গিয়াছিল। আলী (রা) যুদ্ধবন্দী দাসীদের তত্ত্বাধানের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন হযরত কাতাদা (রা)-এর নিকট, রসদ ভাণ্ডার দেখাশুনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক আস-সুলামী (রা)-এর নিকট।

আলী (রা) তায়্যি-এর একটি পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া দাসী ও বকরী তথা গনীমতের মাল বণ্টন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সেনাধ্যক্ষের নির্ধারিত অংশ-তলোয়ার, বর্ম, এক-পঞ্চমাংশ ও সাফ্ফানা বিন্ত হাতিমকে গনীমতের মাল হইতে পৃথক করিলেন।

'আদী ইব্ন হাতিম-এর সহোদরা সাফ্ফানাকে বণ্টন না করিয়া রামলা বিন্ত আল-হারিছ (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিতে দেওয়া হইল। এদিকে 'আদী ইব্ন হাতিম যখন জানিতে পারিলেন আলী (রা) তায়্যি অভিযানে আসিতেছেন তখন তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিরিয়া (শাম) পলায়ন করিলেন। কেননা তাহার একজন গুপ্তচর মদীনায় ইতোপূর্বে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত ছিল (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৮৪-৯৮৯)।

আদী ইব্ন হাতিমের ইসলাম গ্রহণ

'আদী ইব্ন হাতিম বলেন, আমার নিয়েজিত গুপ্তচর একদিন সকালবেলা আমার নিকট আসিয়া বলিল, হে আদী! মুহাম্মাদের সেনাবাহিনী আপনার উপর হামলা চালাইলে আপনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই করিয়া ফেলুন,কারণ আমি বহু পতাকা দেখিতে পাইয়াছি। সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা বলিয়াছে যে, ইহা মুহাম্মাদের পতাকা। অতঃপর আদী বলেন ঃ আমার উটগুলি আমার নিকট লইয়া আস। সে তাহা আমার নিকট লইয়া আসিল। আমি আমার পরিবারবর্গ ও সন্তানদের সাথে নিলাম এবং বলিলাম, আমি সিরিয়ায় আমার স্বধর্মীয় খৃস্টানদের কাছে চলিয়া যাইব। এই বলিয়া আমি জাওশিয়া মতান্তরে হাওশিয়া (নজদের একটি

পাহাড়ের নাম)-এর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম এবং আমার সহোদর সাফ্ফানাকে বানূ তায়্যি-এর এলাকায় রাখিয়া গেলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাহিনী আমার পশ্চাদ্ধাবন করিল। বানূ তায়্যির অনেকে বন্দী হইল যাহাদের মধ্যে সাফ্ফানাও ছিল। বানূ তায়্যি-এর বন্দীদের সঙ্গে তাহাকেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। আমার সিরিয়ায় পলায়নের কথাও তাহার কানে পৌঁছিল।

সাফ্ফানাকে মসজিদের সামনে খোঁয়াড়ের মত একটি স্থানে রাখা হইল। বন্দীদিগকে তাহার মধ্যে আটকাইয়া রাখা হইত। রাসূলুল্লাহ (স) সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। অন্য বর্ণনামতে হযরত রামলা বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)-এর গৃহে বন্দী ছিল যেখান দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) যাইতেছিলেন। সাফ্ফানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখামুখি হইলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও স্পষ্টভাষিণী। তিনি বলিলেন ঃ

يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فأمنن علينا من الله عليك كل ذلك يسألها رسول الله ﷺ من وافدك فتقول عدى بن حاتم فيقول الفار من الله ورسوله حتى يئست.

"ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমার পিতা মারা গিয়াছেন এবং যিনি আমার দেখাশুনা করিতেন তিনিও আমাকে ফেলিয়া গিয়াছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সদয় হইবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ কে তোমার দেখাশুনা করিত? তিনি বলিলেন, হাতিমের পুত্র আদী। 'রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল হইতে পলায়নকারী? অবশেষে তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন"।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ (স) সাফ্ফানার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে গত দিনের মতই বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও গত দিনের মতই জবাব দিয়াছিলেন। এইভাবে তৃতীয় দিনও একই অবস্থা ঘটিল। অতঃপর সাফ্ফানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে কোন অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে চরম হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় তাহার পিছন হইতে আলী (রা) ইশারা করিয়া বলিলেন, দাঁড়াইয়া যাও, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পুনরায় কথা বল। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দাঁড়াইলাম এবং পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা গত হইয়াছেন। যিনি আমার দেখাশুনা করিতেন তিনিও আমাকে একা ফেলিয়া গিয়াছেন। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ তা'আলাও আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি অনুগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু তুমি চলিয়া যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করিও না যতক্ষণ না তোমার সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য কোন লোককে পাও, যে তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছাইয়া দিবে। এমন কোন লোক পাওয়া গেলে আমাকে জানাইও।

আমি অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। অবশেষে বানূ বালী অথবা বানূ কুদা'আ গোত্রের একটি কাফেলার আগমন ঘটিল। আমার ইচ্ছা ছিল সিরিয়ায় আমার ভাই 'আদীর নিকট চলিয়া যাইব। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্প্রদায়ের একটি কাফেলা আসিয়াছে। তাহাতে এমন লোকও রহিয়াছে, যে নির্ভরযোগ্য এবং আমাকে জায়গামত পৌঁছাইয়া দিবে । অতএব রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে কাপড়-চোপড়, বাহন ও পথখরচ দিলেন। আমি তাহা লইয়া কাফেলার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং সিরিয়ায় চলিয়া আসিলাম।

'আদী ইব্ন হাতিম বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরিবারবর্গের মাঝে বসা ছিলাম। সহসা দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক হাওদার ভিতরে এবং সে আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আমি বলিয়া উঠিলাম, হাতিম তনয়া (সাফ্ফানা)! ঠিকই দেখা গেল সে হাতিমের কন্যাই অর্থাৎ আমার সহোদর বোন। সে আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে চরম তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, সম্পর্কচ্ছেদকারী জালিম! নিজের বউ-ছেলে নিয়া চলিয়া আসিয়াছ, আর বাবার অসহায় কুমারী মেয়েকে ফেলিয়া আসিয়াছ!

আমি বলিলাম, প্রিয় ভগিনী! রাগ করিও না। আল্লাহ্র কসম! আমার এই অপরাধ অমার্জনীয় ঠিকই— তুমি যাহা বলিয়াছ আমি তাহাই করিয়াছি। 'আদী বলেন, অতঃপর সে নামিয়া আসিল এবং আমার নিকট থাকিতে লাগিল। সে ছিল ভীষণ বুদ্ধিমতী। আমি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকটির বিষয় তুমি কী মনে কর। সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! তুমি অতি শীঘ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যাও। কারণ তিনি যদি নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে যাহারা আগে তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিবে তিনি তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন। আর যদি তিনি রাজা হন তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্বপূর্ণ গৌরবে তুমি ছোট হইবে না। তুমি তুমিই থাকিবে। আমি বলিলাম, হাঁ, ইহাই বিজ্ঞজনোচিত অভিমত।

'আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলিলেন, তখন আমি রওয়ানা হইয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলাম। তিনি মসজিদে বসাছিলেন। আমি তাঁহার নিকট প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, কে এই লোক? বলিলাম, 'আদী ইব্ন হাতিম। রাসূলুল্লাহ (স) উঠিয়া আমাকে তাঁহার ঘরে নিয়া গেলেন। আল্লাহ্র কসম! তিনি যখন আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে এক জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তাঁহার সাক্ষাত হয়। বৃদ্ধা তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিলে তিনি দাঁড়াইয়া যান। বৃদ্ধা দীর্ঘক্ষণ তাঁহার প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিল। আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহ্র শপথ! ইনি কিছুতেই রাজা নহেন।

ইহার পর তিনি আমাকে লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি বালিশ আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। তাহার উপরে ছিল চামড়া, ভিতরে খেজুরের বাকল। তিনি বলিলেন, ইহার উপর বস। আমি বলিলাম, বরং আপনিই ইহাতে বসুন। তিনি বলিলেন, না, তুমিই বস। সুতরাং আমি উহার উপর বসিয়া পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বসিলেন মাটিতে। আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! ইহা রাজকীয় আচরণ নয়।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেনঃ বলতো হে 'আদী! তুমি কি 'রাকূসী' (খৃষ্টান ও সাবিঈ ধর্মের মাঝামাঝি একটা ধর্মের অনুসারী) নও? আমি বলিলাম, তাই বটে। তিনি বলিলেন, তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ লাভ করিতে না? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তোমার ধর্ম অনুযায়ী তো উহা তোমার জন্য বৈধ ছিল না। আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌র কসম! যথার্থ বলিয়াছেন।

অতঃপর 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলিলেন, এতক্ষণে আমার বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। যা বলা হয় নাই তাহাও তিনি জানেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে 'আদী ! এই দীন গ্রহণে হয়তবা তোমাকে এই জিনিস বাধা দিয়া থাকিবে যে, তুমি তাহাদিগকে অভাব-অভিযোগে জর্জরিত দেখিয়াছ। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন তুমি শুনিতে পাইবে, একজন স্ত্রীলোক সুদূর কাদিসিয়া হইতে উটের পিঠে সওয়ার হইয়া বায়তুল্লাহতে পৌছিয়া যিয়ারত করিবে। রাস্তা-ঘাটে সে কোন কিছুর ভয় করিবে না। হয়ত-বা এই জিনিস তোমাকে বাধা দিয়া থাকিবে যে, তুমি অন্যদের মধ্যে দেখিয়াছ রাজত্ব ও বাদশাহী। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন শুনিতে পাইবে বাবিলের শ্বেত প্রাসাদগুলি মুসলিমদের হাতে বিজিত হইয়া গিয়াছে। 'আদী (রা) বলিলেন, এই কথার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, পৃ. ৩০৯; ৪খ., পৃ. ২৪৩-২৪৬; ইব্‌ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), ৩খ., পৃ. ৬২৮-৬৩০; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৩১৩-৩১৫)।

ফুল্‌স যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলিম বাহিনীর আচরণ

ফুল্‌স অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর বানূ নাব্‌হান গোত্রের কালোদাস তায়্যি সম্প্রদায়ের গুপ্তচর আসলাম আলী (রা)-কে অনুরোধ করিল তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য। আলী (রা) তাহাকে বলিলেন ঃ

تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

"তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল," তাহা হইলে তোমাকে মুক্ত করা হইবে।

তখন কালো দাস বলিল ; আমি আমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধবন্দীদের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। তাহাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিবে আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। আলী (রা) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি তাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাইতেছ না? তাহাদের মত তোমাকেও বাঁধিয়া রাখা হইবে। দাস বলিল , হাঁ, আমি একাকী মুক্ত হওয়ার চেয়ে উক্ত যুদ্ধবন্দীদের সাথে বন্দী হইয়া থাকা অত্যন্ত পছন্দ করি। তাহাদের উপর যেই সমস্ত বিপদ-আপদ আসিবে আমার উপরও তাহাই আসিবে। মুসলিম বাহিনী উক্ত দাসের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর কালো দাসকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে বাধিয়া রাখা হইল। তখন দাস বলিল ; আমি যুদ্ধবন্দীদের

অভিমতের সাথে একমত পোষণ করি। তখন যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হইতে একজন বলিল ঃ তোমাকে এইজন্য ধন্যবাদ দিব না। কেননা তুমি মুসলিম বাহিনীকে আমাদের নিকট পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছ। অন্য একজন যুদ্ধবন্দী বলিল, তোমাকে ধন্যবাদ, কারণ তোমার নিকট হইতে ইহার চেয়ে বেশি পাওয়ার কিছু নাই। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে আমাদের উপর এমন হইলে আমরা ইহা হইতে বেশি কিছু করিতাম তুমি যাহা করিয়াছ। অতঃপর দাসটি নিরাশ হইয়া পড়িল। তখন সে সৈন্যশিবিরে আসিয়া মুসলিম বাহিনীর হাতে ধৃত বন্দীদের সাথে একত্র হইল। অতঃপর মুসলিম যোদ্ধাগণ যুদ্ধবন্দীদের নিকটবর্তী হইয়া ইসলামের দাওয়াত পেশ করিল। আর ঘোষণা করা হইল ঃ فمن أسلم ترك ومن أبى ضربت عنقه "যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আর যেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করিবে তাহাকে হত্যা করা হইবে"।

অতঃপর যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী ছিল তাহারা আগাইয়া আসিয়া এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুক্ত হইল। আর যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল তাহাদিগকে হত্যা করা হইল (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৮৭-৯৮৮)।

উল্লেখ্য যে, সাফ্ফানা বিন্ত হাতিম উক্ত শর্তে যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কেননা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাসী হিসাবে উক্ত ঘটনার পূর্বেই পৃথক করা হইয়াছিল।

আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছানোর নিমিত্ত তাহাকে হযরত রামলাহ্ বিন্তুল হারিছ (রা)-এর গৃহে রাখা হইয়াছিল। তিনি বন্দী হওয়ার পর কোন সাহাবীর মুখ দর্শন করেন নাই এবং তাহার মুখও কোন সাহাবী দর্শন করেন নাই। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে স-সম্মানে বাহন, উপঢৌকন ও পাথেয় দিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৮৮-৯৮৯)।

ফুল্স অভিযানের ফলাফল

হযরত আলী (রা)-এর সেনাপতিত্বে পরিচালিত ফুল্স অভিযানের ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ইহা মুসলমানদের জন্য চতুর্দিক হইতে কল্যাণ বহিয়া আনিয়াছিল। উক্ত অভিযানের ফলাফল নিম্নে তুলিয়া ধরা হইল ঃ

১. ফুল্স দেবালয় ধ্বংস হইয়া আগুনে জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইল এবং বানূ তায়্যি-এর বসতি পরিপূর্ণ মূর্তিমুক্ত পবিত্র ভূমিতে পরিণত হইল।

২. তায়্যি বসতিতে এবং তায়্যি সম্প্রদায়ে অমুসলিম কোন ব্যক্তি আর বাকী থাকিল না অর্থাৎ সকলেই মুসলমান হইয়া গেল।

৩. উট, গরু, ছাগল, যুদ্ধাস্ত্র, রসদপত্র যাহা তায়্যিদের হস্তগত ছিল ইহা সবই মুসলিম বাহিনীর মাঝে গনীমত হিসাবে পরিগণিত হইল।

৪ হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং ভয়ে সিরিয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন ইসলাম হইতে দূরে থাকার জন্য। আর আল্লাহ্র রাসূল (স) তাহার জন্য দু'আ করিলেন এই বলিয়া ঃ

إنِّي لأرجوا الله أن يجعل يده في يدي.

"নিশ্চয় আমি আল্লাহর সমীপে এই কামনা করি যে, 'আদী ইব্ন হাতিমের হাত যেন আল্লাহ তা'আলা আমার হাতের মধ্যে নত করিয়া দেন"। উহা বাস্তবে পরিণত হইল।

(৫) সাফ্ফানা বিন্ত হাতিম রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচার-ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগত হইয়া যান এবং সিরিয়া গমন করিয়া 'আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, আলামুল কুতুব, তৃতীয় সং, বৈরূত ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.; (২) ইব্ন হিশাম, সীরাত, দারুল বুহুছ আল-'ইলমিয়্যা, ৫ম সং, কুয়েত ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ খৃ.; (৩) ইমাম আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সং, বৈরূত ১৪১২হি/ ১৯৯১ খৃ.: (৪) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, 'উয়ূনুল আছার, ১ম সং, দারুল কলম, বৈরুত ১৪১৪হি./ ১৯৯৩ খৃ.; (৫) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে ইব্ন ইসহাক, অনুবাদঃ শহীদ আখন্দ, ই.ফা.বা., ১ম সং, ঢাকা ১৯৯২; (৬) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, সামাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ তা. বি.; (৭) ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স), অনুবাদ ঃ ই. ফা. বা., ১ম সং, ঢাকা ১৪১৭ হি./ ১৯৯৬ খৃ.; (৮) Prof. Masudul Hasan, Hadrat Ali Murtada (R.A.A.), Aakif Book Depo, Delhi, First Indian Reprint, 1992; (9) Yousuf No. Lalljee, Ali The Magnificent, Tahrik-e Tarsil-e Qur'an; (১০) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, মাকতাবাতু দারুস সালাম, রিয়াদ তা.বি.।

মুহাম্মাদ জয়নুল আবেদীন খান

সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা

রাসূলুল্লাহ (স) প্রেরিত একটি সারিয়্যা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সারিয়্যাসমূহের মধ্যে ইহা ৭২তম (দ্র. ড. মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৩৫৬)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা) এই সারিয়্যার অধিনায়ক ছিলেন (দ্র. প্রাগুক্ত)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন কিতাবে এই সারিয়্যার উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত 'আলী (রা) বলেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। একজন আনসারী সাহাবীকে তিনি উহার সেনাপতি নিযুক্ত করেন। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (স) সৈন্যদিগকে সেনাপতির আদেশ মানিয়া চলিবার নির্দেশ প্রদান করেন। বিশেষ কোন কারণে সেনাপতি সৈন্যদের উপর অসন্তুষ্ট হইলে তিনি সৈন্যদিগকে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা সেনাপতির আদেশানুযায়ী এক স্থানে জ্বালানী কাষ্ঠ স্তূপীকৃত করিলেন। অতঃপর সেনাপতি উহাতে আগুন জ্বালাইতে বলিলে তাহারা আগুন জ্বালাইল। এইবার সেনাপতি বলিলেন, "তোমরা এই অগ্নিতে প্রবেশ কর"। নেতার আদেশানুযায়ী তাহারা আগুনে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিল। এমতাবস্থায় কেহ কেহ একে অপরকে বাধা দিয়া বলিতেছিল, "আমরা তো আগুন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়াছি"। ইতোমধ্যে আগুন নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং সেনাপতির ক্রোধও প্রশমিত হইল। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স) এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইয়া বলিলেন, "যদি তাহারা উহাতে প্রবেশ করিত তবে কিয়ামত পর্যন্ত উহা হইতে আর বাহির হইতে পারিত না। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যের বিষয়টি সৎকর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট" (দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৬২২; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আরও দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২২৫; ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১খ., পৃ. ৪৩৪)।

অপর এক বর্ণনায় সেনাপতির আগুনে ঝাপ দেওয়ার নির্দেশ মান্য করিবার ব্যাপারে একজন তরুণ সৈন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া বলেন, "তোমরা আগুন হইতে ভাগিয়াই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়াছ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত না করিয়া তোমরা ইহা করিও না। যদি তিনি নির্দেশ দেন তাহা হইলে তোমরা আগুনে প্রবেশ করিও"। অতঃপর তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বলিলেন, "যদি তোমরা উহাতে প্রবেশ করিতে তাহা হইলে কোন দিনই উহা হইতে আর বাহির হইতে পারিতে না" (দ্র. মুখতাসার তাফসীরিল কুরআনিল 'আযীম, ১খ., পৃ. ৪০৬-৪০৭)।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কিতাবে সারিয়্যা 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার বর্ণনায় উপরিউক্ত ঘটনা বর্ণিত হইলেও হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার নাম উল্লেখ নাই, বরং এক আনসারী সাহাবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ইহা স্পষ্ট যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) ছিলেন কুরায়শ বংশীয়, সেই হিসাবে তিনি মুহাজির। এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইব্ন হাজার (র) ফাতহুল বারীতে হযরত আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোক্ত ঘটনাকে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার ঘটনা নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার সারিয়্যা হিসাবে তিনি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত "সারিয়্যা 'আলকামা ইব্ন মুজাযযিয"-এর বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন। একদল হাবশী মক্কা শরীফের শহরতলী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে জেদ্দায় সমবেত হইয়াছিল। আলকামা ইব্ন মুজায্যিয (রা)-এর নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (স) একটি সারিয়্যা ৯ম হিজরীতে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর হাবশীদল পলায়ন করে। উক্ত সারিয়্যা শেষে তাহাদের মধ্য হইতে একটি অংশ বাড়ি ফিরিবার ব্যাপারে অতি ব্যস্ত হইয়া পড়িলে 'আলকামা (রা) ঐ অতি ব্যস্ত অংশের উপর আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা)-কে নেতৃত্ব দিয়া পাঠাইয়া দেন। ইহাই ছিল সারিয়্যা আবদিল্লাহ ইব্ন হুযাফা। এই অভিযানেই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) নিজ সৈন্যদের আগুন প্রজ্জ্বলিত করাইয়া তাহাদিগকে উহাতে ঝাপাইয়া পড়িতে আদেশ দিয়াছিলেন (দ্র. ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ৭৩)।

তবে এক্ষেত্রে 'আলিমগণ একমত নহেন। প্রথমত, সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার ঘটনা নহে বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, তিনি কুরায়শ বংশীয় বা মুহাজির, আর উল্লিখিত সারিয়্যার সেনাপতি ছিলেন একজন আনসারী (انصارى), এই যুক্তিকে এইভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে যে, এইখানে আনসারী (انصارى) বলিতে শাব্দিক অর্থ অর্থাৎ সাহায্যকারী। আর প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের প্রত্যেকেই তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন। অথবা তিনি আনসারদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র গোত্রের সাহায্যকারী ছিলেন। এই হিসাবে তাহাকে আনসারী বলা হইয়াছে (সীরাতে মুহাম্মদিয়্যা, উর্দূ অনু. মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৫৬৮)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তিতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে তাহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট" (৪ ঃ ৫৯; সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা, উর্দূ অনুবাদ মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যা, ১খ., পৃ. ৫৬৮)।

দ্বিতীয়ত, ইব্‌ন জাওযী (র)-সহ কাহারও কাহারও মতে হযরত আলী (রা) বর্ণিত সারিয়্যা এবং হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত সারিয়্যা 'আলকামা-এর শেষের অংশ একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা (দ্র. ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৯৮৩)।

প্রকৃতপক্ষে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা) কর্তৃক সঙ্গীদিগকে আগুনে ঝাঁপ দিবার আদেশ প্রদানের সহিত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া কতিপয় 'আলিম "সারিয়্যা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা"-কে 'সারিয়্যা 'আল কামা-এর অংশ হিসাবে মন্তব্য করিয়াছেন। এমনকি ইমাম বুখারী (র) সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা-এর বর্ণনার ক্ষেত্রে শিরোনাম দিয়াছেন ঃ باب سرية عبد الله بن حذافة وعلقمة بن المجزز المدلجى (দ্র. তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম, বুখারী ২খ., পৃ. ৬২২)।

বুখারী শরীফের হাশিয়ায় ইব্‌ন হাজারের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হইয়াছে, এই সারিয়্যা প্রেরণের কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছাইল যে, কতিপয় হাবশী জিদ্দা উপকূলের নিকট সমবেত হইয়াছে, তাহারা মক্কার জনগণের উপর আক্রমণ করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের বিরুদ্ধে হযরত 'আলকামা (রা)-কে তিন শত সৈন্যসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন (দ্র. ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, প্রাগুক্ত; বুখারী শরীফের পাদটীকা, ২খ., পৃ. ৬২২)। অথচ এই কারণের উপর ভিত্তি করিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) 'আলকামা ইব্‌ন মুজাযযিয (রা)-কে "সারিয়্যা আলকামায়" পাঠাইয়াছিলেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, ৬খ., পৃ. ২০৪)।

উপরিউক্ত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফাকে "সারিয়্যা আলকামার" অংশবিশেষ বলা হইলেও কতিপয় বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। যেমন (১) সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফার বর্ণনায় আছে যে, কোন এক ব্যাপারে সেনাপতিকে ক্রোধান্বিত করিবার কারণে সেনাপতি তাহাদিগকে আগুন জ্বালাইবার ও উহাতে ঝাঁপ দিতে হুকুম করেন। কিন্তু সারিয়্যা 'আলকামার বর্ণনায় আছে যে, সৈন্যরা তাহাদের কোন প্রয়োজনে আগুন জ্বালাইয়াছিল। (২) সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফার বর্ণনায় সেনাপতি ক্রোধান্বিত হইয়া আগুনে প্রবেশের হুকুম দিয়াছেন। আর সারিয়্যা 'আলকামার বর্ণনায় সেনাপতি তামাশাচ্ছলে আগুনে প্রবেশের হুকুম দিয়াছিলেন। (৩) সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফার বর্ণনা অনুযায়ী সেনাপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। আর সারিয়্যা আলকামার বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফাকে সেনাপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন 'আলকামা (রা)। উপরিউক্ত বৈপরীত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সারিয়্যা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা সারিয়্যা 'আলকামার অংশ নহে বা দুইটি বর্ণনা একটি সারিয়্যাকে কেন্দ্র করিয়া নহে। ইব্‌ন কায়্যিম-এর ইহাই অভিমত (দ্র. তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম, প্রাগুক্ত)। কিন্তু যাহারা দুইটি বর্ণনাকে একই সারিয়্যার বলিয়া মনে করেন তাহারা উপরিউক্ত বৈপরীত্যগুলিকে এইভাবে সমাধান করেন যে, প্রকৃতপক্ষে লক্ষণীয় বিষয় হইল মূল ঘটনা, ঘটনার কোন ক্ষুদ্র অংশ নয় (তাকমিলা, প্রাগুক্ত)। তাহাছাড়া সেনাপতি নির্বাচনের যে বৈপরীত্য রহিয়াছে তাহার সমাধান

এইভাবে করা যায়, যেহেতু 'আলকামা (রা) নিজে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নির্বাচিত সেনাপতি ছিলেন সেহেতু তাহার নির্বাচিত সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা)-ও যেন রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃকই নির্বাচিত।

বিভিন্ন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণে সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা এবং সারিয়্যা 'আলকামা ইব্ন মুজাযযিয কাহারও মতে অভিন্ন এবং কাহারও মতে ভিন্ন। দুইটি সারিয়্যা হিসাবে মন্তব্য করা যুক্তিগ্রাহ্য হইলেও ঘটনা দুইটির মুখ্য বিষয় এক। তাহা হইল আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) কর্তৃক সৈন্যদিগকে আগুনে ঝাপ দেওয়ার মত একটি শরী'আত বহির্ভূত বিষয়ে হুকুম প্রদান। এই হিসাবে প্রকৃত সারিয়্যার বর্ণনা হইল " সারিয়্যা 'আলকামা"। সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে সারিয়্যার বর্ণনা হিসাবে নয়। এইজন্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সীরাতের কিতাবে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায় না। মূলত সারিয়্যা আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল নেতৃত্বের অপপ্রয়োগের একটি ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নেতৃত্বের যে প্রকৃত প্রকৃতি নির্দেশিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা। আর তাহা হইল انما الطاعة فى المعروف (নেতার আনুগত্য হইল সৎকর্মের ক্ষেত্রে); সুতরাং من امركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. (কোন নেতা যদি আল্লাহর নাফারমানীর ব্যাপারে কোন হুকুম দেয় সেই হুকুম মান্য করা যাইবে না)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, আস-সহীহ, তাজিরানে কুতুব, কলিকতা, তা. বি., ২খ., পৃ. ৬২২; (২) ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, দারুল হাদীছ, কায়রো, তা. বি, ১খ., পৃ. ৪৩৪; (৩) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (মুখতাসার), তাহকীক: মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, দারুল কলম, ৫ম সং, বৈরূত ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ, ১খ., পৃ. ৪০৬-৪০৭; (৪) ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো, তা. বি, ৪খ., পৃ. ৪৩৪; (৫) ইব্নুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত, ১ম সং, ১৩৮৪ হি./ ১৯৬৪খৃ.,২খ., পৃ. ২২৫; (৬) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, আলামুল কুতুব, লন্ডন, ৩খ., পৃ. ৯৮৩; (৭) মুহাম্মাদ তাকী উছমানী, তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম, মাকতাবাতু দারুল উলূম, ৩য় সং,করাচী ১৪১২হি., ৩খ., পৃ. ৩২০-৩২২; (৮) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন, সীরাতে হালাবিয়্যা, বৈরূত তা. বি., ৩খ., পৃ. ২০৪-২০৫; (৯) মাওলানা 'আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, সামাদ বুক ডিপো, ভারত, তা. বি, পৃ. ২২১; (১০) মুহাম্মদ 'আলী, সীরাতে মুহাম্মাদিয়্যা (উর্দূ অনুবাদ-আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা), কারখানায়ে ইসলামী কুতুব, করাচী, তা.বি, ১খ., পৃ. ৫৬৮; (১১) ডঃ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, অনুবাদঃ মুহাম্মদ ইব্রাহিম ভূইয়া, ই. ফা. বা. ঢাকা. ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খৃ., পৃ. ৩৫৬।

খান মুহম্মদ ইলিয়াস

সারিয়্যা বানূ তাঈ

'তাঈ' ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। ইসলামের প্রারম্ভে বানূ কাহতান ও বানূ ইসমাঈল-ই ছিল আরবের মূল অধিবাসী। বানূ 'তাঈ' বানূ কাহতানের একটি শাখাগোত্র। আরবের বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ এই গোত্রের-ই একজন অন্যতম সুপুরুষ ছিলেন (মোল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা, পৃ. ৫৭-৫৮)। ইয়ামান প্রাচীন আরবদেশের পাঁচটি প্রদেশের একটি। 'বানূ তাঈ' ধর্ম-কর্মে ছিল পৌত্তলিক (আবুল হাসান আলী নাদবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা দ্র.)।

অভিযানের কারণ

আল্লাহ্র বিধানকে উচ্চ করা এবং তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মহানবী (স)-কে প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ও বাধাহীন হইল। তাই মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে কারীম (স) ঘোষণা করিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, সে যেন নিজ গৃহের মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই ঘোষণার পর যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা সকলেই নিজ নিজ গৃহের মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় মূর্তিগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সাহাবীগণকে আদেশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে খণ্ড খণ্ড বাহিনী (সারিয়্যা) প্রেরণ করেন (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৬৬-১৬৮)।

'ফুল্স' ছিল বানূ তাঈ-এর পৌত্তলিকদের একটি প্রকাণ্ড দেবালয়। ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ বানূ তাঈ-এর অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত দেড় শত, বর্ণনান্তরে দুই শত অশ্বারোহী সৈনিক ছিল (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩১৩; সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ৮১)। এই অভিযানে তাহাদের সঙ্গে ছিল ছোট শুভ্র পতাকা এবং বড় কৃষ্ণ পতাকা (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৮১)।

অভিযান

৯ম হিজরীর রাবী'উল আখির/ ৬৩০ খৃ. হযরত আলী (রা) তাঁহার সহিত প্রেরিত বাহিনীসহ 'বানূ তাঈ-এর আবাসভূমিতে পৌছিলেন। মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া তাঈ গোত্রের কতক লোক বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এমনকি তাই গোত্রের অন্যতম সর্দার বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ-এর পুত্র 'আদী ইব্ন হাতিমও পলায়ন করিল এবং সিরিয়ায় গাস্সানী খৃস্টানদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া সে এতই

ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছিল যে, পলায়নকালে আপন ভগ্নী 'সাফ্ফানাকেও সঙ্গে লইবার ফুরসত পায় নাই।

হযরত আলী (রা) তাঁহার বাহিনীসহ ফজরের সময় (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩১২), বর্ণনান্তরে রাত্রিবেলা তাঈ-এর ফুল্‌স দেব-মন্দির ও উহার দেবতার উপর হামলা করেন এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া অতঃপর অগ্নি জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেন (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৫৭৮)। মুসলিম সৈন্যগণ ফুল্‌স দেবালয় হইতে দুইটি' তরবারিও উদ্ধার করেন যাহা ইতোপূর্বে হারিছ ইব্‌ন শিমর 'ফুল্‌স' দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিল (সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ৮১)।

দেবালয় ধ্বংসের পর মুসলিম বাহিনী পলায়নোদ্যত তাঈদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাহাদের বহু সংখ্যক নর-নারীকে গ্রেফতার করেন এবং তাহাদের গৃহপালিত পশু হস্তগত করেন। বন্দীদের মধ্যে হাতিম তাঈর কন্যা 'আদী ইব্‌ন হাতিম-এর ভগ্নী 'সাফ্ফানাও ছিল। মুসলিম সৈন্যগণ 'আদী ইব্‌ন হাতিমের অস্ত্রাগার হইতে আরবের প্রসিদ্ধ তিনটি তরবারি ও তিনটি বর্ম হস্তগত করে। তরবারি তিনটির নাম রাসূব, মাখযাম ও ইয়ামানী (যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৫৩)।

অভিযান শেষে হযরত আলী (রা) বন্দীদিগকে এবং তাহাদের আটককৃত গবাদি পশু লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বন্দীদেরকে মদীনায় মসজিদে নববীর দরজার অদূরে এক বন্দীশালায় আটক রাখা হয় (যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৫৩)।

হাতিমের কন্যা সাফ্ফানা অতিশয় বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ নারী ছিলেন। বন্দীশালায় আটক থাকা অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট দিয়া যাইবার কালে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-ডাকিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি দানবীর হাতিম-এর কন্যা। আমার পিতা কওমের সর্দার ছিলেন। আপনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিন। আমি আমার ভাই 'আদীর নিকট চলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি। তবে তোমার ভাইয়ের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিও না। দেখি তোমার গোত্রের বিশ্বস্ত কাহাকেও পাই কিনা। তোমাকে তাহার সহিত তোমার ভাইয়ের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। তিনদিন পর 'তাঈ' গোত্রের সিরিয়াগামী একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সন্ধান পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পথ খরচ, বাহন এবং কিছু পোশাক হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করিয়া সযত্নে বিদায় দিলেন (ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৬৪)।

সাফ্ফানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করিলেন। শত্রু গোত্রের লোকজনের প্রতি তাঁহার এইরূপ সম্মানবোধ ও মমতা দেখিয়া সাফ্ফানা রাসূলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন ঃ

شكرتك يدا فتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر واصاب الله بمعروفك مواضعه ولا جعل لك الى ليسم حاجبة ولا سلب نعمت عن كريم قوم الا وجصمك سببا لدوها عليه.

"হস্ত সর্বদা আপনার প্রতি শুকরিয়াবনত থাকুক যাহা সুখ-সমৃদ্ধির পর আজ নিঃস্ব, নিঃসম্বল। ঐ হস্ত যেন আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে যাহা নিঃস্ব থাকার পর স্বচ্ছল হইয়াছে। আল্লাহ যেন সর্বদা আপনার অনুগ্রহ-অনুদান যথাস্থানে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন। তিনি যেন আপনাকে কখনও কোন ইতরের প্রতি মুখাপেক্ষী না করেন। আল্লাহ যেন কোন ভাল মানুষের নিয়ামত প্রত্যাহার না করেন; করিলেও আপনাকে যেন উহা পুন আনয়নের উসীলা করেন" (যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৫৩)।

সাফ্‌ফানা সিরিয়ায় পৌঁছিয়া তাঁহার ভাই 'আদী ইব্‌ন হাতিমের সাথে মিলিত হইলেন। 'আদী ভগ্নির মুখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উদার চরিত্র ও সদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৬৪)।

ইব্‌ন ইসহাক 'আদী ইব্‌ন হাতিম হইতে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। 'আদী ইব্‌ন হাতিম বলেন, আমি ছিলাম তাঈ গোত্রের সর্দার। খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আমার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। সুতরাং মুহাম্মাদ (স)-কে আমি অতি ঘৃণার চোখে দেখিতাম। যখন তাঁহার বিজয়বার্তা আরবময় ছড়াইয়া পড়িল তখন আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম এবং গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার গতিবিধির খোঁজ-খবর লইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন গুপ্তচর উপস্থিত হইয়া ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মুসলিম বাহিনী আসিতেছে। আমি স্বচক্ষে তাহাদের পতাকাবাহী সেনা দেখিয়া আসিয়াছি। যাহা করিতে হয় সত্বর করুন"।

আমি কালবিলম্ব না করিয়া পরিবার-পরিজনসহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সিরিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া খৃস্টধর্মাবলম্বী গাস্‌সানী সম্প্রদায়ের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সাফ্‌ফানা নামক আমার একটি বোনকে স্বগৃহেই রাখিয়া আসিলাম। ঘটনাক্রমে সাফ্‌ফনা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হইল এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে নীত হইল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রার্থনা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ-এর কন্যা। আমার ভ্রাতা 'আদী আপনার সেনাবাহিনীর ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া সিরিয়ায় পলায়ন করিয়াছেন। আমি এখন অসহায়। আমি কোন খিদমতেরও উপযোগী নই। অতএব আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার আরয মনজুর করিলেন, তাহাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়া নির্বিঘ্নে সিরিয়ায় পৌঁছিবার সুব্যবস্থা করিলেন, এমনকি বাহন হিসাবে তাহাকে একটি উটও প্রদান করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে আমার বোন যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং সিরিয়ায় পৌঁছিয়া আমার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। সাফ্‌ফানা বলিল, "রাসূলুল্লাহ (স)

আমাদের পিতার ন্যায় অতি হৃদয়বান লোক। তাঁহার সদয় ব্যবহার দেখিলে শত্রু-মিত্র কেহ তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম তাঁহার নিকট অমুক আসিল, তিনি এই ব্যবহার করিলেন। আপনিও তাঁহার সহিত অতি সত্বর সাক্ষাত করুন। আশা করি নিশ্চয় আপনিও তাঁহার বদান্যতামূলক আচরণ পাইবেন"।

'আদী বলেন, বোনের কথায় উৎসাহিত হইয়া আমি নিরাপত্তার কোন আশ্বাস বা লিখিত কোন অভয়বাণী ছাড়াই মদীনায় পৌছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল, 'আদী ইব্ন হাতিম আসিয়াছেন। মহানবী (স) 'আদীর পরিচয় পাইয়া তাহাকে সম্মান ও সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাহার হাত মহানবী (স)-এর হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিলেন। মহানবী (স) প্রথমেই বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা অচিরেই আদী ইব্ন হাতিমের হাত আমার মুঠায় আনাইয়া দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) 'আদীকে নিজের হাতে ধরিয়া লইয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা তাহার শিশু সন্তানকে সাথে লইয়া আসিল এবং আরয করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বিশেষ সংকটে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া বৃদ্ধার সহিত তাহার কাজ সমাধার জন্য চলিয়া গেলেন। দীর্ঘ সময় পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায়ঃ আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। গৃহে পৌছিয়া তিনি খেজুরের ছোবড়াবিশিষ্ট একটি গদিতে বসিলেন এবং আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বসিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে তিনবার বলিলেন, "আদী ! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি লাভ করিবে"। "আমি বলিলাম, "আমি তো খৃষ্ট ধর্মে আছি"। তিনি বলিলেন, "ইহা প্রকৃত ধর্ম নহে। তুমি মাত্র কতগুলি বিকৃত সামাজিক প্রথাকে ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছ"। তিনি আরও বলিলেন, "হে 'আদী! আমার সাহাবাগণ মর্যাদাহীন, দীন-দরিদ্র ও সংখ্যালঘিষ্ট। এইজন্যই বোধ করি তুমি ইসলাম গ্রহণে আপত্তি করিতেছ। 'আদী! মনে রাখিও, এমন একদিন আসিবে যখন। তাহাদের ধন-দৌলত জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইবে। গ্রহণকারীর অভাবে তাহারা যাকাতও আদায় করিতে অসুবিধায় পড়িবে। এমন একদিন আসিবে যে, 'হীরা' হইতে একজন যুবতী নারী একা মক্কা আসিয়া হজ্জ করিয়া যাইবে, তাহার দিকে কেহ চক্ষু উঠাইয়াও দেখিবে না। এমন একদিন আসিবে যে, তাহারা বাবেল নগরের শ্বেত প্রাসাদ পর্যন্ত জয় করিবে"। 'আদী ইব্ন হাতিম বলেন, তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি মুসলমান হইয়া গেলাম।

তৎপর জনৈক আনসারী সাহাবীর গৃহে আমি মেহমানরূপে কিছু দিন অবস্থান করিলাম। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইতাম। একদিন তাঁহার খিদমতে একদল লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি নামাযশেষে তাহাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ঃ "লোকসকল। আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করিয়া তোমাদের প্রতি করুণা

করিয়াছেন। তোমরা এক সা' বা অর্ধ সা' বা তদপেক্ষাও কম দান করিয়া আল্লাহর বান্দাদিগকে সাহায্য কর। ইহাই তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিবে। একটি খেজুর অথবা খেজুরের একটি টুকরা হইলেও আল্লাহ্র রাস্তায় দান কর। ইহাও যদি সম্ভব না হয় তবে ভাল কথা দ্বারা মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে হাযির হইতে হইবে। তখন তিনি তোমাদিগকে এই কথাই বলিবেন, যাহা আমি বলিতেছি। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি নাই? বান্দা বলিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, অদ্যকার জন্য তোমরা কি সঞ্চয় করিয়াছ? সে ডানে বামে সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই পাইবে না যাহা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। এমনকি একটি খেজুর বা ভাল কথাও না।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা অভাবগ্রস্ত হইয়া দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে এই আশংকা আমি করি না; বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহায় থাকিবেন। তিনি তোমাদিগকে এমন সম্পদশালী বানাইয়া দিবেন যে, একজন নারী মদীনা হইতে একাকী হীরা (ইরাকের একটি নগর) পর্যন্ত বরং তদপেক্ষাও দূরবর্তী পথ ভ্রমণ করিবে, অথচ তাহার অন্তরে চুরি-ডাকাতির কোন ভয়-সংকোচ থাকিবে না। হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, তাঈ গোত্রের চোরগুলি তখন কোথায় থাকিবে (ইব্ন ইসহাক-এর বরাতে আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩১৩-৩১৫)!

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া 'আদী ইব্ন হাতিমের এইরূপ আশ্চর্য হইবার কারণ এই যে, জাহিলী যুগে আরবের অধিকাংশ গোত্র চুরি-ডাকাতি ও লুটতরাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এই সমস্ত অপকর্ম তাহাদের নিকট দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাঈ বংশীয় লোকগণ এই কর্মে বিশেষ কুখ্যাত ছিল। 'আদী ছিলেন তাঈ বংশীয় সর্দার। সুতরাং তাঈদের এই অপকর্মের কথা তাহার অজানা ছিল না । অতএব এই চোর-ডাকাতদের আড্ডার মধ্য দিয়া একাই একজন নারী নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে মদীনা হইতে সুদূর হীরা পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে কিরূপে? এই চোর-ডাকাতরা তখন কোথায় যাইবে? তাহাদের কী হইবে? এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া 'আদী আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর পরেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন (সীরাতে মুস্তাফা, মোল্লা মাজদুদ্দীন, ২খ., পৃ. ৫৮)।

আল্লামা যুরকানী বর্ণনা করিয়াছেন, 'আদী ইব্ন হাতিমের বোন সাফ্ফানা সিরিয়ায় পৌঁছিয়া 'আদীকে রাসূলুল্লাহ (স) -এর দরবারে ঘটিত যাবতীয় অবস্থা অবহিত করিলে 'আদী বলিল, আচ্ছা! তুমি বল এখন আমার করণীয় কি? সাফ্ফানা উত্তরে বলিলেন ঃ "আমি মনে করি, আপনি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাত করুন। যদি তিনি নবী হন, তবে তো নবীর নিকট সর্বাগ্রে আগমনকারীর বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হইয়াই থাকে। আর যদি তিনি বাদশাহ হন তখন

তো আপনি স্থায়ীভাবে সম্মান ও ইযযতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আপনার মর্যাদাই হইবে তখন ভিন্নতর"।

বোনের কথা যুক্তিসংগত বিবেচনা করিয়া 'আদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন (যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৫৩)।

এই সারিয়্যায় অর্জিত গনীমত হযরত আলী (রা) মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন এবং উদ্ধারকৃত তরবারিগুলি হইতে রাসূব ও মাখযান নামীয় তরবারি দুইটি 'সাফী' (রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য নির্ধারিত অংশ) হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য নির্ধারণ করেন। হাতিমের পরিজনকে কিছুই দেওয়া হয় নাই (মুহাম্মাদ (স), পৃ. ৩৩৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, মাতবা'আ মুস্তাফা বাবিল হালাবী, মিসর ১৯৫৫ খৃ., ২খ., পৃ. ৫৭৮-৫৮১; (২) ইব্ন ইসহাক, সীরাত; (৩) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, মাতবা'আ ব্রিল, লাইডেন ১৩২২ হি, ২খ., পৃ. ১৬৪; (৪) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, রিসলা ফাউন্ডেশন, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ.; (৫) শায়খ মুহাম্মাদ খাদারী বিক, নূরুল ইয়াকীন, মাতবা'আ মুস্তাফা মুহাম্মাদ, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ২০৬-২০৭; (৬) দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, মাকতাবা থানবী, দেওবন্দ তা. বি., ৩১৩-৩১৫; (৭) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতুল মুস্তাফা, মুহাম্মদী কুতুবখানা, সিলেট, তা. বি., ৩খ., পৃ. ৮১-৮২; (৮) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যা, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৭৩ খৃ., ৩খ., পৃ. ৫২-৫৩; (৯) মোল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা, মাকতাবা উছমানিয়া, দিল্লী ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৫৮; (১০) মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (স), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৩৩৫।

মাসঊদুল করীম

গাযওয়া তাবূক

তাবূকের ভৌগোলিক অবস্থান ও নামকরণ

তাবূক মদীনা ও সিরিয়ার মাঝপথে খায়বার ও আল-আলার একই রেখায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম। সেইখানে প্রাচীন কাল হইতে সেনা ছাউনী রহিয়াছে। এইখানে ফলের বাগান ও তিনটি কূপ রহিয়াছে যাহার একটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্মৃতি বিজড়িত। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, আয়কা (الايكة) জাতির আদি নিবাস ছিল তাবূকে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি হযরত শু'আয়ব (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাবূকে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত কূপ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নির্দেশক্রমে পুনঃখনন করিয়া ব্যবহার উপযোগী করা হয় (মু'জামুল বুলদান, ২খ., পৃ. ১৪; জাযীরাতুল 'আরাব, পৃ. ২৬৫)।

তাবূক মদীনা হইতে প্রায় সাত শত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। আবহাওয়া শীতল। মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য তাবূক হইতেছে বড় স্পর্শকাতর জনপদ। তাবূকের নামকরণের ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সর্বশেষ জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে সাত শত কিলোমিটার উত্তরে এক ঝর্ণাধারার নিকট শিবির স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে ঐ পানিতে হাত দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কতিপয় লোক ঝর্ণা হইতে নির্গত ক্ষীণ পানি প্রবাহ বেগবান করিবার জন্য তীর দিয়া গুতা দিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয় বলিলেন ঃ

ما زلتم تبوكونها بوكا.

"তোমরা এই পানিতে তীর গাড়িতেছ।"

এই বক্তব্য হইতে তাবূকের নামকরণ। কারণ باك- بوك অর্থ "কোন জিনিসে হাত ঢুকাইয়া নাড়া দেওয়া" (লিসানুল 'আরাব, ১০খ., পৃ. ৪০৪-৫)। গায্ওয়া তাবূককে জায়শুল 'উসরাত (جيش العسرة) নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে গিয়া সাহাবায়ে কিরাম প্রচণ্ড গরম, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও অশেষ দুর্ভোগ পোহাইয়াছিলেন। এত বিরাট সৈন্যবাহিনীর জন্য মুসলমানদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও পুরা পাথেয় ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রতি আঠারজন সৈন্যের জন্য ছিল একটি উট। খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে অনেক সময় গাছের পাতা ও উট যবেহ করিয়া উহার গলথলিতে সংরক্ষিত পানি পান করিতে হইয়াছিল (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৩৩-৪)। এই যুদ্ধকে 'আল-গায্ওয়া

আল-ফাদিহা' (الغزوة الفاضحة)-ও বলা হয়। কারণ এই যুদ্ধে মুনাফিকগণ চরমভাবে অপমানিত ও লজ্জিত হইয়াছিল (মুখতাসারু সীরাতির রাসূল, পৃ. ৩৯১)।

যুদ্ধের কারণ

প্রথমত, কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা যেই জিহাদ ফরয করিয়াছেন তাবূকের যুদ্ধ ছিল তাহারই ধারাবাহিক অংশ। মক্কা ও মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার কাফিরগণ ইতোমধ্যে জিয্য়া দেওয়ার শর্তে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করিয়া যাকাত দিতে সম্মত হইয়াছে । নিকট এলাকার অভিযান শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দূরবর্তী সিরিয়া অভিমুখে জিহাদ পরিচালনা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। ইতোপূর্বে তিনি সিরিয়ার কাফিরদেরকে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিয়াছেন। এইবার জিহাদী অভিযানের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাবূক যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল রোমান শাসিত প্রতিবেশী সরকারগুলিকে ভীত-চকিত করিয়া তোলা যাহাতে ইসলামের কেন্দ্রভূমি ও ইসলামের উঠতি দাওয়াত এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে সেইসব হুকুমতকে সতর্ক করিবার দরকার ছিল, তাহারা যেন তাহাদের ভূখণ্ড হইতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনার স্পর্ধা ও দুঃসাহস না দেখায় এবং তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করা যাইবে এমনটিও যেন না ভাবে (নবীয়ে রহমত, পৃ. ১০১-২)। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَّاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

"হে মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সহিত আছেন" (৯ ঃ ১২৩)।

তৃতীয়ত, সিরিয়ার নাবাতী (نبطى) ব্যবসায়িগণ যায়তূন তৈল ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রায়শ মদীনায় যাতায়াত করিত। তাহাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) জানিতে পারিলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের মুকাবিলা করিবার জন্য সিরিয়ার সীমান্তে এক লাখ সেনা সদস্য মোতায়েন করিয়াছে। সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখিবার জন্য এক বৎসরের অগ্রিম বেতন ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হইয়াছে। লাখম, জুযাম, আমিলা ও গাসসান গোত্রের লোকেরাও খৃস্টান বাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে উদীয়মান মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া এবং আরবের উত্তরাংশ সিরিয়ায় রোমানদের এবং পূর্বাংশ হীরায় ইরানীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। ইতোমধ্যে রোমান বাহিনীর অগ্রবর্তী দল 'বালকা' নামক স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল (তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৬৫; কিতাবুল মাগাযী,

৩ খ., পৃ. ৯৯০)। হিরাক্লিয়াস স্বয়ং অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে হিম্‌স নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাকে তাবূক যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণরূপে বিবেচনা করা হয়।

চতুর্থত, আরবের খৃস্টানগণ রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট লিখিত এক পত্রে জানায় যে, মদীনায় যেই ব্যক্তি নবী দাবি করিয়াছেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন মদীনায় প্রচণ্ড গরম, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। এই মুহূর্তে যদি অভিযান পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে অনায়াসে মদীনা দখল করা যাইবে। হিরাক্লিয়াস পত্র প্রাপ্তির পর চল্লিশ হাজার সৈন্যের অগ্রবর্তী দল প্রেরণ করেন (মাজমা'উয যাওয়াইদ, ৬খ., পৃ. ১৯১; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৩২৩)।

পঞ্চমত, মদীনায় ইসলামের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় মুনাফিকদের নেতা আবূ 'আমের রাহিব রোমান সম্রাটের সহিত যোগাযোগ করিয়া মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করে। মুনাফিকগণ রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির অতিরঞ্জিত খবর মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যাহাতে মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু মুনাফিকরা লক্ষ্য করিল যে, সব ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র রাসূল (স) সফল হইতেছেন এবং তিনি বিশ্বের কোন শক্তিকেই ভয় পান না। তাঁহার সম্মুখে যে কোন বাধা আসিলেই তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মুনাফিকগণ আশা করিয়াছিল যে, মুসলমানরা এইবার আর রক্ষা পাইবে না। সেই প্রত্যাশিত তামাশা দেখিবার দিন আর বেশী দূরে নয়। মুনাফিকগণ তাহাদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে মদীনার প্রাণকেন্দ্রে একটি মসজিদ নির্মাণ করিল যাহা 'মসজিদ দিরার' (দ্র. ৯ ঃ ১০৭) নামে পরিচিত। মসজিদ নাম দিলেও ইহা ছিল মূলত ষড়যন্ত্রের আস্তানা। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্যে ফাটল ধরানো ও রোমান সম্রাটের সহিত যোগাযোগসহ নানা রকম চক্রান্ত চূড়ান্ত হইত এই আস্তানায়। মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহাদের নির্মিত এই মসজিদে নামায আদায়ের জন্য অনুরোধ করে। কারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (স) যদি একবার এই ঘরে নামায আদায় করেন তাহা হইলে সাধারণ মুসলমানগণ মুনাফিকদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ নামক এই আখড়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটেই জানিতে পারিবে না, এমনকি ধারণাও করিতে পারিবে না কিরূপ জঘন্য ষড়যন্ত্র এইখানে চলিতেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (স) সেই মসজিদে তাৎক্ষণিকভাবে নামায আদায় করিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, ইনশাআল্লাহ যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই মসজিদে নামায আদায় করিব। সেই সময় তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। মহান আল্লাহ তাহাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দেন। তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রতাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ষড়যন্ত্রের সেই আখড়া অগ্নিসংযোগ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৪৮২)।

মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ (স) গোপন সূত্রে রোমান সম্রাটের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইলেন না, বরং কঠোর হস্তে আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলা করিবার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি

সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দেন যাহাতে দুশমনকে সীমান্তে (তাবূক) প্রতিরোধ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) সাধারণত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়ও গন্তব্যস্থল গোপন রাখিতেন। কিন্তু এইবার তিনি গোপন না করিয়া রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা জারী করিলেন। কারণ তাবূকের পথ দীর্ঘ, তাহা ছাড়া বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এইভাবে ব্যাপক রণপ্রস্তুতির সংবাদ যদি রোমানদের নিকট পৌঁছিয়া যায়, তবে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) প্রকাশ্যে ব্যাপক প্রস্তুতির আদেশ দেন এবং জান ও মাল দিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আহবান জানাইলেন। ইহা ছাড়া যুদ্ধে সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত পাঠাইলেন। আসলাম গোত্রের নিকট হযরত বুরায়দা ইব্নুল হুসায়ব (রা)-কে, সমুদ্র তীরবর্তী জনগণের নিকট আবুল জা'দ আদ-দামারীকে (রা), জুহায়না গোত্রের নিকট হযরত রাফে' ও জুন্দুব (রা)-কে, আশজা' গোত্রের নিকট হযরত নু'আয়ম ইব্ন মাস্‌উদাকে (রা), কা'ব ও আমর গোত্রের নিকট হযরত বুদায়ল ইব্ন ওয়রাকাকে (রা), সুলায়ম গোত্রের নিকট হযরত আব্বাস ইব্ন মিরদাসকে (রা), হযরত আবূ রুহম গিফারী (রা) ও আবূ ওয়াকিদ লায়ছীকে (রা) নিজ নিজ গোত্রের নিকট প্রয়োজনীয় রসদ ও সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়। মদীনা হইতে তাবূক দীর্ঘ পথ, প্রচণ্ড গরম, খেজুর পাকার মওসুম, খাদ্যাভাব, যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে কতিপয় মুসলমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে ইতস্তত করিলেন (তারীখ তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০১; মাওলানা ফযল মুহাম্মদ যাঈ, গায্ওয়া তাবূক, পৃ. ২২-৩)। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডাকে সাড়া দিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি নিম্নোক্ত আহবান জানাইলেন ঃ

انْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"অভিযানে বাহির হইয়া পড় হাল্কা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে" (৯ ঃ ৪১)।

ফলে সর্বস্তরের মুসলমানগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়া জিহাদে ঝাপাইয়া পড়ে। এইভাবে ত্রিশ হাজার যোদ্ধার একটি কাফেলা তৈয়ার হইয়া যায়।

যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য প্রদানের আবেদন

তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রোমান সম্রাটের সার্থক মুকাবিলার জন্য যাহার যতটুকু সাধ্য ও সামর্থ্য আছে, ততটুকু যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য হিসাবে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আবেদন জানাইলেন এবং ইসলামের বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণের মাহাত্ম্য ও যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য প্রদানের তাৎপর্য সাহাবীদের সম্মুখে সবিস্তারে তুলিয়া ধরেন। সাহাবায়ে কিরাম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবেদনে সাড়া দিয়া যেইভাবে জানে-মালে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। সাহাবীদের এই স্বতস্ফূর্ত উদ্দীপনা চিরকাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে। হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা) তিন শত উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া, সম পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম, চার হাজার দিরহাম ও এক হাজার দীনার যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যের ব্যয়ভার হযরত উছমানের সাহায্য তহবিল হইতে প্রদান করা হয়। হযরত উছমান (রা) যখন রুমালে ভর্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কোলে ঢালিয়া দিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তখন এই সব স্বর্ণমুদ্রা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন ঃ

ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم اللهم راض عن عثمان فانى عنه راض.

"আজিকার পরে উছমান যদি অন্য কোন নেক আমল নাও করে, তাহা হইলে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। হে আল্লাহ! আমি উছমানের উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাও" (মিশ্কাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ৫৬১; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পার্ট ৩-৪, পৃ. ৫১৮)।

হযরত উছমান (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, হে উছমান! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। যেই পাপ তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে করিয়াছ এবং যাহা ভবিষ্যতে তোমার দ্বারা হইয়া যায়, আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করুন (হায়াতুস সাহাবা, ২খ., পৃ. ২২২)।

হযরত উমার (রা) এই যুদ্ধে সংসারের অর্ধেক সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) চার হাজার দীনার, দুই শত উকিয়া রৌপ্য (দুই হাজার এক শত দিরহামের সমান) এবং হযরত আসিম ইব্ন আদী (রা) সত্তর ওয়াস্‌ক (তিন শত পঁয়ষট্টি মণ) খেজুর যুদ্ধ তহবিলে দান করেন (আল-মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ৬৪; সীরাতুল হালাবিয়া, ৫খ., পৃ. ৫৯৮)।

তাবূক যুদ্ধে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) সংসারের সম্পূর্ণ আসবাবপত্র, যাহার মূল্য প্রায় চার হাজার দিরহামের সমপরিমাণ, যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কী পরিমাণ রাখিয়া আসিয়াছ? আবূ বাক্‌র (রা) বলিলেন ঃ

ابقيت لهم الله ورسوله.

"তাহাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি" (আল-মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ৬৪; মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫৫৬; হায়াতুস সাহাবা, ২খ., পৃ. ২২)।

মহিলাদের নজীরবিহীন কুরবানী

ইসলামের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নে এবং আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলায় পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম মহিলারাও জান ও মাল কুরবানী দেওয়ার যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। হযরত সিনান আসলামিয়া (রা) বলেন,

তাবূকের যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-র ঘরে গেলে দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে বিছানো একটি চাদরে মেয়েদের হাতের চুড়ি, ব্রেসলেট, পায়ের নূপুর, কানের দুল, আংটি এবং অন্যান্য মূল্যবান গহনা ও স্বর্ণালংকার ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইসব গহনা মহিলাগণ ইসলামী বাহিনীর সহায়তার জন্য সাদাকা করিয়াছেন। এই সব অলংকার দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সেনাসদস্যদের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেন। যেহেতু অধিকাংশ সৈন্যকে পদব্রজে তাবূকে পৌঁছাইতে হইবে, তাই বেশী করিয়া জুতা সাথে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) সবাইকে নির্দেশ দেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৩৩)।

দরিদ্র সাহাবীদের প্রাণান্তকর প্রয়াস

মদীনার কতিপয় দরিদ্র মুসলমান তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইলেন। কিন্তু কোন ভারবাহী পশু ও সফরের ব্যয়ভার নির্বাহ করার মত কোন অর্থ-সম্পদ তাঁহাদের ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) জানাইয়া দিলেন যে, তাহাদের দেওয়ার মত কোন বাহন ও সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার নিকট এই মুহূর্তে নাই। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিহাসে এই নিষ্ঠাবান মুসলমানদের 'ক্রন্দনকারী' (البكاؤن) বলা হয়। ক্রন্দনকারিগণ সংখ্যায় ছিলেন নয়জন। তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নিজ বাড়ী প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা হইলেন ঃ (১) সালিম ইব্ন উমায়র (রা), (২) উল্বা ইব্ন যায়দ (রা), (৩) আবূ লায়লা আল-মুযানী (রা), (৪) আমর ইব্ন গানমাহ্ (রা), (৫) সালামা ইব্ন সাখ্র (রা); (৬) ইরবাদ ইব্ন সারিয়া (রা), (৭) আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা), (৮) মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) ও (৯) উমার ইব্ন হুমাম আল-জামূহ্ (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৬৫)। উক্ত ক্রন্দনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নাযিল করেন ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ.

"উহাদেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না। উহারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল" (৯ ঃ ৯২)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) ও হযরত আবূ লায়লা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবার হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে হযরত ইয়ামিন ইব্ন আমর নাদারী (রা)-র সহিত তাঁহাদের সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁহাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোন বাহন নাই। আর আমাদেরও যুদ্ধে যাওয়ার মত সামর্থ্য নাই। আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যুদ্ধে যাইতে পারিতেছি না, এইজন্য আমাদের আফসোস। হযরত ইয়ামিন তাৎক্ষণিকভাবে একটি উট এবং

আট সের খেজুরসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তাঁহাদের সরবরাহ করিলেন (তাফ্সীর মাযহারী, ৫খ., পৃ. ৩৮৪-৫)।

হযরত আবূ বাক্র (রা), হযরত উমার (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা), হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) ও হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন মাস্লামা (রা)-এর মত অবস্থাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম যেইভাবে স্বতস্ফূর্ত উদ্দীপনা লইয়া যুদ্ধ তহবিলে দান করিয়াছেন, তেমনি অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র সাহাবায়ে কিরামের দানও উপেক্ষা করার মত নয়। তাঁহাদের ত্যাগ ও কুরবানী ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। হযরত আবূ 'আকীল (রা) ছিলেন একজন শ্রমিক। সারা রাত কাজ করিয়া মজুরী হিসাবে তিনি প্রায় আট কেজি খেজুর পান। তিনি উহার অর্ধেক সন্তান ও পরিবারের জন্য রাখিয়া বাকী অর্ধেক তাবূকের যুদ্ধ তহবিলে দান করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে দেন। ইহাতে মুনাফিকগণ ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, সামান্য খেজুর দান করিয়া শহীদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়। এক দরিদ্র আনসারী সাহাবী সাড়ে সাত কেজি শস্য দান করিলে মুনাফিকরা ঠাট্টা করিয়া বলিতে থাকে, আল্লাহ্র কী প্রয়োজন তাহার এই দানের ? আসলে যাহারা বেশী দান করিয়াছেন তাহারা যেমন মুনাফিকদের বিরূপ সমালোচনা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই, তেমনি দরিদ্র সাহাবীদের মধ্যে যাঁহারা সাধ্যানুযায়ী সামান্য দান করিয়াছেন, তাঁহারাও মুনাফিকদের ঠাট্টা বিদ্রূপের শিকার হন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৮৫-৬; তাফসীর উছমানী, পৃ. ২৬৪)। রাসূলুল্লাহ (স) দরিদ্র সাহাবীদের প্রদত্ত খেজুর সদাকার ভাণ্ডারে ছড়াইয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"মু'মিনদের মধ্যে যাহারা স্বতস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদের যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ উহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (৯ ঃ ৭৯)।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সাথীদের পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া যুদ্ধের বাহন সরবরাহের আবেদন জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) রাগত স্বরে বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে কোন বাহন দিব না, দেওয়ার মত কোন বাহন আমার নিকট নাই। হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) ফিরিয়া আসিয়া সাথীদেরকে ঘটনা অবহিত করিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গনীমতের বেশ কিছু উট আসিলে তিনি হযরত বিলাল হাবশী (রা)-র মাধ্যমে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে ডাকিয়া ছয়টি উট প্রদান করেন (সাহীহ্ আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ১২৮-৯)। তিনি বিনয় সহকারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনি আমাকে বাহন না দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র কসম করিয়াছেন। এখন এই সব বাহন আমার জন্য অমঙ্গলকর হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে বলেন ঃ

ما انا حملتكم ولكن الله حملكم وانى والله لا احلف على يمين فارى غيرها منها الا كفرت عن يمنى واتيت الذى هو خير.

"এইসব বাহন আমি দেই নাই, বরং আল্লাহ তোমাদেরকে দান করিয়াছেন। আর আল্লাহ্র শপথ! আমি কসম করার পর যদি মনে করি ইহার ব্যতিক্রম করা মঙ্গলজনক, তখন কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যাহা কল্যাণকর তাহার উপর আমল করি" (সাহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৪৮; ইব্নুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫২৮)।

হযরত উলবা ইব্ন যায়দ (রা) এক দরিদ্র সাহাবী। রাতে নামায আদায় শেষে বেশী করিয়া কান্নাকাটি করিয়া তিনি মুনাজাত করিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি জিহাদের হুকুম দিয়াছ, জিহাদে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। কিন্তু আমার নিকট এমন কোন সামর্থ্য নাই যাহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত শরীক হইয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হস্তেও এমন কোন বাহন ও সরঞ্জাম নাই যাহা তিনি আমাকে দিতে পারেন। হে আল্লাহ! আমার কাছে সম্পদ নাই, কিন্তু যে জমিখণ্ড আছে তাহা মুসলমানদের সাদাকা করিয়া দিতেছি"। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাতের বেলা কে সাদাকা করিয়াছ ? কেহ কোন উত্তর দিল না। আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাতের বেলা কে সাদাকা করিয়াছে ? তখন হযরত উল্বা (রা) দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

ابشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كتبت فى الزكوة المتقبلة.

"সুসংবাদ গ্রহণ কর! কসম সেই সত্তার যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! তোমার সাদাকা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইয়াছে" (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫২৮-৯)।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশের প্রেক্ষিতে প্রায় বিরাশি জন বেদুঈন ও মুনাফিক যুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিল। বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে অব্যাহতি চাহিল। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন নাই। মুনাফিকরা পরিষ্কার বলাবলি শুরু করিল, এইরূপ প্রচণ্ড গরমে বাহির হওয়া উচিৎ হইবে না (ইব্ন খালদূন, তারীখ, ১খ., পৃ. ১৭৬)। আল্লাহ্ তা'আলা এইসব মুনাফিকের মুখোশ উন্মোচন করিয়া বলেন ঃ

وَقَالُوْا لاَ تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ. فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"এবং তাহারা বলিল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না'। বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তাহারা বুঝিত'! অতএব তাহারা কিঞ্চিত হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ" (৯ ঃ ৮১-৮২)।

জাদ্দ ইব্ন কায়স নামক এক নির্লজ্জ মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি দান করুন। আমাকে বিপদে ফেলিবেন না। কারণ আমার গোত্রের লোকেরা জানে, নারীর প্রতি আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা রহিয়াছে। আমি জানি, গৌরবর্ণের রোমান মহিলারা (بنو اصفر) অতীব সুন্দরী। আমার ভয় হইতেছে, এইসব সুন্দরী মহিলা দেখিলে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিব না। আমি স্বয়ং অভিযানে অংশ না লইলেও আর্থিক সাহায্য করিব (আল-কামিল, ২খ., পৃ. ২৯৯; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ২৫৮)। রাসূলুল্লাহ (স) এই কথা শুনিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ ائْذَنْ لِّىْ وَلاَ تَفْتِنِّىْ اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ.

"এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলিও না। সাবধান! উহারাই ফিতনাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে " (৯ ঃ ৪৯)।

قُلْ اَنْفِقُواْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيْنَ.

"বল, তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের নিকট হইতে তাহা কিছুতেই গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (৯ ঃ ৫৩)।

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর ষড়যন্ত্র সর্বজন বিদিত। সকল জিহাদে তাহার রহস্যময় বৈরী আচরণ সাহাবাদের নজর এড়ায় নাই। তাবূক অভিযানে মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের সমন্বয়ে গঠিত পৃথক এক বিরাট বাহিনী লইয়া সে ছানিয়াতুল বিদা ঘাটির পার্শ্বে যুবার নামক পার্বত্য এলাকায় পৃথক শিবির স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম যখন ছানিয়াতুল বিদা হইতে তাবূক অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাহার বাহিনী লইয়া মদীনা প্রত্যাবর্তন করে। ফিরিবার পথে সে মন্তব্য করিল, এই প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে দূরবর্তী এলাকায় স্বল্প সরঞ্জাম লইয়া আরবরা রোমানদের মুকাবিলা করিয়া বিজয়ী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্র শপথ! আমার তো মনে হইতেছে আগামী কাল যুদ্ধের ময়দানে মুহাম্মাদের অনুসারীরা রশিতে বাঁধা পড়িবে (তাফসীরে মাযহারী, ৫খ., পৃ. ২৯৭)। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইসব মন্তব্য করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে বলেন ঃ

لَوْ خَرَجُواْ فِيْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُواْ خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ.

"উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের জন্য কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। পূর্বেও উহারা ফিত্না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু কর্মে উলট-পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হইল" (৯ ঃ ৪৭-৪৮)।

অপরদিকে কতিপয় মুনাফিক তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফরসঙ্গী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন ছিল না। নানা অজুহাত ও অভিযোগ তুলিয়া তাহারা ঈমানদারদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালাইত। উহাদের মধ্যে ওদইয়া ইব্ন ছাবিত, জুলাস্ ইব্ন সুয়ায়দ, মাখ্শী ইব্ন হুমায়্যির অন্যতম। এইসব মুনাফিক মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল, কালই তোমরা রোমানদের হাতে বন্দী হইবে। মুনাফিক জুলাস ছিল অতি গরীব। তাহার বেশ কিছু অর্থ জনৈক ব্যক্তির নিকট আটকা পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচেষ্টায় সে তাহার অর্থ ফেরৎ পাইয়া ধনী হইয়া যায়। ইহাতে আল্লাহ্র রাসূলের উপকার করা তো দূরের কথা, বরং সে সারা জীবন এই মহামানবের বিরোধিতাই করিয়া গেল। সে মন্তব্য করিল, যদি মুহাম্মাদ সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা গাধার চাইতেও অধম হইয়া যাইব। এই মন্তব্য শুনিয়া তাহার সৎছেলে জবাব দিল, তুমি এমনিতেই গাধার চাইতে অধম। আর আল্লাহ্র রাসূল (স) প্রকৃত সত্যবাদী। হযরত উমায়র (রা) তাহাকে বলিলেন, হে জুলাস! তুমি আমার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি। কিন্তু তুমি যেই মন্তব্য করিয়াছ তাহা যদি মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দেই, তাহা হইলে তুমি বেইজ্জত হইবে। আর তোমার মন্তব্যে যদি আমি নিশ্চুপ থাকি, তবে আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই বিতর্কের খবর পৌঁছিলে জুলাস্ তাহার দরবারে হাজির হইল এবং কসম করিয়া বলিল, 'আমি আপনার সম্পর্কে আপত্তিকর কোন মন্তব্য করি নাই। উমায়র মিথ্যা বলিতেছে'। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে আসল ঘটনা অবহিত করেন ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ.

"উহারা আল্লাহ্র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে। উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু

উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ দুনিয়ায় ও আখিরাতে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারী নাই" (৯ ঃ ৭৪)।

মুনাফিক উদয়্যা ইব্ন ছাবিত ঈমানদারগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলিল, আমাদের সঙ্গীরা মিথ্যাবাদী, পেট মোটা ও যুদ্ধের সময় কাপুরুষ। রাসূলুল্লাহ (স) আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-কে হুকুম দিলেন, ঐসব ব্যক্তির নিকট গিয়া দেখ তাহারা হিংসার বশবর্তী হইয়া কি মন্তব্য করিতেছে? যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে বলিয়া দাও, তোমরা এই এই মন্তব্য করিয়াছ। হযরত আম্মার তাহাদের সহিত আলাপ করিলেন। উদয়্যা আগাইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রীর হাওদার রশি ধরিয়া মন্তব্য করিল, হযরত! আমরা তো কৌতুক করিতেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা ইহার রহস্য উদঘাটন করিয়া বলিলেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ط قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُولِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ.

"এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম'। বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রাসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে? তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ। আমি তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্যদিকে শাস্তি দিব; কারণ তাহারা অপরাধী" (৯ ঃ ৬৫-৬৬)।

তখন মাখশী ইব্ন হুমায়্যির বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার পিতার নাম পাল্টাইয়া দিন। উপরিউক্ত আয়াতে যাহাকে ক্ষমা করার কথা বলা হইয়াছে তিনি হইলেন মাখশী ইব্ন হুমায়্যির। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নাম রাখেন আবদুর রহমান। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন যাহাতে মাখশী এমন স্থানে শাহাদত বরণ করেন যাহা কেহ জানিতে না পারে। পরবর্তীতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাহার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৭৪; ইব্ন হিশাম, ২খ., ৫২৫)।

সুওয়ায়লিম ইয়াহূদীর আস্তানায় অগ্নিসংযোগ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, কতিপয় মুনাফিক সুওয়ায়লিম ইয়াহূদীর বাড়ীতে জমায়েত হইয়া তাবূক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত না যাওয়ার জন্য মুসলমানদের প্ররোচিত করিতেছে। তাহার আস্তানাটি ছিল জাসূম নামক এলাকায়। রাসূলুল্লাহ (স) সুওয়ায়লিমের আস্তানাটি জ্বালাইয়া দেওয়ার জন্য হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে জাসূমে প্রেরণ করেন। হযরত তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুকুম অনুযায়ী আস্তানায় আগুন ধরাইয়া দেন। দাহ্হাক ইব্ন খালীফা ও তাহার

সাঙ্গপাঙ্গরা ছাদ হইতে নিচে লাফাইয়া পড়ে। অন্যরা পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইলেও দাহ্হাকের পা ভাঙ্গিয়া যায়। ঘটনার স্মৃতিচারণ করিয়া দাহ্হাক বলে ঃ

كادت وبيت الله نار محمد + يشيط بها الضحاك وابن ابيرق

وظلت وقد طبقت كبس سويلم + انوء على رجلى كسيرا مرفقى

سلام عليك لا اعود لمثلها + اخاف ومن تشمل به النار يحرق

"বায়তুল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মাদের আগুনে দাহ্হাক ও ইব্‌ন উবায়রীক পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছিল প্রায়। আমি সুওয়ায়লিমের ছোট ঘরের ছাদে চড়িলাম। এখন আমার অবস্থা এই যে, ভাঙ্গা পা ও কনুইতে ভর করিয়া চলি। তোমাদের প্রতি সালাম, আমি আর ইহার পুনরাবৃত্তি করিব না। আমার আশংকা হয় এই আগুন যাহাকে স্পর্শ করিবে সেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে" (ইব্‌ন হিশাম, ২খ, পৃ. ৫১৭; ইব্‌ন খালদূন, তারীখ, ১খ., পৃ. ১৭৬)।

এই মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং ইহাদের প্রতি কঠোর হও; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল" (৯ ঃ ৭৩)।

তাবূক অভিমুখে যাত্রা

প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) নবম হিজরীর রজব মাসের বৃহস্পতিবার সকাল বেলা ত্রিশ হাজার মুজাহিদ ও দশ হাজার অশ্ব লইয়া মদীনা হইতে তাবূক অভিমুখে রওয়ানা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-কে ভারপ্রাপ্ত আমীর, পরিবারিক বিষয়াদি তদারকীর জন্য হযরত আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা)-কে প্রতিনিধি, শান্তি-শৃঙখলা রক্ষার জন্য হযরত সিবা' ইব্‌ন উরফুতা (سباع ابن عرفطة) -কে মদীনার কোতওয়াল ও সালাত পরিচালনার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্ম মাকতূম (রা)-কে মদীনার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন (উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৫৪; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২৪৮-৯)।

মুনাফিকগণ অপপ্রচার করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) আপন চাচাত ভাইকে যুদ্ধযাত্রা হইতে রেহাই দিয়াছেন আর সাধারণ জনগণকে যুদ্ধাভিযানে মৃত্যুর-মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এই সব মিথ্যা অপপ্রচার হযরত আলী (রা)-এর কানে আসিলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া পড়েন এবং আল-জুরুফ (الجرف) নামক স্থানে গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনি আমাকে শিশু ও নারীদের মাঝে রাখিয়া যাইতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ

الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبى بعدى.

"তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমন যেমন মূসা (আ)-এর কাছে হারূন (আ)-এর মর্যাদা। তবে আমার পরে আর কোন নবী নাই" (সাহীহ আল-বুখারী, ৩খ., পৃ. ১২৯ কিতাবুল মাগাযী, গাওয়া তাবূক, নং ৪৪১৬; ফাদাইল আসহাবিন নাবিয়্যি (স); ইব্ন মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ফাদলি আলী (রা), নং ১১৫)।

যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ (স) ছানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন, অতঃপর সৈন্যদেরকে অগ্রবর্তী, পশ্চাদবর্তী, মধ্যবর্তী, ডান, বাম ও পানি সরবরাহকারী ইত্যাদি দলে বিন্যস্ত করেন। ইসলামের পতাকা হযরত আবূ বাক্র (রা)-কে ও সেনাবাহিনীর পতাকা হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-কে প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) আওস গোত্রের পতাকা হযরত উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা)-কে এবং খাযরাজ গোত্রের পতাকা হুবাব ইব্নুল মুনযির (রা)-কে প্রদান করেন। এইভাবে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে গোত্রীয় ও সেনাবাহিনীর পতাকা বণ্টন করিয়া দেন (সীরাতুল হালাবিয়া, ৫খ., পৃ. ৪০২)। সহীহ মুসলিমে আবূ হুমায়দ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে তাবূকের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম; অবশেষে ওয়াদিউল কুরায় এক মহিলার বাগানে পৌঁছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তোমরা অনুমান কর এই বাগানে কি পরিমাণ খেজুর থাকিতে পারে? আমরা অনুমান করিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমান ছিল দশ ওয়াসাক অর্থাৎ তিপ্পান্ন মন দশ সের (২০০০ কে. জি. প্রায়)। তিনি মহিলাকে বলিলেন, আমার এই অনুমানটি মনে রাখিবে। আমরা এই পথেই আবার ফিরিয়া আসিব। তাহার পর আমরা তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে উপরিউক্ত ওয়াদি ল কুরায় পৌঁছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) মহিলাকে কি পরিমাণ ফল পাওয়া গেল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিলা উত্তর দিল, দশ ওয়াসাক (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৪৬; আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৬২)।

আল-হিজরে যাত্রাবিরতি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী একের পর এক মনযিল অতিক্রম করিয়া আল-হিজ্র নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হযরত সালেহ ('আ)-এর সম্প্রদায় তথা ছামূদ জাতির বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ সেইখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে এই জায়গায় সেনাছাউনী স্থাপন করা হয়। হিজ্র নামক স্থানে প্রাচীন যুগে ছামূদ নামে এক পরাক্রমশালী জাতি বাস করিত। প্রস্তরময় পর্বত কাটিয়া সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণে তাহারা ছিল সমসাময়িক কালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিপুল শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী হইয়া তাহারা আল্লাহ্র অনুগত না হইয়া বরং নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। ফলে আল্লাহ্র গযবে পতিত হইয়া তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। পবিত্র কুরআনে তাহাদের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ৭ ঃ ৭৩; ১১: ৬৬-৬৮; ৬৯ঃ৪-৫; ৯১ ঃ ১১-১৪; ২৬ ঃ ১৪১-১৫৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন হিজ্র অতিক্রম করিতেছিলেন তখন চাদর দিয়া নিজ মুখমণ্ডল ঢাকিয়া দেন এবং সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকাইতে থাকেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন ঃ 'তোমরা অত্যাচারী সম্প্রদায়ের জনপদে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া প্রবেশ করিও না। তাহারা যেই শাস্তিতে পতিত হইয়াছিল সেই শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইতে পারে। তোমরা এই কূপের পানি পান করিবে না, এই পানি দ্বারা উযু করিবে না, এই পানি দ্বারা আটার যেই খামির তৈয়ার করিয়াছ তাহা উটকে খাওয়াইয়া দাও এবং রাত্রিবেলা সঙ্গী ছাড়া একাকী কেহ বাহির হইবে না'। সাঈদা গোত্রের দুই ব্যক্তি ছাড়া সবাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুকুম তামিল করিল। তাহাদের একজন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহির হইলে সে শ্বাসরোগে আক্রান্ত হয়। আর যেই ব্যক্তি উটের খোঁজে বাহির হয় তাহাকে মরুঝড় উড়াইয়া তাঈ-এর দুই পাহাড়ের মাঝখানে নিক্ষেপ করে। তাহাদের এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সঙ্গী ছাড়া একাকী বাহির হইতে নিষেধ করি নাই? রাসূলুল্লাহ (স) শ্বাসরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দু'আ করেন। ফলে সে রোগমুক্তি লাভ করে। আর যেই ব্যক্তি তাঈ পর্বতদ্বয়ের মাঝে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাঈ গোত্রের লোকেরা তাহাকে মদীনায় পৌঁছাইয়া দেয় (সহীহ আল-বুখারী, ৩খ., পৃ. ১৩৫; ইব্ন খালদূন, তারীখ, ১খ., পৃ. ১৭৭)।

অতঃপর এই স্থানে কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সম্মুখপানে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড দাবদাহে সৈন্যদের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। হযরত আবূ বাক্রের (রা) অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (স) বৃষ্টির জন্য হাত উঠাইয়া দু'আ করেন। হাত নামাইবার পূর্বেই মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হইয়া যায়। মুজাহিদগণ তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিলেন এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি বিভিন্ন পাত্রে ভর্তি করিয়া রাখিলেন। সেনাছাউনী ছাড়া অন্য কোথাও এক ফোটা বৃষ্টিও পড়ে নাই। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর মু'জিযা (Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, p. 448-9)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজর নামক স্থানে পৌঁছিলে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কে যেন বলিতেছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কর যাহাদের মাগফিরাত করা হইবে এবং যাহাদের দু'আ কবুল করা হইবে'। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হে আনাস! দেখ তো কিসের আওয়াজ? আমি পাহাড়ে গেলাম, তথায় শুভ্র পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার চুল ও দাড়ি সাদা এবং তিনি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন শত হাত। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রেরিত? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া আমার সালাম পেশ করুন এবং বলুন, আপনার ভাই ইল্য়াস (আ) আপনার সহিত দেখা করিতে চান। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন। নিকটে পৌঁছিবার পর তিনি আমার অগ্রে চলিয়া গেলেন এবং আমি পশ্চাতে রহিয়া গেলাম। তাঁহারা দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা

করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের জন্য আকাশ হইতে খাদ্য অবতীর্ণ হইল। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডাকিয়া লইলেন। আমি তাঁহাদের সহিত রকমারী খাদ্য গ্রহণের পর এক প্রান্তে চলিয়া গেলাম। অতঃপর একখণ্ড মেঘ আসিয়া মহৎ ব্যক্তিটিকে তুলিয়া লইল। আমি তাহাতে তাঁহার পোশাকের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করিলাম। মেঘখণ্ড তাঁহাকে উর্ধ্বাকাশে লইয়া যায় (আল-খাসাইসুল কুবরা, বাংলা অনু. ১খ., পৃ. ৫১৬-৭)।

ইব্ন লুসায়তের উক্তি

হিজ্‌রে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রী হারাইয়া গেলে ইব্ন লুসায়ত নামক জনৈক মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বিষোদগার করিতে থাকে। সে মন্তব্য করিল, মুহাম্মাদ নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলিয়া দাবি করেন। আসমান হইতে অবতীর্ণ সংবাদ তিনি তোমাদের শোনান। অথচ দেখ, তাঁহার উষ্ট্রী কোথায় তাহার খবর তিনি জানেন না। রাসূলুল্লাহ (স) এই উক্তি শোনামাত্র তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট উমারা ইব্ন হায্‌ম (রা)-কে বলিলেন, ঐ লোকটি যেই উক্তি করিয়াছে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই: আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাহা জানান তাহার বেশী কিছু আমি জানি না। এইমাত্র আল্লাহ আমাকে উষ্ট্রীর অবস্থানস্থল সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। সেইটি ঐ উপত্যকার অমুক গিরিপথে গাছের সহিত লাগাম আটক অবস্থায় রহিয়াছে। তোমরা গিয়া উষ্ট্রীটি লইয়া আস। তৎক্ষণাত সাহাবীগণ তথায় গমন করিয়া উষ্ট্রী লইয়া আসেন (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৫২৩)।

শুকাক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (স)

তাবূকের পথে যখন রাসূলুল্লাহ (স) শুকাক উপত্যকায় পৌছেন একদা রাত্রিবেলা জনৈক উষ্ট্রচালকের সঙ্গীত শুনিতে পান। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবা কিরামকে বলেন: দ্রুত যাও, যাহাতে আমরা তাহাকে পাইতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) জানিতে চাহিলেন, এই ব্যক্তি কি আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্য, না অন্য কোন গোত্রের সহিত সম্পর্কিত? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, লোকটি আগন্তুক, আমাদের দলভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাহাকে পাইলেন, দেখা গেল তাহার সহিত একটি কাফেলা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাহাদের কথোপকথন নিম্নে উল্লিখিত হইল:

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ তোমাদের পরিচয় কি? কোন গোত্রের সহিত তোমরা সম্পর্কিত?

কাফেলা ঃ মুদার গোত্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক।

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ আমার সম্পর্কও মুদার গোত্রের সহিত। তিনি মুদার পর্যন্ত তাহার বংশ তালিকা শোনান।

কাফেলা ঃ আমাদের গোত্র মুদারই উষ্ট্র চালকের সঙ্গীতের প্রবক্তা।

রাসূলুল্লাহ (স)ঃ কিভাবে?

কাফেলা ঃ জাহিলী যুগে এক গোত্র অপর গোত্রকে আক্রমণ করিয়া সর্বস্ব লুট করিয়া লইত। একবার এক গোত্রের উপর ডাকাতের হামলা হইল। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উটগুলি

দিকবিদিক ছুটিয়া গেল। গোত্রপতি তাহার ভৃত্যকে বিক্ষিপ্ত উটগুলিকে একত্র করিবার হুকুম দিলেন। ভৃত্য ইহাতে অপারগতা প্রকাশ করিলে তাহার মনিব লাঠি দিয়া সজোরে হাতের উপর আঘাত করিল। আঘাতের ধকল সহ্য করিতে না পারিয়া ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আ-ইয়াদাহ, আ-ইয়াদাহ (ايداه ايداه) হায়, আমার হাত! হায়, আমার হাত। এই চীৎকারের ফলে বিক্ষিপ্ত উটগুলি একত্র হইতে লাগিল। মনিব বলিল, শাবাশ! এইভাবে ডাকিতে থাক যাহাতে সব উট একত্র হইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) হাসিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কি জনগণকে এই সুসংবাদ শুনাইব না? হযরত বিলাল বলিলেন, নিশ্চয় শুনাইবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

ان الله اعطانى الكنزين الفارس والروم وامدنى بالملوك ملوك حمير يجاهدون فى سبيل الله وياكلون فى الله.

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোমান ও পারস্যের ধনভাণ্ডার দান করিয়াছেন এবং হিম্য়ারের বাদশাহের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে সে গনীমতের সম্পদ প্রাপ্ত হইবে" (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০১১)।

তাবূকে রাসূলুল্লাহ (স)

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক পৌঁছিবার এক দিন আগে সাহাবীদিগকে বলিলেন: ইনশাআল্লাহ আগামী কাল তোমরা দুপুরের আগে তাবূক ঝর্ণায় পৌঁছিয়া যাইবে। সুতরাং তোমাদের কেহ ঝর্ণার পানিতে হাত লাগাইবে না। তাবূকে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ঝর্ণার ধারে গেলেন। বিন্দু বিন্দু পানি ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। ঝর্ণা হইতে অঞ্জলি দিয়া অল্প অল্প পানি একটি পাত্রে জমা করা হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সেই পানি দিয়া মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করিলেন এবং ব্যবহৃত পানি ঝর্ণায় ঢালিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ঝর্ণা হইতে কলকল রবে পানি নির্গত হইতে লাগিল। কাফেলার সব সদস্য তৃপ্তির সহিত পানি পান করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

يوشك يامعاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما هاهنا قد ملى جنانا.

"হে মু'আয! যদি তুমি বাঁচিয়া থাক, তবে শীঘ্রই দেখিবে ইহার পানি অত্র এলাকাকে শ্যামল বাগানে পরিণত করিয়াছে"।

অদ্যাবধি সেই ঝর্ণাধারা হইতে সশব্দে পানি উৎক্ষিপ্ত হইতেছে (স'হীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক পৌঁছিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলূল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমরা সওয়ারীর উট যবেহ করিয়া গোশ্ত খাইতে ও চর্বি সংগ্রহ করিতে পারি। হযরত উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইরূপ করিলে সওয়ারীর সংখ্যা হ্রাস পাইবে। আপনি বরং অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী এক জায়গায় একত্র

করিয়া বরকতের দু'আ করুন। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ বেশ ভাল কথা। অতঃপর তিনি একটি চামড়ার দস্তরখান বিছাইলেন এবং তাহাতে প্রত্যেকের অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী একত্র করিবার আদেশ দিলেন। কেহ এক মুষ্টি গম, কেহ এক মুষ্টি খেজুর এবং কেহ এক টুকরা রুটি লইয়া আসিল। এইভাবে দস্তরখান পূর্ণ হইয়া গেল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) বরকতের দু'আ করিয়া সাহাবীদেরকে বলিলেন, আপন আপন পাত্র ভরিয়া লও। সাহাবীদের এমন কোন পাত্র রহিল না যাহা খাদ্যসামগ্রীতে ভর্তি হয় নাই। সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিবার পরও খাদ্যসামগ্রী উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন: আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যেই বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এই কলেমায় বিশ্বাস করে, সে আল্লাহ তা'আলার সহিত মিলিত হইবে, তাহাকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হইবে না (আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৫৬-৭)।

তাবূকে সাহাবায়ে কিরামের সম্মুখে একটি বিশাল সর্প আত্মপ্রকাশ করিল। সকলেই সর্প দেখিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সর্পটি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ (স) উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। একটু পরে সর্পটি রাস্তা হইতে সরিয়া সটান দাঁড়াইয়া গেল। সাহাবীগণ ফিরিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমরা কি জান এই সর্পটি কে? সাহাবীগণ আরয করিলেন: আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন: আট সদস্য বিশিষ্ট জিনের যেই দলটি আমার নিকট কুরআন শ্রবণ করিতে আসিয়াছিল, সে তাহাদের একজন। আমি তাহাদের বসতিতে আসিয়াছি। সুতরাং সে কর্তব্য মনে করিয়া আমাকে সালাম করিতে আসিয়াছে। সে তোমাদেরকেও সালাম জানাইতেছে। সাহাবীগণ বলিলেন, ওয়া'আলায়কুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০১৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৬৪-৫)।

হযরত 'ইরবাদ ইব্‌ন সারিয়া (রা) বলেন, তাবূকে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন: খাওয়ার জন্য কিছু আছে কি? হযরত বিলাল (রা) উত্তর দিলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আমাদের থলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন: দেখ, হয়ত কিছু পাইতে পার। আরশের মালিকের নিকট অভাব-অনটনের আশংকা করিও না। বিলাল (রা) এক একটি থলিয়া লইয়া ঝাড়িতে শুরু করিলেন। কোন থলিয়া হইতে একটি খেজুর, আবার কোনটি হইতে দুইটি খেজুর মাটিতে পড়িল। অবশেষে আমি বিলালের হাতে সাতটি খেজুর দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) অতঃপর খেজুরগুলির উপর স্বীয় পবিত্র হাত রাখিয়া বলিলেন: বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা তিনজনেই খেজুর খাইলাম। আমি একটি একটি করিয়া চুয়ান্নটি খেজুর গণনা করিলাম। এইগুলির আটি আমার অপর হাতে ছিল। আমার উভয় সঙ্গীও তাহাই করিল। অবশেষে আমরা তৃপ্ত হইয়া হাত গুটাইয়া লইলাম। আমি অবাক হইয়া দেখিলাম, সেই সাতটি খেজুর তখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বিলালকে বলিলেন ঃ এই খেজুরগুলি তুলিয়া রাখ। এইগুলি হইতে যেই ব্যক্তি খাইবে সেই পরিতৃপ্ত হইবে।

পরদিন রাসূলুল্লাহ (স) বিলালকে বলিলেন ঃ খেজুরগুলি নিয়া আস। তিনি খেজুরগুলির উপর পবিত্র হাত রাখিয়া বলিলেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা সংখ্যায় ছিলাম দশজন। সকলেই খাইয়া তৃপ্ত হইলাম। ইহার পর যখন হাত গুটাইয়া লইলাম তখন খেজুর তেমনি অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার লজ্জা লাগে। নতুবা মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত আমরা এই খেজুর খাইতাম। অতঃপর তিনি খেজুরগুলি একটি শিশুকে দিলেন। শিশুটি এইগুলি চর্বন করিতে করিতে চলিয়া গেল (খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৬৫৭-৯)।

যুদ্ধের ময়দানে যুল-বিজাদায়নের ইনতিকাল

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকে অবস্থানকালীন হযরত আবদুল্লাহ যুল-বিজাদায়ান ইনতিকাল করেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য মদীনা হইতে তাবূক আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। শৈশবকালে পিতৃহীন হইয়া পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে ও আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। চাচা তাহাকে অনেক ধনসম্পদ দান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাহার চাচা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদত্ত ধন-সম্পদ কাড়িয়া লইলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া অবশেষে একটি বিজাদ পরাইয়া তাড়াইয়া দেন। বিজাদ হইতেছে এক প্রকার মোটা খসখসে কম্বল। তিনি সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া আসেন। তিনি মদীনার কাছাকাছি পৌঁছিয়া জীর্ণ কম্বলখানাকে দুই টুকরা করিয়া একটি পরিধান করেন এবং অপরটি গায়ে জড়ান এবং এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে হাযির হন। তাঁহার পৈত্রিক নাম ছিল আবদুল উয্যা। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নূতন নামকরণ করেন আবদুল্লাহ। তখন হইতে তিনি যুল বিজাদায়ন (দুই কম্বলওয়ালা) হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাবূকে যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন রাতেই আগুনের শিখা জ্বালাইয়া কবর খনন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং কবরে অবতরণ করেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত উমার (রা) লাশ কবরে নামাইয়া দেন। হযরত বিলালের হাতে ছিল জ্বলন্ত চেরাগ। কবরে লাশ রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দু'আ করেন ঃ

اللهم انى امسيت راضيا عنه فارض عنه

"হে আল্লাহ ! আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত (ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পযর্ন্ত) আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, অতএব তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও"।

কবরের পার্শ্বে দাড়ানো হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কাঁদিয়া বলিলেন ঃ

يا ليتنى كنت صاحب الحفرة.

"হায়! আমি যদি এই কবরের বাসিন্দা হইতাম'। রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকের ময়দানে ছাউনী স্থাপন করিয়া বিশ দিন অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু রোমানরা মুজাহিদদের দৃঢ় মনোবল ও যুদ্ধের

প্রস্তুতি দেখিয়া মুকাবিলা করার সাহস করিল না। গাস্সানী সৈন্যরা ময়দান হইতে পালাইয়া নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া গেল (আকবার শাহ খান নজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, ১খ., পৃ. ২২০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫২৭-৮)।

তাবূকের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ

একদা তাবূকে ফজরের সালাত আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন যাহা উৎকৃষ্ট নৈতিক ও আদর্শিক নীতিমালা হিসাবে স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলার স্তুতি ও প্রশাংসার পর তিনি বলেন,

ايها الناس اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد ﷺ وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القران وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبياء وأشرف الموت قتل الشهداء واعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الاعمال ما نفع وخير الهدى ما تبع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا دبرا ومن الناس من لا يذكر الله هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وخير ما وقر فى القلوب اليقين. والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والسكر كى من النار والشعر من ابليس والخمر جماع الاثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى فى بطن أمه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الورايا روايا الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتالى على الله يكذبه ومن يستغفره يغفر له ومن يعف يعف الله عنه ومن يكظم يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله اللهم اغفرلى ولأمتى اللهم اغفر لى ولأمتى اللهم اغفرلى ولأمتى قالها ثلاثا وفيه نكارة وفى اسناده ضعف والله أعلم بالصواب.

"হে জনগণ! সবচেয়ে সত্য কথা হইতেছে আল্লাহ্র কিতাব; সবচেয়ে মজবুত রজ্জু হইতেছে তাক্ওয়ার বাক্য; সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্লাত হইতেছে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মিল্লাত; সবচেয়ে উত্তম সুন্নাত হইতেছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাক্য হইতেছে আল্লাহর যিকির; সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা হইতেছে আল-কুরআন; সর্বোত্তম কর্ম পরিণাম ফলের উপর নির্ভরশীল; সবচেয়ে মন্দ কর্ম হইতেছে বিদ'আত, সবচেয়ে উন্নত সীরাত হইতেছে নবীদের সীরাত; সবচেয়ে মহিমান্বিত মৃত্যু হইতেছে শহীদের মৃতু; নিকৃষ্টতর গোমরাহী হইতেছে যাহা হিদায়াতের পরে আসে; উৎকৃষ্টতর আমল হইতেছে যাহা উপকারী; সর্বোৎকৃষ্ট হিদায়াত হইতেছে যাহা অনুকরণ করা হয়; সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হইতেছে অন্তরের অন্ধত্ব; নিচের হাত হইতে উপরের হাত উত্তম (দাতার হাত গ্রহীতার হাত হইতে উত্তম); গোমরাহীতে লিপ্ত করে এমন অধিক সম্পত্তি হইতে স্বল্প সম্পত্তি উত্তম; নিকৃষ্টতম ওযর-আপত্তি হইতেছে যাহা মৃত্যুর সময় উপস্থিত করা হয়; কিয়ামতের দিবসের লজ্জাই হইল বড় লজ্জা; কিছু মানুষ এমন আছে যাহারা জুমু'আর নামাযে বিলম্বে আসে এবং এমন কিছু মানুষ রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র যিকির করে অমনোযোগী অবস্থায় যাহা সত্যিকার অর্থে যিকির হইতে দূরে থাকারই নামান্তর। সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হইতেছে মিথ্যা কথন; সবচেয়ে উত্তম প্রাচুর্য হইতেছে অন্তরের প্রাচুর্য; সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পাথেয় হইতেছে আল্লাহভীতি; প্রজ্ঞার উৎসস্থল হইতেছে মহান আল্লাহ্র ভয়; অন্তরের সবচেয়ে উন্নত বস্তু হইতেছে নিশ্চিত প্রত্যয়; সন্দেহ কুফরীর একটি অংশ; উচ্চ স্বরে বিলাপ করা জাহিলিয়াতের প্রথা; গনীমতের সম্পত্তি আত্মসাত দোযখের ইন্ধন; মাদক গ্রহণ দোযখের আগুন প্রজ্জ্বলিত করার শামিল; অশালীন কবিতা শয়তানের পক্ষ হইতে আসে; মদ্যপান সব পাপের মূল; দুষ্ট নারীরা শয়তানের ফাঁদ; যৌবন উন্মত্ততার একটি শাখা; সূদের উপার্জন নিকৃষ্টতম জীবিকা; নিকৃষ্ট খাদ্য হইতেছে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ; সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে অপরের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করে; দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি যে মাতৃগর্ভেই হতভাগা; তোমাদের প্রত্যেককে চার হাত জায়গায় (কবরে) যাইতে হইবে; কর্মফল আখিরাতে প্রকাশ পাইবে; সাফল্যের ভিত্তি হইল শেষ পরিণামফল; নিকৃষ্ট বর্ণনাকারী হইতেছে মিথ্যা বর্ণনা; যাহা কিছু ঘটিবার তাহা অচিরেই ঘটিবে; মুমিনদিগকে গালি দেওয়া পাপ; মু'মিনকে হত্যা করা কুফরী কাজ; মুমিনের গোশত খাওয়া (গীবত করা) আল্লাহ্র নাফরমানী; মুসলমানের সম্পত্তির প্রতি এমনভাবে সম্মান দেখাইতে হইবে যেমনভাবে নিজের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখানো হয়; যেই ব্যক্তি মিথ্যা কসম খায় আল্লাহ তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করেন; যেই ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাহাকে মার্জনা করেন; যেই ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করেন; যেই ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উত্তম বিনিময় দান করেন; যেই ব্যক্তি বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেন; যেই ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করে আল্লাহ তাহাকে অপদস্ত করেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাহাকে অধিক প্রতিদান দেন। যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য আল্লাহ তাহার উপর আযাব প্রদান করেন। হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। তিনি এই

দু'আ তিনবার করেন। হাফিয ইবন কাছীর হাদীছের ইসনাদে দুর্বলতা আছে বলিয়া মন্তব্য করেন" (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৪১-৪২; আল-বিদায়া, ৫খ., পৃ. ১৩-১৫)।

হিরাক্লিয়াসের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র

তাবূক হইতে রাসূলুল্লাহ (স) রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট হযরত দিহ্‌য়া আল-কালবী (রা) মারফত একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানা সম্রাটের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পরপরই তিনি দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অমাত্যবর্গ ও সেনাপতিদের রাজদরবারে ডাকিয়া পাঠান। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি তাহাদের সহিত বৈঠকে মিলিত হন। সম্রাট তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই ব্যক্তি [মুহাম্মাদ (স)] যেই জায়গায় আসিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহা তো আপনাদের সবারই জানা। তিনি আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া তিনটি বিকল্প বিষয়ের যে কোনটি গ্রহণের দাওয়াত দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইসলাম কবুল করুন অথবা জিয্‌য়া (কর) প্রদান করুন অথবা লড়াইয়ের জন্য ময়দানে আসুন।

হে রোমান জাতি! আল্লাহর শপথ! আপনারা নিশ্চয় প্রাচীন ঐশী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, মুসলমানদের হাতে আপনারা পরাজিত হইবেন। সুতরাং পরাজিত হওয়ার আগেই তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করুন অথবা জিয্‌য়া প্রদান করুন। পারিষদবর্গ ও সেনাপতিগণ এই বক্তব্য শুনিয়া অবজ্ঞাসূচক আচরণ করিতে লাগিল এবং নিজ নিজ শরীরের বিশেষ জামা (Uniform) খুলিয়া অগ্নি বৎ হইয়া বলিল, তাই বলিয়া কি আমরা খৃস্ট ধর্ম ছাড়িয়া দিব? হেজায হইতে আগত এক ব্যক্তির গোলাম হইয়া যাইব? হেরাক্লিয়াস যখন চারি দিকে শোরগোল ও হৈ চৈ লক্ষ্য করিলেন, তখন সকলকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, আসলে আমি আপনাদের নৈতিক সাহস ও ধর্মীয় চেতনা যাচাই করিতে চাহিয়াছিলাম। অতঃপর হিরাক্লিয়াস একজন দোভাষী ডাকিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। আত-তানূখী নামক জনৈক দূতের হস্তে পত্রটি দিয়া বলিলেন, পত্রটি তাবূকে অবস্থানরত ঐ ব্যক্তির নিকট দিয়া আস; তবে তাঁহার কথোপকথনে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবে এবং তাহা আমাকে জানাইবে। (এক) আমার নিকট তিনি যেই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার কোন আলোচনা তিনি করিতেছেন কিনা; (দুই) আল-লায়ল (রজনী) শব্দটি উচ্চারণ করেন কিনা; (তিন) তাঁহার পিঠ দেখিয়া অনুধাবন করিবে সেখানে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় কিনা।

দূত বলেন, আমি যখন হেরাক্লিয়াসের পত্র লইয়া সোজা তাবূকে পৌঁছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদিগকে লইয়া ঝর্ণাধারার নিকটে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। আমি সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের নবী কে? তাঁহারা দেখাইয়া দিলে আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া পত্রখানি হস্তান্তর করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) পত্রখানি থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কে? আমি বলিলাম, আত-তানূখী।

রাসূলুল্লাহ (স) : আপনি কি আপন পিতা ইব্‌রাহীম (আ)-এর বিশুদ্ধ তাওহীদ ভিত্তিক দীন কবুল করিবেন?

আত-তানূখী ঃ যেহেতু আমি একজন দূত, তাই মনিবের পরামর্শ ছাড়া মুসলমান হইতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিয়া কুরআনের আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

"তুমি যাহাকে ভালবাস, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ যাহাকে চাহেন সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে" (২৮ ঃ ৫৬)।

হে আত-তানূখী ভাই! আমি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহা ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহার দেশকে অনুরূপ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন। আমি আপনাদের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র লিখিয়াছি। তিনি তাহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। অতএব এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জনগণ তাহাকে ভয় করিয়া চলিবে।

আত-তানূখী ঃ আমি মনে মনে ভাবিলাম, হেরাক্লিয়াসের হুকুম অনুযায়ী তিনটি কথার মধ্যে পত্রের প্রসঙ্গ তো আসিয়া গেল। আমি ইহা নোট করিয়া লইলাম। অতএব পত্রটি পাঠ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে দিলেন। পত্রে লেখা ছিল, 'আপনি আমাকে এমন এক জান্নাতের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন যাহার দৈর্ঘ্য-প্রস্ত আসমান-যমিন হইতেও বড়। ইহার পর বলুন, দোযখ কোথায় গেল'?

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ সুবহানাল্লাহ! দিন আসিবার পর 'আল-লায়ল' (রাত) কোথায় যায়?

আত-তানূখী ঃ আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এইবার হেরাক্লিয়াসের দ্বিতীয় কথাটি পাওয়া গেল। আমি তাহা নোট করিয়া লইলাম।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, কাহারও নিকট যদি কোন উপঢৌকন থাকে তবে তাহা আত-তানূখীকে দাও।

আত-তানূখী ঃ উপঢৌকন দেওয়ার পর আমি যখন ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স) নিজের শরীরের জামা খুলিয়া আমাকে ডাকিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ অন্তরে যেই বাসনা লুকাইয়া রাখিয়াছ তাহা পূর্ণ কর। আস, দেখ।

আত-তানূখী ঃ আমি রাসূলের চারিপার্শ্ব ঘুরিয়া তাঁহার বাম কাঁধের নীচে উৎকীর্ণ খতমে নবুওয়াতের মোহর প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার আর বুঝিতে ব্যাকী রহিল না যে, হেরাক্লিয়াসের তৃতীয় কথাটিও প্রমাণিত হইয়া গেল। এইসব তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া আমি হেরাক্লিয়াসের দরবারে ফিরিয়া আসিলাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৫-১৬)।

সীমান্ত গোত্রপতিদের সহিত সন্ধি

তাবূকে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বিশ দিন অবস্থান করেন কিন্তু কোন সশস্ত্র যুদ্ধ হয় নাই। অবশ্য শত্রু ভীত-শংকিত হইয়া পড়ে। আশেপাশের গোত্রপতিগণ, বিশেষত আয়লা, জারবা,

আযরুহ ও মাক্‌নাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করিয়া সন্ধি স্থাপন করে এবং জিযয়া কর দিতে সম্মত হয়। আয়লা অধিপতি ইউহান্না ইব্‌ন রুবাকে রাসূলুল্লাহ (স) যেই নিরাপত্তানামা লিখিয়া দেন তাহা ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه امنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة واهل ايلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم من اهل الشام واهل اليمن واهل البحر فمن احدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه وانه طيب لمن اخذه من الناس وانه لا يحل ان يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر او بحر.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে— ইহা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে ইউহান্না ইব্‌ন রুবা ও আয়লাবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তারপত্র। তাহাদের জল ও স্থলের জাহাজ ও যানবাহনের ব্যাপারে এই নিশ্চয়তা প্রযোজ্য। তাহাদের জন্য আল্লাহ ও মুহাম্মাদের যিম্মাদারি সাব্যস্ত হইল। সিরিয়া, ইয়ামান ও সমুদ্র দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের সহিত থাকিবে তাহারাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের মধ্যে কেহ কোন অঘটন ঘটাইলে তাহার অর্থ-সম্পদ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যেই ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিবে তাহার জন্য ইহা মূল্যবান বটে। তাহারা যে কোন পানি ব্যবহার করিতে পারিবে এবং জল স্থলের যে কোন পথে যাতায়াতও করিতে পারিবে, তাহাতে তাহাদের বাধা প্রদান করিবার অবকাশ থাকিবে না" (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৫২৫-৬; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৩৭)।

জাবরা ও আয্‌রুহবাসীদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যেই নিরাপত্তা দলীল সম্পাদিত হয় তাহার ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لاهل جرباً واذرح انهم امنون بامان الله وامان محمد ﷺ وان عليهم مأة دينار فى كل رجب ومأة اوقية طيبة وان الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان الى المسلمين ومن لجأ اليهم من المسلمين.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে— আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদের (স) পক্ষ হইতে জারবা ও আয্‌রুহবাসীদের জন্য এই চুক্তিনামা। এইসব মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের নিরাপত্তা হেফাযতের অধীনে নিরাপদ থাকিবে। তাহারা প্রতি বৎসর রজব মাসে এক শত দীনার এবং এক শত পরিচ্ছন্ন উকিয়া (এক হাজার পঞ্চাশ মণ) খেজুর প্রদান করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাহাদের যিম্মাদার। তাহারা মুসলমানদের সহিত কল্যাণপূর্ণ ও সদয় আচরণ করিবে। যাহারা মুসলমানদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারাও এই সুবিধা ভোগ করিবে" (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০৩২)।
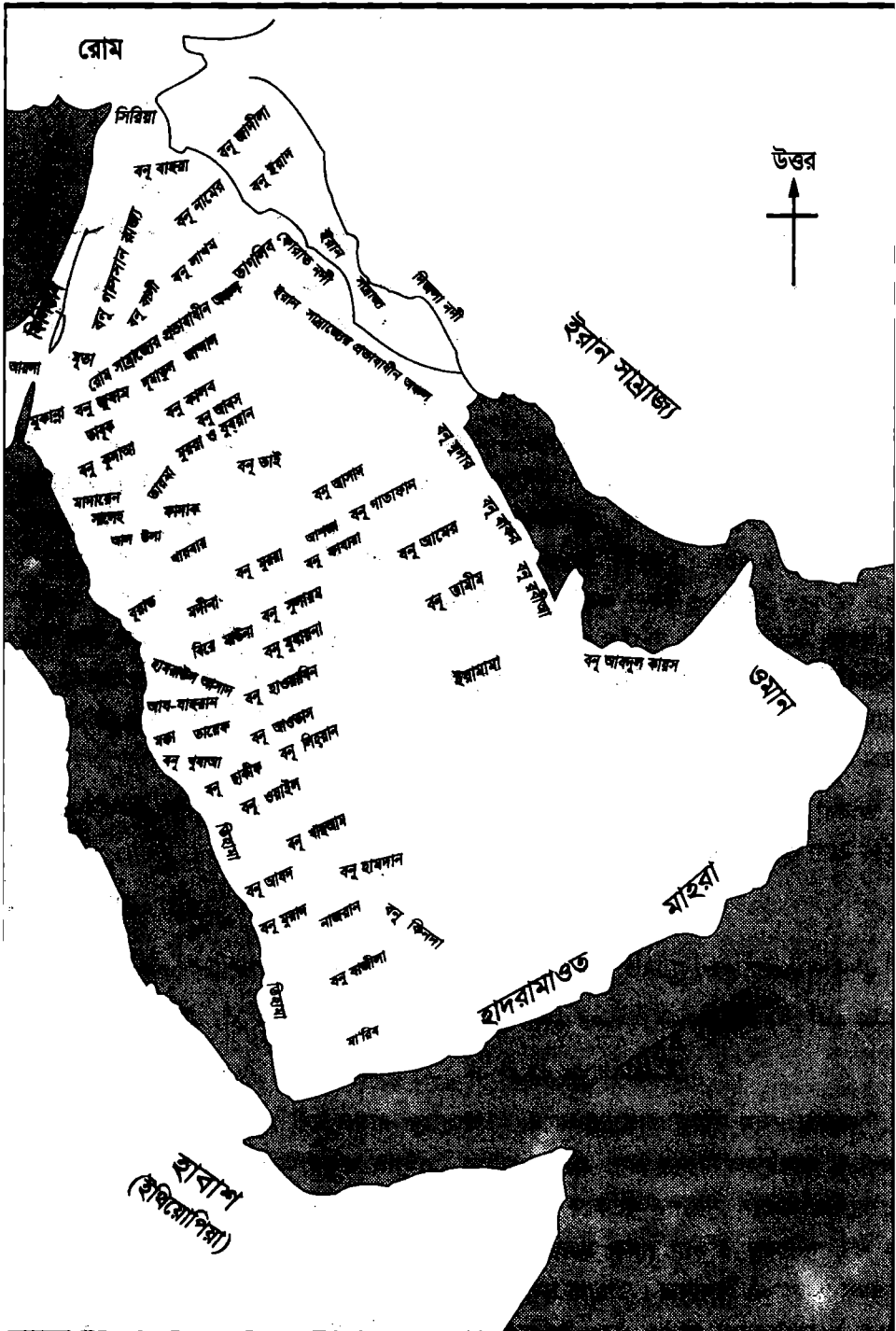
তাবূক যুদ্ধকালে আরবের মানচিত্র। তাফহীমুল কুরআনের সৌজন্যে (আধুনিক প্রকাশনী)।

খালিদ (রা)-এর দূমাতুল জানদাল অভিযান

রোমানদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন এবং সীমান্তবর্তী খৃস্টান শাসকদের সহিত সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর এই এলাকায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর আর যুদ্ধের প্রয়োজন রহিল না। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, রোমানবাসী পুনরায় মুসলমানদের সহিত মুকাবিলার সাহস করিবে না। ইহার পরও একটা আশংকা ছিল যে, রোমানরা দূমাতুল জানদালের দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় দূমাতুল জানদালের খৃস্টান গভর্নর উকায়দির ইব্ন আবদুল মালিক, যিনি হেরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি, রোমানদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে (Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, pp. 458-9)। এইদিক বিবেচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) চার শত বিশজন অশ্বারোহীসহ হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে দূমাতুল জানদাল অভিযানে প্রেরণ করেন। খালিদ (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা দূমাতুল জানদালে গিয়া কী করিতে পারি, যেইখানে উকায়দিরের মত শক্তিশালী শাসক রহিয়াছে? তাহার শক্তির তুলনায় আমাদের বাহিনী ক্ষুদ্র। রাসূলুল্লাহ (স) খালিদকে বলিলেন, 'তুমি তাহাকে বুনো গাভী শিকার রত অবস্থায় দেখিতে পাইবে। তাহাকে হত্যা না করিয়া গ্রেফতার করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। সে যদি অস্বীকার করে তবে হত্যা করিবে।'

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) রওয়ানা হইয়া গেলেন। তিনি এক জোৎস্না রজনীতে উকায়দিরের দুর্গের নিকট উপনীত হইলেন। উকায়দির তখন সস্ত্রীক প্রাসাদের ছাদে বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ ও মদ্যপানে রত ছিল। এমন সময় দেখা গেল, একটি বন্যগাভী প্রাসাদের ফটকে শিং দিয়া গুঁতা দিতেছে। উকায়দিরের পত্নী তাহাকে বলিল, এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিয়াছ কি? সে বলিল, কসম খোদার! কখনও নয়। তাহার স্ত্রী বলিল, ইহাকে কে ছাড়িয়াছে ? সে বলিল, ইহা কাহারও ছাড়া নয়। স্ত্রী বলিল, অদ্য রাতে মাংস খাইতে পারি নাই। ইহা শুনিয়া উকায়দির ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। তাহার নির্দেশে ঘোড়ায় জিন বাঁধা হইল এবং সে তাহাতে চাপিয়া বসিল। তাহার চাকর ও পরিবারের কতিপয় সদস্যও তাহার সহিত অশ্বারোহণ করিল। তাহার অনুজ হাস্সান ও অপরাপর সদস্যগণ ছোট ছোট বর্শা হস্তে গাভী শিকারে বাহির হইয়া পড়িল। গাভীকে ধাওয়া করিবার সময় তাহারা হযরত খালিদ ও তাঁহার সঙ্গীদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। অমনি মুসলমানগণ উকায়দিরকে পাকড়াও করিল, কিন্তু তাহার ভাই হাস্সান মুসলমানদের সহিত মুকাবিলা করিতে গিয়া নিহত হইল। উকায়দিরের গায়ে ছিল স্বর্ণ খচিত রেশমী জুব্বা। খালিদ (রা) তাহা খুলিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

খালিদ তাহাকে বলিলেন, তোমাকে মৃত্যুর হাত হইতে রেহাই দিতে পারি যদি তুমি আমার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যাইতে রাযী হও। উকায়দির রাযী হইলে খালিদ (রা) তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হন। উকায়দির দুই হাজার উট, আট শত ঘোড়া, দুই হাজার এক শত পঞ্চাশ মণ গম, চার শত লৌহবর্ম ও চার শত বর্শা প্রদানের শর্তে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রাণভিক্ষা দেন এবং সন্ধি স্থাপিত হয় (উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ.

২৫৯-২৬০; The Life of Muhammad, p. 450)। রাসূলুল্লাহ (স) গনীমতের মাল হইতে এক-পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রাখিয়া বাকীগুলি সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১৬৬)।

'আল্লামা যামাখ্শারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার মসজিদে বসিয়া তাবূকের যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল বণ্টন করেন এবং প্রত্যেক সাহাবীকে এক নির্দিষ্ট ভাগ প্রদান করেন, কিন্তু হযরত আলী (রা)-কে দেন দুই ভাগ। যাইদা ইব্নুল আক্ওয়া নামক জনৈক সাহাবী দাঁড়াইয়া নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলীকে দুই ভাগ দেওয়ার ব্যাপারে কি আসমান হইতে ওহী নাযিল হইয়াছে, না আপনি এমনি দিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে বলেন: আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তোমরা নিজেদের সেনাবাহিনীর ডানপার্শ্বে কি এমন এক অশ্বারোহীকে দেখ নাই যাহার মাথায় ছিল সবুজ বর্ণের পাগড়ী, পাগড়ীর দুই প্রান্ত তাহার দুই কাঁধে ঝুলন্ত ছিল, তাহার ডান হস্তে ছিল বর্শা, ঘোড়াটির মাথা ও পাগুলি ছিল শ্বেত বর্ণের? উপস্থিত সাহাবীগণ বলিলেন, হাঁ, দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন: তিনি ছিলেন জিবরাঈল। তিনি আমাকে হুকুম দিয়াছেন যেন তাহার অংশ হযরত আলীকে দেই।

ইহা শুনিয়া যাইদা বলিলেন, ভাগ্যবান ব্যক্তি! এইজন্য তিনি দুই ভাগ পাইয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিয়াছি (সীরাতুল হালাবীয়া, ৫খ., পৃ. ৪৩৬)।

দূমাতুল জানদালের গভর্নর উকায়দিরের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে সন্ধি হয় তাহার লিখিত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله لاكيدر حين اجاب الى الاسلام وخلع الانداد والاصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل واكنافها وان لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامى واعفال الارض والحلقه والسلاح والحافر والحض ولكم الضامنة من الخل والمعين من المعمور بعد الخمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحظر عليكم النات ولا يوخذ منكم عشر البتات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها عليكم بذلك العهد والميثاق ولكم بذلك الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من المسلمين.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে— এই চুক্তি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে উকায়দিরের জন্য, যখন সে দূমাতুল জানদাল ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আল্লাহ্র তরবারি খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদের সহিত মিলিত হওয়ার পর মূর্তি ও প্রতিমা বর্জন করিয়া ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়াছে। নিশ্চয় স্বল্প পানিবিশিষ্ট, অনুর্বর অনির্ধারিত সীমানা ও জমিসহ বর্ম, অস্ত্র,

অশ্ব ও দুর্গ আমাদের থাকিবে। আর তোমাদের কাছে থাকিবে খেজুর বাগান এবং পানিবিশিষ্ট আবাদী এলাকা। এইসব 'খুমুস'(এক-পঞ্চমাংশ) আদায়ের পর তোমাদের বিচরণরত পশুসমূহ (উট) হিসাবের আওতায় আসিবে না এবং তোমাদের পালিত বিক্ষিপ্ত ছাগল- ভেড়াসমূহ গণনায় ধরা হইবে না। উর্বর ভূমি চাষাবাদ করিতে তোমাদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। যাকাতবিহীন বস্তুসমূহের 'উশর' (এক-দশমাংশ) তোমাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে না। তোমরা ওয়াক্ত মত নামায আদায় করিবে এবং যথাযথ যাকাত আদায় করিবে। এই চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব। বিনিময়ে তোমরা পাইবে আমাদের পক্ষ হইতে সততা ও বিশ্বস্ততা। আল্লাহ তা'আলা ও উপস্থিত মুসলমানগণ উহার সাক্ষী" (কিতাবুল মাগাযী, ২খ., পৃ. ১০৩০)।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি উকায়দিরের জুব্বাটি দেখিয়াছি, যখন উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে আনয়ন করা হয়। উপস্থিত মুসলমানগণ জুব্বাটি হাত দিয়া বারবার স্পর্শ করিতেছেন এবং কারুকার্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলেন: তোমরা ইহাতে এত আশ্চর্য হইতেছ ?

والله لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة احسن من هٰذا!

"আল্লাহর কসম! জান্নাতে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের রুমাল ইহার তুলনায় অনেক বেশী উৎকৃষ্ট হইবে"।

বন্যগাভী প্রসঙ্গে তাঈ গোত্রের জনৈক কবি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

تبارك سائق البقرات انى + رايت الله يهدى كل هادى

فمن يك حائد عن ذى تبوك + فانا قد امرنا بالجهاد

"গাভীকে যিনি বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন,
বরকতময় তিনি।
আমি তো দেখি আল্লাহ পথ দেখান
পথের দিশারীকে।
তাবূক অভিযাত্রী হইতে কেহ যদি চাহে
সরিয়া যাইতে যাক না;
আমরা তো আদিষ্ট হইয়াছি
জিহাদের জন্য!" (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫২৬-৭; তারীখে তাবারী, ৩খ., পৃ. ১০৯; উয়ূনুল আছার, ৩খ., পৃ. ২৫৯; কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০২৮)।

মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকে অবস্থানকালে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মদীনা হইতে তাবূক, তাবূক হইতে মদীনা যাওয়া-আসার পথে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের লইয়া যেইসব

স্থানে নামায আদায় করেন পরবর্তীতে সেইসব জায়গায় সতেরটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদসমূহ হইতেছেঃ (১) তাবূকের মসজিদ, (২) ছানিয়াতুল মাদারানের মসজিদ, (৩) যাতুয যিরাবের মসজিদ, (৪) আখদারের মসজিদ, (৫) যাতুল খুতামী মসজিদ, (৬) আলারের মসজিদ, (৭) তারাফুল বাতরা মসজিদ, (৮) শিক্কু তারা মসজিদ, (৯) যুল-জীফা মসজিদ, (১০) সাদর হাউদী মসজিদ, (১১) হিজরের মসজিদ, (১২) আস-সাঈদ মসজিদ, (১৩) ওয়াদিউল কুরা মসজিদ, (১৪) আর-রুক্'আ মসজিদ, (১৫) যুল-মারওয়া মসজিদ, (১৬) আল ফিফা মসজিদ, (১৭) যু'খুশব মসজিদ (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫৩০-১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকে বিশ দিন অবস্থানের পর যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তাহার সফরসঙ্গীদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিক তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাহারা পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত লইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) পার্বত্য গিরিপথ অতিক্রম করার সময় ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলা এই ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের নাম রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করেন। হযরত হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া অগ্রে অগ্রে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন এবং হযরত আম্মার (রা) পেছনের দিক হইতে উষ্ট্রীকে হাঁকাইতেছিলেন। তাঁহারা যখন রাতের অন্ধকারে পার্বত্য উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইলেন তখন সেখানে ১২ জন মুখোশধারী অশ্বারোহী আবির্ভূত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হুযায়ফাকে আদেশ দিলেন: এই দুষ্কৃতিকারীদের তাড়াইয়া দাও। হুযায়ফা (রা) ঢাল লইয়া তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। আল্লাহ মুনাফিকদের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া দিলেন। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হইয়াছেন। অতঃপর দুষ্কৃতকারীরা দ্রুত পলায়ন করিয়া কাফেলার সহিত মিলিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হুযায়ফাকে বলিলেন: তুমি কি তাহাদের স্বরূপ ও দুরভিসন্ধি আঁচ করিতে পারিয়াছ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহারা ছিল অমুক অমুক। তাহারা স্থির করিয়াছিল, আমি যখনই উচু স্থানে আরোহণ করিব, তাহারা তখনই আমাকে ধাক্কা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিবে। তাহারা মুনাফিক, কিয়ামত পর্যন্ত মুনাফিক থাকিবে। আমার উম্মতের মধ্যে এই ১২জন ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়া উট অতিক্রম করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে 'দবীলা' দিয়া হত্যা করিবেন। হুযায়ফা (রা) জানিতে চাহিলেন, হুযুর, দবীলা কি? তিনি বলিলেন: ইহা আগুনের একটি শিখা যাহা তাহাদের প্রত্যেকের ধমনীতে পতিত হইবে এবং তাহাদের বধ করিবে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৭১-২; খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৬৮-৯)। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডাকিয়া কথা বলিলেন। পবিত্র কুরআনে তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ঃ

وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا.

"উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই" (৯ ঃ ৭৪)।

পানি সংকট দূরীকরণ

তাবূক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলিম সৈন্যবাহিনী তীব্র উত্তাপের কারণে প্রচণ্ড পিপাসার শিকার হন। কাহারও নিকট পানি ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা)-কে পানির খোঁজে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাবূক ও হিজ্‌রের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়া চতুর্দিকে পানির খোঁজে ছোটাছুটি করিলেন। অবশেষে এক মহিলার নিকট পানি ভর্তি একটি পুরাতন মশক পাইলেন। উসায়দ (রা) মহিলার সহিত কথাবার্তা বলিয়া মশকটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসিলে তিনি মশকের পানিতে বরকতের জন্য দু'আ করিয়া বলিলেন: তোমরা আপন আপন মশক লইয়া আস। অতঃপর যত মশক ছিল সবগুলি ভরিয়া লওয়া হইল। ইহার পর তিনি সেনাদলের উট ও ঘোড়া জমায়েত করিয়া সেইগুলিকে পানি পান করাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উসায়দের আনীত পানি একটি বড় পাত্রে ঢালিলেন এবং তাহাতে হাত রাখিয়া আপন মুখমণ্ডল ও উভয় পা ধৌত করিলেন। অতঃপর তিনি দুই রাক্'আত নামায পড়িলেন। নামাযশেষে দেখা গেল পাত্র হইতে উপচাইয়া পানি পড়িতেছে (আল খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৫৬০)।

সীরাত গবেষক আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হালাবী অনুরূপ একটি বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন যাহা নিম্নরূপঃ তাবূক অভিযানে মুসলিম সেনাদলে পানিসংকট দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (স) দুইজন সাহাবীকে হুকুম দিলেন, অমুক জায়গায় যাও। সেইখানে উষ্ট্রীতে আরোহী এক বৃদ্ধার দেখা পাইবে যাহার নিকট পানি ভর্তি একটি পাত্র রহিয়াছে। কম বেশী যত দামই হউক বৃদ্ধার নিকট হইতে পানি কিনিয়া লইবে এবং বৃদ্ধাকেও লইয়া আসিবে।

কথামত নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়া বৃদ্ধার দেখা পাইলে তাহারা পানি চাহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, তোমাদের তুলনায় আমার ও আমার পরিবারের জন্য পানি অধিক প্রয়োজন। সাহাবীগণ বলিলেন, পানি লইয়া আমাদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আপনাকে যাইতে হইবে। বৃদ্ধা বলিল, কোন্ রাসূলুল্লাহ (স)? সম্ভবত ঐ জাদুকর যিনি বিধর্মী। তাহার নিকট না যাওয়াই ভাল। ইহা শুনিয়া সাহাবীগণ তাহাকে জোর করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তাহাকে ছাড়িয়া দাও।

রাসূলুল্লাহ (স) বৃদ্ধাকে বলিলেন ঃ 'আপনি কি আপনার পানি আমাদেরকে ব্যবহারের অনুমতি দিবেন? আপনার পানি যেই পরিমাণ ছিল ঠিক সেই পরিমাণই থাকিবে।' বৃদ্ধা জবাব দিলেন ঃ আপনার ইচ্ছা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আবূ কাতাদা (রা)-কে বলিলেন, পাত্র লইয়া আস। আবূ কাতাদা (রা) পাত্র লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) বৃদ্ধার পাত্রের মুখ খুলিয়া একটু থুথু দিলেন এবং সামান্য পানি পাত্রে ঢালিলেন। তিনি পাত্রের ভিতরে হাত দিয়া সাহাবীদের ডাকিয়া বলিলেন : আস, পানি লইয়া যাও। সাহাবীগণ দলে দলে আসিয়া স্ব স্ব পাত্রে পানি ভরিয়া লইলেন এবং সেনাবাহিনীর উটগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহার পরও দুই-তৃতীয়াংশ পানি পাত্রের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বৃদ্ধাকে বলিলেন ঃ 'আপনি তো দেখিয়াছেন যে, আমি আপনার পানি লই নাই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রচুর পানি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন।'

বৃদ্ধা এই দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। কলসি লইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন পরিবারের অপরাপর সদস্যগণ বলিলেন: এত দেরী হইল কেন? বৃদ্ধ বলিলেন, শোন! আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়াছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার এই পাত্রে যত পানি রহিয়াছে তাহা হইতে প্রায় সত্তরটি উট পানি পান করিয়াছে এবং অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন পানপাত্রে পানি ভর্তি করিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমার পাত্রের পানি কমে নাই। গ্রামবাসী বৃদ্ধার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। অতঃপর বৃদ্ধা এবং গ্রামবাসী ত্রিশটি উটের উপর সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন এবং তাহার পবিত্র হাতে হাত রাখিয়া ঈমান আনিয়া ধন্য হইলেন (সীরাতু হালাবিয়া, ৫খ., পৃ. ৪২৯-৪৩১)।

মসজিদ দিরার-এ অগ্নিসংযোগ

তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে মুনাফিকদের নির্মিত একটি ষড়যন্ত্র কেন্দ্র, যাহা মসজিদ দিরার নামে পরিচিত, অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মিভূত করা হয়। এই কেন্দ্রটি নির্মিত হয় মদীনার আবূ 'আমের রাহেব নামক এক ব্যক্তি দ্বারা। তাহার সহযোগী ছিল আরও বারজন। আবূ আমের ছিল বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রা)-এর পিতা। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ আমেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে ঈমান আনিতে অস্বীকৃতি জানায়। খৃস্ট ধর্মে বিশ্বাসী এই ভয়ংকর ব্যক্তি পরবর্তীতে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবিলায় অংশ নেয়। যখন সে বুঝিতে পারিল যে, আরব উপদ্বীপে ইসলাম বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন সিরিয়ায় গিয়া রোমান সম্রাটকে মদীনা আক্রমণে প্ররোচিত করিতে থাকে। এই অশুভ উদ্দেশ্যে সে মদীনার অদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, প্রকৃতপক্ষে যাহা ছিল একটি গোয়েন্দা কেন্দ্র যাহাতে মদীনার সব মুনাফিক একত্র হইত।

আবূ আমের তাহার সহযোগীদের বলিল, তোমরা প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখ। আমি রোমান সম্রাটের নিকট যাইতেছি। তাহার নিকট হইতে বেশ কিছু সৈন্য লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিব এবং মুকাবিলা করিয়া মুহাম্মাদ ও তাঁহার সৈন্যদের মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব (তাফসীর মাযহারী, ৫খ., পৃ. ৪০৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাবূক যাত্রার প্রস্তুতি লইতেছিলেন তখন মসজিদ দিরারের উদ্যোক্তারা তাঁহার নিকট আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা অসুস্থ, অভাবগ্রস্থ। যাহারা বর্ষা ও শীতের রাত্রিতে কুবায় গিয়া সালাত আদায় করিতে পারে না আমরা তাহাদের জন্য নূতন একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা আপনি নামায পড়িয়া মসজিদটি উদ্বোধন করিলে ইহাতে বরকত নাযিল হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

انى على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا انشاء الله لاتيناكم فصلينا لكم فيه.

"আমি এখন একটি সফরের প্রস্তুতি নিতেছি এবং অত্যন্ত ব্যস্ত। অভিযানশেষে যদি আমি ফিরিয়া আসি তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ সেইখানে যাইব এবং সেই মসজিদে তোমাদের লইয়া সালাত আদায় করিব"।

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে যখন যু-আওয়ান নামক স্থানে পৌছিলেন তখন ওহী মারফত আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উক্ত মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও নির্মাতাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তিনি তৎক্ষণাত মালিক ইব্ন দুখ্‌শুম (রা) ও মা'ন ইব্ন আদী (রা)-কে হুকুম দিলেন: যাও জালিমদের ঐ মসজিদ জ্বালাইয়া দাও। অতএব অতি সত্বর তাহারা অগ্নিসংযোগে মসজিদটি জ্বালাইয়া দিলেন। মসজিদের অভ্যন্তরে যাহারা ছিল তাহারা পালাইয়া গেল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫২৯-৩০; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৪৯)। এই মসজিদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ. لاَ تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ.

"এবং যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়াছে তাহার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি'। আল্লাহ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী। তুমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাক্ওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পসন্দ করেন" (৯ ঃ ১০৭-৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বিধ্বস্ত মসজিদে দিরারের খালি জায়গায় হযরত 'আসেম ইব্ন আদীকে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দিলে তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মসজিদের ব্যাপারে আল্লাহ হুকুম নাযিল করিয়াছেন। অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ করা আমার পসন্দ নয়। অপরদিকে ছাবিত ইব্ন আকরামের কোন ভিটা-বাড়ি না থাকায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে সেই জায়গায় ঘর তৈয়ার করেন। যত দিন হযরত ছাবিত এই ঘরে ছিলেন তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই অথবা জীবিত থাকে নাই। এমনকি মুরগী ও কবুতরের ডিম হইতে বাচ্চা ফুটে নাই। বর্তমানে ঐ জায়গা কূবার মসজিদের অনতিদূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে (মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ৪১১)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন তখন মদীনার শিশু-কিশোর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে বাহির হইয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইল ও প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করিলঃ

طلع البدر علينا - من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا - ما دعا لله داعى
ايها المبعوث فينا - جئت بالامر المطاع

"ছানিয়াতুল বিদা হইতে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়াছে; যতক্ষণ পর্যন্ত আহ্বানকারী আল্লাহ্র দিকে ডাকিতে থাকিবে; আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর ওয়াজিব। আমাদের প্রতি প্রেরিত হে রাসূল! আপনি এমন বিষয় লইয়া আসিয়াছেন যাহার আনুগত্য করা জরুরী"।

কিছু কিছু বর্ণনায় বলা হইয়াছে, এই কবিতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিবার সময় আবৃত্তি করা হইয়াছিল। কিন্তু ইব্নুল কায়্যিম বলেন, ছানিয়াতুল বিদা সিরিয়া হইতে মদীনা যাওয়ার পথে অবস্থিত, মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে নয় (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৫১)। রাসূলুল্লাহ (স) যখন উহুদ পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করিলেন তখন বলিলেন ঃ

هذه طابة وهذا احد جبل يحبنا ونحبه.

"এই তাবাহ (মদীনার অপর নাম); এই হইল উহুদ পাহাড়; ইহা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও ইহাকে ভালবাসি" (সাহীহ আল-বুখারী, ৩খ., পৃ. ১৩৬; সাহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৪৬)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার মসজিদে গিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করিলেন। ইহার পর যেইসব লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই তাহারা আসিয়া নিজ নিজ ওযর পেশ করিল। তাহারা সংখ্যায় ছিল আশিজন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রকাশ্য ওযর গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছাড়িয়া দিলেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৫৩)। রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত সকলের সহিত সাক্ষাতের পর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থিতিতে সাহাবীদের সর্বশেষ যুদ্ধ (শারহুল মাওয়াহিব, ৩খ., পৃ. ৭০-২)।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাবূকের যুদ্ধে যাহারা অংশগ্রহণ করে নাই তাহাদের মধ্যে চার প্রকার লোক ছিল। (এক) ঐ সকল লোক যাহারা মুনাফিক ও ইসলামের ভিতরের দুশমন; তাহারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত ছিল। (দুই) যেইসব লোক আর্থিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন অথবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে অংশগ্রহণ করে নাই, যেমন আলী (রা) ও মুহাম্মাদ ইব্ন মাস্লামা (রা) প্রমুখ। (তিন) কতিপয় লোক যাহারা কিছু সময়ের জন্য অনিবার্য কারণে পিছনে থাকিয়া গিয়াছিলেন, পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাবূকে হাযির হন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন হযরত আবূ যার গিফারী (রা), হযরত আবূ খায়ছামা সালেমী (রা) প্রমুখ। (চার) ঐ সকল লোক যাহাদের আর্থিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল, যুদ্ধেও যাইতে চাহিয়াছিলেন, তবে

দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সকল লোকের সহিত রাসূলুল্লাহ (স) সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা), হযরত হেলাল ইব্ন উমায়্যা (রা) এবং হযরত মুরারাহ ইব্ন রাবী' (রা) (গাযওয়া তাবূক, পৃ. ৫৬-৭)।

হযরত আবূ যার গিফারী (রা)

রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাবূক রওনা হন তখন যে কয়েকজন সাহাবী পিছনে থাকিয়া যান তাহাদের মধ্যে হযরত আবূ যার গিফারী (রা) অন্যতম। তাঁহার উটটি ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে তিনি পিছনে পড়িয়া যান। পরিশেষে তিনি মালপত্র নিজের পিঠে তুলিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর পথের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) পথিমধ্যে যখন যাত্রাবিরতি করিলেন তখন এক মুসলিম সৈন্য মরুভূমিতে একজন লোক আসিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! একজন লোক একাকী হাঁটিয়া আসিতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আবূ যারই হইতে পারে। অতঃপর সাহাবীগণ গভীর দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম! আবূ যারই আসিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মন্তব্য করেন ঃ

رحم الله ابا ذر يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده.

"আল্লাহ আবূ যারের প্রতি রহম করুন! সে একা পথ চলিবে, একা মারা যাইবে এবং কিয়ামতের দিন একাই পুনরুত্থিত হইবে"।

হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁহার সহিত অর্থনৈতিক বিষয়ে মতবিরোধের কারণে তিনি তাঁহাকে আর-রাবাযা নামক স্থানে নির্বাসিত করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও এক গোলাম ছিলেন। সেই অবস্থায় সেইখানে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) একদল ইরাকীর সহিত 'উমরা সম্পন্ন করিয়া ফিরিবার পথে হযরত আবূ যার গিফারী (রা)-র জানাযায় শরীক হন। ইব্ন কায়্যিম (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যার গিফারী (রা)-র স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় যখন ঘনাইয়া আসিল তখন আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, কাঁদিতেছ কেন? আমি বলিলাম, কেন কাঁদিব না? আপনি এই নির্জন ময়দানে মারা যাইতেছেন, অথচ আপনাকে কাফন-দাফন করাইবার মত কোন লোকজন এই ময়দানে নাই। হযরত আবূ যার বলিলেন, সুসংবাদ শোন! কাঁদিও না। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় ব্যক্তিকে, যাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম, লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض يشهده عصابة من المسلمين.

"তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নির্জন প্রান্তরে একাকী ইনতিকাল করিবে, কিন্তু তথায় হঠাৎ একদল মুসলমান তাহার নিকট উপস্থিত হইবে"।

আমার সহিত যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল সকলেই লোকালয়ে ইনতিকাল করিয়াছেন, কেবল আমিই অবশিষ্ট আছি। আল্লাহ্র কসম! আমি মিথ্যা বলি নাই এবং কেহ আমাকে মিথ্যুক বলে নাই। বাহিরে গিয়া দেখ, কেহ আসিতেছে কিনা? আমি বলিলাম, হাজ্জীগণ ইতোমধ্যে চলিয়া গিয়াছেন, রাস্তা ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, যাও, গিয়া দেখ। আমি বাহির হইয়া একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া এইদিক সেইদিক তাকাইলাম। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। ইতোমধ্যে লক্ষ্য করিলাম একদল উষ্ট্রারোহী আসিতেছে। আমি তাহাদেরকে হাতের ইশারায় ডাকিলাম। তাহারা সত্বর আমার নিকট আসিয়া জানিতে চাহিলেন, কি হইয়াছে, হে আল্লাহর বান্দী! আমি বলিলাম, একজন মুসলমান মারা যাইতেছেন। তাঁহার দাফনে সহায়তা করুন। তাহারা জানিতে চাহিলেন, কে সেই ব্যক্তি? আমি বলিলাম, আবূ যার। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী? আমি বলিলাম, হাঁ। তাহারা সবাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নামের উপর তাহাদের মা-বাবাদের উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। তাহারা দ্রুত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সমবেত হইলেন। হযরত আবূ যার (রা) তাহাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষদ্বাণীটির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, যদি আমার অথবা আমার স্ত্রীর নিকট প্রয়োজনীয় কাফনের কাপড় থাকিত তবে আপনাদের বলিতাম না। আমি আল্লাহ্র শপথ লইয়া বলিতেছি, যদি আপনাদের মধ্যে কেহ দূত, সেনাপতি, গোত্রপতি ও নেতা হইয়া থাকেন তবে তিনি যেন আমার কাফন না দেন। ঘটনাচক্রে কাফেলার মধ্যে একজন আনসারী ছাড়া প্রত্যেকেই কোন না কোন পদের অধিকারী। আনসারী যুবক হযরত আবূ যার (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে চাচা! আমার এই চাদর দিয়া আপনাকে কাফন দিতে চাই। আমার পরিধানের চাদর দুইখানা আমার মায়ের হাতের কাটা সূতা দ্বারা তৈরী। তিনি বলিলেন, আপনি আমার কাফন দিবেন। অতঃপর হযরত আবূ যার (রা) ইন্তিকাল করিলেন। আনসারী যুবক তাঁহাকে কাফন পরাইলেন, সকলে জানাযা নামাযে শরীক হইলেন এবং লাশ দাফন করিলেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৩৫-৬; আত-তাবারী, তারীখ, ৩খ., পৃ. ১০৭)।

আবূ খায়ছামা ও উমায়রের যুদ্ধযাত্রা

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার পর হযরত আবূ হায়ছামা (রা) প্রচণ্ড খরতাপের কারণে কয়েক দিনের জন্য পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া আসেন। ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন তাঁহার দুই স্ত্রী নিজ নিজ কক্ষের মেঝেতে ঠাণ্ডা পানি ছিটাইয়া, শীতল পানীয় ও সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি গৃহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই পত্নীর দিকে তাকাইলেন এবং তাহার জন্য প্রস্তুত ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রৌদ্র, লু হাওয়া ও প্রচণ্ড খরতাপে দগ্ধ, আর আবূ খায়ছামা শীতল ছায়া, তৈরী খাবার, সুন্দরী স্ত্রী ও সম্পদের প্রাচুর্যের মাঝে অবস্থানরত। ইহা কোন্ ধরনের ইনসাফ? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কাহারও কক্ষে প্রবেশ করিব না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হই। আমার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দাও। পত্নীদ্বয় তাঁহার জন্য বাহন ও সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার

করিয়া দিলে তিনি তাবূক অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকে পৌঁছিয়া গিয়াছেন, সেইখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইলেন: এইদিকে পথিমধ্যে উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আল-জুমাহী (রা)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। তিনিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গী হইয়া তাবূকে পৌঁছিলেন। আবূ খায়ছামা (রা) উমায়র (রা)-কে বলিলেন, আমার তো অপরাধ হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আমার সাক্ষাত হয় ততক্ষণ তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। উমায়র তাই করিলেন। তিনি তাবূকে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছাকাছি যখন পৌঁছিলেন তখন লোকেরা বলিল, রাস্তায় এক আগন্তুককে দেখা যাইতেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন : লোকটা আবূ খায়ছামা হইতে পারে। লোকটি কাছে আসিতেই তাঁহারা বলিল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! এ তো আবূ খায়ছামাই। আবূ খায়ছামা (রা) উট বসাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম পেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ

اولى لك يا ابا خيثمة.

"হে আবূ খায়ছামা! দুর্ভোগ তোমার জন্য"।

হযরত আবূ খায়ছামা (রা) পুরা ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিলে তিনি তাহার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন এবং কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। আবূ খায়ছামা (রা) এই সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহা তাঁহার ঈমানী দৃঢ়তা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার সম্যক পরিচয় বহন করে ঃ

لما رايت الناس فى الدين نافقوا + اتيت التى كانت اعفّ واكوما

وبايعت باليمنى يدى لمحمد + فلم اكتسب اثما ولم اغش محرما

تركت خضيبا فى العريش وصرمة + صفايا كراما بسرها قد تحمّما

وكنت اذا شك المنافق اسمحت + الى الدين نفسى شطره حيث يمّما.

"আমি যখন মানুষকে দীনের ব্যাপারে কপটতা অবলম্বন করিতে দেখিলাম, তখন অবলম্বন করিলাম এমন নীতি যাহা অধিকতর সৌজন্যমূলক ও আবিলতামুক্ত।

আমি আমার ডান হাত দ্বারা বায়'আত গ্রহণ করিলাম মুহাম্মাদের নিকট। আমি করি নাই কোন অপরাধ, করি নাই কোন নিষিদ্ধ বস্তু আত্মসাত।

আমি সুন্দরী স্ত্রীকে রাখিয়া আসিয়াছি ছায়া নীড়ে; রাখিয়া আসিয়াছি উৎকৃষ্ট ফলন্ত খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল পাকিয়া কাল বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

মুনাফিক যখন সন্দেহ পোষণ করে তখন আমার হৃদয় দীনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে; দীন যেদিক চলে আমার হৃদয়ও সেই অভিমুখী" (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৫২০-১)।
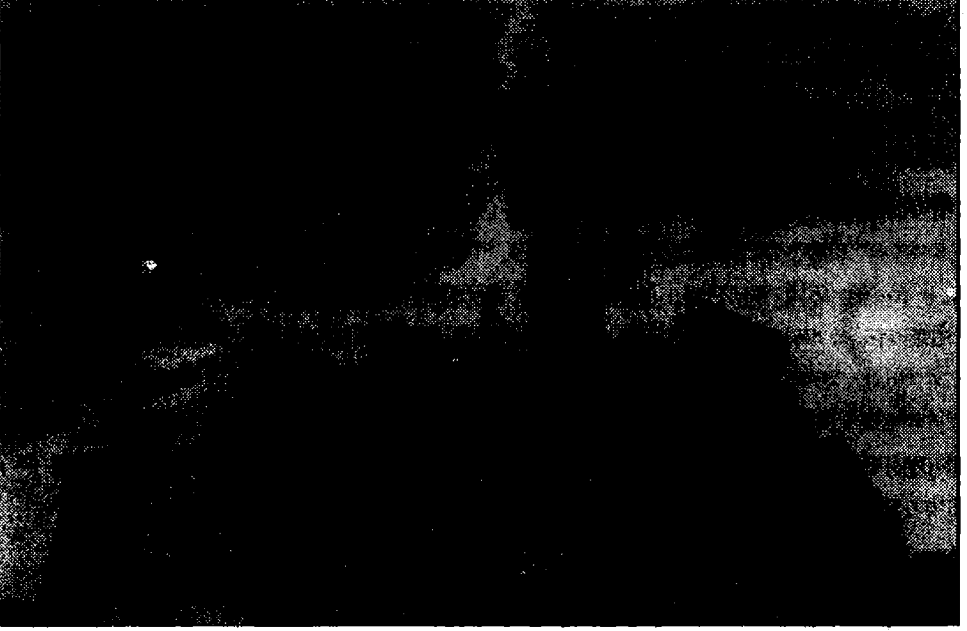
মাদায়েন সালেহ-এর যে স্থানে তাবূক যুদ্ধের সময় মহানবী (স)-এর তাঁবু স্থাপন করা হইয়াছিল। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমানে সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

তাবূক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এই হাউজের পানি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সীরাত এলবাম (মদীনা পাবলিকেশান্স)-এর সৌজন্যে।

যুদ্ধে না যাওয়া তিন সাহাবী

তিনজন সাহাবী তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই, বিনা ওজরে মদীনায় থাকিয়া গিয়াছিলেন, তবে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ ও কপটতা ছিল না। তাঁহারা হইতেছেন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা), মুরারা ইব্‌নুর রাবী' (রা) ও হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) অপরাপর সাহাবীদের বলেন ঃ

لاتكلمن احدا من هولاء الثلاثة.

"তোমরা এই তিনজনের সহিত কিছুতেই কথাবার্তা বলিবে না"।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) নিজেই তাঁহার তাবূক যুদ্ধে পিছনে থাকিয়া যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) যতগুলি যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাবূক ও বদর ছাড়া আর কোনটিতে আমি অনুপস্থিত থাকি নাই। তবে বদর যুদ্ধে যাহারা পিছনে রহিয়াছিলেন তাহাদের কাহারও উপর আল্লাহ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই। বদর যুদ্ধে আসলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শদের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করা। হঠাৎ এক সময় আল্লাহ তাঁহাদিগকে শত্রুর মুখোমুখি করিয়া দেন এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল-আকাবার রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাযির ছিলাম। তিনি ইসলামের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে বেশী আলোচিত কিন্তু তাহার চাইতে লায়লাতুল 'আকাবা আমার নিকট বেশী প্রিয়। আর তাবূক যুদ্ধে আমার পিছাইয়া থাকার কারণস্বরূপ বলা যায়, এই যুদ্ধের সময় আমি বেশী শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! ইতোপূর্বে আমার নিকট কখনও এক সাথে দুইটি সওয়ারী ছিল না। অথচ এই যুদ্ধের সময় আমি দুইটি সওয়ারীর মালিক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, কোন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তিনি কখনও পরিষ্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোন নিশানা জানাইতেন না, বরং কিছু অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক শব্দ বলিয়া দিতেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধের সময় ছিল ভীষণ গরম, পথ ছিল দীর্ঘ এবং পানি, গাছ-পালা ও লতাপাতাশূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যাহাতে তাহারা ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিলেন, তবে এমন কোন রেজিষ্ট্রি খাতা ছিল না যাহাতে তাহাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ থাকিত।"

কা'ব (রা) বলেন, "এই যুদ্ধ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করার মত একজন লোকও ছিল না। তবে ইহাও মনে করা হইত যে, কেহ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র ওহী না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) জানিতে পারিবেন না। এই যুদ্ধের প্রস্তুতি এমন এক সময় শুরু করা হয় যখন ফল পাকিয়া গিয়াছিল এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লওয়া আরামদায়ক মনে হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার সহিত মুসলমানগণ পূর্ণোদ্যমে

যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আমিও প্রতিদিন সকালে তাহাদের সহিত প্রস্তুতি গ্রহণের চিন্তা করিতাম। সারা দিন চলিয়া যাইত অথচ আমি কিছুই করিতাম না। আমি মনে মনে বলিতাম, আমি তো যে কোন সময় প্রস্তুত হইবার ক্ষমতা রাখি, কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের? এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে থাকে। একদিন সকালে তিনি মুসলিম বাহিনীসহ যাত্রা করিলেন অথচ তখনও আমি কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করি নাই। আমি বলিলাম, আমি এই তো দুই-এক দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইব। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পরের দিন সকালে আমি প্রস্তুতি লইতে চাহিলাম। কিন্তু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অথচ আমার প্রস্তুতি শেষ হইল না। তাহার পরের দিন সকালে আবার চাহিলাম, কিন্তু এইবারও লইতে পারিলাম না। আমার এই অবস্থা চলিতে থাকিল। এখন তো সকলে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। আমি কয়েকবার ইচ্ছা করিলাম বাহির হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হই। আহা! যদি আমি এইরূপ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চলিয়া যাইবার পর আমি যখন লোকালয়ে বাহির হইতাম তখন পথে-ঘাটে মুনাফিক, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতাম না। আমার ভীষণ দুঃখ হইত।

"রাসূলুল্লাহ (স) পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তবে তাবূকে পৌঁছিয়া যখন তিনি সকলকে লইয়া বসিলেন তখন আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

ما فعل كعب ؟

'কা'ব কি করিল ?'

"সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ও অহংকার তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। মু'আয ইব্‌ন জাবাল বলিলেন, "তুমি তো ভাল কথা বলিলে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাহার ব্যাপারে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না"। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) চুপ করিয়া থাকিলেন।"

কা'ব ইব্‌ন মালিক বলেন, "যখন আমি জানিতে পারিলাম রাসূলুল্লাহ (স) ফিরিয়া আসিতেছেন, আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম এমন কোন মিথ্যা বাহানা করা যায় কিনা যাহার ফলে আমি তাঁহার ক্রোধ হইতে বাঁচিতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমি ঘরের বুদ্ধিমান লোকদের নিকটও পরামর্শ চাহিলাম। কিন্তু যখন শুনিলাম রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন আমার মন হইতে মিথ্যা বাহানা করিবার চিন্তা একেবারেই দূর হইয়া গেল এবং আমি বিশ্বাস করিলাম যে, মিথ্যা কথা আমাকে তাঁহার ক্রোধ হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা পৌঁছিয়া গেলেন। আর তাঁহার নিয়ম ছিল যখনই তিনি সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন, প্রথমে মসজিদে গমন করিয়া দুই রাক্'আত নামায পড়িতেন। তাহার পর জনগণের সহিত কথা বলিবার জন্য বসিয়া যাইতেন। ঐ দিন যখন তিনি নামায শেষ করিয়া মসজিদে নববীতে বসিয়া

গেলেন, তখন তাবূক যুদ্ধ হইতে পিছাইয়া থাকা লোকেরা আসিতে লাগিল। তাহারা কসম করিয়া নিজেদের ওজর পেশ করিতে লাগিল। তাহাদের সংখ্যা ছিল আশির উর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ওজর কবুল করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পুনর্বার বায়আত লইলেন, তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিলেন এবং তাহাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিলেন।"

কা'ব বলেন, "আমিও তাঁহার নিকট আসিলাম। আমি সালাম দিতেই তিনি মুচকি হাসিয়া তাহার জওয়াব দিলেন। এমন হাসি যাহাতে ক্রোধের মিশ্রণ ছিল। তিনি বলিলেন: আস,আস। আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ

ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك ؟

'তোমাকে কিসে পিছনে আটকাইয়া রাখিয়াছিল? তুমি না সওয়ারী ক্রয় করিয়াছিলে?'

"আমি বলিলাম, অবশ্য আমি সওয়ারী কিনিয়া লইয়াছিলাম। তবে আল্লাহ্র কসম! আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কোন ব্যক্তির সম্মুখে আমি বসিতাম তাহা হইলে তাহার ক্রোধ হইতে বাঁচিবার জন্য কোন মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া বিদায় লইতাম। কারণ কথা বলার ব্যাপারে আমি কম পারদর্শী নই। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি জানি, আজ যদি আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়া আপনাকে খুশী করি তাহা হইলে হইতে পারে কাল আল্লাহ্ আপনাকে আমার উপর নাখোশ করিয়া দিবেন। আর যদি আমি আপনার সম্মুখে সত্য কথা বলি তাহাতে আপনি নাখোশ হইলেও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখি। না, আল্লাহর কসম! আমার কোন ওজর ছিল না। আমি যখন পিছনে থাকিয়া যাই তখনকার মত আর কোন সময় আমি অতটা শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ছিলাম না। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মন্তব্য করিলেন ঃ

اما هٰذا فقد صدق فقم حتّٰى يقضى الله فيك.

"কা'ব সত্য কথাই বলিয়াছে। ঠিক আছে, চলিয়া যাও। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ব্যাপারে কি ফায়সালা দেন"।

"আমি উঠিয়া পড়িলাম। বানূ সালামার লোকেরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তাহারা আমাকে বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো এই পর্যন্ত আপনার কোন গুনাহের কথা জানি না। পিছনে থাকিয়া যাওয়া অন্যান্য লোকের মত আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি বাহানা পেশ করিতে পারিলেন না? রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইসতিগফার আপনার গুনাহ মাফির জন্য যথেষ্ট হইত। উহারা বরাবর আমাকে ভীষণভাবে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। এমনকি এক পর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফিরিয়া যাইতে এবং আমার প্রথম কথাটি মিথ্যা পতিপন্ন করিতে মনস্থ করিলাম। অতঃপর আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আমার মত নিজের ভুল স্বীকার করিয়াছে এমন আর কাহাকেও কি তোমরা সেইখানে দেখিয়াছ? তাহারা জওয়াব

দিল, হাঁ, দুইজন লোককে আমরা দেখিয়াছি, তাহারা তোমার মত একই কথা বলিয়াছে। আর তাহাদেরকেও সেই একই কথা বলা হইয়াছে যাহা তোমাকে বলা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের পরিচয় কি ? তাহারা বলিল, মুরারাহ্ ইব্ন রাবী' ও হিলাল ইব্ন উমায়্যা। এই ব্যক্তিদ্বয় ছিলেন সৎ, আদর্শ স্থানীয় ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। আমি মনে মনে স্বস্তি বোধ করিয়া চলিতে শুরু করিলাম।

"এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের এই তিনজনের সহিত কথা বলা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই জনগণ আমাদের এড়াইয়া চলিতে লাগিল। আমাদেরকে তাঁহারা যেন একেবারেই চিনে না। অবশেষে আমার এমন মনে হইতে লাগিল, যেমন দুনিয়ার পরিচিত সকল কিছু অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে এইভাবে পঞ্চাশটি রাত অতিবাহিত হইল। আমার অন্য দুই ভাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। তবে আমি ছিলাম যৌবনদীপ্ত ও সাহসী, তাই আমি বাহিরে যাইতে থাকিলাম। মুসলমানদের সহিত নামাযে যোগ দিতাম ও বাজারে ঘুরাফিরা করিতাম, কিন্তু কেহই আমার সহিত কথা বলিত না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাইতাম। নামাযের পর মজলিসে বসিলে আমি তাহাকে সালাম জানাইতাম; আমার সালামের জওয়াবে তাঁহার ঠোঁট নড়িল কিনা বুঝিতে পারিতাম না। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া নামায পড়িতাম এবং বাঁকা দৃষ্টিতে লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতাম। আমি যখন নামাযে মশগুল থাকি তখন তিনি আমার দিকে তাকান, আবার আমি যখন তাঁহার দিকে চাইতাম তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া লইতেন। এই অবস্থায় দীর্ঘ দিন চলিয়া গেল। জনবিচ্ছিন্নতা আমাকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। তাই একদিন আমার চাচাত ভাই আবূ কাতাদার বাগানের পাঁচিল টপকাইয়া তাহার নিকট আসিলাম। সে ছিল আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাহাকে সালাম দিলাম, কিন্তু সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবূ কাতাদা! আল্লাহ্র কসম দিয়া আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জান না আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-কে ভালবাসি ? সে নীরব রহিল। আমি আবার আল্লাহ্র নামের কসম করিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলাম। এইবারও সে চুপ করিয়া থাকিল। আমি তৃতীয়বার তাহাকে একই প্রশ্ন করিলাম। এইবার সে জওয়াব দিল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না। আমার দুই চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। আমি পাঁচিল টপকাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এই সময় একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটিতেছিলাম। সিরিয়ার এক খৃস্টান কৃষক মদীনার বাজারে শস্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সে আমাকে খোঁজ করিতেছিল। লোকেরা ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলে সে আমার নিকট আসিয়া গাস্সানের খৃস্টান রাজার একটি চিঠি আমাকে হস্তান্তর করিল। চিঠিতে রাজা লিখিয়াছিল ঃ

فانه قد بلغنى ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا حضيعة فالحق بنا نواسك.

"আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনার নেতা আপনার উপর নির্যাতন চালাইতেছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেন নাই। কাজেই আপনি আমাদের দেশে চলিয়া আসুন। আমরা আপনাকে সাহায্য করিব"।

"চিঠিটি পড়িয়া আমি বলিলাম, ইহাও আরেকটি পরীক্ষা। কাজেই চিঠিটি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করিলাম। এইভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। এমন সময় খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তোমাকে তোমার স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিবার হুকুম দিয়াছেন। আমি বলিলাম, আমি কি তাহাকে তালাক দিব, না কি আর কিছু করিব? তিনি বলিলেন না, তালাক দিবে না। তবে তাহা হইতে পৃথক থাকিবে এবং তাহার সান্নিধ্যে যাইবে না। আমার অন্য দুইজন সাথীর নিকটও এই মর্মে দূত পাঠানো হইল। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি নিজের আত্মীয়দের নিকট চলিয়া যাও এবং আমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন ফায়সালা না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত অবস্থান কর।"

কা'ব (রা) বলেন, "হিলাল ইব্ন উমায়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন খাদেম নাই। যদি আমি তাহার খেদমত করি, তাহার কাজকর্ম করিয়া দেই, তাহা হইলে কি কোন ক্ষতি আছে? রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ না, কোন ক্ষতি নাই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলালের স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম! তাহার মধ্যে এই ব্যাপারে কোন আকর্ষণ বা আকাংক্ষা নাই। যেই দিন এই ঘটনা ঘটিয়াছে সেই দিন হইতে সে কেবল কাঁদিয়াই চলিয়াছে। কা'ব বলেন, আমাকেও আমার পরিবারের কেহ কেহ বলিল, তুমিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে যাও। তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি লইয়া আস, যাহাতে সে তোমার খেদমত করিতে পারে। আমি বলিলাম, না। যখন এই ব্যাপারে অনুমতি চাইব তখন রাসূলুল্লাহ (স) কি বলিবেন? কারণ আমি তো যুবক।

"এইভাবে দুঃসহ যন্ত্রণার ভেতরে পঞ্চাশটি রাত অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। জীবন যেমন আমার নিকট দুঃসাধ্য, পৃথিবী যেন তাহার সব বিস্তীর্ণতা সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। একদিন ফজরের নামাযের পর ঘরের আঙিনায় বসিয়া আছি। সেই মুহূর্তে সাল্‌আ পাহাড়ের দিক হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কে যেন চিৎকার করিয়া বলিতেছে ঃ

ياكعب بن مالك ابشر.

"হে কা'ব ইব্ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর"।

কা'ব বলেন, "আমি আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় অবনত হইলাম। আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এইবার আমার সংকট কাটিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামাযের পর

ঘোষণা দিয়াছেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করিয়াছেন। কাজেই লোকেরা আমার ও আমার সাথীদের সুসংবাদ ও মুবারকবাদ জানাইবার জন্য আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। হামযা ইব্ন 'আমর আল-আসলামী আমার নিকট আসিয়া যখন সুসংবাদ জানাইল তখন আমি এতই খুশী হইয়াছিলাম যে, আমার পোশাক খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিলাম। আল্লাহ্র কসম! তখন আমার নিকট ঐ পোশাক ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। অতঃপর আমি একজোড়া পোশাক ধার করিয়া পরিধান করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সহিত মোলাকাত করিতেছিল এবং তওবা কবুল হওয়ার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছিল। তাহার বলিতেছিল:

لتهنك توبة الله عليك

"আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করার জন্য তোমাকে মুবারক্বাদ।"

কা'ব বলেন, "আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলাম। লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘিরিয়া ধরিয়াছেন। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ দৌঁড়াইয়া আসিয়া আমার সহিত মোসাফাহা (করমর্দন) করিলেন এবং মুবারকবাদ জানাইলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম জানাইলাম। তাঁহার চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন ঃ

ابشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك.

"আজিকার দিনটি তোমার জন্য মোবারক হোক, যাহা তোমার জন্মের পর হইতে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল"।

কা'ব (রা) বলিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই ক্ষমা আপনার পক্ষা হইতে না আল্লাহর পক্ষ হইতে। তিনি বলেন: না, ইহা স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। অতঃপর আমি তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের পথে সদাকা করিয়া দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রাখিয়া দাও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি নিবেদন করিলাম, তাহা হইলে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু নিজের জন্য রাখিয়া বাকি সব আল্লাহ ও রাসূলের পথে দান করিয়া দিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্য কথা বলিবার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। আমার তওবার অংশ হিসাবে আমি ওয়াদা করিলাম, যতদিন জীবিত থাকিব সত্য কথাই বলিব। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ

لاَ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ الاَّ الَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط انَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

"আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল সংকটকালে (তাবূক যুদ্ধের সময়), এমনকি যখন তাহাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। পরে আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তিনি তো উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিন জনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিষহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত; পরে তিনি উহাদের তওবা কবূল করিলেন যাহাতে উহারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও" (৯ ঃ ১১৭-৮)।

কা'ব বলেন, "আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামের প্রতি পথনির্দেশ করিবার পর এমন কোন অনুগ্রহ আমার উপর করেন নাই, যাহা আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সত্য কথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আল্লাহ্র মেহেরবানী যে, আমি তাঁহার নিকট মিথ্যা বলি নাই। তাহা হইলে মিথ্যাবাদীরা যেইভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তেমনি আমিও ধ্বংস হইয়া যাইতাম। কেননা মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে ওহী নাযিল করিয়া আল্লাহ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কঠোর ও মারাত্মক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاۤءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ.

"তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে অচিরেই উহারা আল্লাহ্র শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা উহাদিগকে উপেক্ষা করিবে; উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম উহাদের আবাসস্থল। উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না" (৯ ঃ ৯৫-৬)।

কা'ব (রা) বলেন, "যেই সকল লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শপথ করিয়া অজুহাত প্রদর্শন করিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের অজুহাত গ্রহণ করিয়া তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদের তিনজনের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করিয়া মুক্তির ফায়সালা দান করেন" (সহীহ আল-বুখারী, ৩খ., ১৩০-৫; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা,২খ., পৃ. ৫৩১-৭; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ২৫-৯)।

তাবূক যুদ্ধের শিক্ষা

(এক) তাবূকের যুদ্ধে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যখন জিহাদের ঘোষণা (نفير عام) দেন তখন জিহাদ ফরযে আইন হইয়া যায়, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে এই সংবাদ না জানাইলেও তখন কোন মানুষকে জিহাদে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া জায়েয নাই।

(দুই) রাসূলুল্লাহ (স) তাবূকের উদ্দেশে রজব মাসে রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং রামাদান মাসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। বিশ দিন তিনি তাবূকে ছিলেন আর ত্রিশ দিন আসা-যাওয়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই পঞ্চাশ দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায কস্‌র (قصر الصلوة) আদায় করেন। এই সফরের সময় তিনি যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করেন। জুম'উত তাক্‌দীম ও জুম'উত তাখীর দুইটাই করিয়াছিলেন। জুম'উত তাক্‌দীম (جمع التقديم) অর্থাৎ কখনও যুহর ও আসরের নামায যুহরের সময় আদায় করিতেন এবং মাগরিব ও এশার নামায মাগরিবের সময় আদায় করিতেন। জমউত তাখীর (جمع التاخير) অর্থাৎ কখনও যুহর ও আসরের নামায আসরের সময় এবং মাগরিব ও এশার নামায এশার সময় আদায় করিতেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৪৩-৪)। চার মাযহাবের ইমামগণ এই ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে অবস্থানে (اقامت) নিয়ত না করিবে ততক্ষণ নামায কসর করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ হরমুযে সাত মাস, আবদুর রহমান ইব্‌ন সুমরা (রা) কাবুলে দুই বৎসর, মুসলিম সেনাদল সিজিস্তানে দুই বৎসর কসর নামায আদায় করেন (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৩৪১)।

(তিন) তাবূকে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের ঘটনা এই কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, বিচারের রায় বাহ্যিক বক্তব্যের উপর হইয়া থাকে। মুনাফিকদের কপটতা সর্বজন বিদিত ছিল, কিন্তু বাহ্যিক ওজর পেশ করিবার ফলে তাহাদিগকে রেহাই দেওয়া হয়। সত্যবাদী মুমিনগণ কোন ওজর পেশ না করিবার ফলে তাহাদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, অথচ তাহারা যে নিষ্ঠাবান মু'মিন ছিলেন ইহা সকলেরই জানা কথা।

(চার) সুসংবাদ প্রদানের জন্য সাধ্যানুযায়ী সাদাকা করা মুস্তাহাব। যেমন হযরত কা'ব অনেক সম্পত্তি সাদাকা করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, নিজের জন্য কিছু রাখ। ইহা ছাড়া তওবা কবূলের সুসংবাদ প্রদানকারীকে তিনি উপহার দিয়াছিলেন। অথচ তাহার নিকট তাহার পরিধেয় ছাড়া আর কোন জামা ছিল না (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৪৩১; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৩৫-৬)।

তাবূক যুদ্ধের ফলাফল

গাযওয়া তাবূক মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিল। মুসলমানদের মনে এই আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে, এখন হইতে জাযীরাতুল আরাবে ইসলামের শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিরোধ্য। মুসলমানগণ এই যুদ্ধে দৃঢ় মনোবল, প্রচণ্ড সাহসিকতা ও নজীরবিহীন কুরবানীর যেই ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে রোমানরা হতচকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা কোন পাল্টা আক্রমণ, অগ্রাভিযান, সামরিক

মহড়া ও তৎপরতা দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। মুসলমানদের প্রকাশ্য তৎপরতার মুকাবিলায় তাহারা এক ধরনের পশ্চাদপসরণ ও নীরবতা অবলম্বন করে। নবোত্থিত ইসলামের শক্তি সম্পর্কে তাহাদের যতটা ধারণা ও পরিমাপ ছিল, তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতি তাহাদের সেই পরিমাপের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। মূতার যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি তখনও তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রোমানদের ক্রীড়নক গোত্রসমূহ বুঝিতে পারিল যে, রোমানদের গৌরবের ও কর্তৃত্বের দিন শেষ, তাহাদের পায়ের তলায় আর মাটি নাই। তাহারা গভীরভাবে অনুভব করিল যে, ইসলাম কোন বুদবুদ নয় যাহা পানির উপর ভাসিয়া উঠিবার পর মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায়। এই কারণে তাহারা জিয্য়া প্রদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়া মিত্রে পরিণত হইল। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হইয়া রোমান সীমান্তের সহিত মিলিত হইল। মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র চালাইয়া যেই স্বপ্নপ্রাসাদ গড়িয়াছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। কারণ তাহাদের আশা-ভরসার মূল কেন্দ্র ছিল রোমান শক্তি। এই অবস্থায় পরাজিত মুনাফিক শক্তির সহিত নমনীয় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেল। এই ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তাহারা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে এবং সুযোগ লইয়া ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করিতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সহিত কঠোর আচরণ করার, তাহাদের জানাযা নামাযে শরীক না হওয়ার, কবর যিয়ারত না করার ও মাগফিরাতের দু'আ না করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদের তৈরী তথাকথিত মসজিদ (আসলে চক্রান্ত দুর্গ) ধ্বংস করা হইল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল করিয়া মুনাফিকদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করিয়া দেন।

মক্কা বিজয়ের পর যদিও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিতে শুরু করিয়াছিল, তাবূক যুদ্ধের পর ইহার সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইল। ইহাতেই তাবূক যুদ্ধের প্রভাব আন্দায করা যায়। পরবর্তীতে হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত উমার (রা)-র সময় রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন সিরিয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। তাবূক যুদ্ধই ছিল পরবর্তীতে সিরিয়া বিজয়ের ভিত্তি। সীরাতে নববী, ইসলামের দাওয়াত ও সমরনীতির ইতিহাসে গাযওয়া তাবূকের একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার দ্বারা সেই সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যাহা মুসলমান ও আরবদের অনুকূলে খুবই সুদূরপ্রসারী ছিল। ইহা ইসলামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যত সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ই.ফা.বা. প্রকাশিত; (২) সাহীহ আল-বুখারী, দারুল ফিক্'র, ইস্তাম্বুল, তা.বি., ৩খ, (পার্ট ৫-৬); (৩) সহীহ মুসলিম, কুতুবখানা রশিদীয়া, দিল্লী, তা. বি., ২খ.; (৪) মিশকাত আল মাসাবীহ, এইচ. এম. সাঈদ কোং, করাচী ১৪১৪ হি; (৫) আল-হাকেম নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক, মাকতাবাতু আন-নাসর, রিয়াদ ১৯৬৮; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মুআস্সাসাতু উলূমিল কুরআন, মিসর, তা. বি., ২খ., (পার্ট ২-৪); (৭) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক্'র, বৈরূত ১৪০২হি/

১৯৮২ খৃ., ৫খ; (৮) ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, আর-রিসালাহ, বৈরূত ১৪০৮হি/ ১৯৭৮, ৩ খ; (৯) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখ, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭ হি/ ১৯৬৭ খৃ., ৩খ.; (১০) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, দারু সাদের, বৈরূত ১৮৬৮ খৃ., ২খ.; (১১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদের, বৈরূত তা. বি.,৩খ.; (১২) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ, ৩খ.; (১৩) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ূনুল আছার, মুআসাসাতু ইযযিদ্দীন, বৈরূত ১৪০৬ হি/১৯৮৬ খৃ, ২খ.; (১৪) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখ্তূম, মাক্তাবাতু দারিস সালাম, রিয়াদ ১৯৯২; (১৫) ইব্ন খালদূন, তারীখ, নাফীস একাডেমী, করাচী ১৯৮৬ খৃ., ১খ.; (১৬) নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, দারুল কিতাব, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ৬খ.; (১৭) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল কুবরা, ফরিদ বুক স্টল, লাহোর, তা. বি., ১খ; (১৮) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবীয়া, কুতুবখানা কাসেমী, দেওবন্দ তা. বি., ৫খ.; (১৯) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআন, ইতিকাদ পাবলিশিং হাউস, দ্বাদশ সংস্করণ, দিল্লী ১৯৮৬ খৃ., ২খ.; (২০) কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, এইচ এম. সাঈদ কোং, করাচী ১৯৮০ খৃ., ৫খ.; (২১) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী ১৯৮৩খৃ.,৫খ.; (২২) শিববির আহমাদ উছমানী, তাফসীরে উছমানী, মাজমাউ মালিক ফাহদ, মদীনা ১৪০৫ হি.; (২৩) যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ৩খ.; (২৪) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, দারুল ইশা'আত, কলিকাতা ১৯৩২ খৃ.; (২৫) ইদরীস কানধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, রাব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৯৫ খৃ., ২খ.; (২৬) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৫ খৃ.; (২৭) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহ্মত, মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম, ৩য় সংস্করণ, করাচী ১৯৮৩ খৃ.; (২৮) মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলবী, হায়াতুস সাহাবা, মাক্তাবা ইলমিয়্যা, সাহারানপুর, ভারত ২০০০খৃ., ২খ.; (২৯) আকবর শাহ্ খান নাজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, মাক্তাবা ইলমিয়্যা, সাহারানপুর ১৯৯৯ খৃ., ১খ.; (৩০) শায়খ আবদুল্লাহ্ ইব্ন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতির রাসূল, আল-মাক্তাবাতুস সালাফিয়্যা, লাহোর ১৯৭০ খৃ.; (৩১) শাহ্ মুঈনুদ্দীন নদবী, তারীখে ইসলাম, এইচ. এম. সাঈদ কোং, করাচী ১৯৮৩ খৃ, ১খ.; (৩২) ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তাফা, ফরিদ বুক স্টল, লাহোর তা. বি.; (৩৩) ইব্ন মানযূর, লিসানুল আরাব, নাশারু আদবিল হাওযাহ, ৪২২; (৩৪) মুহাম্মাদ রাবে নদবী, জাযীরাতুল আরাব, মজলিশে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত ১৪০৩ হি/১৯৮৩ খৃ., ২য় সংস্করণ; (৩৫) Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, Translated by Ismail Razi A. al-Faruqui, Islamic Call Society, U. S. A., 8th ed. 1395; (৩৬) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ২খ.; (৩৭) মাওলানা ফযল মুহাম্মাদ যাঈ, গায্ওয়া তাবূক, ইদারা-ই বায়তুল জিহাদ, করাচী ২০০০ খৃ.।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

সারিয়্যা 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)

হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) কর্তৃক পরিচালিত এই অভিযানকে ঐতিহাসিকগণ হামদান, মায্হিজ ও নাখ'আ অভিযান নামে অভিহিত করিয়াছেন ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৩৪১; মহানবী (স)-এর জীবনচরিত, পৃ. ৬৩৭)। ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর অভিযান সংখ্যা দুইটি, মতান্তরে তিনটি (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৫০৫)। সীরাত গ্রন্থ ও হাদীছের কিতাবসমূহ পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, আলী (রা) তিনবার ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন ঃ

(ক) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর ইয়ামানে দাওয়াতী অভিযান ব্যর্থ হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া হযরত আলী (রা)-কে প্রেরণ করেন, মতান্তরে মালে গনীমতের পঞ্চমাংশ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন।

(খ) ইয়ামানের মায্হিজ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌছাইবার জন্য আলী (রা) তিন শত অশ্বারোহীসহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(গ) একাদশ হিজরীর ১৫ মুহাররম সর্বশেষ প্রতিনিধি নাখ'আ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়াছিল যাহারা হযরত আলী (রা)-এর অভিযানে পরাজিত হইয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলামের দাওয়াত কবুল করিয়াছিল। তাহাদিগকে দীন ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা)-এর স্থলে হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে নিয়োজিত করা হয়। অতঃপর হযরত মু'আয (রা)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ প্রতিনিধি দল হিসাবে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়াছিল। তাহারা ছিল ইয়ামানের নাখ'আ সম্প্রদায় (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৮২; কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০৭৯; হায়কাল, মহানবীর জীবন চরিত, ৬৩৭-৬৩৮; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৩৫; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৩০)।

রাসূলুল্লাহ (স) ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর নেতৃত্বে ইসলামের দাওয়াত অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বিভিন্ন কারণে; যেমন ঃ

ক) ইয়ামানের অধিবাসিগণ ছিল আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর; (খ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নবম হিজরীতে হিম্য়ার বংশীয় শাসকগণের পক্ষ হইতে আত্মসমর্পণ পূর্বক ইসলাম কবুল করার নিমিত্ত কিছু সংখ্যক দূতের আগমন; (গ) ইয়ামানের আশ'আরী প্রতিনিধিদলের আগমন। তাহা ছাড়া ইয়ামান ছিল পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র (তারীখ

ইব্‌ন খালদূন, ২খ., পৃ. ৫২; সুফারাউন নবী (স), ১খ., পৃ. ২০০; মহানবী (স)-এর জীবনচরিত, পৃ. ৯০; ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১৬৪,১৬৮; ইব্‌নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৪১, ৫৪৪)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেনঃ অচিরেই ইয়ামানীগণ মেঘমালার মত (ইসলাম কবূল করিয়া) তোমাদিগের সহিত মিলিত হইবে। তাহারা পৃথিবীর সর্বোত্তম বাসিন্দা (আর রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ১২৫)। উপরোল্লিখিত কারণে ইয়ামানীগণ দীন ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্তির দিক হইতে অন্যান্য এলাকা হইতে ছিল অগ্রগণ্য। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে সেনাপতি করিয়া দীন ইসলামের দাওয়াতী অভিযানে ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন।

মাযৃহিজ অভিযান

দশম হিজরীর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে কুবায় মুসলিম সৈন্যশিবির স্থাপন করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর নির্দেশমত ৩০০ জন অশ্বারোহীর সমাবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম বাহিনীর জন্য পতাকা ও হযরত আলী (রা)-এর মাথায় পাগড়ী নিজ হাতে বাঁধিয়া দিলেন। অতঃপর অভিযানে রওয়ানা হইবার পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত নসীহত করিলেন ঃ

امض ولا تلتفت فقال علي يارسول الله ﷺ كيف أصنع قال اذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم تلوّمهم ترهم أناة ثم تقول لهم هل لكم أن تقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا نعم فقل هل لكم أن تصلوا فإن قالوا نعم فقل هل لكم أن تخرجوا من اموالكم صدقة تردّونها على فقرائكم فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك والله لأن يهدى الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت.

"হে আলী! সোজাসুজি নির্ধারিত গন্তব্যে চলিবে, ডানে-বামে লক্ষ্য করিবে না। আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুদ্ধ এড়াইয়া কীভাবে দীনের দাওয়াত পেশ করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, দাওয়াতী এলাকায় পৌঁছিয়া দাওয়াত ব্যতীত প্রথমেই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তোমাদিগকে আক্রমণ না করিবে। এমনকি তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ করিলেও তোমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না, বরং ধৈর্য ধারণ করিবে যতক্ষণ না তোমাদিগের মধ্য হইতে কেহ শাহাদাত বরণ করে। যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ শাহাদাত বরণ করে তবুও ধৈর্য সহকারে তাহাদিগকে ইসলাম কবুল করিবার জন্য পুনরায় উদাত্ত আহবান করিবে। আর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিবেঃ তোমরা কি স্বীকার করিবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'? প্রত্যুত্তরে তাহারা যদি বলে, হাঁ, তবে পুনরায় ঘোষণা করিবেঃ তোমরা কি নামায আদায় করিবে? প্রত্যুত্তরে তাহারা যদি হাঁ বলে; অতঃপর পুনরায়

ঘোষণা করিবেঃ তোমরা কি তোমাদের সম্পদ হইতে দরিদ্রদের মাঝে বন্টনের জন্য যাকাত প্রদান করিবে? প্রত্যুত্তরে তাহারা যদি বলে হাঁ, হে আলী! তাহাদের নিকট ইঁহা ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করিবে না। আল্লাহ তোমার দ্বারা যদি একটি লোককে'ও হিদায়াত দান করেন তবে যতদূর সূর্যের পরিধি বিস্তৃত উহার চাইতে তাহা তোমার জন্য অধিক উত্তম" (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০৭৯)।

অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, হযরত আলী (রা) স্বীয় দুবর্লতা প্রকাশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করিলেন ঃ

يارسول الله تبعثني الى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر القضاء قال فوضع يده على صدرى وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه وقال يا على إذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الأخر.

"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিতেছেন যাহারা আমার চেয়ে বয়সে প্রবীণ আর আমি তাহাদিগের তুলনায় নবীন। আমি এই ব্যাপারে সমাধানের কোন উপায় দেখিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত আমার বুকে রাখিলেন এবং দু'আ করিলেনঃ 'হে আল্লাহ! আলীর যবানকে মযবুত করিয়া দাও এবং তাহার কলবকে হিদায়াতে পরিপূর্ণ করিয়া দাও"। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিলেন ঃ হে আলী! যখন কোন বিবদমান দুই ব্যক্তির মাঝে আপোষ করিতে যাইবে তখন উভয়ের কথা ভালো করিয়া না শুনিয়া কোন একজনের বক্তব্যের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদান করিবে না" (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৮২)।

আলী (রা) মাযহিজে পৌঁছিয়া মুবাল্লিগদিগকে চতুর্দিকে পাঠাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে আলী (রা)-এর নিকট মালে গণীমত হিসাবে স্বাধীন নারী, দাসী, শিশু, গবাদি পশু এবং অন্যান্য বস্তুসামগ্রী জমা হইল। আলী (রা) বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব (রা)-কে মালে গনীমত সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন।

অতঃপর আলী (রা) মাযহিজ অধিবাসীদিগকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিলেন। তাহারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিল এবং মুসলিম মুবাল্লিগদের উপর পাথর ও তীর নিক্ষেপ করিল। আলী (রা) মুসলিম বাহিনীর পতাকা মাসউদ ইব্ন সিনান আস-সুলামী (রা)-এর নিকট অর্পণ করিলেন। তিনি পতাকা লইয়া সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইলেন। ইতোমধ্যে মাযহিজ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে আসিবার আহ্বান করিল। তৎক্ষণাৎ মুসলিম বাহিনীর মধ্য হইতে হযরত আসওয়াদ ইব্ন আল-খুযাঈ আস-সুলামী (রা) মাযহিজ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মুখামুখি হইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার সমরাস্ত্র ছিনাইয়া লইলেন। অন্যদিকে হযরত আলী (রা) মাযহিজ সম্প্রদায়ের উপর অতর্কিত চতুর্মুখী হামলা চালাইয়া ২০ জনকে হত্যা করিলেন। তৎক্ষণাত তাহারা ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া পরাজিত হইল এবং পতাকা ফেলিয়া দিল। আলী (রা) এই সুযোগে তাহাদিগকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত

দিলেন। মাযহিজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দাওয়াত কবুল করিয়া ঘোষণা করিল, আমরা দাওয়াত কবুল করিয়াছি। অতএব আমাদের সম্প্রদায়ের যাহারা এখনও ইসলাম কবুল করেন নাই তাহারাও বর্তমানে আমাদের শত্রু। আর এই সমস্ত মাল আমাদের সম্পদের সাদ্‌কা। ইহা হইতে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করুন (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০৭৯-১০৮০)।

হামদান অভিযান

দশম হিজরীর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে হযরত খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত করিয়া হামদান অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন (‘উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ৩৪১; তারীখ ইব্‌ন খালদূন, ২খ., পৃ. ৫৫)। অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ করিলেন, অতঃপর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কেও একটি বাহিনীসহ তথায় পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) খালিদ (রা)-কে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা উভয়ে যদি একত্র হও তাহা হইলে তখন আলী হইবে অধিনায়ক (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., ৫০৫)।

এ প্রসঙ্গে সহীহ আল-বুখারীতে হযরত বারা‘আ ইব্‌ন ‘আযিব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

بعثنا رسول الله ﷺ مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت فيمن عقب معه قال فغنمت اواقى ذوات عدد.

“আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সহিত ইয়ামান অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আলী (রা)-কে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া ইয়ামানে পাঠাইলেন। আলী (রা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট পৌঁছাইয়া ঘোষণা করিলেনঃ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা তাহারা তাহার সহিত চলিয়া যাইতে পারে, আর যাহাদিগের ইচ্ছা আমার সহিতও থাকিয়া যাইতে পারে। রাবী বলেন, আমি আলী (রা)-এর সহিত থাকিয়া যাওয়া সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং অনেক মালে গনীমত লাভ করিয়াছিলাম (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব বা‘ছি ‘আলিয়্যি ইব্‌ন আবী তালিব ওয়া খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ইলাল ইয়ামান; হাঃ নং ৪৩৪৯, পৃ. ৮৯৪; ১উমদাতুল কারী, ১৮খ., পৃ. ৬০)।

অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন ঃ

بعث عليّ بن أبى طالب إلى رسول الله ﷺ من اليمن بذهيبة فى أديم مقروظ لم تحصّل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عينية بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة واما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق

بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى ﷺ فقال ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صبحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كثّ اللحية محلوق الرأس مشمّر الإزار فقال يارسول الله اتق الله قال ويلك اولست أحق أهل الأرض أن يتّقى الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلى فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه قال رسول الله ﷺ : إنى لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقفى وقال إنه يخرج من ضئضئى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة وأظنّه قال لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل ثمود.

"হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ইয়ামান হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য রঙ্গীন চামড়ার থলের মধ্যে সামান্য সোনা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মাটি (তখনও) আলাদা করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স) চারজনের মধ্যে উক্ত সোনা বণ্টন করিয়া দিলেন ঃ (১) 'উয়ায়না ইব্‌ন বদর, (২) আকরা' ইব্‌ন হাবিস, (৩) যায়দুল খায়ল, আর চতুর্থ জন (৪) 'আলকামা বা 'আমের ইব্‌ন তুফায়ল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন, এই লোকগুলির চেয়ে আমরা ইহার বেশী হকদার। কথাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কানে পৌঁছিল। তিনি বলিলেনঃ তোমাদের কি আমার উপর আস্থা নাই? অথচ আমি আসমানের বাসিন্দাদিগের আমানতদার। আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসে। এই সময় এক ব্যক্তি যাহার চোখ দুইটি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কপাল ছিল উঁচু, দাড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং তহবন্দ ছিল অনেক উপরে উঠানো, দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়। সারা দুনিয়ার মধ্যে আমি কি আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশী ভয় করিবার হকদার নহি? লোকটি চলিয়া গেলে পর হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাহাকে হত্যা করিব না? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ না, হয়তো সে নামায পড়িয়া থাকে। খালিদ (রা) বলিলেন, এমন অনেক নামাযী রহিয়াছে যাহারা মুখে এমন কথা বলে যাহা তাহাদিগের কলবে নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ আমাকে তো মানুষের কলব চিরিয়া এবং পেট ফাঁড়িয়া দেখিবার হুকুম দেওয়া হয় নাই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলিয়াছেন, তাহার পর রাসূলুল্লাহ (স) সেই লোকটির দিকে চোখ তুলিয়া দেখিলেন। সে তখন পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) (তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া) বলিলেনঃ ঐ ব্যক্তির বংশ হইতে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে, যাহারা সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করিবে কিন্তু তাহা তাহাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিবে না। দীন-ইসলাম হইতে তাহারা এমনভাবে বিদায় নিবে

যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। আবূ সাঈদ (রা) বলিয়াছেন, আমার মনে পড়ে, তিনি এই কথাও বলিয়াছেনঃ আমি যদি সেই জাতিকে পাই তাহা হইলে ছামূদ জাতির মত তাহাদিগকে হত্যা করিব" (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, নং ৪৩৫১, পৃ. ৮৯৪-৮৯৫)।

অপর একটি বর্ণনায় আছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দাহ্ (রা) বলেন ঃ

بعث النبی ﷺ علیا إلی خالد لیقبض الخمس وکنت أبغض علیا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا تری إلی هذا فلما قدمنا علی النبی ﷺ ذکرت ذلك له فقال یا بریدة اتبغض علیا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له فی الخمس اکثر من ذلك.

"রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সংগ্রহের জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি আলী (রা)-এর প্রতি চরম ঈর্ষান্বিত ছিলাম। তিনি গোসল করিয়াছেন। আমি খালিদ (রা)-কে বলিলাম, আপনি হয়ত আলীর ঘটনা দেখিতেছেন না? অতঃপর আমরা যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিলাম তখন উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ হে বুরায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি ঈর্ষান্বিত? আমি বলিলাম, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেনঃ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইও না। কেননা গনীমতের সম্পদে এক-পঞ্চমাংশের অধিক তাহার পাওনা" (সহীহ্ বুখারী, বাব ঐ, নং ৪৩৫০, পৃ. ৮৯৪)।

অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন— রাসূলুল্লাহ (স) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইয়ামানীদিগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন । রাবী বলেন, আমরা দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকিলাম। কিন্তু কেহই ইসলাম কবুল করিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে পাঠাইলেন এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিয়া দিলেন যে, খালিদের সঙ্গীদের মধ্যে যাহারা আলী (রা)-এর সহিত থাকিতে চাহিবে তাহারা যেন থাকিয়া যায়। ফলে আমি নিজেই রহিয়া গেলাম। অতঃপর যখন আমরা সেই কওমের নিকট পৌছিলাম, তাহারা আমাদের নিকট আসিল। আমরা সালাত আদায় করিলাম। আলী (রা) ইমামতি করিলেন এবং আমরা সকলেই এক কাতারে দাঁড়াইয়া গেলাম । সালাতের পর হযরত আলী (রা) তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেওয়া পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। ফলে হামদানীরা সকলেই ইসলাম কবুল করিল। হযরত আলী (রা) হামদানীদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পত্র মারফৎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইলেন। এই পত্র পাওয়া মাত্র রাসূলুল্লাহ (স) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদায় পড়িয়া যান। অতঃপর তিনি সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন ঃ

السلام علی همدان السلام علی همدان.

"আসসালামু 'আলা হামদান! আসসালামু 'আলা হামদান" "হামদানবাসীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! হামদানবাসীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক" (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৪৪-৫৪৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা ৩খ., ২৩০)।

ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর ভাষণ

হযরত আলী (রা) ইয়ামান অভিযানে প্রেরিত হইয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রদানের সময় কা'ব আল-আহবার (র) একজন ইয়াহূদী পণ্ডিতসহ সুসজ্জিত পোশাক পরিধানপূর্বক বাহনে চড়িয়া উপস্থিত হইলেন। কা'ব আল-আহবার (র) আলী (রা) প্রদত্ত বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিলেন। হযরত আলী (রা) বলিতেছিলেন ঃ

ان من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار قال كعب صدق فقال على وفيهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار فقال كعب صدق فقال على ومن يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة فقال كعب صدق فقال الحبر وكيف تصدقه قال أما قوله ان من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الاخر واما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولايبصر بالنهار فهو الذى لا يؤمن بالكتاب والأول والاخر وامّا قوله من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة فهو ما يقبل الله من الصدقات قال وهو مثل رأيته بين قالوا وجاء كعبا سائل فأعطاه حلته ومضى الحبر مغضبا ومثلت بين يدى كعب امرأة تقول من يبادل راحلة براحلته فقال كعب وزيادة حلة قالت نعم فأخذ كعب وأعطى وركب الراحلة ولبس الحلة واسرع السير حتى لحق الحبر وهو يقول من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة.

"নিশ্চয় মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক রহিয়াছে যাহারা রাত্রিতে দেখিতে পায়, কিন্তু দিবসে দেখিতে পায় না। কা'ব আল-আহবার (র) বলিলেন, সত্য কথা বলিয়াছেন। পুনরায় আলী (রা) বলিলেন, মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক রহিয়াছে যাহারা রাত্রিতেও দেখিতে পায় না এবং দিবসেও দেখিতে পায় না। কা'ব (র) বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। পুনরায় আলী (রা) বলিলেন, মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি অল্প পরিমাণ দান করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অপরিমিত দান করেন। কা'ব (র) বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। ইয়াহূদী পণ্ডিত বলিল, আপনি কীভাবে তাহার বক্তব্য উহার সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। তিনি বলিলেন, আলী (রা)-এর প্রথম বক্তব্যঃ "নিশ্চয় মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক রহিয়াছে যাহারা রাত্রিতে দেখিতে পায়, কিন্তু দিবসে দেখিতে পায় না" দ্বারা তিনি আহলে কিতাব (ইয়াহূদী খৃস্টান)-দিগকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন যাহারা তাহাদিগের প্রতি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, কিন্তু সর্বশেষ কিতাব (আল-কুরআন) প্রতি ঈমান আনে না।

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য, "মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক রহিয়াছে যাহারা রাত্রিতেও দেখিতে পায় না এবং দিবসেও দেখিতে পায় না" ইহা দ্বারা তিনি সেই লোকদের বুঝাইয়াছেন যাহারা পূর্বাপর কোন কিতাবে বিশ্বাস করে না। তাঁহার তৃতীয় বক্তব্য "যে ব্যক্তি সংকীর্ণ হস্তে দান করে তাহাকে মুক্ত হস্তে উহার প্রতিদান দেওয়া হয়" এই বক্তব্য দ্বারা "সাদাকাহ্" উদ্দেশ্য করিয়াছেন। তখন উক্ত ইয়াহূদী পণ্ডিত বলিল, হযরত আলী (রা)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত এতোই সুস্পষ্ট!

এক সাহায্যকারী কা'ব আল-আহবার (র)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহার চাদরখানা তাহাকে দান করিলেন এবং ইয়াহূদী পণ্ডিত ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গেল। কা'ব আল-আহবার (র)-এর সহিত জনৈক মহিলার সংঘটিত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। মহিলা বলিল, কেহ আছ কি যে বাহনের বিনিময়ে বাহন পরিবর্তন করিবে? কা'ব (র) বলিলেন, চাদরসহ? মহিলা বলিল, হাঁ। কা'ব (র) উহা গ্রহণ করিলেন এবং নিজেরটি দান করিলেন।

অতঃপর তিনি বাহনে আরোহণ করিলেন এবং চাদর পরিধান করিয়া খুব দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করিয়া উক্ত ইয়াহূদী পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি সংকীর্ণ হস্তে দান করিবে তাহাকে মুক্ত হস্তে উহার প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অপর এক বর্ণনায় কা'ব আল-আহবার (র) স্বয়ং বলিয়াছেন, হযরত আলী (রা) ইসলামের দাওয়াত পেশ করিবার জন্য যখন ইয়ামানে আগমন করিলেন, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) শুধু মুচ্‌কি হাসি দেন। কা'ব বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। অতঃপর আলী (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছেঃ যাহা অপরের জন্য হালাল উহা (যাকাত) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হারাম। কা'ব বলিলেন; আমাদের নিকট সর্বশেষ নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে উহা হুবহু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই হেতু আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিলাম। অতঃপর আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতি দীন-ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলাম। ঐ সময় একটি ধর্ম গ্রন্থ বাহির করিলাম যাহা আমার পিতা মুখ বন্ধ করিয়া আমার নিকট আমানত হিসাবে রাখিয়াছিলেন এবং ইয়াছরিবে (মদীনায়) একজন নবী (হযরত মুহাম্মাদ) আগমনের পূর্বে খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত দীন -ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইয়ামান অবস্থান করিলাম। এমনকি হযরত উমার (রা) -এর খিলাফতকাল পর্যন্ত ইয়ামানে বসবাস করি" (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., ১০৮০-১০৮১)।

নাখ'আ অভিযান

ইয়ামানের মাযহিজের একটি উপ-গোত্রের নাম 'নাখ'আ' (মু'জামুল বুলদান, ৪খ., ২৩৩)। এই নাখ'আ সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল। একটা অসুস্থ ধারণা তাহাদিগকে

ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। ইয়ামানবাসিগণ এতদিনে হিজায আক্রমণ করিত,কিন্তু হিজাযীগণ কখনও ইয়ামান আক্রমণ করে নাই। এইজন্য নাখ'আ গোত্র মনে করিত যে, তাহারা হিজাযীদিগের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাহারা কেন হিজাযীদের দীন ইসলাম কবূল করিবে? এই অসুস্থ ধারণা নাখ'আ গোত্রের লোকদিগকে ইসলাম কবূল হইতে বিরত রাখিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা)-এর নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তিন শত অশ্বারোহী ছিল। নাখ'আ গোত্রের লোকেরা তাঁহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিল এবং তাহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য মুখামুখি হইল। আলী (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তাহাদিগের মুকাবিলা করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। পুনরায় তাহারা একত্র হইয়া মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ করিল। এইবারও আলী (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া ধরাশয়ী করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। ইহার পর আলী (রা)-এর দাওয়াতে তাহারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম কবুল করিল। তিনি তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নও মুসলিনদিগকে দীন ইসলাম শিক্ষা দেওয়ায় দায়িত্ব মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর উপর ন্যস্ত করিলেন। ইসলাম কবুল করিবার পর তাহাদিগের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় মদীনায় আগমনকারী ইহাই ছিল সর্বশেষ প্রতিনিধিদল। একাদশ হিজরীর ১৫ই মুহররাম এই প্রদিনিধিদল আগমন করিয়াছিল। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে হযরত যুবারাহ্ ইব্ন 'আমর, অন্য বর্ণনায় যুরারাহ ইব্ন কায়স (রা) অর্ন্তভুক্ত ছিলেন (আত্-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., ১৬৭; হায়কাল, মহানবীর জীবন চরিত, পৃ. ৬৩৭-৬৩৮)।

ইয়ামান অভিযানের ফলাফল

হযরত আলী (রা) ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করিয়া প্রতিবারই বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। উহার ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

(১) হযরত আলী (রা) ইয়ামান অভিযানে অনেক মালে গনীমত লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলে স্বর্ণমুদ্রা, দাসী, স্বাধীন মহিলা, শিশু, গবাদি পশু ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী।

(২) মায্হিজ, হামদান ও নাখ'আ সম্প্রদায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হওয়ার পরম সৌভাগ্য অর্জন করে।

(৩) বিজিত প্রদেশে সুষ্ঠু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) প্রশাসক হিসাবে হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে প্রেরণ করেন।

(৪) ইয়ামানীগণের পক্ষ হইতে ইসলামের প্রতি শত্রুতা চিরতরে নিঃশেষ হয়।

(৫) ইয়ামানীগণ শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহের বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে। দীন ইসলাম কবুল করার তীব্র মনোবাসনা নিয়া হামদান প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিল, তিনি তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قدم قيس بن مالك بن سعد بن لائ الارحبى على رسول الله ﷺ وهو بمكة فقال يارسول الله أتيتك لأومن بك وأنصرك فقال له مرحبا بك أتأخذونى بما فى يا معشر همدان قال نعم بأبى أنت وأمى قال فاذهب الى قومك فإن فعلوا فارجع أذهب معك فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا فى جوف المحف المحوارة وتوجهوا إلى القبلة ثم خرج بإسلامهم الى رسول الله ﷺ فقال قد أسلم قومى وأمرونى أن أخذك فقال النبى ﷺ نعم وافد القوم قيس وفيت وفى الله بك ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان أحمروها وغربها وخلائطها ومواليها ان يسمعوا له ويطيعوا وان لهم ذمة الله وذمة رسوله ما اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة.

"রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় অবস্থানকালে কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন সা'দ ইব্ন লায়ী আল-আরহাবী আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া আপনাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি। তাহাকে বলিলেনঃ তোমাকে স্বাগতম হে হামদান সম্প্রদায়! তোমরা কি দীন ইসলাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যাও। তুমি তাহাদিগের ইসলাম কবুলের সংবাদসহ প্রত্যাবর্তন করিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

অতঃপর কায়স (রা) তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত পেশ করিলেন। তাহারা দীন ইসলাম কবুল করিল এবং গোসল করিল। বায়তুল্লাহ শরীফের অভিমুখী হইল।

অতপর কায়স (রা) তাঁহার সম্প্রদায়ের ইসলাম কবুলের সুসংবাদ লইয়া রাসূলুল্লাহ(স) -এর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং আপনাকে তাহাদিগের ইসলাম কবুল অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কতইনা উত্তম কায়স প্রতিনিধিদল! তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি যথার্থ পালন করিয়াছ, আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন, তাঁহাকে হামদান সম্প্রদায়ের আহমারও গারাবদের সহিত তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ সংবলিত অঙ্গীকারনামা লিখিয়া দেন। ইহার শর্ত ছিল, হামদানীরা তাঁহার কথা মান্য করিয়া চলিবে এবং তাঁহার আনুগত্য করিবে। আর যতদিন

হামদানীরা নামায আদায় করিবে এবং যাকাত প্রদান করিবে ততদিন তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিরাপত্তায় থাকিবে"।

ইয়ামানে প্রশাসক নিয়োগ

ইয়ামান অভিযানে হযরত আলী (রা) বিজয়ের গৌরব অর্জন করিলেন এবং ইয়ামান ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-কে পৃথক পৃথক প্রদেশে গভর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান পাঠাইবার পূর্বে নিম্নোক্ত নসীহত করিলেন ঃ

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا.

"জনগণের সহিত তোমরা উভয়ে কোমল ব্যবহার করিও, কঠোর ব্যবহার করিও না এবং সুখী করিও, অসুখী করিও না" (ইরশাদুস সারী শারহু সহীহ আল-বুখারী, ৬খ., ৪১৮)।

হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

كنت مع على بن ابى طالب فى خيله التى بعثه رسول الله ﷺ الى اليمن فجفانى على بعض الجفاء فوجدت فى نفسى عليه فلما قدمت المدينة اشتكيته فى مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت يوما ورسول الله ﷺ جالس فى المسجد فلما رانى أنظر الى عينيه نظر الى حتى جلست إليه فلما جلست إليه قال إنه والله يا عمرو بن شاش لقد اذبتنى فقلت إنا الله وإنا اليه راجعون اعوذ بالله والاسلام أن أو ذي رسول الله ﷺ فقال من اذى عليا فقد اذا نى.

"রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রেরিত ইয়ামান অভিযানের অশ্বরোহী বাহিনীতে আলী (রা)-এর সহিত আমিও ছিলাম। তিনি আমার সহিত কোন একটি ব্যাপারে দুর্ব্যবহার করিলে আমি মনে কষ্ট পাইয়াছি। অতঃপর আমি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মদীনার বিভিন্ন সভায় উক্ত ব্যাপারে অভিযোগ করিলাম। আর যাহার সহিত সাক্ষাত হইত তাহাকেই ঐ ব্যাপারে বলিতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি সেইখানে হাযির হইলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টি আমার চোখের উপর পড়িলে তিনি ইশারায় তাঁহার নিকট বসিবার জন্য নিদের্শ দিলেন। আমি তাঁহার নিকট বসিলে তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্র শপথ! হে আমর ইব্ন শাশ! তোমার অভিযোগ আমাকে কষ্ট দিয়াছে। আমি বলিলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে কোন ব্যাপারে কষ্ট দেওয়া হইতে আমি আল্লাহ ও তাঁহার দীনের আশ্রয় লইতেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যে কেহ আলীকে কষ্ট দেয়, সে আমাকেই কষ্ট দেয়" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., ১২১)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, 'আলামুল কুতুব, বৈরূত ১৪০৪ হি./ ১৯৮৪ খৃ.; (২) আল-কাস্‌তাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত ১৪১২ হি./ ১৯৯১ খৃ.; (৩) ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, 'উয়ূনুল আছার, দারুল কলম, ১ম সং, বৈরূত ১৪১৪হি./ ১৯৯৩ খৃ.; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাত্‌হুল বারী, মাকতাবাতু দারিস সালাম, রিয়াদ ১৪১৮হি./ ১৯৯৭;(৫) আবদুর রহমান আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., তা.বি.; (৬) বদরুদ্দীন আল-'আয়নী, উমদাতুল কারী, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম সং, বৈরূত তা.বি.; (৭) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্‌হুস সিয়ার, সামাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউপি, তা.বি.; (৮) আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, লেবানন, ৩খ., তা.বি.; (৯) ইব্‌নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা.বি.; (১০) ইব্‌ন ইসহাক, সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, অনুবাদ শহীদ আখন্দ, ই. ফা. বা., ১ম সং. ১৯৯২; (১১) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী (স), অনুবাদ ই. ফা. বা., ৪খ., ১ম সং, ১৪১৭ হি./ ১৯৯৫; (১২) সম্পাদনা পরিষদ, মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, মূল গ্রন্থঃ নাদরাতুন নাঈম, অনুবাদ দারুল ওয়াসীলা, ঢাকা, ১ম সং, ১৪২১ হি./ ২০০০; (১৩) আবুল হাসান আলী নদবী, আল-মুরতাদা, মাজলিসে তাহ্‌কীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ভারত, ৩য় সং ১৪১২ হি./১৯৯১; (১৪)ইমাম আল-বুখারী, আস-সহীহ, অনুবাদঃই. ফা. বা., ৬ষ্ঠ ও ৭খ., ১ম সং, ১৪১২ হি./১৯৯২; (১৫) ইব্‌ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতুল কুবরা, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ৩খ., ১ম সং, বৈরূত ১৪১৭ হি./ ১৯৯৬; (১৬) ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মহানবীর (স) জীবন চরিত, অনুবাদঃই. ফা. বা, ১ম সং. ১৪১৯ হি./১৯৯৮; (১৭) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., দারু ইহ্‌ইয়াইত্‌ তুরাছ আল-আরাবী, ১ম সং, বৈরূত ১৪১২ হি./ ১৯৯২; (১৮) শিহাবুদ্দীন আল-বাগদাদী, আল-মু'জামুল বুলদান, দারু ইহ্‌য়াইত্‌ তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ১ম সং ১৪১৭ হি./১৯৯৭; (১৯) মাহ্‌মূদ শীছ খাত্তাব, সুফারাউন নবী (স), দার আল-আনদালুস আল-খাদ্‌রাউ, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়াতুস সাউদিয়্যা, ১খ., ১ম সং, ১৪১৭ হি./ ১৯৯৬; (২০) ড.এ. এইচ. এম. মুজতাবা হোসাইন, হযরত মহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১ম সং ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮; (২১) আয্‌-যুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা, দারুল মা'রিফা, দ্বিতীয় সং, বৈরূত ১৩৩৭ হি./১৯৭৩.;(২২) আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালদূন, তারীখ ইব্‌ন খালদূন, দারু ইহ্‌য়াইত্‌ তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ.; (২৩) আল-কাসতালানী, ইরশাদুস সারী, ৬খ., দার ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান

সারিয়্যা উসামা ইব্ন যায়দ (রা)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে প্রেরিত যুদ্ধাভিযানসমূহের মধ্যে সারিয়্যা উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ছিল সর্বশেষ অভিযান। এই যুদ্ধের সেনাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)। ফলে তাঁহার নামেই উহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেনাপতি পদে তাঁহার মনোনয়ন ছিল এই যুদ্ধের একটি লক্ষণীয় বিষয়।

যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, একাদশ হিজরীর সফর মাসের চার দিন বাকী। উক্ত তারিখের সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে রোম সাম্রাজ্য অভিযানের নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং খুব দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তখন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরের দিন মঙ্গলবার ভোরবেলা সফর মাসের তিন দিন বাকী থাকিতে রাসূলুল্লাহ (স) উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন ঃ

يا اسامة سرعلى اسم الله وبركته حتّى تنتهى الى مقتل ابيك فاوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش فاغر صباحا على اهل ابنى وحرق عليهم واسرع السير تسبق الخبر فان اظفرك الله فاقلل الليث وخذ معك الادلاء وقدم العيون امامك والطلائع.

"হে উসামা! আল্লাহ্র নামে ও তাঁহার বরকতসহ তোমার পিতার শাহাদাত স্থলে গমন কর। সেখানকার শত্রুদিগকে ঘোড়ার পদতলে পিষিয়া মার। আমি তোমাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিলাম। 'উবনা'বাসীর উপর ভোরবেলা আক্রমণ চালাইবে এবং উহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিবে। সংবাদ পৌঁছিবার পূর্বেই তুমি দ্রুত বাহির হইয়া যাও। আল্লাহ তোমাকে সফলতা দান করিলে তাহাদের মধ্যে বেশী সময় অবস্থান করিবে না। পথ চেনাদেরকে সঙ্গে লও, অগ্রবর্তী দল ও গোয়েন্দা বাহিনীকে আগেই পাঠাইয়া দাও" (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১১১৭)।

সফর মাসের সোমবার দিবসে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ ও পরবর্তী দিন সেনাপতি নিযুক্তির কথাটি সীরাত ও ইতিহাসের বহু গ্রন্থে এইভাবেই উল্লেখ রহিয়াছে। উহার সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া আল্লামা দানাপুরী বলেন, সফর মাসের চার দিন বাকী অর্থাৎ ২৬ সফর সোমবার হইতে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের তারিখ সম্পর্কে প্রসিদ্ধতম তিনটি অভিমত হইল ঃ ১ রাবী'উল আওয়াল, ২ রাবী'উল আওয়াল এবং ১২ রাবী'উল আওয়াল। কিন্তু এই

ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, ইনতিকালের দিবসটি ছিল সোমবার। যদি ২৬ সফর সোমবার ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মৃত্যুর উপরিউক্ত তিনটি তারিখের কোন তারিখই সোমবার পড়ে না। কারণ এই হিসাবে ২৯ সফর হইবে বৃহস্পতিবার এবং ৩০ সফর শুক্রবার। যদি সফর মাস উনত্রিশ দিনের হয়, তাহা হইলে রাবী'উল আওয়াল মাসের ১ম তারিখ হইবে শুক্রবার, ২য় তারিখ শনিবার এবং ১২শ রাবী'উল আওয়াল হইবে মঙ্গলবার। আর যদি ত্রিশ দিনের মাস হয় তাহা হইলে প্রথম তারিখ হইবে শনিবার, ২য় তারিখ রবিবার এবং ১২শ রাবী'উল আওয়াল হইবে বুধবার। সুতরাং কোন হিসাবেই সফর মাসের ৪ দিন বাকী-২৬ সফর সোমবার দিন হয় না (আসাহহুস সিয়ার, পাদটীকা, পৃ. ৫০০)।

উসামা বাহিনীর অভিযান স্থল

উসামা বাহিনীকে কোন এলাকায় অভিযানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কেও উৎস গ্রন্থগুলির বিবরণে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তাঁহার পিতা যায়দ (রা)-র শাহাদত স্থল 'উবনায়' (অভিযান পরিচালনার জন্য) প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উবনা কোথায় অবস্থিত তাহা নির্ধারণেই এই ভিন্নমতের সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়। ওয়াকিদীর মাগাযী গ্রন্থে বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা), জা'ফার (রা) ইব্ন আবী তালিব এবং আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-শাহাদাতের কথা ভুলিতে না পারিয়া উসামা (রা)-কে রোম সাম্রাজ্য অভিযানের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন (কিতাবুল মাগাযী, প্রাগুক্ত)।

আল্লামা হালাবী বলেন, সেই স্থানটি ছিল আস্‌কালান ও রামলার মধ্যবর্তী স্থান (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২০৭)। ইব্ন কাছীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উসামা বাহিনীকে সিরিয়ার তাখূম আল-বালকা নামক স্থানের দিকে অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যেখানে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা), জা'ফার (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৬খ., পৃ. ২২৭)। আবদুর রঊফ দানাপুরী ইবনুল আছীরের 'আন-নিহায়া' গ্রন্থের বরাতে বলেন, উবনা ফিলিস্তীনের আসকালান ও রামলার মধ্যেবর্তী স্থান। হালাবী আল্লামা সুহায়লীর বরাতে বলেন, সেই স্থানটি হইল মূতা নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদ (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, প্রাগুক্ত)। সার্বিক মতামতের ভিত্তিতে এই সত্য বাহির হইয়া আসে যে, এই অভিযান ছিল খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সুদূর সিরিয়ার মূতার পার্শ্ববর্তী কোন এক স্থানে। উসামা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করার পর বুধবার দিন হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুনরায় জ্বর ও মাথা ব্যথা শুরু হইল। তিনি বৃহস্পতিবার অসুস্থাবস্থায় নিজ হাতে পতাকা তৈরি করিয়া উসামা (রা)-এর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন ঃ

اغز بسم الله وفى سبيل الله وفقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تقدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تمنّوا لقاء العدوّ فانكم لاتدرون لعلكم تبتلون بهم ولكن قولوا اللهم اكفنا واكفف بأسهم عنا فان لقوكم قد اجلبوا وصيحوا فعليكم بالسكينة والصمت ولا

تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم وقولوا اللهم نحن عبادك وهم عبادك نواصينا ونواصيهم بيدك وانما تغلبهم انت واعلموا ان الجنة تحت البارقة.

"আল্লাহ্র নাম লইয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ শুরু কর। যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রতারণা করিও না, শিশু সন্তান ও নারীদেরকে হত্যা করিও না এবং শত্রুর মুখামুখি হইবার কামনা করিও না। কারণ তোমরা জানিবে না, হয়ত তাহাদের দ্বারা তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া যাইতে পার। তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করিবেঃ 'হে আল্লাহ! তাহাদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাও। আমাদের প্রতি তাহাদের অনিশ্চয়তা দূর কর'। যদি তোমাদের শত্রু পক্ষ শোরগোল করিয়া তোমাদের মুখামুখি হয়, তাহা হইলে তোমাদের উচিৎ হইবে ধীরস্থিরভাবে ও নীরবে মুকাবিলা করা। তোমরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইও না ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করিও না। ইহাতে তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইবে। তোমরা দু'আ করিতে থাকিবে এই বলিয়া, 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার বান্দা, উহারাও তোমার বান্দা। আমাদের ভাগ্য ও তাহাদের ভাগ্য তোমারই হাতে। তুমি চাহিলে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পার'। তোমরা এই কথা জানিয়া রাখ যে, জান্নাত তরবারির নিচে" (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, প্রাগুক্ত)।

অতঃপর উসামা (রা) পতাকাটি লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং তাহা বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে আল-জুরুফ নামক স্থানে জমায়েত হইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং সেখানে অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিলেন (আল-হালাবী, প্রাগুক্ত)

সেনাপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণের সময় উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর বয়স কত ছিল এই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তবে বয়স যে বিশের অধিক ছিল না তাহা প্রায় নিশ্চিত। ইব্ন সা'দের মতে, উসামা (রা)-এর বয়স তখন বিশ বৎসর ছিল। ইব্ন আবী হায়ছামা (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার বয়স ছিল তখন আঠার বৎসর (দানাপুরী, প্রাগুক্ত)। কাহারও মতে, তাঁহার বয়স তখন ছিল উনিশ বৎসর। অনেকের মতে তখন তাঁহার বয়স ছিল সতের বৎসর এবং এই অভিমতের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মিলও পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, খলীফা আল-মাহ্দী বসরায় গমন করিয়া আয়ায ইব্ন মু'আবিয়ার সাক্ষাত পাইলেন। আয়ায ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তাঁহার ইমামতিতে তৎকালীন চার শত আলেম নামায পড়িয়াছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে খলীফা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এই লোকগুলির দুর্ভাগ্য! উহারা কি তাহাদের মধ্যে এই যুবক ছেলে ব্যতীত অন্য কোন বয়স্ক লোককে ইমামতির যোগ্য পাইল না? অতঃপর মাহ্দী তাঁহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তোমার বয়স কত? তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে দীর্ঘায়ু দান করুন। উসামা ইব্ন যায়দ (রা) কে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স যত বৎসর ছিল, আমার বয়সও তাই। সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আবূ বাক্র

(রা) ও উমার (রা)। তাঁহার জবাব শুনিয়া খলীফা মাহ্দী তাঁহাকে পূর্বপদে বহাল রাখিলেন এবং তাঁহার কল্যাণের জন্য দু'আ করিলেন। আয়ায ইব্ন মু'আবিয়ার বয়স তখন ছিল সতের বৎসর। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, নেতৃত্ব গ্রহণের সময় উসামা (রা)-এর বয়স ছিল সতের বৎসর (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২০৭)।

সারিয়্যা উসামায় অংশগ্রহণকারিগণ

সীরাতের অধিকাংশ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের সকলেই উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা), আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস্ (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় মুহাজির সাহাবী যে এই সারিয়্যায় শরীক ছিলেন, উহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। আনসার সাহাবীদের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন কাতাদা ইবনুন নু'মান ও সালামা ইব্ন আসলাম ইব্ন হারীশ। তবে আবূ বাক্র (রা) এই সারিয়্যায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন কিনা এই ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়। এই সম্পর্কে তিন ধরনের মত পাওয়া যায়। (এক) আবূ বাক্র (রা) ও এই সারিয়্যায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। (দুই) এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাঁহার অংশগ্রহণের অভিমতকে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে। এই মতানৈক্যের কারণ হইল রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসুস্থাবস্থায় তাঁহার ইমামতি করা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর প্রথম খলীফা নির্ধারিত হওয়া। অধিকাংশ সীরাতবিদের অভিমত হইল, আবূ বাক্র (রা) এই সারিয়্যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সীরাতে হালাবিয়্যাতে বলা হইয়াছে ঃ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আবূ বাক্র (রা) ও উমার (রা) প্রমুখ। দানাপুরী বলেন, ইব্ন আসাকির ও ইব্ন সা'দ এই অভিমতই পোষণ করিতেন (আসাহ্হুস সিয়ার)। যাহারা এই সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের অন্যতম ছিলেন ঐতিহাসিক ওয়াকিদী। তিনি তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে উমার (রা) ও আবূ উবায়দা (রা) প্রমুখের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আবূ বাক্র (রা) সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই (কিতাবুল মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১১১৮)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যা এই অভিযানে আবূ বাক্র (রা)-এর অংশগ্রহণের মতকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অসুস্থাবস্থায় সালাতে ইমামতি করিবার জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সারিয়্যায় অংশগ্রহণের অবকাশ কোথায় (দানাপুরী, প্রাগুক্ত)? আসলে আবূ বাক্র (রা)-এর অংশগ্রহণ করিবার বিষয়টি সম্পর্কে আরও পূর্ব হইতেই বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। ইব্ন কাছীর (র) বলেন, যাহারা এই বাহিনীতে আবূ বাক্র (রা)-এর অংশগ্রহণের অভিমত প্রকাশ করেন তাহাদের সেইমত সঠিক নহে। কারণ এই বাহিনী জুরুফে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স) যখন তীব্র রোগজ্বালায় কাতর হইয়া পড়েন তখন তিনি তাঁহাকে জনগণের সালাতে ইমামতি করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে মুসলমানদের ইমাম ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,

৩/৫ খ., পৃ. ১৯৬)। এই বিতর্কের অবসানে আল্লামা যুরকানী বলেন, আবূ বাক্র (রা)-এর এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার অভিমতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ হইতে পারে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে প্রথমে এই বাহিনীতে অংশগ্রহণ করিবার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অসুস্থতার মাত্রা যখন তীব্র আকার ধারণ করিল, তখন তিনি তাঁহাকে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন এবং সালাতে ইমামতি করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন।

শী'আ ও রাফিযীগণ আবূ বাক্র (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করিবার একটি চরম মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অভিযোগ যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বানোয়াট তাহা এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাক্র (রা) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশেই সফর স্থগিত করিয়াছিলেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবূ বাক্র (রা) সেনাপতি উসামার অনুমতিক্রমে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। হযরত উমার (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তখন হযরত উসামা (রা)-কে দেখিয়াই বলিলেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ হে নেতা! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। হযরত উসামা (রা) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। হযরত উমার (রা) বলিলেন, আমি যতদিন জীবিত থাকিব এইরূপ বলিব। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় আপনি আমার আমীর ছিলেন। অতঃপর হযরত উমার (রা) উসামা (রা)-কে السلام عليك ايها الامير বলিয়া সালাম দিতেন। আর উসামা (রা) উত্তরে বলিতেন, وعليك السلام امير المؤمنين ।

উসামা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করায় প্রতিক্রিয়া

মুহাজির ও আনসারদের শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ যেখানে রহিয়াছেন, সেখানে অল্প বয়সের যুবক উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শীর্ষ পর্যায়ের কতিপয় সাহাবীর মনেও এই ব্যাপারে দাগ কাটে বলিয়া ইমাম হালাবী মন্তব্য করেন (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা)। ওয়াকিদী বলেন, মুহাজিরগণের কিছু লোক বলিলেন, প্রাথমিক যুগে যাঁহারা হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের উপর এই যুবককে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এই আপত্তি যাহারা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের অগ্রনায়ক ছিলেন 'আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ (عياش بن ابى ربيعة)। এই আপত্তি যখন উত্থাপিত হইল তখন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কানেও তাহা পৌঁছিল। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সমালোচকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা শুনিয়া খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া তীব্র শিরপীড়া সত্ত্বেও তিনি মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদের দিকে রওয়ানা করিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসার পর মিম্বরে উঠিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা

সম্পর্কে আমি তোমাদের আপত্তির কথা শুনিতে পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

ان رسول الله ﷺ بعث بعثا وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن الناس فى امارته فقام رسول الله ﷺ فقال ان تطعنوا فى امارته فقد كنتم تطعنون فى امارة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للامارة وان كان لمن احب الناس الى وان هذا لمن احبّ الناس الى بعده.

"রাসূলুল্লাহ (স) একটি বাহিনী প্রস্তুত করিয়া উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। লোকজন তাহার নেতৃত্বের সমালোচনা শুরু করিলে রাসূলুল্লাহ (স) যখন দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ এখন যদি তোমরা তাহার নেতৃত্বের সমালোচনা কর তাহা হইলে উহার পূর্বেও তোমরা তাহার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়াছিলে। আল্লাহ্র শপথ! সে অবশ্যই নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত ছিল। লোকজনের মধ্যে সে আমার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিল। তাঁহার পরে লোকজনের মধ্যে উসামাও আমার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র" (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মাগাযী, ২খ., ৬৪৯)।

কোন কোন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় হওয়ার সহিত তাহার যোগ্য হইবার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে ঃ

ان كان للامارة لخليقا وان ابنه مّن بعده لخليق للامارة وانهما لخليقان لكل خير.

"যায়দও নেতৃত্ব দানের যোগ্য ছিল। তাহার পর তাহার ছেলেও নেতৃত্ব দানের যোগ্য। তাহারা সকল কল্যাণকর কাজের উপযুক্ত" (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্যের পর সকাল সাহাবী উসামা (রা)-এর নেতৃত্ব মানিয়া লন।

গরিষ্ঠ সংখ্যক রিওয়ায়াত দ্বারা এই কথা অনুমতি হয় যে, তাঁহার নেতৃত্বের সমাালোচনার কারণ হইল বয়সের স্বল্পতা। কিন্তু অনেকগুলি রিওয়ায়াত হইতে বুঝা যায় যে, সমালোচনার কারণ হইল পূর্বে তাঁহার পিতার ক্রীতদাস হওয়া। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সমালোচনার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (স) যেই উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতে বাহ্যত বয়সের স্বল্পতা বুঝা গেলেও আসল বিষয় যে দাসত্ব তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) সমালোচনার জওয়াবে বলিয়াছিলেন, আজ তোমরা বয়সের স্বল্পতা দেখাইয়া তাহার সমালোচনা করিতেছ অথচ উহার পূর্বেও তোমরা তাহার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়াছিলে। তাহার পিতার বয়স তো কম ছিল না। সুতরাং বুঝা গেল আসল রহস্য বয়সের স্বল্পতা নয়, অন্য কিছু। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তাহাদের সমালোচনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। উহার কারণ হইল, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের মধ্যে বংশের গৌরব করার বিষয়টি দেখিয়াছিলেন যাহা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বংশের গৌরবকে

রাসূলুল্লাহ (স) জাহিলিয়্যা যুগের আচরণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উহা কিছু লোকের মাঝে রহিয়াছে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দারুণভাবে ব্যথিত হন। আসল বিষয় হইল যোগ্যতা, কে কোন বংশের তাহা মোটেই ইসলামে ধর্তব্য নয় (দানাপুরী, প্রাগুক্ত)।

যুদ্ধাভিযান

রাসূলুল্লাহ (স) উসামা (রা) সম্পর্কিত সকল আপত্তির জবাবে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়া মিম্বর হইতে নামিয়া সোজা তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন। যাহাদের উসামা (রা)-এর বাহিনীতে অংশগ্রহণ করিবার কথা ছিল তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বিদায় চাহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদেরকে রওয়ানা হইবার অনুমতি দান করিলেন। তাঁহারা বাহির হইয়া মদীনা হইতে এক "ফারসাখ" দূরে অবস্থিত আল-জুরুফ নামক স্থানে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এমন সময় উসামা (রা)-এর মাতা উম্মু আয়মান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এই অসুস্থাবস্থায় যদি আপনি উসামা ও তাহার সৈন্যবাহিনীকে স্থগিত রাখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ এমতাবস্থায় সে বাহির হইলে লাভবান হইতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ (স) তখনও উসামা বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ কার্যকর করিতে বলিলেন।

শনিবার দিবাগত রাত আল-জুরুফে অবস্থান করিবার পর উসামা (রা) পরদিন রবিবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। এই দিন তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিবার পর উসামার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। সেই সময় তাঁহার নিকট হযরত আব্বাস (রা) ও উম্মুল মু'মিনীনগণও উপস্থিত ছিলেন। উসামা (রা) মাথা ঝুকাইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে চুম্বন করেন। তখন তাঁহার কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন এবং তাহা উসামার দিকে ঝুঁকাইলেন। উসামা বলেন, উহা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) আমার জন্য দু'আ করিতেছেন। তাই আমি আমার সৈন্যবাহিনীর নিকট চলিয়া গেলাম। পরবর্তী দিন সোমবার সকালে পুনরায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে আসিলেন। তখন তিনি সুস্থ হইয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার পবিত্রা স্ত্রীগণও আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি উসামা (রা)-কে আল্লাহ্র নাম লইয়া রওয়ানা হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। উসামা তাঁহার বাহনে চড়িয়া স্বীয় বাহিনীর নিকট আগমন করিলেন এবং সকলকে একত্র হইয়া সফরে রওয়ানা হইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া যেইমাত্র জুরুফ হইতে রওয়ানা করিবার জন্য তিনি বাহনে আরোহণ করিবার মনস্থ করিলেন তখনই তাঁহার মাতা উম্মু আয়মানের পক্ষ হইতে একজন সংবাদবাহক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুমূর্ষু অবস্থা। সুতরাং সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি হযরত উমার (রা) ও হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনার দিকে রওয়ানা করিলেন। মদীনায় আসিয়া সত্যিই তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মুমূর্ষু অবস্থায়

দেখিতে পাইলেন। এই দিনই সূর্য যখন খুবই উত্তপ্ত রূপ ধারণ করে তখন রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করেন। তাহা ছিল ১২ রাবী'উল আওয়ালের সোমবার।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুর সংবাদ অবহিত হইয়া জুরুফে যে সকল মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল তাহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিল। বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব (রা) যিনি পতাকা বহন করিতেছিলেন তিনিও মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং পতাকাটিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহের দরজার সম্মুখে স্থাপন করিলেন (ওয়াকিদী)।

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উসামা (রা)-এর স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তাঁহার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর রোগের তীব্রতার সংবাদ পৌঁছাইয়া তাঁহাকে তড়িঘড়ি করিয়া রওয়ানা না করিবার কথা জানাইয়াছিলেন (হালাবী)।

আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক উসামা বাহিনীকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই ইয়ামান ও নাজ্দ এলাকায় আসওয়াদ আনাসী ও মুসায়লামার ফিতনার সূত্রপাত হইয়াছিল। এইসব এলাকার লোকদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল নূতন। সুতরাং নবূওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের সম্পর্কে তাহাদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। ফলে অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পূর্বেই আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ইয়ামান হইতে ধর্মদ্রোহিতা সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা যায় নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সংবাদে সেখানকার অবস্থার আরও অবনতি হয়। নও মুসলিম, যাহারা যথার্থভাবে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই, রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিরোধানে তাহাদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মক্কা, মদীনা ও তায়েফ ছাড়া সর্বদিক হইতে ইসলাম ত্যাগ করিবার সংবাদ আসিতে থাকিল। একদল লোক সালাত ও যাকাত আদায় করাকে অস্বীকার করিল। ইয়াহূদী ও খৃস্টান জগত হইতে মদীনা আক্রমণ করিবার সংবাদ পৌঁছিল। ঠিক এমন অবস্থার মধ্যে খলীফা আবূ বাক্র (রা) উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বায়যান্টাইন অভিযানের প্রতি নির্দেশ প্রদান করিলেন (আকবার শাহ নাজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, ১খ., পৃ. ২৬২)।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পরপরই হযরত আবূ বাক্র (রা) পতাকা বহনকারী সাহাবী বুরায়দা (রা)-কে পতাকাটি লইয়া উসামা (রা)-এর গৃহ দ্বারে লইয়া যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, যত সময় পর্যন্ত উসামা বায়যান্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইবে সেই পর্যন্ত যেন পতাকাটি খুলিয়া ফেলা না হয়। এই নির্দেশ পালন সম্পর্কে বুরায়দা (রা)-এর নিজস্ব অভিব্যক্তি হইলঃ আমি তাহা লইয়া উসামা (রা)-এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর সেখান হইতে তাহা বহন করিয়া সিরিয়া (রোম) অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অতঃপর আবার তাহা বহন করিয়া উসামার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। সেই হইতে উসামা (রা)-এর ইনতিকাল অবধি পতাকাটি তাঁহার গৃহে বিদ্যমান ছিল।

মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও পরাশক্তির পক্ষ হইতে মদীনা আক্রান্ত হওয়ার আশংকার মুহূর্তে উসামা (রা)-কে রোম (বায়যান্টাইন) অভিযানের নির্দেশ দানের ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের মনে দাগ কাটে। হযরত উমার, হযরত উছমান, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস, হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবী হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফা! আরবের অভ্যন্তরেই যখন চতুর্মুখী সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে, বহুধা বিভক্ত দল-উপদলকে নিয়ন্ত্রণে আনিতে আপনি হিমশিম খাইতেছেন, এমতাবস্থায় বহিরাক্রমণের এই সিদ্ধান্তকে আপনি স্থগিত করিয়া ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে নিয়োজিত করুন। ইহাতে ফল ভাল হইবে, উহারা ধর্মত্যাগীদের মূলোৎপাটনে সক্ষম হইবে। অপরদিকে মদীনায় যেখানে বহিশক্রর আক্রমণের আশংকা প্রবলভাবে অনুমিত হইতেছে, এখানে রহিয়াছে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি; সুতরাং আগে এই সকল চক্রান্ত প্রতিহত করা হউক। উহার পর উসামা (রা)-কে রোম অভিযানে প্রেরণ করিবেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) নেতৃবর্গের এই অভিমত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে আর কাহারও কোন অভিমত আছে কি? তাঁহারা বলিলেন, এই পর্যন্তই আমাদের কথা। তাঁহাদের এই অভিমতের উত্তরে আবূ বাক্র (রা) বলিলেন ঃ

والذى نفسى بيده لو ظننت ان السباع تأكلنى بالمدينة لانفذت هذا البعث ولا بدأت باول منه ورسول الله ﷺ ينزل عليه الوحى من السماء يقول انفذوا جيش اسامة.

"যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! যদি আমার এমন ধারণা হয় যে, হিংস্র প্রাণীসমূহ আমাকে মদীনায় সাবাড় করিয়া ফেলিবে, তবুও আমি এই বাহিনীকে রওয়ানা করা হইতে পিছপা হইব না। উহাই আমার সর্বপ্রথম কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ (স), যাহার উপর ওহী অবতীর্ণ হইত, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা উসামা বাহিনীকে রওয়ানা হইতে দাও"।

"তবে হযরত উমার (রা) সম্পর্কে আমি বাহিনী প্রধান উসামার সহিত কথা বলিব, যাহাতে তাহাকে এখানে থাকিয়া যাওয়ার জন্য উসামা অনুমতি প্রদান করেন। কারণ মদীনায় তাহার অবস্থান বর্তমানে খুবই প্রয়োজন। তবে উসামা তাহা স্বীকার করিবেন কিনা এই সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নাই। অবশ্য তিনি সেই অনুমতি প্রদান না করিলে আমি মনোক্ষুণ্ন হইব না।"

হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর এই ভাষণে দ্বিমত পোষণকারিগণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, বাহিনী প্রেরণে খলীফা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অতঃপর হযরত আবূ বাক্র (রা) উসামা (রা)-এর গৃহে আসিলেন এবং হযরত উমার (রা)-কে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া সম্পর্কে তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। উসামা (রা) উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) তখন তাঁহার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, আপনি কি আনন্দ চিত্তে উহাতে সম্মতি দিতেছেন? উসামা (রা) বলিলেন ঃ হাঁ। অতঃপর হযরত আবূ বাক্র (রা) তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া জনৈক

ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বলিলেন, আমার কঠিন সিদ্ধান্ত হইল, যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবিতাবস্থায় এই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা করিয়াছেন তাহাদের কেহ যেন এই মুহূর্তে রওয়ানা হইতে পিছপা না হয়। কেহ পিছনে পড়িলে তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া এই বাহিনীর সহিত যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে (ওয়াকিদী)। কোন কোন সূত্রে পাওয়া যায় যে, দ্বিমত পোষণকারীদের জবাবে হযরত আবূ বাক্র (রা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! যেই বাহিনীকে রাসূলুল্লাহ (স) প্রেরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও আমি প্রত্যাহার করিয়া লইব না। যদিও কুকুররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহর্ধমিনীগণের পায়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং যেই পতাকাটি রাসূলুল্লাহ (স) উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন তাহা নমিত করিব না। অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালনের পূর্বে অন্য কিছু শুরু করা অপেক্ষা আমাকে কোন পাখি ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় (হালাবী)।

আনসারগণ কর্তৃক সেনাপতি বদলের আবেদন

হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নির্দেশমত বাহিনীর সকল সদস্য রওয়ানা হইয়া যান। কেহ কেহ মনে করেন, তাহারা তখন খন্দক নামক স্থানে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করেন। সেনাপতি উসামা (রা) তখন হযরত উমার (রা)-কে খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট এই বলিয়া পাঠান যে, আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা ও মদীনার মুসলমানদের ব্যাপারে আমার আশংকা হইতেছে যে, মুশরিকরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তাহারা খলীফা ও মুসলমানদের মূলোৎপাটনের পায়তারা করিবে। সুতরাং যদি তিনি অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে এই স্থান হইতে আমি আমার বাহিনীকে লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিব। কারণ এই বাহিনীতে রহিয়াছেন অনেক বীর সাহাবী। ইসলামের শত্রুরা তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিবে।

হযরত উমার (রা) যখন এই বার্তা লইয়া রওয়ানা হইতে চাহিলেন তখন আনসারদের কিছু সাহাবী তাঁহাকে বলিলেন, খলীফা যদি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমাদের সালাম তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বলিবেন, উসামা (রা) হইতে বয়স্ক একজন লোককে যেন তিনি আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দেন। হযরত উমার (রা) যখন উসামা (রা)-এর বার্তা লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! হিংস্র চিতা ও কুকুররা যদি আমাকে নির্মূল করিয়া ফেলিতে চায় তবুও রাসূলুল্লাহ (স) যেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়া গিয়াছেন তাহা আমি কখনও পরিবর্তন করিব না।

অতঃপর হযতর উমার (রা) আনসারদের অভিমত তাঁহাকে অবহিত করিলেন। উসামা হইতে বয়স্ক লোককে সেনাপতি নিযুক্ত করিবার মতামত শুনিয়া হযরত আবূ বাক্র (রা) ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি উপবিষ্ট অবস্থা হইতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং হযরত উমার (রা)-এর দাড়ি ধরিয়া বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! রাসূলুল্লাহ (স) যাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে অপসারণ করিবার অনুরোধ লইয়া তুমি আমার নিকট আসিয়াছ? অতঃপর হযরত উমার (রা) সৈন্যবাহিনীর লোকদের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাহাদেরকে রওয়ানা করিবার পরামর্শ দিয়া বলিলেন, তোমাদের কারণে আজ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফার ক্ষোভের শিকার হইলাম।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পূর্বেই তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উসামার স্থলে অন্য কোন লোককে সেনাপতি নিযুক্তির আবেদনকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার পর আবার আনসার সাহাবীগণ কি করিয়া সেই অভিযোগ উত্থাপন করিলেন? উহার উত্তরে বলা হয়, সম্ভবত আনসারগণ সেই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না অথবা বলা যায় যে, আনসারগণ মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাতে মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাহাদের সহিত খলীফাও একমত হইবেন। বিশেষ করিয়া হযরত উমার (রা) তাহাই মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই বার্তা বহন করিতে কোন আপত্তি করেন নাই।

উসামা বাহিনীকে বিদায় দান

রাবী'উছ ছানীর ১ তারিখ। একাদশ হিজরী সনে উসামা (রা) তাঁহার নেতৃত্বাধীন বাহিনী লইয়া রোম (বায়যান্টাইন) সাম্রাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা করেন (হালাবী)। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার। ইহাতে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল এক হাজার। হযরত আবূ বাক্র (রা) তাহাদেরকে বিদায় জানাইতে বাহির হইয়া আসেন এবং উসামা (রা)-এর সঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটেন। অতঃপর বলেন ঃ

"আমি তোমার দীন, আমানত ও আমলের শেষ পরিণতি আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিলাম। আমি তোমাকে আদেশ নিষেধ কিছুই করিব না। আমি কেবল তাহাই কার্যকরকারী যেই নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (স) দিয়া গিয়াছিলেন" (ওয়াকিদী)।

বিদায় দেওয়ার সময় হযরত আবূ বাক্র (রা) পায়ে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, আর হযরত উসামা (রা) ছিলেন বাহনের উপর উপবিষ্ট। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর খালি বাহনটিকে তখন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) সম্মুখ হইতে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। উসামা (রা) নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা! হয় আপনি সওয়ার হউন, না হয় আমি অবতরণ করি। হযরত আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, তোমার অবতরণের প্রয়োজন নাই। আর আমিও সওয়ার হইব না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৬খ., পৃ. ২২৮)।

হযরত মু'আয (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইয়ামানে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখনও এ ধরনের বিদায় দানের দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। হযরত মু'আয (রা) ছিলেন বাহনের উপর আর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া বিদায় জানাইতেছিলেন। আকবর খান নজীব আবাদী বলেন, আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক এই ধরনের বিদায় দানের দৃশ্য দেখিয়া আনসারগণের মনে তাঁহার নেতৃত্ব সম্পর্কে যেই প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছিল তাহা নিরসন হইয়া যায়।

উসামা (রা)-কে দশটি উপদেশ

মাওলানা আকবর শাহ খান নজীবআবাদী বলেন, হযরত আবূ বাক্র (রা) উসামা (রা)-কে পায়ে হাঁটিয়া বিদায় জানানোর সময় যে দশটি উপদেশ দেন তাহা হইল ঃ (১) খিয়ানত করিবেন না; (২) শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদিগকে হত্যা করিবেন না; (৩) অন্যায় আচরণ করিবেন না; (৪) মিথ্যা কথা বলিবেন না; (৫) ফলবান বৃক্ষ কর্তন করিবেন না; (৬) খাদ্যের প্রয়োজন

ব্যতিরেকে উট, গরু ও বকরী যবেহ্ করিবেন না; (৭) যখন কোন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবেন তখন নম্রভাবে তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন; (৮) যখন কাহারও সহিত সাক্ষাত ঘটিবে, তখন তাহার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন; (৯) আহার সামনে আসিলে আল্লাহ্র নাম লইয়া তাহা খাওয়া শুরু করিবেন; (১০) ইয়াহূদী খৃস্টানদের যে সকল লোককে নিজ নিজ উপাসনালয়ে উপাসনারত দেখিতে পাইবেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন না এবং আল্লাহ্র পথে আল্লাহর নামে কাফিরদের সাথে লড়াই করিবেন। রাসূলুল্লাহ (স) যেই সকল কাজ করিবার জন্য আপনাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার বেশীও করিবেন না আবার কমও করিবেন না।

নজীবআবাদীর মতে, এই সময়ই উসামা (রা)-এর অনুমতিক্রমে হযরত আবূ বাক্র (রা) হযরত উমার (রা)-কে এই বাহিনী হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন (তারীখে ইসলাম, ১খ., পৃ. ২৮২)।

উসামা বাহিনীর উবনায় উপস্থিতি

উবনা হইল বালকার দিকে সিরিয়ার একটি স্থান। মতান্তরে উহা মূতার একটি গ্রামের নাম। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর বিদায় দানের পর উসামা (রা) যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দ্রুত রওয়ানা হন। তাহারা জুহায়না, কুদা'আ ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ অতিক্রম করিয়া ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেখান হইতে বানূ উযরা গোত্রের হুরায়ছ নামক এক বক্তিকে লক্ষ্যস্থল 'উবনার' সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। ইহা ছিল 'উবনা' হইতে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত। হুরায়ছ নির্দেশমত দ্রুত রওয়ানা করেন এবং সার্বিক খবরাখবর অবহিত হইয়া উসামা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন। তিনি এই মর্মে সংবাদ প্রদান করেন যে, সেখানকার লোক যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নহে। তাহার কথামত উসামা (রা) সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত) এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার নির্দেশ দেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, কেহ জোরে কথা বলিবে না, বিচ্ছিন্ন হইবে না, কেহ পলায়ন করিলে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য অত্যধিক চেষ্টা করিবে না। অন্তরে সব সময় আল্লাহর যিক্র জারী রাখিবে, তরবারি উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। একমাত্র যাহাদের উপর আক্রমণ করা হইতেছে তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ যেন আক্রমণ করিবার কথা বুঝিতে না পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবে। এই অভিযানে একে অপরকে আহ্বান করিবার বিশেষ একটি বাক্য নির্ধারিত ছিল। তাহা হইল ঃ يا منصور امت (হে বিজয়ী! হত্যা কর)!

এই ধ্বনির মাধ্যমেই শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক করা হইত। যুদ্ধে বহুলোক হত্যা করা হইল এবং অনেককে বন্দী করা হইল। আগুন জ্বালাইয়া শত্রুদের ঘর-বাড়ী ক্ষেত-খামার ও গাছপালা ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হইল। মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করিল। একজন মুসলিম সৈন্যও এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন নাই (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত)। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, পতাকা বহনকারী বুরায়দা (রা) উসামা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা যায়দ (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নোক্ত ওসিয়াতটি আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দিতে

বলেন ঃ শত্রুদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবে, যদি তাহারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দুইটি বিষয়ে অধিকার প্রদান করিবে। যদি তাহারা স্ব-স্ব আবাস ভূমিতে বসবাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারা বেদুঈন মুসলমানদের মত অধিকার ভোগ করিবে। মুসলমানদের সহিত থাকিয়া জিহাদ করা ব্যতীত তাহারা অন্য কোন গনীমত ও ফাইয়ের মালের অংশীদার হইবে না। আর তাহারা যদি দারুল ইসলামে চলিয়া আসে, তাহা হইলে মুহাজিরগণ যেই সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহারাও তাহা ভোগ করিবে।

উসামা (রা) তাহা শুনিয়া বলিলেন, হাঁ, এইরূপ ওসিয়াত ছিল আমার পিতার জন্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমি যেন দ্রুত জিহাদে রওয়ানা হই এবং পূর্বেই শত্রুদের সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করি, উহাদিগকে কোন প্রকার দাওয়াত দান ব্যতিরেকে উহাদের উপর আক্রমণ করি এবং ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেই। ইহাই ছিল আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বশেষ ওসিয়াত। বুরায়দা (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ আমি পালন করিব (ওয়াকিদী)।

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, রোমের উবনাস্থিত অভিযানে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দানের কোন কর্মসূচী ছিল না যাহা অন্যান্য অভিযানের প্রথম কর্মসূচী ছিল। কারণ উহা ছিল মুতার যুদ্ধে বীর সাহাবীদের নির্মম শাহাদতের প্রতিশোধস্বরূপ। ইহাতে পর্যায়ক্রমে তিনজন মুসলিম সেনাপতি যায়দ ইব্ন হারিছা, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন।

উসামা (রা) যেই বাহনের উপর সওয়ার ছিলেন তাহার নাম সাব্হা (سَبْحَةٌ)। ইহা ছিল সেই ঘোড়া যাহার উপর আরোহী অবস্থায় তাহার পিতা যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মুতার যুদ্ধে শাহাদত লাভ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই তিনি তাঁহার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বন্দীদের জনৈক লোক তাহাকে তাহার পিতার হত্যাকারীকে সনাক্ত করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

এই অভিযানে মোট ৩৫ দিন সময় লাগিয়াছিল, যাত্রাকালে ২০ দিন এবং প্রত্যাবর্তনকালে ১৫ দিন। তবে এক দিনের অতর্কিত আক্রমণেই অভিযান সফল হয় (হালাবী, প্রাগুক্ত)। আল্লামা ইব্ন কাছীর বলেন, এই অভিযানে মোট চল্লিশ দিন লাগিয়াছিল। তবে কেহ কেহ বলেন, সত্তর দিন ব্যয় হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)। সেনাপতি উসামা (রা) অপরাহ্নে তাঁহার বাহিনীকে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করেন। পথ প্রদর্শক হুরায়ছ আল-উযারী কাফেলাকে লইয়া যেই রাস্তা দিয়া আগমন করিয়াছিলেন, সেই রাস্তায়ই প্রত্যাবর্তন করেন এবং নবম রাত্রে ওয়াদিউল কুরায় উপস্থিত হন, অতঃপর সেখান হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হন (ওয়াকিদী)। পথিমধ্যে কাছকাছ নামক একটি জনপদের লোকেরা উসামা (রা)-কে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। উহারা ইহার পূর্বে তাঁহার পিতাকেও প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল। উসামা (রা) সদলবলে উহাদের মুকাবিলা করেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন।

এই অভিযানের সাফল্য ছিল ইসলামের এক মহাবিজয়

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের চরম এক দুর্দিনে খৃস্টান পরাশক্তির বিরুদ্ধে এই অভিযানের সাফল্য ছিল ইসলামের এক মহাবিজয়। তখনকার সময় যাহারা ধর্মান্তরিত হইয়াছিল, সালাত ও যাকাত আদায় করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল, তাহাদের জন্য এই সাফল্য ছিল বিরাট এক হুমকি। এই সাফল্য হইতে বিরুদ্ধবাদীরা এই কথা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল যে, ইসলামের নবী ইনতিকাল করিলেও তাঁহার আদর্শের সৈনিকরা জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থিতিতে তাহারা যেইভাবে দুর্দমনীয় ছিল, তাঁহার অবর্তমানেও তাহারা একইভাবে রহিয়াছেন। সুতরাং মদীনায় শত্রুদের আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। অভ্যন্তরীণভাবে যাহারা ধর্মত্যাগে উৎসাহ প্রদানে লিপ্ত ছিল তাহারাও বুঝিতে পারিল যে, মুসলমানগণ আদৌ দুর্বল নয়। সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনারই নামান্তর।

বিজয়ী কাফেলাকে মদীনায় সংবর্ধনা দান

মুসলিম জনসাধারণ যখন শুনিতে পাইল যে, কাফেলা মদীনায় ফিরিয়া আসিতেছে তখন তাহারা কাফেলাকে সংবর্ধনা দানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। স্বয়ং খলীফা হযরত আবূ বাক্র (রা) মুহাজিরদেরকে সংগে লইয়া পথে বাহির হইয়া আসিলেন। আনসারগণও অভ্যর্থনায় ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিলেন, এমনকি পর্দার অন্তরালের মহিলাগণও উসামা (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের নিরাপদে ফিরিয়া আসায় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। উসামা (রা) তাঁহার ঘোড়া সাবহা-এর উপর আরোহণ করিয়া মদীনায় প্রবেশ করেন। তখনও তাঁহার অগ্রভাগে পতাকা লইয়া বুরায়দা (রা) অগ্রসর হইতেছিলেন। মসজিদে নববীতে আসিয়া তিনি অবতরণ করেন এবং দুই রাক্‘আত সালাত আদায় করিয়া গৃহে ফিরেন (ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২৫)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইমাম বুখারী, সহীহ, কিতাবুল মাগাযী, বাব বা‘ছিন নাবী (স) উসামা ইবন যায়দ, দিল্লী সংস্করণ, ২খ., পৃ. ৬৪১; (২) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৩খ., পৃ. ১১১৭; (৩) আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ২২০; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৪১৫/১৯৯৪, ২/৪খ.; (৫) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., পৃ. ৫০০; (৬) শিবলী নু‘মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, অনুবাদ ও সম্পাদনা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা ১৪১৩/১৩৯৯, বাংলা, পূর্ণাঙ্গ জীবনী অংশ; (৭) আকবার শাহ খান নজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., ১খ.; (৮) ইব্ন সায়্যিদিন নাস, ‘উয়ূনুল আছার, দারুল মা‘রিফা, বৈরূত, তা, বি., ২খ.; (৯) আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল মুস্তাফা, দারুল কুতুবিল হাদীছা, বৈরূত, তা. বি., ২খ., পৃ. ৭২৬; (১০) ইব্ন সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, তা. বি., ২খ.; (১১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আল-মাক্তাবাতুত তাওফীকিয়্যা, মিসর, তা.বি., ৪খ., পৃ. ২১৬।

ফয়সল আহমদ জালালী

পরিশিষ্ট

যুদ্ধাভিযানসমূহের পরিসংখ্যানগত তালিকা

অধিনায়কের ইসলাম গ্রহণের কালকে সংক্ষেপে হরফ সংকেত দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। যেমন ঃ

ক = নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মহানবী (স)-এর দারুল আরকাম-এ প্রবেশের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ।

খ = প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু মহানবী (স)-এর দারুল আরকাম-এ প্রবেশের পর ইসলাম গ্রহণ।

গ = কুরায়শগণ কর্তৃক মক্কায় মুসলমানদিগকে বয়কট করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ।

ঘ = মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের শেষদিকে (৬২১-২২ খৃষ্টাব্দের দিকে) ইসলাম গ্রহণ।

ঙ = মহানবী (স)-এর মাদানী আমলের প্রথমদিকে এবং বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ।

চ = বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ।

ছ = উহুদ ও হুদায়বিয়ার মধ্যবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ।

জ = হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ।

ঝ = মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ।

ঞ = মক্কা বিজয়-পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ।

বি. দ্র.ঃ তালিকাগুলি ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী প্রণীত "রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো" শীর্ষক গ্রন্থ হইতে এখানে সংযোজন করা হইয়াছে।

(এক) অভিযানসমূহের অধিনায়কগণ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণের কাল	অভিযান-স্থল	অভিযানের তারিখ	সৈন্য সংখ্যা	অঞ্চল/প্রতিপক্ষ	তথ্য উৎস: ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইবনুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	সীফুল বাহর	রমযান ১ হি./ এপ্রিল ৬২৩ খৃ.	৩০ জন	পশ্চিম উপকূল	১৫৯৫	৯-১০	৬	৩৭১	২/৪০২	৭৪৫	১১১	৩/২৪	৩/৬৪ প.
২	উবায়দা ইবনুল হারিছ	কুরায়শ/মুত্তালিব	ক	রাবিগ	শাওয়াল ১হি./ এপ্রিল ৬২৩ খৃ.	৬০-৮০ জন	ঐ	১৫৯১	১০-১১	৭	৩৭১	২/৪০২ ৪০৪	৪৭৫	১১১	৩/২৪৫	৩/৩৫৬
৩	সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরা	ক	খাররার	যিলকদ ১ হি./ মে ৬২৩ খৃ.	৮, ২০, ২১ জন	ঐ	১৬০০	১১	৭	৩৭১	২/৪০৩	৭৪৬	১১১	৩/২৩৪	২/৯০ প.
৪	আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ	আসাদ/হালীফ	ক	নাখলা	রজব ২ হি./ জানুয়ারী ৬২৪ খৃ.	৭, ৮, ১২ জন	কুরায়শ	১৬০১	১৩-১৯	১০-১১	৩৭১	২/৪১০ প.	৭৪৬	১১৩ প.	৩/২৪৮	৩/১৩১
৫	উমায়র ইব্ন 'আদী	আওস/খাতামা	ঘ	আসমা বিন্ত মারওয়ান	রমযান ২ হি. মার্চ ৬২৪ খৃ.	১ জন	বনূ খাতামা	২/৬৩৬	১৭২-৪	২৭-৮	৩৭৩		-	-	৫/২২১	-
৬	মালিক ইব্ন উমায়র	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	আবূ 'আফ্‌ক	শাওয়াল ২ হি./ এপ্রিল ৬২৪ খৃ.	১ জন	খায়বারের ইয়াহূদী গোত্র	২/৬৩৫	১৭৪-৫	২৮	৩৭৩ প.	-		-	৫/২২১	২/২৪৭
৭	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা	আওস/ হারিছ	ঙ	কা'ব ইবনুল আশরাফ	রবীউল আওয়াল ৩ হি./ আগস্ট ৬২৪ খৃ.	৫ জন	মদীনার ইয়াহূদী গোত্র	২/৫৪ ২/৬০৯	১৮৪ প.	৫৭	৩৭৪	২/৪৯২ প.	৭৫৭	১১৩ প.	৪/৫ প.	৪/৩৩০
৮	যায়দ ইব্ন হারিছা	কাল্ব / মাওলা	ক	আল-কারাদা	জুমাদাছ ছানী ৩ হি./ নভেম্বর ৬২৪ খৃ.	১০০ জন		২/৫০ ২/৬০৯	১৯৭ প.	৩৬	৩৭৪	২/৬০১	৭৬০	১৪৫	৪/৪ প.	৩/২৩৪ প.
৯	সা'দ ইব্ন যায়দ	আওস / আশহাল	ঙ	আল-গাবা	ঐ	-	কুরায়শ	২/১৮২	-	-	৩৪৮	৩/১৫৪	৭৮১	-	৪/১৫০	১/১২৭৯ প.
১০	আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ	কুরায়শ / মাখযূম	ক	কাতান	মুহাররম ৪ হি./ জুন ৬২৫ খৃ.	১৫০ জন	আসাদ	২/৬১২	৩৪০ প.	৫০	৩৭৪ প.	৩/১৫৫	-	-	৪/৬১	৫/২১৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১১	আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স	খাযরাজ	ঙ	লিহ্য়ান	মুহাররম ৪ হি./ জুন ৬২৫ খৃ.	১ জন	লিহ্য়ান	২/৬১৯	৫৩১ প.	৫০ প.	৩৭৬	৩/১৫৬ প.	-	-	৪/১৪০	৩/১২০ প.
১২	আল-মুনযির ইব্ন আমর	খাযরাজ / সাইদা	ঘ	বি'র মাউনা	সফর ৪ হি./ জুলাই ৬২৫ খৃ.	৪০-৭০ জন	সুলায়ম/ আমের	২/৬০৯ ২/১৮৪	৩৪৬ প.	৫১ প.	৩৭৫ প.	২/৫৪৬ প.	৭৬৯ প.	১৭১ প.	৪/৭০ প.	৬/৪১৮ প.
১৩	মারছাদ ইব্ন আবী মারছাদ অথবা আসেম ইব্ন ছাবিত	কায়স আয়লান/বানূ গনী/ আমর ইব্ন আওফ/ আওস/ খাযরাজ/সালামা	ক	আর-রাজী	ঐ	৭-১০ জন	লিহ্য়ান	২/৬০৯ ২/১৬৯	৩৫৪ প.	৫৫ প.	৩৭৫ প. ৩৭৫	২/৫৩৮ প. -	৭৬৮ -	১৬৭ -	৪/৬৩ ৪/৬২	৪/৩৪৫ ৩/৭৩
১৪	আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক	খাযরাজ / সালামা	ক	আবূ রাফে'	যিলহজ্জ ৪হি./ মে ৬২৬ খৃ.	৫ জন	খায়বারের ইয়াহূদী গোত্র	২/৬১৯ ২/২৭৪	৩৯১	৯১ প.	৩৭৬	২/৪৯৩ প.	৭৬১	১৪৬ প.	৪/১৩৭	৪/৩৫৮
১৫	'আমর ইব্ন উমায়্যা	কিনানা / দামরা	ঙ	মক্কা	যিলহজ্জ ৪ হি./ মে ৬২৬ খৃ.	২ জন	কুরায়শ	২/৬৩৩	-	৯৩ প.	৩৭৯ প.	২/৫৪২ প.	-	১৬৯	৪/৭০	৪/৮৬
১৬	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা	আওস / হারিছ	ঙ	আল-কুরতা	মুহাররম ৬হি./ জুন ৬২৭ খৃ.	৩০ জন	বাক্র ইব্ন ওয়াইল ও কিলাব	২/৬১২	৫৩৪ প.	৭৮	৩৭৬	৩/১৫৫	-	-	৫/২১৭	৪/৩৩০
১৭	উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান	আসাদ/আবদ শামসের হালীফ বা মিত্র	খ	আল-আমর	রবীউছ ছানী ৬হি./ জুলাই ৬২৭ খৃ.	৪০ জন	আসাদ	২/৬১২	৫৫০ প.	৮৪ প.	৩৭৬ প.	২/৬৪০		২৬০	৪/১৭৮	৪/০২
১৮	মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা	আওস/হারিছ	ঙ	যুল-কাসসা	ঐ	১০ জন	ছা'লাবা	-	৫৫১ প.	৮৫	৩৭৭	২/৬৪১	-	২০৭	৪/১৭৮	৪/৩৩০
১৯	আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ	কুরায়শ/ফিহ্র	ক	ঐ	ঐ	৪০ জন	ঐ	২/৬০৯	৫৫২	৮৫ প.	৩৭৭	২/৬৪১	-	-	৪/১৭৮	৫/২৪৯ প.
২০	যায়দ ইব্ন হারিছা	কালব/মাওলা	ক	আল-জামূম	ঐ	-	সুলায়ম	-	৫৫৩	৮৬	৩৭৭	২/৬৪১	-	২০৭	৪/১৭৮	২/২৩৪ প.
২১	ঐ	ঐ	ক	আল-ঈস	জুমাদাল উলা ৬ হি./ সেপ্টেম্বর ৬২৭ খৃ.	১৭০ জন	কুরায়শ	১/৬৫৭ প.	৫৫৩ প.	৮৭	৩৭৭	২-৬৪১	-	২-০৭	৪/১৭৮	২/২৩৪
২২	ঐ	ঐ	ক	আত-তারাফ	জুমাদাছ ছানী ৬ হি./ অক্টোবর ৬২৭ খৃ.	১৫ জন	ছা'লাবা	২/৬১৬	৫৫৫	৮৭	৩৭৭	২/৬৪১	-	২/০৭	৪//১৭৮	২/২৩৪
২৩	ঐ	ঐ	ক	হিসমা	ঐ	৫০০ জন	জুযাম	২/৬১২	৫৫৫ প.	৮৮	৩৭৭	২/৬৪১ প.	৮৩৭ প.	২০৭ প.	৪/১৭৮	২/২৩৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৪	ঐ	ঐ	ক	ওয়াদিল কুরা	শাবান ৬ হি./ নভেম্বর ৬২৭ খৃ.	-	ফাযারা	২/৬১৭	-	৮৯	৩৭৭ প.	২/৬৪২ প.	-	২০৯	৪/১৭৮	২/২৩৪
২৫	আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ	কুরায়শ/যুহরা	ক	দূমাতুল জানদাল	শাবান ৬ হি./ ডিসেম্বর ৬২৭ খৃ.	৭০০ জন	কাল্ব	২/৬৩২	৫৬০ প.	৮৯	৩৭৮	২/৬৪২	-	২০৯	৪/১৭৯	৩/৩১৩ প.
২৬	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	ফাদাক	-	১০০ জন	বানূ সাদ	২/৬১২	৫৬২	৮৯ প.	৩৭৮	২/৬৪২	-	২০৯	৪/২১৭	৪/১৬ প.
২৭	যায়দ ইব্ন হারিছা অথবা আবূ বাক্র	কাল্ব / মাওলা কুরায়শ/তায়ম	ক	ফাদাক ফাদাক	রমযান ৬ হি./ ফেব্রুয়ারী ৬২৮ খৃ.	- -	বদর ইব্ন ফাদালা	২/৬১২	৫৬৪ প.	৯০ প.	৩৭৮	২/৬৪২ প. ২/৬৪৩	-	২০৯	৫/২১৭	২/২৩৪ প.
২৮	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা	খাযরাজ/ হারিছ	ঘ	উসায়র ইব্ন রাযিম	শাওয়াল ৬ হি./ মার্চ ৬২৮ খৃ.	৩০	খায়বারের ইয়াহূদী গোত্র	২/৬১৮	৫৬৬ প.	৯২ প.	৩৭৮	৩/১৫৫	-	৫/২১৮	৪/২২১	৩/১৫৬ প.
২৯	কুরয ইব্ন জাবির	কুরায়শ/ফিহ্র	ছ	আল-হাররা	ঐ	২০ জন	উরায়না	২/৬৪০	৫৬৮	৯২ প.	৩৭৮ প.	২/৬৪৪	-	২১০	৪/১৭৯	৪/২৩৪
৩০	আবদুল্লাহ ইব্ন মুতইম	কায়স আয়লান/ আব্স	ছ	পশ্চিম উপকূল	শাওয়াল ৬ হি./ মার্চ ৬২৮ খৃ.	৯ জন	কুরায়শ	-	-	১/২৯৫ প.	-	৩/০৯	-	-	-	-
৩১	যায়দ ইব্ন হারিছা	কাল্ব / মাওলা	ক	মাদয়ান	ঐ	-	-	২/৬৩৫	-	-	-	-	-	-	-	২/২৩৪ প.
৩২	আবান ইব্ন সাঈদ	কুরায়শ/উমায়্যা	জ	নাজদ	মুহাররম ৭ হি./ মে-জুন ৬২৮ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/২০৭	১৩৫ প.
৩৩	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	তুরবা	রজব ৭ হি./ ডিসেম্বর ৬২৮ খৃ.	৩০ জন	হাওয়াযিন	২/৬০৯	৭২২	১১৭	৩৭৯	৩/২২	-	-	৪/২২১	৪/৫২ প.
৩৪	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	নাজদ	ঐ	-	ফাযারা	-	৭২২	১১৭ প.	৩৭৯	২/৬৪৩ প.	-	-	৪/২২০	৩/২০৫ প.
৩৫	বাশীর ইব্ন সাদ	খাযরাজ/হারিছ	ঘ	ফাদাক	ঐ	৩০ জন	গাতাফান মুররা	২/৬১১	৭২৩	১২০	৩৭৯	৩/২২	-	২২৬	৪/২২১	৪/১৯৫
৩৬	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ	কিনানা/ লায়ছ	ঘ	ঐ	ঐ	২০০ জন	ঐ	২/৬২২	৭২৩ প.	১২৬	৩৭৯	৩/২২	-	২২৬	৪/২২২	৪/১৬৮
৩৭	ঐ	ঐ	ঘ	মায়ফা'আ	রমযান ৭ হি./ জানুয়ারী ৬২৯ খৃ.	১৩০ জন	ছালাবা	-	৭২৬ প.	১১৯	৩৭৯	৩/২২ প.	-	২২৬	৪/২১৯	৪/১৬৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩৮	বাশীর ইব্ন সা'দ	খাযরাজ/হারিছ	ঘ	জিনাব ও ইয়ামান	শাওয়াল ৭ হি./ ফেব্রুয়ারী ৬২৯ খৃ.	৩০০ জন	গাতাফান	২/৬১২	৭২৭ প.	১২০	৩৭৯	৩/২৩	-	২২৬	৪/২২৩	১/১৯৫
৩৯	ইব্ন আবিল আওজা	সুলায়ম	-		যিলহজ্জ ৭ হি./ এপ্রিল ৬২৯ খৃ.	৫০ জন	সুলায়ম	২/৬১২	৭৪১	১২৩	৩৭৯	৩/২৬	-	২২৮	৪/২৩৫	৫/২৬৬
৪০	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ	কিনানা/ লায়ছ	ঘ	আল-কাদীদ	সফর ৮ হি./ জুন ৬২৯ খৃ.	১০ জন	সুলায়ম/ মুলাব্বিহ	২/৬০৯	৭৫০ প.	১২৪	৩৭৯	৩/২৭ প.	-	২২৯	৪/২২	৪/১৬৮
৪১	কা'ব ইব্ন উমায়র	কিনানা/ গিফার -এর হালীফ	ঙ	যাতু আতলাহ	রবীউল আওয়াল ৮ হি./ জুলাই ৬২৯ খৃ.	১৫ জন	কুদাআ	২/৬২১	৭৫২ প.	১২৭ প.	৩৮০	৩/২৯	-	২৩০	৪/২৪৮	৪/২৪৬
৪২	শুজা ইব্ন ওয়াহ্ব	আসাদ/আব্দ শাম্স-এর হালীফ	খ	আস-সীয়	ঐ	২৪ জন	হাওয়াযিন/ আমের	-	৭৫৩ প.	১২৭	৩৮০	৩/২৯	-	২৩০	৪/২৪০	২/৩৮৬
৪৩	যায়দ ইব্ন হারিছা	কালব/মাওলা	ক	মূতা	জুমাদাল উলা ৮ হি./ সেপ্টেম্বর ৬২৯ খৃ.	৩০০০ জন	গাসসান ও তাহাদের হালীফ	২/৩৭৩	৭৫৫ প.	১২৮ প.	৩৮০	৩/৩৬ প.	৭৯৯ প.	২৩৪	৪/৪১ প.	২/২৩৪ প.
৪৪	জা'ফর ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	খ	মূতা	,,	,,	,,	-	-	-	-	-	-	-	-	১/২৮৬ প.
৪৫	আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ)	খাযরাজ/হারিছ কুরায়শ/মাখযূম	ঘ	মূতা মূতা	,, ,,	,,	,,	-	-	-	-	-	-	-	-	২/১৫৬ প. ২/৯৩ প.
৪৬	আমর ইবনুল আস	কুরায়শ/সাহম	জ	যাতুস-সালাসিল	জুমাদাছ ছানী ৮ হি./ অক্টোবর ৬২৯ খৃ.	৫০০ জন	বালী/কুদাআ	২/৬২৩	৭৬৯	১৩১	৩৮১ প.	৬/৩১ প.	-	২৩২	৪/২৭৩	৪/১১৫ প.
৪৭	আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ	কুরায়শ/ফিহর	ক	খাবাত	রজব ৮ হি./ নভেম্বর ৬২৯ খৃ.	৩০০ জন	জুহায়না	২/৬৩২	৭৭৪ প.	১৩২	৩৮১	৩/৩২ প.	-	২৩২	৪/২৭৬	৫/২৪৯
৪৮	আবূ কাতাদা	খাযরাজ/ রাবী'আ	ছ	খাযিরা আল-গাবা	শাবান ৮ হি. ডিসেম্বর ৬২৯ খৃ.	১৫ জন ১৬ জন	গাতাফান/জুশাম	২/৬২৯	৭৭৭ প.	১৩২ প.	৩৮১	৩/৩৪ প.	-	২৩৩	৪/২৩৩	৫/২৭৪ প.
৪৯	ঐ	ঐ	ছ	বাতন ইযাম	রমযান ৮ হি./ ডিসেম্বর ৬২৯ খৃ.	৮ জন	উত্তরাঞ্চল	২/৬২৬	-	১৩৩	৩৮১	২/৩৫ প.	-	২৩৩	৪/২২৪	২/২৭৪
৫০	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	নাখলা	রমযান ৮ হি./ জানুয়ারী ৬৩০ খৃ.	৩০ জন	ছাকীফ	২/৪৩৬	৮৭০ প.	১৪৫ প.	৩৮১	৩/৬৫	৮১০	২৬০	৪/৩১৬	২/৯৩ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৫১	আমর ইবনুল আস	কুরায়শ/সাহম	জ	সুওয়া	ঐ	-	হুযায়ল	-	৮৭০	১৪৬	৩৮১	৩/৬৬	-	২৬০	৪/৩৭৫	৩/১১৫ প.
৫২	সা'দ ইবন যায়দ	আওস/আশহাল	ঘ	মানাত	ঐ	২০ জন		-	৮৭০	১৪৬ প.	৩৮১	৩/৬৬	-	২৬০	৪/৩৭৫	২/২৭৯ প.
৫৩	হিশাম ইবনুল আস	কুরায়শ/উমায়্যা	খ	ইয়ালামলাম	ঐ	২০০ জন	-	-	৮৭৩	-	-	-	-	-	-	৫/৬৩ প.
৫৪	খালিদ ইব্ন সাঈদ	ঐ	ক	উয়রায়না	ঐ	৩০০ জন	-	-	৮৭৩	-	-	-		-	৪/৩১৩	২/৮২ প.
৫৫	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	জাযীমা	ঐ	৩৫০ জন	জাযীমা	২/৪২৮	৮৭৫ প.	১৪৭ প.	৩৮১ প.	৩/৬৬ প.	৮১০	২৫৫	৫/২১৮	২/৯৩ প.
৫৬	তুফায়ল ইব্ন আমর	আয্দ/দাওস	ঘ	দাওস	শাওয়াল ৮ হি./ জানুয়ারী ৬৩০ খৃ.	-	দাওস	-	৮৭০ প.	১৫৭ প.	৩৮২	-	-	-	-	৩/৫৪ প.
৫৭	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ	কিনানা/লায়ছ	ঘ	ফাদাক	ঐ	-	মুররা	২/৬২২	-	-	-	-	-	-	৫/২১৯	৪/৩৪৭
৫৮	আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব	কুরায়শ/উমায়্যা	ঝ	লাত	ঐ	২ জন	সাকীফ	২/৫৪১	৯৭১	-	-	৩/৯৯ প.	৮২৩ প.	২৮৪	৫/৩০	৫/২১৬
৫৯	মুগীরা ইব্ন শুবা	ছাকীফ	ছ	ঐ	ঐ	-	-	-	-	-	-		-	-	-	৪/৪০৬ প.
৬০	উয়ায়না ইব্ন হিসন	গাতাফান/ফাযারা	ঞ	আল-আরজ	মুহাররাম ৯ হি./ এপ্রিল ৬৩০ খৃ.	৫০ জন	তামীম	২/৬২১	৯৭৪ প.	১৬০ প.	৩৮২	৩/১৫৭	-	২৭৩	৫/২১৯	৪/১৬৬ প.
৬১	কুতবা ইব্ন আমর	খাযরাজ/সালামা	ঘ	মাসহাব	সফর ৯ হি. মে ৬৩০ খৃ.	২০ জন	খাসআম	-	৯৮১	১৬২	৩৮০	-	-	-	-	৪/২০৫ প.
৬২	আদ-দাহ্হাক ইবন সুফ্য়ান	হাওয়াযিন/ কিলাব	ঞ	যুত্ত	রবিউল আওয়াল জুন-জালাই ৬৩০ খৃ.	-	আল-কুরাতা	-	৯৮২ প.	১৬২ প.	৩৮২	-	-	-	-	৩/৩৬
৬৩	আল কামা ইবন মুজায্যিয	কিনানা/মুদলিজ	ক	শুয়ায়বা	রবিউছ ছানী ৯ হি./ জুলাই আগষ্ট ৬৩০ খৃ.	৩০০ জন	আবিসিনিয়ার অধিবাসী	২/৬৪০	৯৮৩ প.	১৬৩	৩৮২	-	-	-	৫/২২২	৪/১৪
৬৪	জাব ইব্ন হাদরাজান	আয্দ	ঞ	তায়্যি	ঐ	-	তাঈ	২/৫৭৮ প.	৯৮৪	-	-	-	-	-	-	১/২৮১ প.
৬৫	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	আল-ফুলস	ঐ	১৫০ জন	ঐ	৬১১ প.	৯৮৪ প.	১৬৪ প.	৩৮২	৩/১১১প.	৮২৬	২৮৫	-	৪/১৬ প.
৬৬	উক্কাশা ইব্ন মিহসান	আসাদ/হালীফ	ধ	আল-ফুলস ফাদাক	-	-	-	-	-	১৬৪	-	৩/১৫৫	-	-	-	৪/২ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬৭	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	দূমাতুল জানদাল	রজব ৯ হি./ অক্টোবর ৬৩০ খৃ.•	৪২০ জন	কিন্দা-এর রাজা	২/৫২৬	১০২৫ প.	১৬৬	৩৮২	৩/১০৮ প.	৮২১	২৮১	৫/১৭	২/৯৩ প.
৬৮	ঐ	ঐ	জ	ইয়ামান	রবীউল আওয়াল ১০ হি./ জুন ৬৩১ খৃ.	৪০০ জন	মাযহিজ্জ	২/৫৯২	-	১৬৯	৩৮৪	৩/১২৬ প.	৮২৮	২৯৩	৫/৯৮	২/৯৩ প.
৬৯	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	ইয়ামান	রমযান ১০ হি./ ডিসেম্বর ৬৩১ খৃ.	৩০০ জন	মাযহিজ্জ	২/৬৪১	১০৭৯ প.	১৬৯ প.	৩৮৪	৩/১৩১ প.	৮৩৩	৩০০	৫/১০৪ প.	৪/১৬ প.
৭০	জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ	বাজীলা	ঞ	যুল-খালাসা	ঐ	১ জন	বাজীলা	-	-	২৬৬ প.	৩৮৪	৩/১৫৮	৮৪৫	৩০৪	৪/৩৭৫	২/২৭৯ প.
৭১	মুসায়্যিব ইব্ন আমর	-	ঘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/৩৬৭
৭২	আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা	সালিম	খ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/২২৬	৪/১৪২ প.
৭৩	ছাবিত ইব্ন আরকাম	বালী/ আজলান	ঘ	নজদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১/২২০
৭৪	উসামা ইব্ন যায়দ	কালব/মাওলা	খ	মূতা (ফিলিস্তীন)	সফর-রবীউল আওয়াল ১১ হি./এপ্রিল ৬৩২ খৃ.	৩০০০ জন	পাসসান তাহাদের হালীফ	২/৬০৬	১১১৭ প.	১৯০	৩৮৪	৩/১৮৪ প.	৮৪৬	৩১৭	৫/২২২	১৬৪ প.

(দুই) উমারা আল-খামীস (উইং কমান্ডারবৃন্দ)

ক্রমিক নং	আমীরের নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের অবস্থানস্থল/পদ	অভিযান	তারিখ	তথ্য উৎস								
							ইবন হিশাম	ওয়াকিদী	ইবন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইবন খালদূন	ইবনুল আছীর	ইবন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	কায়স ইব্ন আবী সাসা'আ	খাযরাজ/ নাজ্জার	খ	সেনা বাহিনীর পশ্চাদ ভাগ ও সৈন্য গণনাকারী	বদর	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১খ. ৪৫৮ ৬১৩	২৬	৩/৫১৭	২৪৪	২/৪৩৩	২/৭৪৯	১১৯	৩/২৬০	৪/২১৮ প.
২	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	ডান প্রান্ত	ঐ	শাওয়াল ১০ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	-	৫৮	-	-	-	-	-	-	৩/২০৫ প.
৩	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা	আওস/হারিছ	ঙ	নৈশ প্রহরী দল (হারাস)	উহুদ	ঐ	-	২১৭	২/৩৯	৩১৫	-	-	-	-	৪/৩৩১
৪	যাকওয়ান ইব্ন আব্দ কায়স	খাযরাজ/যুরায়ক	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	১১৩ ১১৭	-	-	-	-	-	-	৩/১৩৭
৫	আল-মুনযির ইব্ন আমর	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	বাম প্রান্ত	ঐ	ঐ	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/৪১৯
৬	আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র	আওস/আমর ইব্ন আওফ	ঘ	তীরন্দাজ বাহিনী (রুমাত)	ঐ	ঐ	২/৬৫	২১৯	২/৪০	৩১৭	২/৫০৭	২/৭৬২	১৫২	৪/১৪	৩/১৩০ প.
৭	হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী ভাগ	ঐ	ঐ	-	-	-	-	২/৫০৮	-	১৫২	-	২/৪৬ প.
৮	যুবায়র ইব্নুল আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	অশ্বারোহী বাহিনী (আল-খায়ল)	ঐ	ঐ	-	-	-	-	২/৫০৮	-	১৫২	-	২/৯৬ প.
৯	সাদ ইব্ন যায়দ	আওস / আশহাল	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	-	-	-	-	-	-	-	২/১৯৬ প.
১০	সাদ ইব্ন মুআয	ঐ	ঘ	মদীনার সেনানিবাস	ঐ	ঐ	-	-	-	৩১৪	-	-	-	-	২/২৯৬
১১	আলী ইব্ন আবী তালিব অথবা আবূ বাক্র	কুরায়শ/ হাশিম কুরায়শ/তায়ম	ক ক	শিবির অধিপতি ঐ	বনূ নাযীর ঐ	রবীউল আওয়াল ৪হি./ আগস্ট ৬২৫ খৃ.	- -	৩৭১	-	- -	-	-	- -	- -	৪/১৬ প. ৩/২০৫ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	সাফওয়ান ইবনুল মু'আত্তাল	সুলায়ম/যাকওয়ান	ছ	সেনাবাহিনীর পশ্চাদ ভাগের স্থায়ী কমান্ডার	মুরায়সী ও পরবর্তী অভিযানসমূহ	শাবান ৫ হি./ জানুয়ারী ৬২৭ খৃ.	২/২৯৮	৪২৮	-	৩৪২	২/৬১২	-	১৯৫ প.	৪/১৬০	৩/২৬ প.
১৩	আব্বাদ ইবন বিশর	আওস/আশহাল	ঘ	নৈশ প্রহরী দল (হারাস)	খন্দক	যিলকাদ ৫ হি./	-	৪৬৪	২/৬৭	-	-			-	৩/১০০ প.
১৪	সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরা	ক	ঐ	ঐ	এপ্রিল ৬২৭ খৃ.	-	৪৬৩	-		-	-	-		২/৯০ প.
১৫	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	আওস/আশহাল	ক	খন্দক যুদ্ধে ২০০ সৈন্যের অধিনায়ক	ঐ	ঐ	-	৪৬৪	২/৬৮		-	-	-	-	১/৯২ প.
১৬	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	গ	শিবির অধিপতি	ঐ	ঐ	-	৪৬৬	-	-	-	-	-	-	৪/৫২ প.
১৭	যায়দ ইবন হারিছা	কালব/মাওলা	ক	মদীনার ২০০ সৈন্যের আবাসস্থলের অধিপতি	ঐ	ঐ	-	৪৬০	২/৬৭	-	-	-	-	-	২/২৩৪ প.
১৮	সালামা ইবন আসলাম	আওস/আশহাল	ঙ	মদীনার ২০০ সৈন্যের আবাসস্থলের অধিপতি	ঐ	ঐ		৪৬০	২/৬৭	-	-		-	-	২/৩৩২ প.
১৯	আলী ইবন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগের সেনাদল	বনূ কুরায়যা	যিলকাদ-যিলহজ্জ ৫ হি./মে ৬২৭	২/২৩৪	৪৯৯	-	-	২/৫৮২	-	-	৪/১১৮	৪/১৬ প.
২০	মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা	আওস / হারিছ	ঙ	নৈশ প্রহরীদল (হারাস)	ঐ	ঐ	২/২৩৮	৫০৪	-		২/৫৮৬	-	-	৪/১২১	৪/৩৩১ প.
২১	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	আওস/আশহাল	ঙ	একটি সেনাদলের অধিপতি	ঐ	ঐ	-	৪৯৯		-	-	-		-	১/৯২ প.
২২	সাদ ইবন উবাদা	খাযরাজ/সা'ইদা কুরায়শ/তায়ম	ঘ	মদীনা সেনানিবাসের ৩০০ সৈন্য	গাতাফান	রবীউছ-ছানী ৬হি./ জুলাই ৬২৭ খৃ.	- -	৪৪৫	২/৮০	- -	- -	- -		- -	২/২৮৩ প.
২৩	সাদ ইবন যায়দ অথবা আবু বাক্র	আওস/ আশহাল কুরায়শ/তায়ম	ঙ	অশ্বারোহী বাহিনী (আল-খায়ল)	গাতাফান	ঐ	- -	৫৪৭	-	- -	২/৬০১ -	- -		- -	২/২৭৯ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৪	যায়দ ইব্‌ন ছাবিত	খাযরাজ/নাজ্জার	ঙ	প্রধান সৈন্য গণনাকারী	খায়বার	মুহাররাম ৭ হি./ মে-জুন ৬২৮ খৃ.	-	৬৮৯	২/১০৭	-	-	-	-	-	২/২২১ প.
২৫	উছমান ইব্‌ন আফফান	কুরায়শ/ উমায়্যা	ক	শিবির অধিপতি	ঐ	ঐ	-	৬৪৫	-	-	-	-	-	-	৩/৩৭৬ প.
২৬	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৬৪৭	-	-	-	-	-	-	৪/৫২ প.
২৭	মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা	আওস/হারিছ	ঙ	নৈশ প্রহরী দল (হারাস)	উমরাতুল কাদা	রমযান ৭ হি./ মার্চ ৬২৯ খৃ.	-	৬০২	২/১২১	-	৩/২৬	-	-	৪/২৩১	৪/৩৩১
২৮	আওস ইব্‌ন খাওলী	খাযরাজ/সালিম	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৭৩৫	-	-	-	-	-		১/১৪৪ প.
২৯	আব্বাদ ইব্‌ন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৭৩৩	-	-	-	-	-	-	৩/১০০ প.
৩০	আওস ইব্‌ন খাওলী	খাযরাজ/সালিম	ঙ	যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ ও অস্ত্র-শস্ত্র	ঐ	ঐ	-	-	২/১২৩	-	-	-	-	-	১/১৪৪ প.
৩১	কুত্‌বা ইব্‌ন কাতাদা	সাদ হুযায়ম/উযরা হুলীফ	ছ	ডান প্রান্তের অধিনায়ক	মূতা	জুমাদাল উলা ৮ হি./ সেপ্টেম্বর ৬২৯ খৃ.	২/২৭৭	-	-	-	৩/৩৯	-	২৩৬	৪/২৪৪	৪/৩০৬
৩২	উবায়দা ইব্‌ন মালিক	আনসার	ছ	বাম প্রান্তের অধিনায়ক	ঐ	ঐ	২/৩৭৭	-	-	-	৩/৩৯	-	২৩৬	৪/২৪৪	৩/১১৪
৩৩	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	নৈশ অভিযানের অধিনায়ক	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানুয়ারী ৬৩০ খৃ.	-	৮১৫	২/১৩৫	-		-	-	-	৪/৫২ প.
৩৪	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	সম্মুখ ভাগের ২০০ সৈন্যের অধিনায়ক	ঐ	ঐ	-	৮০১	-	-	-	-	২৪৬	৪/২৯৪	২/১৯৬ প.
৩৫	দাহ্‌হাক ইবনুল সুফ্‌য়ান	কিলাব	ছ	সুলায়ম গোত্রের বাহিনীর অধিনায়ক	ঐ	ঐ আগস্ট ৬২৫ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	৩/৩৬
৩৬	আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ	কুরায়শ/ফিহ্‌র	ক	প্রথম দলের ডান প্রান্তের অধিনায়ক	ঐ	ঐ		৩০৭		৩৫৫	৩/৫৭	২/৮০৬		৪/২৯৬	৫/২৪৯

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৭	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	সম্মুখ ভাগের ২০০ সৈন্য/ অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক	মক্কা বিজয়	আগস্ট ৬২৫ খৃ.	২/৪০৭	৮১৯/৮২৫	২/১৩৫ প.	৩৫৫	৩/৫৬	২-৮০১	২৪৬	৪/২৯৪ প.	২/৯৩ প.
৩৮	সাদ ইবন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	ব্যম প্রান্তের দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক	ঐ	ঐ	২/৪০৬	৮২৫	২/১৩৫ প.	-	৩/৫৬	-	২৪৬	৪/২৯৫	২/২৮৩ প.
৩৯	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	পশ্চাদভাগ/ ৩য় দলের অধিনায়ক	ঐ	ঐ	২/৪০৬	৮২৫	২/১৩৫ প.	৩৫৫	৩/১৫৫ প.	২-৮০৬	২৪৬	-	২/১৯৬ প.
৪০	ওয়াররাদ ইবন খালিদ	সুলায়ম	ঞ	ডান প্রান্তের বাহিনীর অধিনায়ক	ঐ	ঐ	-	-		-					৫/৮৬
৪১	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	অশ্বারোহী বাহিনী/ যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ	হুনায়ন	শাওয়াল ৮ হি./ ফেব্রুয়ারী ৬৩০ খৃ.	-	৮৯৭	২/১৫০	-	-		-	৪/৩৩৭	২/৯৩ প.
৪২	আবূ আমের	আশ'আরী	জ	ঐ	আওতাস	ঐ	২/৪৫৪	৯১৫	২/১৫২	৩৬৫	৩/৭৯	৮১৪	২৬৫	৪/৩৩৭	৫/২৩৮
৪৩	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	জ	ঐ	আত-তাইফ	শাওয়াল-যিলকাদ ৮ হি./ ফেব্রু-মার্চ ৬৩০ খৃ.	-	৯২৩	২/১৫৮	-	-	-	-	-	২/৯৩ প.
৪৪	আবদুল্লাহ্ ইবন আতীক	খাযরাজ/সালামা	ঙ	পদাতিক বাহিনী ও শিবিরাধ্যক্ষ	ফুলস্-এ আলীর অভিযান	রবীউছ-ছানী ৯হি./ আগস্ট ৬৩০ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-		৩/২০৩ প.
৪৫	আব্বাদ ইবন বিশর	আওস/আশহাল	ঘ	নৈশ প্রহরী দল	তাবূক	রজব, শাবান, রমযান ৯ হি./ অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ৬৩০ খৃ.	-	১০৩৪	২/১৬৬	-	-	-	-	-	৩/১০০ প.
৪৬	আবদুল্লাহ্ ইবন আবী রাবীআ	কুরায়শ/মাখযূম	ঞ	আল-জানাদ অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার	ঐ	৬৩০-৬৩২ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	৩/১৫৫
৪৭	আবূ বাকর	কুরায়শ/তায়ম	ক	উপ-প্রধান সেনাধ্যক্ষ	ঐ	রজব, শাবান, রমযান ৯ হি./ অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ৬৩০ খৃ.	-		-	-	-	-		৬/১৮	৩/২০৫ প.
৪৮	খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ	কুরায়শ/মাখযূম	ঞ	আরব বাহিনীর অধিনায়ক	ঐ	ঐ	-	-	-	-	-	-	-	৫/১৮	২/৯৩ প.

(তিন) মুসলিম সেনাবাহিনীর পতাকাবাহিগণ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	সেনাবাহিনী	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস: ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আবূ মারছাদ	কায়স আয়লান/ বনূ গনী	ক	-	হামযা-এর অভিযান	রমযান ১ হি./ মার্চ ৬২৩ খৃ.	-	-	৬	-	২/৪০২	-	১১১	৩/২৩৪	৫/২৯৬
২	মিসতাহ ইব্ন উছাছা	কুরায়শ/মুত্তালিব	ক	-	উবায়দা-এর অভিযান	শাওয়াল ১ হি./ এপ্রিল ৬২৩ খৃ.	-	-	৭	-	২/৪০২	-	১১১	৩/২৩৪	৪/৩৫৪
৩	আল-মিকদাদ ইব্ন আমর (আল-আসওয়াদ)	কুদাআ	ক	-	সা'দ জুহানীর অভিযান	যিলকাদ ১ হি./ মে ৬২৩ খৃ.	-	-	৭	-	২/৪০৩	-	১১১	৩/২৩৪	৪/৪০৯
৪	হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	ওয়াদ্দান	সফর ২ হি./ আগস্ট ৬২৩ খৃ.	-	-	৮	-	২/৪০৭	৭৪৪	১১৩	-	২/৪৬
৫	সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরা	ক	-	বুওয়াত	রবীউল আওয়াল ২ হি./ অক্টোবর ৬২৩ খৃ.	-	-	৮	-	২/৪০৭	-	১১২	৩/২৪৬	২/৯০
৬	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	বদর-১	,,	-	-	-	-	২/৪০৭	৭৪৯	১১২	৩/২৪৭	৪/১৬
৭	হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	যাতুল উশায়রা	জুমাদা ছানী ২ হি./ ডিসেম্বর ৬২৩ খৃ.	-	-	৯	-	২/৪০৮	-	১১২	৩/২৪৬	২/৪৬
৮	মুস'আব ইব্ন উমায়র	কুরায়শ/ আবদুদ-দার	ক	মহানবী (স)-এর বাহিনী	বদর	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১-৬১২	৫৬	১৪	২৯৩	-	৭৪৯	১১৯	৩/২৬০	৪/৩৭০
৯	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মুহাজিরদের বাহিনী	,,	,,	১-৬১৩	-	-	-	২/৪৩১	৭৪৯	১১৯	৩/২৬০	৪/১৬
১০	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/ সালামা	ঙ	খাযরাজ গোত্রের সেনাদল	,,	,,	-	৫৮	১৪	২৯৩	-	-	-	৩/২৬০	১/৩৬৪
১১	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/আশহাল কুরায়শ/তায়ম	ঘ	আওস গোত্রের বাহিনী	বদর	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১/৬১৩	৫৮	১৪	২৯৩	২/৪৩১	৭৪১	-	-	২/২৯৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	বনূ কায়নুকা	শাওয়াল ২ হি./ এপ্রিল ৬২৪ খৃ.	-	-	২৯	-	২/৪৮১	-	১৩৮	৪/১৬০	২/৪৬
১৩	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	আল-কুদর	মুহাররম ৩ হি./ জুলাই ৬২৪ খৃ.	-	-	৩১	-	২/৪৮২	-	১৩৯	-	৪/১৬
১৪	মুস'আব ইব্ন উমায়র	কুরায়শ/আবদুদ-দার	ক	মহানবী (স)-এর বাহিনী	উহুদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	২/৬৩	২১৫	৫৮	৩১৭	২/৫০৮	৭৬৩	১৫২	৪/১৫	৪/৩৬৮
১৫	আবূ রুহম	কুরায়শ/আবদুদ-দার	ক	,,	,,	,,	-	২৩৯				-	-	-	৫/১৪৪
১৬	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মুহাজিরদের বাহিনী	,,	,,	২/৭৩	-	-	৩১৭	২/৫১৬	-	১৫৫	৪/২০	৪/১৬
১৭	উসায়দ ইব্ন হুদায়র	আওস/আশহাল	ঘ	আওস গোত্রের বাহিনী	,,	,,	-	২১৫	৫৮	৩১৭	-	-	-	-	১/৯২
১৮	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির/ সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সালামা খাযরাজ/সাইদা	ঙ ঘ	খাযরাজ গোত্রের বাহিনী	,,	,,	-	২১৫ -	৫৮ -	৩১৭ ৩১৭	-	-	-	-	১/৩৬৪ ২/২৮৩
১৯	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	-	হামরাউল আসাদ	,,	-	৩৩৬	-	-	-	-	-	-	৩/২০৫
২০	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	,,	,,		৩৩৬	৪৯	-	-	-	-	-	৪/১৬
২১	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক		বনূ নাযীর	রবীউল আওয়াল ৪ হি./ আগস্ট ৬২৫ খৃ.	-	-	৫৮	-		-	১৭৪	-	৪/১৬
২২	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	তৃতীয় বদর	যিলকাদ ৪ হি./ এপ্রিল ৬২৬ খৃ.	-	৩৮৮	৫৯	-	২/৫৫৫	-	-	-	৪/১৬
২৩	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	মহানবী (স)-এর বাহিনী	মুরায়সী	রজব, ৫ হি.// জানু. ৬২৭ খৃ.	-	৪০৭	৬৪	-	-	-	-	-	৩/২০৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৪	সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	খাযরাজ গোত্রের বাহিনী	মুরায়সী	জানুয়ারী ৬২৭ খৃ.	-	৪০৭	৬৪	-	-	-	-	-	২/২৮৩
২৫	যায়দ ইব্ন হারিছা	কালব/যাওলা	ক	মুহাজিরদের বাহিনী	খন্দক	যিলকাদ ৫ হি./ জুন ৬২৭ খৃ.	-	-	৬৭	-	-	-	-	-	২/২৩৪
২৬	সাদ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	আনসার/ খাযরাজ বাহিনী	খন্দক	"		-	৬৭		-			-	২/১৮৩
২৭	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	-	বনূ কুরায়যা	যিলকাদ, যিলহজ্জ ৫ হি./ জুলাই ৬২৭ খৃ.		৪১৭	৭৪	-	-	৭৭৭	-	৪/১১৮	৪/১৬
২৮	আল-মিকদাদ ইব্ন আমর	কুদা'আ/বাহরা	ক	-	গাতাকান	রবীউছ-ছানী ৬ হি./ আগস্ট ৬২৭ খৃ.	-		৮০	-	-	-	-	-	৪/৪০৯
২৯	আবূ বাক্‌র	কুরায়শ/তায়ম	ক	মহানবী (স)-এর বাহিনী	খায়বার	সফর ৭ হি./ মে-জুন ৬২৮ খৃ.	২/৩৩৪	-	-	-	৩/১২	-	২১৯	৪/১৪৬	৩/২০৫
৩০	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	মহানবী (স)-এর বাহিনী	খায়বার	"	২/৩৩৪	-			৩/১১	-	২১৯	৪/১৮৬	৪/৫২
৩১	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	মহানবী (স)-এর বাহিনী	খায়বার	সফর ৭ হি./ জুন ৬২৮ খৃ.	২/৩২৮	৬৪৯	১০৬		৩/১১	৪৯৫	২১৯	৪/১১৫	৪/১৬
৩২	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/ সালামা	ঙ	খাযরাজ গোত্রীয় বাহিনী	"	"	-	৬৪৯	১০৬	-	-		-		৩/৬৪
৩৩	সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	"	"	"		৬৪৯	১০৬	-	-	-	-	-	২/২৮৩
৩৪	মিসতাহ ইব্ন উছাছা	কুরায়শ/মুত্তালিব	ক	মুহাজির বাহিনী	ওয়াদিল কুরা	"	-	-	-	-	-	-		-	৪/৩৫৪
৩৫	সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	খাযরাজ গোত্রীয় বাহিনী	"	"	-	৭১০	-	-	-	-	-	৪/২১৮	২/২৮৩
৩৬	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/সালামা	ঙ	"	"	"		৭১০					-	৪/২১৮	৩৬৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৭	সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ অথবা	আওস/মালিক	ঙ	আওস গোত্রের বাহিনী	ওয়াদিল কুরা	সফর ৭ হি./	-	৭১০	-	-	-	-	-	৪/২১৮	২/৩৬৪
	আব্বাদ ইব্‌ন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	,,		জুন ৬২৮ খৃ.		৭১০						৪/২১৮	২/৩৬৪
৩৮	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	মুহাজির বাহিনী	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.	২/৪০৭	৮০০	-	-	৩/৫৬	-	-	-	৪/১৬
৩৯	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-	৩/৫৫	-	-	৪/২৯৫	২/১৯৬
৪০	সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/যুহরা	ক	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-	-			-	২/৯০
৪১	হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা	আওস/ওয়াকিফ	ঙ	বনূ ওয়াকিফ বাহিনী	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.	-	-	-		-			-	৫/৬৬
৪২	আবূ নাইলা	আওস/আশহাল	-	বনূ আশহাল বাহিনী	,,	,,		৮০০	-	-	-	-	-	-	৫/৩১১
৪৩	জাবীর ইব্‌ন আতীক	আওস/মুয়াবিয়া	ঙ	বনূ মু'আবিয়ার বাহিনী	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-	-	-	২৫৮
৪৪	আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযির	আওস/আমর ইব্‌ন আওফ	ঙ	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-	-	-	৫/২৮৪
৪৫	খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত	আওস/ খিতামা	ঙ	বনূ খিতামা	,,	,,	-	৮০০	-	-	-		-		২/১১৪
৪৬	সা'দ ইব্‌ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	বনূ সাইদা	,,	,,	২/৪০৭	৮০০	-		-	৮০৬	-	৪/২৯৫	২/২৮৩
৪৭	কায়স ইব্‌ন সা'দ	,,	ঙ	,,	,,	,,	-	৮২২	১৩৫	-	-	-		৪/২৯৫	৪/২১৫
৪৮	কুতবা ইব্‌ন আমের	খাযরাজ/সালামা	ঘ	বনূ সালামা	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-	-		৪/২০৫
৪৯	উমারা ইব্‌ন হাযম	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	বনূ নাজ্জার	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-	-	-	৪/৪৮
৫০	আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ	খাযরাজ/ হারিছ	ঘ	বনূ হারিছ	,,	,,	-	৮০০	-	-			-	-	৩/১৬৫
৫১	সালীত ইব্‌ন কায়স	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঘ	বনূ নাজ্জার	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.		৮০০	-		-		-		২/২৪৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৫২	আবূ উসায়দ	,,	ঙ	বনূ সাইদা	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-	-	-	৫/১২৭
৫৩	কাতাদা ইব্‌ন নু'মান	খাযরাজ/ জাফর	ঘ	বনূ জাফর	,,	,,		৮০০	-	-	-			-	৪/১৯৫
৫৪	আবূ বুরদা হানী	খাযরাজ/ হারিছা	ঘ	বনূ হারিছা	,,	,,	-	-	-	-	-	-			৫/১৪৬
৫৫	হিব্বান ইব্‌নুল হাকাম	সুলায়ম	জ	,,	,,	,,	-	-	-	-		-	-	-	৩/৬৬
৫৬	ইয়াযীদ ইব্‌ন আখনাস	সুলায়ম/যা'ব	ঙ	বনূ যা'ব	,,	,,	-	-	-	-	-	-		-	৫/১০২
৫৭	খুফাফ ইব্‌ন নুদবা	সুলায়ম/আমর	জ	বনূ আমর ইব্‌ন হারিছ	,,	,,	-	-	-	-	-	-		-	২/১১৮
৫৮	আওফ ইব্‌ন মালিক	গাতাফান/আশজা	ছ	বনূ আশজা	,,	,,	-				-	-	-		৪/১৫৬
৫৯	বুরায়দা ইব্‌নুল হুসায়ব	আসলাম	ঘ	বনূ আসলাম	,,	,,	-	৮০০	-	-	-		-	-	১/৭৫
৬০	নাজিয়া ইব্‌ন আল-আজাম	,,	-	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-		-		-	৫/৪
৬১	খুযঈ ইব্‌ন আবদ নাহম	মুযায়না	জ	বনূ মুযায়না	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি/ জানু. ৬৩০ খৃ.	-	৮০০	-		-	-		-	২/১১৩
৬২	আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর	,,	জ	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-		-	৩/২৩৬
৬৩	নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন	,,	জ	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-	-	-		-	৫/৩০
৬৪	বিলাল ইব্‌নুল হারিছ	,,	ছ	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-		-		-	২/০৫
৬৫	মা'বাদ ইব্‌ন খালিদ	জুহায়না	ঙ	বনূ জুহায়না	,,	,,	-	-	-			-			৪/৩৯০
৬৬	সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাখর	,,	ঘ	,,	,,	,,	-	৮০০	-	-				-	২/৩৭৮
৬৭	জুনদুব ইব্‌ন মাকীস	,,	ঙ	,,	,,	,,	-	৮০০					-	-	৩/০৬
৬৮	যায়দ ইব্‌ন খালিদ	,,	ছ	,,	,,	,,	-	৮০০	-			-	-		২/২২৮
৬৯	আবদুল্লাহ ইব্‌ন বদর	,,	জ	,,	,,	,,		৮০০	-	-			-	-	৩/১২৩
৭০	বিশর ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান	খুযা'আ/ কাব	জ	বনূ কাব	,,	,,	-	৮০১	-	-			-	-	৫/২২৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭১	আবূ শুরায়হ	খুযা'আ/কাব	জ	বনূ কাব	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.	-	৮০১	-	-	-	-	-	-	৫/২২৫
৭২	আমের ইব্ন সালেম	,,	জ	বনূ কাব	,,	,,		৮০১	-	-	-		-	-	৪/১০৪
৭৩	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	মুহাজির বাহিনী	হুনায়ন	শাওয়াল ৮ হি./ ফেব্রু. ৬৩০ খৃ.	-	৮৯৫	১৫০		-		-		৪/১৬
৭৪	সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/ যুহরা	ক	,,	,,	,,	-	৮/৯৫	১৫০					-	২/৯০
৭৫	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	,,	,,	,,		৮/৯৫	১৫০				-		৪/৫২
৭৬	আল- হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/ সালামা	ঙ	বনূ সালামা	,,		-	৯৯৫	১৫০			-			৩/৬৪
৭৭	সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/ সাইদা	ঘ	বনূ সাইদা	,,			৯৯৫	১৫০	-				-	২/২৮৩
৭৮	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	আওস/ আশহাল	ঘ	বনূ আশহাল	,,	,,	-	৯৯৫-৬	১৫০	-			-	-	৯২
৭৯	আবূ বাক্‌র	কুরায়শ/ তায়ম	ক	মহানবী (স)-এর বাহিনী	তাবূক	শাওয়াল-যিলকাদ ৯ হি./ নভে.-ডিসে. ৬৩১ খৃ.	-	৯৯৬		-					৩/২০৫
৮০	যুবায়র ইব্ন আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	মুহাজির বাহিনী	তাবূক	,,	-	৯৯৬		-			-	-	২/১১৬
৮১	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	আওস/ আশহাল	ঘ	বনূ আশহাল	তাবূক	,,	-	৯৯৬	-	-			-	-	৯২
৮২	আবূ দুজানা	খাযরাজ	ঙ	বনূ আশহাল	,,	,,	-	৯৯৬							৫/১৮৪
৮৩	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/ সালামা	ঙ	বনূ সালামা	ওয়াদিল কুরা			৯৯৬	-			-			৩/৬৪
৮৪	যায়দ ইব্ন ছাবিত	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	বনূ নাজ্জার	মক্কা বিজয়	,,	-	১০০৩			-			-	২/২২১
৮৫	উমারা ইব্ন হাযম	,,	ঙ	,,	,,	,,	-	১০০৩			-		-		৪/৪৮
৮৬	আবূ যায়দ	খাযরাজ/আমর ইব্ন আওফ	ঙ	বনূ আমর ইব্ন আওফ	,,	,,	-	১০০৩							৫/২০৩
৮৭	মু'আয ইব্ন জাবাল	খাযরাজ/সালামা	ঙ	বনূ সালামা	,,	,,		১০০৩					-	-	৪/৩৭৬
৮৮	আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক	খাযরাজ/কাতিয়া	-	বনূ কাতিয়াহ	,,	,,		-	-						৩/২৫১
৮৯	আমর ইব্ন সালেম	খাযরাজ/আসলাম	ঘ	বনূ আসলাম	,,	,,		-					-		৩/৮১
৯০	বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব	,,/আসলাম	ঘ	,,	উসামার অভিযান	মুহাররম ১১ হি./ এপ্রিল ৬৩২ খৃ.	-	১১১৮	১৯০						১/১৭৫

(চার) তালী'আহ (স্কাউট/অনুসন্ধানী দল)

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস: ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ	কুরায়শ/ তায়ম	ক	সিরিয়া হইতে আগত মক্কার কাফেলার অবস্থান সম্পর্কে জানা	বদর	২ রমযান ২ হি./ ৫ মার্চ, ৬২৪ খৃ.	-	১৯ প.	১১ প.	২৮৭	২/৪৭৮	-	১৩৭		৩/৫৯
২	সাঈদ ইব্ন যায়দ	কুরায়শ/ আদী	ক	”	”	”	-	১৯	১১	২৮৭	২/৪৭৮	-	১৩৭	-	২/৩০৬
৩	সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস	কুরায়শ/ যুহরা	ক	সরেজমিন তথ্য অনুসন্ধান	”	১৬ রমযান, ২ হি./ ৫ মার্চ, ৬২৪ খৃ.	১/৬১৬	৬১	-	-	২/৪২২ ৪৩৬	৭৫০	১১৯	৩/২৬৫	২/৯০ প.
৪	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ /আসাদ	ক	বদর যুদ্ধক্ষেত্র সরেজমিন পর্যবেক্ষণ	”	”	১/৬১৬	৫১	১৩	-	২/৪২২, ৪৩৬	৭৪৯	১১৯	-	২/৬ প.
৫	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ /হাশিম	ক	”	”	”	১/৬১৬	৫১	-	-	-	৭৪৯ প.	১১৯	৩/২৬৫	৪/১৬ প.
৬	বাসবাস ইব্ন আমর	জুহায়না	ঙ	”	”	”	-	৫১	-	-	২/৪৩৩, ৪৩৬	-	-	৩/২৬৫	১/১৭৮ প.
৭	যায়দ ইব্ন হারিছা	কালব/ মাওলা	ক	বদর যুদ্ধ সম্পর্কে মদীনাবাসীকে অবহিত করা	”	১৭ রমযান, ২ হি./ ১৫ মার্চ, ৬২৪ খৃ.	১/৬৪২	১১৪	১৩	২৯৪	২/৪৫৮	৭৫৭	১৩০	৩/৩০৩ প.	২/২৩৪
৮	আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা	খাযরাজ/ হারিছা	ঘ	বিজয় সম্পর্কে অবহিত করা	”	”	১/৬৪২	১১৪	১৩	-	২/৪৫৮	৭৫৭	১৩০	৩/৩০৩	৩/১৫৬ প.
৯	মালিক ইব্ন খালাফ	আসলাম	চ	অগ্রগামী মক্কা বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে জানা	উহুদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/২৭৮
১০	নু'মান ইব্ন খালাফ	”		”	”	”	-		-	-		-		-	৫/২৫
১১	সালীত ইব্ন খালিদ	”	ঙ	পশ্চাদপসরণকারী মক্কা বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা	হামরাউল আসাদ	”	-	৩৩৭	-	-				-	৪/২৯৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	সুফ্য়ান ইব্ন খালিদ	আসলাম	ঙ	পশ্চাদপসরণরত মক্কা বাহিনীর তথ্য সংগ্রহ	হামরাউল আসাদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/২৯৭
১৩	অজ্ঞাত পরিচয় একজন সাহাবী	বনূ উওয়ায়র	ঙ	,,	,,	,,	-	-	-	-	-	-	-		-
১৪	আবূ লায়লা	খাযরাজ/মাযিন	ঙ	একটি বিশেষ প্রজাতির খেজুর গাছ কেটে ফেলা	বনূ নাযীর	রবীউল আওয়াল ৪ হি./ আগস্ট ৬২৫ খৃ.	-	৩৭২		-	-	-		-	৫/২৮৬
১৫	আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম	বনূ কায়নুকা	ঙ	,,	,,	,,	-	৩৭২	-	-	-	-		-	৩/১৭৬ প.
১৬	জি'আল ইব্ন সুরাকা	কিনানা/মুররা	ঙ	মদীনায় বার্তা পৌঁছানো	জাতুর-রিকা	মুহাররম ৫ হি./ জুন ৬২৫ খৃ.	-	-	৬১		-	-	-		১/২৮৩ প.
১৭	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/আশহাল	ঘ	নবীজীর সঙ্গে বনূ কুরায়যার চুক্তি সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দেওয়া	খন্দক	যিলকাদ ৫ হি./ মে ৬২৭ খৃ.	২/২২১	৪৫৮	-	-	-			-	২/২৯৬ প.
১৮	উসায়দ ইব্ন হুদায়র	,,	ঘ	,,	,,	,,	-	৪৫৮	-		-	-	-		১৯২ প.
১৯	সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	,,	,,	,,	-	৪৫৮	-	-	-	-	-	-	১৯২ প.
২০	খাওওয়াত ইব্ন জুবায়র	,,	ঙ	,,	,,	,,	-	-	-	-	-				
২১	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	আল-গামীম-এর পথপ্রদর্শন	বনূ লিহ্য়ান	রবীউল আওয়াল ৬ হি./ জুলাই ৬২৭ খৃ.		৫৩৬	৭৯	-	-	-		-	৩/২০৫ প.
২২	আব্বাদ ইব্ন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	২০ জন সৈন্যের একটি দলের অগ্রে চলা	হুদায়বিয়া	যিলকাদ ৬ হি./ মার্চ ৬২৮ খৃ.	-	৫৭৪	৯৫	-	-				৩/১০০ প.
২৩	আব্বাদ ইব্ন বিশর	আওস/আশহাল	ঙ	একটি কোম্পানীর অগ্রে চলা	খায়বার	সফর ৭ হি./ জুন ৬২৮ খৃ.	-	৬৪০			-	-		-	৩/১০০ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৪	আম্র ইব্ন তুফায়ল	আযদ/দাওস	ঘ	শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেনা আনয়ন	বায়বার	সফর ৭ হি./ জুন ৬২৮ খৃ.	-	৯২৩	-	-	-	-	-	-	৪/১১৫ প.
২৫	মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা	আওস / হারিছ	ঙ	শিবির স্থাপন উপযোগী স্থান খোঁজা	,,	,,		৬৪৪	-						৪/৩৩১ প.
২৬	আলী ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ / হাশিম	ক	মক্কার এক গুপ্তচরের নিকট হইতে পত্র উদ্ধার	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.	২/৩৯৮	৭৯৭ প.	-	৩৫৪	৩/৪৮ প.	৮০৩	২৪২	৪/২৮৩ প.	৪/১৬ প.
২৭	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ / আসাদ	ক	,,	,,	,,	-	৭৯৭ প.	-	৩৫৪	৩/৪৮ প.	৮০৩	২৪২	৪/২৮৩ প.	২/১৯৬ প.
২৮	আবূ মারছাদ/ মিকদাদ	বনূ গানী	ক	,,	,,	,,	-	-		৩৫৪		৮০৩	-	৪/২৮৪ প.	৫/২৯৪ প. ৪/৪০৯ প.
২৯	নুবায়হ ইব্ন আওস	খাযরাজ	ঙ	মদীনায় সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া	হুনায়ন	শাওয়াল ৮ হি./ ফেব্রুয়ারী ৬৩০ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-		৫/৪৪
৩০	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	আওস/ আশহাল	ঙ	পানির উৎস খুঁজিয়া বাহির করা	তাবূক	রজব-রমযান ৯ হি./ অক্টো-ডিসে. ৬৩০ খৃ.	-	১০৪১	-			-			১/৯২ প.
৩১	যিয়াদ ইব্ন হানযালা	তামীম	-	মুসায়লামাকে সতর্ক করা	-	সফর ১১ হি./ মে ৬৩২ খৃ.			-			-	-	-	২/২১৩

(পাঁচ) 'উয়ূন (গুপ্তচর)

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস								
							ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	বাসবাস ইব্ন আমর	জুহায়না	ঙ	মক্কী বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জানা	বদরের যুদ্ধ	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১/৬১৪	২২	১২	২৮৯	২/৪৩৩ প.	৭৪৯	১১৯	৩/২৬২ প.	১/১৭৮ প.
২	আদী ইব্ন আবিল যাগবা	"	ঙ	"	"	"	-	২২	১২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২/৭৮
৩	আম্মার ইব্ন ইয়াসির	মাজহিয/ কুরায়শের হালীফ	ক	"	"	"	-	৫৪		-	-			-	৪/৪৩ প.
৪	আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ	হুযায়ল/কুরায়শের হালীফ	ক	"	"	"	-	৫৪	-	-	-	-			৩/২৫৪ প.
৫	আনাস ইব্ন ফাদালা	খাযরাজ/ জাফর	ছ	"	উহুদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	-	২০৬ প.	৩৭	-	-	-	-	-	১/১২৫ প.
৬	মুনিস ইব্ন ফাদালা	"	ছ	"	"	"	-	২০৬	৩৭	-	-	-	-	-	৪/৪২৫ প.
৭	হুবাব ইব্নুল মুনযির	খাজরায / সালামা	ঘ	"	"	"	-	২০৭	৩৭	-	-	-	-	-	১/৩৬৪
৮	আলা ইব্ন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	"	"	"	২/৯৪	-	-	-	২/৫৭ প.	-	১৬০ প.	৪/৩৮	৪/১৬ প.
৯	উমায়্যা ইব্ন খুওয়ায়দিল	কিনানা/দামরা	ঙ	উহুদ যুদ্ধ শেষে কুরায়শদের মতিগতি সম্পর্কে জানা	আল-রাজী	সফর ৪ হি./ এপ্রিল ৬২৬ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	১/১১৭
১০	আমর ইব্ন উমায়্যা	ঐ	ঙ	উহুদ যুদ্ধশেষে কুরায়শদের বা'আত সম্পর্কে জানা	"	সফর ৪ হি./ এপ্রিল ৬২৬ খৃ.	-	-	-	-	২/৫৪১ প.	-	-	-	৪/৮৬ প.
১১	বুরায়দা ইব্নুল হুসায়ব	আসলাম	ঘ	পরিকল্পিত আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	মুরায়সী	শাবান ৫ হি./ জানু. ৬২৭ খৃ.	-	৪০৪	৬৩	-		-	-	-	১/১৭প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২	খাওওয়াত ইব্ন যুবায়র	খাযরাজ	ঙ	বনূ কুরায়যার পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	খন্দক	যিলকাদ ৫ হি./ জুন. ৬২৭ খৃ.	-	৪৬০ প.	-	-	-	-	-		২/১২৫
১৩	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ/আসাদ	ক	বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া		,,	-	৪৫৭				-			২/১৯৬ প.
১৪	হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান	গাতাফান/ আওস গোত্রের হালীফ	ঙ	পশ্চাদপসরণকারী কুরায়শ বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা	,,	,,	২/২৩১ প.	৪৮৯ প.	৬৯	-	২/৫৭৯ প.	৭৭৭	১৮৪	৪/১১৩	১/৯০
১৫	বুসর ইব্ন সুফ্য়ান	খুযাআ/ কা'ব	ছ	কুরায়শদের মনোভাব সম্পর্কে জানা	হুদায়বিয়া	যিলকাদ ৬ হি./ মার্চ ৬২৮ খৃ.	-	৫৭৩	৯৫						১/১৮১ প.
১৬	আয়াল আল-আসওয়াদ	ইয়াহূদী/ খায়বার		পানির ঝর্ণা (দুবুল) সম্পর্কে বলা	খায়বার	সফর ৭ হি./ জুন ৬২৮ খৃ.	-					-		৪/১৯৮	-
১৭	আনাস ইব্ন আবূ মারছাদ	কায়স আয়লান	ঘ	তথ্য সংগ্রহ করা	হুনায়ন	শাওয়াল ৮ হি./ জুলাই ৬২৮ খৃ.	-	৮৯৪	-	-		-		-	১/১২৯ প.
১৮	আবদুল্লাহ ইব্ন আবী হাদরাদ	আসলাম	ছ	,,	হুনায়ন	,,	২/৪৩৯ প.	৮৯৩	১৫০		৩/৭৩	৮১২	-	৪/৩২৫ প.	৩/১৪১ প.

(ছয়) দালীল (পথপ্রদর্শক)

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস								
							ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সাদ আল-আরাজী অথবা মাসউদ ইব্ন হুনায়দা	আসলাম/ মাওলা ,,	ঘ ঘ	আল-আরাজ হইতে মদীনার পথপ্রদর্শক	হিজরত	রবীউল আওয়াল ২ হি./ সেপ্টে. ৬২৫ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	১৯৫	২/২৮৫ প. ৪/৩৬০
২	আবূ হাসমা	আওস/ হারিছা	ঙ	-	উহুদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	-	২১৮	-	-	২/৫০৬	৭৬২	-	-	৫/১৬৯
৩	ছাবিত ইবনুদ দাহ্হাক	খাযরাজ/ আমর ইব্ন আওফ	ঙ	-	হামরাউল আসাদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৭ খৃ.	-	-	৩৯	-	-	-	-	-	১/২৫৫ প.
৪	মাযকূর	উযরা	ছ	-	দূমাতুল জান্দাল	রবীউস-ছানী ৫ হি./ সেপ্টে. ৬২৭ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	৫/৯২	৪/৩৪২
৫	মাসউদ ইব্ন হুনায়দা	আসলাম/ মাওলা	ঘ	-	মুরায়সী	রজব ৫ হি./ জানু. ৬২৭ খৃ.	-	৮	-	-	-	-	-	-	৪/৩৬০
৬	আবূ হাদরাদ অথবা নুওয়ায়রা	আসলাম	ঘ	-	গাতাফান	রবীউছ-ছানী ৬ হি./ আগস্ট ৬২৭ খৃ.	-		-	-	-	-	-	-	৫/১৬৯ প.
৭	আমর ইব্ন আব্দ নাহম	,,	ছ	-	হুদায়বিয়া	যিলকাদ ৭ হি./ মার্চ ৬২৮ খৃ.	-	৫৮৪	-	-	-	-	-	-	৪/১১৯ প.
৮	হুসায়ল ইব্ন খারিজা অথবা নুওয়ায়রা	গাতাফান/ আশজা	ছ	মূর্তিপূজক, পরে বায়আত হয়	খায়বার	সফর ৭ হি./ মে-জুন ৬২৮ খৃ.	-	৩৩৯	-	-	৩/২৩	-	২২৬	-	২/১১৬ প.
৯	আবদুল্লাহ ইব্ন নু'আয়ম	গাতাফান/ আশজা	ছ	-	,,	সফর ৭ হি./ মে-জুন ৬২৮ খৃ.	-	৬৩৯	-	-	৩/২৩		-	-	৩/২৬৮
১০	ইয়াসির	খায়বারের ইয়াহূদী	জ	গুপ্তচর হিসাবেও কাজ করেন	,,	,,	-	৬৪১	-	-	-	-	-	-	৫/২৫৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	আবূ আরীদ	খায়বারের ইয়াহূদী	জ	শত্রু পক্ষের দুর্বল স্থান দেখাইয়া দেন	খায়বার	সফর ৭ হি./ মে-জুন ৬২৮ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	৫/৩৫২
১২	সিমাক	,,	জ	,,	,,	,,	-	৬৩৭ প.		-	-	-	-	-	২/৩৫২
১৩	হুসায়ল ইব্ন খারিজা	গাতাফান/ আশজা	ছ	-	বাশীর ইব্ন সাদ -এর অভিযান	শাওয়াল ৭ হি./ ফেব্রুয়ারী ৬২৯ খৃ.	-	৭২৭	-	-	-	-	-	৪/২২৩	২/১৬
১৪	গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ	কিনানা/ লায়ছ	ঘ	মক্কা গমনের সংক্ষিপ্ত পথের প্রদর্শক	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.		-		-	-	-			৪/১৬৮
১৫	আলকামা ইব্ন ফাগওয়া	খুযাআ/আমের ইব্ন রাবীয়া	ঝ	-	তাবূক	রজব-রমযান ৯ হি./ অক্টো.-ডিসে. ৬৩১ খৃ.	-	৯৯৯	-	-		-		-	৪/১৩ প.

(সাত) আসহাবুল মাগানিম (যুদ্ধবন্দী ও গনীমত-এর তত্ত্বাবধায়কগণ)

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস								
							ইব্‌ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্‌ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্‌ন খালদূন	ইব্‌নুল আছীর	ইব্‌ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	গনীমত (যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ)	বদরের মহাবিজয়	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১/৬৪৩	১০০	১৮	-	২/৪৫৮	৭৫৫	-	৩/৩০৫	৩/২৪৮ প.
২	শুকরান (আবিসিনিয়ার অধিবাসী)	কুরায়শ/মাওলা	খ	যুদ্ধবন্দী		ঐ	-	১০৫		২৯৪	-	-	-	৩/৩০৫	৩/৩ প.
৩	মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা	আওস/ হারিছ	ঙ	গনীমত	বনূ কায়নুকা	শাওয়াল ২ হি./ এপ্রিল ৬২৪ খৃ.	-	১৭৮	৩০ ৫৮		-	-	-		৪/৩৩১
৪	উবাদা ইব্‌নুস সামিত	খাযরাজ/আমর ইব্‌ন আওফ	ঘ	ইয়াহূদীদের বহিষ্কার	,,	ঐ	-	-	২৯	-	২/৪৮১	৭৫৯	১৩৮		৩/১০৬ প.
৫	মুনযির ইব্‌ন কুদামা	আওস/ সালিম	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের হাতকড়া লাগানো	,,	ঐ		১৭৭	২৯	৩০৯	-	-	-	-	৪/৪১৯
৬	মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা	আওস / হারিছ	ঙ	ইয়াহূদীদের বহিষ্কার	বনূ নাযীর	রবীউল আওয়াল ৪ হি./ আগস্ট ৬২৫ খৃ.	-	৩৭৪	৭৫	-	-	-	-	-	৪/৩৩১
৭	আবূ রাফে	কুরায়শ/মাওলা	খ	গনীমত	,,	ঐ	-	৩৭৯	-	-	-	-			৫/১৯১
৮	বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব	আসলাম	ঘ	যুদ্ধবন্দী	মুরায়সী	শাবান ৫ হি./ জানু ৬২৭ খৃ.	-	৪১০	৬৪	-	-	-			১/১৭৫ প.
৯	শুকরান (আবিসিনিয়ার অধিবাসী)	কুরায়শ/মাওলা	খ	গনীমত	,,	ঐ	-	৪১০	৬৪	৪৭৯	-	-	-	-	৩/৩ প.
১০	মাহমিয়া ইব্‌ন জাযই	যুবায়দ/কুরায়শ	খ	(গনীমতে সরকারী খুমুস অংশ)	,,	ঐ	-	৪১০	৬৪	-	-	-	-	-	৪/৩৩৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	মাসউদ ইব্‌ন হুনায়দা	আসলাম/ মাওলা	ঘ	খুমুস	,,	,,	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/৩৬০
১২	সাদ ইব্‌ন যায়দ	আওস/ আশহাল	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের নজদে বিক্রয়	জিলহজ্জ ৫ হি./ জুন ৬২৭ খৃ.	ঐ	২/২৪৫			২/৫৯১ প.				৪/১২৬	২/২৭৯ প.
১৩	মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা	আওস / হারিছ	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের হাতকড়া লাগানো	,,	জিলহজ্জ ৫ হি./ জুন ৬২৭ খৃ.		৫০৯				-			৪/৩৩০
১৪	মুসলিম ইব্‌ন বাহরা	আনসার	ছ	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ইয়াহূদীদের	,,	,,	-	-			-		-		৪/৩৬০
১৫	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ/ হাশিম	ক	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা	,,	,,	-	৫১৩	-		২/৫৯৩				৪/১৯৬ প.
১৬	যুবায়র ইবনুল আওয়াম	কুরায়শ / আসাদ	ক	,,	,,	,,	-	৫১৩		-	২/৫৯৩			-	২/১৯৬ প.
১৭	সা'দ ইব্‌ন উবাদা	খাযরাজ / সাইদা	ঘ	যুদ্ধবন্দীদের সিরিয়ার বাজারে বিক্রয়	,,	,,		৫২৩	-	-		-		-	২/২৮৩ প.
১৮	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম	বনূ কায়নকা	ঙ	যুদ্ধবন্দীদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান	,,	,,	-	৫০৯	৭৫	-	-		-	-	৩/১৭৬ প.
১৯	মাহমিয়া ইব্‌ন জায্ই	যুবায়দ/কুরায়শের মিত্র	খ	গনীমত	,,	,,	-	-	৭৫	-			-		৪/৩৩৪
২০	মাহমীয়া ইব্‌ন জায্ই	,,	খ	,,	খায়বার	সফর ৭ হি./ এপ্রিল ৬২৮ খৃ.	২/৩৬১			-				-	৪/৩৩৪
২১	মিরদাস ইব্‌ন মারওয়ান	খাযরাজ/সালামা	ছ	গনীমত	,,	সফর ৭ হি./ জুন ৬২৮ খৃ.	-	-	-				-	-	৪/৩৪৭
২২	ফারওয়া ইব্‌ন আমর	খাযরাজ / বায়াদা	ঘ	,, একটি দলের অগ্রে চলা	,,	,,	-		১০৭	-		-		-	৫/১৬৫
২৩	আবূ জুহায়না	আনসার	-	গনীমত/গবাদি পশু	খায়বার	,,	-		৬৮০	-		-	-		৫/১৬৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৪	খুযা'ঈ ইব্‌ন আব্‌দ নাহ্‌ম	মুযায়না	ঙ	গনীমত সংগ্রহ	মক্কা বিজয়	রমযান ৬ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	২/১১৩
২৫	মাসঊদ ইব্‌ন আমর	গিফার	খ	ঐ	হুনায়ন	শাওয়াল ৬ হি./ ফেব্রু. ৬৩০ খৃ.		-		-	৩/৮১	৮১৫		৪/৩৩৭	৪/৩৫৯
২৬	আমর আল-কারী	কারাহ/ কুরায়শ	ঘ	জিরানা	,,	,,		-	-	-	-	-	-	-	৪/১২৬
২৭	বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা	খুযাআ	ঝ	গনীমতের সামগ্রিক তত্ত্বধান	,,	,,	-	৯২৩	-	৩৬৫	-		২৬৬	-	১/১৭০
২৮	বুসর ইব্‌ন সুফ্‌য়ান	,,	ছ	যুদ্ধবন্দীদের জন্য কাপড় ক্রয়	,,	,,	-	৯৪৩	-		-	-	-	-	১/১৮১ প.
২৯	যায়দ ইব্‌ন ছাবিত	খাযরাজ/ নাজ্জার	ঙ	গনীমতের তত্ত্বাবধান ও উহা বিষয়ওয়ারী সাজান	জিরানা	যিলকাদ ৬ হি./ মার্চ ৬৩০ খৃ.	-	৯৪৯	-	-			-	-	২/২২১ প.
৩০	যায়দ ইব্‌ন ছাবিত	,,	ঙ	আনসারদের যুদ্ধবন্দী	,,	,,		৯৫২	-	-	-	-	-		২/২২১ প.
৩১	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	মুহাজিরদের যুদ্ধবন্দী	,,	,,	-	৯৫২	-	-	-	-	-	-	৪/৫২ প.
৩২	আবূ রুহ্‌ম	গিফার	খ	আরবদের যুদ্ধবন্দী	,,	,,	-	৯৫২	-	-	-	-	-	-	৫/১৯৭
৩৩	আবূ কাতাদা	খাযরাজ/ সালামা	ঙ	গনীমত ও যুদ্ধবন্দী	ফুলসে আলীর অভিযান	রবীউছ ছানী ৯ হি./ জুলাই ৬৩০ খৃ.	-	-	১৬৪				-		৫/২৭৪ প.

(আট) আসহাবুস-সিলাহ্ ওয়াল-ফারাস (অস্ত্রভাণ্ডার ও অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা)

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস								
							ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খাল্দূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সাদ ইব্ন আসাদ	খাযরাজ / হারিছ	ঙ	নবী করীম (স)-এর তিনটি ঘোড়ার তত্ত্বাবধান	বদর যুদ্ধের পূর্বে	৬২২-৬২৪ খৃ.	-	-	-	-	-	-	৫০৯ প.	-	২/২৬৮ প.
২	বাশীর ইব্ন সাদ	খাযরাজ/হারিছ	ঘ	যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তত্ত্বাবধান	উমরাতুল কাযা	শাওয়াল ৭ হি./ মার্চ ৬২৯ খৃ.	-	৭৩৩	১২১	-	৩/২৬ প.	-		৪/২৩১ প.	১/১৯৫ প.
৩	আওস ইব্ন খাওলী	খাযরাজ / সালিম	ঘ	,,	,,	,,	-	৭৩৫	-		-	-	-	-	২/৪৪ প.
৪	আবদুর রহমান ইব্ন আওফ	কুরায়শ/ যুহরা	ঘ	ঘোড়ার তত্ত্বাবধান	হুনায়ন	শাওয়াল ৮ হি./ ফেব্রু. ৬৩০ খৃ.	-	-	-	-	-		-		৩/২৭৯ প.

(নয়) দেহরক্ষীবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	কাজের প্রকৃতি	অভিযান স্থল	তারিখ	তথ্য উৎস								
							ইব্‌ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্‌ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্‌ন খালদূন	ইব্‌নুল আছীর	ইব্‌ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সাদ ইব্‌ন মু'আয	আওস / আশহাল	ঙ	মহানবী (স)-এর তাঁবু প্রহরা	বদরের যুদ্ধে	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১/৬২৮	৫৫	-	-	২/৪৪৯	-	১২৬	৩/২৭১	২/২৯৬ প.
২	সাদ ইব্‌ন মু'আয	ঐ	ঙ	অভিযানকালে মহানবী (স)-এর গৃহ প্রহরা	উহুদের যুদ্ধে	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	-	২০৮	৩৭	-	-		-	-	২/২৯৬
৩	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	ঐ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	২০৮	৩৭	-			-		১৯২ প.
৪	সাদ ইব্‌ন উবাদা	খাযরাজ / সা'ইদা	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	২০৮	৩৭	-	-	-	-	-	২/২৮৩ প.
৫	যাকওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স	খাযরাজ/ যুরায়ক	ঘ	শয্যাশায়নে মহানবী (স)-এর প্রহরা	ঐ	ঐ	-	২১৭	-	-	-		-		২/১৩৭
৬	সা'দ ইব্‌ন উবাদা	খাযরাজ/ সাইদা	ঘ	অভিযানকালে মহানবী (স)-এর নিরাপত্তা রক্ষা	হামরাউল আসাদ	ঐ	-	৩৩৪			-	-			২/২৮৩ প.
৭	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/ সালামা	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৩৩৪	-	-	-	-	-	-	১/২৯৬ প.
৮	আওস ইব্‌ন খাওলী	খাযরাজ/ সালিম	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৩৩৪	-	-	-	-	-	-	১/১৪৪
৯	সা'দ ইব্‌ন মু'আয	আওস/আশহাল	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৩৩৪	-	-	-		-	-	২/২৯৬
১০	কাতাদা ইবনুন নু'মান	আওস / জাফর	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৩৩৪	-	-	-		-	-	৪/১৯৫ প.
১১	উবায়দ ইব্‌ন আওস	ঐ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ		৩৩৪	-	-	-	-	-	-	৩/৩৪৬
১২	আব্বাদ ইব্‌ন বিশর	আওস / আশহাল	ঘ	ঐ	আসাদ	ঐ	-	৩৩৬		-	-		-	-	৩/১০০ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৩	আব্বাদ ইব্‌ন বিশর	আওস/আশহাল	ঘ	ঐ	জাবাল রিকা	মুহাররম ৫ হি/ জুন ৬২৬ খৃ.	২/২০৮	৩৯৭	-	-	-	-	-	-	৩/১০০
১৪	আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির	মাযহিজ/কুরায়শের মিত্র	ক	ঐ	ঐ	ঐ	২খ.	৩৯৭	-	-	-	-	-	-	৪/৪৩ প.
১৫	আব্বাদ ইব্‌ন বিশর	আওস / আশহাল	ঘ	ঐ	হুদায়বিয়া	যিলকাদ ৬ হি./ মার্চ ৬২৮ খৃ.	-	৬০৬	-	-	-	-	-	-	৩/১০০ প.
১৬	সালামা ইব্‌ন আসলাম	আওস/ হারিছ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৬০৬	-	-	-	-			২/৩৩২ প.
১৭	আবূ আয়্যুব আনসারী	খাযরাজ / নাজ্জার	ঘ	ঐ	খায়বার	সফর ৭ হি./ জুন ৬২৮ খৃ.	২/৩৪০	-	-	-	-	-	-	৪/২১২	২/৮০ প.
১৮	বিলাল ইব্‌ন রাবাহ	আবিসিনিয়ার অধিবাসী	ক	ঐ	ওয়াদিল কুরা	ঐ	-	-	-		৩/১৭	-		৪/২১৩	১/২০৬

(দশ) খুলাফা আর-রাসূল [মদীনায় মহানবী (স)-এর প্রতিনিধিবর্গ]

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	অভিযান স্থল	তারিখ	ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	সা'দ ইব্ন 'উবাদা	খাযরাজ/ সাইদা	ঘ	ওয়াদ্দান	সফর ২ হি./ আগস্ট ৬২৩ খৃ.	১/৫৯০ প.	-	৮	২৮৭	২/৪০৭	৭৪৪	১১১ প.	-	২/২৮৩ প.
২	সা'দ ইব্ন মু'আয অথবা	আওস/আশহাল	ঘ	বুওয়াত	রবীউল আওয়াল ২ হি./	-	-	৮	২৮৭	২/৪০৭	-	-	৩/২৪৬	২/২৯৬ প.
	সা'ইব ইব্ন উছমান	কুরায়শ/জুমাহ	খ		আগস্ট ৬২৩ খৃ.	১/৫৯৮								
	ইব্ন মাযঊন			ঐ	ঐ			-		-	৭৪৪		৩/২৪৬	২/২৫৫
৩	যায়দ ইব্ন হারিছা	কালব/কুরায়শের মাওলা	ক	সাফওয়ান	ঐ	১/৬১০	-	৯	২৮৭	২/৪০৭	-	-	৩/২৪৬	২/২৩৪ প.
৪	আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ	কুরায়শ/ মাখযূম	ক	যাতুল উশায়রা	জুমাদাছ-ছানী ২ হি./ ডিসে. ৬২৩ খৃ.	১/৫৯৮	-	৯	২৮৭	২/৪০৮	৭৪৪	১১২	৩/২৪৬	৫/২১৮ প.
৫	আমর ইব্ন উম্মে মাকতূম	কুরায়শ / আমের	ক	মহা বদর	রমযান ২ হি./ মার্চ ৬২৪ খৃ.	১/৬১২	-	-	-	-	৭৪৮ প.	-	৩/২৬০	৪/২৭
৬	আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযির	আওস/ আমর ইব্ন আওফ	ঘ	ঐ	ঐ	১/৬১২	১৮০	১২	২৮৯	২/৪৭৮	৭৪৮	১৩৭	৩/২৬০	২/২৯৮
৭	হারিছ ইব্ন হাতিব	ঐ	ঙ	ঐ	ঐ	১/৬৮৮	১৮০	১২	২৮৯	২/৪৭৮	-	১৩৭	-	,,
৮	আসিম ইব্ন আদী	আওস / আজলান	ঙ	ঐ	ঐ	১/৬৮৯	১৮০	১২	২৮৯	২/৪৭৮	-	১৩৭	-	৩/৭৫
৯	আবূ লুবাবা	আওস / আমর ইব্ন আওফ	ঘ	বনূ কায়নুকা	শাওয়াল ২ হি./ এপ্রিল ৬২৪ খৃ.	২/৪৯	১৮০	২৯, ৬২	৩০৯	২/৪৮১	৭৫৯	১৩৮	৪/০৪	৫/২৮৪ প.
১০	ঐ	ঐ	ঘ	সাবীক	শাওয়াল ২ হি./ এপ্রিল ৬২৪ খৃ.	২/৪৫	১৮০ প.	৩০, ৬২	৩১০	২/৪৮৫	৭৫৬	-	৩/৩৩৪	৫/২৮৪
১১	আমর ইব্ন উম্মে মাকতূম	কুরায়শ/আমের	ক	আল-কুদর	মুহাররম ৩ হি./	২/৪৩	১৮৪	৩১	৩১০	২/৪৮৩	৭৫৫	২৩৯	৩/৩৩৪	৪/১২৭
	অথবা				জুলাই ৬২৪ খৃ.	২/৪৩	-	-	-	-	৭৫৫	-	৩/৩৩৪	-
	সিবা ইব্ন উরফুতা	গিফার	ঘ	ঐ	ঐ									

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১২	উছমান ইব্‌ন আফফান	কুরায়শ/ উমায়্যা	ক	যু-আমর	রবীউল আওয়াল ৩ হি./ সেপ্টে. ৬২৪ খৃ.	২/৪৬	১৯৬	৩৫	৩১১	-	৭৫৫	-	৪/০২	৩/৩৭৬
১৩	আমর ইব্‌ন উম্মে মাকতূম	কুরায়শ / আমের	ক	বুহরান	জুমা আও ৩ হি./ অক্টো-নভে. ৬২৪ খৃ.	২/৪৬	১৯৭	৩৫ প.	৩৩১	-	৭৫৬	১৪২	৪/০৩	৪/১২৭.
১৪	ঐ	ঐ	ক	উহুদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫ খৃ.	২/৬৪	১৯৯	৩৯	৩৩৮	-	৭৬২	১৫০	৪/১৩	৪/১২৭
১৫	ঐ	ঐ	ক	হামরাউল আসাদ	ঐ	২/১০২	-	৪৯	৩৩৯	২/৫৩৬	-	-	৪/৪৯	৪/১২৭
১৬	আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ	কুরায়শ / মাখযূম	ক	আল-উশায়রা	মুহাররম ৪ হি./ জুন ৬২৫ খৃ.	-	-	৪৯	-	-	-	-	-	৫/২১৮
১৭	আমর ইব্‌ন উম্মে মাকতূম	কুরায়শ / আমের	ক	বনূ নাযীর	৩ হি./ এপ্রিল ৬২৬ খৃ.	২/১৯০	৩১৭	৫৮	৩৩৯	২/৫৫৫	৭৭১	১৭৪	৪/৭৫	৪/১২৭
১৮	আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা অথবা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন	খাযরাজ / হারিছ	ঘ	বদর-২য়	যিলকাদ ৩ হি./ এপ্রিল ৬২৬ খৃ.	-	৩৮৪	৫৯	৩৪০	২/৫৬১	-	১৭৬	৪/৮৯	৩/১৫৬ প.
	আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি	খাযরাজ/ সালেম	ঙ	ঐ	ঐ	২/২০৯	-	-	-	-	৭৭২ প.	-	৪/৮৭	৩/১৯৭
১৯	উছমান ইব্‌ন আফফান	কুরায়শ/ উমায়্যা	ক	যাতুর-রিকা	মুহাররম ৫ হি./জুন ৬২৬ খৃ.	২/২০৩	৪০২	৬১	৩৪০	২/৫৫৬	-	১৭৪	৪/৮৩	৩/৩৭৬ প.
	অথবা আবূ যার গিফার	গিফার			ঐ	২/২০৩	-	-	-	-	৭৭২	-	৪/৮৩	৬/৮৬
২০	সিবা ইব্‌ন উরফুতা	কিনানা / গিফারী	ঘ	দূমাতুল জানদাল	রবী আও. ও ছানী ৫হি./ আগস্ট-সেপ্টে ৬৬২খৃ.	২/২১৩	৪০৪	৬২	৩৪১	২/৫৬৪	৭৭৩	১৩৭	৪/৮৯২	২/২৫৯
২১	যায়দ ইব্‌ন হারিছা	কালব/কুরায়শদের	ক	মুরায়সী	রজব ৫ হি./	-	-	৬৩	৩৪২	-	-	-	-	২/২৩৪ প.
	অথবা আবূ যার/ নুমায়লা	মাওলা গিফার / লায়ছ	ক	ঐ	জানু. ৬২৭ খৃ.	২/২৮৯			-	-	৭৮২		৪/১৫৬	৬/৮৬; ৫/৪৩
২২	আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম	কুরায়শ/ আমের	ক	খন্দক	যিলকাদ ৫ হি./ এপ্রিল ৬২৭ খৃ.	২/২২০	৪৪১	৬৬	৩৪৫	-	৭৭৪	-	৪/১-৩	৪/১২৭
২৩	ঐ	ঐ	ক	কুরায়যা	ঐ	২/২৩৪	৪৯৬	৭৪	৩৪৭	-	৭৭৭	-	৩/১১৬	৩/১২৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৪	ঐ	ঐ	ক	লিহ্‌য়ান	রবী আও ৬ হি./ জুলাই ৬২৭ খৃ.	২/২৭৯	৫৩৭	৭৯	৩৪৮	-	-	-	৪/১৪৯	৪/১২৭
২৫	ঐ	ঐ	ক	আল-গাবা	রবী. ছানী ৬ হি./ জুলাই ৬২৭ খৃ.	২/২৮৪	৫৩৮ ৫৪৭	৮০	৩৪৯	-	-		৪/১৫১	৪/১২৭
২৬	ঐ	ঐ	ক	হুদায়বিয়া	যিলকাদ ৬ হি./	-	৫৭৩	৯৫	৩৫০	-	-	-	-	৪/১২৭
	অথবা নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ	কিনানা লায়ছ	ঙ	ঐ	মার্চ ৬২৮ খৃ.	২/৩০৮	-	-	-	-		-	৪/১৬৪	৫/৪৩
২৭	সিবা ইব্‌ন উরফুতা অথবা	কিনানা / গিফার	ঙ	খায়বার	সফর ৭ হি./	-	৬৩৬	১০৬	৩৫২	৩/০৯	-	২১৬	৪/১৮১	২/২৫৯
	নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ		ঙ	ঐ	জুন ৬২৮ খৃ.	২/৩২৯	-	-	৩৫২	-	৭৯৫	-	৪/১৮১	৫/৪৩
২৮	আবূ রুহম কুলছূম ইব্‌নুল হুসায়ন	কিনানা / গিফার	ঙ	উমরাতুল কাযা	যিলকাদ ৭ হি./	-	-	১২০	-	-	-	-	-	৪/২৫০
	অথবা আবূ যার/ উওয়ায়ফ				মার্চ ৬২৯ খৃ.	-	-	-	৩৫৩				-	৫/১৮৬
	ইব্‌ন আল-আদবাত	কিনানা / দীল	ঙ	ঐ	ঐ	-		-	৩৫৩			-	৪/২৭৭	৬/৯৬
২৯	আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম অথবা	কুরায়শ/ আমের	ক	মক্কা বিজয়/হুনায়ন	রমযান ৮ হি./	-	-	১৩৫	৩৬৪ প.	-	-	-	-	৪/১২৭
	আবূ রুহম কুলছূম ইব্‌নুল হুসায়ন	কিনানা গিফার	ঙ	ও অন্যান্য ঐ	জানু. ৬৩০ খৃ.	২/৩৯৯	-	-	৩৬৪	৩/৫০	৮০৪	২৪২	৪/২৮৫	৪/২৫০
৩০	মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা	আওস / আশহাল	ঙ	তাবূক	রজব-রমযান ৯ হি./	২/৫১৯	৯৯৫	১৬৫	৩৬৮	-	৮২০	-	৫/০৭	৪/৩৩১
	অথবা সিবা ইব্‌ন উরফুতা	কিনানা/ গিফার	ঙ	ঐ	অক্টো-নভে. ৬৩১ খৃ.	২/৫১৯				৩/১৩০	৮২০	২৭৮	৫/০৭	২/২৫৯
৩১	আলী ইব্‌ন আবী তালিব	কুরায়শ / হাশিম	ক	ঐ	ঐ ঐ	২/৫১৯	-	-	-	৩/১০৩	৮২০	২৭৮	৫/০৭	৪/১৬ প.
৩২	সিবা ইব্‌ন উরফুতা অথবা	কিনানা/ গিফার	ঙ	বিদায় হজ্জ	যিলহজ্জ ১০ হি./	২/৬০০	-	-	-	-	-	-	৫/১১০	৩/৮৬১
	আমর ইব্‌ন উম্মে মাকতূম/	কুরায়শ/ আমের	ক	ঐ	মার্চ ৬৩২ খৃ.	-			৩৬৮					৪/১২৭
	অথবা আবূ দুজানা	খাযরাজ/ সাইদা	ঙ	ঐ	ঐ ঐ	২/৬০০			-	-		-	৫/১১০	৬/৮৪ প.

(এগার) মুশীর (উপদেষ্টাবৃন্দ)

ক্রমিক নং	নাম	গোত্র/বংশ	ইসলাম গ্রহণ করার সময়	পরামর্শ প্রদানের প্রকৃতি	অভিযান/উপলক্ষ	তারিখ	ইব্ন হিশাম	ওয়াকিদী	ইব্ন সা'দ	বালাযুরী	তাবারী	ইব্ন খালদূন	ইব্নুল আছীর	ইব্ন কাছীর	উসদুল গাবা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	আযান দেওয়ার পরামর্শ দান	-	১হি./৬২৩খৃ.	-	-	-	২৭৩	-	-	-	২৩২	৪/৫২প.
২	আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (ও	খাযরাজ/হারিছ	ঘ	ঐ	-	ঐ	১/৫০৮	-	-	-	-	-	-	২৩২	৩/১৬৬প.
	অন্যান্য সাহাবীবৃন্দ)						১/৫০৯	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মহানবী (স)-এর পরিকল্পনা সমর্থন করেন	বদরের যুদ্ধ মার্চ ৬২৪ খৃ.	রমযান ২ হি./	১/৬১৫	৪৮প.	-	২৯৩ প.	২/৪৩৪	-	১২০	২৬২প.	৩/২০৫প.
৪	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	ঐ	-	-	১/৫১৫	৪৮	-	-	২/৪৩৪	-	১২০	২৬২	৪/৫২প.
৫	আল-মিকদাদ ইব্ন আমর	কুদাআ/বাহ্‌রা	ক	ঐ	-	-	১/৬১৫	৪৮	-	-	২/৪৩৪	-	১২০	২৬২	৪/৪০৯
৬	সা'দ ইব্ন মু'আয	আওস/আশহাল	ঘ	ঐ	-	-	১/৬১৫	৪৮	-	-	২/৪৩৫	৭৪৯	১২০ প.	২৬২	২/২৯৬ প.
৭	সা'দ ইব্ন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	ঐ	-	-	-	৪৮	-	-	-	-	-	২৬৩প.	২/২৮৩ প.
৮	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ/সালামা	ঙ	ঐ	-	-	-	৪৮	-	-	-	-	-	-	২/৩৬৪প.
৯	ঐ	ঐ	ঙ	শিবির স্থাপনের স্থান সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	১/৬২০	৫৩	-	২৯৩	২/৪৪০	৭৫১	১২২	২৬৭প.	১/৩৬৪
১০	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	যুদ্ধবন্দীদের নিকট হইতে পণ আদায়ের পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	-	৫৩	-	-	২/৪৪০	-	১৩৬	২৯৬	৩/২০৫প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১১	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	-	-	৫৩	-	২/৪৪০	-	১৩৬	২৯৬	৪/৫২প.
	(আলী ইবন আবূ তালিব)	কুরায়শ/হাশিম	ক—	যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা	বদরের যুদ্ধ	রমযান ২ হি./ মার্চ/৬২৪ খৃ.	-	-	-	-		-	-	২৯৬	৪/১৬প.
১২	হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব	ঐ	ক	মদীনার বাইরে গিয়া মক্কার বাহিনীকে মুকাবিলা করার পরামর্শ প্রদান	উহুদ	শাওয়াল ৩ হি./ মার্চ ৬২৫খৃ.	-	২০৯প.	-	৩১৪ প.	-	-		৪/১২	২/৪৬প
১৩	সা'দ ইবন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	খ	ঐ	ঐ	ঐ	-	২০৯	-	-	-	-	-	-	২/২৮৩ প.
১৪	মালিক ইবন সিনান	খাজরায/খুদরা	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ		২০৯	-	-	-	-	-	-	২/২৮১
১৫	নুমান ইবন মালিক	আওস/সালিম	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	২০৯	-	৩১৫	৫০৩	-		৪/১২	৫/২৯ প.
১৬	আয়াস ইবন আওস	আওস/ আশহাল	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	২০৯	-	৩১৫	-	-		-	১/৫৩
১৭	খায়সামা ইবনুল হারিছ	আওস/আমর ইবন আওফ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ		২০৯		৩১৫	-		-		২/১২৯
১৮	আনাস ইবন কাতাদা	আসও/আমর ইবন আওফ	ঙ	ঐ	ঐ	ঐ	-	২০৯	-	-			-		১/১২৬
১৯	মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা	আওস/ হারিছ	ঙ	কাব ইবন আশরাফকে হত্যা করার পরামর্শ প্রদানা	খন্দকের যুদ্ধ	রাবী. আও. ৩হি./ আগস্ট ৬২৪খৃ.	-	১৮৭	-	-	-	-	-	-	৪/৩৩০
							-	-	-	-	-	-	-	-	৪/৩৩০
২০	সালমান ফারসী	পারস্যবাসী	ঙ	পরিখা খননের পরামর্শ প্রদান	ঐ	যিলকাদ ৫ হি/ এপ্রিল ৬২৭	২/৪৫প. ২/২২৪	৪৪৪প.	-	৩৪৩	২/৫৬৬	৭৭৪	১৭৮	৪/৯৫	২/৩২৮প.
২১	সা'দ ইবন উবাদা	খাযরাজ/সাইদা	ঘ	গাতাফানদের সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাব বাতিল করার পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	২/২২৩	৪৭৭	-	৩৪৬প.	২/৭৫৩	৭৭৫	১৮১	৪/১০৪প.	২/২৮৩ প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২২	সা'দ ইব্‌ন মু'আয	আওস/আশহাল	ঘ	গাতাফানদের সঙ্গে সন্ধি প্রস্তাব বাতিল করার পরামর্শ প্রদান	খন্দক	শাওয়াল ৫ হি/ এপ্রিল ৬২৭ খৃ.	২/২২৩	৪৭৭	-	৩৪৬প.	২/৫৭৩	৭৭৫	১৮১	৪/১০৪	২/২৯৬ প.
২৩	উসায়দ ইবনুল হুদায়র	ঐ	ঘ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৪৭৭	-	-	-	-	-	-	১৯২
২৪	মদীনার শীর্ষস্থানীয় মুসলমানগণ	মদীনা	-	ইফ্‌ক-এর উপাখ্যান সম্পর্কে আলোচনা	মুরায়সী এবং পরবর্তী	৫ হি./ ৬২৭খৃ.	২/৩০০প.	৪২৮	-	-	২/৬০৮, ৬১৪, ৬২ প.	-	১৯৭ প.	৪/১৬২	-
২৫	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/আদী	খ	দূত হিসাবে উছমান (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ	হুদায়বিয়া	যিলকাদ ৬ হি./ এপ্রিল ৬২৮ খৃ.	২/৩১৫	-	৯৭	-	২/৬৩১ প. ২/৬২২ প.	৭৮৫	-	৪/১৬৭	৪/৫২ প. ৫/৫৮৮
২৬	উম্মু সালামা (যুদ্ধবন্দী/স্ত্রী)	কুরায়শ/মাখযূম	ক	কুরবানীর পরামর্শ দান	ঐ	ঐ	-	-	-	-	২/৬৩৭প	৭৮৬	২০৫	৪/১৬৭	-
২৭	আল-হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ	ঙ	সেনা ছাউনীর স্থান সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান	খায়বার	সফর ৭ হি./ মে ৬২৮ খৃ.	-	৬৪৩প.	-	-	-	-	-	-	১/৩৬৪ প.
২৮	আবূ বাক্‌র	কুরায়শ/তায়ম	ক	গাছ-পাছালি কাটিয়া ফেলার পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	-	৬৪৩প.	-	-	-	-	-	-	৩/২০৫
২৯	সা'দ ইব্‌ন উবাদা	খাযরাজ/ সাইদা	ঘ	খেজুর গাছ না কাটার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান।	ঐ	ঐ	-	৬৫১	-	-	-	-	-	-	২/২৮৩
৩০	আবূ বাক্‌র	কুরায়শ/তায়ম	ক	বশীর ইব্‌ন সা'দকে সেনাপতি নিয়োগের সুপারিশ	আল-বিনাব অভিযান	শাওয়াল ৭ হি./ ফেব্রু. ৬২৯ খৃ.	-	৭২৮		-	-		-		৩/২০৫
৩১	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	ঐ	ঐ	ঐ	-	৭২৮	-	-	-	-	-	-	৪/৫২প.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩২	আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব	কুরায়শ/হাশিম	ক	আবূ সুফয়ান-এর গৃহকে নিরাপদ স্থান হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব	মক্কা বিজয়	রমযান ৮ হি./ জানু. ৬৩০ খৃ.	২/৪৩৩	-	-	৩৫৫	৩/৫৪	৮০৫	২৪৫	৪/২৯০	৩/১০৭প.
৩৩	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	ঐ	হুনায়ন ও তাইফ	শাওয়াল ৮ হি./ ফেব্রু. ৬৩০খৃ.	২/৪৪০	৮৯৩	৩/৭৩	-	৩/৭৩৮	-		-	৪/৬২প.
৩৪	আবূ বাক্র	কুরায়শ/তায়ম	ক	ঐ	ঐ	ঐ	২/৪৮৪	-	-	-	৩/৮৪	-	-	-	৪/২০৫প.
৩৫	হুবাব ইবনুল মুনযির	খাযরাজ	ঙ	সেনা শিবির স্থাপনের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান	তাইফ	ঐ	-	৯২৫	-	-	-	-		-	১/৩৬৪প.
৩৬	সালমান ফারসী	পারস্যবাসী	ঙ	পাথর ছোঁড়ার গুলতি জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	-	৯২৭	-	৩৬৭	-	-	২৬৬	৪/৩৪৮	২/৩২৮
৩৭	নাওফাল ইবন মু'আবিয়া	কিনানা/ দীল	খ	অবরোধ তুলিয়া নেয়ার পরামর্শ প্রদান	ঐ	ঐ	-	৯৩৭	-	-	৩/৮৪	-	২৬৭	৪/৩৫০	৫/৪৭
৩৮	উমার ইবনুল খাত্তাব	কুরায়শ/ আদী	খ	ঐ	ঐ	ঐ	২/৪৮৪	-	-	-	-	-	২৬৭	৪/৩৫০	৪/৫২ প.
৩৯	ঐ	ঐ	খ	মদীনায় প্রত্যাবর্তন	তাবূক	রমযান ৯ হি./ ডিসে. ৬৩১ খৃ.	-	১০১৯	-	-	-	-	-	-	৪/৫২ প.
৪০	ঐ	ঐ	খ	ঈলা সম্পর্কিত বিষয় নিয়া আলোচনা	ঐ	৯ হি./৬৩২ খৃ.	-	-	-	-	-	-	-	-	৪/৫২ প.